

তায়সীরে
ইবনে কাছীর

একাদশ খণ্ড

আল্লামা ইবনে কাছীর (র)

তাত্ফসীরে ইবনে কাছীর

একাদশ খণ্ড

(পারা-২৮ থেকে পাৰা ৩০ পর্যন্ত)
সূরা হাশর থেকে সূরা নাস পর্যন্ত

ইমাম আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে কাছীর (র)

অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারুক

অনূদিত



ইসলামিক ফাউন্ডেশন

তাত্ফসীরে ইবনে কাছীর (একাদশ খণ্ড)
ইমাম আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে কাছীর (র)
অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারুক অনূদিত
[ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]

ইফা প্রকাশনা : ২০৯৪/২

ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭

ISBN : 984-06-0723-5

প্রথম প্রকাশ

মে ২০০৩

তৃতীয় সংস্করণ (উন্নয়ন)

নভেম্বর ২০১৪

অগ্রহায়ণ ১৪২১

সফর ১৪৩৬

মহাপরিচালক

সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক

আবু হেনা মোস্তাফা কামাল

প্রকল্প পরিচালক, ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৮১৮১৫৩৭

প্রচ্ছদ শিল্পী

জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মোঃ মহিউদ্দিন চৌধুরী

প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ৪১০.০০ (চার শত দশ) টাকা মাত্র।

TAFSIRE IBNE KASIR (10th Volume) [Commentary on the Holy Quran] : Written by Imam Abul Fida Ismail Ibn Kasir (Rh.) in Arabic, Translated by Prof. Mulana Akhter Farooq into Bangla and published by Abu Hena Mostafa Kamal, Project Director Islamic Publication Project, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181538 November 2014

E-mail : directorpubif@yahoo.com

Website : www.islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 410.00 ; US Dollar : 24.00

মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ এক অনন্য মু'জিয়াপূর্ণ আসমানী কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতময় ভাষায় মহান রাক্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতিত তাবৎ জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার বিশ্ব-মানবের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহপ্রদত্ত নির্দেশনা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। সুতরাং পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ রাক্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যক অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোনও বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গী ও বাক্য বিন্যাস চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী পূর্ণভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমনকি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না। এই সমস্যা ও অসুবিধার প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব। তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন এবং মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শিক্ষা ও মর্মবাণীকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন। এভাবে বহু মুফাস্সির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্য সাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহৎ প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

তাফসীর গ্রন্থসমূহের অধিকাংশই প্রণীত হয়েছে আরবী ভাষায়। ফলে বাংলাভাষী পাঠক সাধারণ এসব তাফসীর গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারেন নি। এদেশের সাধারণ মানুষ যাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী ও উর্দু প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলো প্রসিদ্ধ তাফসীর আমরা অনুবাদ ও প্রকাশ করেছি।

আরবী ভাষায় রচিত তাফসীরগ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লামা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র) প্রণীত 'তাফসীরে ইবনে কাছীর' মৌলিকতা, স্বচ্ছতা, আলোচনার গভীরতা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে ভাস্বর এক অনন্য গ্রন্থ। আল্লামা ইবনে কাছীর (র) তাঁর এই গ্রন্থে আল-কুরআনেরই বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক আয়াত এবং মহানবী (সা)-এর হাদীসের আলোকে কুরআন-ব্যাখ্যায় স্বীয় মেধা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাকে ব্যবহার করেছেন। এ যাবত প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আর কোন গ্রন্থেই তাফসীরে ইবনে কাছীর-এর অনুরূপ এত বিপুলসংখ্যক হাদীস সন্নিবেশিত হয়নি। ফলে তাঁর এই গ্রন্থখানি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে

[চার]

মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা সুযুতী (র) বলেছেন : “এ ধরনের তাফসীর গ্রন্থ এর আগে কেউ রচনা করেন নি।” আল্লামা শাওকানী (র) এই গ্রন্থটিকে ‘সর্বোত্তম তাফসীর গ্রন্থগুলোর অন্যতম’ বলে মন্তব্য করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা এই তাফসীর গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের কাজ ১১ খণ্ডে সমাপ্ত করে বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি। অনুবাদের গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন প্রখ্যাত আলিম, শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারুক। গ্রন্থটির একাদশ খণ্ডের সবগুলো কপি ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার-এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

এই অমূল্য গ্রন্থখানির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত থেকে যারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে এই তাফসীর গ্রন্থের মাধ্যমে ভালোভাবে কুরআন বোঝা এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দিন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীনের অপার অনুগ্রহে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী ভাষায় প্রণীত বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে ইবনে কাছীর'-এর সকল খণ্ডের অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

তাফসীর হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআনের সুগভীর মর্মার্থ, অনুপম শিক্ষা, ভাব-ব্যঞ্জনাময় সাংকেতিক তথ্যাবলী এবং নির্দেশসমূহ সাধারণের বোধগম্য করার লক্ষ্যে যুগে যুগে প্রাজ্ঞ তাফসীরবিদগণ অসামান্য পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁদের সেই শ্রমের ফলস্বরূপ আরবীসহ অন্যান্য ভাষায় বহু সংখ্যক তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থ বিদেশী ভাষায় রচিত হওয়ার কারণে বাংলাভাষী সাধারণ পাঠকদের পক্ষে কুরআনের যথার্থ শিক্ষা ও মর্মবাণী অনুধাবন করা অত্যন্ত দুর্লভ। এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিদেশী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ অনুবাদ ও প্রকাশের যে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে, এই গ্রন্থটি তার অন্যতম।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র) প্রণীত এই অনুপম গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাফসীরকার পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়—এমন সনদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিহার করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। শুধু পবিত্র কুরআনের বিশ্লেষণধর্মী আয়াত এবং হাদীসের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা অবলম্বন করার কারণে আল্লামা ইবনে কাছীরের এ গ্রন্থটি অর্জন করেছে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থের মর্যাদা এবং বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

বিশিষ্ট আলিম, অনুবাদক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারুক অনুদিত এই মূল্যবান গ্রন্থটি ইতিমধ্যেই পাঠক সমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। গ্রন্থটির একাদশ খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ ইতিমধ্যে ফুরিয়ে যাওয়ায় এবারের তৃতীয় সংস্করণ পাঠকদের সুবিধার্থে প্রকাশ করা হলো।

আমরা গ্রন্থটি নির্ভুলভাবে প্রকাশের জন্য সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এতদসত্ত্বেও যদি কোন ভুল-ত্রুটি কারও চোখে ধরা পড়ে, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মহান আল্লাহ আমাদের এই নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সূচিপত্র

সূরা হাশ্বর

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১-৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২০
৬-৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৮
৮-১০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৩
১১-১৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪০
১৮-২০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৩
২১-২৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৬

সূরা মুম্বতাহিনা

১-৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫১
৪-৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬০
৭-৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৪
১০-১১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৯
১২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৫
১৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৮৪

সূরা সাফ্বফ

১-৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৮৭
৫-৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৯৩
৭-৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৯৮
১০-১৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১০০
১৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১০১

[আট]

সূরা জুমু'আ

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১-৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১০৫
৫-৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১০৯
৯-১০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১১৩
১১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১১৯

সূরা মুনাফিকুন

১-৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১২১
৫-৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১২৪
৯-১১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৩৬

সূরা তাগাবুন

১-৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৩৯
৫-৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৪১
৭-১০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৪৫
১৪-১৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৪৮

সূরা তালাক

১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৫৩
২-৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৫৮
৪-৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৬৩
৬-৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৬৬
৮-১১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৭০
১২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৭৩

[নয়]

সূরা তাহরীম

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১-৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৭৬
৬-৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৮৭
৯-১০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৯৩
১১-১২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৯৫

সূরা মূলুক

১-৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২০১
৬-১১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২০৪
১২-১৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২০৬
১৬-১৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২০৮
২০-২৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২১০
২৮-৩০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২১৩
১০-১৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২০৯
১৫-১৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২১৩

সূরা কালাম

১-৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২১৫
৮-১৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২২২
১৭-৩৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২২৭
৩৪-৪১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৩১
৪২-৪৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৩২
৪৮-৫২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৩৫

সূরা হাক্বা

১-১২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৪২
১৩-১৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৪৬

ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—২

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১৯-২৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৪৮
২৫-৩৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৫১
৩৮-৪৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৫৩
৪৪-৫২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৫৫

সূরা মা'আরিজ

১-৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৫৭
৮-১৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৬৪
১৯-৩৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৬৭
৩৬-৪৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৭১

সূরা নূহ

১-৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৭৭
৫-২০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৭৯
২১-২৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৮৩
২৫-২৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৮৬

সূরা জিন্ন

১-৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৮৯
৮-১০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৯৩
১১-১৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৯৫
১৮-২৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৯৮
২৫-২৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০২

সূরা মুয্যাম্মিল

১-৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০৬
১০-১৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩১৩
১৯-২০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩১৬

[এগারো]

সূরা মুদাছ্ছির

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১-১০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩২১
১১-৩০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩২৭
৩১-৩৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৩৩
৩৮-৫৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৩৮

সূরা কিয়ামা

১-১৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৪২
১৬-২৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৪৭
২৬-৪০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৫১

সূরা দাহ্র

১-৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৫৭
৪-১২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৬০
১৩-২২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৬৫
২৩-৩১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৭০

সূরা মুরসালাত

১-১৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৭৪
১৬-২৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৭৮
২৯-৪০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৮০
৪১-৫০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৮৩

সূরা নাবা

১-১৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৮৬
১৭-৩০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৯০
৩১-৩৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৯৪
৩৭-৪০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৯৬

[বারো]

সূরা নাযি'আত

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১-১৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪০০
১৫-২৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪০৪
২৭-৩৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪০৬
৩৪-৪৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪০৮

সূরা আবাসা

১-১৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪১২
১৭-৩২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪১৫
৩৩-৪২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪১৯

সূরা তাকবীর

১-১৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪২২
১৫-২৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪২৯

সূরা ইন্ফিতার

১-১২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৩৪
১৩-১৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৩৭

সূরা মুতাফ্ফিফীন

১-৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৩৯
৭-১৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৪২
১৮-২৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৪৬
২৯-৩৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৪৯

সূরা ইন্শিকাক

১-১৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৫২
১৬-২৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৫৬

[তের]

সূরা বুরূজ

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১-১০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৬১

সূরা তারিক

১-১০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৭২
১১-১৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৭৫

সূরা আ'লা

১-১৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৭৭
১৪-১৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৮০

সূরা গাশিয়া

১-৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৮৩
৮-১৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৮৫
১৭-২৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৮৭

সূরা ফাজুর

১-১৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৯২
১৫-২০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৯৯
২১-৩০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫০১

সূরা বালাদ

১-১০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫০৫
১১-২০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫০৯

সূরা শাম্‌স

১-১০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫১৫
১১-১৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫১৮

[চৌদ্দ]

সূরা লায়ল

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১-১১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫২০
১২-২১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫২৫

সূরা দুহা

১-১১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫২৯
------	------------------------------	-----

সূরা ইনশিরাহ

১-৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৩৫
-----	------------------------------	-----

সূরা ফ্বীন

১-৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৩৯
-----	------------------------------	-----

সূরা আলাক

১-৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৪২
৬-১৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৪৫

সূরা কাদর

১-৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৪৮
-----	------------------------------	-----

সূরা বায়্যিনা

১-৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৬১
৬-৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৬৩

সূরা যিল্‌যাল

১-৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৬৭
-----	------------------------------	-----

[পনের]

সূরা 'আদিয়াত

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১-১১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৭১

সূরা কারি'আ

১-১১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৭৫
------	------------------------------	-----

সূরা তাকাছুর

১-৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৭৯
-----	------------------------------	-----

সূরা আসর

১-৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৮৮
-----	------------------------------	-----

সূরা হুমাযা

১-৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৮৯
-----	------------------------------	-----

সূরা ফীল

১-৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৯২
-----	------------------------------	-----

সূরা কুরায়শ

১-৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬০০
-----	------------------------------	-----

সূরা মাউন

১-৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬০৩
-----	------------------------------	-----

সূরা কাওসার

১-৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬০৭
-----	------------------------------	-----

[মৌল]

সূরা কাফিরুন

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১-৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬১৩

সূরা নাসর

১-৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬১৭
-----	------------------------------	-----

সূরা লাহাব

১-৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬২০
-----	------------------------------	-----

সূরা ইখলাস

১-৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬২৯
-----	------------------------------	-----

সূরা ফালাক

১-৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৩৪
-----	------------------------------	-----

সূরা নাস

১-৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৩৮
-----	------------------------------	-----

তাতফসীরে ইব্ন কাছীর

একাদশ খণ্ড

সূরা হাশ্ব

২৪ আয়াত, ৩ রুকু, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

হযরত ইবন আব্বাস (রা) এই সূরাটিকে সূরা বনু নাযীর বলিতেন।

সাদ্দ ইবন মানসূর (র) সাদ্দ ইবন জুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাদ্দ ইবন জুবায়র (র) বলেন, হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, সূরা হাশ্ব বনু নাযীর সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) অন্য সূত্রে হুশায়ম (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) সাদ্দ ইবন জুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাদ্দ ইবন জুবায়র (র) বলেন, আমি একদিন ইবন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি সূরা হাশ্ব? উত্তরে তিনি বলিলেন, সূরা বনু নাযীর।

(১) سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝

(২) هُوَ الَّذِیْ اَخْرَجَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِیَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ۗ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْا اَنْهُمْ مَّا نَعْتَهُمْ حُصُوْنًا مِّنْ اللّٰهِ فَاتَهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۗ وَقَذَفَ فِي قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ ۗ يُخْرِبُوْنَ بُیُوْتَهُمْ بِاَیْدِيْهِمْ وَاَیْدِی الْمُوْمِنِیْنَ ۗ فَاعْتَبِرُوْا یٰۤاُولِی الْاَبْصٰرِ ۝

(৩) وَلَوْلَا اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَیْهِمُ الْجَلٰءَ لَعَذَّبْتُمْ فِي الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ

عَذَابٌ عَاقِبٌ ۝

(৬) ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ ۝

(৫) مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْتَةٍ أَوْ تَرَكْتُمْهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَ

لِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ۝

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২. তিনিই কিতাবীদিগের মধ্যে যাহারা কাফির তাহাদিগকে প্রথম সমাবেশেই তাহাদিগের আবাসভূমি হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। তোমরা কল্পনাও কর নাই যে, উহারা নির্বাসিত হইবে এবং উহারা মনে করিয়াছিল উহাদের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলি উহাদিগকে রক্ষা করিবে আল্লাহ হইতে; কিন্তু আল্লাহর শাস্তি এমন এক দিক হইতে আসিল যাহা ছিল উহাদিগের ধারণাতীত এবং উহাদিগের অন্তরে তাহা ত্রাসের সঞ্চার করিল। উহারা ধ্বংস করিয়া ফেলিল নিজদিগের বাড়ী-ঘর নিজদিগের হাতে এবং মু'মিনদের হাতেও; অতএব হে চক্ষুস্বাণ ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

৩. আল্লাহ উহাদিগের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত না করিলে উহাদিগকে অন্য শাস্তি দিতেন; পরকালে উহাদিগের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের শাস্তি।

৪. ইহা এইজন্য যে, উহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল এবং কেহ আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করিলে আল্লাহ তো শাস্তি দানে কঠোর।

৫. তোমরা যে খর্জুর বৃক্ষগুলি কর্তন করিয়াছ এবং যেগুলি কাণ্ডের উপর স্থির রাখিয়া দিয়াছ তাহাতো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে; ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ পাপাচারীদিগকে লাঞ্চিত করিবেন।

তাফসীর : আল্লাহ বলিতেছেন যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবকিছুই তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা করে, তাহারা মহিমা কীর্তন করে, প্রশংসা করে এবং একত্বতা ঘোষণা করে। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَأَتَفَقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ-

অর্থাৎ সাত আকাশ, পৃথিবী এবং এইগুলির মধ্যে যাহা আছে সবই আল্লাহ তা'আলার মহিমা ঘোষণা করে। বস্তু মাত্রই তাঁহার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করে। কিন্তু তোমরা উহাদিগের তাসবীহ পাঠ বুঝ না।

هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রমশালী এবং সৃষ্টি নিয়ন্ত্রণে ও বিধান প্রদানে প্রজ্ঞাময় ।

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ অর্থাৎ তিনিই কিতাবীদিগের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছিল প্রথম সমাবেশেই তাহাদিগকে তাহাদিগের আবাসভূমি হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন ।

এই আয়াতে কিতাবী কাফির বলিতে বনু নাযীরের ইয়াহুদীদেরকে বুঝানো হইয়াছে । ইবন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, যুহরী এবং আরো অনেকে এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন । ঘটনাটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

হিজরত করিয়া মদীনায় আগমন করিবার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বনু নাযীরের ইয়াহুদীদের সহিত এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-ও তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন না এবং তাহারাও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত যুদ্ধ করিবে না । কিন্তু কিছুদিন পরই তাহারা চুক্তি ভঙ্গ করিয়া ফেলে । ফলে শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদিগকে উহাদিগের উপর বিজয় দান করেন এবং উহাদিগকে নিজ আবাসভূমি হইতে তাড়াইয়া দেন । বিতাড়িত হইয়া উহাদিগের একাংশ শামের আযরু আত নামক স্থানে চলিয়া যায় যেখানে কিয়ামতের সময় হাশর-নশর সংঘটিত হইবে । আরেকাংশ খায়বারে চলিয়া যায় । বিতাড়িত করিবার সময় তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল যে, তোমরা তোমাদিগের সহায়-সম্পত্তি যাহা পার সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও । ফলে তাহারা নিজ হাতে তাহাদিগের ঘর দরজা ভাঙ্গিয়া স্থানান্তরযোগ্য সামগ্রী সম্ভব পরিমাণ সঙ্গে করিয়া লইয়া যায় ।

এই ঘটনা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিবার নির্দেশ দিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ অর্থাৎ হে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারী এবং আল্লাহর কিতাব অস্বীকারকারী সম্প্রদায়! ইয়াহুদীদের এহেন নির্মম শাস্তি হইতে তোমরাও শিক্ষা গ্রহণ কর । ভবিষ্যতেও যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সহিত বে-ঈমানী করিবে, তাহাদিগকেও আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে এইভাবেই লাঞ্চিত করিবেন আর পরকালে কঠোর শাস্তি তো অবধারিত ।

ইমাম আবু দাউদ (র) জনৈক সাহাবী হইতে বর্ণনা করেন যে, উক্ত সাহাবী বলেন : বদর যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা । রাসূলুল্লাহ (সা) তখন মদীনায় ছিলেন । তখন কুরাইশ মুশরিকরা ইবন উবাই এবং আউস ও খাজরাজ গোত্রের মূর্তিপূজকদের কাছে এই মর্মে পত্র লিখেন যে, আমরা শুনিতে পাইয়াছি যে, তোমরা মুহাম্মদকে তোমাদের দেশে আশ্রয় দিয়াছ । পত্র পাওয়ার পর অতিসত্ত্বর যুদ্ধ করিয়া হইলেও তাহাকে তাড়াইয়া দাও । অন্যথায় আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমরা তোমাদিগকে তোমাদিগের আবাসভূমি হইতে তাড়াইয়া দিব এবং আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিলে তরবারীর

আঘাতে তোমাদিগকে নিপাত করিয়া দিব এবং তোমাদিগের স্ত্রী-কন্যাদিগকে আমাদের দাসী বানাইয়া লইব। এই পত্র পাইয়া আব্দুল্লাহ্ ইবন উবাই এবং তাহার সাক্ষপাঙ্গরা পরামর্শ করিয়া মুহাম্মদ (সা)-এর সহিত লড়াই করিবার গোপন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদিগের সহিত এই বিষয়ে আলাপ করেন। ফলে তাহারা পূর্বের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিয়া ফেলে।

অতঃপর কুরাইশরা এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের সংবাদ পাইয়া বদর যুদ্ধের পর ইয়াহুদীদের নিকট পুনরায় পত্র লিখে যে, তোমরা মজবুত দুর্গের অধিকারী ও শক্তিশালী সম্প্রদায়। মুহাম্মদের সহিত যুদ্ধ না করিলে আমরা তোমাদিগকে রেহাই দিব না। তোমরা আক্রমণ কর, আমরা তোমাদিগের যথাসাধ্য সহযোগিতা করিব।

এইবার বনু নাযীর বিশ্বাসঘাতকতা করিবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এই প্রস্তাব পাঠায় যে, আপনি আপনার সাহাবীদের মধ্য হইতে ত্রিশজন লোক প্রেরণ করুন, আমাদের মধ্য হইতেও ত্রিশজন বিজ্ঞ লোক আসিতেছে। এই ষাটজন মধ্যবর্তী এক স্থানে বসিয়া আলাপ আলোচনা করিবে। আলোচনার পর যদি আমাদের এই ত্রিশজন আপনার প্রতি ঈমান আনে তো আমরাও আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করিব। কিন্তু তাহাদিগের এই ষড়যন্ত্রের কথা রাসূল (সা)-এর অজানা রহিল না। তাই তিনি পরদিন রণসাজে সজ্জিত হইয়া সাহাবীদের সঙ্গে লইয়া ইয়াহুদীদের গোটা এলাকা ঘেরাও করিয়া ফেলেন এবং তাহাদিগকে পুনরায় সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার প্রস্তাব দিয়া বলিলেন, হয়তো তোমরা আমাদের এই প্রস্তাব মানিয়া লও, অন্যথায় তোমাদিগের রক্ষা নাই। কিন্তু তাহারা সন্ধি করিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয়। ফলে সেই দিন সারাদিন যুদ্ধ হয়।

পরদিন বনু নাযীরকে এই অবস্থায় রাখিয়াই রাসূলুল্লাহ্ (সা) সৈন্যদের লইয়া বনু কুরায়যা গোত্রের নিকট গিয়া সন্ধির প্রস্তাব দেন। তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ফলে তাহাদিগকে নিরাপদে থাকিবার অনুমতি দেওয়া হয়।

অতঃপর পুনরায় বনু নাযীরের নিকট ফিরিয়া আসিয়া আবার যুদ্ধ শুরু করেন। অবশেষে ইয়াহুদীরা পরাজিত হয়। রাসূল (সা) তাহাদেরকে শহর ত্যাগ করিবার নির্দেশ দেন এবং ঘোষণা করেন যে, তোমাদিগের যে সব সম্পদ তোমরা সঙ্গে করিয়া নিয়া যাইতে পার লইয়া যাও। ফলে তাহারা তাহাদিগের সহায়-সম্পদ সম্ভব পরিমাণ উটের পিঠে বোঝাই করিয়া নির্বাসনে চলিয়া যায়। আর যে সব সম্পদ নেওয়া সম্ভব হয় নাই তাহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মালিকানায় চলিয়া আসে। আল্লাহ্ তা'আলা উহা বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কেই দান করেন। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ
আল্লাহ্ তা'আলা তাহাঁর রাসূল (সা)-কে গনীমতরূপে যাহা দান করিয়াছেন তোমরা উহা যুদ্ধ ছাড়াই লাভ করিয়াছ।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহার বড় অংশ মুহাজিরদের মাঝে বণ্টন করিয়া দেন আর কিছু দুই অসহায় আনসারীকে দান করেন। এই দুইজন ব্যতীত আনসারীদের অন্য কাউকে এই গনীমত প্রদান করা হয় নাই। আর বাকী অংশ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে থাকিয়া যায়।

বনু নাযীরের ঘটনা নিম্নরূপ : বীরে মাউনা যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবীকে শহীদ করা হইল। কেবল ইব্ন উমাইয়া যামরী (রা) বেঁচে গেলেন। তিনি মদীনা ফিরিবার পথে বনু আমিরের দুই ব্যক্তিকে হত্যা করেন। অথচ তাদের সাথে নবী (সা)-এর সন্ধিচুক্তি ছিল যাহা তিনি মানিতেন না। তিনি মদীনা পৌঁছে নবী (সা)-কে এই সংবাদ দিলেন। তখন নবী (সা) বলেন, তুমি এমন দুই ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছ যাহাদের রক্তপণ (দিয়ত) আমাকে আদায় করিতে হইবে। এই রক্তপণ আদায়ের সহায়তা করার জন্য নবী (সা) বনু নাযীরের কাছে গমন করিলেন। তখন তাহারা মদীনার পূর্ব প্রান্তে কয়েক মাইল দূরে উঁচু এলাকায় বসবাস করিত। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, আমরা ইব্ন উমাইয়া যামরী (রা) বনু আমিরের যে দুই ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলেন তাহাদের রক্তপণ আদায় করিতে সহায়তা চাওয়ার উদ্দেশ্যে নবী (সা) বনু নাযীরের নিকট গমন করিলেন। কেননা তাহাদের সহিত নবী (সা)-এর সন্ধিচুক্তি ছিল। যখন তিনি আসিয়া তাহাদেরকে এই ব্যাপারটা জানাইলেন তাহারা বলিল, হে আবুল কাসিম! আপনি যাহা পছন্দ করেন আমরা তাহা আদায় করিব। অতঃপর তাহারা নির্জনে পরস্পরে ষড়যন্ত্র করিতে লিপ্ত হইল। তাহারা বলিল, এইবারের মত সুযোগ আর কোন সময় পাইবে না। অতএব কে আছে, যে এই দেওয়ালের অপর দিক হইতে উপরে উঠিয়া একটা বড় পাথর তাহার মাথার উপর ছাড়িয়া দিবে। এই সময় নবী (সা) ঐ দেওয়ালের পার্শ্বে বসা ছিলেন। তাহাদের এই ষড়যন্ত্রের আশ্রানে আমরা ইব্ন জিহাশ ইব্ন কা'ব সাড়া দিয়া বলে যে, সে এই কাজের দায়িত্ব নিল। সেই হতভাগা পাথর নিক্ষেপ করার জন্য দেওয়ালের উপরে উঠিল। তখন নবী (সা) আবু বকর, উমর ও আলী (রা) সহ সাহাবীগণের সাথে অবস্থান করিতেছিলেন। ইত্যবসরে তাহাদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে ওহী অবতীর্ণ হইল। তৎক্ষণাৎ নবী (সা) মদীনা প্রত্যাবর্তন করিলেন। সাহাবীগণ তাহার বিলম্ব দেখিয়া তালাশ করিতে বাহির হইলেন। মদীনা হইতে আগমনকারীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, নবী (সা)-কে তিনি মদীনা প্রবেশ করিতে দেখিয়াছেন। সুতরাং সাহাবীগণ মদীনা প্রত্যাবর্তন করিয়া নবী (সা)-এর কাছে উপস্থিত হইলেন। নবী (সা) ইয়াহুদীদের এই বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ তাহাদেরকে অবগত করাইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। নবী (সা) রওয়ানা হইয়া তাহাদেরকে ধেরাও করিলেন। তাহারা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। নবী (সা) খর্জুর বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিতে এবং বাড়ীঘরে আগুন জ্বালাইতে নির্দেশ দিলেন। তখন তাহারা ডাক ছাড়িয়া বলিতে লাগিল, হে মুহাম্মদ! আপনি যমীনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে নিষেধ করেন এবং যে এইরূপ করে

তাহাকে দোষারোপ করেন অথচ আপনি খর্জুর কৃষ্ণ কাটিয়া ফেলিতে ও আঙুন জ্বালাইতে নির্দেশ দিয়াছেন, ইহার কারণ কি? এদিকে বনু আওফ ইব্ন খায়রাজ গোত্র হইতে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সহ্ল, ওয়াদিআ ইব্ন মালিক ইব্ন আবু কাওকল, সুওয়াইদ ও দায়িস বনু নাযীরের নিকট লোক পাঠাইয়া বলিল যে, তোমরা দৃঢ় থাক আমরা তোমাদের সাহায্য পরিত্যাগ করিব না। যদি তোমরা যুদ্ধে লিপ্ত হও আমরাও যুদ্ধ করিব। আর যদি তোমরা এখান হইতে বাহির হইয়া যাও আমরাও তোমাদের সাথে বাহির হইয়া যাইব। বনু নাযীরের লোকেরা উহাদের সাহায্যের প্রত্যাশায় রহিল। কিন্তু তাহারা আসিল না এবং ইহাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার হইল। তখন ইহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রার্থনা জানাইল যে, তিনি যেন তাহাদেরকে হত্যা না করিয়া দেশত্যাগের সুযোগ দেন এবং সঙ্গে করিয়া উটের বোঝাই পরিমাণ সম্পদ নেওয়ার অনুমতি দেন। নবী করীম (সা) তাহাই করিলেন। তাহারা উটের বোঝাই পরিমাণ সম্পদ সঙ্গে নিয়া খায়বরের দিকে বাহির হইয়া গেল। এই সময় অনেকেই নিজেদের ঘরে আঙুন জ্বালাইয়া দিল। আর তাহাদের কতিপয় লোক শাম দেশে চলিয়া গেল। তাহাদের অবশিষ্ট সম্পদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য রহিয়া গেল। তিনি সেইগুলিকে প্রথম যুগের মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন এবং আনসারগণের মধ্য হইতে শুধুমাত্র সাহল ইব্ন হুনাইফ ও আবু দুজানা সিমাক ইব্ন হারশা এই দুইজনকে দরিদ্র হওয়ার কারণে সম্পদ দান করেন এবং বনু নাযীরের মাত্র দুই ব্যক্তি ইয়ামীন ইব্ন কা'ব এবং আবু সাঈদ ইব্ন ওয়াহব ইসলাম গ্রহণ করিয়া নিজদিগের সম্পদের হিফাজত করিয়া নেন। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, ইয়ামীনের বংশধরদের এক ব্যক্তি বলিল যে, নবী (সা) বলিলেন, হে ইয়ামীন! তোমার ভাতিজা আমার ইব্ন জিহাশকে দেখিতেছি না, সে কি করিল। আমার সাথে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। তখন ইয়ামীন ইব্ন আমার পুরস্কার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়া এক ব্যক্তিকে সাব্যস্ত করিল, সে যেন আমার ইব্ন জিহাশকে হত্যা করিয়া ফেলে। অবশেষে সে তাহাকে হত্যা করিল। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, সূরা হাশর গোটা সূরাই বনু নাযীর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়।

ইব্ন আবু হাতিম (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, হাশর অনুষ্ঠিত হইবার স্থান যে শাম, ইহাতে যাহার সন্দেহ হইবে সে যেন **هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الْبَغ** এই আয়াতটি পাঠ করে।

বনু নাযীরকে নির্বাসন দিবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বলিলেন, তোমরা বাহির হইয়া যাও। তখন তাহারা বলিল, কোথায় যাইব? উত্তরে রাসূল (সা) বলিলেন, হাশর অনুষ্ঠিত হইবার জায়গায়।

আবু সাঈদ আশাজ (র) হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (র) বলেন, বনু নাযীরকে নির্বাসন দিবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, এই হলো প্রথম হাশর। আমরা পিছনে আসিতেছি।

مَظَنَّنْتُمْ أَنْ يُخْرَجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانَعْتَهُمْ অর্থাৎ তোমরা ইয়াহুদীদেরকে ঘেরাও করিয়া রাখা অবস্থায় তোমরা এই কল্পনাও কর নাই যে, তাহারা স্বীয় আবাসভূমি ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। উল্লেখ্য যে, মুসলমানরা ইয়াহুদীদেরকে তাহাদিগের দুর্ভেদ্য দুর্গে ছয়দিন অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল। তখন অবরুদ্ধ ইয়াহুদীদের ধারণা ছিল যে, তাহাদিগের এই দুর্ভেদ্য দুর্গই তাহাদিগকে আল্লাহর আযাব হইতে রক্ষা করিবে।

فَاتَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا অর্থাৎ তাহাদিগের উপর এমন শাস্তি আসিয়া পড়িল যাহা তাহাদিগের কল্পনায়ও ছিল না। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔

অর্থাৎ উহাদিগের পূর্ববর্তীগণও চক্রান্ত করিয়াছিল। আল্লাহ উহাদিগের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করিয়াছিলেন। ফলে ইমারতের ছাদ উহাদিগের উপর ধসিয়া পড়িল এবং উহাদিগের প্রতি শাস্তি আসিল এমন দিক হইতে যাহা ছিল উহাদিগের ধারণার অতীত।

وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ অর্থাৎ এই অবরোধ ইয়াহুদীদের মনে ত্রাস ও ভীতির সঞ্চার করিল। কেনইবা করিবে না, অবরোধকারী তো ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যাহাকে এমন প্রভাব দান করা হইয়াছে যে, দূর-দূরান্তের শত্রুরাও তাহার নাম শুনিয়া ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া যাইত।

يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ "তাহারা নিজদিগের বাড়ী-ঘর নিজদিগের হাতে এবং মুমিনদিগের হাতে ধ্বংস করিয়াছিল।"

অর্থাৎ নির্বাসন দেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুমতিক্রমে ইয়াহুদীরা নিজ হাতে তাহাদিগের ঘর-বাড়ী ভাঙ্গিয়া যায়। উহার মূল্যবান সামগ্রী যাহা সম্ভব হইয়াছিল উটের পিঠে বোঝাই করিয়া লইয়া যায়। ইবন ইসহাক, উরওয়া ইবন যু'বায়র, আবদুর রহমান ইবন যায়েদ, ইবন আসলাম (র) সহ আরো অনেকে আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মুকাতিল ইবন হায়য়ান (র) বলেন : যুদ্ধ চলাকালে সম্মুখে অগ্রসর মুসলমানদের সামনে যখনই কোন ঘর পড়িত তাহা ভাঙ্গিয়া যুদ্ধের ময়দান প্রশস্ত করিয়া লইত।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যদি বনু নাযীরের ইয়াহুদীদের জন্য নির্বাসনের ফয়সালা না দিতেন তাহা হইলে ইবনে কাহীর ১১তম খণ্ড—৪

উহাদিগকে অন্য শাস্তি দেওয়া হইত। যেমন হত্যা করা হইত, বন্দী করা হইত ইত্যাদি। আল্লাহ্ তা'আলার ফয়সালা এই ছিল যে, তিনি আখিরাতে জাহান্নামের শাস্তির সাথে সাথে তিনি তাহাদিগকে দুনিয়াতেও চরম শিক্ষণীয় শাস্তি প্রদান করিবেন।

ইব্ন আবু হাতিম (র) উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উরওয়া (রা) বলেন : বদর যুদ্ধের ছয় মাস পর বনু নাযীরের ইয়াহুদীদের সহিত মুসলমানদের যুদ্ধ হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনার এক প্রান্তে বসবাসকারী এই সম্প্রদায়টিকে প্রথমে অবরোধ করিয়া রাখেন এবং পরে নির্বাসনে বাধ্য করেন। অস্ত্র ছাড়া অন্যান্য আসবাবপত্র লইয়া যাওয়ার অনুমতি ছিল। উরওয়া (রা) বলেন : তাওরাতের বিধান অনুযায়ীই তাহাদিগকে নির্বাসন দেওয়া হয়। ইতিপূর্বে ইহাদিগের সম্প্রদায়ের কেহ কখনো নির্বাসিত হইয়াছিল না। ইহাদিগের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা سَبَّحَ لِلَّهِ لِيُبَيِّنَ وَيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ..... আয়াত অবতীর্ণ হয়।

ইকরিমা (র) বলেন : আলোচ্য আয়াতে جَلَاءٌ অর্থ হত্যা বা নিপাত। কাতাদা (র) বলেন : جَلَاءٌ অর্থ এক দেশ ছাড়িয়া আরেক দেশে চলিয়া যাওয়া।

যাহ্বাক (র) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনু নাযীরের ইয়াহুদীদেরকে শাম দেশে নির্বাসন দিয়াছিলেন এবং প্রতি তিনজনকে একটি করিয়া উট আর একটি পানির মশক দিয়াছিলেন। উল্লেখ্য যে, নির্বাসনের সিদ্ধান্ত দেওয়ার পর মালপত্র গোছাইয়া নেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে তিনদিনের সময় দেন। মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইয়াহুদীদেরকে এক সুযোগের কথা জানাইয়া দেন।

وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ نَّارٍ অর্থ৷ দুনিয়ার এই সামান্য শাস্তিই ইহাদিগের চূড়ান্ত সাজা নয় বরং, আল্লাহ্র অটল সিদ্ধান্ত যে, আখিরাতেও ইহারা জাহান্নামের কাঠোর শাস্তি ভোগ করিবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : اذْهَبْ اَنْتَ وَرَسُوْلُكَ فِي الْبِلَادِ الْاُولَىٰ وَلِيْلَمَّا يَلْعَنُوْا اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يَتُوبُوْنَ অর্থ৷ ইহাদিগকে আপন ঘর-বাড়ী হইতে নির্বাসন দেওয়া এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মু'মিনদিগকে ইহাদিগের উপর বিজয়ী করিবার কারণ হইল এই যে, ইহারা আল্লাহ্ ও তাহাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারী এবং মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে পূর্ববর্তী রাসূলগণের উপর নাখিলকৃত সুসংবাদ অস্বীকারকারী।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ অর্থ৷ কেহ আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করিলে তাহাঁর জানিয়া রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।

مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ-

অর্থাৎ তোমরা যে খর্জুর বৃক্ষগুলি কর্তন করিয়াছ এবং যেগুলি কাণের উপর স্থির রাখিয়া দিয়াছ; তাহাতো আল্লাহরই অনুমতিতে; ইহা এইজন্য যে, তিনি পাপাচারীদেরকে লাঞ্ছিত করিবেন।

عِنْدُ ۱ উন্নতমানের এক ধরনের খেজুর বৃক্ষকে বলা হয়। আবু উবায়দা (রা) বলেন : আজওয়া ও বারনী খর্জুর ব্যতীত অন্যান্য খর্জুর বৃক্ষকে عِنْدُ বলা হয়। বহুসংখ্যক মুফাস্সিরের মত হইল, 'আজওয়া ছাড়া সকল বর্ণের খেজুর বৃক্ষকেই عِنْدُ বলা হয়। ইবন জারীর (র) বলেন : যে কোন খর্জুর বৃক্ষকেই عِنْدُ বলা হয় এবং ইহা মুজাহিদ (র)-এরও মত।

বনু নাযীরের সম্প্রদায়কে অবরোধ করিবার পর রাসূলুল্লাহ (সা): তাহাদের ভীতি ও ঘৃণা প্রদর্শন ও হুমকিরূপে তাহাদিগের খর্জুর বৃক্ষগুলি কাটিয়া ফেলার নির্দেশ দেন।

যায়েদ ইবন রুমান, কাতাদা ও মুকাতিল ইবন হায়য়ান (র) বলেন : বনু নাযীরের এই ঘটনার পর বনু কুরায়যা এই বলিয়া অভিযোগ তোলে যে, কি ব্যাপার? আপনি দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলিতেছেন আর এইসব ধ্বংস চালাইতেছেন? এই অভিযোগের উত্তরে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন। অর্থাৎ খর্জুর বৃক্ষ কর্তন করা বা কর্তন না করিয়া নিরাপদে রাখিয়া দেওয়া এই সবই আল্লাহর নির্দেশ ও অনুমতিক্রমেই হইতেছে। শত্রুপক্ষের অপমান ও দর্প চূর্ণ করাই ইহার উদ্দেশ্য।

মুজাহিদ (র) বলেন : কতিপয় মুজাহিদ খর্জুর বৃক্ষগুলি কাটিতে চাহিলে অন্যরা বাধা দিয়া বলিল যে, বৃক্ষ কাটিয়া লাভ কি? শেষ পর্যন্ত তো এইগুলি আমাদের হাতেই চলিয়া আসিবে। ফলে উভয় দলের সমর্থনে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। অর্থাৎ বৃক্ষ কাটিয়া ফেলা এবং না কাটিয়া অক্ষত রাখিয়া দেওয়া উভয়েই আল্লাহর অনুমোদন রহিয়াছে।

ইমাম নাসাঈ (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন : مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لَّيْنَةِ الْخِ ۱ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : বনু নাযীরের কিছু বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিবার এবং কিছু রাখিয়া দেওয়ার পর সাহাবাগণের মনে সংশয় সৃষ্টি হয় যে, কাটিয়া ফেলা ঠিক হইল না-কি রাখিয়া দেওয়া ঠিক হইল? ফলে তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, হুযূর! আমরা যাহা কাটিয়া ফেলিয়াছি উহাতে আমরা কোন সওয়াব পাইব? আর যাহা রাখিয়া দিয়াছি উহাতে কি কোন গুনাহ হইবে? তখন আল্লাহ তা'আলা مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لَّيْنَةِ ۱ এই আয়াতটি নাযিল করেন।

অনুরূপ জাবির (রা) হইতে এটি আবু ইয়াল্লা (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন উমর (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বনু নাযীরের খর্জুর বৃক্ষগুলি কাটিয়া আশুন দ্বারা পোড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন।

ইমাম বুখারী (র) ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনু নাযীরকে মদীনা হইতে নির্বাসন করেন আর বনু কুরায়যাকে প্রথমে নিরাপদে বসবাস করিবার সুযোগ দেন। কিন্তু পরবর্তীতে ইসলাম বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত হওয়ার কারণে বনু কুরায়যার বিরুদ্ধেও অভিযান চালাইয়া পুরুষদেরকে হত্যা ও বন্দী করা হয় আর মহিলা, নাবালগ শিশু এবং ধন-সম্পদকে মুসলমানদের মাঝে বন্টন করিয়া দেওয়া হয়। তবে অল্পসংখ্যক লোক কেবল আত্মসমর্পণ করিয়া ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়া মুক্তি লাভ করে। ইহার পর সকল ইয়াহুদীদেরকেই মদীনা হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সালামের গোত্র বনু কায়নুকা, বনু হারিছা ইত্যাদির কাউকেই আর এক দণ্ডও থাকিতে দেওয়া হয় নাই। বুখারী ও মুসলিম শরীফে অনুরূপ আরও একটি হাদীস ইব্ন উমর (রা) হইতে উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : বনু নাযীরের ঘটনা ওহুদ ও বীরে মাউনার পরে সংঘটিত হয়। আর ইমাম বুখারী (র) বলেন : বনু নাযীরের ঘটনা সংঘটিত হয় বদর যুদ্ধের ছয় মাস পর। (এখানে অনেক আরবী কবিতা আবৃত্তি করা হইয়াছে। প্রয়োজন না থাকায় অনুবাদ বর্জন করা হইয়াছে।)

(৬) وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَا كَيْفَ اللَّهُ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

(৭) مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۖ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

৬. আল্লাহ্ ইয়াহুদীদের নিকট হইতে তাঁহার রাসূলকে যে ফায় দিয়াছেন তাহার জন্য তোমরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ কর নাই; আল্লাহ্ তোমাদের উপর ইচ্ছা তাহার রাসূলদিগকে কর্তৃত্ব দান করেন; আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৭. আল্লাহ্ এই জনপদবাসীদের নিকট হইতে তাঁহার রাসূলকে যাহা কিছু দিয়াছেন তাহা আল্লাহর, তাঁহার রাসূলের, রাসূলের স্বজনগণের এবং

ইয়াতীমদিগের, অভাবগ্রস্ত পথচারীদিগের; যাহাতে তোমাদিগের মধ্যে যাহারা বিত্তবান কেবল তাহাদিগের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। রাসূল তোমাদিগকে যাহা দেয় তাহা তোমরা গ্রহণ কর এবং যাহা হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করে তাহা হইতে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।

তাফসীর : ফায় কাহাকে বলে ? ফায়-এর পরিচয় কি ? এবং ফায়-এর বিধান কি? আলোচ্য আয়াতে এই সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। কাফিরদের হইতে যেই সম্পদ যুদ্ধ ছাড়া হস্তগত হয় তাহাকে ফায় বলে। যেমন : বনু নাযীরের সম্পদ। ইহা ফায় এইজন্য যে, মুসলমানরা ইয়াহুদীদিগের এই সম্পদ যুদ্ধ করিয়া হস্তগত করে নাই, বরং উহারাই রাসূল (সা)-এর ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া তাহাদিগের ধন-সম্পদ মুসলমানদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যায়। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে উহা দান করেন এবং তাঁহাকে উহা ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করিবার অধিকার দান করেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) উপযুক্ত ও কল্যাণমূলক খাতেই উহা ব্যয় করেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ
وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ - وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -

অর্থাৎ আল্লাহ বনু নাযীরের ইয়াহুদীদিগের নিকট হইতে তাহার রাসূলকে যে ফায় দান দিয়াছেন তাহার জন্য তোমরা অশ্বে বা উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ কর নাই। আল্লাহ তো যাহার উপর ইচ্ছা তাঁহার রাসূলদিগকে কর্তৃত্ব দান করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। কোন শক্তিই কখনো তাহাকে পরাভূত করিতে পারে না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ -

অর্থাৎ যে কোন দেশের যে কোন জনপদ এইভাবে বিনা যুদ্ধে মুসলমানদের হস্তগত হইলে বনু নাযীরের সম্পদের ন্যায় উহার অধিকারী হইবে আল্লাহ, তাঁহার রাসূল বা রাসূলের আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফির। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) নিয়মানুযায়ী এই সব লোকদের মধ্যে উহা বণ্টন করিয়া দিবেন। এইগুলি ফায়-এর সম্পদের মাসরাফ (ব্যয়ের খাত) এবং উহার হুকুম।

ইমাম আহমদ (র) হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) বলেন : বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত বনু নাযীরের ফায়-এর সম্পদ শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ (সা)-কেই দেওয়া হইয়াছিল। তিনি পরিবারের গোটা বছরের ব্যয় এখান হইতে প্রদান করিতেন আর অবশিষ্টাংশ দ্বারা যুদ্ধের অস্ত্র খরীদ করিতেন।

ইমাম আবু দাউদ (র) মালিক ইবন আউস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মালিক ইবন আউস (রা) বলেন, আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা) একদিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি তাঁহার ঘরে গিয়া দেখিলাম যে, তিনি চৌকির উপর বসিয়া আছেন। তিনি আমাকে বলিলেন, তোমার সম্প্রদায়ের কিছু লোক আসিয়াছিল। আমি তাহাদিগের জন্য কিছু অনুদান মঞ্জুর করিয়াছি। তুমি তাহাদিগের মাঝে উহা বণ্টন করিয়া দাও। উত্তরে আমি বলিলাম, এই দায়িত্বটি আমাকে না দিয়া অন্য কাউকে দিলে ভালো হইত! উমর (রা) বলিলেন, না, তুমিই বণ্টন করিয়া দাও। ইত্যবসরে উমর (রা)-এর দারোয়ান ইয়ারফা আসিয়া বলিল, উছমান ইবন আফফান, আব্দুর রহমান ইবন আউফ, যুবায়র ইবন আওয়াম ও সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) অনুমতির অপেক্ষায় দরজায় দাঁড়াইয়া আছেন। উমর (রা) উহাদিগকে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রদান করেন। তাঁহারা ঘরে প্রবেশ করেন। মুহূর্ত পর দারোয়ান আবার আসিয়া বলিল, হযরত আব্বাস ও আলী (রা) অনুমতি চাহিতেছেন। উমর (রা) তাঁহাদিগকেও প্রবেশের অনুমতি দিলেন। হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলিলেন, আমীরুল মু'মিনীন! আমার ও আলীর ব্যাপারে একটি মীমাংসা করিয়া দিন। তখন পূর্বের চারজনের কেহ কেহও বলিলেন, হ্যাঁ, আমীরুল মু'মিনীন! ইহাদের ব্যাপারে একটি ফয়সালা করিয়া দিন এবং তাহাদিগের প্রতি সদয় হউন। হযরত উমর (রা) প্রথম চারজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, আমার সেই আল্লাহর শপথ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, যিনি আকাশ ও যমীনের নিয়ন্তা। আপনাদিগের কি জানা নাই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “আমাদিগের কেহ উত্তরাধিকারী হয় না। আমরা যাহা রাখিয়া যাই উহা সাদকা?” উত্তরে তাঁহারা বলিলেন, হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ (সা) এই কথা বলিয়াছেন। অতঃপর উমর (রা) হযরত আলী ও আব্বাস (রা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কি এই কথা জানেন না? উত্তরে তাঁহারাও বলিলেন, হ্যাঁ, জানি। অতঃপর উমর (রা) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূল (সা)-কে বিশেষভাবে এমন কিছু দান করিয়াছেন যাহাতে অন্য কাহারো কোন অধিকার নাই। তারপর তিনি مَا أَفَاءَ اللَّهُ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া বলিলেন : আল্লাহ তা'আলা বনু নাযীরের পরিত্যক্ত সম্পদকে ফায় রূপে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দান করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এই সম্পদ দ্বারা নিজের এবং পরিবারের গোটা বছরের খরচ চালাইতেন।

উল্লেখ্য যে, ফায়-এর সম্পদ ব্যয় করার যে পাঁচটি খাতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে গনীমতলব্ব মাল ব্যয় করার খাতও এই পাঁচটি। সূরা আনফালের ব্যাখ্যায় এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

অর্থাৎ ফায়-এর সম্পদ ব্যয় করার জন্য এই পাঁচটি খাত এইজন্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছি, যাহাতে এই সম্পদ শুধুমাত্র ধনী লোকদের হাতে কুক্ষিগত হইয়া না পড়ে। উপযুক্ত সকলেই যেন উহা ভোগ করিতে পারে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا (সা) তোমাদিগকে যে কাজ করিবার নির্দেশ দেন, তোমরা অমান্য বদনে তাহা পালন কর আর তিনি যাহা করিতে নিষেধ করেন, তাহা হইতে তোমরা সযত্নে বিরত থাক । কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা) তো তোমাদিগকে তাহাই করিতে বলেন যাহা তোমাদিগের জন্য কল্যাণকর, আর যাহা করিতে নিষেধ করেন তাহা তোমাদিগের জন্য ক্ষতিকর ও অমঙ্গলজনক ।

ইব্ন আবু হাতিম (র) মাসরুক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মাসরুক (র) বলেন, জনৈক মহিলা হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট গিয়া বলিল, শুনিতে পাইলাম যে, আপনি নাকি মহিলাদিগকে উল্কি পরিতে এবং (দেহে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সূঁচবিদ্ধ করিয়া রচিত চিত্রকে উল্কি বলা হয় ।) এবং মাথার আসল চুলের সহিত ভিন্ন চুল সংযোগ করিতে নিষেধ করেন । আল্লাহর কিতাবে বা রাসূলের হাদীসে এই বিষয়ে আপনি কিছু পাইয়াছেন কি ? উত্তরে ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন যে, হ্যাঁ, কুরআন এবং হাদীসে তো ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় । মহিলাটি বলিল, কোথায়, কুরআনের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত তন্নতন্ন করিয়া সন্ধান করিয়াও তো আমি পাইলাম না । ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন, আচ্ছা! তুমি কি مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ এই আয়াতটি তিলাওয়াত কর নাই ? (আয়াতের অর্থ-রাসূলুল্লাহ তোমাদিগকে যাহা করিতে বলেন তাহা কর আর যাহা করিতে নিষেধ করেন তাহা হইতে বিরত থাক ।) ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন : একদিকে এই আয়াত অপরদিকে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মাথায় ভিন্ন চুল সংযোজন করিতে, উল্কি পরিতে এবং কপাল ও মুখের পশম উপড়াইতে নিষেধ করিতে শুনিয়াছি । তাই রাসূলুল্লাহ (সা) যাহা করিতে নিষেধ করেন তাহাই কুরআনের নিষেধ বলিয়া বিবেচিত । মহিলাটি বলিল, আপনার পরিবারে এই প্রচলন আছে বলিয়া মনে হয় । ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন, যাও তুমি ঘরে গিয়া দেখিয়া আস । মহিলাটি ঘরে গিয়া তদন্ত করিয়া আসিয়া বলিল, না আপত্তিজনক কিছু দেখিতে পাইলাম না । ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন, তুমি কি জান না যে, আল্লাহর এক নেক বান্দা [হযরত শুআইব (আ)] বলিয়াছিলেন :

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَاكُمُ عَنْهُ আমার ইচ্ছা নয় যে, আমি তোমাদিগকে যাহা করিতে নিষেধ করিব আমি নিজেই উহার বিরুদ্ধাচরণ করিব ।

ইমাম আহমদ (রা) আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : যে মহিলা উল্কি করে বা করায় মাথার চুলের সহিত অন্যের চুল মিশ্রিত করে, বা করায়, মুখমণ্ডলের কেশ উপড়িয়া ফেলে বা ফেলায়, তাহার উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক । উম্মে ইয়াকুব নামী এক মহিলা ঘরে ছিল । সেই মহিলা এই কথা শুনিয়া তাহার কাছে আসিয়া বলিল, আমি শুনিতেছি যে, আপনি এইরূপ বলিতেছেন ।

তিনি বলিলেন, যে মহিলাকে আল্লাহর রাসূল অভিশাপ দিয়াছেন এবং আল্লাহর কিতাবে অভিশাপ দেওয়া হইয়াছে আমি তাহাকে কেন অভিশাপ দিব না। তখন মহিলাটি বলিল, আমি পূর্ণ কুরআনুল করীমে কোথায়ও এই কথা দেখিতে পাই নাই। তিনি বলিলেন, যদি তুমি কুরআন পড়িতে তাহা হইলে পাইতে। তুমি এই আয়াত **مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا** পাঠ কর নাই। মহিলাটি বলিল, হ্যাঁ, পাঠ করিয়াছি। তখন ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন, নিশ্চয়ই নবী করীম (সা) উহা নিষেধ করিয়াছেন। মহিলাটি বলিল, আমার মনে হয় আপনার পরিবারে ইহার প্রচলন রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, তুমি ঘরে প্রবেশ করে দেখ। সে ঘরে গিয়া সেই কাজের কোন কিছু পাইল না, আসিয়া বলিল, আমি কোন কিছু দেখিতে পাইলাম না। তিনি বলিলেন, যদি আমার পরিবারের এই দোষ থাকিত তাহা হইলে কখনো আমার সাথে একত্রে মিলিত হইত না। বুখারী ও মুসলিম (র) এই হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন।

বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রা (রা) হইতে আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “আমি তোমাদিগকে কোন নির্দেশ দিলে তোমরা যথাসম্ভব তাহা পালন কর আর কোন কিছু করিতে নিষেধ করিলে তাহা হইতে বিরত থাক।”

ইমাম নাসাঈ (র) আমর ও ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমর ও ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কদুর খোল, সবুজ কলসী, খর্জুর বৃক্ষ খোদাই করিয়া (তৈরী পাত্র ও আলকাতরা মাখা কলস) খেজুর বা কিসমিস ইত্যাদি ভিজাইয়া নাবীয তৈয়ার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অতঃপর রাসূল (সা) **مَا لَخَ نَهَاكُمُ عَنْهُ** এই আয়াতটি পাঠ করেন।

আল্লাহর আদেশ পালন এবং নিষিদ্ধ কাজ হইতে বিরত থাকার ব্যাপারে তাহাকে ভয় করিয়া চল, কারণ যাহারা আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয় তাহাদিগকে তিনি কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন।

(৪) **لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ**
فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝
 (৯) **وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ**
إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى
أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَخْرَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُقْلِحُونَ ۝

(১০) وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا
الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا
إِنَّكَ رءُوفٌ رَحِيمٌ ۝

৮. এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণের জন্য, যাহারা নিজদিগের ঘর-বাড়ি ও সম্পত্তি হইতে উৎখাৎ হইয়াছে। তাহারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সাহায্য করে। উহারাই তো সত্যশ্রয়ী।

৯. মুহাজিরদিগের আগমনের পূর্বে যাহারা এই নগরীতে বসবাস করিয়াছিল ও ঈমান আনিয়াছে তাহারা মুহাজিরদিগকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদিগকে যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহার জন্য তাহারা অন্তরে আকাজক্ষা পোষণ করে না, আর তাহারা তাহাদিগকে নিজদিগের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হইলেও, যাহারা কার্পণ্য হইতে নিজদিগকে বিরত রাখিয়াছে তাহারা ই সফলকাম।

১০. যাহারা উহাদিগের পরে আসিয়াছে, তাহারা বলে, ‘হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদিগের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মু’মিনদিগের বিরুদ্ধে আমাদিগের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখিও না। হে আমাদিগের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ালু, পরম দয়ালু।’

তাফসীর : ফায় তথা বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত কাফিরদের সম্পদের গরীব পাওনাদারদের অবস্থা বর্ণনা করিয়া আল্লাহ তা’আলা বলিতেছেন উহারাই হইল :

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔

অর্থাৎ এই ফায় এর সম্পদ অসহায় মুহাজিরদের জন্য, যাহারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্ত নিজদিগের ঘর-বাড়ি ও সহায়-সম্পত্তি ত্যাগ করিয়াছে। যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সাহায্যে সদা তৎপর।

অর্থাৎ উহারাই সত্যশ্রয়ী। কারণ উহারাই মুখের কথাকে ত্যাগ-তিতিষ্কার মাধ্যমে বাস্তবে রূপান্তরিত করিয়া দেখাইয়াছে। উহারাই হইল মুহাজিরদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

অতঃপর আল্লাহ তা’আলা আনসারদের প্রশংসা করিয়াছেন :

وَالَّذِينَ تَبَوُّوا الدَّارَ وَالْأَيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ
অর্থাৎ হিজরতের পূর্বে হইতেই যাহারা দারুল হিজরত মদীনায়া অবস্থান করিতেছে এবং

ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—৫

হিজরতের পূর্বেই ঈমান আনয়ন করিয়াছে, তাহারা স্বীয় মহানুভবতা ও উদারতার কারণে মুহাজিরগণকে অন্তর দিয়ে ভালবাসে এবং অর্থ-সম্পদ ব্যয় করিয়া তাহাদিগের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে।

হযরত উমর (রা) বলেন : আমার পরবর্তী খলীফার প্রতি আমার উপদেশ যেন তিনি প্রথম মুহাজিরদের হক যথাযথভাবে আদায় করেন এবং তাহাদের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখেন আর আনসারদের সম্পর্কে আমার উপদেশ হইল যে, তাহাদিগের সৎকর্মের যথাযথ মূল্যায়ন করা হয় এবং তাহাদিগের ক্রটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়।

ইমাম আহমদ (র) হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন : মুহাজিরগণ একদিন বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আনসারদের ন্যায় এত মহানুভব মানবদরদী এবং অন্যের জন্য নিজের সম্পদ এত অকাতরে ব্যয়কারী তো আর কাউকে আমরা দেখি নাই। দীর্ঘদিন যাবত আমাদিগের ব্যয়ভার তাহারাই বহন করিয়া আসিতেছে এবং তাহাদিগের কষ্টার্জিত উপার্জনে আমাদিগকে শরীক করিয়া রাখিয়াছে। হুয়ূর! আমাদিগের আশংকা হয় যে, আমাদিগের সব সওয়াব তাহারাই লইয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : যতদিন পর্যন্ত তোমরা উহাদিগের প্রশংসা করিতে থাকিবে এবং আল্লাহর নিকট উহাদিগের জন্য দু'আ করিতে থাকিবে ততদিন পর্যন্ত এমন হইবে না।

ইমাম বুখারী (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন আনসারদিগকে ডাকিয়া বলিলেন যে, বাহরাইনের ভূমি আমি তোমাদিগকে লিখিয়া দিতে চাই। উত্তরে তাহারা বলিলেন, না, আমাদিগের মুহাজির ভাইদেরকেও ততটুকু দেওয়া না হইলে আমরা উহা গ্রহণ করিতে রাজী নই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : ঠিক আছে, তাহাই যদি হয় তো ভবিষ্যতেও তোমরা ধৈর্যধারণ করিবে। কারণ, এমনও হইতে পারে যে, তখন তোমাদিগকে না দিয়া অন্যদেরকে দেওয়া হইবে।

وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মুহাজিরদিগকে যেই মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বদান করিয়াছেন, আনসারগণ তাহার জন্য কোন বিদ্বেষ ও হিংসা পোষণ করেন না।

হাসান বসরী (র) বলেন : আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল আনসারদের মনে মুহাজিরদের প্রতি কোন হিংসা নেই।

কাতাদা (র) বলেন : فِيْمَا اَعْطٰى اٰخْوَانَهُمْ مِّمَّا أُوتُوا অর্থাৎ তাহাদিগের ভ্রাতাগণকে যাহা দেওয়া হইয়াছে উহারা তাহাতে উহাদিগের মনে কোন হিংসা নাই।

ইমাম আহমদ (র) আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত বসিয়াছিলাম। হঠাৎ তিনি বলিয়াছেন : এখন তোমাদিগের কাছে একজন জান্নাতী ব্যক্তির আগমন করিবে। তখন জুতাজোড়া বাম হাতে লইয়া এক আনসারী আমাদের কাছে উপস্থিত হইলেন। তাহার দাঁড়ি হইতে তাজা ওয়ূর পানি ঝরিয়া পড়িতেছিল। পরদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঠিক একই কথা বলিলেন, আর সেই আনসারী সাহাবী একই অবস্থায় আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। তৃতীয় দিনও রাসূলুল্লাহ্ (সা) পূর্বের ন্যায় বলিলেন, আর সেই আনসারী সাহাবী পূর্বের অবস্থায় আগমন করেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) চলিয়া যাইবার পর আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) সেই সাহাবীকে বলিলেন, আমি আজ আমার আক্বার সহিত কথা কাটাকাটি করিয়া শপথ করিয়াছি যে, তিনদিনের মধ্যে আমি ঘরে যাইব না। অনুমতি হইলে এই তিনদিন আপনার কাছে থাকিতে চাই। তিনি অনুমতি দিলেন। আনাস (রা) বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) তিন রাত তাহার সান্নিধ্যে থাকিয়া তেমন কিছু দেখিতে পাইলেন না। শুধু এতটুকু দেখিতে পাইলেন যে, তিনি ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়া শয়ন অবস্থায়ই আল্লাহর নাম যিকুর করিতেন এবং তাক্বীর বলিতেন। তবে তাহার মুখে আমি ভাল কথা ব্যতীত কোন মন্দ কথা শুনি নি। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেন, আমি তাহাকে তিনরাত অতিবাহিত হইবার পর আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। হে আল্লাহর বান্দা! আসলে আমার আক্বার সহিত আমার কোন ঝগড়াও হয় নাই আর আমি ঘরে না যাইবার শপথও করি নাই। কিন্তু আপনার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমি তিনবার এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে, তোমাদিগের কাছে একজন জান্নাতী লোকের আগমন ঘটবে। তিনবারই আপনিই আগমন করিয়াছিলেন। আপনি কি আমল করিয়া এত বড় মর্যাদা লাভ করিলেন। তাহা স্বচক্ষে দেখিবার জন্যই আমি এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছি। কিন্তু তেমন বড় কোন আমল করিতে তো আপনাকে দেখিলাম না। ব্যাপারটা কি একটু খুলিয়া বলুন। উত্তরে তিনি বলিলেন, আপনি যাহা দেখিলেন তাহার চেয়ে বেশি কোন আমল আমার নেই। তবে আমি কাহারো সহিত ধোঁকাবাজী করি না এবং মনে কাহারো প্রতি হিংসা পোষণ করি না। শুনিয়া আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলিলেন, তাহা হইলে এই গুণের কারণেই আপনার এত বড় মর্যাদা।

وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ অর্থাৎ আনসারদের আরেকটি গুণ হইল যে, নিজেদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তাহারা অন্য মুসলমান ভাইকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দান করে এবং নিজেদের প্রয়োজন মিটাইবার আগে অন্য ভাইয়ের প্রয়োজন মিটাইয়া দেয়।

সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, “যাহার কাছে সামান্য সম্পদ আছে আর নিজেরও প্রয়োজন আছে, তাহা সত্ত্বেও সে উহা সাদকা করিয়া দেয়, এই ব্যক্তির সাদকাই আল্লাহর দরবারে সর্বাপেক্ষা উত্তম।”

দানশীলদের সম্পর্কে অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : وَيُطْعَمُونَ وَالطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ ۙ অর্থাৎ সম্পদের প্রতি ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা অসহায়দেরকে আহার দান করে। আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত শ্রেণীর মর্যাদা ইহাদের অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে। কারণ, এই শ্রেণীর লোক সম্পদের প্রতি মায়া থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর পথে ব্যয় করে ঠিক কিন্তু ইহাদের কোন অভাব বা প্রয়োজন নাই। কিন্তু আয়াতে উল্লেখিত ব্যক্তির নিজেদের অভাব ও প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও নিজেদের প্রয়োজনে ব্যয় না করিয়া অন্য ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণের জন্য নিজেদের সম্পদ দান করে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। নিজের সমুদয় সম্পদ সাদকা দেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমার পরিবারের জন্য কি রাখিয়া আসিয়াছ? উত্তরে তিনি বলিয়াছেন, পরিবারবর্গের জন্য আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূল (সা)-কে রাখিয়া আসিয়াছি।

ইয়ারমুক যুদ্ধের পানির ঘটনাও এইখানে উল্লেখযোগ্য। পিপাসা কাতর আহত মুজাহিদরা একদিকে পানি পানি করিয়া চিৎকার করিতেছিলেন। অপরদিকে এহেন সংকটময় মুহূর্তেও আরেক ভাইয়ের আহাজারি শুনিয়া পানি নিজে পান না করিয়া অন্য ভাইকে দিতে বলিয়াছেন। এইভাবে প্রত্যেকেই পানি নিজে পান না করিয়া অন্য ভাইকে নিজের উপর প্রাধান্য দিয়াছিলেন। অথচ প্রত্যেকের তখন এক ফোঁটা পানির তীব্র প্রয়োজন ছিল। অবশেষে একে একে প্রত্যেকেই শাহাদাতবরণ করেন। কাহারো আর পানি পান করা হইল না।

ইমাম বুখারী (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি বড় ক্ষুধার্ত আমাকে কিছু খাবার দিন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রীদের কাহারো ঘরে কিছুই পাওয়া গেল না। অগত্যা রাসূলুল্লাহ (সা) উপস্থিত লোকদেরকে বলিলেন, এমন কেহ আছ কি, যে এই লোকটিকে একরাতের জন্য মেহমান রাখিবে? ফলে এক আনসারী দাঁড়াইয়া বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি প্রস্তুত আছি। অতঃপর আনসারী সাহাবী মেহমানকে সংগে লইয়া ঘরে চলিয়া গেলেন। স্ত্রীকে বলিলেন, ইনি আল্লাহর রাসূলের মেহমান। স্ত্রী বলিলেন, শিশুদের সামান্য খাবার ব্যতীত ঘরে কোন কিছুই নাই। আনসারী বলিলেন, ঠিক আছে। তুমি বাচ্চাদেরকে কোনক্রমে ফুসলাইয়া না খাওয়াইয়াই ঘুম পাড়াইয়া রাখ। আর আমরাও মেহমানের সংগে একত্রে খাইতে বসিব। খাওয়া শুরু হওয়ার পর কোন এক বাহানায় বাতিটা নিভাইয়া দিও। তখন অন্ধকারে আর আমরা খাইব না। এতে মেহমানের খাওয়া হইয়া যাইবে, আমরা উপবাস করিয়া রাত কাটাইয়া দিব। পরদিন মেহমান লোকটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, অমুক স্বামী ও স্ত্রীর রাতের ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ ۙ আয়াতটি নাযিল করেন। মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এই আনসারী সাহাবীর নাম আবু তালহা (রা) উল্লেখ করা হইয়াছে।

وَمَنْ يُؤَقِّ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ অর্থাৎ যাহারা কার্পণ্য হইতে নিরাপদ রহিয়াছে প্রকৃতপক্ষে তাহরাই সফলকাম ও মুক্তি লাভের উপযোগী ।

ইমাম আহমাদ (র) জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “তোমরা জুলুম-অত্যাচার হইতে বাঁচিয়া থাক।” কারণ, জুলুম কিয়ামতের দিন নানাবিধ অন্ধকারে পরিণত হইবে। আর কার্পণ্য হইতে বিরত থাক। কারণ, কার্পণ্য তোমাদিগের পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে ধ্বংস করিয়াছে। কার্পণ্য আর অর্থের মোহে পড়িয়াই তাহারা রক্তপাতে লিপ্ত হইয়াছিল আর অবৈধকে বৈধ মনে করিয়াছিল।

লায়ছ (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহর পথের ধূলা আর জাহান্নামের ধূলা একই ব্যক্তির পেটে কখনো একত্রিত হয় না। আর একই বান্দার অন্তরে কখনো কার্পণ্য আর ঈমানের সমাবেশ ঘটে না।

ইব্ন আবু হাতিম (র) ... আসওয়াদ ইব্ন হিলাল (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আসওয়াদ ইব্ন হিলাল (র) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আবু আব্দুর রহমান! আমি তো ধ্বংস হইয়া গেলাম। আব্দুল্লাহ্ (রা) বলিলেন, কি ব্যাপার? লোকটি বলিল, আল্লাহ্ বলিতেছেন, যে ব্যক্তি কার্পণ্য হইতে রক্ষা পাইল সে সফলকাম। ইয়া আবদাল্লাহ্! আমি তো কৃপণ লোক। খরচ করিতেই মন চাহে না। উত্তরে তিনি বলিলেন, তুমি যাহা বুঝিয়াছ আয়াতে কার্পণ্য বলিতে উহা বুঝানো হয় নাই। বরং উহার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করা। তবে পকেটের টাকা প্রয়োজনে ব্যয় করিতে কার্পণ্য করাও খুবই মন্দ স্বভাব।

সুফিয়ান সাওরী (র) আবু হিয়াজ আসাদী (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি একদিন বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করিতেছিলাম। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম যে, এক ব্যক্তি শুধু এই দু'আ করিতেছে যে, اللهم قنى شح نفسى অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে মনের কার্পণ্য হইতে রক্ষা কর। দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তুমি কেন শুধু এই দু'আ করিতেছ? উত্তরে সে বলিল, আমি যদি মনের কার্পণ্য হইতে রক্ষা পাইয়া যাই তাহা হইলে আমি চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি সব গুনাহ হইতেই বাঁচিয়া যাইব। চাহিয়া দেখি যে, লোকটি হইলেন, আব্দুর রহমান ইব্ন আউফ (রা)।

ইব্ন জারীর (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করে, মেহমানদারী করে এবং প্রয়োজনে দীনের কাজে অর্থ ব্যয় করে সে কার্পণ্যের অভিযোগ হইতে মুক্ত।

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ-

অর্থাৎ “যাহারা উহাদিগের পরে আসিয়াছে তাহারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানের অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মু’মিনদিগের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখিও না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমিতো দয়ালু, পরম দয়ালু।”

এই আয়াতে ফায়-এর সম্পদের প্রাপকদের তৃতীয় প্রকারের গরীবদের কথা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ফায়-এর প্রাপক প্রথমত মুহাজিরগণ তারপর আনসার, এরপর উহাদিগের পরে ঈমান আনয়নকারী সম্প্রদায়। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা’আলা বলেন :

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ-

অর্থাৎ “প্রথম প্রথম অগ্রগামী মুহাজির ও আনসার এবং যাহারা সৎ কর্মে ইহাদের অনুসারী সকলের প্রতিই আল্লাহ তুষ্ট এবং ইহারাও আল্লাহর প্রতি তুষ্ট।” উল্লেখ্য যে, যাহারা আনসার ও মুহাজিরদের আদর্শের অনুসারী এবং গোপনে, প্রকাশ্যে যাহারা উহাদিগের জন্য দু’আ করে তাহারাই আনসার ও মুহাজির সাহাবীগণের অনুসারী বলিয়া গণ্য হইবে। আলোচ্য আয়াতে اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ বলিয়া উহাদিগকেই বুঝানো হইয়াছে। এই আয়াত দ্বারা ইমাম মালিক (র) প্রমাণ করিয়াছেন যে, রাফেযী অর্থাৎ যাহারা সাহাবায়ে কিরামকে গালি দেয় ও তাঁহাদের সমালোচনা করে উহারা ফায়-এর সম্পদের অংশ পাইবে না। কারণ উহারা সাহাবায়ে কিরামের জন্য দু’আ করার পরিবর্তে তাঁহাদিগকে গালি দেয় ও সমালোচনা করে।

ইব্ন আবু হাতিম (র) আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন : ইহাদিগকে সাহাবাগণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে আর ইহারা তাহার পরিবর্তে সাহাবাগণকে গালিগালাজ করে। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করেন।

ইসমাঈল ইব্ন উমাইয়া (র) আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবাদিগের জন্য তোমাদিগকে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার নির্দেশ দেওয়া হইল আর তোমরা কিনা উহাদিগকে গালিগালাজ কর। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, “এই উম্মতের পতন হইবে না, যতক্ষণ না তাহাদিগের উত্তরসূরীরা পূর্বসূরীদেরকে গালমন্দ করিবে।”

ইবন জারীর (র) মালিক ইবন আউস ইবন হাস্‌সান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মালিক ইবন আউস (রা) বলেন, হযরত উমর (রা) আঁমَّا الصَّدَقَاتُ لِفُقَرَاءٍ পাঠ করিয়া বলিলেন, যাকাতের প্রাপক হইল ইহারা। এরপর عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ পাঠ করিয়া বলিলেন, গণীমতের সম্পদের প্রাপক হইল ইহারা। তাহার পর مِنْ بَعْدِهِمْ পাঠ করিয়া বলিলেন : সর্বস্তরের মুসলমানই এই ফায়-এর সম্পদের প্রাপক। ইহাতে প্রত্যেক শ্রেণীরই কিছু না কিছু অধিকার রহিয়াছে। আমি যদি বাঁচিয়া থাকি তো তোমরা দেখিতে পাইবে যে, এমন রাখালকেও আমি ফায়-এর অংশ প্রদান করিব, ইহা অর্জন করিবার জন্য যাহার কপালের ঘামও ব্যয় হয়নি।

(১১) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَیْنٌ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نَطِیْعُ فِیْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا ۗ وَاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ یَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝

(১২) لَیْنٌ اُخْرِجُوْا لَا یَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ ۗ وَلَیْنٌ قُوْتِلُوْا لَا یَنْصُرُوْنَهُمْ ۗ وَلَیْنٌ نَّصَرُوْهُمْ لَیُوْتَنَّ الْاَدْبَارُ مِنْهُمْ لَآ یَنْصُرُوْنَ ۝

(১৩) لَآ اَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِیْ صُدُوْرِهِمْ مِنَ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا یَفْقَهُوْنَ ۝

(১৪) لَا یُقَاتِلُوْنَکُمْ جَمِیْعًا اِلَّا فِیْ قُرْیٍ مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ جُدُرٍ ۗ بَاسَهُمْ بَیْنَهُمْ شَدِیْدٌ ۗ نَحْسَبُهُمْ جَمِیْعًا ۗ وَقَلُوْا لَهُمْ شَیْءٌ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا یَعْقِلُوْنَ ۝

(১৫) کَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِیْبًا ذٰقُوْا وَّبَالَ اَمْرِهِمْ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۝

(১৬) کَمَثَلِ الشَّیْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلنَّاسِ الْاَقْرٰءِ فَلَمَّا کَفَرَا قَالَ اِنِّیْ بَرِیْءٌ مِّنْکُمْ اِنِّیْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

(১৭) فَکَانَ عَاقِبَتُهُمَا اَنَّهُمَا فِی النَّارِ خَالِدِیْنَ فِیْهَا ۗ وَذٰلِكَ جَزَاؤُ الظَّٰلِمِیْنَ ۝

১১. তুমি কি মুনাফিকদিগকে দেখ নাই? উহারা কিতাবীদিগের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছে উহাদিগের সেই সব সংগীকে বলে, 'তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, আমরা অবশ্যই তোমাদিগের সংগে দেশত্যাগী হইব এবং আমরা তোমাদিগের ব্যাপারে কখনো কাহারো কথা মানিব না এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও আমরা অবশ্যই তোমাদিগকে সাহায্য করিব।' কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, উহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

১২. বস্তুত উহারা বহিষ্কৃত হইলে মুনাফিকগণ তাহাদিগের সংগে দেশ ত্যাগ করিবে না এবং উহারা আক্রান্ত হইলে ইহারা উহাদিগকে সাহায্য করিবে না এবং ইহারা সাহায্য করিতে আসিলেও অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে। অতঃপর তাহারা কোন সাহায্যই পাইবে না।

১৩. প্রকৃতপক্ষে ইহাদিগের অন্তরে আল্লাহ অপেক্ষা তোমরাই অধিকতর ভয়ংকর; ইহা এই জন্য যে, ইহারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।

১৪. ইহারা সকলে সমবেতভাবেও তোমাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু কেবল সুরক্ষিত জনপদের অভ্যন্তরে বা দুর্গ-প্রাচীরের অন্তরালে থাকিয়া; পরস্পরের মধ্যে উহাদিগের যুদ্ধ প্রচণ্ড। তুমি মনে কর উহারা ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু উহাদিগের মনের মিল নাই। ইহা এই জন্য যে, ইহারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।

১৫. ইহাদিগের তুলনা ইহাদিগের অব্যবহিত পূর্বে যাহারা নিজদিগের কৃতকর্মের শাস্তি আশ্বাদন করিয়াছে তাহারা। ইহাদিগের জন্য রহিয়াছে মর্মভুদ শাস্তি।

১৬. ইহাদিগের তুলনা শয়তান— যে মানুষকে বলে, 'কুফরী কর।' এরপর যখন সে কুফরী করে শয়তান তখন বলে, 'তোমার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।'

১৭. ফলে উভয়ের পরিণাম হইবে জাহান্নাম। সেথায় ইহারা স্থায়ী হইবে এবং ইহাই জালিমদিগের কর্মফল।

তাফসীর : মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবন উবাই এবং তাহার সঙ্গ-পাঙ্গরা বনু নাযীরের ইয়াহুদীদেরকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য উস্কানি দিয়াছিল। ইহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ لَئِن أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نَطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن
قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ۔

অর্থাৎ তুমি কি মুনাফিকদিগকে দেখ নাই? উহারা কিতাবীদিগের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছে উহাদিগের সেই সব সংগীকে বলে, 'তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও আমরা অবশ্যই তোমাদিগের সংগে দেশ ত্যাগী হইব এবং আমরা কখনো তোমাদিগের ব্যাপারে কাহারো কথা মানিব না এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও, আমরা অবশ্যই তোমাদিগকে সাহায্য করিব।

وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্য দিতেছেন যে, মুনাফিকরা ইয়াহুদীদের ব্যাপারে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে উহাতে তাহারা মিথ্যাবাদী। মিথ্যাবাদী হওয়ার দুইটি কারণ হইতে পারে। প্রথমত, প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়ই উহা বাস্তবায়ন করার নিয়ত ছিল না উহা ছিল প্রতারণা মাত্র। দ্বিতীয়ত, প্রতিশ্রুতি দিয়াছে ঠিকই কিন্তু উহা বাস্তবায়ন করিবার শক্তি সামর্থ্য উহাদিগের নাই।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন : وَلَئِن قُوتِلُوا لَيَنْصُرُوهُمْ ج وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلِّنَنَّ الْأَنْبَارَ ۚ অর্থাৎ ইয়াহুদীরা যদি আক্রান্ত হয় তো মুনাফিকরা উহাদিগের সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসিবে না। অর্থাৎ উহাদিগের পক্ষে যুদ্ধ করিবে না। আর যদি লজ্জার খাতিরে ময়দানে আসিয়াও পড়ে তো মুসলমানদের অস্ত্রের ঝনঝনানির আওয়াজ কানে আসিবা মাত্র রণে ভঙ্গ দিবে ও ময়দান ত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করিবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَا نَتْمُ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِّنَ اللَّهِ অর্থাৎ এই মুনাফিকরা আল্লাহ্র অপেক্ষা তোমাদিগকেই বেশি ভয় করে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন : إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ ۖ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ كَيْفَ يَأْتِيهِمُ اللَّهُ بِذُلِّهِمْ إِذْ ذُكِرُوا بِاللَّيْلِ وَقَالُوا هَذَا الَّذِي كَفَرْنَا بِهِ نَدْرَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ يَوْمَئِذٍ عَاذِمُونَ অর্থাৎ উহাদিগের একটি দল মানুষকে আল্লাহ্র সমান কিংবা আল্লাহ্র অপেক্ষা বেশি ভয় করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ অর্থাৎ নির্বোধ বিধায় ইহারা এই ধরনের সত্য পরি-পন্থী মানসিকতা পোষণ করিয়া থাকে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : لَا يَأْتِيَنَّكُمْ جَمِيعًا الْآفِي قُرَى ۚ অর্থাৎ উহারাই এতই কাপুরুষ যে, উহারাই সকলে একত্রিত হইয়াও তোমাদিগের সহিত মুখোমুখি যুদ্ধ করিবার শক্তি সাহস উহাদিগের নাই। কেবল সুরক্ষিত জনপদের অভ্যন্তরে কিংবা দুর্গ-প্রাচীরের অন্তরালে থাকিয়াই কিছুটা সাহস করিতে পারে। তখন অপরূহ অবস্থায় আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হইয়াই কেবল মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলা করিতে পারে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ۚ অর্থাৎ উহাদিগের মাঝে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিরোধ বড় প্রচণ্ড। তুমি উহাদিগকে ঐক্যবদ্ধ মনে করিলেও উহাদিগের মধ্যে পরস্পর মনের কোন মিল নাই।

ইবরাহীম নাখয়ী (র) বলেন : আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, মুনাফিক ও কিতাবীগণকে বাহ্যত ঐক্যবদ্ধ মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহাদিগের মধ্যে মনের মিল নাই।

ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—৬

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَتَّقُونَ অর্থাৎ ইহা এই জন্য যে, উহারা একটি নির্বোধ সম্প্রদায়।

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاتُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ - وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ অর্থাৎ “ইয়াহুদীদিগের তুলনা ইহাদিগের অব্যবহিত পূর্বে যাহারা নির্জদিগের কৃতকর্মের শাস্তি আস্থাদন করিয়াছে তাহারা। ইহাদিগের জন্য রহিয়াছে মর্মভুদ শাস্তি।”

যাহারা অব্যবহিত পূর্বে কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করিয়াছে মুজাহিদ, সুদী ও মুকাতিল ইব্ন হায়য়ান (র)-এর মতে উহারা হইল বদরের যুদ্ধে নিহত কাফিরগণ। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : বনু কায়নুকায় ইয়াহুদী সম্প্রদায়। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মতটিই সর্বাধিক সঠিক বলিয়া মনে হয়। কারণ বনু নাযীরের ঘটনার অব্যবহিত পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা) বনু কায়নুকায় ইয়াহুদীদেরকেই দেশান্তর করিয়াছিলেন।

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ - فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ -

অর্থাৎ মুনাফিকদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে প্রতারণিত হওয়ার ব্যাপারে ইয়াহুদীদের উপমা হইল শয়তানের ন্যায় যে, শয়তান মানুষকে বলিল, কুফরী কর। ফলে যখন সে কুফরী করিয়া বসিল তখন শয়তান বলিল, তোমার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।

ইব্ন জারীর (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন নাহীক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন নাহীক (র) বলেন, আমি হযরত আলী (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, বনী ইসরাঈলের এক আবেদ দীর্ঘ ষাট বছর যাবত আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন ছিল। শয়তান বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাকে বিভ্রান্ত করিতে পারে নাই। অবশেষে একদিন শয়তান এক মহিলার উপর নিজের প্রভাব ফেলে এইভাবে সৃষ্টি করে যেন তাহাকে জিন আছর করিয়াছে। আর মহিলার ভাইদেরকে বুদ্ধি দেয় যে, তোমাদের বোনের চিকিৎসা করিতে হইলে অমুক আবেদের নিকট লইয়া যাও, তাহারা মহিলাটিকে আবেদের নিকট লইয়া যায় এবং আবেদ তাহাকে নিজের কাছে রাখিয়া সরলমনে তাহার চিকিৎসা করিতে থাকে। ধীরে ধীরে শয়তান তাহার মনে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। অবশেষে একদিন আবেদ মহিলার সহিত কুকর্ম করিয়া বসে। ফলে মহিলা অন্তঃসত্ত্বা হইয়া পড়ে। এইবার আবেদকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য মহিলাকে হত্যা করিবার পরামর্শ দেয়। আবেদ মহিলাটিকে হত্যা করিয়া ফেলে। এইবার শয়তান একদিকে মহিলার ভাইদের কানে এই হত্যার সংবাদ জানাইয়া দেয়, অপরদিকে আবেদকে বলে যে, মহিলার ভাইয়েরা আসিতেছে। এইবার তোমার মান আর জান দুই-ই শেষ হইয়া যাইবে। তবে

আমাকে সিজদা করিয়া খুশী করিতে পারিলে আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারি। ফলে আবেদ শয়তানকে সিজদা করে। সিজদা শেষে শয়তান বলিয়া উঠে যে, তোমার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا - وَذَلِكَ جَزَا
الظَّالِمِينَ -

অর্থাৎ কুফরী করিবার জন্য উস্কানী দেয় আর যাহারা কুফরী করে জাহান্নামের অগ্নিই হইল উভয়ের পরিণাম। সেথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে। আর ইহাই হইল প্রত্যেক জালিমের শাস্তির পরিণাম।

(১৮) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

وَ اتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

(১৯) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَهُمْ ۖ أَنْفُسَهُمْ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ

الْفٰسِقُونَ ۝

(২০) لَا يَسْتَوِي ۙ أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۗ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ

الْفٰئِزُونَ ۝

১৮. হে মু'মনিগণ! আল্লাহকে ভয় কর, প্রত্যেকেই ভাবিয়া দেখুক আগামীকালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠাইয়াছে। আর আল্লাহকে ভয় কর, তোমরা সাহা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।

১৯. আর তাহাদিগের মত হইও না, যাহারা আল্লাহকে বিস্মৃত হইয়াছে, ফলে আল্লাহ উহাদিগকে আত্মবিস্মৃত করিয়াছেন। উহারাই তো পাপাচারী।

২০. জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নহে। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম।

তাফসীর : ইমাম আহমদ (র) ইব্ন জারীর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন জারীর (র) বলেন, আমরা একদিন দ্বিপ্রহরের সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে বসিয়াছিলাম। ইত্যবসরে কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়। তাহাদিগের পায়ে জুতা নাই, গায়ে শুধু একটি করিয়া চাদর জড়ানো আর গলায়

তরবারী বুলানো। প্রায় সকলেই তাহারা মুযার গোত্রের লোক। উহাদিগের ক্ষুধার্ত মলিন চেহারা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারা বিবর্ণ হইয়া গেল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘরে প্রবেশ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং হযরত বিলাল (রা)-কে আযান দিতে বলিলেন। আযান শেষে ইকামত হইল এরপর নামাযের জামায়াত হইল। নামায শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রথমে এই আয়াতটি পাঠ করিলেন। তাহার পর সূরা হুশরের আলোচ্য আয়াত **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلِتَنْظُرَ نَفْسُ الْخ** পাঠ করিয়া সকলকে দান করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। এমনকি বলিলেন যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তোমরা এক টুকরা খেজুর হইলেও দান কর। খুতবা শেষে এক আনসারী কাঁধে করিয়া এক থলিয়া খাদ্য আনিয়া হাযির করেন। তাহার পর একে একে প্রত্যেকেই সাধ্য পরিমাণ দান করিতে শুরু করে। দেখিতে দেখিতে খাদ্য ও কাপড় চোপড়ের দুইটি স্তূপ হইয়া গেল। দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারা উজ্জ্বল হইয়া গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : যে কেহ একটি ভালো কাজের নিয়ম চালু করিবে তাহার দেখাদেখি যাহারা সেই ভালো কাজ করিবে সে নিজের এবং অন্যান্য সকলের সওয়াব লাভ করিবে। কিন্তু ইহাতে অন্যদের সওয়াব কমিয়া যাইবে না। আর যে কেহ একটি মন্দ কাজের নিয়ম চালু করিবে তাহার দেখাদেখি পরবর্তী যাহারা এই কাজ করিবে, সে এবং অন্য সকলের গুনাহের ভাগী হইবে। ইহাতে অন্যদের গুনাহ হ্রাস পাইবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ** অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদেরকে তাকওয়া অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়াছেন। আল্লাহর যে কোন হুকুম পালন করা এবং যে কোন নিষিদ্ধ কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকাকে তাকওয়া বলা হয়।

وَلِتَنْظُرَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ “প্রত্যেকেই ভাবিয়া দেখুক আগামী কালের জন্য সে কি অগ্রিম পাঠাইয়াছে।” অর্থাৎ তোমাদিগ হইতে হিসাব গ্রহণের পূর্বে তোমরা নিজেরাই নিজেদিগের হিসাব লও আর ভাবিয়া দেখ যে, নিজেদের মুক্তির লক্ষ্যে পরকালের জন্য কি নেক আমল সঞ্চয় করিয়াছ?

وَاتَّقُوا اللَّهَ - إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর (ইহা দ্বিতীয় তাকীদ) আর জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। ছোট-বড়, গোপন-প্রকাশ্য কোন কিছুই তাহার দৃষ্টির বাহিরে নহে।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহকে ভুলিয়া যাইও না। অন্যথায় কিয়ামতের দিবসে যে আমলে সালিহ তোমাদিগের উপকারে

আসিবে উহার কথা আমাদিগকে ভুলাইয়া দেওয়া হইবে। অর্থাৎ তোমাদিগের নেক আমল করিবার তৌফিক হইবে না।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন : **أُولَئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ** অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর কথা ভুলিয়া যায় উহারা ফাসিক তথা আল্লাহর নাফরমান এবং কিয়ামতের দিন তাহাদিগের ধ্বংস অনিবার্য। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ -

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমাদিগের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহর যিকর হইতে বিমুখ না রাখে। যে এমন করিবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

হযরত আবু বকর (রা) এক খুতবায় বলেন : তোমরা কি জান যে, তোমরা সকাল-বিকাল নির্ধারিত সময়ের দিকে অগ্রসর হইতেছ? তোমাদিগের উচিত আল্লাহর আনুগত্যে জীবন অতিবাহিত করা। আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত বাহুবলে কেহ এই লক্ষ্য অর্জন করিতে পারে না। যাহারা নিজেদের জীবন আল্লাহর নাফরমানীতে অতিবাহিত করে তোমরা তাহাদের ন্যায় হইও না। চিন্তা করিয়া দেখ, তোমাদিগের পরিচিতজনরা আজ কোথায়? কোথায় সেই ক্ষমতাধর রাজা-বাদশাহরা যাহারা বড় বড় শহর নগর নির্মাণ করিয়াছে এবং সুরক্ষিত দুর্গ তৈয়ার করিয়াছিল? সকলেই তো আজ এক স্তূপ মাটির নীচে পড়িয়া আছে। ইহা আল্লাহর কিতাব। এই নূর হইতে তোমরা আলো গ্রহণ কর এবং ইহার ঘটনাবলী হইতে শিক্ষা গ্রহণ কর। দেখ, আল্লাহ তা'আলা হযরত যাকারিয়া (আ) এবং তাঁহার পরিবারবর্গের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন :

اِنَّهُمْ يٰسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَآ رَغْبًا وَّرَهْبًا وَّكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ -

অর্থাৎ তাহারা নেক কাজে অগ্রণী ছিল এবং আশা ও ভয়ের সহিত আমার নিকট দূ'আ করিত। আর আমার সম্মুখে ছিল তাহারা ভীত অবনত।

যে কথায় আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য নয়, উহাতে কোন কল্যাণ নাই। যে সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয়িত হয় না। উহাতে কোন মঙ্গল নাই। যাহার অজ্ঞতা সহনশীলতাকে হার মানায় তাহার জীবনে কোন কল্যাণ নাই এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর ব্যাপারে নিম্নুকের পরোয়া করে তাহার জীবনেও কোন মঙ্গল নাই।

لَا يَسْتَوِيْ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ অর্থাৎ জাহান্নামী ও জান্নাতী আল্লাহর নিকট সমান নহে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ -

অর্থাৎ পাপাচারীরা কি এই ধারণা করে যে, আমি তাহাদিগকে উহাদিগের ন্যায় করিব যাহারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাহাদিগের জীবন মৃত্যু সমান হইবে? কতই না মন্দ উহাদিগের এহেন দাবী।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمَسِيئُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ -

অর্থাৎ অন্ধ আর চক্ষুস্থান, ঈমানদার সৎকর্ম পরায়ণ আর পাপাচারীরা সমান নয়। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।

সবশেষে আল্লাহ তা'আলা বলেন : অর্থাৎ الْجَنَّةُ هُمْ الْفَائِزُونَ জান্নাতীরা সফলকাম। ইহারাই পরকালে মুক্তি পাইবে, আল্লাহর শক্তি হইতে নিরাপদ থাকিবে।

(২১) لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝

(২২) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۗ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝

(২৩) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِمِّنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۗ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

(২৪) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۗ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

২১. যদি আমি এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করিতাম তুমি দেখিতে উহা আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমি এই সমস্ত দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্য যাহাতে তাহারা চিন্তা করে।

২২. তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই; তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।

২৩. তিনিই আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই; তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত, উহারা যাহাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ তাহা হইতে পবিত্র, মহান।

২৪. তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবন কর্তা, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁহারই। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের মহত্ব শ্রেষ্ঠত্ব এবং সুউচ্চ মর্যাদার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন :

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ -

“যদি আমি এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করিতাম তুমি দেখিতে উহা আল্লাহর ভয়ে বিনীত বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে।”

অর্থাৎ পর্বতের ন্যায় শক্ত কঠিন সদৃশ এবং সুউচ্চ পদার্থের উপর যদি আমি এই কুরআন অবতীর্ণ করিতাম আর পর্বত এই কুরআন বুঝিয়া ইহার উপলব্ধি করিতে পারিত, তাহা হইলে পর্বত আল্লাহর ভয়ে ভীত হইয়া ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত। পক্ষান্তরে হে মানুষ! পর্বতের তুলনায় তোমরা বহু গুণে দুর্বল ও ছোট। সুতরাং কুরআনের উপলব্ধি করা সত্ত্বেও আল্লাহর ভয়ে তোমাদিগের অন্তর ভীত ও বিগলিত না হওয়া কিভাবে শোভা পায় ?

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ অর্থাৎ এই সব দৃষ্টান্ত আমি এইজন্য উপস্থাপন করিতেছি যাহাতে মানুষ চিন্তা করে।

মুতাওয়াতির হাদীসে আছে যে, মিশ্বর তৈরির পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা) একটি খর্জুর বৃক্ষের খুঁটির সহিত ঠেস দিয়া জুমুআর খুতবা পাঠ করিতেন। মিশ্বর নির্মাণের পর খুঁটিটি একটু সরাইয়া রাখা হয়। সর্বপ্রথম যেদিন খুঁটির পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ (সা) মিশ্বরে দাঁড়াইয়া খুতবা দিতে লাগিলেন তো খুঁটিটি ছোট শিশুর ন্যায় ফুঁফাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে। ইমাম হাসান বসরী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলিলেন ‘হে মানুষ! এই নিশ্চয় খর্জুর খুঁটির অপেক্ষা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি তোমাদিগের বেশী ভালোবাসা থাকা উচিত।’ তদ্রূপ আলোচ্য আয়াতেও এই কথাই বলা হইয়াছে যে, নিজীব পর্বতই যখন আল্লাহর কালাম শুনিয়া বুঝিতে পারিলে আল্লাহর ভয়ে ভীত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত, তাহা হইলে তোমরা কুরআন শ্রবণ কর ও উহার মর্ম বুঝিতে পার। তোমাদিগের অবস্থা কেমন হওয়া উচিত একটু ভাবিয়া দেখ।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই। তিনি ব্যতীত কোন প্রতিপালক নাই। তিনি ব্যতীত কাহারো ইবাদত করা বৈধ নহে। আমরা যাহা চর্ম চক্ষে দেখি আর যাহা দেখি না তিনি তা'হার সব কিছু সম্পর্কে অবগত। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা আছে কোন কিছুই তাহার জানার বাহিরে নহে। এমনকি ঘোর অন্ধকারে লুক্কায়িত অণু-পরমাণু সম্পর্কেও তিনি সম্যক জ্ঞান রাখেন। তিনি রাহমান, তিনি রাহীম।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা দয়া সৃষ্টির সব কিছুর মধ্যে বিস্তৃত ও পরিব্যাপ্ত— সকলের প্রতিই তিনি দয়ালু।

আমার وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ; অর্থাৎ আমার দয়া সর্বত্র বিস্তৃত।

আরেক আয়াতে বলেন : كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ তোমাদিগের প্রতিপালক নিজের উপর দয়া প্রদর্শন অনিবার্য করিয়া লইয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ
الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ-

তিনি আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত।

مَلِكٌ অর্থ সবকিছুর অধিপতি সর্ববিষয়ে যাঁহার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব, যাঁহার কোন কাজে বাধা প্রদান করার মত কেহ নাই।

قُدُّوسٌ ওহাব ইব্ন মুনাবিহ (র) বলেন, قُدُّوسٌ অর্থ পবিত্র। মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলেন : মুবারক তথা বরকতময়।

سَلَامٌ - যাবতীয় দোষ-ত্রুটি হইতে নিরাপদ ও মুক্ত।

مُؤْمِنٌ - যিনি কাহারো উপর জুলুম করার প্রবণতা হইতে নিরাপত্তা দান করেন।
যাহ্‌হাক (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই অর্থ বর্ণনা করেন। নিরাপত্তা বিধায়ক।
ইব্ন যায়েদ (র) বলেন : مُؤْمِنٌ অর্থ আল্লাহ্ ঈমানদার বান্দাদের ঈমানের সত্যয়নকারী।

مُهَيِّمِينَ - ইবন আব্বাস (রা) সহ অনেকে বলেন : مُهَيِّمِينَ অর্থ আল্লাহ্ মানুষের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। যেমন- আল্লাহ্ বলেন : اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা। অন্য আয়াতে বলেন : ثُمَّ اللَّهُ : شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ অর্থাৎ মানুষ যাহা করে আল্লাহ্ সে সব কিছু প্রত্যক্ষ করেন।

مُتَكَبِّرٌ - প্রবল যিনি সব কিছুর উপর বিজয়ী। الْجَبَّارُ পরাক্রমশালী। গৌরবান্বিত ও মহিমাম্বিত।

সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : মহত্ব আমার ইয়ার আর অহংকার আমার চাদর। যে কেহ আমার এই দুইটির কোন একটি লইয়া টানাটানি করিবে আমি তাহাকে শাস্তি প্রদান করিব।

ইবন জারীর (র) বলেন : جَبَّارٌ অর্থ, যিনি সৃষ্টির সর্ববিষয়ে নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধন করেন।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ “উহার। যাহাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ্ উহা হইতে পবিত্র মহান।”

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ “তিনিই আল্লাহ্ সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা।”

خَلَقُ অর্থ-পরিকল্পনা করা ও নির্ধারণ করা আর بَرَأُ অর্থ পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করা। পরিকল্পনাকে ছব্ব বাস্তবায়িত করার ক্ষমতা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারো নাই। আল্লাহ্ই একমাত্র সত্ত্বা যিনি যাহা ইচ্ছা পরিকল্পনা ও নির্ধারণ করিতে পারেন। আর পুংখানুপুংখরূপে উহা বাস্তবায়িত করিতে পারেন। مُصَوِّرٌ অর্থ রূপদাতা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যখন যাহা সৃষ্টি করিতে চাহেন তিন বলেন, ‘হও’ আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী তাহার নির্ধারিত রূপে ও গুণে উহা হইয়া যায়। ইহার কোনই ব্যতিক্রম ঘটে না।

যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ অর্থাৎ যেই আকৃতিতে চাহিয়াছেন, তিনি তোমাকে গঠন করিয়াছেন।

لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ “সকল উত্তম নাম তাঁহারই।”

বুখারী, মুসলিম শরীফে আছে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌র নিরানব্বই নাম আছে। যে ব্যক্তি সেইগুলি অনুধাবন করিবে ও মুখস্ত রাখিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। তিনি বেজোড় এবং বেজোড়কে ভালোবাসেন।

ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—৭

আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম নিম্নরূপ :

اللَّهُ - الرَّحْمَنُ - الرَّحِيمُ - الْمَلِكُ - الْقُدُّوسُ - السَّلَامُ - الْمُهِمِّنُ -
 الْمُؤْمِنُ - الْعَزِيزُ - الْجَبَّارُ - الْمُتَكَبِّرُ - الْخَالِقُ - الْبَارِئُ - الْمُصَوِّرُ -
 الْغَفَّارُ - الْقَهَّارُ - الْوَهَّابُ - الرَّزَّاقُ - الْفَتَّاحُ - الْعَلِيمُ - الْقَابِضُ - الْبَاسِطُ
 - الْخَافِضُ - الرَّافِعُ - الْمُعِزُّ - الْمُذِلُّ - السَّمِيعُ - الْبَصِيرُ - الْحَكْمُ - الْعَدْلُ -
 اللَّطِيفُ - الْخَبِيرُ - الْحَلِيمُ - الْعَظِيمُ - الْغَفُورُ - الشَّكُورُ - الْعَلِيُّ -
 الْكَبِيرُ - الْحَفِيفُ - الْمُقِيتُ - الْحَسِيبُ - الْجَلِيلُ - الْكَرِيمُ - الرَّقِيبُ -
 الْمُجِيبُ - الْوَاسِعُ - الْحَكِيمُ - الْوَدُودُ - الْمَجِيدُ - الْبَاعِثُ - الشَّهِيدُ -
 الْحَقُّ - الْوَكِيلُ - الْقَوِيُّ - الْمُتَيْنُ - الْوَلِيُّ - الْحَمِيدُ - الْمُحْصِي - الْمُبْدِئُ
 - الْمُعِيدُ - الْمُخِي - الْمُمِيتُ - الْحَيُّ - الْقَيُّومُ - الْوَاجِدُ - الْمَاجِدُ - الْوَاحِدُ -
 الصَّمَدُ - الْقَادِرُ - الْمُقْتَدِرُ - الْمُقَدِّمُ - الْمُؤَخِّرُ - الْأَوَّلُ - الْآخِرُ - الظَّاهِرُ - الْبَاطِنُ -
 الْوَالِي - الْمُتَعَالَى - الْبَرُّ - التَّوَّابُ - الْمُنْتَقِمُ - الْعَفْوُ - الرَّءُوفُ - مَالِكُ
 الْمُلْكِ - ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ - الْمُقْسِطُ - الْجَامِعُ - الْغَنِيُّ - الْمُعْطَى -
 الْمَانِعُ - الضَّارُّ - النَّافِعُ - النُّورُ - الْهَادِي - الْبَدِيعُ - الْبَاقِي - الْوَارِثُ -
 الرَّشِيدُ - الصَّبُورُ -

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা পরাক্রমশালী এবং জগত পরিচালনা ও বিধান প্রণয়নে প্রজ্ঞাময়।

ইমাম আহমদ (র) :.... মা'কাল ইবন ইয়াসার (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মা'কাল ইবন ইয়াসার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি সকালে তিনবার **أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** পড়িয়া সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করিবে আল্লাহর নির্দেশে সত্তর হাজার ফিরিশ্তা সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহার জন্য দু'আ করিতে থাকিবে আর সন্ধ্যায় পাঠ করিলে একই ফযীলত লাভ করিবে। যদি ঐ দিনে বা রাতে মৃত্যু হয় তবে সে শহীদী দরজা হাসিল করিবে।

সূরা মুমতাহিনা

১৩ আয়াত, ২ রুকু, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ
إِلَيْهِمْ بِالسُّودَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ
وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ۗ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالسُّودَّةِ ۗ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ۗ وَ
مَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝

(২) إِنْ يَتَّقُواكُمْ يَكُونُوا أَعْدَاءً وَيُبْسِطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوْءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ۝

(৩) لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ۗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

১. হে মু'মিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, তোমরা কি উহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিতেছ, অথচ উহারা তোমাদের নিকট যে সত্য আসিয়াছে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিস্কৃত করিয়াছে এই কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে বিশ্বাস কর। যদি তোমরা আমার সম্বন্ধি লাভের জন্য আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বহির্গত

হইয়া থাক, তবে কেন তোমরা উহাদের সহিত গোপনে বন্ধুত্ব করিতেছ? তোমরা যাহা গোপন কর এবং তোমরা যাহা প্রকাশ কর, তাহা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের মধ্যে যে কেহ ইহা করে সে তো বিচ্যুত হয় সরল পথ হইতে।

২. তোমাদিগকে কাবু করিতে পারিলে উহারা হইবে তোমাদের শত্রু এবং হস্ত ও রসনা দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করিবে এবং চাহিবে যে, তোমরাও কুফরী কর।

৩. তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোন কাজে আসিবে না। আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবেন; তোমরা যাহা কর তিনি তাহা দেখেন।

তাফসীর : এই সূরার শুরুভাগ হাতিব ইব্ন আবু বলতাআ (রা)-এর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হইয়াছে। ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ :

হাতিব (রা) হিজরতকারীদের একজন এবং বদর যুদ্ধাদেরও অন্যতম। তিনি গোত্রীয়ভাবে কুরাইশী ছিলেন না বরং হযরত উসমান (রা)-এর হলীফ বা অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন। মক্কায় তাঁহার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি রহিয়া গিয়াছিল। যখন মক্কার কাফিরগণ হৃদয়বিয়ার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করিয়াছিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা বিজয়ের সংকল্প নিয়াছিলেন। এরপর মক্কার কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদিগকে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য আদেশ করিলেন এবং তিনি দু'আ করিয়াছিলেন, “হে আল্লাহ্! আমাদের এই খবরকে তুমি তাহাদের নিকট গোপন রাখিও।”

হাতিব (রা) এই আকাঙ্ক্ষা করিয়া পত্র লিখিয়া কুরাইশ গোত্রের এক মহিলাকে মক্কায় প্রেরণ করিলেন যেন তিনি তাহাদিগকে জানাইয়া দিতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদের সংকল্প করিয়াছেন। ফলে তিনি তাহাদের নিকট আস্থা অর্জন করিবেন।

এইদিকে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ওহীর মাধ্যমে ব্যাপারটি জানাইয়া দিলেন। সুতরাং তিনি উক্ত মহিলার পশ্চাদ্ধাবন করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন এবং মহিলার নিকট হইতে পত্রটি উদ্ধার করিলেন। এই ঘটনা সঠিক হওয়ার ব্যাপারে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণনা রহিয়াছে।

আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে জুবায়ের ইব্ন আওয়াম ও মিকদাদ (রা)-কে প্রেরণ করিলেন এবং তিনি বলিলেন যে, তোমরা মহিলাটির পশ্চাদ্ধাবন কর, মহিলাটিকে তোমরা “রওজায়ে খাক” নামক স্থানে উটের পিঠে বসা অবস্থায় পাইবে। তাহার নিকট একটি পত্র আছে, পত্রটি উদ্ধার করিবে। হযরত আলী (রা) বলেন : আমরা উষ্ট্র চালাইয়া দ্রুতগতিতে মহিলাটির পশ্চাদ্ধাবন করিলাম। রওজায়ে খাকে তাহাকে পাইলাম এবং বলিলাম, পত্রটি বাহির করিয়া দাও। মহিলাটি বলিল- আমার নিকট পত্র নাই। আমরা বলিলাম, হয় পত্র বাহির করিয়া দাও, না হয় তোমাকে আমরা বিবস্ত্র করিয়া ফেলিব।

পরিশেষে মহিলাটি তাহার চুলের খোঁপা হইতে পত্রটি বাহির করিয়া দিল। আমরা পত্রটি লইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলাম। পত্রটির সারাংশ ছিল হাতিব (রা) মক্কার কাফিরদিগকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অভিযান সম্পর্কে অবহিত করিতে চায়। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাতিব (রা)-কে বলিলেন, হে হাতিব! এই কাজ করিতে তুমি কেন উদ্বুদ্ধ হইয়াছ? হাতিব (রা) আরয় করিলেন, আমি গোত্রীয়ভাবে কুরাইশী নই বরং গোপনীয়ভাবে বসবাসকারীদের একজন। প্রত্যেক মুহাজিরের আপন লোক মক্কায় রহিয়াছে। তাহারা তাহাদের আত্মীয়-স্বজনকে হিফাজত করে। আমি ঈমানকে গোপন রাখিয়া, ঈমান হইতে দূরে সরিয়া বা পাপাচারীকে পছন্দ করিয়া এই কাজ করি নাই। বরং কাফিরদের নিকট এই সংবাদ পৌঁছাইয়া একটু আস্থা লাভ করিতে পারিলে, তাহাদের জুলুম-নির্যাতন হইতে আমার গোত্রীয় লোকেরা হিফাজতে থাকিবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : হাতিব সত্য বলিয়াছে। এই দিকে হযরত উমর (রা) অগ্নিশর্মা হইয়া বলিলেন, ‘আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গদান উড়াইয়া দিব।’ হযরত (সা) বলিলেন, হে উমর! তোমার কি জানা নাই যে, আল্লাহ্ তা’আলা বদর যোদ্ধাদিগকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করিয়াছেন। আর হাতিব তো বদর যোদ্ধাদের অন্যতম। মুহাদ্দেসীনগণের বিরাট একটি দল অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইব্ন মাজাহ্ শরীফে সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নার ভিন্ন সূত্রে উহার বর্ণনা রহিয়াছে।

ইমাম বুখারী (র) তাহার সংকলনে “মাগাজী” অধ্যায়ে আরও বৃদ্ধি সহকারে উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা’আলা অবতীর্ণ করিয়াছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ -

ইমাম বুখারী (র) তফসীর অধ্যায়ে বলেন : উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে এই সূরা অবতীর্ণ হইয়াছে। তবে এই উদ্ধৃতিটি আমার সূত্রে না উমরের সূত্রে সেই ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত নহেন। তিনি বলেন : আলী ইব্ন মদীনী (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কি এই সূরা অবতীর্ণ হইয়াছে? আলী ইব্ন মদীনী বলেন : আমি ইহা উমর (রা) হইতে এমনভাবে মুখস্ত করিয়াছি যে, একটি অক্ষর পর্যন্ত ভুলিয়া যাই নাই। তবে আমি আর কাহাকেও ইহা মুখস্ত করিতে দেখি নাই।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আলী (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে, আবু মারসাদ ও জুবায়ের ইব্ন আওয়াম (রা)-কে অশ্বারোহী অবস্থায় প্রেরণ করিলেন এবং তিনি বলিয়া দিলেন যে, উক্ত মহিলার পশ্চাদ্ধাবন করিবে, তাহাকে তোমরা রওজায়ে খাকে পাইবে, মহিলাটির নিকট হাতিব ইব্ন আবু বলতা’আর লিখিত মক্কার কাফিরগণের প্রতি একটি পত্র রহিয়াছে। পত্রটি উক্ত মহিলা হইতে উদ্ধার করিবে। আমরা মহিলাটিকে সেস্থানে পাইলাম, যেস্থানের কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন। আমরা তাহাকে বলিলাম : পত্রটি কোথায়? মহিলাটি বলিল : আমার নিকট কোন পত্র নাই। এরপর আমরা তাহার উষ্ট্রকে বসাইয়া অনুসন্ধান করিয়াও পত্র পাইলাম না।

আমরা বলিলাম : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো ভুল করিতে পারেন না, হয় তুমি পত্র বাহির করিয়া দাও, না হয় আমরা তোমাকে বিবস্ত্র করিয়া ফেলিব।

মহিলাটি গত্যন্তর না দেখিয়া পরিধেয় বস্ত্রে আবৃত অবস্থায় কোমর হইতে পত্রটি বাহির করিয়া দিল। পরিশেষে আমরা পত্রটি লইয়া হযরতের দরবারে উপস্থিত হইলাম।

হযরত উমর (রা) বলিলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমাকে অনুমতি দিন। সে তো আল্লাহ্, আল্লাহর রাসূল ও সকল মুসলমানের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাতিব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এই কাজে কেন উদ্বুদ্ধ হইয়াছ? হাতিব (রা) আরয় করিলেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি তো আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নকারী মু'মিন। আমি এই আশা করিয়াছিলাম যে, যদি মক্কাবাসীর নিকট একটু আস্থা অর্জন করিতে পারি, তাহলে আমার গোত্র ও সম্পদ হইতে মুসিবত দূরীভূত হইয়া যাইবে। হযরত (সা) বলিলেন, সে সত্য বলিয়াছে। তোমরা তাহার প্রতি সর্দা-সর্বদা সুধারণা রাখিবে।

এই দিকে উমর (রা) আবার বলিলেন, আমাকে অনুমিত দিন। আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব। কেননা, সে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল এবং সকল মু'মিনের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। হযরত (সা) বলিলেন : সে কি বদর যোদ্ধাদের অন্তর্ভুক্ত নহে? তিনি আরো বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আহলে বদর সম্পর্কে অবহিত আছেন এবং তিনি ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, 'তোমরা যাহা ইচ্ছা করিতে পার, তোমাদের জন্য জান্নাতকে ওয়াজিব করিয়া দেওয়া হইল। অথবা আমি তোমাдиগকে ক্ষমা করিয়া দিলাম।'

হযরত উমর (রা) অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে আরয় করিলেন, 'আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল আসল সত্য সম্পর্কে জানেন।' ইহা বুখারী শরীফের বদর যুদ্ধ পরিচ্ছেদের মাগাজী অধ্যায়ের বর্ণনা।

হযরত আলী (রা) হইতে ইহা ভিন্ন সূত্রেও বর্ণিত হইয়াছে। ইবন হাতিম (র) আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আলী (রা) বলেন :

রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা অভিযান সংকল্পের সময় সাহাবাদিগকে একত্রিত করিলেন। উহার মধ্যে হাতিব ইবন আবু বলতা'আ (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন। আর জনগণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল যে, তিনি খায়বার অভিযানের ইচ্ছা পোষণ করেন। আলী (রা) বলেন, অতঃপর হাতিব (রা) মক্কায় পত্র পাঠাইলেন যে, তিনি মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছেন।

এইদিকে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ওহীর মাধ্যমে ঘটনাটি জানাইয়া দিলেন। আলী (রা) বলেন, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে ও আবু মারসাদকে উটে আরোহণ অবস্থায় পাঠাইলেন এবং তিনি ইহাও বলিয়া দিলেন যে, তোমরা রওজায়ে খাকে একটি মহিলার সাক্ষাৎ পাইবে। তাহার নিকট একটি পত্র আছে, পত্রটি

উদ্ধার করবে। হযরত আলী (রা) বলেন : আমরা মহিলাটিকে সেস্থানে পাইলাম যেস্থানের উল্লেখ রাসূলুল্লাহ্ (সা) করিয়াছিলেন। আমরা তাহাকে বলিলাম, পত্রটি বাহির করিয়া দাও! মহিলাটি বলিল, আমার নিকট পত্র নাই। এরপর আমরা তাহার সফর সামগ্রী নামাইয়া অনুসন্ধান করিবার পরেও পত্রটি পাইলাম না। আবু মারসাদ বলিলেন, তাহার নিকট পত্র নাই। হযরত আলী (রা) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনো ভুল বলিতে পারেন না এবং কাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্নও করিতে পারেন না। আমরা তাহাকে আবার বলিলাম, হয় পত্রটি বাহির করিয়া দাও, না হয় তোমাকে অনাবৃত করিয়া ফেলিব। মহিলাটি বলিল, আপনারা কি মুসলমান নহেন, আপনারা কি আল্লাহকে ভয় করেন না। আমরা তাহাকে বলিলাম, হয় পত্র বাহির কর, না হয় তোমাকে বিবস্ত্র করিয়া ফেলিব। আমার ইব্ন মুররা বলেন : পত্রটি তাহার কোমর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। হাবীব ইব্ন আবু ছাবিত (র) বলেন : মহিলা পূর্ব হইতেই পত্র বাহির করিয়া দিয়াছিল।

এরপর আমরা পত্র লইয়া হযরতের দরবারে উপস্থিত হইলাম এবং পত্রটি হাতিব (রা)-এর ছিল। এই দিকে উমর (রা) দাঁড়াইয়া আরম্ভ করিলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমাকে অনুমতি দিন। আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব। সে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। হযরত (সা) বলিলেন, হাতিব কি বদর যোদ্ধাদের একজন নহে? সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন, হ্যাঁ, হযরত উমরও বলিলেন, হ্যাঁ। তবে সে তো চুক্তি ভঙ্গকারী এবং আপনার শত্রুদিগকে আপনার বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়াছে। হযরত (সা) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা আহলে বদর সম্পর্কে অবগত আছেন, এবং তাহাদিগকে তিনি ক্ষমা ঘোষণা করিয়াছেন এই বলিয়া যে, তাহারা যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, নিশ্চয় তোমরা যাহা কর আমি সম্যক জ্ঞাত আছি। হযরত উমর (রা) অশ্রু বিগলিত কণ্ঠে বলিলেন, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সম্যক অবগত। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাতিবকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এই কাজ করিতে কেন উদ্বুদ্ধ হইয়াছ, হাতিব (রা) আরম্ভ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি কুরাইশ গোত্রের অধিবাসী। আমার ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন সেথায় রহিয়া গিয়াছে। আর আমার স্বজন বলিতে সেথায় কেহ নাই। অথচ আপনার সকল সাহাবীর গোত্রীয় লোক সেথায় রহিয়াছে। যাহারা তাহাদের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ হিফাজত করিয়া থাকে। আমি যদি এই কাজ করিয়া তাহাদের নিকট একটু আস্থা লাভ করিতে পারি, তাহলে আমার সকলে সেথায় নিরাপদে থাকিতে পারিবে।

ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি একজন মু'মিন। আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে বিশ্বাস করি। হযরত (সা) বলিলেন : হাতিব সত্য বলিয়াছে। তোমরা সদা-সর্বদা তাহার প্রতি সুধারণাই করিবে।

হাবীব ইব্ন আবু ছাবিত (র) বলেন : এরপর আল্লাহ তা'আলা এই ঘটনার প্রেক্ষিতে—
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَكُمْ بِالْمُؤَدَّةِ
 এই আয়াতাংশ অবতীর্ণ করেন।

ইবন জারীর (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ঐতিহাসিকগণও বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রেক্ষিতে উরওয়া ইবন জুবায়ের (রা) ও অন্যান্য মুহাদ্দেসীনগণ হইতে মুহাম্মদ ইবন জা'ফর ইবন জুবায়ের ও মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ইবন ইয়াসার (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন :

যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা অভিযানের উদ্দেশ্যে জনসমাবেশ করিলেন, তখন হাতিব ইবন আবু বলতা'আ (রা) সংবাদ প্রদানের জন্য এই মর্মে একটি পত্র লিখিয়াছিলেন যে, তিনি মক্কা অভিযানের সংকল্প করিয়াছেন। তিনি পত্রটি মক্কার কাফিরদের নিকট একটি মহিলার মাধ্যমে প্রেরণ করিলেন।

মুহাম্মদ ইবন জা'ফরের ধারণা, মহিলাটি মুয়ায়না বংশের এবং তিনি ব্যতীত সকলের ধারণা যে, মহিলাটির নাম "সারা", বনী আব্দুল মুত্তালিবের দাসী।

হাতিব (রা) পত্রটি কুরাইশদের নিকট পৌছাইবার জন্য উক্ত মহিলাকে নির্ধারিত করিয়াছিলেন। মহিলা পত্রটি তাহার মাথায় চুলের খোঁপার মধ্যে রাখিয়াছিল এবং খোঁপা হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) আসমান হইতে হাতিব (রা)-এর কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত হইলেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) আলী ও জুবায়ের ইবন আওয়ামকে এই বলিয়া প্রেরণ করিলেন যে, তোমরা কুরাইশদের প্রতি হাতিব (রা)-এর লিখিত পত্র একটি মহিলার নিকট পাইবে। হাতিব তাহাদিগকে আমাদের কার্যসূচী সম্পর্কে সাবধান করাইতে চায়। তাহারা মহিলাটিকে হালীফায়ে বনী আহমদের নিকট পাইলেন। তাহারা হালীফায় মহিলাকে নামাইয়া তাহর সফর সামগ্রীর ভিতর অনুসন্ধান করিয়া কোন কিছু পাইলেন না।

হযরত আলী (রা) বলেন : আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, রাসূলুল্লাহ (সা) কখনো ভুল বলিতে পারেন না এবং তিনি কাহাকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে পারেন না, হয় তুমি পত্র বাহির করিয়া দাও, না হয় তোমাকে অনাবৃত করিয়া ফেলিব। মহিলাটি গুরুত্ব বুঝিয়া তাহার চুলের খোঁপা হইতে পত্রটি বাহির করিয়া হযরত আলী (রা)-এর হাতে সোপর্দ করিয়া দিল। তিনি পত্রটি লইয়া হযরতের দরবারে হাযির হইলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) হাতিবকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : হে হাতিব! তুমি কেন পত্র লিখিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছ? হাতিব আরম্ভ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আল্লাহ, তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছি, আমার ঈমানের মধ্যে কোন প্রকারের সন্দেহ আসে নাই, আমার ঈমান অটল। তবে আমি এমন এক ব্যক্তি যাহার মক্কায় স্বগোষ্ঠীয় কোন আত্মীয়-স্বজন নাই। ফলে আমার সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদ হিফাজত করিবার কেহ নাই।

হযরত উমর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব। সে মুনাফিক হইয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হে উমর! তোমার কি জানা নাই? আল্লাহ তা'আলা বদরের দিন বদরীদিগকে সাধারণ ক্ষমা করিয়া

দিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন, 'তোমরা যাহা ইচ্ছা করিতে পার, আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলাম।' এরপর হাতিবের এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا..... حَتَّىٰ تُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ** পর্যন্ত অবতীর্ণ করেন। মা'মার (র), উরওয়া (র) হইতে যুহরী (র) সূত্রও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, উক্ত আয়াতগুলি হাতিব ইব্ন আবু বলতা'আ (রা)-কে উপলক্ষ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। কেননা, তিনি বনী হাশেমের সারা নামক এক দাসীকে দশ দিরহামের বিনিময়ে মক্কার কাফিরগণের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) মহিলাটির পশ্চাদ্ধাবনের লক্ষ্যে হযরত উমর ইব্ন খাতাব ও আলী ইব্ন আবু তালিব (রা)-কে পাঠাইলেন। তাহারা মহিলাকে জুহুফা নামক স্থানে পাইলেন। ঘটনার অবশিষ্টাংশ পূর্বে বর্ণিত ঘটনার ন্যায় অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা (র) প্রমুখ হইতে আওফী (র) বলেন : আয়াতগুলি হাতিব ইব্ন আবু বলতা'আ (রা)-কে উপলক্ষ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا..... بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ-

অর্থাৎ যেই সকল মুশরিক ও কাফিরগণ আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও মু'মিনদের সহিত যুদ্ধ করে, আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে তাহাদের সহিত লড়াই করা ও শত্রুতা পোষণ করাকে বৈধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলা অভিভাবক, বন্ধু ও দোস্তুরূপে গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। 'যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ-

আয়াতটি কঠিনতম ভীতি প্রদর্শন ও হুশিয়ারী স্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا..... إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা তোমাদের দীনকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তু মনে করে, আল্লাহকে ছাড়িয়া তাহাদিগকে ও কাফিরদিগকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। আল্লাহ আরও বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَرْيَدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا-

ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—৮

অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিনগণ ব্যতীত কাফিরদিগকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করিও না। তোমরা কি আল্লাহর জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ সৃষ্টি করিতে চাও? আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَةً وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى
اللَّهِ الْمَصِيرُ -

মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণ ব্যতীত কাফিরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যেই কেহ এইরূপ করিবে, তাহার সহিত আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকিবে না। তাহাতে দোষ নাই যদি তোমরা তাহাদের নিকট আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর। আর আল্লাহ নিজেই তোমাদিগকে সাবধান করিতেছেন। যেহেতু হাতিব (রা) তাহার ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্ভতি হিফাজতের লক্ষ্যে কুরাইশদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন, সেহেতু হযরত (সা) তাহার উযর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইমাম আহমদ (র) হযরত হুযাইফা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হুযাইফা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদিগকে এক, তিন, পাঁচ, সাত, নয় হইতে এগারটি পর্যন্ত উপমা বর্ণনা করিয়াছিলেন। উক্ত উপমা হইতে তিনি একটি মাত্র উপমা আমাদিগকে বর্ণনা করিয়া গুনাইয়াছিলেন। আর বাকীগুলি তিনি আমাদিগকে বলেন নাই। উপমাটি নিম্নরূপ। তিনি বলেন : একটি অসহায় দুর্বল জাতির সহিত শক্তিশালী, বিদ্রোহী, উগ্রপন্থী দল যুদ্ধ ঘোষণা করে। এরপর আল্লাহ তা'আলা দুর্বল, অসহায় দলটিকে বিজয় দান করিলেন। দুর্বল দলটি যখন শক্তিশালী বাহিনীর উপর আক্রমণ করিয়া বিজয় অর্জন করিবার ফলে কাফিরগণ রুষ্ট হইয়া মু'মিনগণের সহিত নির্যাতন আরম্ভ করিল। এরপর আল্লাহ তা'আলা কাফিরগণের প্রতি অনন্তকালের জন্য অসন্তুষ্ট হইলেন।

يُخْرِجُونَ الرُّسُولَ وَأَيَّاكُمْ كَخَنَاءِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَهْدِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّؤْمِنُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
أَنَّ تِلْكَ أُمَّةً فَاسِقَةٌ وَتَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَرَخَاءُ لِمَا كَسَبَتْ لَئِن كَانُوا يَعْلَمُونَ
আয়াতাংশটির ভাবার্থ এই যে, মু'মিনগণ যেন কখনো তাহাদের শত্রুদের সহিত বন্ধুত্ব না রাখে এবং তাহাদের শত্রুদের ব্যাপারে সর্বদা উত্তেজিত থাকে। কেননা তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁহার সাথীদিগকে নির্বাসিত করে এই অপরাধে যে, তাহারা একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করিয়াছে এবং তাঁহারই ইবাদত করে। এই পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন :
أَنْ تُوْمِنُوا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ
অর্থাৎ তাহাদের নিকট তোমাদের একটাই অপরাধ যে, তোমরা বিশ্ব প্রতিপালক এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়াছ। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

“وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ
তোমাদিগকে নির্যাতন করিয়াছিল শুধু এই কারণে যে, তাহারা বিশ্বাস করিত পরাক্রমশালী ও প্রশংসার আল্লাহর প্রতি।”

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন : رَبُّنَا اللَّهُ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
“উহারা তোমাদিগকে তোমাদের ঘর-বাড়ি হইতে অন্যায়ভাবে বহিস্কৃত করিয়াছে। শুধু
এই অপরাধে যে, তাহারা বলে, “আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্।”

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِيْ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِيْ অর্থাৎ যদি
তোমরা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ কর, তাহারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, তাহলে তোমরা
তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিও না এলং তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে
অভিভাবক বানাইও না। অথচ তাহারা তোমাদের উপর বিষণ্ণ হইয়া ও ধর্মের প্রতি
ক্রোধান্বিত হইয়া ঘর-বাড়ী, ধন-সম্পদ হইতে তোমাদিগকে নির্বাসিত করিয়াছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمُوَدَّةِ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمْ وَاَعْلَنْتُمْ তোমরা
তাহাদের সহিত গোপনে বন্ধুত্ব কর, অথচ তোমরা যাহা গোপনে ও প্রকাশ্যে কর, আমি
উহা সর্বব্যাপারে সম্যক অবগত আছি।

وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ আয়াতটির সারমর্ম এই যে,
যদি উহারা তোমাদিগকে কাবু করিতে পারে, তাহলে তোমাদিগকে কথাবার্তায়,
কাজে-কর্মে কষ্ট ও ভীতি প্রদর্শন করিবে।

وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ অর্থাৎ তাহারা বাসনা করিবে যেন তোমরা মঙ্গল অর্জন
করিতে না পার।

ইহাও তোমাদের সহিত তাহাদের গোপনে ও প্রকাশ্যে শত্রুতা। তাহলে তোমরা
তাহাদের প্রতি বন্ধুত্বের হস্ত কিভাবে প্রসারিত করিবে ?

আয়াতাংশটি শত্রুগণের সহিত সর্বদা উত্তেজিত থাকার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

لَنْ تَنفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ - وَاللّٰهُ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ -

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমাদের পরিজন আল্লাহ্ তা'আলার কোন উপকারে
আসিবে না। যদি তোমরা আল্লাহ্কে অসন্তুষ্ট কর আর তাহাদিগকে সন্তুষ্ট কর এই
উদ্দেশ্যে যে, তাহারা তোমাদের সকল মুসীবতকে দূরীভূত করিয়া দিবে, এটা তোমাদের
ভুল ও ভ্রান্ত ধারণা। আর যে ব্যক্তি তাহার বংশের পাপাচারের অনুকূলে হইবে
তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য, সে বরবাদ হইয়াছে, ধ্বংস হইয়াছে এবং তাহার
সকল কৃতকর্ম বিফলে গিয়াছে।

মনে রাখিবে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাহার নিকটতম কেহই উপকার করিতে
পারিবে না। চাই সে কোন নবীরও নিকটতম স্বজন হইয়া থাক।

ইমাম আহমদ (র) হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, “এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার পিতা কোথায়? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, ‘জাহান্নামে’। ফিরিয়া যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার ও তোমার পিতা জাহান্নামী।’ সহীহ মুসলিম ও সুনানে আবু দাউদে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

(৬) قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَّةَ إِلَاهِ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لِمَ تَسْتَعْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ رَبَّنَا عَلَيْنِكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝

(৫) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۗ إِنَّكَ أَنْتَ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

(৬) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَ مَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

৪. তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তাহার অনুসারীদের মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ; তাহারা তাহাদের সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, ‘তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাহার ইবাদত কর তাহার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা তোমাদিগকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হইল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য, যদি না তোমরা এক আল্লাহ্য় ঈমান আন।’ তবে ব্যতিক্রম তাহার পিতার প্রতি ইব্রাহীমের উক্তি— ‘আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব; এবং তোমার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট আমি কোন অধিকার রাখি না।’

ইব্রাহীম ও তাহার অনুসারীরা বলিয়াছিল, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো তোমারই উপর নির্ভর করিয়াছি, তোমারই অভিমুখী হইয়াছি এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট।’

৫. 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের কাফিরদের পীড়নের পাত্র করিও না, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের ক্ষমা কর, তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৬. তোমরা যাহারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রত্যাশা কর নিশ্চয় তাহাদের জন্য রহিয়াছে উত্তম আদর্শ উহাদের মধ্যে। কেহ মুখ ফিরাইয়া লইলে সে জানিয়া রাখুক, আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সেই মু'মিন বান্দাদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন, যাহাদিগকে তিনি কাফিরদের সহিত জিহাদ করিবার, শত্রুতা বজায় রাখার, তাহাদের পার্শ্ববর্তী না হওয়ার ও তাহাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবার আদেশ দিয়াছেন।

آيَاتُهَا شَرِّهَا آيَاتُهَا شَرِّهَا آيَاتُهَا شَرِّهَا آيَاتُهَا شَرِّهَا آيَاتُهَا شَرِّهَا
আয়াতাংশের সারমর্ম হইল সেই সকল অনুসারীগণ যাহারা তাহার প্রতি ঈমান আনিয়াছে।

إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَّاءُ مِنْكُمْ
আমরা তোমাদের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছি।

وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ
এবং তোমাদের ধর্ম, রীতি-নীতির সহিত।

وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ أَبَدًا
অর্থাৎ এখন হইতে তোমাদের ও আমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করা বৈধ হইয়া গিয়াছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কুফর বা পাপাচারের উপর অধিষ্ঠিত থাকিবে। সুতরাং আমরা চিরকালের জন্য তোমাদের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ ও বিদ্বেষ পোষণ করিব।

حَتَّى تُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ
যেই পর্যন্ত তোমরা এক আল্লাহকে বিশ্বাস না করিবে ও একমাত্র তাঁহারই ইবাদত না করিবে, যাঁহার কোন শরীক নাই এবং আল্লাহর ইবাদতের সহিত শিরক ছাড়িয়া দিতে হইবে।

الْأَقْوَلِ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ
অর্থাৎ তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তাঁহার সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে। তবে ব্যতিক্রম ইব্রাহীমের ক্ষমা প্রার্থনা তাহার বাপের জন্য। এই কারণে যে, তিনি শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াছিলেন। যখন তাহার নিকট পরিষ্কার হইয়া গেল যে, তাহার পিতা আল্লাহর শত্রু, তখনই তিনি স্বীয় পিতা হইতে সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছিলেন। এবং এই কারণে কিছু সংখ্যক মু'মিন মুশরিক অবস্থায় মৃত্যু বরণকারী পিতা-মাতার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন ও তাহার প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন যে, ইব্রাহীম তাহার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। উপরোক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা لِلنَّبِيِّ وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ- এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।

“আত্মীয়-স্বজন হইলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, নবী এবং মু'মিনদের জন্য সম্ভব নহে, যখন উহা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, উহারা জাহান্নামী।”

ইব্রাহীম (আ) তাঁহার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাকে উহার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন বলিয়া। অতঃপর ইহা তাঁহার নিকট যখন সুস্পষ্ট হইল যে, সে আল্লাহর শত্রু তখন ইব্রাহীম (আ) উহার সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন। ইব্রাহীম (আ) তো কোমল-হৃদয় ও সহনশীল। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ الْأَقْوَالُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ -

অর্থাৎ : মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার মধ্যে তোমাদের কোন আদর্শ নাই।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা, মুকাতিল, ইব্ন হাইয়ান, যাহ্বাক (র) ও অন্যরা ইহার অর্থ অনুরূপ বলিয়াছেন।

যখন ইব্রাহীম (আ) ও তাঁহার অনুসারীগণ তাঁহাদের সম্প্রদায় হইতে পৃথক হইয়া গেলেন ও তাহাদের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন। তখন তাঁহারা একমাত্র আল্লাহর নিকট আশ্রয়স্থল বানাইয়া লইল এবং তাঁহারই নিকট অশ্রু বিসর্জন দিল।

অতঃপর ইব্রাহীম ও তাঁহার সম্প্রদায়ের উক্তি সম্পর্কে সুসংবাদ দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ অর্থাৎ আমরা তো সকল কাজে তোমার উপর ভরসা করি ও তোমার উপর সোপর্দ করি এবং আখিরাতে তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন।

মুজাহিদ (র) বলেন : আয়াতাংশের অর্থ হইল : আমাদিগকে তুমি তাহাদের পক্ষ হইতে বা তোমার পক্ষ হইতে আযাবে নিপতিত করিও না। কারণ, তাহারা বলিবে, যদি ইহারা সত্য ধর্মের উপর থাকিত, তাহলে ইহাদের উপর কেন আযাব আসিতেছে? যাহ্বাক (র)-ও ইহার অর্থ অনুরূপ বলিয়াছেন।

কাতাদা (র) বলেন : আয়াতাংশের উদ্দেশ্য হইল : তুমি তাহাদিগকে আমাদের উপর সাহায্য করিও না। ফলে তাহারা পরিহাস করিবে এবং প্রচার করিবে যে, আমরাই সত্য ধর্মের উপর রহিয়াছি। ইব্ন জারীরও ইহার অর্থ অনুরূপ বলিয়াছেন।

আয়াতাংশের অর্থ আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, 'তুমি তাহাদিগকে আমাদের উপর বিজয় দান করিও না, কেননা তাহারা আমাদের সহিত পরিহাস করিবে।'

وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ অর্থাৎ তুমি আমাদের গুনাহসমূহকে অন্যের দৃষ্টি হইতে গোপন করিয়া দিও। তোমার ও আমাদের মাঝে যাহা কিছু রহিয়াছে সব কিছুকে তুমি লোপ করিয়া দাও।

إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ কাজে-কর্মে, নীতি ও শক্তি প্রয়োগে তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ -

এই আয়াতের অর্থ পূর্বের আয়াতের মত বরং এই আয়াতটি পূর্বের আয়াতের গুরুত্ব বহন করে।

لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ এই আয়াতাংশে আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনয়নকারী মু'মিনদিগকে উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে।

وَمَن يَتَوَلَّ অর্থাৎ যাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় আল্লাহর আদেশাবলী হইতে।

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ অর্থাৎ তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেই যদি অকৃতজ্ঞ হইয়া যাও, তথাপি আল্লাহ তা'আলা অভাবমুক্ত, প্রশংসনীয়।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবু তালহা (র) বলেন : غنى বলা হয় সেই সত্তাকে যিনি তাঁহার সম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণ, আর ইহার উপযুক্ত অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। যাঁহার কোন শরীক নাই। যাঁহার সমতুল্য কেহ নাই। আল্লাহ পবিত্র, এক প্রবল পরাক্রমশালী সত্তা। তাঁহার সৃষ্টির নিকট তিনি প্রশংসনীয়। তিনি তো সকল কাজে-কর্মে প্রশংসার পাত্র। তিনি অদ্বিতীয় এবং তাঁহার সমকক্ষও আর কেহই নাই।

(٧) عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً ۗ وَاللَّهُ

قَدِيرٌ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

(٨) لَا يَنْهَضُكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ

مِّن دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ○

(৯) اٰمٰیٰنٰہُمْ اللّٰہُ عَنِ الدِّیْنِ قَتَلُوْكُمْ فِی الدِّیْنِ وَاٰخَرَجُوْكُمْ
مِّنْ دِیَارِكُمْ وَظَهَرُوْا عَلٰی اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمۡ وَمَنْ یَّتَوَلَّهُمْ
فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ۝

৭. যাহাদের সহিত তোমাদের শত্রুতা রহিয়াছে সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা তাহাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করিয়া দিবেন; আল্লাহ সর্বশক্তিমান, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৮. দীনের ব্যাপারে যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নাই এবং তোমাদিগকে স্বদেশ হইতে বহিস্কৃত করে নাই, তাহাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করিতে আল্লাহ তোমাদিগকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদিগকে ভালবাসেন।

৯. আল্লাহ কেবল তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে নিষেধ করেন যাহারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, তোমাদিগকে স্বদেশ হইতে বহিস্কৃত করিয়াছে। উহাদের সহিত যাহারা বন্ধুত্ব করে তাহারা তো জালিম।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী আয়াতে কাফিরদের সহিত শত্রুতা রাখার নির্দেশ প্রদানের পর, এখন মু'মিনদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন :

আল্লাহ عَسَى اللّٰهُ اَنْ یَّجْعَلَ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَ الدِّیْنِ عَادٰیْتُمْ مِنْهُمْ مَّوَدَّةً তা'আলা এই আয়াতাংশে তোমাদের মাঝে বিদ্বেষের পর ভালবাসা, বিষণ্ণতার পর বন্ধুত্ব ও বিচ্ছেদের পর শীঘ্রই অনুরাগ সৃষ্টি করিয়া দিবেন।

وَاللّٰهُ قَدِیْرٌ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করিলে ঝগড়া-বিবাদ, বিরোধ ও অভিন্ন দুই বস্তুকে একত্রে মিলাইয়া দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন।

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পরস্পরে শত্রুতা ও কঠোর বিরোধিতার পরে হৃদয়ের মাঝে অনুরাগ সৃষ্টি করিয়া দিলেন। ফলে তোমরা একটি সমাজে পরিণত হইলে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা আনসারদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া বলেন : اٰزْكُرُوْا..... فَانْفَذَكُمْ مِنْهَا نِعْمَةَ اللّٰهِ অর্থাৎ তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর, তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তাঁহার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হইয়া গেলে। তোমরা অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ উহা হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন।

আনসারদিগকে লক্ষ্য করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : “আমি কি তোমাদিগকে বিপথগামী পাই নাই? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার মাধ্যমে তোমাদিগকে সঠিক

পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। আর তোমরা বিক্ষিপ্ত ছিলে, আল্লাহ তা'আলা আমার মাধ্যমে তোমাদিগকে একত্রে মিলাইয়া দিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

هُوَ الَّذِي آتَىٰكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ - وَالْأَفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ - لَوْ أَنفَقْتَ
مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ - إِنَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ -

আল্লাহ তিনিই যিনি আপনাকে নিজ সাহায্য ও মু'মিন দ্বারা শক্তিশালী করিয়াছেন। এবং মু'মিনদের অন্তরে প্রীতির সঞ্চর করিয়া দিয়াছেন। পৃথিবীর সবকিছু যদি আপনি ব্যয় করেন তবুও তাহাদের অন্তরে প্রীতির সঞ্চর করিতে পারিবেন না। কিন্তু আল্লাহই তাহাদের পরস্পরে প্রীতি সঞ্চর করিয়াছেন। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রশংসনীয়।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, বন্ধুর সহিত বন্ধুত্বের সময় এইদিকেও লক্ষ্য রাখিবে যে, ঐ বন্ধু তোমার কোন এক সময় শত্রু হইয়া যাইবে এবং কাহারো সহিত শত্রুতায় সীমালংঘন করিও না, হইতে পারে সে একদিন তোমার বন্ধু হইয়া যাইবে।

আরবের এক কবি বলেন :

وقد يجمع الله الشتيتين بعدما

يظنان كل الظن ان لاتلاقيا

দুইটি দূরবর্তী বস্তুর মাঝে পরস্পরে মিলনের ধারণা না থাকিলেও আল্লাহ কোন সময় উভয়কে একত্র করিয়া দেন।

“وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ” অর্থাৎ কাফির যদি তওবা করে তাহলে আল্লাহ তাহার তওবাকে কবুল করেন। আর যদি সে আল্লাহর নিকট ফিরিয়া আসে, তাহলে আল্লাহ তাহাকে সুশীতল ছায়াতলে তাহার জন্য জায়গা করিয়া দেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, দয়ালু, প্রত্যেক তাওবাকারীর তাওবাকে তিনি কবুল করেন।

মুকাতিল (র) বলেন : উক্ত আয়াত আবু সুফিয়ান, সখর ইব্ন হরব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আর এই বিবাহই রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাহার মধ্যে ভালবাসার কারণ হয়।

কিন্তু মুকাতিলের এই উক্তিটি যুক্তির বহির্ভূত। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) উম্মে হাবীবাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ফত্হে মক্কার পূর্বে আর আবু সুফিয়ান সর্বসম্মতিক্রমে ফত্হে মক্কার রাত্রে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইব্ন আবু হাতিম (র) ইব্ন শিহাব (র) হইতে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আবু সুফিয়ানকে ইয়ামনের কিছু এলাকায় আমেল নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—৯

হযরতের ইস্তেকালের পরে মদীনায় আসার সময় 'জুলখিমার' নামক স্থানে এক মুরতাদের সহিত দেখা হয়। আবু সুফিয়ান তাহার সহিত যুদ্ধ করে তাহাকে হত্যা করেন। ইসলামে মুরতাদ হত্যাকারী প্রথম ব্যক্তিই হইলেন আবু সুফিয়ান (রা)।

ইব্ন শিহাব বলেন : عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَةً এই আয়াতটি আবু সুফিয়ান (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়।

মুসলিম শরীফে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু সুফিয়ান (রা) ইসলাম গ্রহণের পরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বলিলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার তিনটি বিষয়ে দরখাস্ত। যদি অনুমতি হয় তাহলে আমি বলতে পারি। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করিলেন।

আবু সুফিয়ান আরম্ভ করিলেন :

১. আমি কাফির থাকা অবস্থায় মুসলমানদের সহিত যেইরূপ করিয়াছি, এখন মুসলমান হইয়া আমি কাফিরদের সহিত সেইরূপ যুদ্ধ করিতে চাই। হযরত (সা) আবেদনটি মঞ্জুর করিলেন।

২. আমার ছেলে মু'আবিয়াকে আপনার কাতিব বা লেখক হিসাবে নিযুক্ত করুন। হযরত এই আবেদনটিও মঞ্জুর করিলেন।

৩. আরবের রূপসী আমার কন্যা উম্মে হাবীবাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করুন। হযরত (সা) তাহার এই আবেদনটিও মঞ্জুর করিলেন। এই প্রেক্ষিতে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ -

যে সকল কাফির তোমাদিগকে বহিষ্কার করিতে সাহায্য করে নাই, বা ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নাই। যেমন-মহিলা, দুর্বল ও বৃদ্ধ।

مَنْ تَبَرَّوْهُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ

وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

করেন।

ইমাম আহমদ (র) আসমা বিনতে আবু বকর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আসমা (রা) বলেন : কাফিরদের সহিত সন্ধিচুক্তি থাকাকালীন আমার জননী মুশরিক অবস্থায় মদীনায় আগমন করিলেন। অতঃপর আমি হযরতের দরবারে উপস্থিত

হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার জননী ইসলাম গ্রহণ করিতে খুবই ইচ্ছুক। আমি কি তাহার সহিত মাতৃত্ব সম্পর্ক বহাল রাখিব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ, তুমি তাহার সহিত মাতৃত্ব সম্পর্ক বহাল রাখ। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম আহমদ (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্ন জুবায়ের (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন জুবায়ের (রা) বলেন : (উপরোক্ত হাদীসে যে মহিলাটির বিষয় আলোচনা হইয়াছে, তাহার নাম এই হাদীস অনুযায়ী জানা যায় যে, কাবীলা ছিল।) কাবীলা তাহার মেয়ে আসমা বিনতে আবু বকরের জন্য উপটোকন স্বরূপ খরগোশ, চর্ম পরিশুদ্ধকরণ বস্তু বিশেষ এবং ঘি লইয়া মুশরিক অবস্থায় মক্কা হইতে মদীনায়া আগমন করিল। হযরত আসমা (রা) তাহার উপটোকন গ্রহণ ও ঘরে প্রবেশ করিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন।।

হযরত আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা لَآيْنَهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الذِّينَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبْرُوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার আশ্রয় উপটোকন ও ঘরে প্রবেশ করাইতে আদেশ প্রদান করিলেন।

অনুরূপ ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইব্ন আবু হাতিম (র) মুসআব ইব্ন ছাবিতের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর ও ইমাম আহমদ (র) রিওয়ায়াত অনুযায়ী জানা যায় যে, মহিলাটির নাম কতীলা বিনতে আব্দুল উজ্জা ইব্ন সা'দ, বনী মালেক ইব্ন হাসল গোত্রের।

উপরোল্লিখিত ইব্ন আবু হাতিমের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও কুরাইশদের মাঝে সন্ধি চুক্তির সময়কে সংযোজন করিয়াছেন।

আবু বকর আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন আব্দুল খালেক আল-বজার আয়িশা ও আসমা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আসমা ও আয়িশা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও কুরাইশদের মাঝে সন্ধিচুক্তির সময় আমাদের জননী মদীনায়া আমাদের নিকট আগমন করিলেন। অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমাদের জননী আমাদের নিকট আগমন করিয়াছে। আমরা কি তাহার সহিত মাতৃত্ব সম্পর্ক বহাল রাখিব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : হ্যাঁ, ঠিক রাখ।

অতঃপর বর্ণনাকারী বলেন : যুহরী (র) আয়িশা (রা) হইতে উরওয়ার এই সূত্র ব্যতীত আর অন্য কোন সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন কি না আমাদের জানা নাই।

আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) বলেন : আমার নিকট এই সূত্রে হাদীসটি منكر বা অগ্রহণযোগ্য। কেননা, আয়িশা (রা)-এর মাতার নাম উম্মে রুন্মান। আর তিনি হিজরতকারিণী ও একজন মুসলমান। আর আসমা (রা)-এর মাতার নাম ভিন্ন। যেমনটি উপরোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা যায়। আল্লাহ্ই সম্যক অবগত।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسَطِينَ ইহার তাফসীর সূরায়ে হুজুরাতে বর্ণনা করা হইয়াছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত : المقسطين ঐ সমস্ত লোক যাহারা ইনসাফের সহিত রাষ্ট্র, পরিবার, সমাজ পরিচালনা করেন। তাহারা আরশের ডান পার্শ্বে নূরের মিস্বরের উপর অধিষ্ঠিত হইবেন।

إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ أَخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوْلَوْهُمْ۔

অর্থাৎ : যাহারা তোমাদের সহিত শত্রুতা করিয়াছে, তোমাদিগকে হত্যা করিয়াছে, নির্বাসিত করিয়াছে ও তোমাদের নির্বাসনের পিছনে সাহায্য করিয়াছে তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিও না, বরং আল্লাহ তা'আলা তো তাহাদের সহিত শত্রুতা করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সহিত বন্ধুত্বের উপর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করিয়া বলেন :

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

যেমন আল্লাহ তা'আলা এই প্রেক্ষিতে অন্যত্র বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔

অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা ইয়াহুদ ও নাসারাদিগকে একে অপরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, তোমাদের মধ্যে যে এটা করে সে তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত হইবে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়ত প্রদান করেন না।

(১০) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ
 اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ
 لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَآتُوهُنَّ مِمَّا أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمُ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ
 الْكُوفِرِ وَسَأَلُوا مِمَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا مِمَّا أَنْفَقُوا ۗ وَاللَّهُ يَحْكُمُ
 بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

(১১) وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ
 ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝

১০. হে মু'মিনগণ! তোমাদের নিকট মু'মিন নারীরা দেশত্যাগী হইয়া আসিলে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিও, আল্লাহ তাহাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানিতে পার যে, তাহারা মু'মিন তবে তাহাদিগকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠাইও না। মু'মিন নারীগণ কাফিরদের জন্য বৈধ নহে এবং কাফিরগণ মু'মিন নারীদের জন্য বৈধ নহে। কাফিররা যাহা ব্যয় করিয়াছে তাহা উহাদিগকে ফিরাইয়া দিও।

অতঃপর তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিলে তোমাদের কোন অপরাধ হইবে না, যদি তোমরা তাহাদের মোহর তাহাদিগকে দিয়া দাও। তোমরা কাফির নারীদের সহিত দাম্পত্য জীবন বজায় রাখিও না। তোমরা যাহা ব্যয় করিয়াছ তাহা ফেরত চাহিবে এবং কাফিররা ফেরত চাহিবে যাহা তাহারা ব্যয় করিয়াছে। ইহাই আল্লাহর বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া থাকেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ; প্রজ্ঞাময়।

১১. তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেহ হাতছাড়া হইয়া কাফিরদের নিকট চালিয়া যায় এবং তোমাদের যদি সুযোগ আসে তখন যাহাদের স্ত্রীগণ হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে, তাহারা যাহা ব্যয় করিয়াছে তাহার সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করিবে, ভয় কর আল্লাহকে, যাঁহাতে তোমরা বিশ্বাসী।

তাফসীর : মক্কার কাফির ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাঝে একটি শান্তিচুক্তি সম্পর্কে সূরায়ে ফাতহের মধ্যে আলোচনা হইয়াছে। উক্ত চুক্তির একটি শর্ত এই ছিল যে, কোন কাফির মুসলমান হইয়া আপনার নিকট গেলে, তাহাকে ফেরত পাঠাইয়া দিতে হইবে। অপর এক বর্ণনায় এই শর্তও রহিয়াছে যে, আমাদের কোন লোক আপনার নিকট পৌছিলে তাহাকে ফেরত পাঠাইতে হইবে। যদিও সে মুসলমান হয়।

আর ইহাই উরওয়া, যাহ্বাক, আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ, যুহরী, মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান, সুদ্দী (র)-এর উক্তি। এই উদ্ধৃতি অনুযায়ী আয়াতটি সুনানুর সহিত খাস হইয়া যায়। এবং এটাই সর্বোত্তম সূত্র। তবে কিছুসংখ্যক পূর্ব মনীষীর নিকট আয়াতটি উক্ত হাদীসকে منسوخ বা রহিত করিয়া দিয়াছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদিগকে আদেশ দিয়াছেন যে, যখন তোমাদের নিকট মু'মিন নারীরা হিজরত করিয়া আগমন করিবে, তখন তোমরা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া লও, যদি তোমরা জানিতে পার যে, হিজরতকারিণী মহিলা মু'মিন, তাহলে তাহাকে কাফিরগণের নিকট প্রত্যর্পণ করিও না। তাহারা কাফিরের জন্য হালাল নহে এবং কাফিররাও তাহাদের জন্য হালাল নহে।

আব্দুল্লাহ ইব্ন আহমদ ইব্ন জাহশের সংকলন 'মুসনাদে কবীর' গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইব্ন আবু আহমদ (র) হইতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন আবু আহমদ

বলেন : শান্তিচুক্তির সময় উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা ইবন আবু মুআইত হিজরত করিয়া মদীনায়া আগমন করিলে, তাহার দুই ভাই ওমারা ও ওয়ালীদ তাহাকে ফিরাইয়া আনার জন্য বাহির হইল। তাহারা হযরতের দরবারে উপস্থিত হইয়া উম্মে কুলসুমকে ফেরত পাঠাইবার জন্য আলোচনা করিল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ করে মহিলাদের ফেরত পাঠাইবার ব্যাপারে সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করিয়া দিলেন এবং এই পরীক্ষার আয়াতসমূহ নাযিল করেন।

ইবন জারীর (র) আবু নসর আসাদী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু নসর আসাদী (র) বলেন : ইবন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মহিলাদিগকে কিভাবে পরীক্ষা করিতেন ?

ইবন আব্বাস (রা) বলিলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) মহিলাদিগকে এইভাবে পরীক্ষা করিতেন যে, সে কি স্বামীর বিদ্বেষ বা ঘৃণায় হিজরত করিয়াছে, এক দেশ হইতে আর এক দেশের আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য, পার্থিব কোন স্বার্থের বশবর্তী হইয়া ? না-কি একান্ত আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে ভালবেসে সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে।

উক্ত হাদীসটি আগর ইবন সাব্বাহ (র) ছাড়া ভিন্ন সূত্রেও বর্ণিত হইয়াছে।

বায্যার (র)-ও অনুরূপ সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি কিয়দাংশ সংযোজন সহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, উমর (রা) রাসূলুল্লাহ-এর নির্দেশক্রমে মহিলাদিগকে পরীক্ষাকালে শপথ গ্রহণ করাইতেন।

يَأْيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاْمْتَحِنُوهُنَّ۔

ইবন আব্বাস (রা)-এর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আওফী (র) আয়াতাংশের অর্থ বর্ণনা করেন যে, হযরত নবী করীম (সা) মহিলাদিগকে এই মর্মে পরীক্ষা করিতেন যে, তাহারা সাক্ষী দিত; আল্লাহ এক, হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল।

এর অর্থ মুজাহিদ (র) বলেন : মহিলাদিগকে পরীক্ষা করা হইত যে, তাহারা স্বামীর বিদ্বেষ বা ঘৃণার কারণে হিজরত করিয়াছে আর ঈমান আনয়ন করে নাই। তাহলে তাহাদিগকে ফেরৎ পাঠানো হইত।

ইকরিমা (র) বলেন : فَاْمْتَحِنُوهُنَّ এর মর্ম হইল, সে কি একমাত্র আল্লাহকে ও তাঁহার রাসূলকে ভালবেসে হিজরত করিয়াছে, কোন পুরুষের প্রেমে বা স্বামী হইতে পালাইয়া নহে।

কাতাদা (র) বলেন : মহিলাদিগকে এই কথার উপর শপথ করানো হইত যে, তাহারা একমাত্র আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল (সা)-কে ভালবেসে হিজরত করিয়াছে, তাহলে তাহাদিগকে মু'মিন বলিয়া আখ্যায়িত করা হইত।

এই আয়াতাংশে فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, ঈমান সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত হওয়া সম্ভব।

لَاهُنَّ حَلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ইসলামের প্রথম যুগে মুশরিকগণ মুসলমান মহিলাদিগকে বিবাহ করা বৈধ ছিল। এই আয়াতাংশ অবতীর্ণ হওয়ার পরে উহা হারাম হইয়া গিয়াছে। আর এই কারণেই আবুল আস ইবনু রবী' অমুসলিম থাকা অবস্থায় নবী কন্যা যয়নাব (রা)-কে বিবাহ করিয়াছিল। বদর যুদ্ধে আবুল আস বন্দী হইলে যয়নাব (রা) তাহাকে বন্দী মুক্তি করার লক্ষ্যে খাদীজা (রা)-এর গলার হার প্রেরণ করিয়াছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ (সা) যয়নাব (রা)-কে দেখিলেন, তখন তিনি অত্যন্ত অনুগ্রহ সহকারে মুসলমানদিগকে বলিলেন, তোমরা যয়নাবের দিকে তাকিয়ে আবুল আসকে ছাড়িয়া দিতে চাহিলে ছাড়িয়া দিতে পার।

অতঃপর মুসলমানগণ তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং হযরত হযরত নবী করীম (সা) বলিয়া দিলেন যে, তোমাকে এই শর্তে ছাড়িয়া দেওয়া হইল যে, তুমি যয়নাব (রা)-কে আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে। আবুল আস এই শর্ত পূর্ণ করিল এবং যয়নাবের সহিত হযরত যয়নাব (রা)-কে হযরতের নিকট প্রেরণ করিয়া দিল।

যয়নাব (রা) মদীনায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইদিকে আবুল আস অষ্টম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করিলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার নিকট যয়নাব (রা)-কে পূর্বের বিবাহের উপর কেন্দ্র করিয়া সোপর্দ করিলেন এবং নতুন কোন মোহর নির্ধারণ করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র) এই প্রসঙ্গে ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ (সা) যয়নাব (রা)-কে আবুল আসের নিকট প্রথম বিবাহের উপর ভিত্তি করিয়া, নতুন মোহর বা সাক্ষী ব্যতিরেকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অথচ যয়নাব (রা) আবুল আসের ইসলাম গ্রহণের ৬ বৎসর পূর্বে হিজরত করিয়াছিলেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)

আর যাহারা দুই বৎসরের উক্তি ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাদের উক্তিও সঠিক। কেননা, মুসলমান মহিলাদের বিবাহ কাফিরদের সহিত হারাম হওয়ার দুই বৎসর পরে আবুল আস ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন : হাদীসটির সনদে কোন ত্রুটি নাই। এই হাদীসের সূত্র আমাদের জানা নাই। তবে ইহা সম্ভবত দাউদ ইবনু হুসাইনের সংরক্ষণের মাধ্যমে আসিয়াছে এবং আমি উক্ত হাদীস আব্দ ইবনু হুসাইদকে বলতে শুনিয়াছি। তিনি ইয়াযিদ ইবন হারুনকে ইবনু ইসহাকের নিকট উক্ত হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করিতে শুনিয়াছেন।

ইবনু আরতাতের হাদীস আমর ইবনু শুয়াইবের সূত্রে তাঁহার পিতা শুয়াইব এবং তাঁহার দাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যয়নাবকে আবুল আসের নিকট নতুন বিবাহ ও নতুন মোহর নির্ধারণ করিয়া সোপর্দ করিয়াছিলেন।

ইয়াযিদ (র) বলেন : ইবনু আব্বাস (রা)-এর হাদীসটির সনদ বেশী মজবুত। তবে আমর ইবনু শুয়াইবের হাদীসের উপর আমল রহিয়াছে।

আমর ইব্ন শুয়াইবের সূত্রে ইব্ন আরতাভের হাদীসটি ইমাম আহমদ, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম আহমদ (র) ইব্ন আব্বাসের (রা) হাদীসটিকে দুর্বল বলিয়াছেন। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

ইব্ন আব্বাস (রা)-এর হাদীস সম্পর্কে জমছুর বলেন : উক্ত সংশয়পূর্ণ ঘটনার প্রেক্ষিতে অধিকাংশ উলামাগণ বলেন, যখন যয়নাব (রা)-এর ইদ্দত শেষ হইয়া গেল, আর আবুল আস ইসলাম গ্রহণ করে নাই তখন উভয়ের বিবাহ ছিন্ন হইয়া যায়।

অন্যান্য উলামাগণ বলেন : যখন যয়নাব (রা)-এর ইদ্দত শেষ হইয়া গেল, তখন তিনি চাহিলে প্রথম বিবাহকে চলমান রাখিতে পারেন বা বিবাহ ছিন্ন করিয়া নতুন স্বামী গ্রহণ করিতে পারেন এবং উলামাগণ ইব্ন আব্বাসের হাদীসের ব্যাখ্যা এতটুকুর উপর ক্ষান্ত করিয়াছেন।

وَأَتَوْهُمْ مَا أَنفَقُوا ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা, যুহরী ও অন্যরা এই আয়াতাংশের মর্ম বর্ণনা করেন যে, হিজরতকারিণী মহিলাদের স্বামীগণ মুশরিকগণের মোহর ফেরত দিয়া দিবে।

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ অর্থাৎ যখন তোমরা মুশরিকদের ব্যয়কৃত সম্পদ প্রদান করিবে তখন তোমরা তাহাদের হিজরতকারিণী মহিলাদিগকে ইদ্দত শেষ, ওয়ালী বা অভিভাবক এবং অন্যান্য শর্তে সাপেক্ষে বিবাহ করিতে পারিবে।

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা চিরতরের জন্য মু'মিনদিগকে কাফির মহিলাদের সহিত বিবাহকে হারাম করিয়া দিয়াছেন।

যুহরী (র) মারওয়ান ইব্ন হাকাম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হৃদায়বিয়ার সন্ধির দিন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট কিছু সংখ্যক মহিলা হিজরত করিয়া আসিলে তাহার প্রেক্ষিতে يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَ كُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ - اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ - فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهْنَّ جِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَأَتَوْهُنَّ مَا أَنفَقُوا - وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অতঃপর হযরত উমর (রা) তাহার কাফির দুই স্ত্রীকে তালাক প্রদান করেন। উহাদের একজনকে মু'আবিয়া ইব্ন সুফিয়ান বিবাহ করে, অপরজনকে সফওয়ান ইব্ন উমায়্যা বিবাহ করেন।

ইব্ন সাওর (র) যুহরী (র) হইতে মা'মারের সূত্রে বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হৃদায়বিয়ার পাদদেশে কাফিরদের সাহিত এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন যে, কাফিরদের মধ্য

হইতে কেহ মদীনায় আসিলে তাহাকে ফেরত পাঠাইয়া দিতে হইবে, তখন কিছু সংখ্যক মহিলা হিজরত করিয়া আসে এবং তাহাদের প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। আর তিনি মুসলমানদিগকে আদেশ করিলেন তাহাদের কাফির স্বামীদের ব্যয়কৃত সম্পদ ফেরত দিয়া দাও এবং তিনি মুশরিকদেরকেও অনুরূপ বলিয়াছিলেন যে, যখন কোন মুসলমান মহিলা তোমাদের নিকট ফিরিয়া যাইবে তখন তাহার স্বামীর ব্যয়কৃত সম্পদ ফেরত পাঠাইয়া দিবে।

ইব্ন সাওর (র) বলেন **وَأَتْمَسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفِرِ** -এর অর্থ আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র) অনুরূপ বলিয়াছেন এবং ইব্ন সাওর (র) বলেন, এই নির্দেশ উভয়ের মাঝে সন্ধি ছিল বিধায় আল্লাহ তা'আলা প্রদান করিয়াছেন।

যুহরী (র) সূত্রে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : ঐ দিনই হযরত উমর (রা) কুরাইবা বিনতে আবু উমায়্যা ইব্ন মুগিরাকে তালাক প্রদান করেন এবং তাহাকে মু'আবিয়া বিবাহ করেন এবং তিনি উম্মে কুলসুম নামক এক স্ত্রীকেও তালাক প্রদান করিয়াছিলেন যাহাকে আবু জাহম ইব্ন হুযাইফা বিবাহ করেন। উল্লেখ্য, মু'আবিয়া ও আবু জাহম তখন উভয়ই মুশরিক ছিল।

তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ (রা) আরওয়া বিনতে রাবীয়াকে তালাক দিয়াছিলেন, যাহাকে পরবর্তীতে খালিদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন আস বিবাহ করিয়াছিল।

وَسَنُّوْا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ مَآ أَنْفَقُوْا অর্থাৎ তোমাদের যে সকল স্ত্রীগণ কাফিরদের নিকট চালিয়া গিয়াছে, তাহাদের উপর ব্যয়কৃত সম্পদে কাফিরদের নিকট হইতে চাহিয়া লও এবং কাফিরদের যে সকল স্ত্রী তোমাদের নিকট আসিয়াছে, তাহাদের ব্যয়কৃত সম্পদ তোমরা ফেরত দিয়া দাও।

ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ - يَجْزٰكُمْ بَيْنَكُمْ অর্থাৎ সন্ধির ব্যাপারে ও হিজরতকারিণী মহিলাদের ব্যাপারে যেই নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছিল, সবই আল্লাহ তা'আলার বিধান। তিনি বিধান অনুযায়ী সৃষ্ট জীবের মাঝে মিম্বাংসা করিয়া থাকেন।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ সন্ধির ব্যাপারে তিনি তাঁহার বান্দাদের যেই নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন, সেই ব্যাপারে তিনি সম্যক জ্ঞাত আছেন এবং এই ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়।

**وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ
نَهَبْتُمْ أَزْوَاجَهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا -**

মুজাহিদ ও কাতাদা (র) এই আয়াতের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন যে, যাহাদের সহিত তোমাদের কোন সন্ধি চুক্তি করা হয় নাই এমন কাফিরদের নিকট তোমাদের স্ত্রীগণ পাঠাইয়া চলিয়া গেল, আর তাহাদের স্বামীর ব্যয়কৃত সম্পদ মোহর ইত্যাদি কিছু ফেরত পাঠাইল না। আর যখন তাহাদের কোন স্ত্রী তোমাদের নিকট আসিবে তখন তাহার স্বামীকে কিছুই করিতে হইবে না যতক্ষণ হস্তচ্যুত স্বামীর ব্যয়কৃত সমপরিমাণ সম্পদ ফেরত না পাঠাইবে।

ইবন জারীর (র) যুহরী (র) হইতে বলেন : কাফির স্বামীদের নিকট তাহার স্ত্রীর উপর ব্যয়কৃত সম্পদ ফেরত পাঠাইবার জন্য আল্লাহ তা'আলা যে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন. উহা মু'মিনগণ পুরাপুরি পালন করিয়াছে, আর কাফিরগণ উহা অস্বীকার করিয়াছে।

وَأَنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ نَهَبْتُمْ أَزْوَاجَهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا - وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ -

তোমাদের মধ্য হইতে যদি কোন মহিলা কাফিরদের নিকট চলিয়া যায়। আর কাফিরগণ তোমাদের ব্যয়কৃত সম্পদ না দেয়, তাহলে উহাদের কোন স্ত্রী তোমাদের নিকট আসিলে তোমরা তোমাদের হস্তচ্যুত স্ত্রীর উপর ব্যয়কৃত সম্পদ কর্তন করিয়া অবশিষ্ট থাকিলে উহা তাহাদের নিকট ফেরত পাঠাইয়া দাও।

এই আয়াত সম্পর্কে ইবন আব্বাস (রা)-এর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আওফী (র) বলেনঃ মুসলমানদের কোন স্ত্রী কাফিরদের সহিত মিলিত হইয়া যায়। আর কাফিরগণ তাহার স্বামীকে কিছুই প্রদান করিল না। তখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হইতে আপনি তাহাদের স্ত্রীর উপর ব্যয়কৃত সম্পদ প্রদান করুন। সুতরাং فَعَاقِبْتُمْ এর অর্থ এই হইল যে, যখন তোমরা কুরাইশ বা যে কোন কাফির দল হইতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জন করিবে, তখন স্ত্রী হস্তচ্যুত স্বামীকে তাহার ব্যয়কৃত সম্পদের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করিবে।

فَاتُوا الَّذِينَ نَهَبْتُمْ أَزْوَاجَهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا অর্থাৎ মোহরে মিছল।

মসরুফ, ইব্রাহীম, কাতাদা, মুকাতিল, যাহ্বাক, সুফিয়ান ইবন হুসাইন ও যুহরী (র) অনুরূপ বলিয়াছেন। প্রথম পন্থা যদি অবলম্বন করা যায় তাহলে উত্তম। আর যদি সম্ভব না হয়, তাহলে কাফিরদের নিকট হইতে যুদ্ধলব্ধ অর্জিত সম্পদ প্রদান করিবে। এই বিশ্লেষণকে ইমাম ইবন জারীর (র) পছন্দ করিয়াছেন। আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা।

(১২) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ
 بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ
 بِهَتَّانٍ يَفْتَرِيْنَ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوفٍ
 فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

১২. হে নবী! মু'মিন নারীগণ যখন তোমার নিকট আসিয়া বায়'আত করে এই মর্মে যে, তাহারা আল্লাহর সহিত কোন শরীক স্থির করিবে না, চুরি করিবে না, ব্যভিচার করিবে না, তাহারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করিয়া রটাইবে না এবং সৎকার্যে তোমাকে অমান্য করিবে না, তখন তাহাদের বায়'আত গ্রহণ করিও এবং তাহাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিও। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর : ইমাম বুখারী (র) উরওয়াহ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, মু'মিন নারীগণ হিজরত করিয়া আসিলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِهَتَّانٍ يَفْتَرِيْنَ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ - এই আয়াত দ্বারা পরীক্ষা করিতেন।

আয়িশা (রা) হইতে উরওয়া (র) বলেন : যে মহিলা আয়াতে বর্ণিত কথাগুলি মানিয়া লইত, তাহাকে নবী (সা) মুখে বলিয়া দিতেন قَدْ بَايَعْتُكَ (আমি তোমাকে বায়'আত করিলাম) হযরত (সা) কখনো মহিলার হাতে হাত রাখিয়া বায়'আত নিতেন না। তিনি মহিলাদিগকে মৌখিকভাবে বায়'আত নিতেন। قَدْ بَايَعْتُكَ عَلَىٰ ذَلِكَ বুখারী শরীফে অনুরূপ উদ্ধৃতি রহিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) উমাইমা বিনতে রকীকা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উমাইমা (রা) বলেন, আমি মহিলাদের একটি দলের সহিত হযরতের দরবারে বায়'আত হইবার জন্য উপস্থিত হইলাম। হযরত আমাদের সামনে أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا فما استطعتن وأطقتن (এই ব্যাপারে তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী পালন করার জন্য প্রচেষ্টা করিবে।) আমরা বলিলাম, আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল আমাদের নিকট আমাদের জানের চেয়ে অধিক প্রিয়।

আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের সহিত মুসাফাহা (করমর্দন) করিবেন না? নবী (সা) উত্তরে বলিলেন, আমি কোন মহিলার সহিত মুসাফাহা করি না। একজন মহিলার জন্য আমার যে কথা, শত মহিলার জন্যও আমার একই কথা। হাদীসটির সনদ সহীহ।

সুফিয়ান ইবন উয়ায়না (র)-এর হাদীস হইতে ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসায়ী, ইমাম ইবন মাজাহ (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী ও ইমাম মালিক (র) প্রত্যেকে মুহাম্মদ ইবন মুনকাদিরের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলিয়াছেন। এবং তিনি বলেন : মুহাম্মদ ইবন মুনকাদিরের সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্র আমাদের জানা নাই। ইমাম আহমদ (র) ও মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র)-এর হাদীস হইতে উমাইমার সূত্রে মুহাম্মদ ইবন মুনকাদির (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) আরও এক অংশ বেশী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

وَلَمْ يُصَافِحْ مِنَّا امْرَأَةً (আমাদের মধ্য হইতে কাহাও সহিত তিনি মুসাফাহা করেন নাই।)

অনুরূপ ইবন জারীর (র) মুহাম্মদ ইবন মুনকাদির (র) হইতে মূসা ইবন উকবার সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন আবু হাতিম (র) মুহাম্মদ ইবন মুনকাদির (র)-এর সূত্রে বর্ণিত আবু জা'ফর রাজী (র)-এর হাদীস হইতে বর্ণনা করেন। মুহাম্মদ ইবন মুনকাদির (র) বলেন : আমাকে উমায়মা বিনতে রকীকা (রা) যিনি খাদীজা (রা)-এর বোন ও ফাতিমা (রা)-এর খালা, তিনি আমাকে সরাসরি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) সালমা বিনতে কায়েস (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খালা, উভয় কিবলাভিমুখ করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত নামায পড়িয়াছেন, এবং বনু আদী ইবন নাজ্জাব গোত্রীয় এক মহিলা হইতে তিনি বর্ণনা করেন। সালমা বিনতে কায়েস (রা) বলেন : আনসার মহিলাদের সহিত নবী (সা)-এর দরবারে বায়'আত হইবার জন্য আমিও উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাদিগকে এই মর্মে বায়'আত নিলেন যে, 'আল্লাহর সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না, চুরি, ব্যভিচার, জীবিত সন্তান হত্যা, কাহাকেও প্রকাশ্যে অথবা অগোচরে মিথ্যা অপবাদ লাগাইবে না। সৎকর্মে নাফরমানী করিবে না। স্বামীদিগকে ধোঁকা দিবে না। অতঃপর তিনি আমাদের সকলকে বায়'আত করিলেন। বায়'আত শেষে প্রত্যাবর্তন কালে আমি এক মহিলাকে বলিলাম, তুমি নবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা কর যে, স্বামীকে ধোঁকা দেওয়ার অর্থ কি? উক্ত মহিলা তাহাকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, تاخذ ماله فتحافى له غيره (স্বামীর মাল আত্মসাৎ করিয়া তাহা দ্বারা অন্যের সাথে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করা।)

এই প্রেক্ষিতে ইমাম আহমদ (র) ইবন মাযউন (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন মাযউন (রা) বলেন : আমি আমার মা রায়িআ বিনতে আবু সুফিয়ান খুজাইয়্যার সহিত বায়'আত গ্রহণকারিণী মহিলাদের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর নবী (সা) পূর্বের ন্যায শর্তাবলী উল্লেখ করিলেন। আর সকল মহিলাগণ সে শর্তাবলী ইকরার করিল। আমার আশ্রয় বলার কারণে আমিও সেইগুলি স্বীকার করিলাম।

বুখারী (র) উম্মে আতিয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উম্মে আতিয়া (রা) বলেন : আমরা উল্লেখিত শর্তসাপেক্ষে বায়'আত গ্রহণ করিলাম। এমতাবস্থায় এক মহিলা হাত টানিয়া লইল এবং বলিল, আমি বিলাপ হইতে বিরত থাকিবার উপর বায়'আত গ্রহণ করিতে পারিব না। এই কারণে যে, আমাকে এক মহিলা বিলাপের উপর সাহায্য করিয়াছিল। আমি তাহার প্রতিদান পরিশোধ করিব। অতঃপর মহিলাটি চলিয়া গেল; অবশ্য পরে আসিয়া বায়'আত গ্রহণ করিয়াছেন। মুসলিম শরীফেও হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে— তবে মুসলিম শরীফে ইহাও রহিয়াছে যে, উক্ত মহিলা ও উম্মে সুলায়েম বিনতে মিলহাম (রা) ব্যতীত আর কেহ এই শর্তটি পূরণ করে নাই।

বুখারী শরীফের অপর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, পাঁচজন মহিলা ব্যতীত আর কেহ উক্ত শর্তাবলীর স্বীকৃতি প্রদান করে নাই। তাহারা হইল উম্মে সুলায়েম, উম্মুল আ'লা, মু'আয-এর স্ত্রী আবু সুবরা-এর মেয়ে অপর দুইজন মহিলা অথবা মু'আযের স্ত্রী আবু সুবা-এর মেয়ে ও অপর এক মহিলা।

নবী (সা) এই বায়'আত ঈদের দিনেও লইতেন। ইমাম বুখারী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : আমি ঈদুল ফিতরের নামায রাসূলুল্লাহ্ (সা), আবু বকর, উমর ও উসমান (রা)-এর সহিত আদায় করিয়াছি। সকলে খুৎবার পূর্বে নামায পড়াইতেন। এরপর নামায শেষে খুৎবা পাঠ করিতেন। একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুৎবা পাঠ শেষে মিস্বর হইতে অবতরণ করিলেন, সে দৃশ্যটি আমার সামনে এখনো ভাসমান। তিনি লোকদের মধ্য হইতে তাশরীফ নিয়া বিলাল (রা) সহ মহিলাদের নিকট পৌঁছিলেন। এরপর তিনি *يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ* আয়াতটি পূর্ণ তিলাওয়াত করিলেন। তিনি মহিলাটিকে বলিলেন, তোমরা কি এই আয়াতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিবে? জবাবে একজন মহিলা 'হ্যাঁ' বলিলেন। আর কেহ জবাব প্রদান করে নাই। বর্ণনাকারী হাসান (রা) জানে না সে মহিলাটি কে? নবী (সা) বলিলেন : তোমরা সাদকা কর। বিলাল (রা) কাপড় গলায় ঝুলানো হাড়ছড়া জাতীয় বস্তু ও আংটি ফেলিল।

ইমাম আহমদ (র) আমার দাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, উমাইয়া বিনতে রকীকা (রা) ইসলামের উপর বায়'আত গ্রহণ করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইল। এরপর নবী (সা) পূর্বের ন্যায় বায়'আতের সকল শর্তাবলী বর্ণনা করিলেন।

ইমাম আহমদ (র) উবাদা ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উবাদা ইব্ন সামিত (রা) বলেন : আমরা এক মজলিসে হযরতের দরবারে উপস্থিত ছিলাম।

হযরত (সা) বলিলেন- তোমরা আমাকে وَلَا تَقْتُلُوا أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ فَمَنْ وَفَىٰ مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَلَا زُكْمٌ
 তিলাওয়াত করিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র)..... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উবাদা (রা) বলেন : আমি আকাবায়ে উলায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলাম এবং আকাবায়ে উলায় মোট বারজন ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। যুদ্ধ ফরয হওয়ার পূর্বে আমাদিগকে তিনি মহিলাদের ন্যায় বায়'আত করিলেন। আর তিনি বলিয়া দিলেন, যদি তোমরা এই সকল শর্তাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আদায় করিতে পার তাহলে তোমাদের জন্য রহিয়াছে বেহেশত।

ইব্ন আবু হাতিম (র)-ও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) সূত্রে ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমর (রা)-কে আদেশ করিলেন, তুমি মহিলাদিগকে বলিয়া দাও, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাদিগকে এই শর্তে বায়'আত করিতেছেন যে, তোমরা আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক করিতে পারিবে না। বায়'আত গ্রহণকারিণী মহিলাদের মধ্যে উতবা ইব্ন রবী'আর মেয়ে হিন্দাও ছিল। যে অমুসলিম থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা হামযা (রা)-এর পেট ফাঁড়িয়া দিয়াছিল। ফলে মহিলাদের মধ্যে তিনি এমন লুঙ্কায়িত অবস্থায় ছিলেন যেন কেহ তাহাকে চিনিতে না পারেন। উক্ত নির্দেশ শুন্যর পরে বলিলেন, আমি কিছু বলিতে চাই কিন্তু যদি বলি তাহলে হুযূর (সা) আমাকে চিনিয়া ফেলিবেন। আর যদি তিনি আমাকে চিনিতে পারেন, তাহলে আমাকে হত্যার নির্দেশ দিবেন। সকল মহিলা নিশ্চুপ। তাহার কথাগুলি বলিতে সবাই অস্বীকার করিয়া দিল। পরিশেষে হিন্দা বলিল, মহিলাদের হইতে এমন কিছুর বায়'আত গ্রহণ করিতেছেন যাহা পুরুষদের হইতে নেন নাই? তাহা কিরূপে— এই কথা বলার পরে নবী (সা) তাহার দিকে চাইলেন এবং তিনি কিছুই বলিলেন না। এরপর উমর (রা)-কে বলিলেন। উহাদিগকে বলিয়া দাও।

দ্বিতীয় শর্ত : চুরি করিবে না। হিন্দা (রা) বলিলেন। আমি তো আবু সুফিয়ানের সাধারণ জিনিস পত্র লইয়া থাকি, এটাও কি চুরির মধ্যে পরিগণিত হইবে? এবং এটা আমার জন্য হালাল হইবে কি না?

আবু সুফিয়ান উক্ত মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি আমার সংসার হইতে যাহা কিছু নিয়াছ, তাহা খরচ হইয়া গিয়াছে বা যায় নাই সবই তোমার জন্য হালাল করিয়া দিলাম।

নবী (সা) এখন তাহাকে স্পষ্টরূপে চিনিতে পারিলেন যে, এই সেই হিন্দা, যে আমার চাচা হামযার কলিজা ফাঁড়িয়াছিল এবং উহা বাহির করিয়া চিবাইয়াছিল। নবী (সা) তাহার কথাবার্তা শুনিয়া মুসকি হাসি দিলেন এবং তাহাকে কাছে ডাকিলেন। এরপর হিন্দা অধসর হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। হযরত (সা) তাহাকে বলিলেন, তুমি কি সেই হিন্দা?

হিন্দা (রা) উত্তরে বলিলেন : পিছনের গুনাহ আল্লাহ তা'আলা যেন ক্ষমা করিয়া দেন। এরপর নবী (সা) চুপ করিলেন এবং পুনরায় বায়'আতের কাজ শুরু করিলেন।

তৃতীয় শর্ত : ব্যভিচার করিবে না। হিন্দা (রা) বলিলেন : কোন আযাদ মহিলা কি ব্যভিচার করিতে পারে?

নবী (সা) বলিলেন : আযাদ মহিলাগণ উহা করিতে পারে না।

চতুর্থ শর্ত : জীবিত সন্তানদিগকে হত্যা করিবে না।

হিন্দা (রা) বলিলেন, আপনি তো বদরের দিন হত্যা করিয়াছিলেন। আপনি আর তাহারা ভাল জানেন।

পঞ্চম শর্ত : প্রকাশ্যে ও অগোচরে কাহাকেও মিথ্যা অপবাদ লাগাইতে পারিবে না।

ষষ্ঠ শর্ত : সৎকর্মে আমার আদেশ অমান্য করিবে না।

সপ্তম শর্ত : মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করিতে পারিবে না।

বর্বরতার যুগে মহিলাগণ কাপড় ছিঁড়িয়া ফেলিত, মুখাবয়বে নখ দিয়া আঁচড়াইত, মাথার চুল ছিঁড়িয়া ফেলিত এবং ধ্বংস ও ক্ষতির জন্য বিলাপ করিত। হাদীসটি গরীব। কেননা আবু সুফিয়ান ও তাহার স্ত্রী যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন নবী (সা) তাহাদিগকে ক্ষমার ঘোষণা বর্ণনা করিলেন এবং তাহাদিগকে স্নেহ করিতেন। মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিবসে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। নবী (সা) পুরুষদিগকে সাফা পাহাড়ের উপর বায়'আত গ্রহণ করিতেছিলেন। পরবর্তী বর্ণনা পূর্বের ন্যায়। তবে জীবিত বাচ্চাদের হত্যা করা নিষেধ এ কথা বলার সাথে সাথে হিন্দা (রা) বলিলেন, আমরা তাহাদিগকে শৈশবে লালন-পালন করিয়াছি, আর আপনারা তাহাদিগকে বয়স্ক অবস্থায় হত্যা করিয়াছেন। একথা শুনা মাত্রই হযরত উমর (রা) হাসিতে হাসিতে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িলেন। ইব্ন আবু হাতিম (র) হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। “যখন হিন্দা (রা) বায়'আতের উদ্দেশ্যে রাসূলের দরবারে উপস্থিত হইলেন। নবী (সা) তাহার হাতের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, তোমার হাতে রং লাগাইয়া আস। এরপর হিন্দা (রা) তাহার হাতে মেহেদী লাগাইয়া আসিলেন। তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, আমি তোমাকে এই মর্মে বায়'আত করিতেছি যে, হিন্দার হাতে স্বর্গের দু'টি চুড়ি ছিল। তিনি নবী (সা)-কে বলিলেন, এই চুড়ি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বলিলেন : “জাহান্নামের আগুনের দু'টি টুকরা।”

ইব্ন আবু হাতিম (র) শা'বী (র) হইতে বর্ণনা করেন। শা'বী (র) বলেন : বায়'আতের সময় নবী (সা)-এর হাতে একটি কাপড় ছিল। এরপর তিনি বলিলেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদিগকে হত্যা করিবে না। একটি মহিলা বলিল, সন্তানদের বাপ-দাদাদিগকে হত্যা করা হইয়াছে আর আপনি সন্তানদের ব্যাপারে আমাদের নসিহত করিতেছেন। মহিলাগণ আগমন করিলে তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া বায়'আতের শর্তাবলী তিনি পেশ করিতেন। তাহারা সেইগুলি মানিয়া লইত এবং প্রত্যাবর্তন করিত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : “হে নবী! আপনার নিকট মু'মিন মহিলাগণ আগমন করিলে তাহাদিগকে উল্লেখিত শর্তানুযায়ী বায়'আত গ্রহণ করিবেন। এরপর নবী (সা) এই মর্মে বায়'আত লইতেন যে, “আল্লাহর সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না, অন্য লোকের সম্পদ চুরি করিবে না। হ্যাঁ যদি তাহার স্বামী সামর্থ্যানুযায়ী খরচ না করে, তবে সে তাহার স্বামীর সম্পদ হইতে প্রয়োজন মোতাবেক লইতে পারে। যদিও উহা তাহার অজান্তে হইয়া থাকে। কেননা হিন্দার স্বামী আবু সুফিয়ান কৃপণ প্রকৃতির লোক ছিল। প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ করিত না। হিন্দা নবী (সা)-এর নিকট এই ঘটনা বর্ণনা করিলে, তিনি বলিলেন : তাহার সম্পদ হইতে এই পরিমাণ সম্পদ লইতে পারিবে যাহা তোমার এবং তোমার সন্তানদের খরচের জন্য যথেষ্ট হইয়া যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَلَا يَزْنِيْنَ اَرْتَاৎ ব্যাভিচার করিবে না। তিনি অন্যত্র আরও বলিয়াছেন :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا তোমরা ব্যাভিচারের নিকটবর্তী হইও না। কেননা উহা অশ্লীল ও অসৎ পথ।

হযরত সামুরা (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসে যিনার পরিণতি সম্পর্কে জাহান্নামের কঠিন আযাবের হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন : ফাতিমা বিনতে উতবা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বায়'আত হইতে আগমন করিলে, তিনি তাহাকে أَنْ لَا يُشْرِكُنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ এই আয়াত শুনাইলেন। ইহা শুনিয়া তিনি লজ্জায় মস্তকে হাত উত্তোলন করিলেন। তিনি তাহার এই কাণ্ড দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। আয়িশা (রা) বলিলেন, সকলে এই শর্তের উপর বায়'আত হইয়াছে। উক্ত মহিলা ইহার স্বীকৃতি প্রদান করিলে হযরত (সা) তাহাকে বায়'আত গ্রহণ করাইলেন। শা'বী (র) হইতে বায়'আতের পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যাহা ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ সন্তান হত্যা করিবার অর্থটি অতি ব্যাপক। ভুমিষ্ঠ হওয়ার পরে হত্যা করা, যেমন বর্বরতার যুগে করিত। তাহারা অভাব-অনটনের ভয়ে ব্যাপকভাবে হত্যা করিত। অথবা গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করিয়া দেওয়াও এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا يَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ ইব্ন আব্বাস (রা) মিথ্যা অপবাদ না লাগানোর অর্থ এই বর্ণনা করিয়াছেন যে, অন্য স্বামীর সন্তানকে নিজ স্বামীর সহিত মিলিত না করা। মুকাতিল (র) অনুরূপ বলিয়াছেন। আবু দাউদ শরীফে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর এই উক্তির সপক্ষে রিওয়ায়েত রহিয়াছে।

ইমাম আবু দাউদ (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, যখন মুলা'আনার (একে অন্যের প্রতি অভিসম্পাত করা) আয়াত অবতীর্ণ হয়। যে মহিলা কাহাকে এমন সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত করে যে, বাস্তবে সে সম্প্রদায়ের নয়। সে আল্লাহ্র গণনায় পরিগণিত হইবে না এবং আল্লাহ্ তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন না। আর যে ব্যক্তি নিজ সন্তানকে অস্বীকার করিবে অথচ সে সন্তান তাহার, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার সামনে যবনিকা ফেলিয়া দিবেন এবং আগে ও পরে আগত সকল মানুষের সামনে তাহাকে লাঞ্চিত করিবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ অর্থাৎ সৎকর্মে আপনার আদেশ মানিবে এবং নিষেধ কর্ম হইতে বিরত থাকিবে।

ইমাম বুখারী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত শর্ত মহিলাদের জন্য নির্ধারণ করিয়াছেন।

মায়মুন ইব্ন মিহরান (র) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবীকে সৎকর্মে অনুসরণ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছেন। আর সৎকর্মই হইল ইবাদত। ইব্ন যায়েদ (র) বলেন : সৃষ্টির সেরা মানবের অনুসরণ ও আল্লাহ্ তা'আলা সৎকর্ম করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস, আনাস ইব্ন মালিক, সালিম ইব্ন আবুল জা'দ, আবু সালিহ্ (রা) প্রমুখ বলেন : বায়'আত দিবসে নবী করীম (সা) মহিলাদের বিলাপ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে উম্মে আতিয়া (রা)-এর হাদীস পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

উক্ত আয়াত সম্পর্কে ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন। কাতাদা (র) বলেন : বায়'আত দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহিলাদিগকে বিলাপ করিতে ও মহরম ব্যতীত অপর পুরুষের সহিত কথা-বার্তাও বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া আব্দুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমাদের অনুপস্থিতিতে বাড়ী মেহমান আসিলে তাহাদের সহিত কি মহিলাগণ কথা বলিবে না? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমার উদ্দেশ্য ইহা নহে। আমার উদ্দেশ্য ইহা নহে।

ইব্ন আবু হাতিম (র) হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন। হাসান (র) বলেন : বায়'আত দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহিলাদিগকে মহরম ব্যতীত অপর পুরুষের সহিত কথা বলিতেও নিষেধ করিয়াছিলেন। কেননা অনেক ক্ষেত্রে মহিলাদের সহিত কথোপকথনের সময় এমন পর্যায় পৌছাইয়া যায় যে, কাম রসের সূত্রপাত ঘটিয়া যায়।

ইব্ন জারীর (র) উম্মে আতিয়া আনসারিয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উম্মে আতিয়া (রা) বলেন : বায়'আতের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে বিলাপ করিতেও নিষেধ করিয়াছিলেন। এরপর কোন এক গোত্রের মহিলা বলিলেন, বিপদকালে

ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—১১

একটি কাওম আমার সহিত বিলাপে সহমর্মিতা করিয়াছিল। অতএব আমিও সেই গোত্রের বিলাপের শরীক হইয়া ইহার প্রতিদান দিতে চাই। এই বলিয়া মহিলাটি চলিয়া গেলেন এবং উক্ত গোত্রের বিলাপ ধ্বনিতে অংশগ্রহণ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আসিয়া বায়'আত গ্রহণ করিল। বর্ণনাকারী বলেনঃ এই মহিলা ও উম্মে সুলায়ম (আনসারীর মা) ব্যতীত আর কেহ এই শর্ত পালন করে নাই।

ইমাম বুখারী (র) তাঁহার গ্রন্থে হাদীসটি উম্মে আতিয়া (রা) হইতে হাফসা বিনতে সিরীনের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি ইহা ব্যতীত ভিন্ন সূত্রেও বর্ণনা করিয়াছেন

ইব্ন জারীর ও ইমাম বুখারী (র) মুস'আব ইব্ন নূহ আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। মুস'আব (রা) বলেন : আমরা বায়'আত গ্রহণকারী মহিলাদের মধ্যে এক বৃদ্ধা মহিলার সাথে সাক্ষাত পাইলে মহিলা বলিলেন, আমাদিগকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিলাপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এরপর এক বৃদ্ধা বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! বহুলোক আমাকে বিলাপে সাহায্য করিয়াছে। এখন তাহারা বিপদে আক্রান্ত, আমিও তাহাদিগকে উহার প্রতিদান হিসাবে তাহাদের বিলাপে অংশগ্রহণ করিতে চাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তুমি যাইয়া উহার প্রতিদান পুরা কর। এরপর মহিলা চলিয়া গেলেন এবং উহার প্রতিদান পুরা করিয়া বায়'আত গ্রহণ করিলেন। আর ইহাই হইল **وَلَا مَعْرُوفٍ** যাহা **يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ** আয়াতাংশে বলা হইয়াছে।

ইব্ন আবু হাতিম (র) উসায়দ ইব্ন আবু উসায়দে বযার (রা) হইতে বর্ণনা করেন। বায়'আত গ্রহণকারিণী মহিলাদের একজনের ভাষ্য সৎকর্মে হযরতের নাফরমানী করিবার উদ্দেশ্য হইল, “আমরা যেন মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত না করি, মাথার কেশ না টানি, জামা-কাপড় ছেদন না করি, ও হায়! হায়! না বলি।”

ইব্ন জারীর (র) উম্মে আতিয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উম্মে আতিয়া (রা) বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমন করিলেন, তখন সকল আনসারী মহিলাদিগকে একটি ঘরে জমায়েত করিলেন এবং আমাদের নিকট উমর (রা)-কে প্রেরণ করিলেন। উমর (রা) ফটকে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে সালাম করিলেন, আমরা সালামের-জবাব দিলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দূত হিসাবে আগমন করিয়াছি। তখন সকল মহিলা বলিল, মারহাবা! হে রাসূলের দূত। তিনি এই মর্মে তাহাদিগকে বায়'আত করিলেন যে, আল্লাহ্র সহিত শির্ক, চুরি ও ব্যভিচার করিবে না। সকলে বলিল, হ্যাঁ আমরা ইহা যথাযথ পালন করিব। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত উমর (রা) ফটকের বা ঘরের বাহির হইতে হস্ত প্রসারিত এবং মহিলাগণও ঘরের ভেতর হইতে হস্ত প্রসারিত করিলেন। এরপর হযরত উমর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থাকিও।

বর্ণনাকারী আরও বলেন, তিনি আমাদিগকে ইহাও আদেশ করিয়াছিলেন যে, দুই ঙ্গে হায়িযা মহিলাগণ ও যুবতী কুমারীগণ বাহির হইতে পারিবে, আমাদের উপর জুমু'আ ফরয নয়। এবং আমাদিগকে জানাযার অনুসরণ করিতে নিষেধ করিলেন। ইসমাঈল (র) বলেন : আমি আমার নানীকে **لَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ**-এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, বিলাপ না করা।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইমাম বুখারী (র) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে বিপদে মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত করিবে, জামা-কাপড় ছেদন করিবে ও জাহিলী যুগের রীতি অনুযায়ী হায়! হায়!! করিবে— সে আমাদের দলের বহির্ভূত।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) আবু মুসা (রা) হইতে রিওয়ায়েত করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ঐ ব্যক্তির জিহাদারী হইতে মুক্ত, যে ব্যক্তি বিপদে চোঁচাইয়া চোঁচাইয়া প্রকট ধ্বনিতে হায়! হায়!! করিবে, কেশ টানিয়া ছেদন করিবে বা মুণ্ডাইবে ও আঁচল টানিয়া ছেদন করিবে।

আবু ইয়লা আবু মুসা আশআরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন। আমার উম্মতের মধ্যে আইয়্যামে জাহেলিয়াতের এমন চারটি কাজ রহিয়াছে উহা তাহারা ছাড়িতে পারিবে না।

১. বংশের গৌরব, ২. একে অপরের বংশের বিদ্রূপ বা ভৎসনা করা, ৩. নক্ষত্র হইতে পানি চাওয়া, ৪. মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করা। তিনি বলেন : বিলাপকারিণী যদি মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করে তাহা হইলে তাহাকে কিয়ামতের দিবসে আলকাতরা জাতীয় জামা-কাপড় ও খুজলীযুক্ত জামা পরিধান অবস্থায় উঠান হইবে।

ইমাম মুসলিম (র) তাঁহার গ্রন্থে হাদীসটিকে তিনি শুধু আবান ইব্ন ইয়াযীদ আত্তার (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। আবু সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বিলাপকারিণী ও বিলাপ শবণকারিণী উভয়ের উপর লা'নত করিয়াছেন। এই হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) উম্মে সালামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) **وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ**-এর মর্ম বর্ণনা করেন, বিলাপ না করা। উক্ত হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (র) তাফসীর অধ্যায়ে আবু নুআইম (র) হইতে আব্দ ইব্ন হুমায়দের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) ইয়াযীদ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) হইতে আবু বকর ইব্ন আবু শাইবা ও ওয়াকীর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীসকে হাসান, গরীব বলিয়াছেন।

(১৩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَسُؤُمَنِ الْآخِرَةِ

كَمَا يَسُؤُ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ

১৩. হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট তোমরা তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিও না, উহারা তো পরকাল সম্পর্কে হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। যেমন-হতাশ হইয়াছে কাফিররা সমাধিস্থদের বিষয়ে।

তাফসীর : সূরার শুরুভাগে যে রূপ কাফিরদের সহিত বন্ধুত্ব নিষেধের ব্যাপারে আলোচনা হইয়াছিল শেষাংশেও সেই সম্পর্কে আলোচনা হইতেছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ ইয়াহুদী নাসারা তথা সকল কাফিরগণ যাহাদের প্রতি আল্লাহ্র লানত ও রুষ্ট এবং যাহারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও স্নেহ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। তাহাদের সহিত তোমরা কেমনে বন্ধুত্ব বা বন্ধুত্বের আলোচনা করিবে? অথচ তাহারা আখিরাতের প্রতিদান ও নিয়ামত হইতে বঞ্চিত হইয়া গিয়াছে। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ বলেন : كَمَا يَسُؤُ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ এই আয়াতাতংশের দু'টি উদ্দেশ্য : ১. কাফিরগণ তাহাদের সমাধিস্থ নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের পুনরায় তাহাদের সহিত একত্রিত হওয়ার ব্যাপারে নৈরাশ হইয়াছে এই কারণে যে, মৃত কাফিরগণ তাহাদের মত পুনরুত্থানের বিশ্বাস ছিল না। সুতরাং তাহারা যখন পুনরুত্থিত হইল না। তখন জীবিত কাফিরগণও মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হইবে না।

আওফী (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন আব্বাস (রা) উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন : জীবিত কাফিরগণ তাহাদের মৃত কাফিরগণের ফিরিয়া আসার ব্যাপারে অথবা আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ফেরত পাঠাইবেন এই ব্যাপারে নৈরাশ হইয়া গিয়াছে। হাসান বসরী (র) উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন : জীবিত কাফিরগণ মৃতদের ব্যাপারে হতাশ হইয়া গিয়াছে। কাতাদা (র) বলেন : যেইরূপ মৃত কাফিরগণের ফিরিয়া আসার ব্যাপারে তাহারা নৈরাশ হইয়াছে এবং যাহূহাক (র) অনুরূপ বলিয়াছেন। আর সকলে ইবন জারীর (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

২. আয়াতের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইল : যে রূপ সমাধিস্থ কাফিরগণ সকল প্রকারের মঙ্গল বা কল্যাণ হইতে নৈরাশ হইয়াছে। আ'মাশ (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন আব্বাস (রা) উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন : যে রূপ মৃত্যুবরণকারী কাফিরগণ যাহাদের প্রতিদান নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং যাহারা তাহাদের অবস্থা অবগত হইয়াছে। ইহা হইল মুজাহিদ, ইকরিমা, মুকাতিল, ইবন যায়িদ, কালবী ও মনসূর (র)-এর উক্তি। আর এই উক্তিকে ইবন জারীর (র)-ও সমর্থন করিয়াছেন।

সূরা সাফ্ফ

১৪ আয়াত, ২ রুকু, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

শানে নুযূল

ইমাম আহমদ (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, “আমরা কয়েকজন সাহাবী পরস্পর আলাপ করিতেছিলাম যে, আমাদের কেহ গিয়া হযূর (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিবে, আল্লাহর নিকট সবচাইতে প্রিয় কাজ কোন্টি? আমাদের কেহ তখনও সেইজন্য দাঁড়ায় নাই। এমন সময় আমাদের নিকট হযূর (সা)-এর এক বার্তাবহ আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মাধ্যমে তিনি এক এক করিয়া আমাদের সকলকে ডাকিয়া নিলেন। আমরা যখন সকলে উপস্থিত হইলাম তখন তিনি সূরা আস্ সাফ্ফ সম্পূর্ণটি আমাদের পড়িয়া শুনাইলেন।

ইব্ন আবী হাতিম (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা)-হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন : “আমরা কতিপয় সাহাবী একত্রে বসিয়া আলাপ করিতেছিলাম যে, আমাদের কেহ গিয়া রাসূল (সা)-এর নিকট জানিয়া আসিবে, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় কাজ কোন্টি ? ইত্যবসরে রাসূল (সা) আমাদের ডাকার জন্য লোক পাঠাইলেন এবং একজন একজন করিয়া সকলকেই ডাকাইয়া নিলেন। আমরা যখন সেখানে সমবেত হইলাম, তখনই এই সূরাটি নাযিল হইল। তখন তিনি পূর্ণ সূরাটি আমাদের পড়িয়া শুনাইলেন। ”

আবু সালামা (রা) বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) আমাকে পূর্ণ সূরাটি পড়িয়া শুনাইয়াছেন। ইয়াহিয়া ইব্ন আবু কাছীর বলেন, আবু সালামা (রা) আমাকে পূর্ণ সূরাটি পড়িয়া শুনাইয়াছেন। আওফী (র) বলেন, ইয়াহিয়া ইব্ন আবু কাছীর আমাকে পূর্ণ সূরাটি পড়িয়া শুনাইয়াছেন। আব্বাস ইবনুল ওয়ারিদ (র) বলেন, আমার পিতা বলিয়াছেন, সূরাটি আমাকে আওফীই পূর্ণ পড়িয়া শুনান।

ইমাম তিরমিযী (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন : “আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাতিপয় সাহাবী বসিয়া নিজেরা আলাপ করিতেছিলাম যে, যদি আমরা জানিতে পাইতাম আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয় কাজ কোনটি তাহা হইলে অবশ্যই আমরা উহা কার্যকর করিতাম। তখনই আল্লাহ্ তা‘আলা নাযিল করিলেন :

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ- يٰٓاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ-

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে উহা পড়িয়া শুনান। আবু সালাম বলেন, ইব্ন সালাম আমাদিগকে উহা পড়িয়া শুনান। ইয়াহিয়া বলেন, আমাদিগকে আবু সালামা উহা পড়িয়া শুনান। ইব্ন কাছীর (র) বলেন, আউফীই আমাদিগকে উহা পড়িয়া শুনান। আব্দুল্লাহ্ বলেন, ইব্ন কাছীর আমাদিগকে উহা পড়িয়া শুনান। তিরমিযী (র) বলেন, আওফীর নিকট হইতে সত্য সনদে ইব্ন কাছীর বর্ণনার ব্যাপারে ভিন্নমত রহিয়াছে। ইব্ন মুবারক আওয়াঈ হইতে, তিনি ইয়াহিয়া ইব্ন কাছীর হইতে, তিনি হিলাল ইব্ন আবী মায়মুনা হইতে, তিনি আতা ইব্ন ইয়াসার হইতে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম হইতে সরাসরি কিংবা আবু সালামার সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেন। আমি বলিতেছি, ইমাম আহমদ ও মা‘মার হইতে ইব্ন মুবারক সূত্রে ইহা বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, ওয়ালিদ ইব্ন মুসলিম ও আওয়াঈ হইতে হাদীসটি বর্ণনা করেন। তাঁহার বর্ণনাটি মুহাম্মদ ইব্ন কাছীরের বর্ণনার মত। আমি বলি, ওয়ালিদ ইব্ন ইয়াযীদ ও আওয়াঈ হইতে ইব্ন কাছীরের মতই বর্ণনা করেন।

আমি বলি, আমার উস্তাদ শায়খে মুসনাদ আবুল আব্বাস আহমদ ইব্ন আবু তালিব আল হাজ্জার এই হাদীস আমাকে শুনাইতে গিয়া বলেন যে, তাঁহার উস্তাদ তাঁহাকে হাদীসটি বর্ণনা প্রসঙ্গে সূরাটি পড়িয়া শুনান। আওয়াঈ হইতে মুহাম্মদ ইব্ন কাছীরের সূত্রে পর্যায়ক্রমে ইমাম হাফিজ আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান আদ দারেমী, ঙ্গসা ইব্ন উমর ইব্ন ইমরান আস্ সমরকন্দী, আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমদ ইব্ন হামুভী আস্ সারাখসী, আবুল হাসান ইব্ন আবদুর রহমান ইবনুল মুজাফফর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন দাউদ আদ দাউদী, আবুল ওয়াজ আবদুল আউয়াল ইব্ন ঙ্গসা ইব্ন শুয়ায়েব আস্ সিজয়ী ও আবুল মানজা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর আমার উস্তাদকে হাদীসটি শুনান এবং প্রত্যেক বর্ণনাকারীই পরবর্তী বর্ণনাকারীকে সূরাটি পড়িয়া শুনান। আমার উস্তাদ যেহেতু উম্মী ছিলেন, তাই তিনি আমাকে পড়িয়া শুনাইতে পারেন নাই। তবে আল্‌হামদুলিল্লাহ্ আমার অপর উস্তাদ হাফিজ জারীর আর আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন উছমান (র) স্বীয় সনদে আমাকে হাদীসটি শুনাইবার সময় সূরাটি পড়িয়া শুনান।

- (১) سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
- (২) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ
- (৩) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ
- (৪) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانًا
- مَرَّضُوصٌ

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা আছে সমস্তই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২. হে মু'মিনগণ! তোমরা যাহা কর না তাহা তোমরা কেন বল ?

৩. তোমরা যাহা কর না তোমাদের তাহা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।

৪. যাহারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত, আল্লাহ তাহাদিগকে ভালবাসেন।

তাফসীর : سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ইতিপূর্বে আয়াতটির কয়েকবার বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। তাই উহার পুনরাবৃত্তি নিষ্পয়োজন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ আয়াতটিতে যাহারা ওয়াদা করিয়া উহা পালন করে না কিংবা কথা বলিয়া কথা রাখে না, তাহাদের ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছে। এই আয়াতের ভিত্তিতে পূর্বসূরী একদল আলিম এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সাধারণভাবে যে কোন ওয়াদাই পালন করা ওয়াজিব; তাহার জন্য যাহার সাহিত ওয়াদা করা হইয়াছে সে তাগাদা দিক বা না দিক। এই দলটি হাদীস হইতে দলীল পেশ করিয়াছেন। যেমন সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রাসূল (সা) বলেনঃ মুনাফিকের তিনটি নিদর্শন। যখন সে ওয়াদা করে, ওয়াদা খেলাপ করে; যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে। যখন তার কাছে আমানত রাখা হয়, খেয়ানত করে।

সহীহ বুখারীর অপর এক হাদীসে বলা হয় : চারটি স্বভাব যাহার ভিতর পাওয়া যাইবে সে খালেস মুনাফিক। উহার একটি স্বভাবও যাহার ভিতরে থাকিবে তাহার ভিতর নিফাক বিদ্যমান থাকিবে, যতক্ষণ না সে উহা বর্জন করে। উহার অন্যতম হইল, ওয়াদা ভংগ করা। এই দুই হাদীস সম্পর্কে আমরা শরহে বুখারীর শুরুতে সবিস্তারে আলোচনা

করিয়াছি। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহর জন্য। এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা উক্ত স্বভাবের উপর চরম অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলেন : كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ মুসনাদে আহমদ ও আবু দাউদে আব্দুল্লাহ ইবন আমির ইবন রবীআ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমদের নিকট নবী করীম (সা) আসিলেন। আমি তখন ছোট বালক ছিলাম। খেলার জন্য যাইতেছিলাম। আমরা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, এইদিকে আস, তোমাকে কিছু দিব। নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, আসলে কি কিছু দিবে? আমরা বলিলেন, হ্যাঁ, কিছু খেজুর দিব। নবী করীম (সা) বলিলেন, তবে তো ভাল। অন্যথায় জানিয়া রাখ, কিছু না দেওয়ার নিয়ত যদি থাকিত তাহা হইলে তোমার নামে একটি মিথ্যা লিখা হইত।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ওয়াদা যাহার সহিত করা হইয়াছে সে যদি ওয়াদাকারীকে ওয়াদা পালনের জন্যে তাগাদা দেয় তাহা হইলে ওয়াদা পূরণ করা ওয়াজিব। যেমন কেহ যদি কাহাকেও বলে যে, তুমি বিবাহ করিলে আমাকে তুমি রোজ এত টাকা দিবে। সে যদি তাহাকে বিবাহ করে তাহা হইলে বিবাহ বহাল থাকা পর্যন্ত প্রতিশ্রুত টাকা দেওয়া তাহার জন্যে ওয়াজিব। কারণ, ইহা বান্দার হকের অন্তর্ভুক্ত বিষয়রূপে গণ্য। তাহাকে ইহার জন্যে কঠোরভাবে জবাবদিহি করিতে হইবে।

জমহুরের অভিमत হইল, প্রতিশ্রুতিমাত্রই (ওয়াদা) রক্ষা করা ওয়াজিব নহে। কোন কোন প্রতিশ্রুতি ব্যতিক্রমধর্মী হইতে পারে। তাহারা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, এই আয়াত তাহাদের ব্যাপারে নাযিল হইয়াছে যাহারা জিহাদের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াও যখন জিহাদের আয়াত নাযিল হইল তখন জিহাদবিমুখ হইল। যেমন আল্লাহ বলেন :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ - قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تَظْلَمُونَ فَتِيلًا - أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ -

অর্থাৎ তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহাদিগকে বলা হইল, তোমরা (আপাতত) হাত গুটাইয়া থাক এবং নামায ও যাকাতের পাবন্দী কর। অতঃপর যখন তাহাদের উপর জিহাদ ফরয করা হইল তখন তাহাদের একদল তো মানুষকে আল্লাহর মতই ভয় করিতেছিল, কিংবা তাহা হইতেও অধিক। আর তাহারা বলিল, হে আমাদের

প্রতিপালক! কেন তুমি (এখনই) আমাদের উপর জিহাদ ফরয করিলে? যদি কিছুদিন বিলম্ব করিতে! তুমি তাহাদিগকে বল, পার্থিব মালমাত্রা তো খুবই নগন্য। আর খোদাভীরুদের জন্য আখিরাতই উত্তম এবং তোমাদের উপর বিন্দুমাত্র জুলুম করা হইবে না তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদিগকে পাইবেই, যদিও সুদৃঢ় বন্ধ কুঠুরীতে তোমরা আবদ্ধ থাক।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ - فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ
وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يُنظَرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ
الْمَغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ -

অর্থাৎ ঈমানদারগণ বলে, কেন (জিহাদের) সূরা নাযিল হয় না? যখন জিহাদের সুস্পষ্ট সূরা নাযিল হইল তখন তুমি রুগ্ন আত্মার লোকগুলিকে দেখিতে পাইবে যেন তাহারা মৃত্যুভয়ে বিহ্বল দৃষ্টি নিয়া তোমার দিকে তাকাইয়া আছে।

আলোচ্য আয়াতের মর্ম উহাই। যেমন ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবু তালহা (রা) বর্ণনা করেন : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ : আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, জিহাদ ফরয হওয়ার আগে কতিপয় মু'মিন ব্যক্তি বলাবলি করিয়াছিল, যদি আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সর্বাধিক প্রিয় আমল সম্পর্কে আমাদের জানাইতেন তাহা হইলে আমরা উহা কার্যকর করিতাম। তখন আল্লাহ পাক তাঁহার রাসূলের মাধ্যমে জানাইলেন যে, তাঁহার সবচাইতে প্রিয় আমল নিশ্চিত ঈমান ও বেঈমানের বিরুদ্ধে জিহাদ। তখন ইহা আবার কিছু মু'মিনের জন্য অত্যন্ত কঠিন মনে হইল। তাই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত নাযিল করিয়া প্রশ্ন তুলিলেন, যাহা তোমরা করিবে না তাহা কেন বল? ইমাম ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটি পছন্দ করিয়াছেন।

মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন : মু'মিনগণ বলাবলি করিল, যদি আল্লাহ আমাদের জানাইতেন তাহা হইলে আমরা সবাই উহা করিতাম। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ : অর্থাৎ যাহা করিবে না তাহা বল কেন? অথচ ইহা জান যে, তোমাদের ভিতর সে আমার অধিক প্রিয় যে আমার রাস্তায় জিহাদ করে। একদল বলেন, এই আয়াত জিহাদ সংশ্লিষ্ট সেই সকল ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে যাহারা যুদ্ধ না করিয়াও বলিয়া থাকে আমি যুদ্ধ করিয়াছি, আহত না হইয়াও বলে আহত হইয়াছি, আর ধৈর্যের সঙ্গে দৃঢ়পদ না থাকিয়াও বলিয়াছে দৃঢ়পদ ছিলাম।

ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—১২

কাতাদা ও যাহ্‌হাক (র) বলেন—এই আয়াত তাহাদিগকে সতর্ক করার জন্য নাযিল হইয়াছে যাহারা রণাঙ্গনে না গিয়াই বলিতেছে আমরা যুদ্ধ করিয়াছি, আহত হইয়াছি, বন্দী হইয়াছিলাম ইত্যাদি।

ইব্ন য়াদ (র) বলেন : সূরাটি মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহারা মুসলমানদিগকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিত। অথচ সময়মত তাহাদিগকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না।

যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) হইতে মালিক (র) বর্ণনা করেন : لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ অর্থাৎ জিহাদ।

মুজাহিদ (র) হইতে ইব্ন আবু নাজীহ (র) বর্ণনা করেন :

لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ - إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَتْهُمْ بُنْيَانُ - এই আয়াতসমূহ একদল আনসারের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহাদের অন্যতম হইলেন আব্দুল্লাহ ইব্ন রওয়াহা (রা)। তাঁহারা এক মজলিসে বসিয়া আলোচনা করিতেছিলেন যে, কোন্ আমলটি আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় তাহা যদি তাহারা জানিতে পারিত তাহা হইলে আমরা আমরণ উহা আমল করিতাম। তখন আব্দুল্লাহ তা'আলা তাঁহাদের উপলক্ষে আয়াত কয়টি নাযিল করিলেন। তখন তিনি শপথ করিলেন, আমি আমার জীবন আব্দুল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য ওয়াক্ফ করিলাম। তিনি তাঁহার এই প্রতিশ্রুতির উপর মজবুত ছিলেন। এমনকি তিনি এই পথে শাহাদতবরণ করেন।

ইব্ন আবু হাতিম (র) আবুল আসওয়াদ দুয়েলী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, দুয়েলী (র) বলেন : আবু মূসা আশআরী (রা) একবার বসরার ক্বারীগণকে ডাকিলেন। তিনশত ক্বারী তাঁহার নিকট আসিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ কুরআনের ক্বারী ছিলেন। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা বসরার ক্বারী এবং বসরাবাসীগণের মধ্যে উত্তম ব্যক্তিবর্গ। শুন, আমি 'সাব্বাহা লিল্লাহে' শিরোনামের একটি সূরা পড়িতাম। এখন আমি উহা ভুলিয়া গিয়াছি। তবে এইটুকু মাত্র আমার মনে আছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ কেন তাহা বল যাহা তোমরা কর না। অতঃপর তিনি বলেন, উহা লিখিয়া তোমাদের গর্দানে লটকাইয়া দেওয়া হইবে এবং কিয়ামতের দিন এই ব্যাপারে তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। তাই আব্দুল্লাহ বলেন, আব্দুল্লাহর প্রিয় বান্দা তাহারাই যাহারা তাঁহার রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে জিহাদ করে এবং শত্রুর মোকাবিলায় দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া থাকে। তার ফলে যেন আব্দুল্লাহর চর্চা প্রসারতা পায়। ইসলাম সুরক্ষিত হয় এবং দীন বিজয়ী হয়।

ইমাম আহমদ (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তিন শ্রেণীর লোকের দিকে তাকাইয়া আল্লাহ তা'আলা হাসিবেন : (১) যে ব্যক্তি রাত জাগিয়া ইবাদত করে, (২) যাহারা কাতারবন্দী হইয়া নামায পড়ে, (৩) যাহারা সারিবদ্ধ হইয়া জিহাদ করে ।

আবুল ওদাক জাবির ইব্ন নওফ (র) হইতে মুজালিদের সূত্রে ইমাম ইব্ন মাজাহ্ ও উহা বর্ণনা করেন ।

ইব্ন আবু হাতিম (র) মুতারাবা (র) হইতে বর্ণনা করেন । তিনি বলেন : আমার নিকট আবু যর (রা)-এর বর্ণিত একটি হাদীস পৌছিল । তাই আমি তাঁহার সহিত দেখা করিয়া আমি বলিলাম, হে আবু যর! আমার নিকট আপনার বর্ণিত একটি হাদীস পৌছিয়াছে । সেই হইতে আমি আপনার সহিত দেখা করার জন্য উদগ্রীব ছিলাম । তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, কোথায় কোন্ হাদীস শুনিয়াছ তাহা শুনাও । আমি বলিলাম উহা এই : “আল্লাহ তা'আলা তিন ব্যক্তিকে দুশমন ভাবে ও তিনি ব্যক্তিকে বন্ধু ভাবেন ।” তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, আমি আমার প্রিয় বন্ধু মুহাম্মদ (সা)-এর নামে মিথ্যা বলিতে পারি না । তিনি সত্য সত্যই এই কথা আমার নিকট বলিয়াছেন । আমি তখন প্রশ্ন করিলাম । যেই তিনজনকে আল্লাহ বন্ধু ভাবেন, সেই তিনজন কাহারো ? তিনি বলিলেন, একজন তো সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে খুশী করার জন্য তাঁহার রাস্তায় জিহাদে নামে ও শত্রুর মোকাবেলায় দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া লড়াই করে । ইহার সমর্থনে স্বয়ং আল্লাহর কালামে দেখিতে পার । এই বলিয়া তিনি তিলাওয়াত করিলেন :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْضُورٌ

অতঃপর তিনি পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন । ইব্ন আবু হাতিম (র) তাঁহার সংকলনে হাদীসটি এইভাবে এতটুকু বর্ণনা করিয়াছেন । তবে ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী সংকলনে শু'বা (র) আবু যর (রা) হইতে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে । আমি অন্যত্র উহা পুরাপুরি উদ্ধৃত করিয়াছি । সব প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহর জন্য ।

কা'ব আল আহবার (রা) হইতে বর্ণিত আছে : ‘আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূল (সা)-কে উদ্দেশ্যে বলেন, আমার উপর নির্ভরশীল প্রিয় বান্দা খারাপ চরিত্র, খারাপ ভাষণ ও বাজারে শোরগোল করা তাহার ভিতর নাই । সে অন্যায়ের প্রতিদানে অন্যায় করে না, বরং উপেক্ষা ও ক্ষমা প্রদর্শন করে । তাহার জন্মস্থান মক্কা ও হিজরতগাহ হইল তাবাহ (মদীনা) । তাহার দেশ সিরিয়া । তাহার উম্মতগণ আল্লাহর অধিক প্রশংসাকারী । সর্বাবস্থায় সর্বত্র তাহার আল্লাহর প্রশংসা করেন । সকালে তাহাদের প্রশংসার গুঞ্জন সর্বদা শুনা যায় । উহা যেন মৌমাছির গুঞ্জন । তাহার নখ ও গৌফ কাটে । সাফ সাফ পোশাক পরিধান করে । রণাঙ্গনে তাহাদের যুদ্ধের সারি ঠিক তাহাদের নামাযের কাতারের মতই হয় । এখানে কা'ব (রা) এই আয়াতটি পড়েন : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي

অবশেষে তিনি বলেন : ‘তাহারা সূর্যের দিকে খেয়াল রাখিয়া সময় আসিলেই নামায পড়ে তাহা বাহনের উপরই হউক না কেন।’

ইব্ন আবু হাতিম (র) উহাকে বর্ণনা করেন। **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا** আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন : যতক্ষণ পর্যন্ত হুযূর (সা) সবাইকে সারিবদ্ধ না করাইতেন ততক্ষণ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হইত না। তাই মুসলমানদের সারিবদ্ধ হইয়া লড়াই করা আল্লাহ্ প্রদত্ত শিক্ষার ফল। একে অপরের সহিত যেন মিলিয়া থাকে ও দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া থাকে। কাতাদা (র) বলেনঃ তোমরা কি দেখিতেছ না যে, সৌধ নির্মাতা পছন্দ করে না যে তাহার সৌধে কোথাও উঁচু নীচু থাকুক কিংবা বাঁকা হউক অথবা ছিদ্র থাকুক। তেমনি আল্লাহ্ পাকও চাহেন না যে, রণাঙ্গনে তাঁহার যোদ্ধাদের ভিতর কোনরূপ অসামঞ্জস্য থাকুক। নামাযের জামাতে কাতারবন্দীর ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র নির্দেশ মানিয়া চল। যে সেইরূপ চলিবে সে সংরক্ষিত থাকিয়া পরিত্রাণ পাইবে। এই বর্ণনাগুলি সবই ইব্ন আবু হাতিমের মুসনাদে বিদ্যমান।

ইব্ন জারীর (র) আবু বাহরিয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন : মুসলমানগণ ঘোড়ায় চড়িয়া যুদ্ধ করা পছন্দ করিতেন না। তাহারা ইহাই পছন্দ করিতেন যে, ভূপৃষ্ঠে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া সামনা-সামনি যুদ্ধ করিবেন। ইহার কারণ হইল আলোচ্য আয়াত।

আবু বাহরিয়া (রা) বলিতেন : তোমরা কখনও যদি আমাকে যুদ্ধের সারিতে দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক খেয়াল করিতে দেখ তাহা হইলে ভৎসনা করিও এবং ভালমন্দ দুই চারি কথা শুনাইও।

(৫) **وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ لِمَ تُوذُّونَنِي وَقَدْ تَعَلَّمُونَ أِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ** ○

(৬) **وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّكُمْ ۖ فَاصْبِرْ لِقَوْلِ رَبِّكَ إِسْرَارًا ۚ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۗ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ** ○

৫. স্মরণ কর, মূসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিতেছ? অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত আল্লাহর রাসূল।' অতঃপর উহারা যখন বাঁকা পথ অবলম্বন করিল তখন আল্লাহ তাহাদের অন্তরকে বাঁকা করিয়া দিলেন। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

৬. স্মরণ কর, মরিয়াম তনয় ঈসা বলিয়াছিল, 'হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত আল্লাহর রাসূল। আর আমার পূর্ব হইতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রহিয়াছে আমি উহার সমর্থক এবং আমার পরে আহমদ নামে যে রাসূল আসিবে আমি তাহার সুসংবাদদাতা। অতঃপর যখন সে স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাহাদের নিকট আসিল, তাহারা বলিতে লাগিল, ইহা তো স্পষ্ট যাদু।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা জানাইতেছেন, তাহার রাসূল ও বান্দা মূসা ইবন ইমরান (আ) নিজ সম্প্রদায়কে বলিয়াছিলেন : لِمَ تُوذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ অর্থাৎ তোমরা কেন আমাকে অহেতুক কষ্ট দিতেছ, অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি।

এই আয়াতের মাধ্যমে মূলত আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্য হইল রাসূল (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া এবং নিজ সম্প্রদায় হইতে আসা সকল আঘাত ও দুঃখ-কষ্ট ধৈর্য সহকারে বরণ করা। বস্তৃত রাসূল (সা) নিজ সম্প্রদায়ের দেওয়া দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণপূর্বক বলিতেন-আল্লাহ পাক মূসা (আ)-এর উপর রহম করুন। তিনি তো ইহা হইতেও অনেক বেশী দুঃখ-কষ্ট নিজ সম্প্রদায় হইতে পাইয়াছেন। তারপরও তিনি ধৈর্যধারণ করিয়াছেন।

এই আয়াতের মাধ্যমে মু'মিনগণকে উপদেশ দেওয়া হইল যেন তাহারা কোনক্রমে রাসূল (সা)-কে কোনরূপ কষ্ট না দেন। যেমন আল্লাহ পাক বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا - وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا -

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা মূসা (আ)-কে কষ্টদাতা তাহার সম্প্রদায়ের মত হইও না। আল্লাহ তা'আলা তাহার সেই মর্যাদাশীল বান্দাকে সর্ববিধ অপবাদ হইতে পবিত্র করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ পাক এখানে বলেন :

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ অর্থাৎ যখন তাহারা জানিয়া গুনিয়া সত্যানুসরণে বিমুখ হইল তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদের অন্তরসমূহকে সত্যবিমুখ

করিলেন এবং উহাতে সংশয় ও দ্বিধাদ্বন্দ্বকে স্থায়ী করিয়া দিলেন। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন :

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوْلَٰ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ -

অর্থাৎ আমি তাহাদের অন্তর ও চোখ বিপরীতমুখী করিব যেভাবে তাহারা প্রথমবারে ঈমান আনে নাই, তখনও আনিতে পারিবে না। আর আমি তাহাদিগকে নাফরমানীর পথে অবাধ বিচরণের সুযোগ দিব।

অন্যত্র তিনি বলেন :

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا -

অর্থাৎ হিদায়েতের পথ সুস্পষ্ট হওয়ার পরেও যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মু'মিনগণের পথ পরিহার করিয়া বিপথে চলে, আমি তাহাকে সেই দিকেই চালাইব, যদিকে সে চলিতে চাহে ও পরিশেষে তাহাকে জাহান্নামে পৌছাইয়া দিব।

তাই আল্লাহ পাক এখানে বলেন : وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ অর্থাৎ আল্লাহ পাপাচারীকে পথ প্রদর্শন করেন না। অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন :

وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِيْ اِسْرَائِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيِّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاتِيْ مِنْ بَعْدِي اِسْمُهُ اَحْمَدُ -

অর্থাৎ ঈসা ইব্ন মরিয়াম বলিল, আমার পূর্বকার আসমানীগ্রন্থ তাওরাতে আমার সুসংবাদ দান করিয়াছে এবং আমিই তাওরাতের উদ্দিষ্ট নবী। তেমনি আমি আমার পরবর্তী রাসূলের সুসংবাদ প্রদান করিতেছি। তিনি হইবেন উম্মী আরবী মক্কী নবী ও তাঁহার নাম হইবে আহমদ (সা)।

ঈসা (আ) বনী ইসরাঈলের শেষ নবী এবং মুহাম্মদ (সা) আশিয়াকুলের শেষ নবী। সুতরাং বনী ইসরাঈলদের নবুওতের শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া তিনি খাতেমুল আশিয়া আহমদ (সা)-এর সুসংবাদ দিলেন। তাঁহার পর নবুওত ও রিসালতের দরজা বন্ধ হইয়া যাইবে। সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে ইহা চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে।

আবুল ইয়ামান (র) জুবায়ের ইব্ন মুতইম (রা), তাঁহার পিতা হইতে ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আমার বিভিন্ন নাম রহিয়াছে।

আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি আল্ মাহী, যাহা দ্বারা আল্লাহ্ কুফর বিলুপ্ত করিবেন। আমি আল্ হাশের, যাহার পদতলে মানুষ সমবেত হইবে এবং আমি আল্ আকিব, অধিক সমাপনকারী যাহার পশ্চাতে আর কোন নবী বা রাসূল আসিবে না। যুহরীর সনদে মুসলিম শরীফেও হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

আবু দাউদ তায়ালিসী (র) আবু মূসা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের সামনে তাঁহার বিভিন্ন নাম উল্লেখ করেন। আমার যাহা স্মরণ আছে তাহা এই যে, তিনি বলেন- আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি আল হাশের, আমি আল মুকাফ্ফী, আমি নবীউর রহমত, আমি নবীউত তাওবা এবং আমি নবীউল মুলহামা।

আমর ইব্ন মুররা (র)-এর সূত্রে মুসলিম শরীফে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ -

অর্থাৎ যাহারা তাহাদের তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইয়া সেই উম্মী নবীর অনুসরণ করে।

অন্যত্র তিনি বলেন :

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي - قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ -

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক যখন নবীগণ হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলেন যে, যদি কখনও আমি তোমাদিগকে কিতাব ও হিকমত প্রদান করি, অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার কোন রাসূল আগমন করে সে তোমাদের কাছে যাহা আছে তাহার সত্যতা ঘোষণা করে তাহা হইলে অবশ্যই তোমরা তাহার উপর ঈমান আনিবে ও তাহাকে সাহায্য করিবে। তোমরা কি ইহা স্বীকার করিতেছ এবং আমার সহিত অংগীকারাবদ্ধ হইতেছ? সকলেই বলিল, আমরা স্বীকার করিলাম। আল্লাহ্ বলিলেন, ব্যস, তোমরা পরস্পর সাক্ষী থাক এবং আমিও অন্যতম সাক্ষী হইলাম।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : দুনিয়ার বুকে এমন কোন নবী পাঠানো হয়, নাই যাহার নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি লওয়া হয় নাই যে, তাঁহার জীবদ্দশায় যদি মুহাম্মদ (সা) প্রেরিত হয় তাহা হইলে তিনি তাঁহার অনুগত হইবেন। এমনকি প্রত্যেক নবী হইতে এই প্রতিশ্রুতিও লওয়া হইয়াছে যে, তিনি তাঁহার উম্মতগণ হইতেও এইরূপ ওয়াদা লইবেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) কতিপয় সাহাবী হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহারা বলেন : আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিক আরয করিলাম, ইয়া রাসূলান্নাহ্! আমাদিগকে আপনার ব্যাপারে কিছু শুনান। তিনি বলিলেন, আমি আমার পিতা ইবরাহীম (আ)-এর দু'আর ফসল। আমি ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ। যখন আমার মাতা গর্ভবতী আমাকে তখন তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, তাঁহার ভিতর হইতে এমন কোন এক আলোর বিচ্ছুরণ ঘটয়াছে যাহার প্রভাবে সিরিয়ার, বসরা শহরের সৌধমালা উজ্জাসিত হইয়া গিয়াছে। এই সনদ উত্তম। অন্যান্য সূত্রেও ইহার সমর্থন মিলে।

ইমাম আহমদ (র) ইরবায় ইব্ন সারিয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তখন হইতেই শেষ নবী যখন আদম (আ) মাটির পিণ্ডমাত্র ছিলেন। আমি আমার পিতা ইবরাহীম (আ)-এর দু'আর ফসল। আমি ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ ও আমার জননীর স্বপ্ন। নবী জননীগণকে এইরূপ স্বপ্ন দেখানো হয়।

ইমাম আহমদ (র) আবু উসামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু উসামা (রা) বলেন : আমি প্রশ্ন করিলাম, ইয়া রাসূলান্নাহ্! আপনার গুরু কিভাবে হইল? তিনি বলিলেন, আমার পিতা ইবরাহীম (আ)-এর দু'আ ও ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ। পরন্তু আমার মাতা স্বপ্নে দেখিলেন, তাঁহার ভিতর হইতে এমন আলো বাহির হইয়াছে যাহা সিরিয়ার সৌধমালা আলোকিত করিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট পাঠাইলেন। আমরা সংখ্যায় প্রায় আশিজন ছিলাম। আমি জা'ফর, আবদুল্লাহ্ ইব্ন রওয়াহা, উসমান ইব্ন মাযউন, আবু মূসা (রা) প্রমুখ উক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমাদের খবর জানিতে পাইয়া মক্কার কুরায়েশগণও বাদশাহর নিকট দুইজন দূত প্রেরণ করিল। তাহারা হইল আমর ইব্ন আস ও উমারা ইব্ন ওলীদ। তাহারা বাদশাহর জন্য বেশ কিছু উপটোকন নিয়া গেল। তাঁহার দরবারে পৌছিয়া বাদশাহকে সিজদা করিল ও ডানে বামে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার সামনে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল। অতঃপর তাহারা এই আবেদন পেশ করিল : আমাদের গোত্রের ও সম্প্রদায়ের কতিপয় লোক সত্যত্যাগী হইয়া, আমাদের উপর রাগ করিয়া আপনার দেশে আসিয়া আশ্রয় নিয়াছে। আমাদের সবিনয় নিবেদন—আপনি অনুগ্রহপূর্বক তাহাদিগকে আমাদের হাতে সোপর্দ করিবেন।

নাজ্জাশী প্রশ্ন করিলেন— তাহারা কোথায়? কুরায়েশ দূতদ্বয় বলিল, এই শহরেই আছে। বাদশাহ নির্দেশ দিলেন তাহাদিগকে দরবারে হাযির করিতে। সাহাবীগণ দরবারে হাযির হইলেন। জা'ফর ইব্ন আবু তালিব (রা) তাঁহাদের মুখপাত্র হইলেন। অন্য সবাই

তাঁহার অনুসারী হইলেন। তাঁহারা দরবারে আসিয়া সালাম করিলেন, সিজদা দিলেন না। দরবারের লোকজন সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, তোমরা বাদশাহকে সিজদা করিলে না কেন? তাঁহারা জবাব দিলেন, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া কাহারও কাছে মাথা নত করি না। প্রশ্ন করা হইল, কেন? তাঁহারা জবাব দিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের নিকট এক রাসূল পাঠাইয়াছেন। তিনি নির্দেশ দিয়াছেন, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কাহাকেও সিজদা করিবে না, নামায পড়িবে ও যাকাত দিবে।

আমর ইব্ন আস তখন চূপ থাকিতে পারিল না। তাহার ভয় হইল, সাহাবীদের কথায় হয়ত বাদশাহ প্রভাবিত হইবেন। তাই মাঝখানে দাঁড়াইয়া বলিল, বাদশাহ নামদার! ঈসা ইব্ন মরিয়াম সম্পর্কে আপনাদের ধারণার সহিত তাহাদের ধারণার কোন মিল নাই। তখন বাদশাহ প্রশ্ন করিলেন, হয়রত ঈসা (আ) ও তাঁহার জননী মরিয়াম সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? তাঁহারা জবাব দিলেন, তাঁহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা কালামের মাধ্যমে আমাদেরকে ধারণা প্রদান করিয়াছেন উহাই আমাদের ধারণা। তাহা হইল এই— তিনি কালিমাতুল্লাহ্ ও রুহুল্লাহ্। আল্লাহ্ তাঁহার সেই রুহকে কুমারী মরিয়াম বতুলের গর্ভে প্রেরণ করেন। অথচ তিনি ছিলেন কুমারী এবং কোন পুরুষ তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। ফলে তাঁহার সন্তান হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

বাদশাহ ইহা শুনিয়া তাঁহার পদপ্রান্তের মাটি হইতে একটি কাঠখণ্ড তুলিয়া বলিলেন, হে আবিসিনিয়াবাসী! হে আবিসিনিয়ার পাদ্রী! আলেম ও দরবেশগণ! তাহাদের ও আমাদের ধারণা ও আকীদা এক। আল্লাহ্র কসম! আমাদের ও তাহাদের আকীদার মাঝে এই পরিমাণ পার্থক্যও নাই। হে হিজরতকারী দল! তোমাদিগকে ধন্যবাদ। আর সেই রাসূলকেও ধন্যবাদ যাঁহার নিকট হইতে তোমরা আসিয়াছ, আমি সাক্ষ্য দিতেছি, তিনি আল্লাহ্র রাসূল। তিনি সেই রাসূল যাঁহার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে এবং হয়রত ঈসা (আ) যাঁহার সুসংবাদ প্রদান করিয়াছেন। তাই তোমাদিগকে আমি অবাধ অনুমতি প্রদান করিলাম আমার দেশে যেখানে ইচ্ছা তোমরা অবস্থান ও বিচরণ করিবে। আল্লাহ্র শপথ! যদি রাষ্ট্রীয় ঝামেলা ও প্রতিবন্ধকতা হইতে আমি মুক্ত হইতাম, তাহা হইলে অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে হাযির হইতাম, তাঁহার জুতা আগাইয়া দিতাম। তাঁহার খেদমত করিতাম ও তাঁহার ওয়র পানি ঢালিয়া দিতাম।

অতঃপর তিনি কুরায়েশ দূতদ্বয়ের উপটোকন ফেরত দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং উহা ফেরত দেওয়া হইল। উক্ত মুহাজিরগণের মধ্য হইতে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) সর্বাগ্রে হুযূর (সা)-এর খেদমতে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি বদরের যুদ্ধে শরীক হন। যখন সম্রাট নাজ্জাশীর ইত্তিকালের খবর হুযূর (সা)-এর নিকট পৌঁছিল। তখন তিনি তাঁহার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করেন।

উপরোক্ত পূর্ণ ঘটনাটি হয়রত জাফর (রা) ও উম্মে সালামা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। ইতিহাসের বিষয়বস্তু বিধায় উহা আলোচনা এখানে উদ্দেশ্য নহে। তাই উহার ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—১৩

সংক্ষিপ্তসার শুধু উদ্ধৃত করিলাম। সবিস্তারে জানার জন্য ইতিহাস গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। আমার উদ্দেশ্য শুধু ইহাই প্রমাণ করা যে, অতীতের নবীগণ হুযূর (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ জ্ঞাপন করিয়া আসিতেছিলেন এবং নিজ নিজ উম্মতগণকে তাঁহার গুণাবলী কিতাবের মাধ্যমে জানাইতেছিলেন। সংগে সংগে তাঁহার আনুগত্য ও সহায়তার জন্য পরামর্শক্রমে নির্দেশ দিতেছিলেন। তবে তাঁহার ব্যাপারটি প্রথমে খ্যাত হয় সকল নবীর পিতা ইবরাহীম (আ)-এর দু'আর মাধ্যমে এবং সেই খ্যাতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ প্রদানের মাধ্যমে। হুযূর (সা) প্রশ্নকারীর জবাবে যে নিজেকে ইবরাহীম (আ)-এর দু'আ ও ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য ইহাই। উহার সহিত তিনি তাঁহার মাতার স্বপ্নকে সংযুক্ত করিয়াছেন। এই জন্য যে, মক্কাবাসীগণের ভিতর তাঁহার সম্মতি লাভ ঘটে উক্ত স্বপ্নের মাধ্যমে। আল্লাহ পাক তাঁহার উপর অশেষ রহমত ও শান্তি বর্ষিত করুন।

অর্থাৎ আশ্বিয়ায়ে
 كِرَامِهِمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ
 কিরামের ক্রমাগত ভবিষ্যদ্বাণী ও সুসংবাদ জ্ঞাপন সত্ত্বেও যখন সেই রাসূল সুস্পষ্ট দলীল
 লইয়া তাহাদের নিকট হাবির হইলেন তখন তাহারা সাফ সাফ বলিয়া দিলেন, ইহা তো
 সুস্পষ্ট যাদু। ইব্ন জুরাইজ ও ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন।

(৭) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ
 وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ○

(১) يَزِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمِّمٌ نُورِهِ وَلَوْ
 كَرِهَ الْكَافِرُونَ ○

(৯) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ
 كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ○

৭. যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহ্বত হইয়াও আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তাহার অপেক্ষা আর অধিক জালিম কে? আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালনা করেন না।

৮. উহারা আল্লাহর নূর ফুৎকারে নিভাইতে চাহে, কিন্তু আল্লাহ তাঁহার নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করিবেন। যদিও কাফিরগণ উহা অপছন্দ করে।

৯. তিনিই তাঁহার রাসূলকে প্রেরণ করিয়াছেন সত্য হিদায়াত ও দীনসহ, সকল দীনের উপর উহাকে প্রাধান্য দানের জন্য, যদিও মুশরিকগণ উহা অপছন্দ করে।

তাফসীর : আল্লাহ পাক বলেন : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ ۗ وَهُوَ يَذْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ ۗ অর্থাৎ তাহার অপেক্ষা বড় জালিম আর কেহই হইতে পারে না, যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী সৃষ্টি করে আর তাহার অংশীদার বানাইয়া ক্ষমতা বণ্টন করে, অথচ তাহাকে নিরংকুশ ও নির্ভেজাল একত্ববাদের দিকে ডাকা হইতেছে। তাই আল্লাহ পাক বলেন : وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۗ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা জালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। اَللّٰهُ لَا يُرِيدُ أَنْ لِيُطْفِئُوا نُورَ اَللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ ۗ অর্থাৎ তাহারা বাতিল দ্বারা হককে মুছিয়া ফেলিতে চাহে। ইহা যেন সূর্যের আলো ফুঁকদিয়া নিভাইবার প্রয়াস। এই প্রয়াসও যেইরূপ ব্যর্থ ও অবাস্তব প্রয়াস উহাও তেমনি ব্যর্থ ও অবাস্তব প্রয়াস বৈ নহে।

তাই আল্লাহ বলেন :

وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ - هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ
وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ -

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্ত হইল তাহার আলো তিনি পূর্ণত্বে পৌছাইবেন তাহাতে কাফির ও মুশরিকরা যতই নাখোশ হউক না কেন। তিনি হিদায়াত ও সত্য দীনসহ তাহার রাসূলকে পাঠাইয়াছেন দীনকে বিজয়ী করার জন্যই। এই দুই আয়াতের তাফসীর পূর্বে সবিস্তারে সূরা বারাআতে করা হইয়াছে।

- (১০) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ الْبَلِيمِ ۝
- (১১) تَوَمَّنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝
- (১২) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَمَسْكِنٍ ظَلِيمَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ۗ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝
- (১৩) وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِيرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

১০. হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদিগকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব যাহা তোমাদিগকে রক্ষা করিবে মর্মভুদ শান্তি হইতে?

১১. উহা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আনিবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করিবে। ইহাই তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা জানিতে!

১২. আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে জান্নাতে দাখিল করিবেন যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম নিবাসে (থাকিবে)। ইহাই মহাসাফল্য।

১৩. আর তিনি দান করিবেন তোমাদের কাজিক্ত আরও একটি অনুগ্রহ : আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়, মু'মিনদেরকে ইহার সুসংবাদ দাও।

তাফসীর : হযরত আব্দুল্লাহ ইবন সালাম (রা) বর্ণিত হাদীসে আগেই বলা হইয়াছে যে, কতিপয় সাহাবী হুযুর (সা)-এর কাছে আল্লাহর সবচাইতে প্রিয় কাজ জানার জন্য প্রশ্ন করিতে চাহিয়াছিলেন, অতঃপর সেই উপলক্ষেই এই সূরাটি নাযিল করা হয়। আলোচ্য আয়াতটিতেও উক্ত প্রশ্নের জবাব বিদ্যমান। আল্লাহ পাক বলেন :

أَرْثَا۟ هَٰٓئِذَا هِيَ الذِّينَ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ
ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদিগকে এমন এক ব্যবসার খবর দিব যাহা তোমাদিগকে মর্মভুদ শান্তি হইতে রক্ষা করিবে?

অতঃপর তিনি সেই স্থায়ী লাভজনক ব্যবসার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, উহা তোমাদের যেমন উদ্দেশ্যে সফলতা দিবে, তেমনি তোমাদের ভয়াবহ দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটাইবে। তাহা হইল :

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ
وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔

“আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের উপর তোমরা সুদৃঢ় আস্থা স্থাপন করিবে এবং জান-মাল দিয়া আল্লাহর পথে জিহাদ করিবে। ইহাই তোমাদের জন্যে উত্তম, যদি তোমরা জানিতে!” অর্থাৎ তোমাদের বহুবিদ কার্যের পার্থিব ব্যবসা হইতে ইহা অনেক উত্তম। কারণ : يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ অর্থাৎ আমার বাতলানো ব্যবসায় যদি তোমরা জান-মালের পুঁজি খাটাও তাহা হইলে তোমাদের সকল অপরাধ ও সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করিব। আমি তোমাদিগকে জান্নাতের সুরম্য সৌধে ও সুউচ্চ বালাখানায় পৌছাইয়া দিব।

وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَ مَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ
عَدْنٍ - ذَلِكِ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔

অর্থাৎ তোমাদের স্থায়ী বালাখানা ও বাগ-বাগিচার পাদদেশে স্বচ্ছ বর্ণাধারা প্রবাহিত হইবে। আর উহাই হইবে শ্রেষ্ঠতম সাফল্য।

অতঃপর তিনি আরও বলেন : وَأَخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ অর্থাৎ ইহা ছাড়াও তোমাদিগকে এমন কিছু দিব যাহা তোমাদের অত্যন্ত প্রিয় ও কাঙ্ক্ষিত। আর তাহা হইল : نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۖ অর্থাৎ যখন আল্লাহর রাস্তায় তোমরা জিহাদ করিবে ও তাঁহার দীনকে সাহায্য করিবে, তখন আল্লাহ পাক তোমাদের নিজেদের জিহাদাদারী গ্রহণ করিবেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُذْهِبْ أَعْدَاءَكُمْ ۖ অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহর দীনের মদদ কর, তবে আল্লাহ তোমাদিগকে মদদ করিবেন এবং রণাঙ্গনে তোমাদিগকে দৃঢ়পদ করিবেন।

অন্যত্র তিনি বলেন : وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۖ অর্থাৎ অবশ্যই আল্লাহ তাকে সাহায্য করিবেন, যে তাঁহার দীনকে সাহায্য করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ অসীম শক্তিশালী ও অবিদ্বন্দ্ব মর্যাদার অধিকারী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۖ অর্থাৎ এই পার্থিব আশু বিজয় ও পারলৌকিক মহাসাফল্যের অঙ্গস্র অফুরন্ত স্থায়ী নিয়ামত শুধু তাহাদের জন্য, যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিবে এবং আল্লাহর দীনের সাহায্যার্থে জান-মাল দ্বারা জিহাদ করিবে।

পরিশেষে তিনি বলেন : وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি মু'মিনগণের নিকট আমার ঘোষিত এই সুসংবাদ পৌছাইয়া দিন, যেন তাহারা ইহ ও পারলৌকিক বিজয় ও মহাসাফল্য অর্জন করিতে পারে।

(১৬) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَصْوَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَنْتَ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرْتَ طَائِفَةٌ ۗ فَأَيُّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَاصْبِحُوا ظَاهِرِينَ ۗ

১৪. হে মু'মিনগণ! আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী হও, যেমন করিয়া মরিয়াম তনয় ঈসা বলিয়াছিল তাহার উম্মতগণকে, আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হইবে? শিষ্যগণ বলিয়াছিল, আমরাই আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। অতঃপর বনী ইসরাঈলগণের একদল ঈমান আনিল এবং একদল কুফরী করিল। অতঃপর আমি

মুমিনগণকে শক্তিশালী করিলাম তাহাদের শত্রুগণের মুকাবিলায়; ফলে তাহারা বিজয়ী হইল।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা তাঁহার মু'মিন বান্দাগণকে নির্দেশ দিতেছেন কথায় ও কাজে ধন প্রাণ উৎসর্গ করিয়া আল্লাহ দীনের সাহায্যকারী হওয়ার জন্য। ঈসা (আ)-এর সাহায্যকারীরা যেভাবে আল্লাহ ও রাসূলের সাহায্যে আগাইয়া আসিয়াছিল তাহারাও যেন তদ্রূপ আগাইয়া আসে। তিনি বলিয়াছিলেন : **مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ** অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় মানুষকে ডাকার কাজে কে আমার সহায়ক হইবে? **قَالَ الْخَوَارِثُونَ** অর্থাৎ ঈসা (আ)-এর অনুরসারীরা বলিলেন : **نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ** অর্থাৎ আপনাকে আল্লাহ তা'আলা যে দায়িত্ব দিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা পালনের ক্ষেত্রে আমরা আপনার সহায়ক হইব। তাহাদের এই তাৎক্ষণিক সাড়ায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি তাহাদিগকে সিরিয়ার বিভিন্ন শহরে গ্রীক ও ইসরাঈলীগণকে হিদায়াতের জন্য পাঠাইলেন।

তেমনি রাসূলুল্লাহ (সা)-ও হজ্জের সময় উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছিলেন- কেউ কি এমন রহিয়াছে, যে আমাকে আল্লাহর দেওয়া রিসালতের কাজ চলাইয়া যাওয়ার জন্য আশ্রয় দিবে। মক্কার কুরায়শরা তো আমাকে বাধা দিতেছে। তখন মদীনার আওস ও খাজরাজ গোত্রের লোকদের আল্লাহ পাক এই ডাকের সাড়া দানের তওফীক দিলেন। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হতে বায়'আত গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার ডাকে সাড়া দিয়া সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন যে, আপনি যদি মদীনায় আশ্রয় নেন তাহা হইলে জান-মাল দিয়া আমরা আপনাকে সাহায্য করিব এবং সেখানে এমন কোন শক্তি নাই, যে আপনাকে স্পর্শ করিবে কিংবা কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট দিবে।

অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মুহাজির সংগীগণকে লইয়া তাহাদের আহ্বানে সাড়া দিলেন, তখন তাহারা তাহাদের প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিল। তাই আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল তাঁহাদিগকে আনসার নামে আখ্যায়িত করিলেন। অতঃপর তাঁহারা এই নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাই আল্লাহ তাঁহাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তাঁহারাও আল্লাহ পাকের উপর সন্তুষ্ট। আল্লাহ পাক বলেন :

فَأَمْنَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ অর্থাৎ যখন ঈসা (আ) আল্লাহর তরফ হইতে রিসালাতের দায়িত্ব লাভ করিলেন, তখন তাঁহার শিষ্যদিগকে বিভিন্ন এলাকায় নিজ সম্প্রদায়ের হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করিলেন। ইহার ফলে বনী ইসরাঈলের কিছু লোক তো হিদায়াতপ্রাপ্ত হইল। পক্ষান্তরে অধিকাংশ লোক তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্র-পবিত্র জননীকে নানারূপ অপবাদ দিয়া তাঁহার নবুওতকে চ্যালেঞ্জ করিল। আল্লাহপাক সেই ইয়াহুদীগণকে অভিশপ্ত করিয়াছেন, কিয়ামত পর্যন্ত তাহারা কোথাও শান্তিতে বসবাস করিতে পারিবে না।

যাহারা তাঁহাকে মান্য করিল তাহাদের একদলও বাড়িয়া গিয়া সীমালংঘন করিল। তাহারা ঈসা (আ)-কে শুধু আল্লাহর প্রেরিত নবী মানিয়াই ক্ষান্ত হইল না, তাঁহাকে আরও উপরে নিয়া গেল। এই দলও আবার কয়েক দলে বিভক্ত হইল। একদল বলিল, তিনি আল্লাহর পুত্র। অপর একদল বলিল, তিনি তিনজনের একজন। বাপ, ছেলে ও রুহুল কুদ্দুস। একদল তো তাঁহাকে খোদাই বানাইয়া ছাড়িল। সূরা নিসায় এই ব্যাপারগুলি সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

অর্থাৎ যাহারা فَآيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর ঈমান আনিল আমি তাহাদিগকে তাহাদের বেঈমান নাসারাদের উপর বিজয়ী থাকার জন্য সাহায্য করিলাম। ফলে তাহারা জয়ী হইল। তাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা শেষ নবী (সা) প্রদানের মাধ্যমেই সাহায্য করেন।

ইবন জারীর (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। যখন আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা (আ)-কে উর্ধ্বাকাশে নিয়া যাওয়ার ইচ্ছা করিলেন, তখন ঈসা (আ) ওয়ু গোসল সারিয়া শিষ্যবর্গের নিকট আসিলেন। তখনও তাঁহার মাথার চুল হইতে পানি টপকাইতে ছিল। সেই ঘরে তখন তাঁহার বারজন শিষ্য বসা ছিল। তিনি আসিয়া বলিলেন, তোমাদের ভিতর সেই লোকও বিদ্যমান যে আমার উপর ঈমান আনার পরেও সে আবার আমার সংগে কুফরী করিবে এবং একবার নহে বারোবার করিবে।

অতঃপর তিনি বলিলেন— তোমাদের ভিতরে কে রাজী আছ যাহাকে আমার আকৃতি দেওয়া হইবে এবং আমার বদলে নিহত হইয়া জান্নাতে আমার মর্যাদায় পৌঁছিয়া আমার সাথী হইবে। তখন তাহাদের মধ্যকার সবচাইতে কম বয়সী এক তরুণ দাঁড়াইয়া বলিল, আমি রাজী আছি। তিনি তাহাকে বসাইয়া দিয়া আবার আহ্বান জানাইলেন। তখনও সেই তরুণ দাঁড়াইল। তিনি তাহাকে বসাইয়া দিয়া আবার একই আহ্বান জানাইলেন। তৃতীয়বারও সেই তরুণই দাঁড়াইল। তখন তিনি বলিলেন, অতি উত্তম। সংগে সংগে সে ঈসা (আ)-এর আকৃতিপ্রাপ্ত হইল। আর তখনই ঈসা (আ)-কে ঘরের ছিদ্র দিয়া উর্ধ্বাকাশে উত্তোলন করা হইল।

এবারে ইয়াহুদীদের পালা আসিল। তাহারা সেই তরুণকে ঈসা (আ) ভাবিয়া প্রেফতার করিল এবং শুলীতে চড়াইয়া হত্যা করিল। অবশিষ্ট যে এগারজন ছিল তাহাদের কেহ কেহ ঈসা (আ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক একে একে বারোবার কুফরী করিল। অথচ শুরুতে ঈমানদার ছিল।

ঈসা (আ)-এর অনুসারীগণ অবশেষে তিন দলে বিভক্ত হইল। একদল বলিল, স্বয়ং আল্লাহ্ মসীহরূপে আমাদের মাঝে বিদ্যমান ছিলেন। যতক্ষণ থাকার মজী ছিল ছিলেন। অতঃপর আকাশে ফিরিয়া গিয়াছেন। এই ফিকর নাম ইয়াকুবিয়া।

দ্বিতীয় ফির্কার বিশ্বাস হইল, ঈসা (আ) আল্লাহর সন্তান ছিলেন। যতদিন আল্লাহর মজী ছিল দুনিয়ায় ছিলেন। যখন আল্লাহর ইচ্ছা হইয়াছে তাঁহার কাছে ফিরাইয়া নিয়া গেছেন। এই ফির্কার নাম হইল নাস্তুরিয়া।

তৃতীয় ফির্কাটি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহাদের আকীদা ছিল ঈসা (আ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তিনি আমাদের ভিতর ততদিন ছিলেন যতদিন আল্লাহ তা'আলা তাঁহার থাকা প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহাকে নিজের কাছে নিয়া গেলেন। এই ফির্কাটি ছিল মুসলমান।

পরবর্তীকালে প্রথমোক্ত দুই দলের শক্তি বাড়িয়া গেল। তাহারা মুসলমান ফির্কাকে হত্যা করিত ও নানারূপ নির্যাতন-নিপীড়ন চালাইয়া দমাইয়া রাখিত। অবশেষে আল্লাহ পাক আখেরী নবী মুহাম্মদ (সা)-কে পাঠাইলেন। তখন সেই পরাভূত ও নির্যাতিত মুসলমান ঈসায়ীরা শেষ নবীর কাছে দ্বিতীয়বার ইসলামের দীক্ষা নিয়া মুক্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন। পক্ষান্তরে কাফির দুই ফির্কা আখেরী নবীর সংগেও কুফরী করিল। অতঃপর যখন ইসলাম ও কুফরের লড়াই হইল, তখন আল্লাহ তা'আলা মুসলমানগণকে সাহায্য করিলেন। ফলে কাফিরগণ সংখ্যাধিক্য হওয়া সত্ত্বেও পরাভূত হইল।

আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে ইমাম ইব্ন জারীর (র) তাঁহার তাফসীরে তাবারীতে এই বিশ্লেষণই প্রদান করেন। ইমাম নাসায়ী (র) তাঁহার সুনানে আবু মু'আবিয়া (র) হইতে মুহাম্মদ ইব্ন আ'লা ও আবু কুরাইবের সনদে আয়াতের অনুরূপ তাফসীর উদ্ধৃত করেন।

তাই এই আখেরী নবীর শেষ উম্মতের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া তাহারা সর্বদা বিজয়ী থাকিবে ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। এমনকি কিয়ামত ঘনাইয়া আসিবে। এই উম্মত শেষ পর্যায়ে ঈসা (আ)-এর নেতৃত্বে মসীহ দাজ্জালের সংগে লড়াই করিয়া তাহাকে ধ্বংস করিবে। সহীহ হাদীসসমূহে ইহা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহর জন্য নিবেদিত।

সূরা জুমু'আ

১১ আয়াত, ২ রুকু, মাদানী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যেক জুমু'আর নামাযে সূরা জুমু'আ ও সূরা মুনাফিকুন পাঠ করিতেন।

(১) يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقَدُّوسِ الْعَزِيزِ
الْحَكِيمِ ۝

(২) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ
يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ
مُبِينٍ ۝

(৩) وَأَخْرَجَ مِنْهُمْ لُمَّا يُلْحَقُوا بِهِمْ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝
(৪) ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

১. নভোমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আল্লাহর, যিনি অধিপতি, পরম পবিত্র, মহাপরাক্রমশালী ও অসীম প্রজ্ঞাময়।

২. তিনিই উম্মীগণের মধ্য হইতে তাহাদেরই একজনকে পাঠাইয়াছেন রাসূলরূপে, যে তাহাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁহার আয়াত, তাহাদিগকে পবিত্র

ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—১৪

করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্বে যদিও তাহারা ছিল সুস্পষ্ট ঘোর বিভ্রান্তিতে।

৩. আর তাহাদের অন্যান্যের জন্যও (রাসূল), যাহারা এখনও তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই। আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, অতি প্রজ্ঞাময়।

৪. ইহা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দান করেন। আল্লাহ্ তো অশেষ অনুগ্রহশীল।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা জানাইতেছেন যে, আকাশ ও পৃথিবীতে প্রাণী কিংবা জড়বস্তু যাহা কিছুই বিদ্যমান সমস্তই তাঁহার মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছে। যেমন- তিনি অন্যত্র বলেন : **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ** অর্থাৎ এমন কোন বস্তু নাই যাহা তাঁহার মহিমা ঘোষণা করে না।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন : **أَلَمْ لِكِ الْقُدُّوسِ** অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মহান অধিপতি তাঁহার নির্দেশেই সকল কিছু হয় এবং তিনি সব ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে মুক্ত ও পবিত্র। তাঁহার কর্ম কুশলতা সর্বাংগীনভাবে নিখুঁত ও উৎকৃষ্ট।

الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ আয়াতাংশের বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে বহুবার করা হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন : **هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا** অর্থাৎ আরবের নিরক্ষর লোকগণের মধ্য হইতে একজন নিরক্ষর লোককে তিনি রাসূল বানাইয়াছেন। যেমন-আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন :

وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ - فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ - وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ -

অর্থাৎ তুমি আহলে কিতাব ও নিরক্ষর লোকদিগকে বলিয়া দাও, তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করিবে? অবশ্য যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর তাহা হইলে তো হিদায়াত প্রাপ্ত হইলে। আর যদি তোমরা ফিরিয়া যাও, আমার কাজ তো হইল তোমাদের কাছে পৌঁছানো মাত্র এবং আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণের ভাল-মন্দের পর্যবেক্ষক।

এখানে আরব উম্মীদের উল্লেখের অর্থ এই নহে যে, অন্যান্য উম্মীর উম্মীর অন্তর্ভুক্ত নহে। বরং এখানে বিশেষভাবে তাহাদের উল্লেখের উদ্দেশ্য হইল এই যে, তাহাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার ইহসান অনেক বেশী এবং তিনি তাহাদিগকে যথেষ্ট মর্যাদার অধিকারী করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন : **وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ** অর্থাৎ ইহা তোমার জন্য উপদেশ এবং তোমার সম্প্রদায়ের জন্যও।

এখানেও তাহার সম্প্রদায় কে নির্দিষ্ট করা হয় নাই। কারণ, কুরআন তো সারা দুনিয়ার সকল সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশ। তেমনি আল্লাহ্ পাক বলেন : **وَأَنْذِرْ**

عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ অর্থাৎ তোমার পরিবারবর্গ ও আপনজনকে সতর্ক কর। এখানেও আদৌ এই উদ্দেশ্য নয় যে, হুযূর (সা) শুধু তাঁহার পরিবার-পরিজনকেই সতর্ক করিবেন। বরং এই সতর্কীকরণ সকলের জন্য। যেমন আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন :

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا অর্থাৎ বল, হে মানব সম্প্রদায়! আমি অবশ্যই তোমাদের সকলের জন্য মনোনীত আল্লাহর রাসূল।

অন্যত্র তিনি বলেন : لِأُنذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ অর্থাৎ ইহা দ্বারা আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিব এবং যাহাদের নিকট ইহা পৌঁছবে তাহাদিগকেও। তেমনি কুরআনের ব্যাপারে তিনি বলেন :

وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ অর্থাৎ কোন সম্প্রদায় যদি কুরআনকে অস্বীকার করে তাহা হইলে জাহান্নাম সেই সম্প্রদায়ের জন্য অবধারিত।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ প্রকাশ করে যে, হুযূর (সা) দল, মত, শ্রেণী, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সমগ্র সৃষ্টির জন্য আল্লাহর রাসূল। এই সম্পর্কিত আয়াতের বিস্তারিত বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে সূরা আন'আমে বিভিন্ন আয়াত ও বিশদ হাদীস দ্বারা করা হইয়াছে। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহর জন্য নিবেদিত।

এখানে যে উম্মী আরবদের মধ্য হইতে আল্লাহ পাক তাঁহার রাসূল মনোনয়ন করিলেন তাহা এই জন্য যে, তাঁহার বন্ধু হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রার্থনা তিনি মঞ্জুর করিলেন। তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন যেন আল্লাহ তা'আলা মক্কাবাসীগণের ভিতর হইতে রাসূল পাঠান তাহাদের হিদায়াতের জন্য। সেই রাসূল তাহাদিগকে আল্লাহর কালাম পাঠ করিয়া শুনাইবেন। আল্লাহর কিতাব শিক্ষা দিবেন, আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি বা হিকমাত শিখাইবেন ও তজ্জন্য তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন। আল্লাহ পাক তাঁহার সেই প্রার্থনা কবুল করেন। গোটা সৃষ্টি জগতের যখন নবীর প্রয়োজন তীব্রতর হইল এবং মুষ্টিমেয় ঈসারী ছাড়া সারা দুনিয়ার মানুষ পথহারা হইল ও সত্য দীন সর্বতোভাবে বিস্মৃত হইল; এমনকি খোদাদ্রোহী কাজে লিপ্ত হইল, তখন আল্লাহ তা'আলা আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পাঠাইলেন। তিনি আসিয়া আরবের পরস্পর পথহারা মানুষগুলিকে আল্লাহর কালাম পাঠ করিয়া শুনাইলেন, আল্লাহর কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিলেন এবং তাহাদিগকে দৈহিক ও মানসিকভাবে পূতঃ পবিত্র করিলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ-

মূলত এই আরবরাই দীনে ইবরাহীমের পতাকাবাহী ছিল। পরবর্তীকালে তাহার উহা বিস্মৃত। উহাতে নানারূপ পরির্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন বিয়োজন ঘটাইয়াছে। তাহার তাওহীদকে ও ঈমানকে সংশয়ে বদল করিল। যাহার ফলে ইসলাম পূর্বকালে

পথহারা বিভ্রান্তির অতলাস্তে নিমজ্জিত হইয়াছিল। অথচ এখনও তাহারা দীনে ইবরাহীমের দাবীদার ছিল।

তেমনি আহলে কিতাবও তাহাদের কিতাবে অনেক পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল। কোথাও অর্থ বদলাইয়াছে। কোথাও বাক্য বদল করিয়াছে। মোটকথা সত্য দীনের চেহারা বদলাইয়া ফেলিয়াছে। আল্লাহ্ পাক এই সব বিভ্রান্ত মানবগোষ্ঠীকে পথে আনার ও সত্য দীন পূর্ণতা দানের জন্য শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রেরণ করেন। এই পূর্ণ দীনে গোটা মানব জাতির পার্থিব জীবনের কল্যাণ ও পারলৌকিক জীবনের মুক্তির পথ নির্দেশনা রহিয়াছে। আল্লাহ্‌র দীনের যাবতীয় মৌল নীতিমালা উহাতে বিদ্যমান। আল্লাহ্‌ কিসে খুশী বা অখুশী হন, কোন্ পথে জান্নাত আর কোন্ পথে জাহান্নাম এমনকি পার্থিব জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে কোন্টি করণীয় আর কোন্টি বর্জনীয় এক কথায় সকল ব্যাপারে সুনিশ্চিত ও সংশয়-মুক্ত বিধান নিয়া তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন। এ বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ্‌ পাক তাঁহার ভিতরে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা গুণাবলীর সমাবেশ ঘটাইয়াছেন। এত গুণ ও যোগ্যতা না অতীতে তিনি কাহাকে দিয়াছেন, না ভবিষ্যতে কাহাকেও দিবেন। আল্লাহ্‌ পাক তাঁহার উপর সদাসর্বদা দরুদ ও সালাম নাযিল করুন। আমীন!

অতঃপর আল্লাহ্‌ পাক এখানে বলেন :

وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ইমাম আবু আবদুল্লাহ্‌ আল বুখারী (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন : “আমরা নবী করীম (সা)-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তাঁহার উপর সূরা জুমুআ নাযিল হয়। তখন সাহাবাগণ আলোচ্য আয়াত দ্বারা কাহাদের কথা বুঝানো হইয়াছে তাহা জানিতে চাহিয়া প্রশ্ন করেন। কিন্তু একে একে দুইবার প্রশ্ন শুনিয়াও তিনি তাহাদের দিকে দ্রুক্ষেপ করেন নাই। তৃতীয়বারে তিনি তাঁহার সামনে উপবিষ্ট হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর মাথার উপর হাত রাখিয়া তিনি বলিলেন, ঈমান যদি আজ সুরাইয়া নক্ষত্রেও থাকিত তথাপি তাহাদের এক বা একাধিক লোক উহা লাভ করিত।

আবু হুরায়রা (রা) হইতে আবুল লাইছ ও হাতিবের সূত্রে বিভিন্ন সনদে মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইব্ন আবু হাতিম ও ইব্ন জারীর (র) হাদীসটি বর্ণনা করেন। এই হাদীস প্রমাণ করে যে, সূরাটি মাদানী এবং ইহাও প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) গুণু আরবের উম্মীদের জন্যে নহে বরং আরব-আজম তথা সারা দুনিয়ার মানব জাতির জন্যে প্রেরিত হইয়াছেন। কারণ তিনি আয়াতের وَالَّذِينَ مِنْهُمْ অংশের ব্যাখ্যায় পারস্যবাসীর কথা বলিয়াছেন। আর এই একই কারণে তিনি পারস্যিয়ান ও রোম সম্রাটসহ বিভিন্ন জাতির কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়া পত্র পাঠাইয়াছেন, যেন তাহারা আল্লাহ্‌র দীন অনুসরণ করে। একই কারণে মুজাহিদ ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ আলোচ্য

আয়াতে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলেন : তাহারা হইল আজমী ও সারা দুনিয়ার অনারব উম্মতে মুহাম্মদী (সা)।

ইবন আবু হাতিম (র) সাহুল ইবন সাদ আস সায়াদী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : এখন থেকে তিন পুরুষ পরে আমার যেসব উম্মত সৃষ্টি হইবে তাহারা বিনা হিসাবে বেহেশতে যাইবে। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন

وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ
سُورَةَ لُؤْلُؤًا مِثْلَ نُجُومٍ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মাদী (সা)-এর পরবর্তী স্তরের লোকগণ। অর্থাৎ তিনি মহামর্যাদাবান ও মহাকুশলী। তিনি নিজ প্রবর্তিত বিধি-বিধান ও ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী ও প্রজ্ঞাবান।

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

অর্থাৎ মহানবী (সা)-কে এইরূপ সঠিক দীন ও নবুওতের গুরুদায়িত্বে অধিষ্ঠিত করা এবং তাহার উম্মতকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করা আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ বৈ নহে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা এইরূপ বিশেষ অনুগ্রহে অভিষিক্ত করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

(৫) مَثَلُ الَّذِينَ حَمَلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْجِمَارِ يَحْمِلُ

أَسْفَارًا ۚ بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

(৬) قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ

النَّاسِ فَتَمَتُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

(৭) وَلَا يَتَمَنَّوْنَ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝

(৮) قُلْ إِنْ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ

عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

৫. যাহাদিগকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হইয়াছিল, অতঃপর উহা বহন করে নাই, তাহাদের দৃষ্টান্ত কিতাব বহনকারী গর্দভ! কত নিকৃষ্ট সেই সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যাহারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলে। আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

৬. বল, 'হে ইয়াহুদীগণ! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, অন্য কোন মানব গোষ্ঠী নহে, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

৭. কিন্তু তাহারা তাহাদের স্বহস্তে যাহা অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে উহার কারণে কখনও মৃত্যু কামনা করিবে না। আল্লাহ জালিমদের ব্যাপারে সম্যক অবহিত।

৮. বল, 'তোমরা যে মৃত্যু হইতে পলায়ন কর, সেই মৃত্যুর সহিত তোমাদের সাক্ষাত হইবেই। অতঃপর তোমরা উপস্থিত হইবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট এবং তোমাдиগকে জানাইয়া দেওয়া হইবে যাহা তোমরা করিতে।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা এখানে ইয়াহুদী সম্প্রদায়কে নিন্দা করিয়া বলিতেছেন যে, তাহারা তাওরাতের দায়িত্ব নিয়াছিল উহা আমল করার জন্য অথচ তাহারা উহার আমল বর্জন করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের দৃষ্টান্ত হইল ভারবাহী গাধা। গাধার পিঠে কিতাব রাখিলে যেমন সে কিতাবে কি আছে বা না আছে উহার খবর রাখে না, শুধু কিতাব বহনই উহার কাজ হয়, ইয়াহুদীদের অবস্থাও তাহাই। মূলত তাহারা গাধা হইতেও অধম। কারণ গাধা কিতাবটি যথাযথভাবে বহন করে। উহা বদলায় না, বিকৃত করে না, উল্টাপাল্টা ব্যাখ্যাও করে না। তেমনি উহা মুখস্ত করে না, বুঝে না, আমলও করে না। পক্ষান্তরে ইয়াহুদীরা উহা তিলাওয়াত করে, মুখস্ত করে, বুঝে অথচ আমল করে না। পরন্তু জানিয়া-বুঝিয়া তাহারা উহা বদলায়, বিকৃত করে ও উল্টা ব্যাখ্যা শুনায়। তাই আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন :

أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ অর্থাৎ তাহারা চতুষ্পদ জীব-জানোয়ারের মত, বরং তাহা হইতেও অধম। তাহারাি ছড়াস্ত পর্যায়ে উদাসীন।

بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ - وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ -

অর্থাৎ আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকারকারী সম্প্রদায় কতই নিকৃষ্ট! আর আল্লাহ কখনও আত্মপীড়নকারী সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

ইমাম আহমদ (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বলেন : জুমু'আর খুতবার সময় যে লোক কথা বলে সে ভারবাহী গাধার মত, শুধুই কিতাব বহন করে। তেমনি যে লোক তাহাকে চুপ থাকিয়া শুনিতো বলে তাহারও জুমু'আ আদায় করা হয় না।

অতঃপর আল্লাহ বলেন :

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ -

অর্থাৎ তোমাদের ধারণা যদি ইহাই হয় যে, তোমরাই হিদায়াত প্রাপ্ত এবং মুহাম্মদ (সা) ও তাহার অনুসারীরা গোমরাহ, তাহা হইলে এই দুই দলের যাহারা গোমরাহ

তাহাদের মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা কর। তোমরা যদি তোমাদের ধারণা মতে সত্যানুসারীই হও তাহা হইলে এই কাজ করিতে তোমাদের আপত্তি থাকার কথা নয়। অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন :

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيهِمْ ۗ অর্থাৎ তোমরা কুফর, জুলুম ও শিরক কুফরীর যেমন কাজ অহরহ করিয়া চলিয়াছ, তাহাতে কখনও তোমরা বিভ্রান্তদের জন্য মৃত্যু প্রার্থনা করিবে না।

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۗ অর্থাৎ জালিমদের খবর আল্লাহই বেশী রাখেন। সূরা বাকারায় ইয়াহুদীদের নিকট মুসলমানদের এই মুবাহিলার আহ্বান সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। সেখানে আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন :

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ وَلَنْ يَّتَمَنَّوَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۚ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوٰةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُرْحَزِحِهِ ۚ مِنَ الْعَذَابِ إِنْ يُعَمَّرَ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۚ

অর্থাৎ যদি পরকালের সাফল্য আল্লাহ্ তা'আলা অন্য সকল মানুষকে বাদ দিয়া শুধু তোমাদের জন্যই নির্দিষ্ট করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা তোমাদের ধারণা মতে সত্য হও। অথচ তাহারা কখনও উহা কামনা করিবে না তাহাদের স্বহস্তে উপার্জিত কর্মফলের কারণেই। আল্লাহ্ জালিমদের সব খবরই রাখেন। পক্ষান্তরে তুমি তাহাদিগকে ও মুশরিকগণকে সকল মানুষ হইতে বেশী আকাজক্ষী দেখিতে পাইবে দীর্ঘজীবী হওয়ার। তাহারা এক একজন এক হাজার বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে চাহে। তবে তাহাদের সেই দীর্ঘ জীবনও তাহাদিগকে নির্ধারিত আযাব হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। আর তাহারা যাহা করিতেছে তাহা আল্লাহ্ দেখিতেছেন।

মোটকথা এই ব্যাপারে আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। সেখানে ইহার বিশ্লেষণে বলা হইয়াছে যে, কাহারো বিভ্রান্ত তাহা মৃত্যু প্রার্থনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হউক।

নাসারাদের সহিত মুবাহিলার ব্যাপারে সূরা আলে ইমরানে আলোচিত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন :

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لُّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ۚ

অর্থাৎ তোমার নিকট সত্য ইলম পৌছার পরও যাহারা তোমার সহিত বগড়ায় লিপ্ত হয়, তাহাদিগকে বল, আইস, আমরা আমাদের ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী ও

নিজদিগকে বাজী রাখিয়া এই মুবাহালা করি যে, যাহারা মিথ্যাবাদী তাহাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ নামিয়া আসুক।

মুশরিকদের সহিত মুবাহালার ব্যাপারটি সূরা মরিয়মে আলোচিত হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে :

أَرْثَا۟ هَٰٓءِ نَبِیۡ! قُلْ مَنْ كَانَ فِی الضَّلٰلَةِ فَلِیَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّٰ

আপনি তাহাদিগকে বলুন, যাহারা বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে আল্লাহ্ যেন তাহাদিগকে আরও বাড়াইয়া দেন। যতক্ষণ না তারা প্রত্যক্ষ করিবে।

ইমাম আহমদ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : আবু জাহল ঘোষণা করিল, যদি আমি মুহাম্মদ (সা)-কে কা'বা ঘরের কাছে দেখিতে পাই তাহা হইলে তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব। হুযূর (সা)-এর কাছে যখন এই খবর পৌছিল তখন তিনি বলিলেন, যদি সে উহা করে তাহা হইলে সকলের চোখের সামনে ফেরেশতারা তাহাকে গ্রেফতার করিবে। যদি ইয়াহুদীরা আমার সহিত মুবাহালায় মৃত্যু কামনা করিত, তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা মারা যাইত এবং নিজেদের স্থান তাহারা জাহান্নামে দেখিতে পাইত। তেমনি নাসারারা যদি নিজেদের স্ত্রী ও সন্তান বাজী রাখিয়া মুবাহালা করিত তাহা হইলে ঘরে ফিরিয়া আর তাহাদিগকে পাইত না। এমনকি কোন সম্পদও দেখিত না।

হাদীসটি বুখারী, তিরমিযী ও নাসায়ী শরীফেও বিদ্যমান। তাঁহারা আব্দুর রায়্বাকের সনদে মা'মার এর সূত্রে আব্দুর রায়্বাক (র) থেকে বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমর ইব্ন খালিদেদের সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (র) আব্দুল করীম (র) হইতে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম নাসায়ীও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আল্লাহ্ পাকের বক্তব্য :

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِی تَفِرُوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلْقِیْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰی عَلِیْمِ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ فِیْنِیْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۔

অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি তাহাদিগকে বলুন, যে মৃত্যু হইতে তোমরা পালাইয়া বেড়াইতেছ উহা অবশ্যই তোমাদের সহিত দেখা করিবে। অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সকল কিছু যিনি জানেন তাঁহার নিকট। তখন তোমরা কি কাজ করিতেছিলে তাহা তোমাদিগকে জানানো হইবে।

উপরোক্ত বক্তব্য সূরা নিসার এই বক্তব্যের মত :

اِنَّ مَا تَكُوْنُوْنَ یُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِیۡ بُرُوْجٍ مُّشِیۡدَةٍ তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদিগকে পাইবেই, যদি তোমরা রুদ্ধদ্বার কুঠরীতেও অবস্থান কর।

মুজামে তাবারানী গ্রন্থে সামুরাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন : মৃত্যু হইতে যাহারা পালাইতে চাহে তাহাদের অবস্থা হইল সেই শৃগালের মত যে ভূমিতে বিচরণ করিয়া ভূমির ঋণ আদায়ের ভয়ে ভূমির উপর ছুটিয়া পালাইতেছে। যখন সে হয়রান হইয়া ভূমিরই কোন গর্তে ঠাই নিতেছে তখন গর্তের ভূমিই তাহাকে ঋণের তাগাদা দিতেছে। অগত্যা আবার সেখান হইতে লেজ গুটাইয়া দৌড়াইতেছে। এইভাবে দৌড়াইতে দৌড়াইতে সে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িল।

(৯) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا

إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○

(১০) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

৯. হে মু'মিনগণ! জুমু'আর দিন যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং বেচা-কেনা বন্ধ কর। ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি করিতে পার।

১০. সালাত সমাপ্ত হইলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করিবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করিবে যাহাতে তোমরা সফলকাম হও।

তাফসীর : জুমু'আ শব্দটি 'জমআ' শব্দ হইতে উৎপন্ন। কারণ, মুসলমানগণ আল্লাহর ইবাদতের জন্য বড় বড় মসজিদে জমা হয়। অন্য কারণ এই যে, সেইদিন আসমান ও পৃথিবীসহ সকল মখলুকাতের সৃষ্টিকার্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সৃষ্টিকার্য সম্পাদনে আল্লাহ পাক ছয়দিন লাগাইয়াছেন এবং সপ্তাহের সেইদিন ছিল ষষ্ঠ দিন। সেইদিন হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হইয়াছে। সেইদিন তাঁহাকে জান্নাতে ঠাই দেওয়া হইয়াছিল এবং সেইদিনটিতেই তাঁহাকে জান্নাত হইতে বাহির করা হইয়াছিল। সেইদিনই কিয়ামত সংঘটিত হইবে। সেইদিনের ভিতর এমন একটি মুহূর্ত রহিয়াছে যখন মু'মিনগণ ভাল যাহা প্রার্থনা করিবে আল্লাহ তা'আলা তাহাই মঞ্জুর করিবেন। সহীহ হাদীসসমূহে এইগুলি বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইবন আবু হাতিম (র) সালমান ফারসী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবুল কাসিম (সা) বলেন, হে সালমান! ইয়াওমুল জুমু'আ কি? আমি বলিলাম, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল ভাল জানেন। তিনি বলিলেন, সেইদিন আল্লাহ তা'আলা তোমার বাপ-মাকে (আদম-হাওয়া), একত্রিত করিয়াছেন অথবা তিনি বলেন, তোমার পিতাকে ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—১৫

সৃষ্টি করিয়াছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

প্রাচীন ভাষায় উহাকে 'ইয়াওমুল আরুবা' বলা হইত। পূর্বেকার উম্মতকেও একটি সাপ্তাহিক দিন নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু জুমুআর দিনের নির্দেশনা কোন উম্মতই পায় নাই। ইয়াহুদীরা শনিবারকে পছন্দ করিয়াছে। সৃষ্টি সেইদিন শুরুই হয় নাই। আর আল্লাহ্‌ তা'আলা এই উম্মতের জন্য শুক্রবার মনোনীত করিয়াছেন। কারণ, সেইদিন সৃষ্টিকার্য পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। নাসারাদের পছন্দ হইল রবিবার। সেইদিন সবেমাত্র সৃষ্টি শুরু হইয়াছে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন : আমরা পৃথিবীতে সকলের শেষে আসিয়াছি বটে। কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরা সকলের আগে থাকিব। তেমনি আল্লাহ্‌র কিতাব অন্যরা আগে পাইয়াছে বটে, কিন্তু সাপ্তাহিক দিন নির্বাচনে তাহারা মতান্তরের শিকার হইয়াছে। অথচ আল্লাহ্‌ পাক আমাদের সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। সেক্ষেত্রেও অন্যরা আমাদের পিছনে রহিয়াছে। ইয়াহুদীদের হইল আগামীকাল (শনিবার) ও নাসারাদের হইল পরশু (রবিবার)।

বুখারীর বর্ণনায় এতটুকুই রহিয়াছে। মুসলিমের বর্ণনায় আরও বলা হয়, 'আমাদের পূর্ববর্তী সকলকে আল্লাহ্‌ তা'আলা শুক্রবারের সন্ধান দেন নাই। তাই ইয়াহুদীগণ শনিবার ও নাসারাগণ রবিবার পছন্দ করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের আবির্ভাব ঘটান এবং আমাদের পক্ষে শুক্রবারের সন্ধান দেন। ফলে তিন উম্মতের পরপর তিনটি দিন সাপ্তাহিক অবকাশ ও ইবাদতের বিশেষ দিনরূপে নির্ধারিত হইল। মুসলমানদের জন্য শুক্রবার, ইয়াহুদীদের জন্য শনিবার ও নাসারাদের জন্য রবিবার। এভাবেই কিয়ামতের দিনও অন্যান্য উম্মতকে আমাদের অনুবর্তী করা হইবে। পৃথিবীতে সকলের শেষে আসিলেও কিয়ামতের দিন আমাদের বিচার মীমাংসা সর্বাঙ্গে হইবে।

এই কারণেই এই সূরায় আল্লাহ্‌ পাক শুক্রবার মু'মিনকে বিশেষ ইবাদতে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ -

অর্থাৎ তোমরা সেইদিন নির্ধারিত সময়ে ইবাদতের ক্ষেত্রে সমবেত হওয়ার ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান কর ও সুদৃঢ় ইচ্ছা পোষণ কর। 'সাদ্' শব্দ দ্বারা এখানে দৌড়ানোর কথা বলা হয় নাই। বরং গুরুত্ব প্রদানের কথা বলা হইয়াছে। যেমন- আল্লাহ্‌ পাক বলেন :

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পারলৌকিক মুক্তির ইচ্ছা পোষণ করে ও উহার জন্য গুরুত্ব সহকারে প্রয়াস চালায় এবং সে মু'মিন হয়।

উমর ফারুক (রা) ও ইব্ন মাসউদ (রা) فَاسْعُوا স্থলে فَامْضُوا (গমন কর) পাঠ করিতেন। মূলত নামাযের জন্য দৌড়াইয়া যাওয়া সহীহ হাদীসে নিষিদ্ধ হইয়াছে। আবু হুরায়রা (রা) হইতে সহীহ হাদীসদ্বয়ে বর্ণিত আছে :

“যখন তোমরা ইকামাত শুনিবে তখন তোমরা ধীর স্বীরভাবে নামাযের জন্য যাইবে। পূর্ণ নামায পাওয়ার জন্য দৌড়াইয়া যাইও না। নামাযের যতটুকু ছুটিয়া যাইবে, নামায শেষে দাঁড়াইয়া পূর্ণ করিবে।”

বুখারী শরীফের ভাষ্য এতটুকুই। আবু কাতাদা (র) বলেন : “আমরা নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে নামায পড়িতাম। যখন তিনি শুনিতে পাইলেন যে, লোকজন নামাযে দৌড়াইয়া আসিয়া শরীক হইতেছে, তখন তিনি বলিলেন, তোমাদের ব্যাপার কি ? তাহারা বলিল, আমরা পূর্ণ নামায ধরার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, উহা করিও না। তোমরা ধীরে সুস্থে নামাযে আস। যতটুকু পাও ততটুকু শরীক হও। বাকীটুকু পরে পূর্ণ কর। এই ভাষ্য হাদীসদ্বয়ের।

আব্দুর রায্যাক (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন : যখন নামায দাঁড়াইয়া যায়, তখন তোমরা দৌড়াদৌড়ি করিয়া নামাযে আসিও না; বরং ধীরে সুস্থে আসিয়া নামাযে শরীক হও। যতটুকু পাও আদায় কর। বাকীটা পরে পূর্ণ কর।

আব্দুর রায্যাকের এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (র)-ও বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) হইতে অপর একটি সূত্রেও উহা বর্ণিত হইয়াছে।

হাসান (র) বলেন : আল্লাহর কসম! কেন ক্ষিপ্ততা অবলম্বন করা হইতেছে? অথচ ছুটাছুটি করিয়া নামাযে আসিতে বারণ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, নামাযে ধীরে-সুস্থে ভাব-গম্ভীরতা সহকারে খালেস নিয়তে বিনীতভাবে আসিবে।

আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কাতাদা (র) বলেন : তোমরা অন্তরকে চঞ্চল কর ও প্রস্তুতিতে ক্ষিপ্ততা আন এবং যথাসময়ে নামাযের জন্য বাহির হও। এই মর্মে অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন : فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ এই আয়াতাংশে السَّعْيَ শব্দটি المَشْيِ (স্বাভাবিক চলার) অর্থ প্রকাশ করিয়াছে।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব ও য়ায়েদ ইব্ন আসলাম (র) প্রমুখও অনুরূপ বলেন। জুমুআর দিন নামাযে যাবার আগে গোসল করা মুস্তাহাব। সহীহদ্বয়ে আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আমাদের কেহ যখন জুমুআর নামায পড়িতে আসে তখন যেন গোসল করিয়া আসে।

সহীহদ্বয়ে আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : প্রত্যেক বালিগের জন্য জুমুআর দিন গোসল করা ওয়াজিব। আবু হুরায়রা (রা) হইতে

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : প্রতি সাপ্তাহিক দিবসে গোসল করা মু'মিনের জন্য নির্ধারিত অন্যতম হক্কুল্লাহ। সে দিন সে মাথাসহ সর্বাঙ্গ ধৌত করিবে। (মুসলিম)

জাবির (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : প্রত্যেক মুসলিমের জন্যে সপ্তাহে প্রত্যেক শুক্রবার গোসল করা অপরিহার্য। নাসায়ী, আহমদ ও ইব্ন হাব্বানে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) আওস ইব্ন আওস মুছকাফী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আওস (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি শুক্রবার ভালভাবে গোসল করিয়া সকাল সকালই বাহন ছাড়া পায়ে হাঁটিয়া মসজিদে গিয়া ইমামের কাছে বসে তাহার খুত্বা শুনে ও মনোনিবেশ সহকারে উহা খেয়াল করে, তাহার প্রতি পদক্ষেপে এক বছরের নফল রোযা ও ইবাদতের সওয়াব মিলে।

এই হাদীসটি বিভিন্ন সনদে শব্দের কিছু তারতম্য সহ বর্ণিত হইয়াছে। চার সুনানের সংকলকরা ইহা সংকলন করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটিকে 'হাসান' বলিয়াছেন।

আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : “যে ব্যক্তি জুমুআর দিন ফরয গোসলের মত ভালভাবে গোসল করিয়া প্রথম পর্বেই মসজিদে হাযির হয়, সে যেন একটি উট কুরবানী করিল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্বে গেল, সে যেন একটি গরু কুরবানী করিল। যে ব্যক্তি তৃতীয় পর্বে গেল, সে যেন একটি ছাগল কুরবানী করিল। যে ব্যক্তি চতুর্থ পর্বে গেল, সে যেন একটি মোরগ সাদকা করিল। যে ব্যক্তি পঞ্চম পর্বে গেল, সে যেন একটি ডিম সাদকা দিল। অতঃপর যখন ইমাম খুতবার জন্য বাহির হয় তখন ফেরেশতারা খুতবা শোনার জন্য সমবেত হয়।” বুখারী ও মুসলিমে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

জুমুআর দিন উত্তম পোশাক পরা, খোশবু লাগানো, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হওয়া মুস্তাহাব। আবু সাঈদ (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে আছে, “প্রত্যেক সাবালেগ মুসলমানের জন্য জুমুআর দিন গোসল করা, মিসওয়াক করা ও খোশবু লাগানো ওয়াজিব।

ইমাম আহমদ (র) আবু আইয়ূব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : “যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করিল, খোশবু ব্যবহারের সামর্থ্য থাকিলে খোশবু লাগাইল ও পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করিল, অতঃপর বাহির হইয়া মসজিদে আসিয়া সময় থাকিলে নামায পড়িল, কাহাকেও কষ্ট দিল না, যখন ইমাম আসিলেন মনোনিবেশ সহকারে খুতবা শুনিল ও তাহার সহিত নামায আদায় করিল, পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত সম্ভাব্য অপরাধের জন্য উহা কাফ্ফারা হইয়া গেল।

আব্দুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) হইতে ইব্ন মাজাহ ও সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মিস্বরে দাঁড়াইয়া বলেন : তোমাদের কি ক্ষতি যদি তোমরা প্রতিদিনের কাজে ব্যবহৃত কাপড় জোড়া ছাড়া জুমুআর দিনের জন্য এক জোড়া কাপড় খরিদ কর?

হযরত আয়েশা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) এক জুমুআর খুতবা পাঠের সময় লোকদিগকে নিত্য ব্যবহৃত মলিন পোশাক দেখিতে পাইয়া বলিলেন : তোমাদের ক্ষতি কি যদি তোমাদের সাথে কুলায় তো নিত্য ব্যবহৃত পোশাক ছাড়া জুমুআর জন্য আলাদা এক জোড়া পোশাক খরিদ কর? হাদীসটি ইব্ন মাজাহ সংকলনে বর্ণিত হইয়াছে।

إِذَا نُوبِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ বুঝানো হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন খুতবার জন্য বাহির হইয়া আসিয়া মিস্বরে বসিতেন, তখন তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়া যে আযান দেওয়া হইত উহাই ছানী আযান। কারণ, পরবর্তীকালে আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান জিননূরাইন (রা) দূর-দূরান্ত হইতে বহু মুসল্লীর আগমন নিশ্চিত করার জন্য আলাদা আযান প্রবর্তন করেন।

ইমাম বুখারী (র) ইয়াযিদ ইব্ন সাযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে জুমু'আর আযান দেওয়া হইত ইমাম খুৎবা পড়ার জন্য মিস্বরে আসিয়া বসার পর। আবু বকর ও উমর (রা)-এর কালেও ইহা অব্যাহত ছিল। হযরত উসমান (রা)-এর সময় মুসল্লী অনেক বাড়িয়া গেল। ফলে যাওরা নামায গৃহে দাঁড়াইয়া আরেকবার আযানের ব্যবস্থা করেন। সেই ঘরটি ছিল মদীনার সর্বোচ্চ ঘর এবং মসজিদেরও কাছাকাছি ছিল।

ইব্ন আবু হাতিম (র) মাকহুল (রা) হইতে বর্ণনা করেন : “জুমুআর দিনে মুয়ায্বিনের আযান একবারই ছিল। যখন ইমাম বাহির হইয়া আসিয়া জুমুআর নামায কায়েমের আয়োজন করিতেন, তখন যেই আযান দেওয়া হইত এবং উহার পর বেচাকেনা হারাম হইয়া যাইত। অতঃপর হযরত উসমান (রা) নির্দেশ দিলেন, ইমাম জুমুআ কায়েমের জন্য ঘর হইতে বাহির হওয়ার আগেই যাহাতে বিভিন্ন এলাকার সব মুসল্লী সমবেত হইতে পারে তজ্জন্য আরেকবার আযান দিতে।”

জুমুআর নামায পড়ার জন্য আদিষ্ট হইয়াছে স্বাধীন পুরুষ পক্ষান্তরে ক্রীতদাস ও কিশোরগণ নহে। জুমুআ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে মুসাফির, রুগ্ন, সেবা শুশ্রূষাকারী ও অনুরূপ ধরনের মাজুর ব্যক্তিগণ। ফিকাহের কিতাবে ইহা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

وَذَرُوا الْبَيْعَ অর্থাৎ যখন জুমুআর আযান হয় তখন নামাযের জন্য প্রস্তুতি নাও এবং কেনা-বেচা বন্ধ কর। সকল সাহাবী (রা) এই ব্যাপারে একমত যে, দ্বিতীয় আযানের পর বেচাকেনা করা হারাম। মতান্তর দেখা দিয়াছে এই ক্ষেত্রে যে, তখন যদি

কেহ কিছু দেয় তবে তাহা গ্রহণ করা যাইবে কিনা? আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ লেনদেনও নিষিদ্ধ বলিয়া বুঝা যায়। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ذِكْمٌ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করিয়া নামাযের জন্যে যাওয়ার ভিতরই তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিহিত, যদি তোমরা উহা উপলব্ধি করিতে পার।

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ অর্থাৎ যখন তোমাদের নামায শেষ হয়।

فَإِن تَشَرُّوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ সকলে ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করিয়া নামাযের জন্যে মসজিদে সমবেত হইয়াছে, তাই নামায শেষ হওয়ার সাথে সাথে তাহাদিগকে আবার ক্রয়-বিক্রয় ও অন্যান্য কাজের মাধ্যমে হালাল রুজী-রোজগারের জন্য ছড়াইয়া পড়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হইল।

তাই ইরাক ইব্ন মালিক (রা) জুমুআর নামায শেষ করিয়াই মসজিদের দরজায় দাঁড়াইয়া এই দু'আ পড়িতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أُجِيبُ دَعْوَتَكَ وَصَلَّيْتُ فَرِيضَتَكَ وَأَنْتَ شَرْتَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَارْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -

“হে আল্লাহ্! আমি তোমার ডাকে সাড়া দিয়াছি। তোমার ফরয নামায আদায় করিয়াছি। এখন তোমার নির্দেশ মতেই রুজীর জন্য বাহির হইলাম। অতএব, তোমার অনুগ্রহের ভাণ্ডার হইতে আমাকে রুজী দান কর আর তুমিই সর্বোত্তম রিযিকদাতা।” এই হাদীসটি ইব্ন আবু হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

কোন কোন পূর্বসূরী হইতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন নামায শেষে ক্রয়-বিক্রয়ে আত্মনিয়োগ করে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার উপার্জনে সত্তর গুণ বরকত দান করেন— শুধুমাত্র আল্লাহ্র আয়াত অনুসরণের কারণে। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন :

وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেন সর্বকাজের মাঝে আল্লাহ্র যিকির করিতে থাক এবং তোমাদের পার্থিব কাজকর্ম যেন আল্লাহ্র স্মরণ হইতে তোমাদিগকে দূরে না রাখে। কারণ উহাই তোমাদের আখিরাতের পুঁজি। তাই হাদীসে আছে : “যে ব্যক্তি কোন বাজারে ঢুকিয়া ‘লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহল মুল্কু ওয়ালাহল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লে শায়ইন কাদীর’ দু'আটি পাঠ করে আল্লাহ্ পাক তাহার জন্য দশ লাখ সওয়াব লিখান ও দশ লাখ পাপমোচন করেন।

মুজাহিদ (র) বলেন : কোন বান্দাই অধিক যিকিরকারী হইতে পারিবে না যতক্ষণ না সে দাঁড়াইয়া কিংবা বসা অথবা শোয়া সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র যিকিরে মগ্ন থাকিবে।

(১১) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ۝

১১. যখন তাহারা দেখিল, ব্যবসায় ও কৌতুক, তখন তাহারা তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রাখিয়া উহার দিকে ছুটিয়া গেল। বল, আল্লাহর কাছে যাহা আছে তাহা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ রিয্কদাতা।

তাকসীর : এখানে আল্লাহ তা'আলা উহাদিগকে ভৎসনা করিতেছেন যাহারা জুমু'আর দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে খুতবারত অবস্থায় দণ্ডায়মান রাখিয়া সেইদিন মদীনাতে আগাম ব্যবসায়ের মালামালের জন্য ছুটিয়া গেল। তাই তিনি বলেন :

অর্থাৎ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا তাহারা হযূর (সা)-কে খুতবারত অবস্থায় মিশরে দণ্ডায়মান অবস্থায় রাখিয়া ব্যবসায়ের মালামালের দিকে ছুটিয়া গেল।

কাতাদা, যায়েদ ইব্ন আসলাম, হাসান, আবুল আলিয়া (র) সহ অনেকেই এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) মনে করেন, উক্ত ব্যবসায়ের মাল ছিল দিহয়াহ ইব্ন খলীফার। সে তখন ইসলাম গ্রহণ করে নাই। তবলা রাজাইয়া সে মাল পৌছার খবর জানাইল। ফলে তাড়াহুড়া করিয়া মাল কেনার জন্য মুসল্লীরা অধিকাংশই হযূর (সা)-কে খুতবারত অবস্থায় মিশরে দাঁড়ান অবস্থায় রাখিয়া ছুটিয়া যায়।

ইমাম আহমদ (র) জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন : মাত্র বারজন সাহাবী ব্যতীত সকলেই সেই ব্যবসায়ী কাফেলার কাছে ছুটিয়া গিয়াছিল। হযূর (সা) তখন মিশরে দাঁড়াইয়া খুতবা দিতেছিলেন।”

হাফিজ আবু ইয়ালা (র) জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, “রাসূলুল্লাহ (সা) যখন জুমুআর খুতবা দিতেছিলেন, তখন মদীনাতে এক ব্যবসায়ী কাফেলা পৌছিল। অমনি সাহাবীগণ প্রায় সবাই একযোগে সেইদিকে ছুটিয়া গেলেন। শুধুমাত্র বারজন রহিয়া গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “যাঁহার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার কসম! যদি আমার কাছে কেহই অবশিষ্ট না থাকিত তাহা হইলে অবশ্যই মদীনার এই প্রান্তর আওনে পরিণত হইয়া তোমাদিগকে গ্রাস করিত। ঠিক তখনই এই আয়াত নাযিল হইল - وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ -

سَعَىٰ ابْشِيرَ بَارِ السَّاهِبِيَّ بِيْتِ الرَّحْمَنِ اَبُو بَكْرٍ وَ اُمِّرُ (رَا) خَلِيْلًا ۙ”
وَتَرْكُوْكَ فَاكِمًا ۙ آيَاتِاَشْ دَلِيْلٌ هٰٓئِيْلُ يَّهٗٔ، اِيْمَامَكُهٗ دَاۤءِاِيْا خُوْتَبَا دِيْتَهٗ هٰٓئِيْبَهٗ ۙ

হযরত জাবির ইব্ন সামুরা (রা) হইতে ইমাম মুসলিম (র) এক বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। উহাতে হযরত জাবির (রা) বলেন : নবী করীম (সা) জুমুআর দুই খুতবা পড়িতেন। দুই খুতবার মাঝে তিনি বসিতেন। খুতবায় তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করিতেন ও লোকদিগকে উপদেশ দিতেন।

এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে, কারো মতে এই ঘটনা তখন ঘটে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামাযান্তে খুতবা পড়িতেন। আবু দাউদের কিতাবুল মারায়ীলে এই বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে।

ইমাম আবু দাউদ (র) মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (রা) হইতে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুই ঈদের মতই জুমুআর খুতবাও নামাযের পরে পাঠ করিতেন। একবার তিনি সেভাবে নামাযান্তে খুতবা পড়িতেছিলেন। এমন সময় দিহয্যা ইব্ন খলীফা ব্যবসায়ের মালামাল নিয়ে আসিল। এক ব্যক্তি যখন আসিয়া এই খবর দিল তখন মুষ্টিমেয় সাহাবী ছাড়া সকলেই চলিয়া গেলেন। তাই আল্লাহ্ বলেন :

قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللّٰهُوِّ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرُّزْقِيْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ্র নিকট পরকালে যে সকল পুরস্কার রহিয়াছে তাহা পার্থিব এই ব্যবসায়ের মালামাল ও আনন্দ-কৌতুক হইতে অনেক উত্তম। তিনিই উত্তম রিয়্কদাতা। যাহারা তাঁহার উপর ভরসা রাখিয়া তাঁহার নির্ধারিত সময়ে ও নির্দিষ্ট পথে রুজীর সন্ধান করিবে তাহাদের জন্যে পরপারের সেই সব পুরস্কার ও ইহকালের উত্তম রিয়্ক মজুদ রহিয়াছে।

সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত।

সূরা মুনাফিক্বন

১১ আয়াত, ২ রুকু, মাদানী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ

لَرَسُولُهُ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۝

(২) إِتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

(৩) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝

(৪) وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَانَتْهُمْ
خَشَبٌ مُسْتَدَلًّا ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۖ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۖ فَتَلَّهُمْ
اللَّهُ: أَنَّى يُؤْفَكُونَ ۝

১. যখন তোমার নিকট মুনাফিকগণ আসে তাহারা বলে, ‘আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, ‘আপনি নিশ্চয়ই, আল্লাহর রাসূল।’ আল্লাহ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁহার রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, মুনাফিকগণ অবশ্যই পাপিষ্ঠ মিথ্যাবাদী।

২. তাহারা তাহাদের শপথগুলোকে ঢালস্বরূপ ব্যবহার করে এবং তাহারা আল্লাহর পক্ষ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করে। তাহারা যাহা করিতেছে তাহা কত মন্দ!

ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—১৬

৩. তাহা এই জন্য যে, তাহারা ঈমান আনার পর কুফরী করিয়াছে। ফলে তাহাদের হৃদয় মোহর করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পরিণামে তাহারা বোধশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে।

৪. তুমি যখন তাহাদের দিকে তাকাও তাহাদের দেহাকৃতি তোমার নিকট প্রীতিকর মনে হয় এবং উহারা যখন কথা বলে, তুমি সাধুহে তাহাদের কথা শুন, যদিও তাহারা দেয়ালে ঠেকানো কাঠের স্তম্ভের মত। তাহারা যে কোন শোরগোলকেই মনে করে তাহাদেরই বিরুদ্ধে। তাহারাই শত্রু, অতএব তাহাদের সম্পর্কে সতর্ক হও। আল্লাহ তাহাদিগকে ধ্বংস করুন। তাহারা বিভ্রান্ত হইয়া কোথায় চলিয়াছে?

তাবসীর : আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকগণ সম্পর্কে জানাইতেছেন যে, তাহারা শুধু মুখে মুখেই ইসলাম কবুল করিতেছে। আর তাহাও তখন করিতেছে যখন তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে হাযির হয়। অথচ তাহারা আন্তরিকভাবে ইসলাম কবুল করে নাই। পরন্তু অন্তরে বিপরীত বিশ্বাস পোষণ করে। তাই আল্লাহ পাক বলেন :

اِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ اَنَّكَ لِرَسُولِ اللّٰهِ
তাহারা তোমার নিকট উপস্থিত হয় তখন তাহারা মুখে এইরূপ কথা বলে বটে, অন্তরে তাহারা তদ্রূপ নহে। তাই আল্লাহ পাক তাঁহার রাসূলকে মুনাফিকদের অবস্থা অবগত করাইলেন এবং জানাইলেন যে, মুনাফিকরা যাহাই ভাবুক আর যাহাই করুক না কেন, তিনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। তাই বলিলেন :

وَاللّٰهُ يَعْزَمُ اَنَّكَ لِرَسُولِ اللّٰهِ
অর্থাৎ আল্লাহ জানেন যে, নিশ্চয়ই আপনি তাঁহার রাসূল। অতঃপর তিনি আরও বলিলেন :

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَاٰبِبُونَ
বলিতেছে। তাহাদের বাহ্যিক কথাটি মিথ্যা নহে বটে, কিন্তু তাহাদের অন্তরে যাহা আছে তাহা আলোকে বলা যায়, তাহাদের বাহ্যিক কথাটি ভাওতা বা মিথ্যা। অতঃপর আল্লাহ বলেন :

اِتَّخَذُوْا اٰيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
শপথে মানুষ প্রতারণিত হয়। তাহারা পাপাচারী লোকের দ্বারা নিজেদের বক্তব্যকে সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া চালায়। যাহারা তাহাদের চরিত্র সম্পর্কে জানে না ও যাহাদের সাধারণ পরিচয়ও রাখে না, তাহারা তাহাদিগকে মুসলমানই ভাবে। ফলে তাহারা যাহা করে তাহা অনুকরণ করে এবং যাহা বলে তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। ফলে ইহা ইসলাম ও মুসলমানের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হইয়া দেখা দেয়। তাই আল্লাহ পাক বলেন :
فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ
অর্থাৎ এইভাবে ইসলাম ও মুসলমানের ক্ষতির মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষে বাধা সৃষ্টির যে কাজ তাহারা করিতেছে তাহা বড়ই জঘন্য কাজ।

এই কারণেই যাহূহাক ইবন মুযাহিম (র) পড়িতেন : اِتَّخَذُوا اٰيْمَانَهُمْ جُنَّةً অর্থাৎ তাহাদের মৌখিক ঈমানের প্রকাশকে তাহারা আত্মরক্ষার ঢাল বানাইয়াছিল। ইহা ছিল তাহাদের প্রাণরক্ষার জন্য 'তায়িয়া' অবলম্বন নীতি।

অবশ্য জমহুরের পাঠ হইল : اٰيْمَانَهُمْ অর্থাৎ তাহাদের শপথসমূহকে তাহারা তাহাদের কথা ও কাজের বিশ্বস্ততা প্রমাণের ঢাল বানাইত।

اِنَّهُمْ اٰمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَاَطْبَعْنَا عَلَيْهِمْ لِقَوْلِهِمْ فِمْ لَا يَفْقَهُوْنَ অর্থাৎ ইহা সন্দেহাতীত সত্য যে, ইসলাম হইতে কুফরে প্রত্যাবর্তনের কারণে, নিফাক তাহাদের ভাগ্যলিপি হইয়াছে। তাহারা হিদায়াতকে গোমরাহীতে পরিণত করার কারণে আল্লাহ তাহাদের অন্তর্দৃষ্টিকে সিল করিয়া অন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ফলে তাহাদের সত্য উপলব্ধির কোন ক্ষমতাই রহিল না। তাই হিদায়াত ও কল্যাণের পথ তাহাদের জন্য রুদ্ধ হইয়া গেল এবং বিভ্রান্তি তাহাদের ভাগ্যলিপি হইয়া দেখা দিল।

وَاِذَا رَاٰتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ - وَاِنْ يَقُوْلُوْا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ অর্থাৎ তাহারা দেখিতে আকর্ষণীয় তাহাদের কথা ও ভাষা প্রশংসনীয়। যখন কোন শ্রোতা তাহাদের কথা শুনিবে তখন তাহাদের ভাষার চমৎকার আকর্ষণ ও বর্ণনার মোহনীয়তায় বিমুগ্ধ হইবে। এত কিছু সত্ত্বেও তাহাদের ভিতর রহিয়াছে সংশয় দুলিটা, কূটিলতা, হতাশা, সন্দেহ পরায়ণতা। তাই আল্লাহ পাক বলেন : يَحْسَبُوْنَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ কোথাও কোন গণ্ডগোল বা শোরগোল দেখা দিলেই তাহারা ভাবে যে, হয়ত তাহাদের ব্যাপারেই কিছুই ঘটিয়া থাকিবে। অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন :

اَشِحَّةٌ عَلَيْكُمْ فَاِذَا جَاءَكَ الْخَوْفُ رَاٰتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرًا عَيْنُهُمْ
كَالَّذِيْ يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ - فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِالْسِيْنَةِ حِدَادٍ
اَشِحَّةٌ عَلَى الْخَيْرِ - اَوْلٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ - وَكَانَ ذٰلِكَ
عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا -

অর্থাৎ তোমাদের ব্যাপারে তাহারা কার্পণ্য দেখায়। তারপর যখন ভয়ের সময় আসে তখন তাহারা তোমাদের দিকে এমনভাবে চোখ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাকায়ে—যেন তাহাদের উপর মৃত্যুর বিভীষিকা চাপিয়া রহিয়াছে। অতঃপর যখন ভয়ের পালা শেষ হয় তখন তোমাদিগকে ককর্শ ভাষায় কথা শুনায় এবং গনীমতের সম্পদ পাইবার লালসায় আজ্ঞে-বাজে কথা বলে। ইহারা বেঈমান। আল্লাহ তাহাদের আমল বরবাদ করিয়া দেন। আল্লাহর জন্য ইহা করা খুবই সহজ। সুতরাং তাহাদের হাঁকডাক ও বাগাড়ম্বর শূন্য ঢোলকের বেজায়বাদ্য বৈ নহে।

তাই আল্লাহ পাক বলেন :

هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُهُمْ - قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنْتَى يُؤْفَكُونَ অর্থাৎ ইহারা তোমাদের শত্রু। তাহাদিগকে বর্জন কর। দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথায় ভুলিও না। আল্লাহ তাহাদিগকে ধ্বংস করুন। একটু ভাবিয়া দেখ, তাহারা সরল পথ ছাড়িয়া বাঁকা পথে কোথায় যাইতেছে?

ইমাম আহমদ (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন : “নিশ্চয়ই মুনাফিকগণকে চিনিবার বহু আলামত রহিয়াছে, তাহার সালাত হইল অভিশপ্ত, তাহাদের রুজী হল লুটপাট, তাহাদের গনীমাত হইল হারাম ও খেয়ানত, তাহাদের অপছন্দনীয় হইল মসজিদের নৈকট্য, তাহাদের নামায হইল শেষ ওয়াক্তে, তাহারা অহংকারী ও দাষ্টিক হয়, নম্রতা, বিনয় ও আত্মনিবেদন তাহাদের ধাতে সহে না, তাহারা নিজেরা তো উহা করেই না, অপরের করাকেও পছন্দ করে না, দিনে খুব মউজ করে ও রাতে মরা কাঠের মত পড়িয়া ঘুমায়।

(৫) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّارُؤُوسِهِمْ وَرَأَيْتُمْ يُصَدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ○

(৬) سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۗ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ○

(৭) هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا ۗ وَاللَّهُ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ○

(৮) يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۗ وَاللَّهُ الْعَزِيزُ وَلِيُّرَسُولِهِ ۗ وَالْمُؤْمِنِينَ ۗ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ○

৫. যখন উহাদিগকে বলা হয়, ‘তোমরা আইস, আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। তখন উহারা মাথা ফিরাইয়া নেয় এবং তুমি উহাদিগকে পাইবে যে, উহারা দস্তভরে ফিরিয়া যায়।

৬. তুমি উহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর উভয়ই উহাদের জন্য সমান। আল্লাহ উহাদিগকে কখনই ক্ষমা করিবেন না। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

৭. উহারা বলে, ‘আল্লাহর রাসূলের সহচরদের জন্য ব্যয় করিও না, যতক্ষণ না উহারা সরিয়া পড়ে।’ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধন ভাণ্ডার তো আল্লাহরই; কিন্তু মুনাফিকগণ তাহা বুঝে না।

৮. উহারা বলে, ‘আমরা মদীনায় প্রবৃত্ত্যাবর্তন করিলে তথা হইতে প্রবল দুর্বলকে বহিষ্কার করিবেই।’ কিন্তু শক্তি তো আল্লাহরই, আর তাঁহার রাসূল ও মু‘মিনদিগের। তবে মুনাফিকগণ ইহা জানে না।

তাফসীর : আল্লাহ তা‘আলা মুনাফিক সম্প্রদায় সম্পর্কে খবর দিয়েছেন : **وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّا رُءُوسَهُمْ** অর্থাৎ তাহাদিগকে যাহা বলা হয় তাহারা দম্ভভরে তাহা হইতে ঘাড় ফিরাইয়া নেয় এবং অবজ্ঞা ভরে উহা প্রত্যাখ্যান করে। মোটকথা, যথার্থ মুসলমানরা যখন তাহাদিগকে পরামর্শ দিল যে, চল, রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাদের ক্ষমার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করিবেন, তখন তাহারা দম্ভভরে ঘাড় ফিরাইয়া নিল এবং তাহাদের পরামর্শ উপেক্ষা করিল। তাই আল্লাহ পাক বলেন :

وَرَأَيْتُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ অর্থাৎ তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়াছ যে, তাহারা দম্ভভরে ঘাড় বাঁকাইয়া সদুপদেশ হইতে বিরত থাকে। ফলে তাহাদের ক্ষমার দুয়ার বন্ধ হইয়া যায়। তাই আল্লাহ বলেন :

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ - لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ -
إِنَّ اللَّهَ لَيَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ -

অর্থাৎ তাহাদের জন্য আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করা আর না করা সমান কথা। কারণ, আল্লাহ উহাদিগকে কোন অবস্থায়ই ক্ষমা করিবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ কখনও পাপাচারীকে পথ দেখান না।

সূরা বারাআতে এই ধরনের আয়াতের তাফসীর সবিস্তারে করা হইয়াছে। সেখানে সংশ্লিষ্ট সব হাদীস উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

ইব্ন আবু উমর আদনী (র) হইতে আবু হাতিমের সূত্রে ইব্ন আবু হাতিম (র) বর্ণনা করেন :

“আবু সুফিয়ান সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। তাকে ক্ষমা প্রার্থনা জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আনার পরামর্শ দেওয়া হইলে সে দম্ভভরে উহা অস্বীকার করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরিয়া নিল এবং অবজ্ঞার দৃষ্টিতে বাঁকা চোখে পরামর্শদাতার দিকে তাকাইল।”

তবে অধিকাংশ পূর্বসূরীর মতে, এই আয়াত আব্দুল্লাহ ইব্ন উবায় ইব্ন সালুলের ব্যাপারে নাযিল হইয়াছে। ইনশাআল্লাহ উহা আলোচিত হইতে যাইতেছে। মূলত ইহাই সঠিক মত।

মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের সীরাত গ্রন্থে বর্ণিত আছে : “আব্দুল্লাহ্ ইবন উবাই ইবন সালুল তাহার গোত্রের সর্দার ও অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি ছিল। জুমুআর দিন যখন নবী করীম (সা) খুতবা প্রদানের জন্য মিশরের উপর বসিতেন, তখন সে দাঁড়াইয়া বলিত, ‘হে লোক সকল ইনি আল্লাহ্র রাসূল! তিনি তোমাদের ভিতর আছেন বলিয়াই আল্লাহ্ তা’আলা তোমাদিগকে মর্যাদা দান করিয়াছেন। তাই তোমাদের জন্য অপরিহার্য হইল তাঁহাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা। তোমরা তাঁহাকে সম্মান দিও, তাঁহার কথা শুনিও এবং তিনি যাহা বলেন তাহা অনুসরণ করিয়া চলিও।” ইহা বলিয়া সে বসিয়া যাইত।

ওহুদের যুদ্ধের সময় তাহার নিফাক প্রকাশ পাইল। সে সেখান হইতে হুযূর (সা)-এর ফরমান অমান্য করিয়া এক তৃতীয়াংশ সৈন্য লইয়া মদীনায় ফিরিয়া আসিল। হুযূর (সা) যখন যুদ্ধ শেষে বহাল তব্বিয়তে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং জুমুআর দিন খুতবা দানের জন্য মিশরে বসিলেন, তখন পূর্বের মতই আবদুল্লাহ্ ইবন উবাই দাঁড়িয়া কিছু বলার উপক্রম করিল। তখন এখান ওখান হইতে কয়েকজন সাহাবী দাঁড়াইয়া গেলেন ও তাহার জামা টানিয়া ধরিয়া বলিলেন, ‘হে আল্লাহ্র দুশমন! বসিয়া যাও। তোমার এমন আর কথা বলার অধিকার নাই। তুমি যাহা কিছু করিয়াছ তাহা কাহারও অজানা নাই। সুতরাং তোমার এখন আর কোন কিছু বলার অধিকার নাই।’

ইহাতে সে অত্যন্ত নারাজ হইয়া সকলকে ডিঙ্গাইয়া বাহির হইয়া গেল এবং যাবার পথে বলিতে ছিল, আমি কি কোন খারাপ কথা বলিতে দাঁড়াইয়াছিলাম? বরং আমি তো তাঁহার কাজ আরও জোরদার করার কথাই বলিতাম। কতিপয় আনসার তাহাকে মসজিদের দরজায় ঘিরিয়া ধরিলেন এবং বলিলেন, কি হইয়াছে। সে বলিল, আমি তো তাঁহার কথা জোরদার করার জন্য দুই কথা বলিতে চাহিয়াছিলাম। অথচ তাঁহার কতিপয় সহচর লাফাইয়া উঠিয়া আমার জামা টানিয়া ধরিল ও হুমকি-ধমকি দিয়া বসাইয়া দিল। আমি কি খারাপ কিছু বলিতাম? আমার তো উদ্দেশ্য ছিল তাঁহাকে সাহায্য-সহায়তা দানের কথা বলিব। তাহারা বলিলেন, ঠিক আছে এখন তুমি আমাদের সাথে সিরিয়া চল। আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অনুরোধ করিব তোমার জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে। সে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, “উহার কোন প্রয়োজন আমার নাই।”

কাতাদা ও সুদ্দী (র) বলেন : এই আয়াত আব্দুল্লাহ্ ইবন উবাই-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হইয়াছে। ঘটনাটি ছিল এই :

তাহার আত্মীয়দের এক তরুণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে তাহার কিছু খারাপ কথাবার্তা সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে ডাকিয়া সে সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে সে উহার সত্যতা অস্বীকার করিল এবং কসম করিয়া বলিল, উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আনসারগণ তাহার কথা বিশ্বাস করিল এবং তরুণ সাহাবীকে অনেক মন্দ

কথা শুনাইল খুব করিয়া ধমকাইয়া এমনকি তাহাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিল। তখন আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করেন। উহাতে যখন আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকের মিথ্যা শপথের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিলেন এবং তরুণ লোকটির অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হইল, তখন তাহাকে বলা হইল, চল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে। তিনি তোমার জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। সে মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল এবং তাঁহার কাছে গেল না।

ইবন আবু হাতিম (র) সাঈদ ইবন জুবায়ের (রা) হইতে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পুণ্য অভ্যাস ছিল এই যে, যখন তিনি কোন মনযিলে অবতরণ করিতেন, তখন সেখানে নামায না পড়িয়া রওয়ানা হইতেন না। তাবুকের যুদ্ধে তিনি খবর পাইলেন যে, আবদুল্লাহ্ ইবন উবাই বলিয়া বেড়াইতেছে যে, আমরা মদীনার প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ দুর্বল লোকগুলোকে মদীনায় গিয়াই তাড়াইয়া দিব। তাই হুযূর (সা) দিনের শেষ ভাগ পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া তিনি রওয়ানা হইলেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইবন উবাইকে বলা হইল, তুমি হুযূর (সা)-এর নিকট গিয়া আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাও। আলোচ্য আয়াতে সেই কথাই বলা হইয়াছে।

এই হাদীসের সনদ সাঈদ ইবন জুবায়ের (রা) পর্যন্ত তো ঠিক আছে। কিন্তু তিনি যে ঘটনাটিকে তাবুকের যুদ্ধের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়াছেন এই ব্যাপারে প্রশ্ন রহিয়াছে। বরং ইহা ঠিক নহে। কারণ তাবুকের যুদ্ধে আবদুল্লাহ্ ইবন উবাই ইবন সালুল ছিলই না। সে তো একদল সৈন্য নিয়া সেখান হইতে ফিরিয়া গিয়াছিল। ইতিহাস ও সীরাতে গ্রন্থেসমূহে দেখা যায় যে, এই ঘটনা হইল বনু মুস্তালিকের যুদ্ধের সময়কার ঘটনা।

বনু মুস্তালিকের যুদ্ধের উক্ত ঘটনা সম্পর্কে আসিম ইবন উমর ইবন কাতাদা, আব্দুল্লাহ্ ইবন আবু বকর ও মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ ইবন হাব্বান হইতে ইবন ইসহাক ও তাঁহার নিকট হইতে ইউনুস ইবন বুকায়ের বর্ণনা করেন : “এই যুদ্ধের সময় হুযূর (সা) এক জায়গায় অবস্থান নিয়াছিলেন। সেখানে হযরত জুহজাহ ইবন সাঈদ গিফারী ও হযরত সাঈদ ইবন সিনানের ভিতর পানি লইয়া ঝগড়া চলিতেছিল। জুরজাহ ছিলেন হযরত উমর ফারুক (রা)-এর কর্মচারী। ঝগড়াটি দীর্ঘ সময় ধরিয়া চলিতেছিল। অবশেষে সিনান আনসারগণের ও জুহজাহ মুহাজিরগণের সাহায্য কামনা করেন। এই ঘটনা প্রবাহের সময় হযরত যায়েদ, ইবন আব্বাস (রা) সহ একদল আনসার আবদুল্লাহ্ ইবন উবাইর নিকট বসা ছিলেন। সে যখন এই ঘটনা শুনিল, তখন বলিল, দেখ তো, আমাদেরই শহরে মুসলিমরা আমাদের উপর হামলা চালাইয়াছে। আল্লাহ্র কসম! আমাদের ও কুরাইশ মুহাজিরদের সম্পর্ক এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, আমাকে কামড়ানোর জন্যই যেন আমরা কুকুরকে ঘি, ননী খাওয়াইয়া মোটা তাজা করিয়াছি। আল্লাহ্র শপথ! মদীনায় ফিরিয়া গিয়া আমরা সবলরা সেই সব ছিন্নমূল দুর্বলগণকে তাড়াইয়া দিব।

অতঃপর সে ধীরে ধীরে তাহার নিকট সমবেত আনসারগণকে বুঝাইতে লাগিল যে, দেখ, এই সব আপদ তোমরা নিজেরাই ডাকিয়া আনিয়াছ। তোমরাই তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া নিজের শহরে স্থান দিয়াছ। তাহাদিগকে তোমাদের বাড়ী ঘর ও সম্পদের আধাআধি হিসসা দান করিয়াছ। এখনও যদি তোমরা তাহাদিগকে আর্থিক সাহায্য দান বন্ধ কর, তাহা হইলে অভাবে পড়িয়া তাহারা মদীনা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।

হযরত য়ায়েদ ইব্ন আকরাম (রা)-এর বয়স তখন কম ছিল। তিনি এই সব কথা শুনিয়া সোজাসুজি হযূর (সা)-এর কাছে চলিয়া গেলেন এবং তাঁহার কাছে সব কথা তুলিয়া ধরেন। তখন সেখানে উমর ফারুক (রা) বসা ছিলেন। তিনি উত্তেজিত হইয়া আরম্ভ করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি আব্বাদ ইব্ন বিশরকে নির্দেশ দিন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাইর গর্দান উড়াইয়া দিতে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তাহা হইলে এই কথাই জনসাধারণের ভিতর রটিয়া যাইবে যে, মুহাম্মদ (সা) তাহার সংগীদের গলাকাটা শুরু করিয়াছে। এই কাজটি ঠিক হইবে না। যাও, এখনই সবাইকে মদীনায় রওয়ানা হইবার কথা ঘোষণা করিয়া দাও।

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাই খবর জানিতে পাইল যে, তাহার সব কথা ফাঁস হইয়া গিয়াছে তখন সে অস্থির হইয়া পড়িল। সংগে সংগে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ছুটিয়া গেল এবং ইনাইয়া বিনাইয়া মিথ্যা বাহানা করিয়া নিজের কথা নির্দোষ প্রমাণের প্রয়াস পাইল। এমনকি শপথ করিয়া সে বলিল, ওই সব কথা সে আদৌ বলে নাই। যেহেতু সে নিজ গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তি ছিল, তাই উপস্থিত সবাই বলিল, হযূর (সা)! য়ায়েদ ছোট মানুষ। সে হয়ত ভুল শুনিয়া ও ভুল বুঝিয়া ওই সব কথা বলিয়াছে। এখন তো অন্যরকম প্রমাণ হইল।

হযূর (সা) সংগে সংগেই নির্ধারিত সময়েই আগেই সকলকে মদীনায় রওয়ানা হইতে নির্দেশ দিলেন। পথে হযরত উসায়েদ ইব্ন হুমায়ের (রা)-এর সহিত দেখা হইল। তিনি হযূরের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনপূর্বক আরম্ভ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! নির্ধারিত সময়ের আগেই ফিরিয়া যাইতেছেন কেন? হযূর (সা) বলিলেন, তোমরা কি শুনিতে পাও নাই যে, তোমাদের সাথী আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাই কি বলিয়াছে? সে তো বলিতেছে, মদীনায় ফিরিয়া গিয়া সবলরা দুর্বলগণকে শহর হইতে বহিষ্কার করিবে। হযরত উসায়েদ (রা) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সবল তো আপনিই। সেই তো দুর্বল। আপনি তাহার কথার কোনই মূল্য দিবেন না। মূলত লোকটি বড়ই অন্তর্জালায় ভুগিতেছে। সকল মদীনাবাসী একমত হইয়াছিল তাহাকে সর্দার হিসাবে বরণ করার জন্য। তাহার মাথার তাজ প্রস্তুত করা হইতেছিল। ইত্যবসরে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আপনাকে নিয়া আসিলেন। ফলে তাহার হাত হইতে রাজ্য খসিয়া গেল। ফলে সে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে।

তথাপি রাসূলুল্লাহ্ (সা) আগাইয়া চলিলেন। দ্বি-প্রহরে চলা শুরু করিয়া বিকাল হইল, রাত্রি হইল, সকাল হইল, এমনকি রৌদ্রের প্রখরতা বাড়িল, তখন তিনি ছাউনি ফেলিয়া বিশ্রামের অনুমতি দিলেন, যেন মানুষ অতিষ্ঠ হইয়া ইহা লইয়া কথাবার্তায় লিপ্ত না হয়। যেহেতু সাহাবাগণ ক্রমাগত বিন্দি পথ চলার কারণে অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলেন, তাই বিশ্রামের সাথে সাথে গভীর ঘুমে মগ্ন হইলেন। ইত্যবসরে আলোচ্য আয়াত নাযিল হইল।

হাফিজ আবু বকর বায়হাকী (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন :

“আমি হযূর (সা)-এর সংগে যুদ্ধে গিয়াছিলাম। জনৈক মুহাজির এক আনসারকে পাথর মারিয়াছিল। ইহা লইয়া ঝগড়ার সূত্রপাত হইল। এমনকি উভয়েই নিজ নিজ দলের সাহায্য চাহিল। হাঁকডাক শুরু হইল। হযূর (সা) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বলিলেন, ইহা কোন্ জাহেলীপনা শুরু হইল? এই সব বাজে অভ্যাস ছাড়। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাই তদুত্তরে বলিল, আজ মুহাজিররা এই কাজ শুরু করিয়াছে? আল্লাহ্‌র কসম! আমরা মদীনায় ফিরিয়া গিয়া সম্ভ্রান্তগণ ইতরজনকে তাড়াইয়া দিব।

তখন মদীনায় স্বভাবতই আনসারগণ সংখ্যায় মুহাজিরগণ হইতে বহুগুণে বেশী ছিল। পরে অবশ্য মুহাজিরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। হযরত উমর (রা) যখন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাইর ঘোষণার খবর পাইলেন, তখন হযূর (সা)-এর কাছে তাহাকে হত্যার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাকে এই বলিয়া থামাইয়া দিলেন যে, লোকে বলিবে, মুহাম্মদ (সা) তাঁহার সহচর হত্যা করিতেছে।

সুফিয়ান ইব্ন উআইনা (রা) হইতে হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ আস মারওযী (র)-এর সূত্রে ইমাম আহমদ (র) উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। হুমায়দীর সূত্রে ইমাম বুখারী(র)-ও উহা বর্ণনা করেন। সুফিয়ান হইতে আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) প্রমুখের সনদে ইমাম মুসলিম (র)-ও উহা বর্ণনা করেন।

ইমাম আহমদ (র) য়ায়েদ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন :

“তাবূকের যুদ্ধে আমি হযূর (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাই বলিল, যদি আমরা মদীনায় ফিরিয়া যাই তাহা হইলে অবশ্যই আমরা সবলরা মিলিয়া দুর্বলদের বহিষ্কার করিব। তখন আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া ইহা বলিলাম। তখন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাই আসিয়া শপথ করিয়া বলিল, এরূপ কোন কথা সে বলে নাই। তখন আমার গোত্র আমাকে ভর্ৎসনা করিল ও অনেক মন্দ কথা শুনাইল। আমাকে তাহারা এই বলিয়া শাসাইল যে, কেন আমি এই কাজ করিলাম। আমি অত্যন্ত ব্যথা-ভারাক্রান্ত চিত্তে বিষণ্ণ মুখে সেইখান হইতে চলিয়া আসিলাম। অতঃপর হযূর (সা) আমাকে ডাকিয়া নিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার অভিযোগের

ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—১৭

সপক্ষে আয়াত নাযিল করিয়াছেন ও তোমার সত্যতা প্রকাশ করিয়াছেন। তখন এই আয়াতটি নাযিল হইয়াছিল :

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا -
وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ - يَقُولُوْنَ
لِنُرْجِعَنَّ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لِيُخْرِجَنَّ اَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلُّ -

এই আয়াত প্রসঙ্গে ইমাম বুখারীও শু'বা হইতে আদম ইব্ন আবু ইয়াসের সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী (র) নবী করীম (সা) হইতে তাহা বর্ণনা করেন। তিরমিযী ও নাসায়ীও উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে শু'বা হইতে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

অপর হাদীস :

ইমাম আহমদ (র) য়ায়েদ ইব্ন আরকাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন :
“আমি আমার চাচার সহিত হুযূর (সা)-এর পরিচালনাধীন এক অভিযানে অংশ নিয়াছিলাম। তখন আমি আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সলুলকে তাহার সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বলিতে শুনিলাম যে, রাসূলের সহচরগণকে কোন আর্থিক সাহায্য দিও না, আমরা মদীনায় ফিরিয়া সবলরা জুটিয়া দুর্বল লোকগুলিকে তাড়াইয়া দিব। আমি এই কথা আমার চাচাকে জানাইলাম। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ইহা জানাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে ডাকাইয়া নিলেন। আমি তাঁহার কাছে সব কথা বলিলাম। তখন তিনি আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাই ও তাহার সঙ্গীগণকে ডাকাইয়া নিলেন। তাহারা আসিয়া আল্লাহর শপথ করিয়া বলিল, তাহারা উহা বলে নাই। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আমি মিথ্যুক প্রমাণিত হইলাম এবং সে সত্যবাদী হইল। তখন আমি এত দুঃখ পাইলাম যাহা জীবনে কখনও পাই নাই। বেদনাহত চিত্ত নিয়া তাঁবুকে ফিরিয়া আসিলাম। আমার চাচাও আমাকে বকাবকি করিলেন যে, এমন কাজই করিয়াছ যাহাতে হুযূর (সা)-এর কাছে মিথ্যাবাদী ও ভর্ৎসনার যোগ্য হইয়াছ। আমি লজ্জায় কোথাও বাহির হইতাম না। ইত্যবসরে এই আয়াত নাযিল হইল :

اِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ - وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ
لَرَسُوْلُهُ - وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكَٰذِبُوْنَ -

তখন রাসূল (সা) আমাকে ডাকাইয়া নিয়া উহা পড়িয়া শুনাইলেন। অতঃপর বলিলেন, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তোমার সত্যতা প্রকাশ করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) য়ায়েদ ইব্ন আরকাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন :
“রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে আমরা এক সফরে গিয়াছিলাম। সেখানে সাহাবায়ে কিরাম

অত্যন্ত আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হইলেন। তখন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাই তাহার গোত্রীয় লোকগণকে বলিল, উহাদিগকে ততক্ষণ কোন আর্থিক সহায়তা করিবে না, যতক্ষণ না তাহারা মুহাম্মদের পার্শ্ব হইতে সরিয়া আসে। সে আরও বলিল, মদীনায় ফিরিয়া গিয়া আমরা বিত্তবানরা এই বিত্তহীন লোকগুলিকে তাড়াইয়া দিব।

আমি তাহার কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গিয়া উহা বলিলাম। তখন তিনি আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাইকে খুব সকালে তলব করিলেন। সে আসিলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সে শপথ করিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! যায়েদ মিথ্যা বলিয়াছে, আমি উহা বলি নাই। তাহাদের কথায় আমার অন্তরে খুব আঘাত লাগিল। তখন আমার সত্যতা ঘোষণা করিয়া এই আয়াত নাযিল হইল :

إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ - وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ - وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَاذِبُونَ -

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে আহ্বান জানাইলেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য। কিন্তু সে মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল।

كَانَهُمْ خُشْبٌ مِّنْ سِنْدَةٍ অর্থাৎ তাহাদের সুন্দর নাদুস-নুদুস দেহাকৃতি দেখিলে মনে হয় দেয়ালে জড়ানো কাছের স্তম্ভ।

যুহায়রের সনদে বুখারী, মুসলিম ও নাসায়ী হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইসরাঈল সূত্রে ইমাম তিরমিযীও হাদীসটি বর্ণনা করেন।

ইমাম তিরমিযী (র) যায়েদ ইব্ন আরকাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন : “আমি এক যুদ্ধে হুযূর (সা)-এর সফরসঙ্গী ছিলাম। তাঁহার সহিত কতিপয় বদ্ধ আরবও ছিল। তাহারা জলাশয়ের কাছে আগে ভাগেই পৌঁছিতে চেষ্টা করিত। আমরাও অনুরূপ চেষ্টা করিতাম। একবার এক বদ্ধ গিয়া পূর্ণ জলাশয়টি একাই দখল করিয়া বসিল। উহার চারিপার্শ্বে পাথর বসাইয়া উপরে চামড়া দিয়া ঢাকিয়া রাখিল। এক আনসার আসিয়া সেই হাউজে নিজের উটকে পানি পান করাইতে চাহিল। সে বাধা দিল। আনসার লোকটি জোর করিয়া পানি পান করাইতে চাহিল। তখন সেই বদ্ধ এক খণ্ড কাঠ দিয়া আনসার লোকটির মাথায় আঘাত করিল। ফলে তাহার মাথা ফাটিয়া গেল। আনসার লোকটি যেহেতু আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাইর গোত্রের ছিল, তাই সে সোজাসুজি তাহার নিকট ছুটিয়া আসিল এবং তাহার কাছে ঘটনাটি বিবৃত করিল। আব্দুল্লাহ্ ভয়ানক উত্তেজিত হইল এবং বলিল, এই বদ্ধগুলিকে কিছুই দিও না। কিছুদিন খাইতে না পাইলেই তাহারা ভাগিয়া যাইবে। যেহেতু সেই বদ্ধরা হুযূর (সা)-এর সঙ্গে বসিয়া খাইত, তাই সে

বলিল, তোমরা রাসূলের খানা এমন সময় পৌছাইবা যখন বন্দুরা তাঁহার কাছে না থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন উপস্থিত অন্যান্য সহচর নিয়া খানা খাইবেন। তাহারা বাদ পড়িয়া যাইবে। এইভাবে দুই চারিদিন চলিলেই অনশন-উপবাসে কষ্ট পাইয়া উহারা ভাগিয়া যাইবে। তারপর আমরা মদীনায় গিয়া এই ইতর লোকগুলিকে বাহির করিয়া দিব।

আমি তখন হযূর (সা)-এর নিকট উহা জানাইবার জন্য আমার চাচার কাছে সব কিছু বলিলাম। তিনি হযূর (সা)-এর কাছে উহা বলিলেন। হযূর (সা) তাহাকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলে সে শপথ করিয়া উহা অস্বীকার করিল। ফলে হযূর (সা) তাহাকে সত্যবাদী ও আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিলেন। চাচা আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, তুমি ইহা কি করিলে? হযূর (সা) তোমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি এবং উপস্থিত সকলেই তোমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া মনে হইল যেন আমার মাথার উপর দুঃখের পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আমি দুঃখ-ভারাক্রান্ত চিত্তে লজ্জায় মাথা নত করিয়া হযূর (সা)-এর সহিত চলিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পর হযূর (সা) আসিয়া কাছাকাছি আসিয়া কান ধরিলেন। আমি মুখ তুলিয়া হযূর (সা)-এর দিকে তাকাইতেই তিনি মুচকি হাসি দিয়া আগাইয়া চলিলেন। আল্লাহর কসম! তখন আমার এত আনন্দ দেখা দিল যে, সারা দুনিয়ার আবাদ এলাকা যদি আমাকে দান করা হইত তাহা হইলেও আমি তত আনন্দ পাইতাম না আর পরক্ষণেই আবু বকর (রা) আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে হযূর (সা) কি কথা বলিলেন? আমি বলিলাম, তিনি আমাকে কিছুই বলেন নাই। শুধু আমার কান ধরিয়া টান দিয়াছেন এবং আমার দিকে তাকাইয়া মুচকি হাসি দিয়াছেন। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, ব্যস, তুমি খুশী হও। তারপর উমর ফারুক (রা) আগাইয়া আসিয়া একই প্রশ্ন করিলেন। আমিও পূর্বানুরূপ জবাব দিলাম। পরদিন সকাল বেলায়ই সূরা মুনাফিকুন নাযিল হইল ও হযূর (সা) উহা পড়িয়া আমাদের শুনাইলেন।

এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (র) এককভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হাদীসটিকে 'হাসান সহীহ' বলিয়াছেন।

উবায়দুল্লাহ ইব্ন মূসা (র) হইতে হাকিমের সূত্রে ইমাম বায়হাকী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি উপরোক্ত বর্ণনার 'সূরা মুনাফিকুন' ব্যাক্যাংশের সহিত ۱. لِیُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا ۚ هইতে ۲. جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ পর্যন্ত আয়াত কয়টির সংযোজন ঘটাইয়াছেন।

আব্দুল্লাহ ইব্ন লাহিআ ও মূসা ইব্ন উকবা তাঁহাদের মাগাযী গ্রন্থে এই হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের উভয়ের বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাইর খবর হযূর (সা)-এর কাছে পৌছাইয়াছেন আওস ইব্ন আকরাম (রা)। তিনি হারিছ ইব্ন খায়রায

গোত্রের লোক। হযরত য়ায়েদ ইব্ন আরকাম ও আওস ইব্ন আরকাম উভয়ই খবর পৌছাইয়াছেন। ইহাও হইতে পারে যে, কোন বর্ণনাকারী নাম শুনিয়া ভুল করিয়াছিল। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইব্ন আবু হাতিম (র) আমার ইব্ন সাবিত আল আনসারী ও উরওয়া ইবনুয যুবায়ের (রা) হইতে বর্ণনা করেন : “এই ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট যুদ্ধটি ছিল মুরায়সিয়ার যুদ্ধ। এই যুদ্ধেই হুযূর (সা) খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ (রা)-কে পাঠাইয়া মুসাল্লাল ও সাগরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ‘মানাত’ প্রতিমাটি ধ্বংস করাইয়াছিলেন। এই যুদ্ধেই আনসারদের মিত্র কাহাফ গোত্রের এক ব্যক্তি ও এক মুহাজিরের মাঝে ঝগড়া হইয়াছিল। বাহাসী সাহায্যের জন্য আনসারগণকে ও মুহাজির লোকটি মুহাজিরগণকে আহ্বান জানাইয়াছিল। উভয় গ্রুপ হইতেই কিছু লোক জড়ো হইয়া ঝগড়ায় লিপ্ত হইল। ঝগড়া শেষ হইলে দুর্বল ঈমানের ও মুনাফিক চরিত্রের কিছু আনসার ‘আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাইর কাছে সমবেত হইল। তাহারা তাহাকে বলিল, আমরা তো তোমার নিকট হইতে অনেক কিছু আশা করিতেছিলাম। তুমি আমাদের শত্রুর হাত হইতে হেফাজত করিতে। এখন তো দেখি তুমি নিষ্কর্মা হইয়া গিয়াছ। না আমাদের কল্যাণ নিয়া ভাবিতেছ, না আমাদের ক্ষতি ঠেকাইতেছ। তুমিই ‘জালাবীব’গণকে এতখানি বাড়াইয়াছ যে, এখন তাহারা আমাদের হামলা করিতেছে। নতুন মুহাজিরগণকে আনসাররা জালাবীব বলিত।

তখন আল্লাহ্ৰ দুশমন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাই তাহাদিগকে বলিল—আল্লাহ্ৰ কসম! আমরা বনেদী লোকেরা মদীনায় ফিরিয়া গিয়া এই ইতর লোকগুলিকে তাড়াইয়া দিব। অন্যতম মুনাফিক মালিক ইব্ন দুখশন বলিল, আমি তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছিলাম যে, এই লোকগুলিকে টাকা পয়সা দিও না। তাহা হইলেই তাহারা না খাইতে পাইয়া ভাগিয়া যাইবে।

এইসব কথা হযরত উমর ফারুক (রা) শুনিতে পাইলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে হাযির হইয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্ৰ রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন এইসব ফিতনার মূল নায়ক আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাইকে খতম করিয়া ফেলি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রশ্ন করিলেন, আমি অনুমতি দিলে কি তুমি তাহাকে হত্যা করিবে? উমর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্ৰ রাসূল! আমি এই হাতেই তাহার গর্দান উড়াইব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে বলিলেন, বস! ইত্যবসরে হযরত উসায়েদ ইব্ন হুযায়ের (রা)-ও অনুরূপ দাবী নিয়া হাযির হইলেন। তিনি একজন আনসার ও বনু তালহা গোত্রীয় লোক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকেও পূর্বানুরূপ প্রশ্ন করিলে তিনিও উমর (রা)-এর মতই জবাব দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকেও বসাইলেন। ইহার কিছুক্ষণ পরেই তিনি

মদীনায় রওয়ানা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাই সবাই নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই রওয়ানা দিল। তাহারা একাধারে একদিন এক রাত ও পরদিন রৌদ্র প্রখর হওয়া পর্যন্ত চলিতে লাগিলেন। প্রখর রৌদ্রের কারণে কিছুক্ষণের জন্য তাঁবু ফেলিয়া বিশ্রাম নিলেন। বেলা চলিয়া পড়ার সাথে সাথে আবার চলা শুরু করিলেন। এইভাবে ক্রমাগত চলিয়া তৃতীয় দিন সকালে কাফা মুশাল্লাল হইতে মদীনায় পৌঁছিলেন।

অতঃপর হুযূর (সা) হযরত উমর (রা)-কে ডাকিয়া আনিয়া পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যদি তোমাকে অনুমতি দিতাম তাহা হইলে কি তাহাকে হত্যা করিতে? উমর (রা) বলিলেন, নিশ্চয়, আমি তাহার শির দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতাম। হুযূর (সা) বলিলেন, তুমি যদি সেদিন তাহার শিরোচ্ছেদ করিতে তাহা হইলে অনেকের নাসিকাই ধূলিমাখা হইয়া যাইত। আজও আমি যদি অনুমতি দেই তাহাকে হত্যা করার তাহা হইলে সবাই ঝাঁপাইয়া পড়িবে তাহাকে হত্যা করিতে। তখন মানুষ এই কথা বলার সুযোগ পাইত যে, মুহাম্মদ (সা)-তাহার সঙ্গী-সাথীগণকেও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। এই ঘটনা উপলক্ষেই সূরা মুনাফিকূনের আলোচ্য আয়াতগুলি নাযিল হইয়াছে।

এই বর্ণনাটি অত্যন্ত গরীব। তবে ইহাতে কিছু মূল্যবান কথা রহিয়াছে যাহা অন্য সব বর্ণনায় পাওয়া যায় না। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) এক বর্ণনায় বলেন :

মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবন উবাইর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ (রা) পাক্কা মুসলমান ছিলেন। এই ঘটনার পর তিনি রাসূল (সা)-এর খেদমতে হাযির হইয়া সবিনয়ে আরয করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জানিতে পাইলাম, আমার পিতা আবোল তাবোল যাহা কিছু বলিয়াছে তাহার প্রতিদান স্বরূপ আপনি তাহাকে হত্যার অনুমতি দিতে চাহেন। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে সেই অনুমতি অন্য কাহাকেও না দিয়া আপনি আমাকেই দিন। আমি নিজেই গিয়া তাহার মাথা কাটিয়া আপনার পদপ্রান্তে উৎসর্গ করিব। আল্লাহর কসম! খায়রাজ গোত্রের প্রতিটি লোক জানে যে, আমার চাইতে বেশী কোন পুত্র তাহার পিতাকে শ্রদ্ধা করে না ও ভালবাসে না। তথাপি আমি আল্লাহর রাসূলের নির্দেশে আমি আমার প্রিয়তম পিতার গর্দান নিতেও প্রস্তুত রহিয়াছি। পক্ষান্তরে আপনি যদি এই দায়িত্ব অন্য কাহাকেও দেন এবং সে তাহাকে হত্যা করে, তাহা হইলে আমার ভয় হয়, হয়ত পিতৃহত্যার প্রতিশোধ স্পৃহায় অন্ধ হইয়া আমি তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিব। সেক্ষেত্রে ইহা সুস্পষ্ট যে, এক কাফিরের বদলা নিতে গিয়া আমি এক মুসলমানকে হত্যা করিয়া জাহান্নামী হইব। তাই আপনি দয়া করিয়া আমার পিতাকে হত্যার দায়িত্ব আমাকে অর্পণ করুন।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, না, আমি তাহাকে হত্যা করিতে চাহি না; তাহার সহিত আরও নম্র ও উদার ব্যবহার চাই। কারণ, সে যতদিন আমাদের সাথী হিসাবে থাকিবে ততদিন তাহার সহিত এই ব্যবহার করিতে হইবে।

ইকরামা ও ইব্ন যায়েদ বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সসৈন্য মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন মুনাফিক আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাইর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা) খোলা তরবারি হাতে লইয়া মদীনার প্রবেশ দ্বারে অবস্থান নিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সঙ্গীগণ দলে দলে মদীনায় প্রবেশ করিতেছিলেন। অবশেষে যখন তাহার পিতা মদীনায় প্রবেশ করিতে অগ্রসর হইল, তখন তিনি বলিলেন, এখানে দাঁড়াও, মদীনায় প্রবেশ করিও না। সে বলিল, কেন, কি হইয়াছে। আমাকে বাধা দিচ্ছ কেন? হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা) বলিলেন, আল্লাহ্ রাসূল (সা) অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত মদীনায় তোমার প্রবেশাধিকার নাই। তিনিই বনেদী লোক আর তুমিই ইতর লোক। এই বলিয়া তিনি তাহার পিতাকে ঠেকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাযির হইলেন। তাহার অভ্যাস ছিল তিনি সেনাবাহিনীর সব সময় পশ্চাত্তাগে থাকিতেন। তাহাকে দেখিয়াই আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাই তাহার কাছে নিজ পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা)-কে প্রশ্ন করিলেন, তাহাকে বাধা দিতেছ কেন? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ্ রাসূল! আপনি যতক্ষণ অনুমতি না দিবেন ততক্ষণ সে চুকিতে পারিবে না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। ফলে আব্দুল্লাহ্ (রা)-ও তাহাকে শহরে প্রবেশ করিতে দিলেন।

ইমাম হুমাইদী (র) আবু হারুন আল মাদানী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ উবাই ইব্ন সলুল তাহার পিতাকে বলেন : আল্লাহ্ রাসূল! 'সম্রাট রাসূল (সা), ও ইতর আমি এই কথা না বলা পর্যন্ত আমি তোমাকে কখনও মদীনায় প্রবেশ করিতে দিব না।' অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে হাযির হইয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্ রাসূল! আমার উপর আমার পিতার প্রভাব এত বেশী যে, আমি কখনও তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া কথা বলি না। তথাপি যদি আপনি তাহার উপর নারাজ হইয়া থাকেন তাহা হইলে হুকুম করুন আমি তাহার মাথা কাটিয়া আপনার খেদমতে পেশ করি। তবে দয়া করিয়া অন্য কাহাকেও এই কাজের অনুমতি দিবেন না। এমন না হউক যে, সেক্ষেত্রে আমি আমার পিতৃ-হস্তাকে চোখের সামনে চলাফেরা করিতে দেখিয়া ধৈর্য্যাহ্ব্যত হই।

(৯) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالِكُمْ وَلَا أَوْلَادِكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۗ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝

(১০) وَإِنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ۖ
فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۖ فَأَصَّدَّقْتُ وَأَكُن مِّنَ الصَّٰلِحِينَ ۝

(১১) وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

৯. হে মু'মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহর স্মরণ হইতে উদাসীন না রাখে। যাহারা উদাসীন হইবে তাহারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

১০. আমি তোমাদিগকে যে রিয়ক দিয়াছি তোমরা তাহা হইতে দান করিবে তোমাদের কাহারও মৃত্যু আসিবার আগে, অন্যথায় মৃত্যু আসিলে সে বলিবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরও কিছুকালের জন্য অবকাশ দিলে আমি দান সাদকা করিতাম এবং নেককারগণের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।'

১১. কিন্তু নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হইবে, আল্লাহ কখনও তাহাকে অবকাশ দিবেন না। তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহা সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

তাকসীর : এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণকে বেশী বেশী করিয়া আল্লাহর যিক্র ও স্মরণে নিমগ্ন থাকার নির্দেশ দিতেছেন। পক্ষান্তরে যাহাতে তাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মায়া যেন তাহাদিগকে আল্লাহর স্মরণ হইতে গাফেল করিতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখিতে বলিতেছেন। তিনি আরও জানাইতেছেন যে, তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালকের ইবাদত ও আনুগত্যের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। সুতরাং পার্থিব ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি নিয়া ব্যস্ত থাকিয়া যেন তাহারা তাহাদের মূল কর্তব্য সম্পর্কে উদাসীন না হয়। কারণ, এই উদাসীন্য তাহাদিগকে কিয়ামতে সপরিবারে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে।

অতঃপর আল্লাহ পাক বান্দাগণকে দান-খয়রাত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে গিয়া বলেন :

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ۔

অর্থাৎ মৃত্যু আসার আগেই দান-খয়রাত কর। অন্যথায় মৃত্যুকালীন অসহায় অবস্থায় আক্ষেপ করা ও দান-খয়রাত করিয়া মরার সুযোগ ও সময় প্রার্থনা করা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইবে। মৃত্যুর বিধান এইরূপ অমোঘ যে, হাজার কাকুতি-মিনতিতেও তাহা টলিবার নহে। তখন আর সময় কোথায়, যে বিপদ আসার ছিল তাহা আসিয়া গিয়াছে। মৃত্যুকালে কাফিরগণও এইরূপ বলে—যেমন আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন :

وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخَّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُبِيبٌ دَعَوْتِكَ وَتَتَّبِعِ الرُّسُلَ۔ أَوْ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ۔

অর্থাৎ (হে মুহাম্মদ) লোকদিগকে সেইদিন সম্পর্কে সতর্ক করুন, যেদিন তাহাদের সামনে মহাশাস্তি উপস্থিত হইবে এবং তখন সেই আত্মপীড়করা বলিবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের কিছু সময় দাও যেন আমরা তোমার আস্থানে সাড়া দিতে পারি ও তোমার রাসূলকে অনুসরণ করিতে পারি ...।’

এই আয়াতে তো কাফিরগণকে ভর্ৎসনা করা হইয়াছে। অপর এক আয়াতে যাহাদের পুণ্যের পাল্লা কম হইবে তাহাদের সম্পর্কে তিনি বলেন :

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا
فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا - إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا - وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ
يُبْعَثُونَ -

অর্থাৎ যখন তাহাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন বলে, হে প্রভু! আমাদের কিছু মৃত্যুর হাত হইতে ফিরাইয়া দাও তাহা হইলে আমরা পুণ্য কাজ করিব ইত্যাদি।

এখানে আল্লাহ পাক বলেন :

অর্থাৎ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا - وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
যাহার নির্ধারিত সময় আসিয়া যাইবে তাহাকে আর কোনক্রমেই সময় দেওয়া হইবে না। কারণ, আল্লাহ পাক খুব ভালভাবেই জানেন, মৃত্যুকালে প্রদত্ত ওয়াদা সময় দেওয়া হইলে কে কতটুকু পালন করিবে, দেখা যাইবে সময় পাইয়া তাহারা অভ্যস্ত সেই পাপের কাজেই লিপ্ত হইতেছে। তাই আল্লাহ বলিলেন, তোমরা যাহা করিবে তাহা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন।

ইমাম তিরমিযী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন :

“যে ব্যক্তি বিত্তবান হইয়াও হজ্জ করিল না ও যাকাত দিল না, সেই লোক মৃত্যুর সময় আসিল শুনিয়া আরও কিছুদিন থাকার আন্দার করে।” তখন এক ব্যক্তি বলিল, হে ইব্ন আব্বাস! আল্লাহকে ভয় কর। একমাত্র কাফিরই দুনিয়ায় থাকার আন্দার জানায়। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, দুনিয়া হইতে তাড়াতাড়ি যাইতে চাও কেন? শুন, আল্লাহ পাক বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ - وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَ

ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—১৮

أَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا - وَاللَّهُ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ -

লোকটি তখন প্রশ্ন করিল, কতটুকু সম্পদ হইলে যাকাত ফরয হয় ? তিনি বলেন, দুই শত কিংবা তদুর্ধ্ব হইলে। সে আবার প্রশ্ন করিল, হজ্জ কখন ফরয হয় ? তিনি উত্তর দিলেন, পথ খরচ ও বাহন ব্যবস্থা থাকিলে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অন্য সনদে তিরমিযী (র) উহা বর্ণনা করেন। তিনি আরও বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্‌হাক ও আবু জানাব কালবীর সঙ্গে সুফিয়ান ইব্ন উআইনাও অনুরূপ বর্ণনা করেন। তিনি সহীহ বলেন। তবে আবু জানাব কালবী (র) তিনি দুর্বল রাবী বলিয়াছেন।

আমার কথা হইল, ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্‌হাকের বর্ণনার সূত্রে অবিচ্ছিন্ন নহে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ইব্ন আবু হাতিম (র) হযরত আবু দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু দারদা (রা) বলেন : “আমরা রাসূল (সা)-এর নিকট আয়ু বৃদ্ধির ব্যাপারে আলোচনা করিতেছিলাম। তখন তিনি বলিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক নির্ধারিত মৃত্যুকাল বিলম্বিত করেন না। তবে যাহার নেক সন্তান থাকে সে কবরে বসিয়া সন্তানের দোয়ার সুফল ভোগ করে। আয়ু বৃদ্ধির তাৎপর্য ইহাই।”

সূরা তাগাবুন

১৮ আয়াত, ২ রুকু, মাদানী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

(২) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

(৩) خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ۗ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝

(৪) يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِدَاتِ الصُّدُورِ ۝

১. আকামগুলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। সার্বভৌম মালিকানা তাঁহারই এবং প্রশংসা তাঁহারই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২. তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেহ হয় কাফির এবং কেহ মু'মিন। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ উহার সম্যক-দৃষ্টা।

৩. তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাযথভাবে এবং তোমাদিগকে আকৃতি দান করিয়াছেন—তোমাদের আকৃতি করিয়াছেন সুশোভন; আর প্রত্যাবর্তন তো তাঁহারই নিকট।

৪. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তিনি জানেন এবং তিনি জানেন যাহা তোমরা গোপন কর ও যাহা তোমরা প্রকাশ কর এবং তিনি অন্তর্যামী।

তাফসীর : তাবারানী (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন :

“এমন কোন শিশু জন্ম নেয় না যাহার মাথার জোড়ার মাঝখানে সূরা তাগাবুনের পাঁচটি আয়াত লিপিবদ্ধ থাকে না।”

ইব্ন আসাকির আল ওয়ালিদ ইব্ন সালেহর জীবনী গ্রন্থে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন। তবে বর্ণনাটি গরীব ও মুনকার।

আল ‘মুসাব্বাহাত’ শীর্ষক সূরাগুলির ইহাই শেষ সূরা।

বারী তা‘আলা ও মালিকুল মুলকের প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনায় সমগ্র সৃষ্টি জাতি যে সদা মুখর এই সম্পর্কেই পূর্বেই বলা হইয়াছে।

তাই আল্লাহ পাক পরক্ষণেই বলেন : **لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ** অর্থাৎ নিখিল সৃষ্টির সার্বভৌম মালিকানা তাঁহারই। ফলে তিনি সকলের প্রশংসিত সত্তা। কারণ সৃষ্টিও তিনি করিয়াছেন এবং সকল আকৃতি, প্রকৃতি ও পরিমিতি তিনিই নির্ধারণ করিয়াছেন।

অতঃপর তিনি বলেন : **وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** অর্থাৎ তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। কেহ তাহা ঠেকাইতে পারে না, কেহ বাধা দেয়ারও ক্ষমতা রাখে না। তিনি যাহা চাহেন না, তাহার কিছুই হইতে পারে না।

তারপর তিনি বলেন : **هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ** অর্থাৎ তিনিই সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তা। তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে কিছু লোক কাফির হইতেছে ও কিছু লোক মু‘মিন হইতেছে। তিনি ভালভাবেই জানেন, হিদায়াত লাভের উপযোগী কে? তেমনি তিনি ইহাও জানেন যে, বিভ্রান্ত হওয়ার যোগ্য কে? তিনি প্রতিটি কাজের পূর্ণ প্রতিদান দিবেন।

তাই আল্লাহ পাক বলেন : **وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ** অর্থাৎ তোমরা যাহা কিছু করিতেছ তাহা তিনি দেখিতেছেন।

অতঃপর আল্লাহ বলেন : **خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ** অর্থাৎ তিনি পূর্ণ ভারসাম্য সৃষ্টি করিয়া অত্যন্ত নিপুণতা সহকারে নভোমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوْرَكُمْ অর্থাৎ তোমাদিগকে তিনি অত্যন্ত চমৎকার গড়ন দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন :

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّكَ - فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ -

অর্থাৎ হে মানব! তোমাকে তোমার সদয় প্রতিপালক হইতে কোন বস্তু উদাসীন করিয়াছে? তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তারপর সুখম করিয়াছেন এবং যেভাবে যাহাকে তিনি গড়িতে চাহিয়াছেন সেইভাবেই গড়িয়াছেন।

অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন :

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ -

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বাসস্থান ও আকাশকে ছাদ বানাইয়াছেন এবং তিনিই তোমাদিগকে চমৎকার আকৃতি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অত্যন্ত উপাদেয় খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এখানে আল্লাহ পাক বলেন : وَالْيَهُ الْمَصِيرُ অর্থাৎ অবশেষে তোমাদিগকে তাঁহার কাছেই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে এবং তিনিই তোমাদের শেষ আশ্রয়স্থল।

পরিশেষে আল্লাহ পাক বলেন :

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহার প্রত্যেকটি বস্তু বা ব্যক্তির প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল কিছুই আল্লাহ তা'আলা জানেন। এমনকি তিনি অন্তর্যামী হিসাবে সকলের অন্তরের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সম্পর্কেও সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।

(৫) اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۚ فَذٰۤاِقُوْا وَّبٰلَ اَمْرِهٖمۡ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

(৬) ذٰلِكَ بِاَنَّهُ كَانَتْ تَاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَاَقْبَلُوْا الْاَبْتْرٰۤا ۝ يَّهْدُوْنَۢنَا ۚ فَكَفَرُوْا وَ تَوَكَّلُوْا وَاسْتَعْنٰی اللّٰهُ ۙ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝

৫. তোমাদের নিকট কি পৌছে নাই পূর্ববর্তী কাফিরগণের বিবরণ? উহারা উহাদের কর্মের মন্দ ফল আন্বাদন করিয়াছিল এবং উহাদের জন্য রহিয়াছে মর্মভুদ শাস্তি।

৬. উহা এই জন্য যে, উহাদের নিকট উহার রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিত। তখন উহারা বলিত, 'মানুষই কি আমাদের পথের সন্ধান দিবে?' অতঃপর উহারা কুফরী করিল ও মুখ ফিরাইয়া লইল। কিন্তু ইহাতে আল্লাহর কিছুই আসে যায় না। আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

তাফসীর : এখানে আল্লাহ্ তা'আলা অতীতের জাতিসমূহের আল্লাহ্ রাসূল ও তাঁহার প্রচারিত সত্য দীনের বিরোধীতা ও উহার মর্মান্তিক করুণ পরিণতি সম্পর্কে আমাদিগকে অবহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন :

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ
কাফিরগণের কর্মফল ও তাহাদের করুণ পরিণতি সম্পর্কে অবহিত নহ ?

فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ
অর্থাৎ তাহারা তাহাদের কৃতকর্মের জন্য পৃথিবীতেই অনেক দুঃখ-কষ্ট ও লাঞ্ছনার শিকার হইয়াছে।

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
অর্থাৎ পরকালেও তাহাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে।

অতঃপর তিনি উহার কারণ বর্ণনা করেন :

ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
নিকট আল্লাহ্ রাসূল সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ সহ সত্য উপস্থাপন করার পর তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তাহারা সন্ধিগ্ন চিত্তে প্রশ্ন তুলিয়াছে : فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا
অর্থাৎ তাহাদের মধ্য হইতেই তাহাদের মত একটি লোক আল্লাহ্ রাসূল হইয়া তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিতে পারে এই কথা তাহারা বিশ্বাস করিতে পারিল না।

فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا
অর্থাৎ এই অশ্রদ্ধা হইতেই তাহারা সত্যকে অস্বীকার করিয়া ঘাড় ফিরাইয়া বিপথে চলিয়া গেল ও পরিণামে চরম লাঞ্ছনার শিকার হইল।

وَاسْتَفْتَنَى اللَّهُ
অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্ রাসূলের ব্যাপারে বেপরোয়া হইল ও তাঁহার রাসূল ও সত্য বিধানকে উপেক্ষা করিল।

وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ
অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কাহারও তোয়াক্কা রাখেন না, তিনি তো সদা প্রশংসিত সত্তা।

(۷) زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ

لَتُنَبَّؤَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۗ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝

(۸) فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَالتَّوْرَ الَّذِيۡۤ اَنْزَلْنَا ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

(৯) يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ط وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝
(১০) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ
فِيهَا وَبئسَ الْمَصِيرُ ۝

৭. কাফিরগণ মনে করে যে, তাহারা কখনও পুনরুত্থিত হইবে না। বল, নিশ্চয়ই হইবে, ‘আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হইবে। অতঃপর তোমরা যাহা করিতে সেই ব্যাপারে অবশ্যই তোমাদিগকে অবহিত করা হইবে। ইহা আল্লাহর পক্ষে সহজ।

৮. অতএব তোমরা আল্লাহ, তাঁহার রাসূল ও যে নূর বা আলো আমি অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

৯. স্মরণ কর, যেদিন তিনি তোমাদিগকে সমবেত করিবেন সমাবেশ দিবসে, সেদিন হইবে প্রকৃত লাভ-লোকসানের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর আস্থাশীল ও সৎকর্মের অনুসারী, তিনি তাহার পাপ মোচন করিবেন এবং তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে; যাহার পাদদেশে নহর-নদী প্রবাহিত; সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে। ইহাই মহাসাফল্য।

১০. কিন্তু যাহারা কুফরী করে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তাহারা ই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে। কতই মন্দ সেই প্রত্যাভর্তনস্থল!

তাফসীর : এখানে আল্লাহ তা‘আলা পুনরুত্থান সম্পর্কে কাফির, মুশরিক ও মুলহিদগণের ভ্রান্ত ও অবিশ্বাসমূলক ধারণার অপনোদন ঘটাইয়া বলিতেছেন, তাহারা অবশ্যই পুনরুত্থিত হইবে। তাই তিনি তাঁহার রাসূলকে বলেন :

قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبُّونَ بِمَا عَمِلْتُمْ
আমার প্রতিপালকের শপথ! অবশ্যই তোমরা উত্থিত হইবে এবং তোমাদের ছোট-বড় সকল কার্যকলাপের ফিরিস্তি তোমাদিগকে দেওয়া হইবে।

وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ
অর্থাৎ তোমাদিগকে পুনরুত্থিত করিয়া তোমাদের কর্মফল প্রদান আল্লাহ তা‘আলার জন্য খুবই সহজ কাজ।

আল্লাহ্ পাক তাঁহার রাসূলকে দিয়া তিন জায়গায় তাঁহার নামে শপথ করাইয়াছেন। ইহা হইল তৃতীয় স্থানটি। শপথের বিষয়বস্তু হইল পরকাল ও তাঁহার অস্তিত্বের সত্যতা। প্রথম আয়াত হইল সূরা ইউনুস। যেমন :

وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قَوْلٌ أَمِيٌّ وَرَبِّيَ إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ -

(১) তাহারা কি তোমাকে উহার সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করিতেছে? বল, আমার প্রভুর শপথ! উহা সত্য, তোমরা আল্লাহকে বিরত রাখিতে পারিবে না।

দ্বিতীয় আয়াত হইল সূরা সাবায়। যেমন :

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ - قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ

(২) কাফিররা বলে, তাহারা কিয়ামতের সম্মুখীন হইবে না। বল, হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের কসম! কিয়ামত অবশ্যই ঘটবে।

তৃতীয় আয়াত হইল আলোচ্য আয়াত :

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا - قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبُّونَ
بِمَا عَمِلْتُمْ - وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ -

অতঃপর আল্লাহ বলেন :

অর্থাৎ আল্লাহর উপর, আল্লাহর রাসূলের উপর ও তাঁহার উপর অবতীর্ণ নূর অর্থাৎ কুরআনের উপর ঈমান আন।

অর্থাৎ তোমাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গোপন কাজও আল্লাহ অবহিত থাকেন।

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। সেইদিন যেহেতু আগের ও পরের সকল লোককে একসঙ্গে জমা করা হইবে এইজন্য সেইদিনের নাম দেওয়া হইল 'ইয়াওমুল জম'ঈ'। সেদিন একই সময় তাহাদের উত্থান ঘটবে এবং একই সময় আত্মস্বাক্ষরকারীর আত্মস্বাক্ষর শুনিয়া চোখ খুলিবে। আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন :

অর্থাৎ ইহা হইল লোকদিগকে হাযির করার ও সমবেত করার দিন। অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন :

অর্থাৎ অপ্রথম ও প্রথম লোক জমা করার দিন। আগের ও পরের সকল লোক জমা করা হইবে।

আল্লাহ্ পাক এখানে বলেন : অর্থাৎ সেইদিন হইবে লাভ-লোকসানের দিন।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : 'ইয়াওমুত তাগাবুন'-ও কিয়ামতের দিনের অপর নাম । কারণ সেইদিন জান্নাতীগণ জাহান্নামীগণকে প্রতিযোগিতায় পরাভূত ও ক্ষতিগ্রস্ত করিবে ।

কাতাদা ও মুজাহিদ (র) এই ব্যাখ্যা প্রদান করেন । মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন : জাহান্নামীদের জন্য ইহা হইতে ক্ষতি ও ঠকের ব্যাপার কি হইতে পারে যে, জান্নাতীদের চোখের সামনে জাহান্নামীগণকে জাহান্নামে ও জাহান্নামীদের চোখের সামনে জান্নাতীগণকে জান্নাতে পৌঁছানো হইবে ।

আমি বলিতেছি পরবর্তী আয়াতে তাগাবুনেরই ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে । যেমন :

وَمَنْ يُؤْمِنِ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخُلْهُ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا - ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ -
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا -
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ -

অর্থাৎ মু'মিনগণের নেক আমলের কারণে তাহাদের গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে এবং তাহারা প্রবাহমান ঝর্ণাধারা বিশিষ্ট জান্নাতের স্থায়ী বাসিন্দা হইবে । ফলে তাহা হইবে বিরাট সাফল্য । পক্ষান্তরে কাফির সম্প্রদায় আল্লাহর নিদর্শন অস্বীকার করার কারণে জাহান্নামের স্থায়ী বাসিন্দা হইবে । কতই জঘন্য সেই প্রত্যাবর্তনস্থল!

ইতিপূর্বে এই ধরনের আয়াত কয়েকবার আসিয়াছে এবং সেইগুলির তাফসীরও কয়েকবার করা হইয়াছে ।

(১১) مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنِ بِاللَّهِ يَهْدِ
قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

(১২) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى
رَسُولِنَا الْمُبْلِغُ الْمُبِينُ ۝

(১৩) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

১১. আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন বিপদই আপতিত হয় না এবং আল্লাহর উপর যে ঈমান আনে আল্লাহ তাহার অন্তরকে সঠিক পথে চালান । আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত ।

ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—১৯

১২. আল্লাহর আনুগত্য কর এবং তাঁহার রাসূলের আনুগত্য কর। যদি তোমরা ঘাড় ফিরাইয়া লও, তবে আমার রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে প্রচার করা।

১৩. আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। সুতরাং মু'মিনগণের আল্লাহর উপর নির্ভর করা উচিত।

তাফসীর : এখানে আল্লাহ তা'আলা তাহাই জানাইতেছেন, যাহা তিনি সূরা হাদীদে জানাইয়াছেন। যেমন :

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نُّبْرَأَهَا - إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ -

অর্থাৎ পৃথিবীতে কিংবা মানুষের নিজের উপর যাহা কিছু বিপদাপদ আসে তাহা আল্লাহর ইচ্ছায়ই আসে এবং উহা সকলের অদৃষ্টলিপি বৈ নহে। আল্লাহর জন্য উহা আগাম জানিয়া লিপিবদ্ধ করা সহজ ব্যাপার। তাই বিপদাপদে সকলের ধৈর্যধারণ করিয়া আল্লাহর মর্জির উপর দৃঢ়পদ থাকা চাই এবং তাঁহার নিকট উহার বিনিময়ে সওয়াব ও ভাল কিছু পাওয়ার আশা রাখা চাই।

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (রা) আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন-অর্থাৎ উহা পূর্ব নির্ধারিত ও আল্লাহর অভিপ্রেত ব্যাপার।

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ - وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হইয়া এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, ইহা আল্লাহর তরফ হইতে তাহারই ইচ্ছায় আসিয়াছে আর সেইজন্য সে ধৈর্যধারণ করে ও আল্লাহর ব্যবস্থায় রাজী থাকে, আল্লাহ তাহার অন্তরকে সঠিক পথ নির্দেশনা দান করেন। আল্লাহ তো সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। তাই তিনি তাহার এই ধৈর্য ও দৃঢ়তার উপযুক্ত সওয়াব ও উত্তম বিনিময় দান করেন।

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন তালহা (র) বলেন : অর্থাৎ আল্লাহর উপর ঈমান তাহাদিগকে এই বুঝ দান করে যে, তাহার উপর যে বিপদ আসিয়াছে তাহা ভুলক্রমে আসে নাই এবং যাহা আসে নাই তাহাও ভুলের জন্য বাদ পড়ে নাই। আসা ও না আসা সবই আল্লাহর মর্জিতে হইয়াছে।

আ'মাশ (র) আবু যবিয়ান সূত্রে আলকামা (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিপদে অধীর না হইয়া আল্লাহর মর্জী হিসাবে ইহা সন্তুষ্টচিত্তে মানিয়া লইল আল্লাহ তাহার অন্তরকে সর্বাধিক পথ প্রদর্শন করিল।

ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবু হাতিম তাহাদের তাফসীরে এই বর্ণনাটি উদ্ধৃতি করেন। وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাঈদ ইব্ন জুবায়ের ও

মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন : অর্থাৎ বিপদ আসিলে সে 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন' পড়ে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে : মু'মিনের ক্ষেত্রে বিনয়ের ব্যাপার হইল এই যে, তাহার জন্য আল্লাহর তরফ হইতে যে ব্যবস্থাই আসে তাহাতেই সে লাভবান হয়। যদি তাহার উপর খারাপ কিছু আপতিত হয় তাহা হইলে সে ধৈর্যধারণ করিয়া সওয়াব ও উত্তম বিনিময় লাভ করে। পক্ষান্তরে যদি তাহার জন্য আল্লাহ পাক ভাল কিছু মঞ্জুর করেন, তাহা হইলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া লাভবান হয়। এই সৌভাগ্য মু'মিন ছাড়া আর কাহারও দেখা দেয় না।

ইমাম আহমদ (র) জুনাদাহ ইব্ন আবু উমাইয়া (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাদা ইব্ন সামিত (রা) বলেন : এক ব্যক্তি আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করিল, হে আল্লাহর রাসূল! উত্তম কাজ কোনটি? তিনি বলেন, আল্লাহর উপর আস্থা রাখা, উহার সত্যতা ঘোষণা করা ও আল্লাহর পথে জিহাদ করা। লোকটি বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইহা হইতে কোন সহজ কাজ চাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আল্লাহর তরফ হইতে তোমার কিসমতের যে ফয়সালা হয় তাহা সানন্দে মানিয়া লও এবং সেই ব্যাপারে কোন অভিযোগ তুলিও না।

ইমাম আহমদ ভিন্ন অন্য কেহই ইহা উদ্ধৃত করেন নাই।

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল যে বিধি-বিধান প্রদান করিয়াছেন উহা অনুসরণ করার ও যে সকল বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়াছেন তাহা পরিহার করিয়া চলার নির্দেশ দান করা হইতেছে।

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ অর্থাৎ যদি তোমরা ইহা অমান্য করিয়া বিপথে চল তাহা হইলে জানিয়া রাখ, আমার রাসূলের কাজ হইল তোমাদিগকে খোলাখুলিভাবে জানাইয়া দেওয়া আর তোমাদের কাজ হইল তাহা গুনিয়া কার্যকর করা।

ইমাম যুহরী (র) বলেন : আল্লাহ পাকের দায়িত্ব রাসূল পাঠানো। রাসূলের দায়িত্ব বিধান পৌঁছানো ও আমাদের দায়িত্ব হইল মান্য করা।

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ অর্থাৎ আল্লাহ একক ও মুখাপেক্ষীহীন। তিনি ভিন্ন বিকল্প কোন প্রভু নাই। সুতরাং মু'মিনগণের তাঁহারই উপর নির্ভর করা চাই। কারণ, আল্লাহর একক ক্ষমতার উপর তাহাদের আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতা থাকা চাই।

যেমন আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন :

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا অর্থাৎ প্রাচ্য-প্রতীচ্যের প্রতিপালক তিনিই। তিনি ভিন্ন কোন প্রভু নাই। সুতরাং তাঁহাকেই অভিভাবক বানাও।

- (১৪) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ، وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝
- (১৫) إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَآءَ أَجْرٍ عَظِيمٍ ۝
- (১৬) فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرٌ لِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝
- (১৭) إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ۝
- (১৮) عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

১৪. হে মু'মিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে কেহ কেহ তোমার শত্রু; অতএব তাহাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থাকিও। তোমরা যদি উহাদিগকে মার্জনা করা, উহাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং উহাদিগকে ক্ষমা কর, তবে জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৫. তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তা তোমাদের জন্য পরীক্ষা; আল্লাহরই নিকট রহিয়াছে মহাপুরস্কার।

১৬. তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর, তাঁহার কথা শুন, আনুগত্য কর ও ব্যয় কর তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণে; যাহারা অন্তরের কার্পণ্য হইতে মুক্ত তাহারাই সফলকাম।

১৭. যদি তোমরা আল্লাহকে কর্জে হাসানা দান কর, তিনি তোমাদের জন্য উহা বহুগুণ বৃদ্ধি করিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, ধৈর্যশীল।

১৮. তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর : এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণকে জানাইতেছেন যে, তাহাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে কেহ কেহ শত্রুতার কাজ করে অর্থাৎ তাহাদের কারণে নেক কাজ হইতে তাহারা গাফেল থাকে। যেমন তিনি বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔

অর্থাৎ 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহর স্মরণ হইতে গাফেল না করে। যাহারা উহার কারণে গাফেল হইবে তাহারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।' তাই আল্লাহ পাক এখানে বলেন :

فَاَحْذَرُوْهُمُ আয়াতাতংশের ব্যাখ্যায় ইব্ন যায়েদ (র) বলেন : তাহাদিগকে তোমাদের দীনের লোকসানের ক্ষেত্রে এড়াইয়া চল।

اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন : স্ত্রী ও সন্তানাদি এবং ধন-সম্পদের মহব্বতে অনেকে অনেক সময় আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার মত আল্লাহর নাফরমানি কাজে লিপ্ত হয়। ফলে সে নিজের দীন ও ঈমানের ক্ষেত্রে বিরাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ইমাম ইব্ন আবু হাতিম (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : "মক্কায় ইসলাম গ্রহণকারী কিছু লোক স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মায়ায় হিজরত হইতে বিরত ছিলেন। মদীনায় হিজরতের পর মুসলমানদের যখন সুদিন দেখা দিল, তখন তাহারা আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে হাযির হইলেন। ইত্যবসরে পূর্বের মুহাজিরগণ দীনি ইলম ও আমলে অনেক আগাইয়া গিয়াছিলেন। পরবর্তী মুহাজিরগণ ইহা দেখিয়া অনুতপ্ত হইলেন এবং তাহাদের এই পশ্চাদপদের জন্য স্ত্রী ও সন্তানগণকে দায়ী করিয়া তাহাদিগকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইলেন। এই উপলক্ষেই ফরমান আসিল : اِنَّ تَغْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ এবারে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক থাক।

মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ আল ফরিয়াবী হইতে মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহিয়া (র) সূত্রে ইমাম তিরমিযী (র)-ও ইহা বর্ণনা করেন। তিনি বর্ণনাটিকে হাসান সহীহ বলিয়াছেন।

ইসরাঈলের সূত্রে ইমাম ইব্ন জারীর ও তাবারানী (র) উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম ইকরামাও অনুরূপ বর্ণনা করেন।

اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ - وَاللّٰهُ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ তোমাদের মাল ও আওলাদ দান করা হয় তোমাদিগকে পরীক্ষা করার জন্য। কে উহার মায়ায় পাপে লিপ্ত হয় আর কে উহার মায়ার উপর আল্লাহর আনুগত্যকে প্রাধান্য দেয় তাহাই পরীক্ষা করা হয়। শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তো কিয়ামতে আল্লাহর কাছে পাইবে। সুতরাং তোমাদের দৃষ্টি সেদিকেই নিবদ্ধ থাকা চাই। আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন :

زِيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاْبِ -

অর্থাৎ পরীক্ষার স্বরূপ মানুষের জন্য স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তূপ, আকর্ষণীয় অশ্ব ও গৃহপালিত জীব ও ক্ষেত খামারের ফল-ফসলের মায়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। এইগুলি হইল পার্থিব সীমিত জীবনের সম্বল। অথচ স্থায়ী জীবনের সম্মানের আশ্রয়স্থল তো আল্লাহর নিকটই রহিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) আবু বুরাইদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন : “রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুতবা দিতেছিলেন। এমন সময় হাসান ও হুসাইন (রা) আসিলেন। তাহাদের উভয়ের দেহে লাল জামা ছিল। দু’জনই শিশু ছিলেন। কোনমতে হেলিয়া দুলিয়া হাঁটিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিকে আসিতেছিলেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি তাহাদের উপর পড়িল। তিনি মিস্বার হইতে নামিয়া তাহাদিগকে তুলিয়া নিলেন এবং নিজের সামনে নিয়া বসাইলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তা’আলা সত্য এবং তাঁহার রাসূলও সত্য বলিয়াছেন যে, “মাল ও আওলাদ ফিতনা। ইহাদিগকে হেলিয়া দুলিয়া উঠিয়া পড়িয়া আগাইতে দেখিয়া ধৈর্য ধরা সম্ভব হইল না। তাই খুতবা বন্ধ করিয়া তুলিয়া আনিতে হইল।”

সুনান প্রণেতাগণ হুসাইন ইব্ন ওয়াকিদদের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব। আমরা শুধু এই একটি সূত্রেই হাদীসটি জানিতে পাই।

ইমাম আহমদ (র) আশআছ ইব্ন কায়স (রা) হইতে বর্ণনা করেন : “কিন্দা গোত্রের প্রতিনিধি দলের সহিত আমিও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে হাযির হইলাম। তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন, তোমার কি কোন ছেলে মেয়ে রহিয়াছে? আমি জবাব দিলাম; হ্যাঁ, এখানে আসার প্রাক্কালে আমার একটি ছেলে হইয়াছে। হায়! উহার বদলে যদি কোন হিংস্র জানোয়ার হইত। তিনি বলিলেন, খবরদার, এরূপ বলিও না। সন্তান আঁখি ঠাণ্ডা করে। যদি সে মারা যায় তাহা হইলে সওয়াব মিলে। তারপর বলেন, কেহ ইহার ফলে ভগ্নহৃদয়ে ও দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়।” এই হাদীসটি একমাত্র ইমাম আহমদই সংকলন করিয়াছেন।

হাফিজ আবু বকর বায্য়ার (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, সন্তান অন্তরের কামনার ফসল। উহা মানুষকে কাপুরুষ বানায়, দুঃখ দেয় ও কৃপণ বানায়।

অতঃপর আল বায্য়ার (র) বলেন : এই সূত্র ভিন্ন অন্য কোন সূত্রে এ হাদীসটি আমার জানা নাই।

তাবারানী (র) আবু মালিক আল আশআরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন : “রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তোমার শত্রু শুধু সেই লোকই নহে, যে কুফরীর উপর দৃঢ় থাকিয়া তোমার বিরুদ্ধে লড়াই করিতে আসিয়াছে। কারণ, তুমি যদি তাহাকে হত্যা

কর, তাহা হইলে তাহা তোমার জন্য সাফল্য সৃষ্টি করিবে। আর সে যদি তোমাকে হত্যা করে তাহা হইলে তো তুমি নির্ঘাত জান্নাতী হইবে। অতঃপর তিনি বলেন, তোমার শত্রু তো তোমার সেই সন্তান যে তোমার ওরসে জন্ম নিয়া তোমার শত্রু হইয়াছে। অতঃপর বলেন, যাহাদের দায়িত্ব তোমার উপর সেই পরিবার-পরিজনদের ব্যাপারে সতর্ক থাক, তাহাদিগকে আল্লাহর আযাব হইতে বাঁচাও।”

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ অর্থাৎ সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় করিয়া চলার জন্য আপ্রাণ প্রয়াসী হও।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আমি তোমাদিগকে যে নির্দেশ দান করি, সাধ্যমত তাহা পালন কর এবং যাহা নিষেধ করি তাহা হইতে বিরত থাক।

যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) হইতে ইমাম মালিক (র) বর্ণনা করেন যে, কোন কোন তাফসীরকার বলিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতটি সূরা আলে ইমরানের নিম্ন আয়াতটি মানসূখ করিয়াছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেভাবে ভয় করা উচিত সেভাবে ভয় কর।

অর্থাৎ বর্তমান আয়াতে বলা হইয়াছে, তোমাদের সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর।

ইব্ন আবু হাতিম (র) সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) হইতে বর্ণনা করেন : যখন হাতিম (র) আয়াতটি নাযিল হইল তখন মানুষ এত ঘাবড়াইয়া গেল যে, নামাযে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়াইয়া থাকিত যাহাতে পদদ্বয় ভারী হইয়া যাইত। তেমনি তাহারা এত লম্বা সিজদা দিত যে, কপালে ঘা হইয়া যাইত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিয়া তাহাদের কাজ সহজ করিয়া দিলেন। পূর্ব আয়াত মানসূখ হইল।

আবুল আলীয়া, যায়েদ ইব্ন আসলাম, কাতাদা, রবী ইব্ন আনাস, সুদী ও মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের ফরমাবরদার হইয়া যাও। তাঁহাদের নির্দেশের এক চুল পরিমাণ ব্যতিক্রম করিও না। উহা হইতে বিন্দুমাত্র ডানে কি বামে অথবা সম্মুখে কিংবা পশ্চাতে যাইও না। যাহা তাঁহারা আদেশ করেন তাহা পালন কর ও যাহা নিষেধ করেন তাহা বর্জন কর।

وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ পাক তোমাদিগকে যে রিয়ক দান করিয়াছেন উহা হইতে তোমাদের আপনজন, ফকীর, মিসকীন ও অভাবী লোকদের জন্য

ব্যয় কর। আল্লাহ্ পাক তোমাদের উপর যেরূপ ইহসান করিয়াছেন তোমরাও সৃষ্টিকুলের উপর সেরূপ ইহসান কর। উহা তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ বহিয়া আনিবে। পক্ষান্তরে উহা যদি না কর তাহা হইলে দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের অকল্যাণ দেখা দিবে।

وَمَنْ يُؤَقِّ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ এই আয়াতের তাফসীর সূরা হাশরে সবিস্তারে করা হইয়াছে। আয়াতের তাৎপর্য সংশ্লিষ্ট সকল হাদীস সেখানে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এখানে উহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। (সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা শুধু আল্লাহ্ তা'আলার জন্য।)

ان تَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ অর্থাৎ যখন তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করিবে আল্লাহ্ তখন তোমাদিগকে উহার কয়েকগুণ বিনিময় দান করিবেন। তোমরা গরীব-মিসকীনকে যাহা দান করিবে উহা আল্লাহ্কে কর্জ দান করার শামিল হইবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে :

“আল্লাহ্ তা'আলা প্রশ্ন করেন, তোমাদের ভিতর কোন ব্যক্তি এমন কাহাকেও কর্জ দিতে পার যিনি জালিম নহেন, দরিদ্র নহেন এবং সর্বহারাও নহেন ? পরন্তু তিনি তোমাদিগকে বহুগুণে বাড়াইয়া উহা ফেরত দিবেন।”

সূরা বাকারায়ও বলা হইয়াছে :

فِيضَاعْفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা উহার বিনিময় বহুগুণ বাড়াইয়া তাহাকে দান করিবেন।

وَيَغْفِرْ لَكُمْ অর্থাৎ উহার সাথে সাথে তিনি তোমাদিগকে ক্ষমাও করিবেন। উহা তোমাদের পাপের কাফ্ফারা হইবে।

وَاللّٰهُ شَكُورٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তো গুণের কদর করিয়া থাকেন। অল্প দানের বিনিময়ে প্রচুর প্রতিদান দিয়া থাকেন।

حَلِيمٌ অর্থাৎ তিনি অসীম ধৈর্যশীল। তিনি ভুল-ত্রুটি ও গুনাহ খাতা উপেক্ষা করেন, ক্ষমা করেন, উহা দেখিয়াও দেখেন না।

عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ অর্থাৎ তিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল কিছুই ভালভাবে জানেন। তিনি সর্বত্র আধিপত্য বিস্তারকারী ও সর্বাধিক বিজ্ঞ। এই আয়াতের তাফসীর পূর্বে বহুবার করা হইয়াছে। আল্লাহ্র জন্য উৎসর্গিত।

সূরা তালাক

১২ আয়াত, ২ রুকু, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تَخْرَجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝

১. হে নবী! তোমরা যখন তোমাদিগের স্ত্রীগণকে তালাক দিতে ইচ্ছা কর
উহাদিগকে তালাক দিও ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং তোমরা ইদ্দতের হিসাব
রাখিও এবং তোমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করিও। তোমরা উহাদিগকে
উহাদিগের বাসগৃহ হইতে বহিষ্কার করিও না এবং উহারাও যেন বাহির না হয়,
যদি না তাহারা লিগু হয় স্পষ্ট অশ্লীলতায়। এইগুলি আল্লাহর নির্ধারিত সীমা, যে
আল্লাহর সীমালংঘন করে সে নিজেরই উপর অত্যাচার করে। তুমি জানো না,
হয়তো আল্লাহ ইহার পর কোন উপায় করিয়া দিবেন।

তাফসীর : এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম সম্মানার্থে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে
সম্বোধন করিয়াছেন। অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ে উম্মতদেরকে সম্বোধন করিয়া তালাকের
মাসআলা বুঝাইবার জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ হে নবী! তোমরা
যখন তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দিতে ইচ্ছা কর, উহাদিগকে তালাক দিও ইদ্দতের
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া।

ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—২০

ইবন আবু হাতিম (র) আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত হাফসা (রা)-কে তালাক প্রদান করেন। ফলে তিনি পিত্রালয়ে চলিয়া আসেন। সেই প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা **يَأْتِيهَا النَّبِيُّ** এই আয়াত নাযিল করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলা হইল যে, আপনি তাকে পুনরায় স্ত্রীরূপে গ্রহণ করুন। কারণ সে পাকা নামাযী ও পাকা রোযাদার। দুনিয়াতেও সে আপনার স্ত্রী, জান্নাতেও আপনার স্ত্রী থাকিবে। উল্লেখ্য, বিভিন্ন সনদ দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত হাফসা (রা)-কে তালাক দিয়া পরে আবার রজ'আত (তালাক প্রত্যাহার করা) করিয়াছিলেন।

ইমাম বুখারী (র) সালিম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সালিম (র) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি তাঁহার এক স্ত্রীকে ঋতুকালে তালাক প্রদান করিয়াছেন। উমর (রা) এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কানে দিলে তিনি রাগান্বিত হইয়া বলেন : “যাও তাহাকে বল, সে যেন রজ'আত করিয়া স্ত্রীকে রাখিয়া দেয়। অতঃপর যখন ঋতু হইতে পাক হইয়া আবার ঋতুবতী হইবে এবং পাক হইয়া যাইবে তখন যদি ইচ্ছা হয় তো পবিত্রাবস্থায় সহবাস না করিয়া তালাক প্রদান করে। এই সেই ইদ্দত, আল্লাহ তা'আলা যাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এই কথাটি বুখারী শরীফে এইভাবে বলা হইয়াছে যে, এই সেই ইদ্দত স্ত্রীদিগকে যাহাতে তালাক দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ করিয়াছেন। হাদীসের বহু কিতাবে অসংখ্য সনদে এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

আ'মাশ (র) আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে আব্দুল্লাহ (রা) বলেন : **فَطَلَّقُوهُنَّ بِعِدَّتِهِنَّ** অর্থাৎ তোমরা স্ত্রীগণকে সেই তুহরে তালাক দাও যাহাতে সহবাস করা হয়নি।

ইবন উমর (রা), আতা, মুজাহিদ হাসান ইবন সীরীন, কাতাদা, মায়মূন ইবন মিহরান এবং মুকাতিল ইবন হায়য়ান (র) হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। ইকরিমা এবং যাহ্‌হাক হইতেও একটা বর্ণনা এইরূপ পাওয়া যায়।

আলী ইবন আবু তালহা (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন, **فَطَلَّقُوهُنَّ بِعِدَّتِهِنَّ** অর্থাৎ স্ত্রীকে ঋতু অবস্থায় এবং যেই তুহরে সহবাস করা হইয়াছে তাহাতে তালাক দেওয়া যাইবে না। যদি তালাক দিতে হয়, তাহলে পুনরায় যখন ঋতু হইয়া পাক হইয়া যায় তখন এক তালাক দিলে তালাক দেওয়া যায়।

ইকরিমা (র) বলেন **عِدَّةٌ** অর্থ তুহর এবং **قُرْءٌ** অর্থ হায়েয। আর সেই তুহরে তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ, যাহাতে সহবাস করা হইয়াছে। ফলে একথা অস্পষ্ট যে, মহিলা গর্ভবতী কিনা।

এই আয়াত হইতেই মুজতাহিদগণ তালাকের আহকাম আহরণ করিয়াছেন এবং তালাককে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

সুন্নত তালাক ও বিদআত তালাক। সুন্নত তালাক হইল ঋতু বন্ধ হইবার পর সহবাস না করিয়া পবিত্রাবস্থায় তালাক দেওয়া কিংবা গর্ভাবস্থায় তালাক দেওয়া; যে গর্ভ স্পষ্ট বুঝা যায়। আর বিদআত তালাক হইল ইহার বিপরীত। অর্থাৎ ঋতু অবস্থায় কিংবা যেই তুহরে স্ত্রী-সহবাস করা হইয়াছে সেই তুহরে তালাক দেওয়া।

উল্লেখ্য যে তালাকের আরো একটি প্রকার রহিয়াছে। উহা সুন্নতও নহে, বিদআতও নহে। উহা হইল, অপ্রাপ্ত বয়স্কা না বালিগা স্ত্রীকে এবং সেই স্ত্রীকে তালাক দেওয়া যাহার ঋতু হইবার বয়স পার হইয়া গিয়াছে কিংবা যেই স্ত্রীর সহিত বিবাহের পর এখনো সহবাস করা হয়নি তাহাকে তালাক দেওয়া। এই বিষয়ে ফিকহের কিতাবসমূহে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে।

وَأَخْصُوا الْعِدَّةَ অর্থাৎ ইদত কখন শুরু হয় এবং কখন শেষ হয় ভালোভাবে হিসাব রাখিতে হইবে। এমন যেন না হয়, যে ইদত অযথা দীর্ঘ হওয়ার কারণে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করার ব্যাপারে স্ত্রীর বিলম্ব হইয়া যায়।

وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ অর্থাৎ এইসব বিষয়ে তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় কর।

وَلَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ অর্থাৎ তালাকের ইদত পালনকালে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা স্বামীর দায়িত্বে। সুতরাং সেই সময়ের মধ্যে স্ত্রীকে বাহির করিয়া দেওয়া স্বামীর জন্য বে-আইনী। আবার স্বামীকে তাহার দায়িত্ব আদায় করিবার সুযোগ প্রদানার্থে স্ত্রীও চলিয়া যাইতে পারিবে না। কারণ স্ত্রী চলিয়া গেলে স্বামী তাহার দায়িত্ব পালন করিবে কি করিয়া?

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ অর্থাৎ আসল বিধান তো হইল স্ত্রীকে তাহার বাসগৃহ হইতে বাহির হইতে পারিবে না। কিন্তু যদি স্ত্রী স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। তাহলে তাহা হইলে স্ত্রীকে বিদায় করিয়া দেওয়া স্বামীর জন্য বৈধ। 'স্পষ্ট অশ্লীলতার' মধ্যে ব্যভিচারও অন্তর্ভুক্ত। যেমন : ইব্ন মাসউদ, ইব্ন আব্বাস (রা) সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, শা'বী, হাসান ইব্ন সীরীন, মুজাহিদ, ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আবু কিলাবা, আবু সালিহ, যাহ্বাক, যায়েদ ইব্ন আসলাম, আতা খুরাসানী, সুদ্দী, সাঈদ ইববে আবু হিলাল (র) প্রমুখ এইমত পোষণ করিয়াছেন।

তাহা ছাড়া স্বামীর সহিত দুর্ব্যবহার, স্বামীর অবাধ্যতা এবং আচার-আচরণে স্বামীর মাতা-পিতা ও অন্যদেরকে কষ্ট দেওয়া 'স্পষ্ট অশ্লীলতার' শামিল। এইমতের সপক্ষে রহিয়াছেন উবাই ইব্ন কা'ব, ইব্ন আব্বাস (রা), ইকরিমা (র) প্রমুখ।

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
হইল আল্লাহ্র বিধান। যেই ব্যক্তি আল্লাহ্র বিধান লংঘন ও অমান্য করিয়া মানব রচিত
অন্য কোন বিধান গ্রহণ করিবে সে নিজেই উপর অত্যাচার করিল। অর্থাৎ আল্লাহ্র
বিধান অমান্য করা আর নিজেই নিজের মাথায় আঘাত করা সমান কথা।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا
অর্থাৎ তালাকের পর ইদ্দত
পালনের সময়ে স্ত্রীকে স্বামীর ঘরে অবস্থান করিবার বিধান এইজন্য দেওয়া হইল যে,
হইতে পারে এই সময়ের মধ্যে স্বামীর মনোভাব পরিবর্তন হইয়া যাইবে; তালাক
দেওয়ার কারণে অনুতপ্ত হইবে এবং তালাক প্রত্যাহার করিয়া পুনরায় ঘর-সংসার
করিবার ইচ্ছা জাগ্রত হইবে। এমতাবস্থায় স্ত্রী স্বামীর ঘরে থাকিলে এই সব সহজে
আঞ্জাম দেওয়া যাইবে।

যুহরী (র) উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ্র সূত্রে ফাতিমা বিনতে কায়স (রা) হইতে
বর্ণনা করেন যে, ফাতিমা বিনতে কায়স (রা) বলেন : لَعَلَّ اللَّهَ
হইল রজ'আত বা তালাক প্রত্যাহার। শাবী, আতা, কাতাদা, যাহ্‌হাক, মুকাতিল ইব্ন
হায়য়ান ও সুফিয়ান সওরী (র)-ও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

এই আয়াতের ভিত্তিতে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)-সহ অনেকের মত হইল যে,
যেই তালাকের পর স্ত্রীর সহিত রজ'আত করিবার অধিকার থাকিবে না, সেইরূপ
তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ভরণ-পোষণ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা স্বামীর জন্য ওয়াজিব নয়।
ফাতিমা বিনতে কায়স ফিহরিয়া সম্পর্কিত হাদীস দ্বারা তাঁহারা প্রমাণ পেশ করিয়া
থাকেন। হাদীসটি নিম্নরূপ :

আবু আমর ইব্ন হাফস (রা) তাঁহার স্ত্রী ফাতিমা বিনতে কায়স ফিহরিয়াকে একত্রে
তিন তালাক প্রদান করেন। তখন তিনি ইয়ামানে অবস্থান করিতেছিলেন। সেথা হইতে
তিনি দূত মারফত তালাকনামা প্রেরণ করেন। দূতের সংগে তিনি সামান্য কিছু যবও
পাঠাইয়া দেন। ইহাতে ফাতিমা বিনতে কায়স রাগান্বিত হইয়া যান। দূত বলিলেন :
রাগ করিতেছ কেন? তোমাকে খোরপোষ প্রদান করাতো আমাদের দায়িত্ব নহে।
অতঃপর মহিলাটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া নালিশ করিলে রাসূলুল্লাহ (সা)
বলিলেন : 'ঠিকই তোমার খোরপোষ তাহার দায়িত্ব নহে।' মুসলিম শরীফে ইহাও আছে
যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : "তোমার বসবাসের ব্যবস্থা করাও তাহার দায়িত্ব
নহে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথমে তাহাকে উম্মে শরীফের ঘরে ইদ্দত পালন
করিবার নির্দেশ প্রদান করিয়া আবার বলিলেন : "উম্মে শরীফের ঘরে তো আমার
সাহাবীরা আসা-যাওয়া করে। আচ্ছা, তুমি ইবন উম্মে মাকতূমের কাছে ইদ্দত পালন
কর। সে অন্ধ মানুষ। তুমি সেখানে স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে পারিবে।"

ইমাম আহমদ (র) আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমির (রা) বলেন, একদা আমি মদীনায়ায় আগমন করি। তখন ফাতিমা বিনতে কায়স (রা) আসিয়া আমার নিকট বর্ণনা করিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমলে তাহার স্বামী তাহাকে তালাক দিয়া দেয়। ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে সে বলিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার স্বামীকে কোন এক অভিযানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পর তাহার ভাই আসিয়া আমাকে বলিল যে, (তোমার স্বামী তোমাকে তালাক দিয়াছে) তুমি ঘর ছাড়িয়া চালিয়া যাও। আমি বলিলাম, কেন আমি তো ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান পাওনা আছি। সে বলিল, না, তাহা তুমি পাইবে না। তখন নিরুপায় হইয়া আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া ঘটনাটি জানাই। রাসূলুল্লাহ (সা) আমার স্বামীর ভাইকে ডাকিয়া ঘটনাটি জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, হুযূর! আমার ভাই তো তাহাকে একত্রে তিন তালাক প্রদান করিয়াছে। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : শোন হে কায়স গোত্রের মেয়ে! স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা স্বামীর জন্য তখনই ওয়াজিব হইবে যখন তালাকের পর স্বামীর রজ'আত করিবার সুযোগ থাকে। অতএব যদি রজ'আতের সুযোগ না থাকে তাহা হইলে স্ত্রীর স্বামীর নিকট খোরপোষ ও বাসস্থান কিছুই পাইবে না। এখন তুমি স্বামীর ঘর ছাড়িয়া আসিয়া অমুক মহিলার কাছে থাক। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, না, তাহার ঘরে তো আমার সাহাবীরা আসা-যাওয়া করে, ঠিক তুমি ইব্ন উম্মে মাকতূমের ঘরে থাক। সে অন্ধ বিধায় তোমাকে দেখিতে পাইবে না....।

আবুল কাসিম তাবারানী (র)..... আমির শাবী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমি একদিন যাহ্‌হাক ইব্ন কায়স কুরায়শীর বোন ও আবু আমর ইব্ন হাফস ইব্ন মুগীরা মাখযামীর স্ত্রী ফাতিমা বিনতে কায়স (রা)-এর কাছে গেলাম। তখন সে আমাকে বলিল যে, আবু আমর ইব্ন হাফস হঠাৎ করিয়া একদিন আমার নিকট আমার তালাকনামা প্রেরণ করে। তখন তিনি যুদ্ধ অভিযানে ইয়ামান অবস্থান করিতেছিলেন। আমি তখন তাহার অভিভাবকের কাছে খোরপোষ ও বাসস্থান দাবী করি। তাহারা বলিল, না, তোমার স্বামী এই বাবদ আমাদের কাছে কিছু পাঠানও নাই এবং কিছু বলেনও নাই। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া বলিলাম যে, হে আল্লাহর রাসূল! (আমার স্বামী) আবু আমর ইব্ন হাফস আমার কাছে আমার তালাকনামা প্রেরণ করে। ফলে আমি তাহার অভিভাবকদের কাছে ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান দাবী করিলে তাহারা বলিল যে, সে তো এই যাবত আমাদের কাছে কিছু পাঠান নাই। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : “স্ত্রী খোরপোষ ও বাসস্থান তো তখনই পাইবে যখন স্বামীর রজ'আত করিবার সুযোগ থাকিবে। অতএব যদি রজ'আতের সুযোগ না থাকে তাহা হইলে স্ত্রীর খোরপোষ ও বাসস্থান প্রদান করা স্বামীর জন্য ওয়াজিব নহে।”

ইমাম নাসায়ী (র) সাঈদ ইব্ন ইয়াযীদের সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

(২) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۗ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝

(৩) وَ يَرْزُقُهُ مِمَّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ وَمَن يَتَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝

২. উহাদিগের ইদ্দত পূরণের কাল আসন্ন হইলে তোমরা যথাবিধি উহাদিগকে রাখিয়া দিবে, না হয় উহাদিগকে যথাবিধি পরিত্যাগ করিবে এবং তোমাদিগের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখিবে; আর তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দিও। ইহা দ্বারা তোমাদিগের মধ্যে যে কেহ আখিরাতে বিশ্বাস করে তাহাকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে; যে কেহ আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তাহার পথ করিয়া দিবেন,

৩. এবং তাহাকে তাহার ধারণাতীত উৎস হইতে দান করিবেন রিয্ক। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তাহার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; আল্লাহ তাহার ইচ্ছা পূরণ করিবেনই; আল্লাহ সমস্ত কিছুর জন্য স্থির করিয়াছেন নির্দিষ্ট মাত্রা।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, ইদ্দত পালনকারী মহিলার ইদ্দতের মেয়াদ যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিবে; তখন স্বামীর কর্তব্য হইল দুই পদক্ষেপের যে কোন একটা গ্রহণ করা। হয়ত বিধিসম্মত উপায়ে তালাক প্রত্যাহার করিয়া তাহাকে পুনরায় স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিবে এবং রীতিমত তাহাকে লইয়া ঘর-সংসার করিবে কিংবা কোন প্রকার কটু কথা না বলিয়া গালিগালাজ না করিয়া, ধিক্কার না দিয়া ভদ্রতার সহিত তাহাকে বিদায় করিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ ۗ অর্থাৎ তালাক প্রত্যাহার করিবার সিদ্ধান্ত নিতে হইলে তখন দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখিতে হইবে।

যেমন : আবু দাউদ ও ইবন মাজাহ্ (র) বর্ণনা করেন যে, ইমরান ইবন হুসায়ন (রা)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল, যে স্ত্রীকে তালাক প্রদান করিয়া পুনরায় স্ত্রীর সহিত সহবাস করে কিন্তু তালাক বা রজ'আত কোনটির সময়ই কোন সাক্ষী রাখে নাই। উত্তরে ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) বলিলেন : এইভাবে তালাক

দেওয়াও সুন্নত পরিপন্থী, রজ'আত করাও সুন্নত পরিপন্থী। তালাক ও রজ'আত উভয়টির সময়ই সাক্ষী রাখা আবশ্যিক। এই ধরনের সুন্নত পরিপন্থী কাজের পুনরাবৃত্তি যেন আর না হয়।

ইবন জুরাইজ (র) বলেন, আতা (র) বলিতেন : দুইজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ, তালাক রজ'আত কোনটিই জায়েয নহে। তবে বিশেষ কোন ওয়র থাকিলে তাহা ভিন্ন কথা।

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ **ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ** তা'আলা বলিতেছেন : এই যে আমি তোমাদিগকে সাক্ষী রাখিবার এবং সত্য সাক্ষ্য প্রদানের নির্দেশ দিলাম; উহা সেই ব্যক্তিই পালন করিবে, যে আল্লাহ্‌ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্র শরীয়াতের পাবন্দী করে, পরকালে আল্লাহ্র শাস্তিকে ভয় করে।

এই আয়াতের ভিত্তিতে ইমাম শাফিয়ী (র) বলেন : বিবাহের সময় যেমন সাক্ষী রাখা ওয়াজিব তেমনি রজ'আতের সময়ও সাক্ষী রাখা ওয়াজিব। একদল আলিমও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। আর যাঁহারা এই মতের সপক্ষে রহিয়াছেন তাহারা বলেন যে, রজ'আতের কথাটি স্পষ্টভাবে মুখে বলিয়া দিতে হইবে। অন্যথায় অন্যরা সাক্ষী থাকিবে কেমন করিয়া? অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন :

অর্থাৎ **وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ** যে আল্লাহ্র আদেশ ও নিষেধের ব্যাপারে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া চলিবে অর্থাৎ আল্লাহ্র আদেশ পালন করিবে ও নিষিদ্ধ কাজ হইতে বিরত থাকিবে। আল্লাহ্‌ তাহার সকল সমস্যা সমাধান করিয়া দিবেন এবং তাহাকে এমন রিয়ক দান করিবেন যে, সে নিজেই ঠিক পাইবে না যে, উহা কোন্‌ দিক হইতে আসিয়াছে। এমনকি তা তাহার কল্পনায়ও জাগ্রত হইবে না।

ইমাম আহমদ (র)আবূযর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূযর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) একদিন আমাকে **وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ** এই আয়াতটি পাঠ করিয়া শুনাইতে ছিলেন। শেষে তিনি বলিলেন : “হে আবূ যর! সকল মানুষই যদি এই আয়াতটির উপরই আমল করিত তাহা হইলে আর কোন কিছুই প্রয়োজন হইত না।” আবূ যর (রা) বলেন, ইহার পর রাসূলুল্লাহ্‌ বারবার এই আয়াতটি পাঠ করিতে লাগিলেন। এমনকি আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন : হে আবূযর! যখন তোমাকে মদীনা হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে তখন তুমি কি করিবে? আমি বলিলাম, তখন ইহার চেয়ে আরো প্রশস্ত ও বরকতময় স্থানে গিয়া মক্কার কবুতর সমূহের একটি কবুতর হইয়া বসবাস করিব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন : যখন মক্কা হইতে ও বাহির করিয়া দেওয়া হইবে; তখন কি করিবে?” আমি বলিলাম, তখন দেশে চলিয়া যাইব। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন : যখন সেখান হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে তখন? আমি বলিলাম, সেই সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছি,

যিনি আপনাকে সত্য নবী করিয়া দুনিয়াতে পাঠাইয়াছেন; তখন আমি কাঁধে তরবারী ঝুলাইয়া যাহা প্রয়োজন হয় তাহাই করিব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : আমি কি তোমাকে ইহা অপেক্ষা আরো উত্তম পন্থা বলিয়া দিব কি? আমি বলিলাম, হুয়ূর! ইহার অপেক্ষাও ভালো পন্থা আর কি হইতে পারে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : “শাসকের কথা মানিয়া চলিবে ও আনুগত্য করিবে। যদিও হয় সে হাবশী ক্রীতদাস।”

ইব্ন আবু হাতিম (র) শিঙ্গির ইব্ন শাকল হইতে বর্ণনা করেন যে, শিঙ্গির (র) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, কুরআনের মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক অর্থবোধক আয়াত হইল **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ الْخ** এবং স্বচ্ছলতার দিক হইতে সবচেয়ে বড় আয়াত হইল **وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ الْخ**

ইমাম আহমদ (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “যেই ব্যক্তি বেশী পরিমাণে ইস্তিগফার করিবে; আল্লাহ তা’আলা তাহাকে যে কোন পেরেশানী হইতে মুক্ত রাখিবেন এবং সর্বপ্রকারের অস্বচ্ছলতা দূর করিয়া স্বচ্ছলতা দান করিবেন এবং তাহাকে তাহার ধারণাতীত রিয়্ক দান করিবেন।”

আলী ইব্ন আবু তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) **وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ الْخ** এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করিবে, আল্লাহ তা’আলা তাহাকে দুনিয়া ও আখিরাতের যে কোন বিপদ হইতে মুক্ত রাখিবেন।

রবী ইব্ন খুছাইম (র) বলেন : **يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا** অর্থ- মানুষের জন্য কষ্টকর যে কোন বিষয় হইতে আল্লাহ তাহাকে রক্ষা করিবেন।

ইকরিমা (র) বলেন : তালাকের ব্যাপারে যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান মানিয়া চলিবে; আল্লাহ তা’আলা তাহার পথ খুলিয়া দিবেন। ইব্ন আব্বাস (র) এবং যাহ্‌হাক (র) হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইব্ন মাসউদ (রা) ও মাসরুক (র) বলেন : যেই ব্যক্তি এই বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা’আলা ইচ্ছা করিলে দিতে পারেন আবার ইচ্ছা করিলে ছিনাইয়া নিতে পারেন, আল্লাহ তা’আলা তাহার জন্য পথ খুলিয়া দেন এবং তাহাকে এমনভাবে জীবিকা দান করেন যে, সে টেরও পায় না।

কাতাদা (র) বলেন : এই আয়াতের অর্থ হইল, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করিবে; আল্লাহ তা’আলা তাহাকে যাবতীয় দ্বিধা-সন্দেহ এবং মৃত্যু যন্ত্রণা হইতে মুক্তি দান করিবেন এবং তাহাকে তাহার আশাতীত রিয়্ক দান করিবেন।

সুদী (র) বলেন : এইখানে আল্লাহকে ভয় করিবার অর্থ হইল, সুন্নত অনুযায়ী তালাক দেয়া এবং সুন্নত অনুযায়ী রজ’আত করা।

হযরত আওফ ইব্ন মালিক আশজায়ী (রা)-এর এক ছেলেকে কাফিররা বন্দী করিয়া লইয়া যায় এবং কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখে। ফলে আওফ ইব্ন মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া ছেলের বন্দীর ও কাফির কর্তৃক নির্যাতনের ঘটনাটি বর্ণনা করিতেন আর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া ধৈর্যধারণ করিবার উপদেশ প্রদান করিয়া বলিতেন, চিন্তা করিও না অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য একটি ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।” ইহার অল্প কিছুদিন পরই ছেলেটি কাফিরের হাত হইতে ছুটিয়া আসিয়া উহাদিগের অনেকগুলি ছাগল লইয়া বাপের কাছে চলিয়া আসে। সুন্দীর ধারণা মতে তখনই **وَمَنْ يُّتَّقِ اللَّهَ** এই আয়াতটি নাযিল হয়।

ইমাম আহমদ (র)ছাওবান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ছাওবান (রা) বলেন : “রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : মানুষ গুনাহের কারণে রিয়ক হইতে বঞ্চিত হয়। দু'আ ব্যতীত কোন কিছুই তাকদীর খণ্ডন করিতে পারে না এবং আয়ু বৃদ্ধি করিতে পারে কেবল সৎকর্ম ও আত্মীয়তা বজায় রাখা।”

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : মালিক আশজায়ী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া ছেলের বন্দী সম্পর্কে অবহিত করিলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : “তোমার ছেলের কাছে এই সংবাদ পাঠাও যে, রাসূলুল্লাহ (সা) অধিক পরিমাণ লা-হাওলা পড়িবার জন্য তোমাকে নির্দেশ দিতেছেন।” কাফিরা তাহাকে রশি দ্বারা বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু একদিন আপনা আপনিই তাহার হাতের বাঁধন খুলিয়া যায়। ফলে সে ছুটিয়া পালাইয়া আসে। পথিমধ্যে কাফিরদের একটি উষ্ট্রী পাইয়া তাহাতে আরোহণ করিয়া সে রওয়ানা করে। আরো অধসর হইয়া আরো কতিপয় উট পাইয়া পালসুদ্ধ সমস্ত উট সংগে করিয়া বাড়িতে চলিয়া আসে। বাড়ি পৌঁছিয়া দরজায় আওয়াজ দেওয়ার সংগে সংগে তাহার পিতা বলিল, শপথ আল্লাহর! আমার আউফ আসিয়া গিয়াছে। তাহার মা বেদনার নিঃশ্বাস ছাড়িয়া তাহা হয় কি করিয়া সে তো শত্রুদের হাতে বন্দী। অতঃপর সকলে দরজা খুলিয়া দেখিতে পাইল যে, আউফ দরজায় দাঁড়াইয়া। আর উঠান ভরা অনেকগুলি উট। অতঃপর স্থির হইয়া সে সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করিল। শুনিয়া পিতা বলিল, তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি উটের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মাসআলাটি জিজ্ঞাসা করিয়া আসি। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছেলের এবং উটের কাহিনী বর্ণনা করিয়া শুনাইলেন। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন “এই সবই তোমার সম্পদ। তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার।” এই প্রসংগে **وَمَنْ يُّتَّقِ اللَّهَ** আয়াতটি নাযিল হয়। [ইব্ন আবু হাতিম (র)]

ইবন আবু হাতিম (র)..... ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে গ্রহণ করে তাহার সকল সমস্যার সমাধানের জন্য তিনিই যথেষ্ট হইয়া যান। এবং তাহাকে তাহার ধারণাতীত রিয়ক দান করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া শুধু দুনিয়ার পিছনে লাগিয়া যায়, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে দুনিয়ারই হাতে সোপর্দ করেন।”

ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—২১

ইমাম আহমদ (র).....আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) একদিন বাহনের উপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিছনে বসা ছিলেন। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, বৎস! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখাইয়া দিই। তুমি আল্লাহকে (অর্থাৎ আল্লাহর বিধানকে) হেফাজত কর, আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করিবেন। আল্লাহকে হেফাজত কর; তাহা হইলে তাহাকে তুমি তোমার চোখের সামনে দেখিতে পাইবে, যখন কিছু প্রার্থনা করিবে তো আল্লাহরই নিকট প্রার্থনা করিও আর যখন সাহায্যের প্রয়োজন হইবে তো আল্লাহর শরণাপন্ন হইও। মনে রাখিও, সমস্ত মানুষ একত্রিত হইয়াও যদি তোমার উপকার করিতে চায় আল্লাহর মঞ্জুরী ব্যতীত তাহারা তোমার কোনই উপকার করিতে পারিবে না আর যদি তাহারা তোমার ক্ষতি করিতে চায় তখনও আল্লাহর মঞ্জুরী ব্যতীত কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না। কলম উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছে এবং সহীফা শুকাইয়া গিয়াছে। (অর্থাৎ যখন যাহা হইবার আল্লাহ তাহা নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন।)

ইমাম আহমদ (র)..... আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “যদি কোন ব্যক্তি সমস্যায় পড়িয়া মানুষের শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে প্রবল সম্ভাবনা যে, তাহার সমস্যা আরো বাড়িয়া যাইবে আর যে ব্যক্তি আল্লাহর শরণাপন্ন হয় আল্লাহ তা’আলা তাহার সমস্যা সমাধান করিয়া দেন। হয়ত মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতে নতুবা মৃত্যুর পর আখিরাতে।”

اللَّهِ بِالْعَمْرِ ۖ اর্থاً ۗ আল্লাহ তা’আলা স্বীয় সৃষ্টির মাঝে তাহার ইচ্ছা ও মর্জি অনুযায়ী নিজের যাবতীয় সিদ্ধান্ত রিধান বাস্তবায়ন করিবেনই।

فَدَجَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۖ اর্থاً ۗ আল্লাহ তা’আলা সমস্ত কিছুর জন্য নির্দিষ্ট মাত্রা ও পরিমাপ স্থির করিয়াছেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۖ আল্লাহর নিকট সব কিছুই এক পরিমিত অবস্থায় রহিয়াছে।

(৪) وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْحَيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةٌ ۖ وَآخِرُ الْأَيَّامِ لَمْ يَحِضْنَ ۗ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۝

(৫) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفُرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ۝

৪. তোমাদিগের যে সকল স্ত্রীর ঋতুমতী হইবার আশা নাই তাহাদিগের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করিলে তাহাদিগের ইদ্দতকাল হইবে তিন মাস এবং যাহারা এখনও রজঃস্বলা হয় নাই তাহাদিগেরও এবং গর্ভবতী নারীদিগের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আল্লাহকে যে ভয় করে আল্লাহ তাহার সমস্যা সমাধান করিয়া দিবেন।

৫. ইহা আল্লাহর বিধান যাহা তিনি তোমাদিগের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন, আল্লাহকে যে ভয় করে তিনি তাহার পাপমোচন করিবেন এবং তাহাকে দিবেন মহাপুরস্কার।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, বার্ধক্যের কারণে যে মহিলার ঋতু আসা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তালাকপ্রাপ্ত হইলে তাহা তিন মাস ইদ্দত পালন করিবে। অনুরূপভাবে যেই মেয়েরা এখনও ঋতুবতী হয় নাই তাহাদিগের ইদ্দতও তিন মাস।

انِ ارْتَبْتُمْ (যদি তোমাদের সন্দেহ হয়) এই আয়াতাংশের দুইটি ব্যাখ্যা হইতে পারে। প্রথমত, বার্ধক্যে উপনীত হইবার পর যদি রক্ত দেখা দেয় আর তোমাদের এই সন্দেহ হয় যে, ইহা কি ঋতুর রক্ত না কি রোগের। ইহা পূর্বসূরী এক জামাআতের উক্তি, যেমন মুজাহিদ যুহরী ও ইবন যায়দ (র)। দ্বিতীয়ত, এই ধরনের মহিলাদের ইদ্দতের ব্যাপারে যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে এবং উহা তোমাদের জানা না থাকে তো এখন জানিয়া নাও যে, উহাদিগের ইদ্দত হইল তিন মাস। এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণিত এবং ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটি পছন্দ করিয়াছেন। বস্তুত আয়াতাংশের স্পষ্ট অর্থ ইহাই।

ইব্ন জারীর (র) আবু কুরাইব ও ইব্ন সাযিব (র)..... আমার ইব্ন সালিম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমার ইব্ন সালিম (র) বলেন যে : উবাই ইব্ন কা'ব (রা) একদিন বলিলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! অনেক মহিলাদের ইদ্দত সম্পর্কে তো কুরআনে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। যেমন অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ে বৃদ্ধা ও গর্ভবতী নারী, তখন আল্লাহ তা'আলা وَاللّٰی يَنْسِنَ الْحِجَابِ আয়াতটি নাযিল করেন। এই হাদীস দ্বারা ইব্ন জারীর (র) দলীল পেশ করেন।

ইব্ন আবু হাতিম (র).....উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলেন, আমি বলিলাম যে, হে আল্লাহর রাসূল! মহিলাদের ইদ্দত সম্পর্কে সূরা বাকারার সেই আয়াত নাযিল হইবার পর মদীনার কতিপয় লোকেরা বলিল যে, কিছু মহিলার ইদ্দত সম্পর্কে তো কুরআনে কিছুই বলা হইল না। যেমন অপ্রাপ্ত বয়স্কা, বৃদ্ধা, গর্ভবতী নারী। তখন আল্লাহ তা'আলা وَاللّٰی يَنْسِنَ الْحِجَابِ আয়াতটি নাযিল করেন।

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ অর্থাৎ তালাক প্রাপ্ত হওয়ার সময় কিংবা স্বামীর মৃত্যুকালে যে মহিলা গর্ভবতী থাকে, তাহা হইলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত সে ইদ্দত পালন করিবে। এমনকি তালাক কিংবা মৃত্যুর সামান্য পরেও যদি প্রসব হইয়া যায় তবুও তাহাতে তাহার ইদ্দত শেষ হইয়া যাইবে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গরিষ্ঠসংখ্যক উলামার মত ইহাই। তবে হযরত আলী ও ইব্বন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তাহারা বলিতেন, মহিলা গর্ভবতী হইলে দুই ইদ্দতের যেটি পরে শেষ হইবে উহাই তাহার ইদ্দত অর্থাৎ তিন মাস শেষ হওয়ার পূর্বেই যদি সন্তান প্রসব হয় তাহা হইলে তিন মাস এবং তিন মাসের পূর্বে সন্তান প্রসব না হইলে সন্তান প্রসব হইবে তাহার ইদ্দত।

ইমাম বুখারী (র)..... আবু সালামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আবু সালামা (রা) বলেন, জনৈক ব্যক্তি একদিন হযরত ইব্বন আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রা)-এর নিকট বসা ছিল। হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করিল যে, আচ্ছা বলুন তো, স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশ রাত পর কোন মহিলা সন্তান প্রসব করিলে তাহার ইদ্দতের ব্যাপারে ফতোয়া কি হইবে? উত্তরে ইব্বন আব্বাস (রা) বলিলেন : দুই ইদ্দতের যেটি পরে শেষ হইবে উহা তাহার ইদ্দত। অর্থাৎ এই মহিলাকে তিনমাস ইদ্দত পালন করিতে হইবে। আবু সালামা (রা) বলেন, শুনিয়া আমি বলিলাম, তাহা হয় কি করিয়া? আল্লাহ্ তো বলেন, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ الْح ۚ অর্থাৎ গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দত হইলে গর্ভ প্রসব পর্যন্ত। আবু হুরায়রা (রা) বলিলেন, আমি আমার চাচাতো ভাই আবু সালামার মতে একমত।

অতঃপর এই সমস্যা সমাধানের জন্য ইব্বন আব্বাস (রা) স্বীয় গোলাম ইব্বন কুরায়বকে উম্মে সালামার নিকট প্রেরণ করেন। উম্মে সালামা (রা) বলিলেন : সুবায়আ আসলামিয়া নাম্নী মহিলার স্বামী যখন নিহত হয় তখন সে ছিল গর্ভবতী। স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর তাহার গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ইহার পরই বিবাহের প্রস্তাব আসিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বিবাহ দিয়াছেন। আবু সানাবিলও তাহাদেরই একজন, যে তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব দিয়াছিল।

ইমাম বুখারী (র) এই হাদীসটি সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেও ইমাম মুসলিমসহ অন্য গ্রন্থকাররা অনেক বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)..... মিসওয়াল ইব্বন মাখরামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মিসওয়াল (রা) বলেন সুবায়আ আসলামীর স্বামীর মৃত্যুর কয়েক রাত পরই তাহার গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। অতঃপর নিফাস হইতে পবিত্র হইবার পর বিবাহের প্রস্তাব আসিলে সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিবাহের অনুমতি দিলে তাহার বিবাহ হইয়া যায়।

ইমাম মুসলিম (র)..... উবায়দুল্লাহ ইব্বন আব্দুল্লাহ ইব্বন উতবা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবায়দুল্লাহ ইব্বন আব্দুল্লাহর পিতা উমর ইব্বন আব্দুল্লাহ ইব্বন আরকাম

যুহরীর নিকট এই নির্দেশ লিখিয়া পাঠান, যেন সে সুবায়'আ আসলামিয়ার নিকট যাইয়া তাহার স্বামীর মৃত্যু ও পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কিত হাদীস এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে কী বলিয়াছিলেন তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া আসে। পরবর্তীতে উমর ইব্ন আব্দুল্লাহ নির্দেশদাতার নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করেন যে, সুবায়'আর বক্তব্য অনুযায়ী সে বদরী সাহাবী হযরত সাদ ইব্ন খাওলার স্ত্রী ছিল। বিদায় হজ্জের সময় যখন স্বামী মারা যায় তখন সে গর্ভবর্তী। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর কিছুদিন পরই তাহার পেটের সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। অতঃপর নিফাস হইতে পবিত্র হইবার পরই সাজসজ্জা করিয়া বিবাহের সপ্তাহের অপেক্ষা করিতে থাকে। একদিন আবু সানাবিল ইব্ন বা'কাক তাহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে যে, ব্যাপার কি এত সাজগোছ কেন? মনে হয় বিবাহের অপেক্ষায় রহিয়াছ? কিন্তু আল্লাহর শপথ! চারমাস দশদিন অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তুমি বিবাহ করিতে পার না। সুবায়'আ বলেন, এই কথা শুনিয়া আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া এই ব্যাপারে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন যে, সন্তান প্রসবের সংগে সংগেই তোমার ইদ্দত শেষ হইয়া গিয়াছে। এবং তিনি আমাকে বিবাহের অনুমতি দিলেন।

ইবন আবু হাতিম (র)..... মাসরুক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মাসরুক (র) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) শুনিতে পাইলেন যে, আলী (রা) বলেন, গর্ভবর্তী মহিলার ইদ্দত হইল দুই ইদ্দতের 'যেইটি' পরে শেষ হইবে তাহা শুনিয়া ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন : وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ الخ এই আয়াতটি সূরা নিসার আয়াতের পরে নাযিল হইয়াছে। এই ব্যাপারে আমি প্রয়োজনে মুলাআনাও করিতে পারি। (মুলাআনা অর্থ বিতর্কিত বিষয়ে উভয়পক্ষ এই কথা বলা যে, আমার মত যদি মিথ্যা হয় তো আমার উপর আল্লাহর লা'নত হউক)

ইমাম আবু দাউদ এবং ইব্ন মাজাহ্ আবু মুআবিয়া ও আ'মাশের সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আব্দুল্লাহ ইব্ন ইমাম আহমদ (র).....উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ الخ এই আয়াতে কাহার ইদ্দতের কথা বলা হইয়াছে? তা তালাকপ্রাপ্তা মহিলার নাকি যাহার স্বামী মারা গিয়াছে তাহার? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : উভয়ের ইদ্দতের কথাই বলা হইয়াছে। এই হাদীসটি খুবই গরীব বরং মুনকার। কারণ ইহার সনদের মধ্যে মুছান্না ইব্ন সাব্বাহর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নহে। তবে ইব্ন আবু-হাতিম অন্য সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন আবু-হাতিম (র) উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণিত। যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেন, এই আয়াতটি গর্ভবর্তী ও তালাকপ্রাপ্তা উভয়ের ইদ্দতের ব্যাপারে সমানভাবে প্রযোজ্য কি-না তা এখানে অস্পষ্ট। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আয়াতটি অর্থাৎ

উভয়ের জন্য। অনুরূপ ইব্ন জারীর (র)... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَأَوْلَاتِ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ আয়াতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, গর্ভবতী তাহার গর্ভ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাহার ইদ্দত সমাপ্ত হইবে। এই সনদে আব্দুল করীম দুর্বল। তিনি উবাই এর সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারেন নাই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۗ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করিবে আল্লাহ তাহার যাবতীয় সমস্যা সমাধান করিয়া দেন। তারপর আল্লাহ বলেন :

ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ- وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا-.

অর্থাৎ ইহা আল্লাহর বিধান যাহা তিনি তাহার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাধ্যমে তোমাদিগের নিকট অবতীর্ণ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তা'আলা তাহার যাবতীয় অপরাধ মার্জনা করিয়া দিবেন এবং তাহাকে অল্প আমলের বিনিময়ে দান করিবেন মহাপুরস্কার।

(৬) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتِمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ الْآخَرَىٰ ۗ

(৭) لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

৬. তোমরা তোমাদিগের সামর্থ্য অনুযায়ী যেই স্থানে বাস কর তাহাদিগকে সেই স্থানে বাস করিতে দিও, তাহাদিগকে উত্‍যক্ত করিও না সংকটে ফেলিবার জন্য, তাহারা গর্ভবতী হইয়া থাকিলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাহাদিগের জন্য ব্যয় করিবে, যদি তাহারা তোমাদিগের সন্তানদিগকে স্তন্য দান করে তবে তাহাদিগকে পারিশ্রমিক

দিবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সংগতভাবে নিজদিগের মধ্যে পরামর্শ করিবে; তোমরা যদি নিজ নিজ দাবীতে অনমনীয় হও, তাহা হইলে অন্য নারী তাহার পক্ষে স্তন্য দান করিবে।

৭. বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করিবে এবং যাহার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ্ যাহা দান করিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় করিবে। আল্লাহ্ যাহাকে যে সামর্থ্য দিয়াছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তাহার উপর চাপান না। আল্লাহ্ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন উহাদিগের কেহ স্বীয় স্ত্রীকে তালাক প্রদান করিলে ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত যেন যে তাহার বসবাসের ব্যবস্থা করে। তিনি বলেন :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদিগকে তোমরা তোমাদিগের কাছে তোমাদিগের সামর্থ্য অনুযায়ী বাস করিতে দিও।

ইবন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) প্রমুখ বলেন : مِنْ وَجْدِكُمْ অর্থ তোমাদিগের সামর্থ্য অনুযায়ী।

কাতাদা (র) বলেন : যদি আর না হয় তো তোমরা গৃহের এক কোণায় হইলেও তাহার থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিও।

وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদিগকে তোমরা এমনভাবে উত্থাপিত করিও না যাহাতে তাহারা মাহরের দাবী ছাড়িয়া দিতে কিংবা স্বামীর ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। মুকাতিল ইবন হায়য়ান (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সুফিয়ান সওরী (র) মানসূর (র) সূত্রে আবুয যোহা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবুয যোহা (র) বলেন, وَلَا تَضَارُّوهُنَّ الْخ অর্থাৎ উত্থাপিত করার অর্থ হল ইদ্দত শেষে হইবার দুই একদিন পূর্বেই রজ'আত করিয়া লওয়া।

وَأِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمْلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ অর্থাৎ তালাকের সময় স্ত্রী গর্ভবতী হইয়া থাকিলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাহাদিগের জন্য ব্যয় করিতে হইবে।

ইবন আব্বাস (রা) সহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ আলিমের মত হইল, আল্লাহ্ তা'আলার এই নির্দেশ বায়েন তালাকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে, বায়েন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী (যাহার আর রজ'আত করিবার সুযোগ থাকে না) তালাকের সময় গর্ভবতী হইলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাহার ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। ইহারা বলেন, তালাকে রজযীর ক্ষেত্রে

স্ত্রী গর্ভবতী হউক বা না হউক উভয় অবস্থাতেই তাহার জন্য ব্যয় করিতে হয়। সুতরাং এইখানে গর্ভবতী হইবার কথা উল্লেখ করায় বুঝা গেল যে, এইখানে তালাক রজযীর ক্ষেত্রে নয় বরং তালাকে বায়েনের ক্ষেত্রের জন্যই এই বিধান দেওয়া হইয়াছে।

পক্ষান্তরে অন্যান্য আলিমগণ বলেন : পূর্ববতী বর্ণনার ন্যায় এইখানেও তালাকে রজযীর কথাই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ যেই তালাকের পর তালাক প্রত্যাহার করিয়া পুনরায় তাহাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিবার সুযোগ থাকে সেইরূপ তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্যই এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু গর্ভবতী হওয়ার কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করিবার কারণ হইল যে, সাধারণত সন্তান প্রসব করিতে দীর্ঘ সময় লাগিয়া যায়। এমতাবস্থায় কেহ এই ধারণা করিয়া বসিতে পারে যে, তালাকের ইদত পালনের সময়কাল পর্যন্তই স্ত্রীর ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। সন্তান হইতে আরো বিলম্ব হইলে সেই অতিরিক্ত সময়ে আর ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে না। এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে বলিয়া দিতেছেন যে, রজযী তালাকপ্রাপ্তা মহিলা গর্ভবতী হইলে সন্তান প্রসব পর্যন্তই স্ত্রীর ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে।

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ অর্থাৎ সন্তান প্রসবের সংগে সংগে স্ত্রীর ইদত শেষ হইয়া যাইবে। অতঃপর সে ইচ্ছা করিলে শিশুকে দুধ পান করাইবার দায়িত্ব নিতেও পারে আবার ইচ্ছা করিলে নাও নিতে পারে। তবে প্রথম প্রথম শিশুর জীবন রক্ষা করিবার জন্য দুধ পান করানো মায়ের জন্য আবশ্যিক। ইহার পর যদি সে দুধ পান করাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাহা হইলে চুক্তি মাফিক পারিশ্রমিক তাহাকে প্রদান করিতে হইবে। বস্তুত শিশুর পিতা বা অভিভাবকের সহিত চুক্তি করিয়া শিশুকে দুধপান করানো মহিলার ন্যায়সঙ্গত অধিকার।

وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ অর্থাৎ একে অপরের প্রতি সদ্যবহার করিও। কেহ কাহারো কোন প্রকার অযৌক্তিক চাপ সৃষ্টি করিও না বা একজন আরেকজনের ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিও না। যেমন সূরা বাকারায় আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا تَخْضَرُوا وَاَلِدَةَ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودَ لَهَا بِوَلَدِهِ অর্থাৎ কোন জননীকে তাহার সন্তানের জন্য এবং কোন জনককে তাহার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হইবে না।

وَأِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَى অর্থাৎ যদি স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয়। অর্থাৎ স্ত্রী যেই পরিমাণ পারিশ্রমিক দাবী করে স্বামী তাহাতে সম্মত না হয় কিংবা স্বামী যে পরিমাণ পারিশ্রমিক দিতে চাহে স্ত্রী তাহাতে রাজী না হয় এমতাবস্থায় শিশুকে দুধ পান করাইবার জন্য অন্য ধাত্রী নিয়োগ করিবে। অন্য মহিলা যেই পরিমাণ পারিশ্রমিকে সম্মত হয়, স্ত্রী যদি তাহাতে রাজী হইয়া যায়; তাহা হইলে সন্তানকে দুধ পান করাইবার ব্যাপারে তাহাকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে।

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ অর্থাৎ সন্তানের বিভূবান পিতা বা অভিভাবকের নিজ সন্তানের জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করিতে হইবে।

وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ - لَا يُكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا
 অর্থাৎ এবং যাহার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ্ যাহা দান করিয়াছেন তাহা
 হইতে ব্যয় করিবে। আল্লাহ্ যাহাকে যে সামর্থ্য দিয়াছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি
 তাহার উপর চাপান না। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :

لَا يُكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا অর্থাৎ আল্লাহ্ কাহারো উপর তাহার
 সাধ্যাতীত কষ্টদায়ক দায়িত্ব চাপান না। হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) আবু উবায়দা
 (রা) সম্পর্কে জানিতে পারিলেন যে, তিনি মোটা কাপড় পরিধান করেন ও নিম্নমানের
 খাদ্য খান। ফলে তিনি তাহার নিকট এক হাজার দীনার পাঠাইয়া দেন এবং দূতকে
 বলিয়া দেন যে, তুমি লক্ষ্য করিও তিনি দীনারগুলি দ্বারা কি করে। দূত দীনারগুলো
 তাহার নিকট পৌছাইয়া দিলে কালবিলম্ব না করিয়াই তিনি উহা দ্বারা নরম পোষাক
 খরীদ করিয়া পরিধান করেন এবং উত্তম খাদ্য আহার করেন। দূত ফিরিয়া আসিয়া উমর
 (রা)-এর নিকট এই সংবাদ পৌছাইলে তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তাহার উপর রহম করুন
 তিনি لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ الْخِ এই আয়াতের উপর আমল করিয়াছেন।

হাফিজ আবুল কাসিম তাবারানী.....শুরাইহ ইব্ন উবায়দ, ইব্ন আবু মালিক (র)
 হইতে বর্ণনা করেন যে, শুরাইহ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : তিন ব্যক্তির
 একজন দশ দীনারের মালিক। সে উহা হইতে এক দীনার সাদকা করিল। আরেকজন
 দশ উকিয়ার মালিক। সে সাদকা করিল এক উকিয়া। অপরজন একশত উকিয়ার
 মালিক, সে দান করিল দশ উকিয়া। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : এই তিন ব্যক্তির
 প্রত্যেকেই সমান সওয়াব পাইবে। কারণ, সকলেই নিজ অর্থের এক দশমাংশ দান
 করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ الْخِ এই হাদীসটি এই সূত্রে
 গরীব।

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا অর্থাৎ আল্লাহ্ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি। ইহা
 আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি। বস্তুর আল্লাহ্ কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। যেমন অন্য এক
 আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا অর্থাৎ কষ্টের সাথেই আছে স্বস্তি।
 অবশ্য কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।

ইমাম আহমদ (র).....আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা
 (রা) বলেন : এক ব্যক্তি সফর হইতে বাড়িতে আসিয়া দেখিল যে, পরিবারের সকলেই
 ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হইয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া তিনি জঙ্গলের দিকে ছুটিয়া গেলেন। স্ত্রী
 তাহার স্বামীর অস্থিরতা দেখিয়া যাতা ঠিকঠাক করিতে লাগিলেন। চুলায় আগুন
 ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—২২

জ্বালাইয়া দিলেন। অতঃপর বলিলেন, হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে খাবার দাও। ইহার পর চাহিয়া দেখিতে পাইল যে, পাতিল গোশতে পরিপূর্ণ, যাতা হইতে আটা বাহির হইতেছে চুলার উপর রুটি তৈয়ার হইতেছে। কিছুক্ষণ পর স্বামী ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল আমি যাওয়ার পর কোন ব্যবস্থা হইয়াছে কি? স্ত্রী বলিল, হ্যাঁ, আল্লাহ্ অনেক কিছু দিয়াছেন। দেখিয়া লোকটি যাতা উঠাইয়া ফেলে। অতঃপর লোকটির রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়া ঘটনাটি উল্লেখ করিল। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন যাতাটি যদি তুমি না উঠাইতে তাহা হইলে কিয়ামত পর্যন্ত উহা ঘুরিতে থাকিত। অন্য সনদে ঘটনাটি আরো বিস্তারিত বর্ণনা করা হইয়াছে।

(৪) وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا ۝ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا تُكْرًا ۝

(৯) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ۝

(১০) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا ۝ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝

(১১) رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مَبِينَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۝ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۝ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ۝

৮. কত জনপদ উহাদিগের প্রতিপালক ও তাঁহার রাসূলগণের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল দণ্ডভরে। ফলে, আমি উহাদিগের নিকট হইতে কঠোর হিসাব লইয়াছিলাম এবং উহাদিগকে দিয়াছিলাম কঠিন শাস্তি।

৯. অতঃপর উহারা উহাদিগের কৃতকর্মের শাস্তি আন্বাদন করিল, ক্ষতিই ছিল উহাদিগের কর্মের পরিণাম।

১০. আল্লাহ্ উহাদিগের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! যাহারা ঈমান আনিয়াছ। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন উপদেশ—

১১. প্রেরণ করিয়াছেন এমন এক রসূল যে তোমাদিগের নিকট আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করে, যাহারা মু'মিন ও সৎকর্ম পরায়ণ তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোতে আনিবার জন্য। যে কেহ আল্লাহে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে; আল্লাহ তাহাকে উত্তম জীবনোপকরণ দিবেন।

তাফসীর : যাহারা আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহারা রাসূলগণকে অমান্য করে এবং আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান পরিত্যাগ করিয়া অন্য মতাদর্শ অনুসরণ করে উহাদিগকে সাবধান করিয়া এবং এই অপরাধে পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতি কিরূপ শাস্তি ভোগ করিয়াছে উহার সংবাদ প্রদান করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَكَايِنٌ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسِبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَدَّيْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا - فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا

অর্থাৎ কত জনপদ অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্য ও অহমিকাবশত আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, ফলে আমি উহাদিগের নিকট হইতে কঠোর হিসাব লইয়াছিলাম এবং উহাদিগকে কঠিন ও ভয়ানক শাস্তি দিয়াছিলাম। ফলে তাহারা নিজদিগের কৃতকর্মের ও অবাধ্যতার শাস্তি ভোগ করিয়াছিল এবং লজ্জিত হইয়াছিল কিন্তু তাহা কোন প্রকার উপকারে আসে না।

وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا অর্থাৎ ক্ষতিই ছিল উহাদিগের কর্মের পরিণাম।

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا অর্থাৎ দুনিয়ার এই নগদ শাস্তির সাথে সাথে উহাদিগের জন্য আল্লাহ আখিরাতেও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ তোমরা আল্লাহকে ভয় করিয়া চল। তোমরা উহাদিগের ন্যায় হইও না। অন্যথায় উহারা যেই শাস্তি ভোগ করিয়াছে তোমাদিগকেও সেইরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا অর্থাৎ ওহে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলে বিশ্বাসী বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগের প্রতি যিক্র তথা কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ অর্থাৎ আমিই কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমিই উহা সংরক্ষণ করিব।

رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ অর্থাৎ তিনি প্রেরণ করিয়াছেন এমন এক রাসূল, যে তোমাদিগের নিকট আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করে।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন : এই আয়াতে رَسُولًا শব্দটি الذَكَر এর বদলে ইশ্তিমাল হিসাবে মানসূব হইয়াছে। কারণ রাসূল তিনিই যিনি মানুষের কাছে কুরআনের বাণী পৌছাইয়া দেন।

ইব্ন জারীর (র) বলেন : সঠিক সিদ্ধান্ত হইল এই যে, الذَكَر -এর তাফসীর।

لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ অর্থাৎ আমি রাসূল এই জন্য প্রেরণ করিয়াছি যেন তিনি ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদেরকে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে বাহির করিয়া আনেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

أَرْسَلْنَاكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ অর্থাৎ আমি তোমার নিকট কিতাব এই জন্য অবতীর্ণ করিয়াছি যেন তুমি লোকদিগকে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোর পথে নিয়া আস। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ অর্থাৎ যাহারা ঈমান আনিয়াছে; আল্লাহ তাহাদিগের অভিভাবক, তিনি তাহাদিগকে কুফর ও অজ্ঞতার অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া ঈমানের ও ইলমের আলোতে নিয়া আসেন।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলের প্রতি নাযিলকৃত ওহীকে নূর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কারণ এই ওহী দ্বারা হিদায়াত লাভ হয়। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ ওহীকে রুহ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কারণ এই ওহী দ্বারা মানুষের অন্তর জীবনী শক্তি লাভ করে।

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ رِزْقًا

অর্থাৎ যে কেহ আল্লাহতে ঈমান আনিবে ও সৎকর্ম করিবে আল্লাহ তাহাকে এমন জান্নাত দান করিবেন, যাহার পাদদেশে নদী-নালা প্রবাহিত। তথায় তাহার চিরকাল থাকিবে। আল্লাহ তাহাকে উত্তম জীবনোপকরণ দিবেন। এই মর্মের বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যা উপরে একাধিকবার উল্লেখ করা হইয়াছে। পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

(১২) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۖ
 يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۙ
 وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝

১২. আল্লাহই সৃষ্টি করিয়াছেন সপ্ত আকাশ এবং পৃথিবীও, উহাদের অনুরূপভাবে উহাদের মধ্যে নামিয়া আসে তাঁহার নির্দেশ, ফলে তোমরা বুঝিতে পার যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা তাঁহার দীন ও বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব বুঝাইবার জন্য নিজের নিখুঁত শক্তির ও পূর্ণ ক্ষমতার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন :

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۖ অর্থাৎ আল্লাহ সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ) সম্পর্কে বলিতেছেন যে, তিনি তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিলেন :

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا তোমরা দেখ না যে, আল্লাহ তা'আলা সপ্ত আকাশকে কিভাবে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করিয়াছেন? অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ অর্থাৎ সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং সেইগুলির মধ্যে যাহা আছে সবই আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে।

وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ অর্থাৎ সপ্ত আকাশের ন্যায় পৃথিবীও সাতটি সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অন্যের আধা হাত জমি জবর দখল করিবে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে সাত তবক যমীনের নীচে ধসাইয়া দিবেন।

বুখারী শরীফে আছে যে, কারুনকে সাত তবক যমীনের নীচে ধসাইয়া দিয়েছেন।

অনেকে মনে করেন যে, সাত যমীন অর্থ সাতটি রাজ্য। ইহা তাহাদিগের মনগড়া কথা। যাহা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ও তাহা কুরআন ও হাদীস পরিপন্থী।

সূরা হাদীদে هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ الخ আয়াতের তাফসীরে সাত যমীনের কথা এবং তাদের মধ্যে দূরত্ব ও গভীরতা পাঁচশত বৎসরের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইবন মাসউদ (রা) ও সাহাবীগণ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : সপ্ত আকাশ এবং উহার মধ্যে যাহা কিছু রহিয়াছে সাত যমীন এবং উহার মধ্যে যাহা কিছু আছে আল্লাহর কুরসীর তুলনায় সেই সব কিছু জনমানবহীন মরুভূমিতে ফেলিয়া রাখা একটি আংটির ন্যায় মাত্র ।

ইব্ন জারীর (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) **سَبْعَ سَمَوَاتٍ الْخ** এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আমি যদি তোমাদিগকে এই আয়াতের ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়া শুনাই তবে তোমরা উহা অস্বীকার করিবে ।

ইব্ন জারীর (র).....সাদ্দ ইব্ন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাদ্দ ইব্ন জুবাইর (রা) বলেন : জনৈক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি যদি ইহার ব্যাখ্যা বলি তো তুমি উহা স্বীকার করিবে না ।

ইব্ন জারীর (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন । তিনি বলেন : পৃথিবীর অন্যান্য স্তরেও হযরত ইবরাহীম (আ) এবং পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় সৃষ্টি বসবাস করে ।

ইমাম বায়হাকী (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : সাত পৃথিবীর প্রত্যেকটিতে তোমাদিগের নবীর ন্যায় নবী আছে, আদম (আ)-এর ন্যায় আদম আছে, নূহ (আ)-এর ন্যায় নূহ আছে, ইবরাহীম (আ)-এর ন্যায় ইবরাহীম আছে ও ঈসা (আ)-এর ন্যায় ঈসা আছে । অতঃপর বায়হাকী অন্য এক সনদে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে উক্ত আয়াতের তাকসীরে বলেন, প্রত্যেক যমীনেই ইবরাহীমের লোক আছে ।

আবু বকর আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র).....উছমান ইব্ন আবু দাহরাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উছমান ইব্ন আবু দাহরাস (রা) বলেন, আমি শুনিতো পাইয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন কতিপয় সাহাবার কাছে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তাহারা সকলেই চুপচাপ বসিয়া আছেন । কেহ কোন কথা বলিতেছেন না । দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি ব্যাপার, তোমরা নিশুপ কেন?” উত্তরে তাহারা বলিলেন, আমরা আল্লাহর সৃষ্টি লইয়া চিন্তা করিতেছি । রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “ঠিক আছে তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি লইয়া চিন্তা কর । কিন্তু আল্লাহকে লইয়া গবেষণায় মাতিও না । শোন, এই পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে আরেকটি একটি শুভ্র পৃথিবী আছে উহার আলোই হইল উহার শুভ্রতা । কিংবা বলিলেন, উহার শুভ্রতাই হইল উহার আলো । তথায় আল্লাহর এমন সৃষ্ট জীব আছে যাহারা পলকের সময়ও আল্লাহর নাফরমানী করে না ।” শুনিয়া সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা হইলে শয়তান কি তাহাদিগকে ধোঁকা দেয় না? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : শয়তান কি জিনিষ উহা তো তাহারা জানে না । সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, উহারা কি আদম সন্তান? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : “আদমের সৃষ্টি সম্পর্কেই উহাদিগের কোন খবর নাই ।” এই হাদীসটি মুরসাল ও মুনকার ।

সূরা তাহুরীম

১২ আয়াত, ২ রুকু, মাদানী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ

أَزْوَاجِكَ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

(২) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۗ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۗ وَهُوَ

الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝

(৩) وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ

وَأظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا

نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ۝

(৪) إِنَّ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۗ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيْلٌ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ

ذَلِكَ ظَاهِرُونَ ۝

(৫) عَسَىٰ رَبَّةٌ إِنْ طَلَّقَكَ ۖ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَ ۚ

مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَنِيئَاتٍ تَعَبَّدْنَ لِحُكْمِ اللَّهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ لَا تَجْرَأُ

وَأَبْكَارًا ۝

১. হে নবী! আল্লাহ তোমার জন্য যাহা বৈধ করিয়াছেন তুমি তাহা নিষিদ্ধ করিতেছ কেন? তুমি তোমার স্ত্রীদিগের সন্তুষ্টি চাহিতেছ।-আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২. আল্লাহ তোমাদিগের শপথ হইতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করিয়াছেন, আল্লাহ তোমাদিগের সহায়; তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৩. স্মরণ কর— নবী তাহার স্ত্রীদিগের একজনকে গোপনে কিছু বলিয়াছিল। অতঃপর যখন সে উহা অন্যকে বলিয়া দিয়াছিল এবং আল্লাহ নবীকে উহা জানাইয়া দিয়াছিলেন, তখন নবী এই বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করিল এবং কিছু অব্যক্ত রাখিল; যখন নবী উহা তাহার সেই স্ত্রীকে জানাইল তখন সে বলিল, ‘কে আপনাকে ইহা অবহিত করিল?’ নবী বলিল, ‘আমাকে অবহিত করিয়াছেন তিনি যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবগত।’

৪. যদি তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর যেহেতু তোমাদিগের হৃদয় ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে— আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। কিন্তু তোমরা যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরের পোষকতা কর তবে জানিয়া রাখ আল্লাহই তাঁহার বন্ধু এবং জিবরাঈল ও সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণও, উপরন্তু অন্যান্য ফিরিশতাগণও তাহার সাহায্যকারী।

৫. যদি নবী তোমাদিগের সকলকে পরিত্যাগ করে তবে তাহার প্রতিপালক সম্ভবত তাহাকে দিবেন তোমাদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী—যাহারা হইবে আত্মসমর্পণকারী, বিশ্বাসী, অনুগত, তওবাকারী, ইবাদতকারী, সিয়াম পালনকারী, অকুমারী এবং কুমারী।

তাফসীর : এই সূরাটির প্রথমাংশের শানে নুযূল সম্পর্কে মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। কেহ বলেন : উহা হযরত মারিয়া (রা) সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) এক সময় তাহাকে নিজের জন্য হারাম করিয়া লইয়াছিলেন। সেই প্রসঙ্গে **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ** নাযিল হয়।

ইমাম নাসায়ী (র) আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এক দাসী ছিল, যাহার সহিত তিনি সহবাস করিতেন। কিন্তু হযরত আয়িশা ও হাফসা (রা)-এর আপত্তির কারণে তিনি তাহার কাছে গমনাগমন বন্ধ করিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ** নাযিল করেন।

ইব্ন জারীর (র).....যায়েদ ইব্ন আসলাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, যায়েদ ইব্ন আসলাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার জনৈকা স্ত্রীর ঘরে ইবরাহীমের মায়ের (মারিয়া (রা)-এর সহিত মিলিত হন। সংবাদ পাইয়া সেই স্ত্রী বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ঘরে আবার আমারই বিছানায় এই কাজ? তখন রাসূলুল্লাহ

(সা) তাহাকে নিজের জন্য হারাম করিয়া নেন। শনিয়া স্ত্রী বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যাহা আপনার জন্য হালাল তাহা আবার হারাম হইবে কি করিয়া? রাসূলুল্লাহ্ (সা) শপথ করিয়া বলিলেন যে, আর কখনো তাহার সহিত মিলিত হইবেন না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ الْخ নাযিল করেন। য়ায়েদ ইব্ন আসলাম (রা) বলেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, হালাল হওয়া সত্ত্বেও যদি কেহ কাহারো সম্পর্কে বলে যে, তুমি আমার জন্য হারাম তবে এই কথাটি অনর্থক বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইব্ন জারীর (র) য়ায়েদ ইব্ন আসলাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, য়ায়েদ ইব্ন আসলাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মারিয়াকে বলিয়াছিলেন, “তুমি আমার জন্য হারাম। আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমার সহিত আর আমি সহবাস করিব না।”

মাসরূক (র) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঈলা করিয়াছিলেন এবং (হালালকে) হারাম করিয়াছিলেন। ফলে হালালকে হারাম করিবার কারণে তিরস্কার করা হয় এবং শপথের জন্য কাফফারা প্রদান করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

যাহ্‌হাক, হাসান, কাতাদা, মুকাতিল, ইব্ন হাইয়ান প্রমুখ অনেক পূর্ববর্তীগণ এইরূপ বলিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি একদিন হযরত উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আলোচ্য ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুই স্ত্রী কাহারো? উত্তরে তিনি বলেন, আয়িশা ও হাফসা (রা)। ঘটনাটি এইরূপ যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন হাফসা (রা)-এর পালায় তাহারই ঘরে মারিয়ার সংগে সহবাসে লিপ্ত হন। হাফসা (রা) উহা টের পাইয়া বলিলেন, হে আল্লাহর নবী! আমার দিনে, আমার পালায়, আমারই বিছানায় আপনি এমন একটি আচরণ করিলেন, যাহা আপনি অন্য স্ত্রীর প্রতি করেন নি! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : আচ্ছা, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট হইবে যে, আমি তাহাকে আমার জন্য হারাম করিয়া নিব। ফলে আর তাহার কাছে যাইব না?” হাফসা (রা) বলিলেন, হ্যাঁ। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে নিজের জন্য হারাম করিলেন এবং হাফসা (রা)-কে বলিলেন, এই কথা কাহারো নিকট বলিও না।” কিন্তু হাফসা (রা) তাহা আয়িশা (রা)-এর কাছে বলিয়া দেন। পরে আল্লাহ্ তা'আলা উহাকে প্রকাশ করিয়া আয়াত নাযিল করেন : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ الْخ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরে কসমের কাফফারা প্রদান করিয়া পুনরায় মারিয়ার সহিত মিলিত হন।

হাইসাম ইব্ন কুলাইব (র)..... উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাফসা (রা)-কে বলিয়াছিলেন, আমি মারিয়াকে আমার জন্য হারাম করিয়া নিলাম। কিন্তু খবরদার এই কথা কাহারো কাছে প্রকাশ করিও না।” হাফসা (রা) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার জন্য যাহা হালাল করিয়াছেন আপনি ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—২৩

কি তাহা হারাম করিতেছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : আল্লাহর কসম! আমি তাহার কাছেও আর যাইব না। বর্ণনাকারী বলেন, সত্যিই তিনি কিছুদিন আর তাহার সহিত সহবাসে লিপ্ত হন নাই। ইত্যবসরে হাফসা (রা) আয়িশা (রা)-এর নিকট ঘটনাটি বলিয়া দেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা الخ فَذُفَرَضَ اللَّهُ الخ নাযিল করেন। এই হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ। হাফিজ যিয়া মাকদিসী (র) ইহাকে পছন্দ করিয়াছেন। তবে এই হাদীসটি সিহাহ সিন্তার কোন কিতাবে বর্ণনা করা হয় নাই।

ইব্ন জারীর, তাবারী (র).....ইব্ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কোন হালাল বস্তুকে হারাম করিলে উহা কসম হইয়া যায় এবং ইহার কাফফারা দিতে হইবে। ইহার পর ইব্ন আব্বাস (রা) তিলাওয়াত করেন لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাসীকে হারাম করিয়াছিলেন, ইহার উপর আবার বলেন : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ الخ তখন তিনি কসমের কাফফারা আদায় করেন। এখানে হারাম করাকে কসম গণ্য করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কোন হালাল বস্তুকে হারাম করিলে কসম বলিয়া গণ্য হইবে এবং কাফফারা দিতে হইবে। অতঃপর ইব্ন আব্বাস (রা) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ পাঠ করেন। ইমাম মুসলিম (র)-ও উক্ত হাদীসটি হিশাম দস্তওয়াই সূত্রে বর্ণনা করেন।

ইমাম নাসায়ী (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তো আমার স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম করিয়া ফেলিয়াছি, এখন আমি কি করি? উত্তরে ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন : তুমি হারাম করিয়াছ বলিয়াই হারাম হইয়া যায় নাই। অতঃপর তিনি يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ الخ আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন : তোমাকে কাফফারা দিতে হইবে। কাফফারার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন হইল গোলাম আযাদ করা। উহাই তোমাকে করিতে হইবে।

ইমাম আহমদ সহ অনেক আলিমের মত হইল যে, যে কোন হালাল বস্তু যেমন স্ত্রী, দাসী, খাদ্য, পানীয়, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি নিজের উপর হারাম করিয়া নিলে কাফফারা ওয়াজিব হইবে। ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মত হইল, শুধু স্ত্রী ও দাসী হারাম করিলে কাফফারা ওয়াজিব হইবে, অন্য কিছুতে নহে। তিনি বলেন, স্ত্রীকে হারাম করা দ্বারা যদি তালাক উদ্দেশ্য হয় তবে তালাক হইয়া যাইবে এবং দাসীকে হারাম করা দ্বারা দাসী আযাদ করা উদ্দেশ্য হইলে, আযাদ হইয়া যাইবে।

ইব্ন আবু হাতিম (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ الخ এই আয়াতটি সেই মহিলা

সম্পর্কে নাযিল হয়, যে নিজেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য উৎসর্গ করিয়াছিল। কিন্তু এই হাদীসটি গরীব। সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত হইল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধু পান হারাম করা প্রসঙ্গে এই আয়াতটি নাযিল হয়। যেমন :

ইমাম বুখারী (র) হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা)-এর ঘরে মধু পান করিতেন এবং তাহার মনোরঞ্জনের জন্য কিছুক্ষণ তাহার কাছে অবস্থান করিতেন। একদিন আমি এবং হাফসা (রা) এই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এইবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমার এবং আমার যাহার ঘরেই আসিবেন আমরা বলিব যে, মনে হয় আপনি মাগাফীর খাইয়াছেন, আপনার মুখে তো উহার গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। ঠিক তাহাই করা হইল। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : না মাগাফীর খাই নাই। তবে আমি যয়নব (রা)-এর ঘরে মধু পান করিতাম। তবে এখন হইতে আর তাহা করিব না। তুমি কাহারো কাছে এই কথা বলিও না।

কসম ও মান্নত অধ্যায়ে ইমাম বুখারী (র)..... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যয়নব বিনতে জাহাশ (রা)-এর ঘরে প্রায়শই মধু পান করিতেন এবং তাহার মনোরঞ্জনের জন্য কিছুক্ষণ তথায় অবস্থান করিতেন। ফলে আমি আর হাফসা (রা) এই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আজ তিনি আমাদের দুইজনের যাহার ঘরেই আসিবেন আমরা বলিব যে, কি ব্যাপার আপনার মুখে মাগাফীরের গন্ধ পাইতেছি, আপনি মাগাফীর খাইয়া আসিয়াছেন বোধহয়। অতঃপর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাহা করিলাম। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : না, মাগাফীর খাই নাই। তবে যয়নবের ঘরে মধু খাইয়াছিলাম। আর খাইব না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা **يَا أَيُّهَا** **إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا** আয়াতটি নাযিল করেন। এইখানে আয়াতে **إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ** দ্বারা আয়িশা ও হাফসা (রা)-কে বুঝানো হইয়াছে আর **وَأَنْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَى اللَّهِ** বলিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা 'বরং আমি মধু খাইয়াছি' এর প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে।

হিশাম (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আর কখনো তাহা করিব না। তবে তুমি কাহারো নিকট এই ব্যাপারে কিছু বলিও না। উষ্ট্রী যে সকল গাছপালা ভক্ষণ করে সে সবে মধ্য মিশ্র দুর্গন্ধ জাতীয় আঠালো এক বস্তুকে মাগাফীর বলা হয়। তাহার একবচন মাগফুর এবং বহুবচন হইয়া মাগাফীর। উক্ত হাদীসটি মুসলিম (র) তালাক অধ্যায়ে মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র)..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) মধু ও হালুয়া খুব পছন্দ করিতেন। প্রতিদিন তিনি আসর নামাযের পর

বাড়িতে আসিয়া কোন একজন স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করিতেন। নিয়মানুযায়ী তিনি একদিন হাফসা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু সেইদিন স্বাভাবিক নিয়মের চেয়ে বেশী অবস্থান করেন। ইহাতে আমার মনে ঈর্ষা জাগে। ফলে আমি হাফসাকে এই ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, তাহার বংশের জনৈকা মহিলা তাহাকে কিছু মধু হাদিয়া দিয়াছিল। উহা দ্বারা শরবত বানাইয়া তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পান করান। আর ইহাতেই তাঁহার একটু বেশী বিলম্ব হইয়া যায়। শুনিয়া আমি মনে মনে বলিলাম, আচ্ছা কোন এক কৌশলে রাসূলুল্লাহকে ইহা হইতে ফিরাইতে হইবে। ফিরিয়া আসিয়া আমি সাওদা বিনতে যামআ (রা)-কে বলিলাম, খুব সম্ভব রাসূলুল্লাহ্ (সা) আজ তোমার কাছে আসিবেন। আসিলে তুমি বলিবে যে, বোধহয় আপনি মাগাফীর খাইয়াছেন। তখন তিনি অস্বীকার করিবেন। তুমি বলিবে, তাহা হইলে আপনার মুখে ইহা কিসের দুর্গন্ধ? তখন তিনি বলিবেন যে, হাফসা (রা) আমাকে মধুর খাওয়াইয়াছিল। ইহা তাহারই দ্রাণ। তখন তুমি বলিবে, তাহা হইলে বোধহয় মৌমাছি কণ্টকপূর্ণ বৃক্ষ যাহা হইতে মাগাফীর তৈরি হয় সেই বৃক্ষ হইতে রস চুষিয়াছে, যাহার ফলে মধুর মধ্যেও সেই দুর্গন্ধ প্রকাশ পাইয়াছে। আমার কাছে আসিলে আমিও এইরূপ বলিব। অতঃপর আমি সফিয়্যা (রা)-কে বলিলাম, তোমার কাছে আসিলে তুমিও এইরূপ বলিবে।

বস্তুত ঘটনা উহাই ঘটিল। সাওদা (রা) বলেন : আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার কাছে আসিলে আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি মাগাফীর খাইয়াছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : না তো। আমি বলিলাম, তবে আপনার মুখ হইতে ইহা কিসের গন্ধ পাইতেছি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : হাফসা (রা) আমাকে মধুর শরবত পান করিয়াছে। আমি বলিলাম, তাহা হইলে মৌমাছি মাগাফীর নামক দুর্গন্ধ বৃক্ষে মুখ লাগাইয়াছে; বোধহয় যাহার ফলে মধুর মধ্যে দুর্গন্ধ হইয়াছে।

আয়িশা (রা) বলেন, আমার কাছে আসিলে আমিও উহাই বলিলাম। সফিয়্যার কাছে গেলে সেও একই কথা বলিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় হাফসা (রা)-এর ঘরে গেলে সে বলিল, হে আল্লাহর রাসূল। আরেকটু শরবত দিব কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, দরকার নাই। আয়িশা (রা) বলেন : ইহা শুনিয়া সাওদা (রা) বলিলেন, তবে কি আমরাই রাসূলের উপর উহা হারাম করিয়া দিলাম? আমি বলিলাম, চুপ কর তুমি।

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুর্গন্ধকে অত্যন্ত অপছন্দ করিতেন। এই জন্যই তাঁহারা সকলে বলিয়াছিলেন যে, আপনি মাগাফীর খাইয়াছেন? কেননা ইহাতে দুর্গন্ধ রহিয়াছে। যখন তিনি বলিলেন, আমি মধু খাইয়াছি। তাঁহারা বলিলেন, মৌমাছি ওরফুয বৃক্ষ যাহা হইতে মাগাফীর তৈরি হয়, তাহা হইতে রস চুষিয়াছে, এই জন্যই মধুর মধ্যে সেই দুর্গন্ধ প্রকাশ পাইয়াছে।

উল্লেখ্য যে, মধুপানের ঘটনায় পান করানোর ব্যাপারে দুইজনের নাম পাওয়া যায়। একজন হইলেন হযরত হাফসা ও যয়নব বিনতে জাহাশ (রা)। ইহাতে বুঝা যায় যে, ঘটনা আসলে একটি নয় বরং দুই সময়ে পৃথক পৃথকভাবে এই ধরনের দুইটি ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে এবং উভয় ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন **إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ** এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যেই দুই স্ত্রীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উহারা কাহারো, এই কথাটি হযরত উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমরা অনেক দিন যাবত সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। ঘটনাক্রমে এক বছর তিনি হজ্জে গেলেন। আমিও তাঁহার সংগে ছিলাম। পথিমধ্যে এক সুযোগে আমি কথাটি জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলাম। উত্তরে তিনি বলিলেন, তাহার দুইজন হইলেন আয়িশা ও হাফসা (রা)।

ইমাম আহমদ (র) হাদীসটি বিস্তারিত এইভাবে বর্ণনা করেন : উমর (রা) বলেন, আমরা কুরাইশগণ আমাদের স্ত্রীদের উপর প্রবল থাকিতাম। যখন আমরা হিজরত করিয়া মদীনায় আগমন করিলাম, দেখিলাম যে, মদীনাবাসীদের স্ত্রীগণ তাদের ওপর প্রবল। ইহা হইতে আমাদের স্ত্রীগণ অনুরূপ প্রথা শিক্ষা করিয়া ফেলিলেন। তিনি বলেন, উমাইয়া ইব্ন যায়দ এর বাড়ীর কাছে মদীনার উপরিভাগে আমার আবাস ছিল। একদিন আমি আমার স্ত্রীর উপর রাগান্বিত হইলাম। আমার স্ত্রী আমার সাথে কথা কাটাকাটি শুরু করিলেন। আর আমি ইহাকে অত্যন্ত অপছন্দ করিলাম। আমার স্ত্রী বলিল, আপনি আমার প্রতিউত্তরকে কেন অপছন্দ মনে করিতেছেন। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রীগণও এইরূপ প্রতিউত্তর দিয়া থাকেন। কোন কোন সময় ইহার ফলে দিন রাত কথাবার্তা বর্জন করিয়া থাকেন। উমর (রা) বলেন, আমি এই কথা শুনিয়া হাফসা (রা)-এর ঘরে গেলাম এবং বলিলাম, তোমরা কি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে তাঁহার কথার উত্তর দিয়া থাক। তিনি বলিলেন যে, নিশ্চয়ই। আমি পুনরায় বলিলাম, তোমরা দিনরাত তাঁহার সাথে কথাবার্তা বর্জন করিয়া থাক। তিনি বলিলেন, হ্যাঁ নিশ্চয়। আমি বলিলাম, তোমাদের মধ্যে যে এইরূপ করিবে নিশ্চয়ই সে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তোমরা কি নিরাপদ মনে করিতেছে যে, তোমাদের এহেন কার্যকলাপের ফলে আল্লাহর রাসূলের অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহও তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া পড়েন। সে তো ধ্বংস হইয়া যাইবে। হে হাফসা! সাবধান তুমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোন কথার উত্তর দিও না এবং কোন কিছু প্রশ্ন করিও না, অর্থ সম্পদ কোন কিছু চাওয়ার থাকে আমার নিকট চাহিবা এবং তোমার সাথী অর্থাৎ আয়িশা (রা) তোমার চাইতে অধিক সুন্দরী ও সুশ্রী এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট অধিক প্রিয় হইয়াছেন বলিয়া তুমি ঈর্ষান্বিত হইও না।

উমর (রা) বলেন, আমার এক আনসারী প্রতিবেশী ছিল এবং আমরা পালাক্রমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে আসা-যাওয়া করিতাম। একদিন তিনি যাইতেন এবং সেই দিনের নাযিলকৃত কুরআনের আয়াতসমূহ কণ্ঠস্থ করিয়া আমাকে শুনাইতেন। এবং একদিন আমি যাইতাম আমিও অনুরূপ করিতাম। উমর (রা) তখনকার সময় আমাদের মধ্যে একটি খবর প্রকাশ হইয়াছিল যে, গাস্‌সান গোত্রের লোকজন আমরা মদীনাবাসীর বিরুদ্ধে সৈন্য নিয়ে আগমন করিবে। এই সময় একরাতে আমার প্রতিবেশী বন্ধু ইশার সময় আসিয়া সজোরে আমার ঘরের দরজায় আঘাত করিলেন এবং আমাকে ডাক দিলেন। আমি বাহির হইলাম। তিনি বলিলেন, বিরাট দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, আর কি গাস্‌সানরা আক্রমণ করিয়াছে? তিনি বলিলেন, না বরং ইহার চাইতে অধিক বড় ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়াছেন। আমি মনে মনে বলিলাম, হাফসা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আমি ইহাই পূর্ব হইতে ভাবিতেছিলাম যে, এইরূপ ঘটতে পারে। পরিশেষে ফজরের নামায শেষ করিয়া জামা কাপড় পরিধান করিয়া হাফসা (রা)-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি কাঁদিতেছিলেন। আমি বলিলাম, হে হাফসা! তোমাদেরকে কি রাসূলুল্লাহ্ (সা) তালাক দিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আমি জানি না। তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের হইতে পৃথক হইয়া এই তোশাখানায় অবস্থান করিতেছেন।

আমি তখন সেখানে যাইয়া তাঁহার হাবশী গোলামকে বলিলাম যে, তুমি উমরের ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়া আস। সেই গোলাম ভিতরে প্রবেশ করিয়া আবার বাহির হইয়া বলিল, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তোমার প্রবেশের অনুমতি চাহিয়াছিলাম; তিনি নীরব রহিয়াছেন। আমি তখন এখান হইতে চলিয়া আসিলাম এবং মসজিদের মিম্বরের কাছে গেলাম। সেখানেও একদল বসিয়া আছেন। তাহাদের কেহ কেহ কাঁদিতেছেন। আমি তাহাদের নিকট কিছু সময় অতিবাহিত করিলাম। ইহার পর আমার অন্তরে আবার প্রবল ইচ্ছা আসিল। আমি পুনরায় সেই গোলামের নিকট আসিয়া বলিলাম, তুমি উমরের প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রার্থনা কর। সে প্রবেশ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, আমি তোমার কথা উল্লেখ করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নীরব রহিয়াছেন। আমি আবার বাহির হইয়া আসিয়া মিম্বরের কাছে বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পর আবার উৎসাহ জাগে। আমি আসিয়া গোলামকে উমরের জন্য প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিতে বলিলাম। সে ভিতরে প্রবেশ করিয়া পুনরায় বাহিরে আসিয়া বলিল, তোমার উল্লেখ করি কিন্তু তিনি চূপ করিয়া রহিয়াছেন। তখন আমি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছি হঠাৎ করিয়া গোলাম ডাকিতেছে যে, হে উমর! তুমি ভিতরে প্রবেশ কর। তোমাকে নবী (সা) অনুমতি দিয়াছেন, আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সালাম করিলাম। তিনি তখন একটি খালি চাটাইয়ের উপর হেলান দিয়া বসিয়া ছিলেন।

ইমাম আহমদ (র) অপর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, চাটাইয়ের বেতের দাগ নবী (সা)-এর শরীরে প্রকাশ পাইয়াছিল। উমর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি কি আপনার বিবিগণকে তালাক দিয়াছেন? এই কথা শুনিয়া তিনি আমার দিকে মাথা তুলিয়া বলিলেন, না তো! তখন আমি বলিলাম, আল্লাহ্ আকবর! ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি তো জানেন, আমরা কুরাইশগণ স্ত্রীগণের উপর প্রবল থাকিতাম। যখন আমরা মদীনায় আগমন করিলাম এখানে দেখিতে পাইলাম যে, মদীনার পুরুষগণের উপর স্ত্রীগণ প্রবল এবং আমাদের স্ত্রীগণ ইহা দেখিয়া তাহা শিক্ষা করিয়া নিয়াছে। আমি একদিন আমার স্ত্রীর উপর রাগ করিলাম। সে আমার কথার উত্তর দিতে লাজিল এবং ইহাকে আমি অপছন্দ করিলাম। সে বলিল, তুমি কি আমার প্রতিউত্তরকে অপছন্দ মনে করিতেছ। আল্লাহ্ কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবিগণ তাঁহার কথার উত্তর দেন এবং কেউ কেউ দিনরাত কথাবার্তা বর্জন করিয়া থাকেন। আমি তখন বলিলাম, এইরূপ যে করিবে নিশ্চয়ই সে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তাহারা কি নিরাপদ হইয়া গিয়াছেন যে, আল্লাহ্ রাসূলের অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহ্ তাহাদের উপর অসন্তুষ্ট হইবেন না। সে তো ধ্বংস হইয়া যাইবে। এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুচকি হাসি দিলেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি হাফসার নিকট যাইয়া বলিয়াছি, হে হাফসা তোমার সার্থী অর্থাৎ আয়িশা যদি তোমার চাইতে সুন্দরী হয় অথবা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অধিক প্রিয় হয়, সাবধান তুমি ইহাতে ঈর্ষান্বিত হইও না। ইহা শুনিয়া তিনি দ্বিতীয়বার মুচকি হাসিলেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! কিছু মন ভুলানো আলোচনা করি। তিনি বলিলেন, কর। আমি বলিলাম, মাথা তুলে ঘরের সামান পত্রের দিকে তাকাইলাম। দেখিলাম, ঘরে আরাম করার মত সামান্য সামান্য ব্যতীত আর কোন কিছু নাই। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! দু'আ করুন আল্লাহ্ যাহাতে আপনার উন্নতকে ধন-সম্পদে প্রশস্ততা প্রদান করুক। আল্লাহ্ পারস্যবাসী ও রোমবাসীদের উপর প্রশস্ততা দান করিয়াছেন অথচ তাহারা আল্লাহ্ ইবাদত করে না। এই কথা শুনিয়া হেলান হইতে সোজা হইয়া বসিয়া পড়েন এবং বলেন, হে উমর! আমার সম্পর্কে তোমার কি কোন সন্দেহ আছে? তাহারা তো এমন এক সম্প্রদায় যাহাদেরকে আল্লাহ্ এই পৃথিবীতে ধন-সম্পদ দান করিয়াছেন। আখিরাতে তাহারা শূন্য হাত। তখন আমি বলিলাম, আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। বস্তুত তিনি বিবিগণের উপর ভীষণ রাগান্বিত হইয়া এক মাস পর্যন্ত তাহাদের কাছে যাইবেন না বলিয়া কসম করিয়াছিলেন। এই হাদীসটি বুখারী মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী (র) বিভিন্ন সূত্রে যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

বুখারী ও মুসলিম (র)..... ইবন্ আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : এক বৎসর যাবত অপেক্ষা করিতেছিলাম একটি আয়াত সম্পর্কে উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিব কিন্তু তাঁহার ভয়ে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইলাম না। পরিশেষে তিনি হজ্জে রওয়ানা হইলেন এবং আমিও তাঁহার সহিত হজ্জে রওয়ানা হইলাম। হজ্জ শেষে

ফিরে আসার পথে তাঁহার বিশেষ প্রয়োজনে রাস্তার একপার্শ্বে বাবুল গাছের দিকে গেলেন। আমি অপেক্ষা করিলাম। তিনি প্রয়োজন সেরে আসিলেন এবং রওয়ানা দিলেন। আমি তাঁহার সাথে চলিলাম। কিছুক্ষণ পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম সেই দুইজন মহিলা যাহারা পরস্পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, তাহার হইলেন আয়িশা ও হাফসা (রা)। অতঃপর তাঁহার হাদীসটি বিস্তারিত বর্ণনা করেন।

ইমাম মুসলিম (র)উমর ইবন্ খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন নবী (সা) বিবিগণ হইতে পৃথক হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন আমি তখন মসজিদে নববীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম লোকজন কংকর খুঁজিতেছেন এবং বলিতেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিবিগণকে তালাক দিয়াছেন। সেই সময় পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হয় নাই। রাবী বলেন, অতঃপর তাহারা হাফসা ও আয়িশার কাছে তাহার প্রবেশের কথা হাদীসে বর্ণনা করা হয়। ইহার পর বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে তাহার তোশাখানায় উপস্থিত হইলাম। আমি ডাক দিয়া বলিলাম, হে রাবাহ! তুমি আমার জন্য প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা কর। পূর্বের মত ঘটনা বর্ণনা করেন। অতঃপর বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! বিবিগণের ব্যাপারে আপনার কিসের চিন্তা? যদি আপনি তাহাদেরকে তালাক দিয়া দেন তবে আল্লাহ্, তাঁহার ফিরিশ্তারা, জিবরাঈল, মিকাঈল, আমি, আবু বকর ও সমস্ত মুমিনগণ আপনার সাথে রহিয়াছেন। আমি যখনই কোন কথা বলি, আমি আশা পোষণ করি যে, আল্লাহ্ আমার কথার সত্যায়ন করিবেন। তখন এই ইখতিয়ার প্রদানের আয়াত অবতীর্ণ হয়। আমি বলিলাম, আপনি তাহাদেরকে তালাক দিয়াছেন? তিনি বলিলেন, না তো। তখন আমি মসজিদের দরজায় দাঁড়াইয়া উচ্চ আওয়াজে ঘোষণা করিয়া দেই যে, নবী (সা) বিবিগণকে তালাক দেন নাই। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হয়।

সাইদ ইব্ন জুবায়র, ইকরিমা, মুকাতিল ইব্ন হায়য়ান ও যাহ্‌হাক প্রমুখ বলেন, وَصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ দ্বারা আবু বকর ও উমর (রা)-কে বুঝানো হইয়াছে। হাসান বসরী (র)-এর সংগে উছমান (রা)-এর নামও যোগ করিয়াছেন। লায়ছ ইব্ন আবু সুলায়ম (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, وَصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ অর্থাৎ আলী (রা)।

ইমাম বুখারী (র) আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, উমর (রা) বলিয়াছেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীগণ একদিন একযোগে সকলে অভিমান করিয়া বসিয়াছিল। তখন আমি তাহাদিগকে বলিলাম, নবী করীম (সা) যদি তোমাদিগকে তালাক দিয়া দেন তো তাঁহার প্রতিপালক তাঁহাকে তোমাদিগের পরিবর্তে আরো উত্তম স্ত্রী দান করিবেন। তখন عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ النَّحْ আয়াতটি নাযিল হয়।

উপরে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত উমর (রা) কয়েকটি ব্যাপারে কুরআনের অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়া ছিলেন। অর্থাৎ তিনি যেমন বলিয়াছিলেন ওহীও হুবহু তেমনই নাযিল হইয়াছে। যেমন পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার ব্যাপারে, বদরের বন্দীদের ব্যাপারে এবং উমর (রা) বলিয়াছিলেন **وَ اتَّخَذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى** অর্থাৎ হযূর! আপনি যদি আকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান বানাইয়া লইতেন। তখন আল্লাহ তা'আলা **وَ اتَّخَذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى** নাযিল করেন।

ইবন আবু হাতিম (র).....আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, হযরত উমর (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এবং উম্মাহাতুল মুমিনীদের মধ্যকার মনোমালিন্যের সংবাদ পাইয়া তাহাদিগের নিকট গিয়া আমি বলিলাম যে, দেখ, রাসূলুল্লাহ যদি তোমাদিগকে তালাক দিয়া দেন তো আল্লাহ তাহাকে তোমাদিগ হইতে উত্তম স্ত্রী দান করিবেন। সবশেষে যাহাকে এই কথাটি বলিলাম, উত্তরে তিনি আমাকে বলিল, দেখ উমর! রাসূল তোমার চেয়ে ওয়াজ কম জানেন না যে, আমাদিগকে তোমার নসীহত করিতে হইবে। এই কথা শুনিয়া আমি আর কথা বলিলাম না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা **عَسَىٰ رَبُّهُ أَنْ طَلَّقُكَ الْخ** আয়াতটি নাযিল করেন।

উল্লেখ্য যে, নবী পত্নীদিগকে নসীহত না করিবার ব্যাপারে যে মহিলা হযরত উমর (রা)-এর কথার উত্তর দিয়াছিলেন, তিনি হইলেন উম্মে সালামা (রা)। ইহা বুখারী শরীফের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

তাবারানী (র).....ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রা) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : হাফসা (রা) একদিন নিজ ঘরে প্রবেশ করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দাসী মারিয়ার সহিত সংগমরত দেখিতে পাইলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, “তুমি আয়িশার কাছে ইহা বলিও না। তোমাকে আমি সুসংবাদ দিতেছি যে, আমার মৃত্যুর পর আবু বকর (রা)-এর পরে তোমার পিতা খলীফা হইবেন। কিন্তু হাফসা (রা) আয়িশা (রা)-এর কাছে ঘটনাটি বলিয়া দিলেন। শুনিয়া আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাকে ইহা কে জানাইয়াছে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমাকে ইহা তিনি অবহিত করিয়াছেন যিনি সর্বজ্ঞ সম্যক অবগত। কিন্তু আয়িশা (রা) বলিলেন, মারিয়াকে আপনি নিজের জন্য হারাম করিয়া না নেয়া পর্যন্ত আমি আপনার দিকে চোখ তুলিয়া তাকাইব না। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) মারিয়াকে হারাম করিয়া নিলেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা **عَسَىٰ رَبُّهُ أَنْ طَلَّقُكَ الْخ** নাযিল করেন। ইহার সূত্রে দুর্বলতা রহিয়াছে।

আবু হুরায়রা, আয়িশা, ইবন আব্বাস (রা) ইকরিমা, মুজাহিদ, সাঈদ ইবন জুবায়র, আতা, মুহাম্মদ ইবন কা'ব, আবু আব্দুর রহমান সুলামী, আবু মালিক ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—২৪

ইবরাহীম নাখরী, হাসান, কাতাদা, হাসান যাহ্‌হাক, রবী ইব্ন আনাস ও সুদ্দী (র) প্রমুখ বলেন : سَائِحَاتُ اَرْتِھ صَائِمَاتُ اَرْتِھ সিয়াম পালনকারী। সূরা বারাআতে السَّائِحُونَ-এর ব্যাখ্যায় একটি মারফু হাদীস উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : سِيَاھِة هذِهِ الِامَةِ الصِّيَامِ এই হাদীসে সিয়ামকে সিয়াহাত বলা হইয়াছে। সেখান হইতেই سَائِحَاتُ শব্দের উৎপত্তি।

যায়েদ ইব্ন আসলাম ও তাঁহার পুত্র আবদুর রহমান (র) বলেন, سَائِحَاتُ اَرْتِھ مهَاْجِرَاتُ اَرْتِھ হিজরতকারিণী। তবে প্রথম ব্যাখ্যাটিই উত্তম।

ثِيْبَاتٍ وَّأَبْكَارًا اَرْتِھ উহাদিগের কেহ হইবে কুমারী আর কেহ হইবে অকুমারী; যাহাতে অধিক আনন্দ লাভ করা যায়।

তাবারানী (র).....বুরায়দা (রা) হইতে মু'জামে কাবীরে বর্ণনা করেন যে, বুরায়দা (রা) বলেন : আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কুমারী ও অকুমারী স্ত্রী দান করিবার ওয়াদা করিয়াছেন। তাহাদিগের মধ্যে অকুমারী হইল ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া এবং কুমারী হইল ইমরানের কন্যা (মরিয়ম (আ))।

ইব্ন আসাকির (র).....ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন, জিবরীল (আ) একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করেন। হযরত খাদীজা (রা)-ও তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন। জিবরীল (আ) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা খাদীজার নিকট সালাম পাঠাইয়া সুসংবাদ দিয়াছেন যে, জান্নাতে তাঁহাকে মুজার তৈরি এমন একটি ঘর দান করিবেন যাহা ঠাণ্ডাও নয় গরমও নয়। যেখানে কোন দুঃখ-কষ্ট ও হাঁক-ডাকের বালাই নাই। উহার অবস্থান হইবে ইমরান তনয়া মরিয়ম এবং মুযাহিম তনয়া স্ত্রী আসিয়ার ঘরের মধ্যখানে।

অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) খাদীজা (রা)-এর মৃত্যুকালীন সময়ে তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, খাদীজা! তোমার সতীনদের সংগে তোমার সাক্ষাৎ হইলে আমার সালাম বলিও। খাদীজা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হুযূর! আমার পূর্বে কি আপনি কাউকে বিবাহ করিয়াছিলেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : না, আমি কাহাকেও বিবাহ করি নাই। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ইমরান তনয়া মরিয়ম, ফিরআউন পত্নী আসিয়া এবং মূসার বোন কুলসূমকে আমার সংগে বিবাহ দিয়া রাখিয়াছেন। এই হাদীসটি দুর্বল।

আবু ইয়াল্লা (র).....আবু উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আমাকে অবহিত করা হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে ইমরান তনয়া মরিয়ম, মূসার বোন কুলসূম ও ফিরআউন পত্নী আসিয়াকে আমার সংগে বিবাহ দিয়াছেন। আবু উমামা (রা) বলেন : এই সংবাদ শুনিয়া আমি বলিয়া উঠিলাম যে, ধন্য আপনি, হে আল্লাহর রাসূল! এই হাদীসটিও দুর্বল।

(৬) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَّا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ○

(৭) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۗ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۙ

(৮) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً تَصَوحًا ۗ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۗ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَاعْفُ رُبَّنَا ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

৬. হে মুমিনগণ! তোমরা নিজদিগকে এবং তোমাদিগের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হইতে। যাহার ইন্ধন হইবে মানুষ ও প্রস্তর; যাহাতে নিয়োজিত আছে নির্মমহৃদয় কঠোরস্বভাব— ফিরিশতাগণ, যাহারা অমান্য করে না আল্লাহ তাহাদিগকে যাহা আদেশ করেন তাহা এবং তাহারা যাহা করিতে আদিষ্ট হয় তাহাই করে।

৭. হে কাফিরগণ! আজ তোমরা দোষ স্বালনের চেষ্টা করিও না। তোমরা যাহা করিতে তোমাদিগকে তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে।

৮. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহরই নিকট তওবা কর বিশুদ্ধ তওবা, সম্ভবত তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের মন্দকর্মগুলি মোচন করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেই দিন আল্লাহ নবী এবং তাহার মুমিন সংগীদিগকে অপদস্থ করিবেন না। তাহাদিগের জ্যোতি তাহাদিগের সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্বে ধাবিত হইবে। তাহারা বলিবে, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান কর এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর, তুমি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।'।

তাফসীর : সুফিয়ান সওরী (র) আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন : اَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا অর্থ্যাৎ নিজেকে অগ্নি হইতে বাঁচাও এবং পরিবার-পরিজনকে দীনী আদব ও শিক্ষা প্রদান কর।

আলী ইব্ন আবু তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন :

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ পালন কর, তাঁহার নাফরমানী হইতে বাঁচিয়া থাক এবং পরিবার-পরিজনকে আল্লাহর রিয়কের তাকীদ কর; তাহা হইলে আল্লাহকে তোমাদিগকে জাহান্নাম হইতে রক্ষা করিবেন।

মুজাহিদ (র) বলেন : তাহার অর্থ নিজে খোদাভীতি অর্জন এবং পরিবার-পরিজনকে খোদাভীতি অর্জনের উপদেশ দিতে থাক।

কাতাদা (র) বলেন : পরিবার-পরিজনকে আল্লাহর নির্দেশ পালন করিবার আদেশ দাও, আল্লাহর নাফরমানী হইতে বারণ কর; নেক কাজে তাহাদেরকে সাহায্য কর এবং মন্দ কাজ করিতে দেখিলে প্রতিরোধ কর।

যাহ্বাক ও মুকাতিল (র) বলেন : আত্মীয়-স্বজন দাস-দাসী ও অন্যান্য অধীনস্থদেরকে আল্লাহর নির্দেশ পালন করা এবং নিষিদ্ধ কাজ হইতে বিরত থাকার শিক্ষা প্রদান করা প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব।

এই আয়াতের অর্থ সম্পর্কে বর্ণিত আছে। সাবুরা (র) হইতে আবু দাউদ ও তিরমিযী (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : সাত বছর বয়সে উপনীত হইলে শিশুদেরকে নামাযের আদেশ দাও। দশ বছর বয়সে নামাযের জন্য প্রয়োজন হইলে প্রহার কর। ফকীহগণ বলেন যে, এই নির্দেশ শুধু নামাযের জন্যই নহে, বরং রোযা ইত্যাদির জন্য এই নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে। যেন প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পূর্বেই ছেলে-মেয়েরা নামায-রোযা ইত্যাকার ইবাদত করিতে, যাবতীয় অন্যায় কাজ হইতে বিরত থাকিতে অভ্যস্ত হয়।

قُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ অর্থাৎ জাহান্নামের ইন্ধন হইবে মানুষ এবং প্রস্তর।

আলোচ্য আয়াতের حِجَارَةٌ শব্দের ব্যাখ্যায় কেহ কেহ বলেন : উহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল প্রতিমা যাহার পূজা করা হয়। যেমন অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেন :

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَطَبٌ جَهَنَّمَ অর্থাৎ নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ ব্যতীত যাহার তোমরা পূজা কর উহা জাহান্নামের ইন্ধন হইবে। ইব্ন মাস'উদ (র) মুজাহিদ, আবু জাফর বাকির ও সুদ্দী (র) বলেন : حِجَارَةٌ অর্থ গন্ধকের পাথর যা মরা পঁচা লাশের চেয়েও দুর্গন্ধযুক্ত।

ইব্ন আবু হাতিম (র)..... আব্দুল আযীয ইব্ন আবু দাউদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল আযীয (র) বলেন, আমি শুনিতে পাইয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) قَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ الْخ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিলেন।

তখন সেখানে কতিপয় সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে একজন বৃদ্ধ লোকও উপস্থিত ছিলেন। আয়াতটি শুনিয়া বৃদ্ধ লোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! জাহান্নামের পাথর কি দুনিয়ার পাথরের ন্যায় হইবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : যাঁহার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, জাহান্নামের একটি পাথর খণ্ড গোটা দুনিয়ার সকল পাহাড়ের চেয়েও বড় হইবে। শুনিয়া লোকটি বেহুঁশ হইয়া সংগে সংগে মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। রাসূল্লাহ (সা) তাহার বুকে হাত দিয়া লোকটি জীবিত আছে বুঝিতে পারিয়া তাহাকে ডাক দিয়া বলিলেন, হে বৃদ্ধ! পড় 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' লোকটি মুখে কলেমা পড়িলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রসূল! এই সুসংবাদ কি কেবল তাহারই জন্য? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ, কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন।

ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيَّ وَخَافَ وَعَبَدَ অর্থাৎ এই জান্নাত তাহার জন্য যে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় রাখে এবং আমার ধমকীকে ভয় করে। ইহা মুরসাল ও গরীব হাদীস।

عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غَلَاظٌ شِدَادٌ অর্থাৎ জাহান্নামে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয় ও কঠোর স্বভাব ফিরিশতাগণ, যাহারা কাফিরদের প্রতি সামান্যতম দয়াও দেখাইবে না। সৃষ্টিগতভাবেই উহাদিগের স্বভাব বড় কঠোর এবং আকৃতি বড় ভয়ানক।

ইবন আবু হাতিম (র)..... ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইকরিমা (র) বলেন, জাহান্নামীরা যখন জাহান্নামের নিকট দরজায় পৌঁছিতে তখন প্রথম দরজায় চার লক্ষ ফিরিশতা দেখিতে পাইবে যাহাদিগের চেহারা হইবে কালো ও দাঁতগুলি হইবে বড় ও ভয়ানক। আল্লাহ তা'আলা উহাদিগের অন্তর হইতে দয়া-মায়া উঠাইয়া নিয়াছেন। উহাদিগের একজনের অন্তরেও অণু পরিমাণও দয়া থাকিবে না। একটি পাখি দ্রুত দুই মাস উড়িয়াও এই কাঁধ হইতে আরেক কাঁধে পৌঁছিতে পারিবে না। অতঃপর তাহারা দরজায় কুরআনে বর্ণিত উনিশজন ফিরিশতা দেখিতে পাইবে। উহাদিগের এক একজনের বুক হইবে সত্তর বছর দূরত্বের পরিমাণ চওড়া। অতঃপর উহাদিগকে এক দরজা হইতে আরেক দরজার দিকে নিষ্ক্ষেপ করা হইবে। ইহাতে পাঁচশত বছর সময় লাগিয়া যাইবে। প্রত্যেক দরজায় প্রথম দরজার ন্যায় ফিরিশতা দেখিতে পাইবে। এভাবে সর্বশেষ দরজা পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইবে।

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ অর্থাৎ তাহারা আল্লাহর কোন নির্দেশই অমান্য করে না। আদেশ দেওয়া মাত্রই তাহারা উহা পালন করে। এবং আল্লাহর যে কোন আদেশ পালনে তাহারা সম্পূর্ণ সক্ষম। ইহাদিগের নাম হইল যাবানিয়া।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَاتَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কাফিরদিগকে বলা হইবে, তোমরা আজ অপরাধ

স্বালনের চেষ্টা করিও না। কারণ তোমাদিগের কোন প্রচেষ্টাই আজ কবুল করা হইবে না। আজ কেবল তোমাদিগকে তোমাদিগের কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা সঠিকভাবে দৃঢ়তার সহিত এমনভাবে খাঁটি তওবা কর, যাহা তোমাদিগের পূর্বকৃত অপরাধ মোচন করিয়া দেয় এবং যাবতীয় অন্যায় ও দোষ-ত্রুটি হইতে তোমাদিগকে পবিত্র করিয়া তোলে।

ইবন জারীর (র)..... উমর ইব্ন খাতাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) الخ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ এর বাখ্যায় বলেন تَوْبَةً نَّصُوحًا অর্থাৎ ভুলবশত কোন অপরাধ হইয়া গেলে পুনরায় উহা আর না করা।

সুফিয়ান সাওরী (র) উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) বলেন, تَوْبَةً نَّصُوحًا অর্থ কোন গুনাহ হইয়া গেলে তওবা করা এবং পুনরায় উহা না করা কিংবা পুনরায় করিবার ইচ্ছা না করা।

আবুল আহওয়াস (র) প্রমুখ নুমান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা)-কে تَوْبَةً نَّصُوحًا এর অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, মন্দ কাজ হইতে তাওবা করা এবং জীবনে আর কখনো উহার পুনরাবৃত্তি না করা।

আ'মাশ (র) ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : تَوْبَةً نَّصُوحًا অর্থ “গুনাহ হইতে তাওবা করা এবং পুনরায় উহা না করা।”

এই সব বর্ণনার ভিত্তিতে উলামায়ে কিরাম বলেন, তওবাতুন নাসূহা অর্থ : যে গুনাহ হইয়া গিয়াছে উহা ত্যাগ করা, কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে না করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া। তাহা ছাড়া কৃত অপরাধ যদি কাহারো হক সম্পর্কিত হয়, তাহা হইলে যথানিয়মে যাহার হক তাহার কাছে ফিরাইয়া দিবে।

ইমাম আহমদ (র).....ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : অনুতপ্ত হওয়াই তাওবা। ইব্ন মাজাহ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবন আবু হাতিম (র).....উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলেন : আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে, শেষ যমানায় কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে কয়েকটি অপরাধ সংঘটিত হইবে। মানুষ নিজের স্ত্রী বা দাসীর গৃহদ্বারে সহবাস করিবে অথচ ইহা এমন একটি কাজ যাহা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সা) হারাম করিয়াছেন এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সা) উহাতে অসন্তুষ্ট হন। (২) পুরুষ পুরুষের

সহিত এবং নারী নারীর সহিত সমকামিতায় লিপ্ত হইবে। অথচ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা) উহা হারাম করিয়াছেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল উহাতে অসন্তুষ্ট হন। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা এই অপরাধে লিপ্ত থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত উহাদিগের কোন নামায কবুল হইবে না, যতক্ষণ না তাহারা আল্লাহ্র নিকট তাওবা নাসূহা করে।

যির ইব্ন হুবাইশ (র) বলেন, এই কথা শুনিয়া আমি উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তাওবা নাসূহা কি? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ইহা জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তাওবা নাসূহা কি? উত্তরে তিনি বলিলেন, তাওবা নাসূহা হইল কোন অপরাধ হইয়া গেলে সংগে সংগে অনুতপ্ত হওয়া এবং পরে আর উহা পুনরাবৃত্তি না করা।

ইবন আবু হাতিম (র).....হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তাওবা নাসূহা হইল কৃত অপরাধকে ঘৃণা করা ও উহা হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করা। দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত তাওবা করিলে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বকৃত পাপ ক্ষমা করিয়া দেন। যেমন সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : ইসলাম পূর্বকৃত অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেয় এবং তাওবাও পূর্বকৃত পাপ মোচন করিয়া দেয়।

উল্লেখ্য যে, পূর্বকৃত অপরাধ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তাওবা করিয়া মৃত্যু পর্যন্ত উহার পুনরাবৃত্তি না করা শর্ত, নাকি পুনরায় সেই অপরাধ না করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেই যথেষ্ট হইবে ইহাতে দ্বিমত রহিয়াছে। এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : মুসলমান হইয়া যে ব্যক্তি ভালো কাজ করিবে জাহেলী যুগের কৃতকর্মের জন্য তাহাকে পাকড়াও করা হইবে না আর যে ব্যক্তি মুসলমান হইয়াও মন্দ কাজ করে, তাহাকে পূর্বের ও পরের সকল অপরাধের জন্যই পাকড়াও করা হইবে। ইহাতে বুঝা যায় যে, তাওবার পরে পুনরায় গুনাহ করিলে পূর্বের গুনাহ মাফ হইবে না, কারণ ইসলাম গ্রহণ করা তাওবা অপেক্ষা শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও যখন এমন হয় তাহা হইলে তাওবার ব্যাপারে তো কোন কথাই নেই।

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ - نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ -

অর্থাৎ তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের মন্দ কর্মগুলি মোচন করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেইদিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা নবী এবং তাঁহার ঈমানদার সংগীদিগকে অপদস্ত করিবেন না। উহাদিগের সম্মুখে ও ডানে জ্যোতি প্রধাবিত হইতে থাকিবে।

সূরা হাদীদে বর্ণিত আছে, তাহারা বলিবে :

يَقُولُونَ رَبَّنَا اٰتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থাৎ উহারা সেই দিন বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতি পরিপূর্ণ করিয়া দাও এবং আমাদের ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

মুজাহিদ, যাহ্বাক ও হাসান বসরী (র) প্রমুখ বলেন : ঈমানদারগণ এই কথাটি কিয়ামতের দিন তখন বলিবে, যখন দেখিতে পাইবে যে, মুনাফিকদের জ্যোতি নিশ্চয় হইয়া গিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র).....বনু কিনানার জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন যে, বনু কিনানার লোকটি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিছনে নামায পড়িয়াছিলাম। তখন তাঁহাকে আমি এই দু'আ করিতে শুনিয়াছি যে, 'হে আল্লাহ্! তুমি কিয়ামতের দিন তুমি আমাকে অপদস্ত করিও না।'

মুহাম্মদ ইবন নাসর মারওয়যী (র).....আব্দুর রহমান ইবন জুবায়র ইবন নুফায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুর রহমান ইবন জুবায়র (র) আবু যর ও আবুদ্দারদা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আমিই প্রথম ব্যক্তি কিয়ামতের দিন যাহাকে সিজদা করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে এবং আমাকেই সর্বপ্রথম সিজদা হইতে মাথা তুলিবার অনুমতি দেওয়া হইবে। তখন সিজদা হইতে মাথা তুলিয়া আমি সম্মুখে ডানে ও বামে তাকাইয়া আমি আমার উম্মতকে চিনিয়া লইব।

শুনিয়া এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্ রসূল! উম্মতের মধ্যে হইতে আপনি আপনার উম্মতকে কিভাবে চিনিতে পারিবেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : প্রথমত, আমার উম্মতের ওয়ূর অংগগুলি নূরে চমকাইতে থাকিবে। দ্বিতীয়ত, উহাদিগের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হইবে। তৃতীয়ত, উহাদিগের কপালে সিজদার চিহ্ন দেখা যাইবে। চতুর্থত, উহাদিগের নূর উহাদিগের সম্মুখে প্রধাবিত হইবে।

(৯) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۗ
وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

(১০) ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَاَتٌ نُّوْجٌ وَّامْرَاَتٌ لُّوْطٍ ۗ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتُهُمَا فَلَمْ يُعْنِنَا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا وَقِيلَ النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِيْنَ ۝

৯. হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদিগের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং উহাদিগের প্রতি কঠোর হও। উহাদিগের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, উহা কত-নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল!

১০. আল্লাহ্ কাফিরদিগের জন্য নূহ ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতেছেন। উহারা ছিল আমার বান্দাদিগের মধ্যে দুই সৎকর্ম পরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু উহারা তাহাদিগের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল; ফলে নূহ ও লূত উহাদিগকে আল্লাহ্র শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে পারিল না এবং উহাদিগকে বলা হইল, 'জাহান্নামে প্রবেশকারীদিগের সহিত তোমরাও উহাতে প্রবেশ কর।'

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্দেশ দিতেছেন যে, **يَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ** অর্থাৎ হে নবী! আপনি কাফিরদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র দ্বারা লড়াই করুন এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে শরীয়াতের দণ্ডবিধি প্রয়োগ করিয়া জিহাদ করুন আর দুনিয়াতে উহাদিগের প্রতি কঠোর হউন।

وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ-وَبئسَ المصيرُ অর্থাৎ আখিরাতে উহাদিগের আশ্রয়স্থল হইল জাহান্নাম। এই জাহান্নাম বড় নিকৃষ্টতম প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَاتٍ نُّوحٍ وَاَمْرَاتٍ لُّوطٍ - كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِّنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ -

অর্থাৎ ঈমান আনয়ন না করা পর্যন্ত শুধু মুমিনদিগের সহিত চলাফেরা ও উঠানামা করিলেই কাফিরদিগের কোন লাভ হইবে না। মুক্তির জন্য পূর্বশর্ত হইল ঈমান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যেমন হযরত নূহ ও হযরত লূত (আ) ছিলেন আল্লাহ্র সৎপরায়ণ দুই বান্দা, ইহাদিগের দুই সহধর্মিণী যাহারা সর্বক্ষণ ইহাদিগের সাহচর্যে বসবাস করিতেন, একত্রে জীবনযাপন করিতেন, এমনকি স্ত্রী হিসাবে পরম অন্তরঙ্গতার সহিত একই বিছানায় শয়ন করিতেন। কিন্তু ঈমান না থাকার এবং উহাদিগকে রাসূল হিসাবে স্বীকার না করার দরুন এই সাহচর্য তাহাদিগের কোন কাজে আসে নাই।

وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ অর্থাৎ উহাদিগের কুফরীর কারণে উহাদিগকে বলা হইল যে, প্রবেশকারীদিগের সহিত তোমরাও জাহান্নামে প্রবেশ কর।

বলাবাহুল্য যে, আলোচ্য আয়াতে **فَخَانَتْهُمَا** অর্থ এই নয় যে, তাহারা স্বামীদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া অশ্লীল ও অপকর্মে লিপ্ত হইয়াছিল বরং ইহার অর্থ হইল তাহারা দীনের ব্যাপারে নবী স্বামীদের অবাধ্যতা করিয়াছিল। কারণ নবীদের ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—২৫

স্ত্রীগণ নবীদের সম্মানার্থে সর্বদা অশ্লীল ও অপকর্ম হইতে নিষ্পাপ হইয়া থাকেন। যেমন সূরা নূরে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

সুফিয়ান সাওরী (র) সুলায়মান ইব্ন কারম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সুলায়মান (র) বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে فَخَانَتْهُمُ এর ব্যাখ্যায় বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, এই মহিলাদ্বয় ব্যভিচারে লিপ্ত হয় নাই বরং নূহ (আ)-এর স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতা এই ছিল যে, সে জনসমাজে প্রচার করিয়া বেড়াইত যে, নূহ (আ) পাগল। আর লূত (আ)-এর স্ত্রী বিশ্বাসঘাতকতা হইল এই যে, লূত (আ)-এর ঘরে কোন মেহমান আসিলে উহাদিগকে অপদস্ত করিবার জন্য সে সমাজের লোকদিগের সংবাদ প্রদান করিত।

আউফী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এই দুই মহিলার বিশ্বাসঘাতকতা ছিল এই যে, তাহারা নূহ ও লূত (আ)-এর দীনের বিরোধিতা করিত। নূহ (আ)-এর স্ত্রী নূহ (আ)-এর গোপনীয় খবরা-খবর জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়া দিত। কোন ব্যক্তি গোপনে ঈমান আনয়ন করিলে সে সমাজের প্রভাবশালী লোকদের নিকট তাহা ফাঁস করিয়া দিত। আর লূত (আ)-এর স্ত্রীর কাজ ছিল এই যে, লূত (আ)-এর ঘরে কোন মেহমান আসিলে উহাদিগের সহিত অপকর্ম করিবার জন্য শহরবাসীকে সংবাদ প্রদান করিত।

যাহ্‌হাক (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, কোন নবীর স্ত্রী কখনো ব্যভিচারে লিপ্ত হয় নাই। এই দুই মহিলার বিশ্বাসঘাতকতা ছিল দীনের ব্যাপারে।

এই আয়াতের ভিত্তিতে বহু সংখ্যক আলিমের মত হইল এই যে, “কোন ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংগে বসিয়া আহার করিলে তাহাকেও ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়” বাজারে প্রচলিত এই হাদীসটি সঠিক নহে। ইহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

জনৈক বুয়ূর্গ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি বলিয়াছিলেন যে, কোন ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংগে বসিয়া আহার করিলে তাহাকেও ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে।’ উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : না বলি নাই, তবে এখন বলিতেছি।

(১১) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَاتٍ فَرِعُونَ مِاذُ قَالَتْ
رَبِّ ابْنِ لِىْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِىْ مِنْ فَرِعُونَ وَ
عَمَلِىْ وَنَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝

(১২) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَلَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا إِتْقَانٌ مِمَّنِ الْقَانِتِينَ ۝

১১. আল্লাহ মুমিনদিগের জন্য উপস্থিত করিতেছেন ফিরআউনের পত্নীর দৃষ্টান্ত, যে প্রার্থনা করিয়াছিল, ‘হে আমার প্রতিপালক! তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করিও এবং আমাকে উদ্ধার কর ফিরআউন ও তাহার দুষ্কৃতি হইতে এবং আমাকে উদ্ধার কর জালিম সম্প্রদায় হইতে।’

১২. আরও দৃষ্টান্ত দিতেছেন ইমরান তনয়া মারয়ামের— যে তাহার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিল; ফলে আমি তাহার মধ্যে রূহ ফুকিয়া দিয়াছিলাম এবং সে তাহার প্রতিপালকের বাণী ও তাঁহার কিতাবসমূহ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। সে ছিল অনুগতদিগের একজন।

তাফসীর : এইখানে আল্লাহ তা‘আলা বলিতেছেন যে, ঠেকাবশত কাফিরদিগের সহিত উঠা-বসা ও মেলামেশা করা ঈমানদারদিগের জন্য ক্ষতিকর নহে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً অর্থাৎ ঈমানদারগণ যেন
ঈমানদারদের ব্যতীত কাফিরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে ব্যক্তি এইরূপ করিবে
তাহার সংগে আল্লাহর কোন সম্পর্ক নাই। তবে আত্মরক্ষার জন্য হইলে তাহা ভিন্ন
কথা।

কাতাদা (র) বলেন : ফিরআউন আল্লাহর এই দুনিয়ার সেরা কাফির খোদাদ্রোহী ছিল। কিন্তু আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি যে, সে তাহার স্ত্রীর বিন্দুমাত্র ক্ষতিসাধন করিতে পারে নাই। একদিকে স্বামী কুফরী করিয়া বেড়াইত অপরদিকে সে অক্ষরে অক্ষরে আপন প্রতিপালকের আনুগত্য করিয়া চলিত। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা‘আলা মহা প্রজ্ঞাময় ও ন্যায় বিচারক। একজনের অপরাধের জন্য তিনি অন্যকে শাস্তি দেন না।

ইবন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, সুলায়মান (র) বলেন, ফিরআউন তাহার স্ত্রীকে উত্তপ্ত রোদের মধ্যে ফেলিয়া শাস্তি দিত। শাস্তি প্রদান করিয়া সে চলিয়া গেলে ফিরিশতাগণ ডানা দ্বারা তাহাকে ছায়াদান করিতেন। তখন তিনি জান্নাতে নিজের ঘর দেখিতে পাইতেন।

ইবন জারীর (র).....কাসিম ইব্ন আবু বায্যা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাসিম ইব্ন বায্যা (র) বলেন, ফিরআউনের স্ত্রী শুধু এই কথা জিজ্ঞাসা করিত যে, কে জয়লাভ

করিল। ফিরাআউন, না মূসা ও হারুন। উত্তরে বলা হইত যে, মূসা ও হারুন (আ) জয়লাভ করিয়াছে। তখন তিনি বলিতেন, আমি মূসা ও হারুনের প্রতিপালকের উপর ঈমান রাখি। এই সংবাদ ফিরআউনের কানে দেওয়া হইলে তাহার কর্মকর্তাদের এই নির্দেশ দিত যে, বড় বড় পাথর খণ্ড সংগ্রহ করিয়া তাহার সামনে উপস্থিত করিয়া তাহাকে এই ধ্যান-ধারণা হইতে ফিরিয়া আসিতে বল, যদি তিনি ফিরিয়া আসেন তো তিনি আমার স্ত্রী। অন্যথায় পাথর চাপা দিয়া তাহাকে কঠোর শাস্তি প্রদান কর। তাহা করা হইলে তিনি উপরের দিকে মাথা তুলিয়া জান্নাতে তাহার গৃহ দেখিতে পাইলেন। ফলে তিনি তাহার ঈমানের উপর অটল থাকেন। সংগে সংগে তাহার দেহপিঞ্জর হইতে প্রাণপাখী উড়িয়া যায়। আর ফিরআউনের সহচররা তাহার প্রাণহীন দেহের উপর পাথর চাপা দিয়া রাখে।

رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ অর্থাৎ শহীদ হইবার সময় সে এই দু'আ করিয়াছিল যে, তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করিও। এইখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, ফিরআউনের স্ত্রী গৃহ নির্মাণের দরখাস্ত করিবার পূর্বে প্রতিবেশী নির্বাচন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তিনি আগে বলিয়াছেন, তোমার নিকটে, অতঃপর গৃহনির্মাণের দরখাস্ত করিয়াছেন। এক মরফু হাদীস দ্বারাও জানান যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) গৃহ নির্মাণের পূর্বে প্রতিবেশী যাচাই করিয়া লইতে নির্দেশ দিয়াছেন।

وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ অর্থাৎ ফিরাআউনের স্ত্রী এই দু'আ করিলেন যে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে ফিরআউন ও তাহার কার্যকলাপ হইতে মুক্তি দাও। কারণ তাহার এই সব কুফরী কর্মকাণ্ডের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। আর আমাকে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের কবল হইতে মুক্তি দাও। উল্লেখ্য যে, ফিরাআউনের এই স্ত্রীর নাম ছিল আসিয়া বিনতে মুযাহিম (রা)।

আবু জাফর রাযী (র).....আবুল আলিয়া হইতে বর্ণনা করেন যে, ফিরআউনের খাযিনের স্ত্রীর পূর্বে তাহার স্ত্রী ঈমান গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঘটনা ছিল এইভাবে যে, তাহার স্ত্রী ফিরআউনের একটি মেয়ের মাথার চুল আঁচড়াইতেছিলেন। হঠাৎ হাত হইতে চিরুন্নী পড়িয়া গিয়াছিল। তখন তিনি বলিলেন, যে আল্লাহর প্রতি কুফরী করিয়াছে সে ধ্বংস হউক। তাহাকে ফিরআউনের মেয়েটি বলিল, আমার পিতা ছাড়া কি আর কোন রব আছে? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, আমার ও তোমার পিতার এবং প্রত্যেক বস্তুর রব হইলেন আল্লাহ। তখন সে তাহাকে চপেটাঘাত করিল এবং তাহার পিতাকে সেই সংবাদ পৌছাইয়া দিল। ফিরআউন তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল। তিনি আসিলে বলিল, আমি ছাড়া কি আর কোন রব আছে? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, আমার ও তোমার এবং প্রত্যেক

বস্তুর রব হইলেন আল্লাহ্ এবং আমি তাঁহারই ইবাদত করি। এই কথা শুনিয়া ফিরআউন তাহাকে শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা করিল। তাহার জন্য পেরেক তৈরি করাইল। এবং হাত পা বাঁধিয়া শাস্তি দিল। এবং তাহার উপর সাপ ছাড়িয়া দিল। এইভাবে শাস্তি দিতে লাগিল। ইহার পর একদিন ফিরআউন দেখিতে আসিল এবং বলিল, এখনও তুমি কি পূর্বের কথা পরিত্যাগ কর নাই? তিনি বলিলেন, আমার ও তোমার এবং সমস্ত বস্তুর রব হইলেন আল্লাহ্। ফিরআউন বলিল, তুমি যদি তোমার কথা হইতে বিরত না হও তবে তোমার সম্মুখে তোমার ছেলেকে যবাই করিব। তিনি বলিলেন, তোমার যাহা ইচ্ছা তুমি করিতে পার। অতঃপর তাহার সম্মুখে তাহার ছেলেকে হত্যা করিল। তখন ছেলের রুহ তাহাকে সুসংবাদ দিল আর বলিল, হে মা! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, তোমার জন্য আল্লাহ্র নিকট এইরূপ সওয়াব রহিয়াছে। তখন সেই মহিলা ধৈর্যধারণ করিলেন। অতঃপর আরো একদিন ফিরআউন আসিয়া পূর্বের মত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল। তিনিও পূর্বের মত উত্তর প্রদান করিলেন। তখন ফিরআউন তাহার ছেলেকে তাহার সম্মুখে হত্যা করিল। এইবারও তাহার ছেলের রুহ তাহাকে সুসংবাদ দিল এবং ধৈর্যধারণ করিতে বলিল। আল্লাহ্র নিকট তোমার জন্য এমন এমন সওয়াব রহিয়াছে।

বিবি আসিয়া (রা) মহিলার বড় ছেলে ও ছোট ছেলে উভয়ের কথা শনিতে পাইয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া ফিরআউনের স্ত্রী বিবি আসিয়া ঈমান আনয়ন করিলেন। আর খাযিনের স্ত্রী সেই মহিলার মৃত্যু হইয়া গেল। আর সেই মহিলার জন্য জান্নাতে যে সওয়াব, মর্যাদা ও সম্মান রহিয়াছে তাহা বিবি আসিয়ার সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া গেল এবং তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন। ইহাতে তাঁহার ঈমান আরো শক্তিশালী হইল এবং ইয়াকীন বৃদ্ধি পাইল। যখন ফিরআউন বিবি আসিয়ার ঈমান আনার সংবাদ পাইল, তখন তাহার সভাসদগণকে বলিল, তোমরা আসিয়া বিনতে মুযাহিম সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ কর? তাহারা বিবি আসিয়ার প্রশংসা করিল। ফিরআউন বলিল, সে তো আমি ছাড়া অপর রবের ইবাদত করে। তখন তাহারা বলিল, তাহা হইলে তাহাকে হত্যা কর। অতঃপর তাঁহার জন্য পেরেক তৈরি করিয়া হাত পা বাঁধিয়া তাঁহাকে শাস্তি দিল। এই সময় বিবি আসিয়া আল্লাহ্র নিকট দু'আ করেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্! আমার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করুন। এই সময় ফিরআউন উপস্থিত হইয়া গেল। তিনি জান্নাতে তাহার জন্য তৈরি ঘর প্রত্যক্ষ করিয়া হাসিয়া পড়িলেন। তখন ফিরআউন বলিল, তোমরা কি বিবি আসিয়ার পাগলামী দেখিতেছ না? আমি তাহাকে শাস্তি দিতেছি আর সে হাসিতেছে। তৎক্ষণাৎ বিবি আসিয়ার মৃত্যু হইয়া গেল।

وَمَرِيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ۗ وَآرثًا ۗ

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হইল ইমরান তনয়া মারয়ার্মের। সে তাহার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিল।

فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوْحِنَا অর্থাৎ আমি তাহার মধ্যে জিবরীল (আ)-এর মাধ্যমে রুহ ফুকিয়া দিয়াছিলাম। ঘটনাটি এইরূপ যে, আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে হযরত জিবরীল (আ) একজন সুঠাম মানুষের আকৃতিতে হযরত মরিয়ম (আ)-এর নিকট আসিয়া নিজের মুখ দ্বারা তাহার বুকের মধ্যে ফুক প্রদান করে। ইহাতেই তাহার গর্ভে হযরত ঈসা (আ) আগমন করে।

وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ لَهَا مِنَ الْقَنَاتَيْنِ অর্থাৎ হযরত মরিয়ম (আ) আল্লাহ্র তাকদীর ও শরীয়াতের পূর্ণ অনুগত ছিলেন।

ইমাম আহমদ (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন মাটিতে কয়েকটি বৃত্ত আঁকিয়া বলিলেন : তোমরা কি জান এইগুলি কী? উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন, আল্লাহ্ এবং তা'আহার রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : “জান্নাতী রমণীদের মধ্যে যাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ তাহারা হইল, যথাক্রমে খাদীজা বিনতে খুয়ায়লিদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ, মরিয়ম বিনতে ইমরান ও আসিয়া বিনতে মুযাহিম ফিরআউনের স্ত্রী।

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : পুরুষদের মধ্যে বহুলোকই মনীষা সম্পন্ন হইতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু মহিলাদের মধ্যে এইরূপ মনীষা অর্জন করিয়াছে মাত্র তিনজন। ফিরআউন পত্নী আসিয়া, ইমরান তনয়া মরিয়ম, খুয়ায়লিদ তনয়া খাদীজা (রা)। আর সকল খাদ্যের উপর ছারীদের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন, সকল নারীর উপর আয়িশার শ্রেষ্ঠত্ব ঠিক তেমন। ‘বিদায়া ও নিহায়া’ গ্রন্থে ঈসা ইব্ন মরিয়মের কাহিনীতে আমি এই হাদীসগুলির সনদ ও শব্দসহ উল্লেখ করিয়া বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। উপরে আমরা এই কথা প্রমাণ করিয়াছি যে, ইমরান তনয়া-মরিয়ম ও ফিরআউন পত্নী আসিয়া জান্নাতে রাসূল (সা)-এর স্ত্রী হইবেন।

উনত্রিশতম পারা সূরা মুল্ক

৩০ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

ইমাম আহমদ (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : কুরআন মজীদে ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট এমন একটি সূরা আছে, যা উহা পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করিবে। ফলে তাহাদের ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। সূরাটি হইল সূরা মুল্ক। ইমাম তিরমিযী (র)-এর মতে হাদীসটি হাসান।

ইবন আসাকির (র) আনাস ইবন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমাদের পূর্বকার যুগের এক ব্যক্তি মারা গেল। তাহার তাবারকাল্লাযী সূরা কণ্ঠস্থ ছিল। তাহাকে কবরে দাফন করার পর ফিরিশ্তা আসিলে সেই সূরাটি আসিয়া ঝাঁপিয়া পড়িল। ফিরিশ্তা বলিলেন, তুমি যেহেতু আল্লাহর কিতাবের একটি অংশ। আমি তোমাকে পেরেশান করিতে চাই না এবং আমি তোমার ও আমার কোন প্রকার লাভ-ক্ষতির মালিক নই। তুমি যদি এই ব্যক্তির নাজাত চাও তাহা হইলে আল্লাহর নিকট যাইয়া সুপারিশ কর। তখন সেই সূরাটি আল্লাহর নিকট যাইবে আর বলিবে, অমুক ব্যক্তি তোমার কিতাব হইতে আমাকে শিখিয়াছে এবং আমাকে তিলাওয়াত করিয়াছে। আমি তাহার অন্তরে থাকাকালীন তুমি কি তাহাকে আশু দিয়া জ্বালাইবে এবং তাহাকে শাস্তি দিবে? যদি তুমি তাহা করিতে চাও তবে তোমার কিতাব হইতে আমাকে মিটাইয়া ফেল। তখন আল্লাহ বলিবেন, তুমি কি রাগান্বিত হইয়াছ? সূরাটি বলিবে, আমার জন্য রাগ করার অধিকার আছে। আল্লাহ বলিবেন, যাও, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করিলাম। সেই সূরাটি আসিয়া কবরের সেই ফিরিশ্তাকে হাঁকাইয়া বাহির করিয়া দিবে। অতঃপর সে, মৃত ব্যক্তির মুখে আসিয়া বলিবে, ধন্যবাদ তোমার, তুমি আমাকে তিলাওয়াত করিয়াছিলে। ধন্যবাদ বক্ষের, যে আমাকে সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছে। ধন্যবাদ এই যুগলপদের, যে আমাকে নিয়ে

দাঁড়াইয়াছিল। এইভাবে সেই সূরাটি মৃত ব্যক্তিকে কবরের ফেরেশান মুক্ত রাখিবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হাদীসটি বর্ণনা করিলেন, তখন ছোট-বড়, গোলাম ও আযাদ সকলেই এই সূরাটিকে কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। তাই এই সূরাকে নাজাত দানকারী নামকরণ করেন। ইব্ন কাছীর বলেন, আমি বলি, এই হাদীসটি অত্যন্ত গরীব।

তাবারানী ও যিয়া মাকদেসী (র)..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : কুরআনে এমন একটি সূরা আছে যাহা আল্লাহর সহিত ঝগড়া করিয়া তাহার পাঠকারীকে জান্নাতে প্রবেশ করাইয়াছে। উহা হইল সূরা মুল্ক। ইমাম তিরমিযী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, জনৈক সাহাবী কোন এক বনে তাঁরু ফেলে। পরক্ষণে সে টের পাইল যে, উহা একটি মানুষের কবর এবং কবরের মধ্যে লোকটি সূরা মুল্ক পাঠ করিতেছে। পাঠ করিতে করিতে সে সূরাটি সমাপ্ত করিয়া ফেলে। ফিরিয়া আসিয়া সেই সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ঘটনাটি অবহিত করিলে তিনি বলিলেন : ‘সূরাটি’ প্রতিরোধকারী ও মুক্তি দানকারী। উহা পাঠকারীকে কবর আযাব হইতে মুক্তি দান করে।”

ইমাম তিরমিযী (র) জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলিফ লাম মীম তানযীল ও তাবারাকাল্লাযী না পড়িয়া কখনো ঘুমাইতেন না। লায়ছ (র) তাউস (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই দুইটি সূরার ফযীলত কুরআনের অন্যান্য সূরার তুলনায় সত্তরগুণ বেশী।

তাবারানী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “আমি চাই যে, এই সূরাটি (সূরা মুল্ক) আমার প্রত্যেক উম্মতের অন্তরে গাঁথিয়া থাকুক।”

আব্দুল্লাহ ইব্ন হুমাইদ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) এক ব্যক্তিকে বলিলেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি হাদীস শুনাইব, যাহা শুনিয়া তুমি খুশী হইবে? উত্তরে সে বলিল, হ্যাঁ শুনান। ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন : তুমি নিজে সূরা মুল্ক পড়, এবং পরিবারের সকলকে ও প্রতিবেশীকে উহা শিক্ষা দাও। কারণ, উহা মুক্তিদানকারী ও ঝগড়াকারী। কিয়ামতের দিন আল্লাহর সহিত ঝগড়া করিয়া উহার পাঠকারীকে সে জাহান্নামের আযাব হইতে রক্ষা করিবে এবং কবর আযাব হইতে বাঁচাইয়া রাখিবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “আমার একান্ত কামনা যে, এই সূরাটি আমার প্রত্যেক উম্মতের অন্তরে গাঁথিয়া থাকুক।”

(১) تَبْرَكَ الَّذِي يَبْدِيهِ الْمَلِكُ زَوْهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

(২) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ

الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۝

(৩) الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ ۗ
فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ۝

(৪) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۝

(৫) وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ۝

১. মহামহিমাম্বিত তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁহার করায়ত্ত; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান ।

২. যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য— কে তোমাদিগের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল ।

৩. যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন স্তরে স্তরে সঙ্কাকশ । দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি খুঁত দেখিতে পাইবে না; আবার তাকাইয়া দেখ, কোন দ্রুটি দেখিতে পাও কি?

৪. অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হইয়া তোমার দিকে ফিরিয়া আসিবে ।

৫. আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করিয়াছি । প্রদীপমালা দ্বারা এবং উহাদিগকে করিয়াছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং উহাদিগের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি ।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা নিজের প্রশংসা বর্ণনা পূর্বক এই সংবাদ দিতেছেন যে, গোটা সৃষ্টি জগতের কর্তৃত্ব তাঁহারই করায়ত্তে । তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন । তাঁহার প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও ন্যায় পরায়ণতার কারণে তিনি যাহা করিতে চাহেন উহা ঠেকাইবার এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার ক্ষমতা কাহারো নাই । তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান । অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ অর্থাৎ যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করিয়াছেন । এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মৃত্যু অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব লাভ করা একটি বস্তু । কারণ উহা মাখলুক । আয়াতটির অর্থ হইল, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি জগতকে অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বে আনিয়াছেন ।

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি জগতকে এইজন্য অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব দান করিয়াছেন যে, তিনি পরীক্ষা করিবেন কাহার আমল বেশী উত্তম ।

যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ অর্থাৎ তোমরা কিভাবে আল্লাহ্‌র সহিত কুফরী কর, অথচ তোমরা ছিলে মৃত। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে জীবন দান করিয়াছেন।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রাথমিক অবস্থা তথা অনস্তিত্বকে মৃত্যু এবং অস্তিত্ব দানকে জীবন নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

ইব্ন আবু হাতিম (র)..... কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাতাদা (র) এর ব্যাখ্যায় বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতেন : আল্লাহ্ তা'আলা বনী আদমকে এক সময় মৃত অবস্থায় রাখিয়াছিলেন। অতঃপর পার্থিব জগতকে জীবন বসবাস করিবার এবং আখিরাতকে প্রতিদান ও চিরকাল অবস্থান করিবার স্থান বানাইয়াছেন।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা لَيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا অর্থাৎ তিনি পরীক্ষা করিবেন যে, তোমাদিগের মধ্যে কাহার আমল ভালো। এখানে أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا অর্থাৎ কে বেশী আমল করে বলেন নাই। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, আমল বেশী করা নয় বরং ভালো আমল করাই আল্লাহ্‌র কাম্য। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ আল্লাহ্ তা'আলা মহা পরাক্রমশালী ও মহাপ্রতাপশালী। তাহা সত্ত্বেও কেহ তাঁহার নাফরমানী করিয়া ও তাঁহার বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া একনিষ্ঠভাবে তাঁহার কাছে তাওবা করিলে তিনি ক্ষমা করিয়া দেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا অর্থাৎ তিনি স্তরে স্তরে সৃষ্টি করিয়াছেন সপ্তাকাশ। অনেকের মতে, এই সপ্তাকাশ উপরে নীচে একটির সহিত মিলিত। দুই আকাশের মাঝে কোন ফাঁক নাই। আবার অনেকের মতে, একটির সহিত অপরটি মিলিত নহে বরং প্রতি দুই আকাশের মাঝে বিস্তর ব্যবধান রহিয়াছে। তবে দ্বিতীয় মতটিই সঠিক। মি'রাজের হাদীস ও অন্যান্য হাদীস দ্বারা ইহা প্রমাণিত।

مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে এমন নিখুঁত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, উহাতে কোন প্রকার বৈপরীত্য ও দোষ বা ত্রুটি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ অর্থাৎ আকাশের দিকে তাকাইয়া চিন্তা করিয়া তুমি দেখ যে, উহাতে কোন প্রকার দোষ-ত্রুটি দেখিতে পাও কিনা।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, যাহ্বাক ও সওরী (র) প্রমুখ বলেন, আলোচ্য আয়াতের هَلْ تَرَى مِنْ شِقُوقِ فُطُورٍ অর্থাৎ ছিদ্র বা ফাটল। কাতাদা (র) বলেন : هَلْ تَرَى مِنْ

فُطُورُ অর্থাৎ হে আদম সন্তান! তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি আকাশে কোন খুঁত দেখিতে পাও কি?

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ
অর্থাৎ একবার তাকাইয়া যদি নিশ্চিত হইতে না পার তাহা হইলে আবারো চোখ তুলিয়া তাকাইয়া দেখ। দেখিবে সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ক্লাস্ত হইয়া তোমারই দিকে ফিরিয়া আসিবে। অর্থাৎ কোন প্রকারেই তোমরা আমার সৃষ্টিতে কোন খুঁত আবিষ্কার করিতে পারিবে না।

কাতাদা (র) বলেন : كَرَّتَيْنِ অর্থ দ্বিতীয়বার। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : حَسِيرٌ অর্থ ذَلِيلًا অর্থাৎ অপদস্ত। ইব্ন আব্বাস (রা) এর মতে حَسِيرٌ অর্থ كَلِيلٌ অর্থাৎ ক্লাস্ত। মোটকথা আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যতবারই তোমরা আকাশের দিকে তাকাও, চিন্তা গবেষণা কর কিন্তু কোন প্রকার খুঁত ও ত্রুটি বাহির করিতে তোমাদিগের দৃষ্টি ব্যর্থই হইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির নৈপুণ্য ও শোভা সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়া বলিতেছেন :

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ
অর্থাৎ আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা তথা নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুশোভিত করিয়াছি। এই নক্ষত্রসমূহের কতিপয় এমন আছে, যেইগুলি এক স্থান হইতে অন্যস্থানে বিচরণ করিয়া বেড়ায় আবার কতিপয় এমন আছে যেইগুলি সর্বদা একস্থানেই স্থির বসিয়া থাকে।

وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ
অর্থাৎ নক্ষত্ররাজির আরেকটি উপকার হইল এই যে, উহাকে আমি শয়তানের প্রতি নিষ্ক্ষেপের উপকরণ বানাইয়াছি। অর্থাৎ নক্ষত্র হইতে স্কুলিঙ্গ নির্গত হইয়া শয়তানদের গায়ে নিষ্ফিণ্ড হয়। এই তো গেল শয়তানদের জন্য দুনিয়ার অপমান।

وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ
অর্থাৎ আখিরাতেও আমি উহাদিগের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি। যেমন সূরা সাফফাতের শুরু দিকে আল্লাহ বলেন :

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ - وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ -
لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ - دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ
وَأَصِيبُ - الْأَمِّنْ خَطِيفَ الْخَطِيفَةِ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ

অর্থাৎ আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুসমা দ্বারা সুশোভিত করিয়াছি এবং রক্ষা করিয়াছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হইতে। ফলে উহারা উর্ধ্বজগতের কিছু শ্রবণ করিতে পারে না এবং উহাদিগের প্রতি নিষ্ফিণ্ড হয় সকল দিক হইতে বিতাড়নের জন্য

উপকরণ এবং উহাদিগের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি। তবে কেহ হঠাৎ শুনিয়া ফেলিলে জুলন্ত উল্কাপিণ্ড তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে।

ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবু হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, কাতাদা (র) বলেন, আকাশের নক্ষত্ররাজিকে আল্লাহ্ তিনটি উপকারের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। আকাশকে সুশোভিত করা, শয়তানের প্রতি নিষ্ক্ষেপের উপকরণ ও দিক নির্ণয়ের নিদর্শন।

(৬) وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

(৭) إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ۝

(৮) تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۝

(৯) قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ ۗ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ۖ إِنَّا نُنْتَمِلُ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ۝

(১০) وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝

(১১) فَأَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ ۗ فَسُحِقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝

৬. যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের শাস্তি; উহা কত মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল!

৭. যখন উহারা তন্মধ্যে নিষ্কিণ্ড হইবে তখন উহারা জাহান্নামের শব্দ শুনিবে, আর উহা হইবে উদ্বেলিত।

৮. রোষে জাহান্নাম যেন ফাটিয়া পড়িবে, যখনই উহাতে কোন দলকে নিষ্ক্ষেপ করা হইবে, উহাদিগকে রক্ষীরা জিজ্ঞাসা করিবে, ‘তোমাদিগের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসে নাই?’

৯. উহারা বলিবে, ‘অবশ্যই আমরাদিগের নিকট সতর্ককারী আসিয়াছিল, আমরা উহাদিগকে মিথ্যাবাদী গণ্য করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, ‘আল্লাহ্ কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই। তোমরা তো মহা বিভ্রান্তিতে রহিয়াছ।’

১০. এবং উহারা আরো বলিবে, ‘যদি আমরা শুনিতাম অথবা বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করিতাম তাহা হইলে আমরা জাহান্নামবাসী হইতাম না।’

১১. উহারা উহাদিগের অপরাধ স্বীকার করিবে। অভিশাপ জাহান্নামীদিগের জন্য।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيُسَّرُ الْمَصِيرُ অর্থাৎ যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাহাদিগের জন্য আমি জাহান্নামের শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি। উহাদিগের প্রত্যাবর্তনস্থল কত নিকট ও নিন্দনীয়।

إِذَا الْقُورُ فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهيقًا وَهِيَ تَفُورُ অর্থাৎ যখন কাফিরদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে তখন তাহারা উহার গর্জন ও চিৎকার শুনিতে পাইবে। আর তখন উহা টগবগ করিতে থাকিবে।

وَهِيَ صِيحٌ অর্থাৎ গর্জন চিৎকার। وَهِيَ شَهيقٌ (র) বলেন, ইবন জারীর (র) বলেন, গর্জন চিৎকার। وَهِيَ تَفُورُ -এর ব্যাখ্যা সুফিয়ান সওরী (র) বলেন : গরম ফুটন্ত অনেক পানির মধ্যে অল্প কিছু চাউল বা অন্য কোন দ্রব্য যেমন টগবগ করে, তেমনি জাহান্নামীরাও জাহান্নামের মধ্যে টগবগ করিতে থাকিবে।

تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ অর্থাৎ জাহান্নামীদের প্রতি তীব্র রোষে জাহান্নামের একাংশ অপর অংশ হইতে ছিন্ন হইয়া ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ - قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ - فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ -

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কাহারো প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না এবং দলীল দ্বারা সত্যকে প্রমাণিত না করিয়া ও মানুষের প্রতি রাসূল না পাঠাইয়া কাহাকেও শাস্তি প্রদান করেন না। তাই জাহান্নামীদের কোন একটি দলকে যখনই জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে, তখনই জাহান্নামের রক্ষীরা জিজ্ঞাসা করিবে যে, তোমাদিগের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসিয়াছিল না? উত্তরে তাহারা স্বীকার করিয়া বলিবে, হ্যাঁ, আসিয়াছিল। কিন্তু আমরা উহাদিগকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া বলিয়াছিলাম, 'আল্লাহ কোন কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই। তোমরা তো মহাবিভ্রান্তিতে রহিয়াছ।' যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَمَا كُنَّا مَعَذِبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا অর্থাৎ রাসূল প্রেরণের পূর্ব পর্যন্ত আমি কাহাকেও শাস্তি প্রদান করি না।

অতঃপর জাহান্নামীরা নিজদিগের ভুল বুদ্ধিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইয়া নিজদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিবে :

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ অর্থাৎ হায়! যদি আমরা শ্রবণ করিতাম, তাহা হইলে

আমরা কুফরীও করিতাম না আর এখন জাহান্নামেও নিষ্কিণ্ড হইতাম না। কিন্তু উহাদিগের তখনকার এই অনুতাপ কোন কাজে আসিবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ অর্থাৎ সেই দিন তাহারা নিজদিগের অপরাধ স্বীকার করিয়া লইবে। অভিশাপ জাহান্নামীদিগের জন্য।

ইমাম আহমদ (র)..... আবুল বৃহতরী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবুল বৃহতরী (র) বলেন, যিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে শুনিয়াছেন, তিনি আমাকে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : মানুষ স্বেচ্ছায় আল্লাহর বিধান হইতে বিরত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাহাকে ধ্বংস করেন না।

অপর এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা প্রমাণ দ্বারা এই কথা না বুঝিবে যে, জান্নাতের তুলনায় জাহান্নামই তাদের জন্য বেশী উপযোগী। অর্থাৎ উপযুক্ত কারণ দর্শাইয়া তবে মানুষকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে।

(১২) إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ○

(১৩) وَأَسْرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○

(১৪) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ○

(১৫) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ○

১২. যাহারা দৃষ্টির অগোচরে তাহাদিগের প্রতিপালককে ভয় করে তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

১৩. তোমরা তোমাদিগের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে বল তিনি তো অন্তর্যামী।

১৪. যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।

১৫. তিনিই তো তোমাদিগের জন্য ভূমিকে সুগম করিয়া দিয়াছেন। অতএব তোমরা দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁহার প্রদত্ত জীবনোপকরণ হইতে আহাৰ গ্রহণ কর। পুনরুত্থান তো তাঁহারই নিকট।

তাফসীর : যাহারা আল্লাহর নিকট দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় রাখে এবং লোক চক্ষুর অন্তরালে নির্জনে ও নিরালায় পাপকার্য হইতে বিরত থাকে এবং আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকে আল্লাহ তা'আলা সুসংবাদ দিতেছেন যে, তাহাদিগের যাবতীয় ভুল-ত্রুটি ক্ষমা

করিয়া দেওয়া হইবে এবং বিনিময়ে তাহাদিগকে মহা পুরস্কার প্রদান করা হইবে। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে যে, যেই দিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকিবে না, সেই দিন আল্লাহ তা'আলা সাত শ্রেণীর লোককে তাঁহার আরশের নীচে ছায়া দান করিবেন। তন্মধ্যে একজন হইল, সেই পুরুষ যাহাকে কোন অর্থশালী রূপসী নারী ব্যভিচারের জন্য আহ্বান করার পর এই বলে তাহার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিল যে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। আরেকজন হইল সেই ব্যক্তি এমন গোপনে দান করিল যে, ডান হাতে কি দান করিল বাম হাত তাহা টের পাইল না।

আবু বকর বায্যার (র)..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা) একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কাছে বসিলে আমাদিগের মনে যেই স্বভাব সৃষ্টি হয় আপনার হইতে দূরে সরিয়া গেলে আর তাহা থাকে না। ব্যাপার কি? শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমাদিগের রব সম্পর্কে তোমাদিগের ধারণা কি? উত্তরে তাহারা বলিলেন, কেন, গোপনে প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায়ই তিনি আমাদিগের প্রতিপালক! রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : 'এই বিশ্বাস থাকিলে তোমাদিগের মনের পরিবর্তন নিফাকের অন্তর্ভুক্ত নহে।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ অর্থাৎ তোমরা তোমাদিগের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যেই বল, আল্লাহ সবই জানেন। তিনি হইলেন অন্তর্দৃষ্টি, কাহারো মনের কোন কল্পনাও তাঁহার অগোচর থাকে না।

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۙ অর্থাৎ যিনি স্রষ্টা তিনি সৃষ্টির সর্ববিষয়ে অবগত থাকিবেন না, ইহা হইতেই পারে না।

وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ অর্থাৎ তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক অবগত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ অর্থাৎ আল্লাহই তোমাদিগের জন্য ভূমিকে সুগম করিয়া দিয়াছেন। অতএব তোমরা পৃথিবীর দিক-দিগন্তে ও দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে পার। তাতে স্মরণ রাখিও যে, আল্লাহ মঞ্জুর না করিলে তোমাদিগের কোন প্রচেষ্টাই সফল হইতে পারিবে না। আর তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা হইতে আহার কর। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জীবিকা অর্জনের জন্য চেষ্টা করা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নয়। যেমন :

ইমাম আহমদ (র) ... উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন : 'তোমরা যদি যথাযথভাবে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই তোমাদিগকে রিয্ক দান করিবেন, যেমন দান করেন পক্ষীকুলকে। পক্ষীকুল সকালে

ক্ষুধা নিয়া খালি পেটে বাহির হয় আর সন্ধ্যাকালে পেট ভরিয়া ফিরিয়া আসে।” হাদীসটি তিরমিযী, নাসায়ী ও ইব্ন মাজাহ্ (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পাখী যেমন আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া বাসায় বসিয়া থাকে না বরং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল সত্ত্বেও তাহাকে সকালে জীবিকার সন্ধানে বাহির হইতে হয়, তেমনি মানুষেরও তাওয়াক্কুল করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না বরং তাওয়াক্কুলের সংগে সংগে উপায়ও অবলম্বন করিতে হইবে। পাখীর জীবিকার সন্ধানে বাহির হওয়া যেমন তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নহে, তেমনি মানুষেরও উপায় অবলম্বন করা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নহে।

وَالْيَوْمِ النَّشُورِ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সকলকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।

ইব্ন আব্বাস (র) মুজাহিদ, সুদ্দী কাতাদা (র) বলেন : مَنَاجِبُهَا এর অর্থ যমীনের দিগ-দিগন্ত ও সকল প্রান্ত। ইব্ন আব্বাস (রা) ও কাতাদা (র) বলেন, مَنَاجِبُهَا অর্থাৎ পর্বতের উপর আরোহণ করা। ইব্ন আবু হাতিম (র):..... বশীর ইব্ন কা'ব (রা) এই আয়াত পাঠ করিয়া তাহার উম্মে ওলাদকে বলিলেন, তুমি যদি مَنَاجِبُهَا এর অর্থ বর্ণনা করিতে পার তাহা হইলে তুমি আযাদ সে বলিল, ইহার অর্থ পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করা। তিনি পরে আবুদাদারদা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনিও তাহাই বলিলেন, যে পর্বতের উপর বিচরণ করা।

(১৬) ءَأَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ۝

(১৭) أَمْ أَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۗ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ۝

(১৮) وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝

(১৯) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفْتٍ وَيَقْبِضْنَ لَئِنْ مَا يُؤَسِّسُكُمُوتَ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ۝

১৬. তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রহিয়াছেন তিনি তোমাদিগকে সহ ভূমিকে ধসাইয়া দিবেন না আর উহা আকস্মিকভাবে থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকিবে।

১৭. অথবা তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রহিয়াছেন তিনি তোমাদিগের উপর কংকরবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করিবেন না? তখন তোমরা জানিতে পারিবে কি রূপ ছিল আমরা সতর্কবাণী!

১৮. ইহাদিগের পূর্ববর্তীগণ মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল; ফলে কিরূপ হইয়াছিল আমার শাস্তি ।

১৯. উহার কি লক্ষ্য করে না উহাদিগের উর্ধ্বদেশে বিহঙ্গকুলের প্রতি, যাহারা পক্ষ বিস্তার করে ও সঙ্কুচিত করে? দয়াময় আল্লাহ্‌ই উহাদিগকে স্থির রাখেন । তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা ।

তাফসীর : ইহাও সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহ যে, শিরক ও কুফরীর কারণে কাফির মুশরিকদিগকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবার পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা ধৈর্যধারণ করেন এবং তাহাদিগকে সুযোগ প্রদান করেন । যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا -

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যদি মানুষকে তাহাদিগের কৃতকর্মের শাস্তি প্রদান করিতেন, তাহা হইলে ভূ-পৃষ্ঠে একটি প্রাণীও বাঁচিয়া থাকিত না । কিন্তু তিনি তাহাদিগকে নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত সময় দেন । অতঃপর যখন নির্ধারিত সময় আসিয়া পড়িবে তখন আল্লাহ্ উহার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন । আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত । আর এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন :

ءَأَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورٌ - অর্থাৎ তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রহিয়াছেন তিনি তোমাদিগকে সহ ভূমিকে ধসাইয়া দিবেন না আর উহা আকস্মিকভাবে থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকিবে ।

أَمْ أَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا - অর্থাৎ অথবা তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রহিয়াছেন তিনি তোমাদিগের উপর কংকরবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করিবেন না । অর্থাৎ তিনি এই সব করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম । কিন্তু তবুও তিনি অনুগ্রহবশত শাস্তি প্রদানে বিলম্ব করেন ।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ধমক প্রদান করিয়া বলেন

فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ - অর্থাৎ আমার সতর্কবাণী এবং উহা প্রত্যাখ্যান করার পরিণাম কিরূপ ছিল অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে ।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ - অর্থাৎ ইহাদিগের পূর্ববর্তীরাও আমার সতর্কবাণী অস্বীকার করিয়াছিল । ফলে আমি উহাদিগকে কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করিয়াছিলাম ।

ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—২৭

তাহার পর আল্লাহ তা'লা বলেন :

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّتْ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ

অর্থাৎ মানুষ কি উহাদিগের উর্ধ্বদেশে পক্ষীকুলের প্রতি লক্ষ্য করে না, যাহারা শূন্য আকাশে কখনো ডানা বিস্তার করে আবার কখনো সংকুচিত করে। আল্লাহ তো উহাদিগকে এইভাবে শূন্যে স্থির করিয়া রাখেন। ইহাও তো আল্লাহর কুদরত ও অনুগ্রহের একটি অন্যতম নিদর্শন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ بَسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

(২০) اَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ۗ اِنَّ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِيْ عُرُوْرٍ ۝

(২১) اَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ ۗ بَلْ لَّجُوْا فِيْ عُتُوٍّ وَّ نُفُوْرٍ ۝

(২২) اَفَمَنْ يَّمْشِيْ مُكِبًا عَلٰى وَّجْهِهٖ اَهْدٰى اَمَّنْ يَّمْشِيْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

(২৩) قُلْ هُوَ الَّذِيْ اَنْشَاَكُمْ وَاَجْعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ وَاَلْبَصٰرَ وَاَلْاَفْئِدَةَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝

(২৪) قُلْ هُوَ الَّذِيْ ذَرَاكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهٖ تُحْشَرُوْنَ ۝

(২৫) وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

(২৬) قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَاِنَّمَا اَنَا نٰذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

(২৭) فَلَمَّا رَاَوْهٗ زُلْفَةً سِئتَتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ۝

২০. দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত তোমাদিগের এমন কোন সৈন্যবাহিনী আছে কি যাহারা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে? কাফিররা তো বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।

২১. এমন কে আছে যে, তোমাদিগকে জীবনোপকরণ দান করিবে, তিনি যদি জীবনোপকরণ বন্ধ করিয়া দেন? বস্তুত উহারা অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় অবিচল রহিয়াছে।

২২. যে ব্যক্তি ঝুঁকিয়া মুখে ভর দিয়া চলে সেই কি ঠিক পথে চলে, না কি সেই ব্যক্তি যে ঋজু হইয়া সরল পথে চলে?

২৩. বল, 'তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে দিয়াছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।'

২৪. বল, 'তিনিই পৃথিবীতে তোমাদিগকে ছড়াইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহারই নিকট তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে।'

২৫. উহারা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, 'এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হইবে?'

২৬. বল, 'ইহার জ্ঞান কেবল আল্লাহরই নিকট আছে, আমি তো স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।'

২৭. যখন উহা আসন্ন দেখিবে তখন কাফিরদিগের মুখমণ্ডল ম্লান হইয়া পড়িবে এবং উহাদিগকে বলা হইবে, 'ইহাই তো তোমরা चाहিতেছিলে।'

তাফসীর : মুশরিকরা ধারণা করিত যে, আল্লাহর সংগে তাহারা যাহাদিগের পূজা করিতেছে বিপদাপদে তাহারা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে ও জীবিকা দান করিতে সক্ষম। তাহাদিগের এই অলীক ধারণা খণ্ডন করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :

أَمْ نَ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدُكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُونِ الرَّحْمَنِ অর্থাৎ দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত তোমাদিগের এমন কোন সৈন্যবাহিনী কাছে কি যাহারা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে? অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত তোমাদিগের কোন অভিভাবক, রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী নাই। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنِ الْكٰفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ অর্থাৎ কাফিররা বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَمْ نَ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ অর্থাৎ আল্লাহ যদি তোমাদিগের জীবিকা বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে এমন কেহ আছে, যে তোমাদিগকে জীবিকা দান করিবে? অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত এমন কেহ নাই, যে তোমাদিগকে জীবিকা দিতে পারে বা বন্ধ করিতে পারে বা বিপদাপদে তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে। তিনি এক তাঁহার কোন শরীক নাই। বস্তুত এই সব কিছু জানিয়া বুঝিয়াও মুশরিকরা প্রতিমা পূজা করে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

بَلْ لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ অর্থাৎ ইহার পরও এই মুশরিকরা অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় অবিচল রহিয়াছে। কোন সত্য কথা তাহার শ্রবণ করে না ও উহা অনুসরণ করে না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ

مُسْتَقِيمٍ -

অর্থাৎ যে বর্ণনা-কীর্ত্তিয়া মুখে ভর দিয়া চলে সেই সঠিক পথে চলে, না সেই ব্যক্তি যে সোজা হইয়া সরল পথে চলে।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদার ও কাফিরদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করিয়াছেন। কাফিরদের দৃষ্টান্ত হইল সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে বুঁকিয়া মুখে ভর করিয়া চলে। অর্থাৎ বরাবর সোজা পথে নয় বরং এদিক-ওদিক আঁকাবাঁকা হইয়া চলে। তাহার নিজেই খবর নাই যে, কোথায় যাইতেছে। আর ঈমানদারদের দৃষ্টান্ত হইল সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে সোজা হইয়া সরল পথে চলে। অর্থাৎ সে নিজেও চলে সঠিকভাবে এবং তাহার পথও হইল সরল সঠিক। এই হইল ঈমানদার ও কাফিরদের জাগতিক দৃষ্টান্ত। আখিরাতেও উহাদিগের অবস্থা একই রূপ হইবে। ঈমানদার তো সরল-সঠিক পথ ধরিয়া বরাবর জান্নাতে চলিয়া যাইবে। আর কাফিররা উপড় হইয়া মুখের উপর ভর করিয়া জাহান্নামে পৌঁছিয়া যাইবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ - مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ -

অর্থাৎ অত্যাচারী এবং তাহাদিগের সমমনা ও আল্লাহ্ ব্যতীত তাহারা যাহাদিগের উপাসনা করিত তাহাদিগকে সমবেত করা হইবে। বলা হইবে যে, এইবার তাহাদিগকে জাহান্নামের পথ দেখাইয়া দাও।

ইমাম আহমদ (র)..... নুফাই' হইতে বর্ণনা করেন যে, নুফাই' (র) বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (র)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, হে আল্লাহ্ রাসূল! কিয়ামতের দিন মানুষকে কিভাবে মুখে ভর দিয়া হাঁটাইয়া সমবেত করা হইবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : যেই আল্লাহ্ দুনিয়াতে পায়ে ভর করিয়া হাঁটাইতে পারেন, সেই আল্লাহ্ কি মুখের উপর ভর করিয়া হাঁটাইতে পারিবেন না?"

أَرْثَا۟۟۟ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ

অর্থাৎ আপনি বলিয়া দিন যে, আল্লাহ্ই তোমাদিগকে অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বে আনিয়াছেন এবং তোমাদিগকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও বুদ্ধি বিবেক দান করিয়াছেন।

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

অর্থাৎ অথচ আল্লাহ্ প্রদত্ত এই সব শক্তি তাঁহার আনুগত্য ও বিধান পালনে ব্যয় করিয়া তোমরা তেমন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না।

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ

অর্থাৎ আপনি বলিয়া দিন যে, আল্লাহ্ই তোমাদিগকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন বর্ণ, বিভিন্ন আকৃতি ও বিভিন্ন স্বভাব দান করিয়া পৃথিবীর দিক-দিগন্তে ছড়াইয়া দিয়াছেন।

وَالِيَهُ تُحْشَرُونَ

অর্থাৎ এইভাবে ছড়াইয়া-ছিটাইয়া রাখার পর একদিন আবার তিনিই তোমাদিগকে তাঁহার নিকট একত্রিত করিবেন।

অতঃপর পুনরুত্থান অস্বীকারকারী কাফিরদের সম্পর্কে বলিতেছেন :

يَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدِ ۙ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۗ অর্থাৎ কাফিররা বলে যে, তোমরা সত্যবাদী হইলে বল, তোমরা যে কিয়ামতের কথা বলিতেছ উহার বাস্তবায়ন কখন হইবে? আল্লাহ্ বলেন :

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ অর্থাৎ হে নবী! আপনি বলিয়া দিন যে, কিয়ামত কখন সংঘটিত হইবে উহা সুনির্দিষ্টভাবে আল্লাহ্ ব্যতীত কেহ বলিতে পারে না। উহা যে সুনিশ্চিতরূপে সংঘটিত হইবে, আমাকে কেবল এই সংবাদ প্রদান করিবারই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অতএব তোমরা উহাকে ভয় করিয়া চল।

وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۗ অর্থাৎ আমার দায়িত্ব হইল কেবল সতর্ক করা ও পৌছাইয়া দেওয়া। আর আমি সেই দায়িত্ব পালন করিয়াছি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ অর্থাৎ যখন কিয়ামত সংঘটিত হইবে কাফিররা উহা প্রত্যক্ষ করিবে এবং বুঝিতে পারিবে যে কিয়ামত আসলেই নিকটবর্তী ছিল, তখন কাফিরদিগের মুখমণ্ডল স্নান হইয়া পড়িবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তিরস্কার স্বরূপ বলিবেন :

هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ ۗ অর্থাৎ ইহাই তাহা যাহা দেখিবার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করিতে।

(২৮) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ إِلِيمٍ ۝

(২৯) قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمْتَابِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۗ فَسْتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

(৩০) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ۝

২৮. বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি— যদি আল্লাহ্ আমাকে ও আমার সংগীদিগকে ধ্বংস করেন অথবা আমাদিগের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন তাহাতে কাফিরদিগের কি? উহাদিগকে কে রক্ষা করিবে মর্মভুদ শাস্তি হইতে?

২৯. বল, 'তিনি দয়াময় তাঁহাতে বিশ্বাস করিও তাঁহারই উপর নির্ভর করি, শীঘ্রই তোমরা জানিতে পারিবে, কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।'

৩০. বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি যদি পানি ভূ-গর্ভে তোমাদিগের নাগালের বাহিরে চলিয়া যায় কে তোমাদিগকে আনিয়া দিবে প্রবহমান পানি।'

তাকসীর : আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, হে মুহাম্মদ! আপনি আমার নিয়ামত অস্বীকারকারী এই মুশরিকদেরকে বলিয়া দিন যে, তোমাদিগের চাহিদা অনুযায়ী যদি আল্লাহ্ আমাকে এবং আমার সংগীদিগকে ধ্বংস করিয়া দেন অথবা আমাদিগের প্রতি তিনি দয়া করেন তো তাহাতে তোমাদিগের কোন লাভ নাই। তাওবা করিয়া আল্লাহ্‌র দীনের পথে ফিরিয়া আসা ব্যতীত তোমাদিগের মুক্তির কোন বিকল্প নাই এবং তোমরা যেই আযাব সংঘটিত হইবার অপেক্ষা করিতেছ, উহা আসিয়া পড়িলেও তোমাদিগের কোন উপকার হইবে না। মোটকথা তোমরা নিজেরাই নিজদিগের মুক্তির পথ বাছিয়া লও। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا অর্থাৎ আপনি এই কথাও বলিয়া দিন যে, আমরা দয়াময় বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিয়াছি আর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একমাত্র তাঁহারই উপর আমাদিগের ভরসা। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ অর্থাৎ তুমি তাঁহারই ইবাদত কর এবং তাঁহার উপর ভরসা রাখ।

فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ ضَلَّلَ مُبِينٍ অর্থাৎ অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে যে, তোমাদিগের ও আমাদিগের মধ্যে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে কাহাদিগের পরিণাম শুভ হইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ অর্থাৎ আপনি আরো বলিয়া দিন যে, যদি পানি ভূ-গর্ভে তোমাদিগের নাগালের বাহিরে চলিয়া যায়, তাহা হইলে কে তোমাদিগকে ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহমান পানি আনিয়া দিবে? অর্থাৎ তখন আল্লাহ্ ছাড়া কেহই তাহা পারিবে না।

সূরা কালাম

৫২ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝

(২) مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۝

(৩) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۝

(৪) وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝

(৫) فَسَتَبْصُرُ وَيُبْصِرُونَ ۝

(৬) بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ ۝

(৭) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۝ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝

১. নূন-শপথ কলমের এবং উহারা যাহা লিপিবদ্ধ করে তাহার,
২. তোমরা প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি উন্মাদ নহ।
৩. তোমার জন্য অবশ্যই রহিয়াছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার,
৪. তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।
৫. শীঘ্রই তুমি দেখিবে এবং উহারাও দেখিবে—
৬. তোমাদিগের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত।
৭. তোমার প্রতিপালক তো সম্যক অবগত আছেন কে তাঁহার পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে এবং তিনি সম্যক জানেন তাহাদিগকে যাহারা সৎপথ প্রাপ্ত।

তাফসীর : হুরুফুল হিজা সম্পর্কে সূরা বাকারার শুরুতে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। বিধায় পুনরায় আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। আলোচ্য আয়াতের শুরুতে ن হরফটিও ص ق ইত্যাদি হুরুফে মুকাত্তায়ার ন্যায় একটি হরফ।

কেহ কেহ বলেন, ن বিরাক্কায় একটি মৎসের নাম যাহা সাত তবক যমীনকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে।

যেমন ইবন জারীর (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম তৈয়ার করিয়া বলিলেন, লিখ। কলম বলিল, কি লিখিব? আল্লাহ বলিলেন, তাকদীর লিপিবদ্ধ কর। ফলে সেই দিন হইতে কিয়ামত পর্যন্ত যাহা সংঘটিত হইবার ছিল কলম লিখিতে আরম্ভ করিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা نون তথা মৎস সৃষ্টি করেন। তাহার পর পানির ফেনা হইতে আকাশ সৃষ্টি করেন ও মৎসের পিঠের উপর পৃথিবীকে বিছাইয়া দেন। ফলে মৎস নড়াচড়া করিতে আরম্ভ করে। সংগে সংগে পৃথিবীও নড়িয়া উঠে। তখন আল্লাহ তা'আলা পর্বতমালা দ্বারা পৃথিবী স্থির করেন। অন্য এক সূত্রে আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) এই কথা বলিয়া ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

ইবন জারীর (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : আমার প্রতিপালক সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, লিখ। ফলে কলম কিয়ামত পর্যন্ত যাহা সংঘটিত হইবে সবই লিপিবদ্ধ করিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পানির উপর মৎস সৃষ্টি করেন। তাহার পর সেই মৎসের উপর পৃথিবীকে বিছাইয়া দেন।

তারাবানী (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম ও মৎস (نون) সৃষ্টি করেন। অতঃপর কলমকে বলিলেন, লিখ, লিখ। জিজ্ঞাসা করিল, কি লিখিব? আল্লাহ বলিলেন : কিয়ামত পর্যন্ত যাহা হইবে সব লিখ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ আয়াতটি পাঠ করেন।

ইবন আসাকির (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম ও নূন তথা দোয়াত সৃষ্টি করেন। অতঃপর কলমকে বলিলেন, লিখ। কলম জিজ্ঞাসা করিল, কি লিখিব? আল্লাহ বলিলেন : কিয়ামত পর্যন্ত যাহা সংঘটিত হইবে সব লিখ। ن وَالْقَلَمِ এই আয়াতে এই কথাই বলা হইয়াছে। অতঃপর কলমের মুখে মোহর করিয়া কথা বলিবার শক্তি রহিত করা হয়। ফলে কিয়ামত পর্যন্ত আর সে কথা বলিতে পারিবে না। তাহার পর বিবেক সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, আমি আমার ইজ্জতের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমার প্রিয় লোকদের মধ্যে আমি তোমাকে পরিপূর্ণতা দান করিব আর আমার অপ্রিয় লোকদের মধ্যে তোমাকে অসম্পূর্ণ রাখিব। (অর্থাৎ যাহারা আমার আপন লোক তাহাদিগকে আমি পরিপূর্ণ জ্ঞান দান করিব, যাহারা আমার আপন নহে তাহাদিগের জ্ঞান হইবে অসম্পূর্ণ।)

মুজাহিদ (র) বলেন : নূন সাত তবক যমীনের নীচের বসবাসকারী বিরাটকায় একটি মাছ বলিয়া কথিত আছে ।

হাসান বসরী (র) সহ একদল মুফাস্‌সির বলেনঃ এই মৎসটির পিঠের উপর আকাশ যমীন সমান মোটা একটি পাথর আছে । সেই পাথরের উপর আছে চল্লিশ হাজার শিং বিশিষ্ট একটি ষাঁড় । আর সেই ষাঁড়ের পিঠের উপর সাত তবক যমীন ও তন্মধ্যস্থ সমুদয় বস্তু অবস্থিত । কেহ কেহ এই অর্থের উপর নিম্ন বর্ণিত হাদীসটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।

ইমাম আহমদ (র)..... আনাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন সালাম যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মদীনা আগমনের সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি তাঁহার নিকট আসিয়া কতটি প্রশ্ন করেন । তিনি বলেন, আমি আপনার নিকট এমন কতক প্রশ্ন করিব যাহার উত্তর নবী ব্যতীত কেহ জানিতে পারে না । তিনি বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সর্বপ্রথম আলামত কি? জান্নাতবাসীগণ প্রথম কি বস্তু দিয়া আহার করিবেন? কি কারণে সন্তান তাহার পিতার বর্ণ ও আকৃতি ধারণ করে এবং কি কারণে সন্তান তাহার মাতার বর্ণ ও আকৃতি ধারণ করে? নবী (সা) বলিলেন, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়া এই মাত্র জিবরাঈল (আ) আমার নিকট আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন । তখন ইব্ন সালাম বলিলেন, জিবরাঈল তো ফিরিশতাগণের মধ্যে ইয়াহুদীদের জন্য চিরশত্রু । নবী (সা) বলিলেন, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সর্বপ্রথম আলামত হইল যে, একটি অগ্নি প্রকাশিত হইবে, যাহা সকল মানুষকে পূর্ব দিক হইতে পশ্চিম দিকে একত্রিত করিবে এবং জান্নাতীগণ সর্বপ্রথম যাহা আহার করিবেন তাহা হইল মাছের কলিজা এবং যখন মাতার উপর পিতার বীর্য প্রবল হইবে তখন সন্তান পিতার আকৃতি ধারণ করিবে । আর যখন পিতার উপর মাতার বীর্য প্রবল হইবে তখন সন্তান মাতার আকৃতি ধারণ করিবে । হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হইয়াছে ।

মুসলিমে অপর এক সনদে সাওবান (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, একবার এক ইয়াহুদী পণ্ডিত কয়েকটি বিষয়ে নবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল । এইগুলির মধ্যে ইহাও ছিল যে, জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করিবার পর সর্বপ্রথম তাহাদেরকে কি তুহফা দেওয়া হইবে? নবী (সা) বলিলেন, মাছের কলিজার একাংশ । আবার প্রশ্ন করিল, ইহার পর তাহাদের খাদ্য কি হইবে? নবী (সা) বলিলেন, তাহাদের জন্য জান্নাতের একটি ষাঁড় জবেহ করা হইবে । যে ষাঁড়টি জান্নাতের মধ্যে বিচরণ করিত । অতঃপর প্রশ্ন করিল, ইহার পর তাহাদের পানীয় কি হইবে? নবী (সা) বলিলেন, সালসাবীল নামক প্রস্রবণ হইতে পানীয় দেওয়া হইবে । কেহ কেহ বলেন, নূন হইল নূরের একটি পলক । ইবন জারীর (র)..... কুররা (র) হইতে বর্ণনা করেন । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন নূন হইল নূরের একটি পলক এবং কলম হইল নূর দিয়া তৈরি, কিয়ামত পর্যন্ত যাহা সংঘটিত হইবে তাহা লিখিতে থাকিবে । এই হাদীসটি মুরসাল গরীব । ইবন জুরাইজ (র) বলেন, আমাকে বলা হইয়াছে যে, কলমটি নূরের তৈরি যাহার দৈর্ঘ্য এক শত বৎসরের পথের সমান ।

ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—২৮

কেহ কেহ বলেন : ن অর্থ দোয়াত আর القلم অর্থ কলম। ইবন জারীর (র)..... হাসান ও কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান ও কাতাদা (র) বলেন : ن অর্থ দোয়াত।

ইবন আবু হাতিম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তা'আলা نون অর্থাৎ দোয়াত সৃষ্টি করিয়াছেন।

ইবন জারীর (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন : আল্লাহ তা'আলা নূন অর্থাৎ দোয়াত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কলম সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, লিখ : কলম বলিল, কি লিখিব? আল্লাহ বলিলেন, কিয়ামত পর্যন্ত যাহা সংঘটিত হইবে সব লিখ। যেমন : ভালো-মন্দ আমল, রিয়ক হালাল হোক বা হারাম, কোন্ বস্তু দুনিয়াতে কোন্ দিন, কোন্ সময় কিভাবে পৌঁছবে ইত্যাদি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারীও এবং কিতাবের জন্য দারোগা নিয়োগ করিয়াছেন। অতঃপর যখন রিয়ক ও আয়ু শেষ হইয়া যায়, তখন রক্ষণাবেক্ষণকারী ফিরিশতা দারোগা ফিরিশতার নিকট আসিয়া সেই দিনের কর্মসূচী তলব করিলে সে বলে, কই তাহার জন্য তো আজ কোন কাজই পাইতেছি না। অগত্যা রক্ষণাবেক্ষণকারী ফিরিশতারা ফিরিয়া গিয়া জানে যে, তাহারা মরিয়া গিয়াছে।

আলোচ্য আয়াতে القلم দ্বারা নির্দিষ্ট কোন কলম নয় বরং কলম বস্তু উদ্দেশ্য। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ এইখানেও কলম দ্বারা কলম জাত উদ্দেশ্য, নির্দিষ্ট কোন কলম নহে। বলাবাহুল্য যে, কলমের শপথ করিয়া আল্লাহ তা'আলা এই কথা বুঝাইয়াছেন যে, মানুষের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহর নিয়ামত সমূহের মধ্যে ইহাও একটি নিয়ামত যে, তিনি মানুষকে লিখা শিক্ষা দিয়াছেন, যাহা জ্ঞানার্জনের একটি অন্যতম উপায়। এইদিকে ইংগিত করিয়াই আল্লাহ বলেন : وَمَا يَسْطُرُونَ অর্থাৎ আর যাহা লিপিবদ্ধ করা হয়।

ইবন আব্বাস (র) মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলেন : وَمَا يَسْطُرُونَ অর্থাৎ আর যাহা লিপিবদ্ধ করা হয়।

আবুযোহা (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, وَمَا يَسْطُرُونَ অর্থ وَمَا يَعْمَلُونَ অর্থাৎ আর যাহা তাহারা করে। সুদী (র) বলেন وَمَا يَسْطُرُونَ অর্থ وَمَا يَسْطُرُونَ অর্থাৎ আর ফিরিশতারা যাহা লিপিবদ্ধ করে।

অনেকে বলেন, এইখানে القلم দ্বারা উদ্দেশ্য হইল সেই কলম যাহা দ্বারা আকাশ যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে তাকদীর লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। এই সম্পর্কে বর্ণিত আছে। যেমন ইবন আবু হাতিম (র)..... অলীদ ইবন উবাদা ইবন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, অলীদ ইবন উবাদা (র) বলেন, আমার পিতা মৃত্যুকালে

আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করিলেন। অতঃপর বলিলেন, লিখ। কলম জিজ্ঞাসা করিল, কি লিখিব? আল্লাহ্ বলিলেন, “অনন্তকাল পর্যন্ত যাহা হইবে সব লিপিবদ্ধ কর।”

ইবন জারীর (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন। অতঃপর আল্লাহ্‌র নির্দেশে কলম সব কিছু লিপিবদ্ধ করে।

وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ অর্থাৎ হে নবী! আল্লাহ্‌র মেহেরবাণীতে আপনি উন্মাদ নহেন। আপনার সম্প্রদায়ের মূর্খ কাফিররা যাহা বলে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা রটনা। ইহাতে আপনি ঘাবড়াইবেন না।

وَأَنْ لَّكَ لَاجِرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ অর্থাৎ আপনাকে বরং আপনার এই দাওয়াত তাবলীগ ও প্রতিপক্ষের লাঞ্ছনার মুখে ধৈর্যধারণের জন্য এমন মহাপুরস্কার প্রদান করা হইবে, যাহা কখনো শেষ হইবার নহে। غَيْرَ مَمْنُونٍ অর্থ যাহা কখনো শেষ হইবে না।

মুজাহিদ (র) বলেন غَيْرَ مَحْسُوبٍ অর্থ বে-হিসাব।

إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ অর্থাৎ অবশ্যই আপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে এই আয়াতের অর্থ হইল إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ অর্থাৎ নিশ্চয় আপনি এক মহান দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর তাহা হইল ইসলাম। মুজাহিদ, আবু মালিক, সুদ্দী এবং রবী ইব্ন আনাস (র) এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

আতিয়া (র) বলেন : لَعَلَىٰ أَدَبٍ عَظِيمٍ অর্থাৎ নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত। মা'মার (র) কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি হযরত আয়িশা (রা)-কে মহানবী (সা)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি বলিলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র ছিল কুরআন।

সাইদ ইব্ন আবু 'অরুবা (র) কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাতাদা (র) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, সাইদ ইব্ন হিশাম (র) আয়িশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে তিনি বলিলেন : তুমি কি কুরআন পড় না? সাইদ (র) বলিল, হ্যাঁ, পড়ি। আয়িশা (রা) বলিলেন : এই কুরআনই ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র।

ইমাম আহমদ (র).....হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (র) বলেন, আমি আয়িশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি বলিলেন, তাঁহার চরিত্র ছিল কুরআন।

ইমাম আহমদ (র).....বনী সাওয়াদের জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি বলিলেন, তুমি কি কুরআন পড় না? আল্লাহ্ বলেন إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ অর্থাৎ নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।

ইবন জারীর (র).....সাদ্দ ইব্ন হিশাম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাদ্দ ইব্ন হিশাম (র) বলেন :

আমি একদিন হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিলাম যে, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র সম্পর্কে কিছু বলুন। উত্তরে তিনি বলিলেন, তাঁহার চরিত্র ছিল কুরআন। কেন তুমি কি إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ এই আয়াতটি পড় না?

ইবন জারীর (র).....জুবাইর ইব্ন নুফায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, জুবাইর (র) বলেন, আমি একদিন আয়িশা (রা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তরে তিনি বলিলেন, তাঁহার চরিত্র ছিল কুরআন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র ছিল কুরআন— হযরত আয়িশা (রা)-এর এই উক্তিটির তাৎপর্য হইল এই যে, এমনিতেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) সৃষ্টিগতভাবেই উত্তম ও সচ্চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। সততা, মহানুভবতা, বীরত্ব, ক্ষমা ও সহনশীলতা ছিল তাঁহার চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তদুপরি তিনি ছিলেন কুরআনের আহকামের বাস্তব নমুনা। তিনি তাহাই করিয়াছেন যাহা করিতে কুরআন নির্দেশ দিয়াছে আর তাহাই তিনি বর্জন করিয়াছেন যাহা করিতে কুরআন নিষেধ করিয়াছে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে যে, হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি দীর্ঘ দশ বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমত করিয়াছি। এই দশ বছর কোন দিন তিনি আমার কোন আচরণে বিব্রতবোধ করেন নাই। আমি কোন (অপ্রয়োজনীয়) কাজ করিয়াছি বা (প্রয়োজনীয়) কাজ করি নাই আর তিনি বলিয়াছেন, এই কাজটি কেন করিলে বা কেন করিলে না, এই দশ বছরের জীবনে এমনিটি কখনো শুনি নাই। তিনি সর্বাধিক সুন্দর চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার হাতের তালু অপেক্ষা কোন পরম জিনিস আমি জীবনে স্পর্শ করি নাই। তাঁহার দেহের ঘাম হইতে সুগন্ধিযুক্ত কোন মিশক বা আতর বা অন্য কিছু জীবনে আমার নাকে আসে নাই।

ইমাম বুখারী (র).....বারা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বারা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকলের চেয়ে সুদর্শন ও চরিত্রবান ছিলেন। বেশী লম্বাও ছিলেন না আবার খাটোও ছিলেন না। এই বিষয়ে অসংখ্য হাদীস রহিয়াছে। ইমাম তিরমিযী (র) শামায়েল গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র).....আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন “রাসূলুল্লাহ্ (সা) জীবনে কখনো নিজ হাতে নিজের কোন খাদেম, স্ত্রী বা অন্য

কাউকে প্রহার করেন নাই। তবে আল্লাহর পথে জিহাদ করা স্বতন্ত্র বিষয়। কখনো দুইটি বিষয়ের কোন একটি গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হইলে, সেইটিই গ্রহণ করিতেন যাহা দুইটির মধ্যে বেশী সহজ। তবে যেটা পাপের কাজ হইত তাহা হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িতেন। নিজের জন্য কখনো কাহারো হইতে কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই। তবে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত হইলে, আল্লাহর জন্য উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেন।”

ইমাম আহমদ (র).....আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “আমি উত্তম চরিত্রসমূহকে পরিপূর্ণতা দান করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছি।”

فَسْتَبْصِرْ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আপনি এবং আপনার প্রতিপক্ষ জানিতে পারিবে যে, কে বিকারগ্রস্ত, বিভ্রান্ত। আপনি না তাহারা? যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِنَ الْكَذَّابِ الْأَشْرُرُ অর্থাৎ আগামী দিনই তাহারা জানিতে পারিবে যে, কে মিথ্যাবাদী, সন্ত্রাসী।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

إِنَّا أَوْأْيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًىٰ أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ অর্থাৎ আমরা অথবা তোমরা নিশ্চিত রূপে হয়ত হিদায়াতের পথে আছি কিংবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।

ইব্ন জুরায়জ (র) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) فَسْتَبْصِرُ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, অচিরেই আপনি এবং তাহারা কিয়ামতের দিন জানিতে পারিবে।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ অর্থ অর্থ তোমাদিগের মধ্যে কেউ উন্মাদ। কাতাদা (র) প্রমুখ বলেন, بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ অর্থ কে শয়তানের বেশী নিকটবর্তী ও আপন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ অর্থাৎ কে বিভ্রান্ত ও কে হিদায়াতপ্রাপ্ত আল্লাহই সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।

(১) فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ○

(১) وَذُوَا لَوْ تَدَّهِنُونَ ○

(১০) وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ○

(১১) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنُحَيْمٍ ○

(১২) مَتَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۝

(১৩) عْتَلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ۝

(১৪) أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ۝

(১৫) إِذِ اتَّقَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

(১৬) سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ ۝

৮. সুতরাং তুমি মিথ্যাচারীদিগের অনুসরণ করিও না।

৯. উহারা চায় যে, তুমি নমনীয় হও, তাহা হইলে উহারাও নমনীয় হইবে,

১০. এবং অনুসরণ করিও না তাহার- যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত,

১১. পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগাইয়া বেড়ায়,

১২. যে কল্যাণের কাজে বাধা দান করে, যে সীমালংঘনকারী পাপিষ্ঠ,

১৩. রুঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত।

১৪. সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধশালী।

১৫. উহার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হইলে সে বলে, ‘ইহা তো সেকালের উপকথা মাত্র।’

১৬. আমি উহার শুঁড় দাগাইয়া দিব।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন : হে রাসূল! আমি আপনাকে বিপুল নিয়ামতসহ সরল-সঠিক জীবন ব্যবস্থা ও মহান চরিত্র দান করিয়াছি। অতএব আপনি মিথ্যাচারীদিগের অনুসরণ করিবেন না। উহারা চায় যে, আপনি উহাদিগের ব্যাপারে নমনীয় হন, তাহা হইলে উহারাও আপনার প্রতি নমনীয় হইবে।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, لَوْتَرُخَصُّ لَهُمْ لَوْتُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ অর্থ হইল لو ترخص لهم لو تدهن فَيُدْهِنُونَ অর্থাৎ আপনি নমনীয় হইলে তাহারাও নমনীয় হইবে। মুজাহিদ (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, তাহারা চায় আপনি যদি আপনার সত্যপথ ত্যাগ করিয়া উহাদিগের মিথ্যা উপাস্যদের প্রতি আকৃষ্ট হন তাহা হইলে....। অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :

وَلَا تَطِيعُ كُلَّ حَلِافٍ مَّهِينٍ অর্থাৎ আর অনুসরণ করিও না তাহার, যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত। বলাবাহুল্য যে, মিথ্যুক নিজের দুর্বলতা ও অপদস্ততার কারণে তাহার মিথ্যাচার প্রকাশ হইয়া যাইবার ভয়ে সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। ফলে কথায় কথায় শপথ করিয়া অন্যের মনে বিশ্বাস জন্মাইতে চাহে এবং যখন তখন আল্লাহ্র পবিত্র নামসমূহকে অপাত্রে ব্যবহার করে।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, **الكَاذِبُ** অর্থ **مُهَيِّنٌ** অর্থাৎ মিথ্যাবাদী। মুজাহিদ (র) বলেন : **مُهَيِّنٌ** অর্থ **الضَّعِيفُ الْقَلْبُ** অর্থাৎ দুর্বলমনা। হাসান (র) বলেন, অর্থ হটকারী, দুর্বলমনা।

ইব্ন আব্বাস (রা) ও কাতাদা (র) বলেন, **هَمَّازٌ** অর্থ গীবতকারী বা পশ্চাতে নিন্দাকারী। **مَشَّاءٌ بِنَمِيمٍ** অর্থ চোগলখোর। অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যে একের কাছে অন্যের দোষ বলিয়া বেড়ায় এবং পরস্পর দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন একদিন রাসূলুল্লাহ্ দুইটি কবরের পার্শ্ব দিয়া অতিক্রমকালে বলিলেন : এই দুই কবরবাসীকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে। তবে এই শাস্তি বড় ধরনের কোন গুনাহের কারণে নয়। একজনের অপরাধ হইল, সে পেশাবের পর উত্তমরূপে পবিত্রতা অবলম্বন করিত না আর অপরজন চোগলখোরী করিয়া বেড়াইত।

ইমাম আহমদ (র).....হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।

উক্ত হাদীসটি বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে। ইমাম আহমদ (র).....আবু ওয়ায়েল (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু ওয়ায়েল (র) বলেন, হুযায়ফা (রা)-এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে অভিযোগ করা হইল যে, সে চোগলখোরী করিয়া বেড়ায়। শুনিয়া হুযায়ফা (রা) বলিলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।”

ইমাম আহমদ (র)..... আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইব্ন সাকান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন বলিলেন : “আমি কি বলিয়া দিব যে, তোমাদিগের মধ্যে কে সবচেয়ে উত্তম?” সাহাবাগণ বলিলেন, হ্যাঁ, বলুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : “তোমাদিগের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যাহাকে দেখিলে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়।” আবার বলিলেন, “তোমাদিগের মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট তাহাও বলিয়া দিব কি?” সাহাবাগণ বলিলেন, হ্যাঁ, বলুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, ‘যে ব্যক্তি চোগলখোরী করিয়া বেড়ায়, বন্ধুদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং পবিত্র ও নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়, সে তোমাদিগের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।”

ইমাম আহমদ (র)..... আব্দুর রহমান ইব্ন আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুর রহমান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, “আল্লাহ্‌র সর্বোত্তম বান্দা তাহারা— যাহাদিগকে দেখিলে আল্লাহ্‌কে স্মরণ হয়। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট হইল তাহারা যাহারা চোগলখোরী করিয়া বেড়ায় এবং পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি করে এবং নিরপরাধ পবিত্র লোকদের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়।”

مُنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ অর্থাৎ যাহারা নিজেরা কল্যাণের পথে চলে না এবং অন্যদেরকে কল্যাণের পথ হইতে বাধা প্রদান করে। আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘন করে এবং নিষিদ্ধ ও হারাম কাজে লিপ্ত পাপী।

عُتْلٍ - عُتْلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ অর্থাৎ রুঢ় ও কঠোর স্বভাব অর্থাৎ তাহারা রুঢ় স্বভাবের এবং তদুপরি কুখ্যাত।

ইমাম আহমদ (র)..... হারিছা ইব্ন ওহাব (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হারিছা ইব্ন ওহাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, ‘আমি কি জান্নাতীদের সম্পর্কে তোমাদিগকে খবর দিব? শোন, জান্নাতীরা হইল সেই সব দুর্বল লোক, যাহারা শপথ করিয়া কোন কথা বলিয়া ফেলিলে আল্লাহ্ উহা বাস্তবায়িত করিয়া দেন আর জাহান্নামীরা হইল রুঢ়-কঠোর স্বভাবের, অহংকারী।

ইমাম আহমদ (র)..... আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, জাহান্নামীদের আলোচনা প্রসংগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, “জাহান্নামী তাহারা যাহারা রুঢ়-কঠোর স্বভাবসম্পন্ন, অহংকারী ও কল্যাণের পথে বাধা দানকারী।”

ইমাম আহমদ (র)..... আব্দুর রহমান ইব্ন গনম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুর রহমান ইব্ন গনম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে العتْلُ الزنيم -এর অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, “সেই ব্যক্তি যাহার স্বভাব কঠোর, অধিক পানাহারকারী, অত্যাচারী, পেটুক।”

একই সূত্রে অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : “রুঢ় স্বভাব ও কুখ্যাত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।”

ইবন জারীর (র)..... য়ায়েদ ইব্ন আসলাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, য়ায়েদ ইব্ন আসলাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : আকাশ সেই ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন করে, আল্লাহ্ যাহাকে সুস্বাস্থ্য দান করিয়াছেন, পেট পুরে আহার করিবার সুযোগ দিয়াছেন ও দুনিয়ার সুখ-সামগ্রী দান করিয়াছেন। কিন্তু সে মানুষের উপর অত্যাচার করিয়া বেড়ায়। এই ব্যক্তিকেই কুরআনে العتْلُ الزنيم বলা হইয়াছে।” মোটকথা عُتْلٌ হইল সেই ব্যক্তি যে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, শক্তিশালী ও বেশী পানাহারকারী, অত্যাচারী ব্যক্তি। আর زَنِيمٍ অর্থ যে ব্যক্তি অপকর্মের হোতা বলিয়া প্রসিদ্ধ বা কুখ্যাত ইতর ও অপদার্থ। আরবী ভাষায় زَنِيمٍ বলা হয় সেই ব্যক্তিকে যে কোন এক সম্প্রদায়ের বলে পরিচিত কিন্তু আসলে সে সেই সম্প্রদায়ের নয়। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : زَنِيمٍ অর্থ الفاحش اللئيم অর্থাৎ কুখ্যাত, চরিত্রহীন ও ইতর ব্যক্তি। এই প্রসংগে আরবী কবিতা উল্লেখিত আছে।

কেহ কেহ বলেন : زَنِيمٌ দ্বারা আখনাস ইবন শুরাইককে বুঝানো হইয়াছে, যে বনী যুহরার সহিত চুক্তিবদ্ধ ছিল। অনেকের মতে زَنِيمٌ হইল আসওয়াদ ইবন যাগূছ। কিন্তু কথ্যটি ঠিক নহে।

ইবন আব্বাস (রা) হইতে মুজাহিদ সূত্রে ইবন আবু নাজীহ (র) বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রা)-এর ধারণা হইল زَنِيمٌ সেই ব্যক্তি বিশেষ কোন বংশের লোক হইবার দাবীদার; কিন্তু আসলে সেই বংশের নহে।

ইবন আবু হাতিম (র)..... 'আমির ইবন কুদামা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, 'আমির ইবন কুদামা (র) বলেন যে, ইকরিমা (রা)-কে زَنِيمٌ এর অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি বলিলেন : زَنِيمٌ অর্থ জারজ সন্তান। সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : زَنِيمٌ অর্থ যেই ব্যক্তি পাপী ও সন্ত্রাসী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ইবন আব্বাস (রা) সম্পর্কে কয়েকটি বর্ণনা আছে, তিনি বলেন زَنِيمٌ এমন এক ব্যক্তি যাহার উপাধি হইল কুখ্যাত। কুখ্যাত তথা زَنِيمٌ না বলিলে মানুষ যাহাকে চিনে না। এই زَنِيمٌ এর ব্যাখ্যায় বহুজনের আরো বহু মত রহিয়াছে। মোটকথা زَنِيمٌ সেই ব্যক্তি যে দুষ্কর্মে প্রসিদ্ধ। কুখ্যাত বা সন্ত্রাসী বলিয়াই লোক যাহাকে চিনে। সাধারণত ইহারা পিতৃ পরিচয়হীন জারজ সন্তান হইয়া থাকে। কারণ শয়তান এই ধরনের লোকদের উপরই সাধারণত বেশী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, যাহা অন্যদের উপর পারে না। যেমন দীর্ঘ এক হাদীসের একাংশে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : "জারজ সন্তানরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।"

অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন : জারজ সন্তান তিন দুরাচারের সমষ্টি। যদি সে মাতা-পিতার ন্যায় অপকর্মে লিপ্ত হয়।

أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِيْنًا - إِذَا تَثَلَى عَلَيْهِ أَيُّنَّا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
অর্থাৎ আল্লাহ বলেন : ইহাদিগের এই সব অপকর্ম ও খোদাদ্রোহীতার হেতু হইল এই যে, ইহারা বিপুল ধন-সম্পদ ও জনশক্তির অধিকারী। উচিত তো ছিল নিয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ আমার গুণগান করা, অল্লান বদনে আমার আনুগত্য করা। কিন্তু কিসের, উল্টা তারা এই ধন ও জনশক্তিকে আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। আমার বিধান পালন করার পরিবর্তে বরং বলিয়া বেড়ায় যে, এই সব তো পুরাকালের উপকথা মাত্র। এই যুগে ইহা অচল। এই বে-ঈমানীর পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

سَنَسِيبُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ 'আমি উহার গুঁড় দাগাইয়া দিব।' ইবন জারীর (র) বলেন : এই আয়াতের অর্থ হইল, ইহাদিগের এই সব কর্মকাণ্ড এমনভাবে প্রকাশ করিয়া দিব যে, উহারা কাহারো কাছেই গোপন থাকিবে না। যেমন হাতীর গুঁড়ের উপরে দাগ কাহারো নিকট গোপন থাকে না। কাতাদা (র)ও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

আওফী (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এই আয়াতে বদরের যুদ্ধের প্রতি ইংগিত করিয়া বলা হইয়াছে যে, বদরের দিন যুদ্ধের মাধ্যমে তরবারী দ্বারা তোমাদিগকে নির্মূল করিয়া ফেলা হইবে।

অনেকে বলেন : জাহান্নামীদের ন্যায় কিয়ামতের দিন তোমাদিগের মুখমণ্ডল কালো করিয়া দেওয়া হইবে। তাহাদিগের মতে **الْخُرْطُومُ** অর্থাৎ গুঁড় বুলিয়া মুখমণ্ডল বুঝানো হইয়াছে। বস্তুত এই সব কয়টি ব্যাখ্যার একটির সহিত অপরাটির কোন সংঘর্ষ নাই।

ইবন আবু হাতিম (র)..... আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বুলিয়াছেন : অনেক সময় এমনও হয় যে, এক ব্যক্তি হাজার হাজার বছর ধরিয়া আল্লাহর দফতরে মুমিনরূপে লিখিত থাকে, কিন্তু মৃত্যুর সময় আল্লাহ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন। আবার কেহ হয়তো হাজার হাজার বছর যাবত কাফির রূপেই চিহ্নিত ছিল কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লইয়া মৃত্যুবরণ করে। যে ব্যক্তি পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দাকারী ও চিহ্নিত অপরাধী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করিল, কিয়ামতের দিন তাহার দুই ঠোঁটের দিক হইতে কপালে চিহ্ন দেওয়া হইবে।

(১৭) **إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَتَمُّوا إِلَيْصِرَ مِنْهَا مُصْبِحِينَ ۝**

(১৮) **وَلَا يَسْتَنْدُونَ ۝**

(১৯) **فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ۝**

(২০) **فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ۝**

(২১) **فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ ۝**

(২২) **أَنِ اغْدُوا عَلَي حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَرِمِينَ ۝**

(২৩) **فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ۝**

(২৪) **أَنْ لَّا يَدْخُلَتْهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ۝**

(২৫) **وَغَدُوا عَلَي حَرْدٍ قَدِيرِينَ ۝**

(২৬) **فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَصَّالَتُونَ ۝**

(২৭) **بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۝**

(২৮) قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ

(২৯) قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ

(৩০) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَنَّاهُ وَمَوَّءًا

(৩১) قَالُوا: يَؤْيُؤُنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ

(৩২) عَسَىٰ رَبِّنَا أَنْ يُّبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رُغَبُونَ

(৩৩) كَذَلِكَ الْعَذَابُ ۗ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

১৭. আমি উহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছি, যেভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলাম উদ্যান অধিপতিগণকে, যখন উহারা শপথ করিয়াছিল যে, উহারা প্রত্যুষে আহরণ করিবে বাগানের ফল,

১৮. এবৎ তাহারা ‘ইনশাআল্লাহ’ বলে নাই।

১৯. অতঃপর তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে এক বিপর্যয় হানা দিল সেই উদ্যানে, যখন উহারা ছিল নিদ্রিত।

২০. ফলে উহা দৃষ্টি হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল।

২১. প্রত্যুষে উহারা একে অপরকে ডাকিয়া বলিল,

২২. ‘তোমরা যদি ফল আহরণ চাও তবে সকাল সকাল বাগানে চল।’

২৩. অতঃপর উহারা চলিল নিম্নস্বরে কথা বলিতে বলিতে।

২৪. ‘অদ্য যেন তোমাদিগের নিকটে কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি উহাতে প্রবেশ করিতে না পারে।’

২৫. অতঃপর উহারা নিবৃত্ত করিতে সক্ষম এই বিশ্বাস লইয়া প্রভাতকালে বাগানে যাত্রা করিল।

২৬. অতঃপর উহারা যখন বাগানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিল, উহারা বলিল, ‘আমরা তো দিশা হারাইয়া ফেলিয়াছি।’

২৭. ‘না, আমরা তো বঞ্চিত।’

২৮. উহাদিগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিল, ‘আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই? এখনও তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছ না কেন?’

২৯. তখন উহারা বলিল, ‘আমরা আমাদিগের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছি। আমরা তো সীমালংঘনকারী ছিলাম।’

৩০. অতঃপর উহারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিল।

৩১. উহারা বলিল, ‘হায়! দুর্ভোগ আমাদিগের। আমরা তো ছিলাম সীমালংঘনকারী।’

৩২. 'আমরা আশা রাখি—আমাদিগের প্রতিপালক ইহার পরিবর্তে আমাদিগকে দিবেন উৎকৃষ্টতর উদ্যান; আমরা আমাদিগের প্রতিপালকের অভিমুখী হইলাম।'

৩৩. শাস্তি এইরূপই হইয়া থাকে এবং আখিরাতে শাস্তি কঠিনতর। যদি উহার জানিত!

তাফসীর : যেসব কাফিররা নবী (সা)-এর নবুওতকে অস্বীকার করিয়াছিল, এইখানে উহাদিগের জন্য একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ করিয়াছি যেভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলাম রকমারী ফল-ফলাদি সমৃদ্ধ উদ্যান অধিপতিদেরকে।

إِذِ اقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَأْذِنُونَ অর্থাৎ যখন উহার পরস্পর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল যে, তাহারা বাগানের ফল রাত্রিকালে আহরণ করিবে, যাহাতে কোন গরীব-মিসকীন তথা ভিক্ষুক টের না পায়, যেন কোন দান-সাদকা করিতে না হয়। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা করিবার সময় তাহারা ইনশাআল্লাহ বলে নাই। সফলতার ব্যাপারে তাহারা এতই নিশ্চিত ও গর্বিত ছিল যে, আল্লাহর নামটি পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করে নাই। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগের এই প্রতিজ্ঞা ও শপথ বিফল করিয়া দেন। সেই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ অর্থাৎ ফলে একদিন যখন তাহারা নির্দ্রিত ছিল তখন আসমানী গযব আসিয়া সেই উদ্যানে হানা দিল আর উহা দগ্ধ হইয়া কৃষ্ণকায় বর্ণ ধারণ করিল।

ইবন আব্বাস (রা) বলেন : كَالصَّرِيمِ অর্থ كالليل الاسود অর্থাৎ সেই আসমানী গযবে আক্রান্ত হইয়া উদ্যানটি পুড়িয়া কালো রাতের ন্যায় হইয়া গেল। ছাওরী ও সুদ্দী (র) বলেন, مثل الزرع اذا حصد অর্থাৎ কাটা ফসলের ন্যায় শুষ্ক হইয়া তোলা।

ইবন আবু হাতিম (র)..... ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “তোমরা আল্লাহর নাফরমানী থেকে দূরে থাক। অনেক সময় এমন হয় যে, মানুষ গুনাহের কারণে এমন রিয্ক হইতে বঞ্চিত হইয়া যায় যাহা তাহার জন্যই প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া বলেন, এই লোকগুলি গুনাহের কারণেই উদ্যানের ফসল হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ أَنْ اغْدُوا عَلَيَّ حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَرِمِينَ অর্থাৎ উদ্যানের ফসল আহরণ করিবার জন্য উক্ত প্রতিজ্ঞা ও শপথের পর সকাল বেলা ফসল কাটিতে যাইবার জন্য তাহারা ডাকাডাকি শুরু করিতে লাগিল। মুজাহিদ (র) বলেন, উহাদিগের এই ফসল ছিল আসুর।

فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ أَنْ لَا يَدْخُلْنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ
অর্থাৎ ডাকাডাকি করিয়া সকলে একত্রিত হইয়া চুপিচুপি এই কথা বলিতে বলিতে
রওয়ানা হইল যে, তোমরা সকলেই সাবধান থাকিও, যেন আজ কোন ভিক্ষুক বাগানে
প্রবেশ করিতে না পারে।

وَوَعَدُوا عَلَى حَرْدٍ قَدْرَيْنِ অর্থাৎ এইবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া ভিক্ষুকদেরকে
আগমন প্রতিরোধ করিতে সক্ষম এই বিশ্বাস লইয়া প্রভাতকালে বাগানে যাত্রা করিল।

মুজাহিদ (র) বলেন, عَلَى حَرْدٍ অর্থ পূর্ণ বিশ্বাস লইয়া। ইকরিমা বলেন, عَلَى حَرْدٍ
অর্থ عَلَى غَيْظٍ অর্থাৎ মনে ভিক্ষুকদের প্রতি রাগ ও গোস্বা লইয়া। শাবী (র) বলেন,
عَلَى حَرْدٍ অর্থাৎ عَلَى الْمَسَاكِينِ ভিক্ষুকদের নিবৃত্ত করিতে সক্ষম এই বিশ্বাস
লইয়া....। সুদী (র) বলেন, উহাদিগের গ্রামের নাম ছিল হারদ। সুদীর এই ব্যাখ্যা
গ্রহণযোগ্য নয়।

فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ অর্থাৎ এইভাবে
তাহারা বাগানে পৌছিয়া আযাব কবলিত বাগানের এই দশা দেখিয়া তাহারা মনে করিল
যে, ইহা তো আমাদের বাগান নহে, আমরা তো পথ ভুলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু
অতঃপর যখন বিপর্যয়ের কথা বুঝিতে পারিল তখন তাহারা বলিল, না ইহাই তো
আমাদিগের; হায়! হায়! কি হইল? আমাদিগের সবই তো শেষ হইয়া গেল, সবই তো
ধ্বংস হইয়া গেল।

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ অর্থাৎ আকস্মিক এই বিপর্যয়
প্রত্যক্ষ করিবার পর উহাদিগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিল, আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই?
এখনও তোমরা আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছ না কেন?

ইবন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইবন জুবায়র, ইকরিমা, মুহাম্মদ ইবন কা'ব,
রবী ইবন আনাস, যাহ্বাক, কাতাদা (র) বলেন : أَوْسَطُهُمْ : অর্থ خَيْرُهُمْ وَ أَعْدَلُهُمْ
অর্থ শ্রেষ্ঠ ও নীতিবান ব্যক্তি।

মুজাহিদ, সুদী ও ইবন জুরায়জ (র) বলেন : لَوْلَا تُسَبِّحُونَ অর্থ
لَوْلَا تُسَبِّحُونَ অর্থাৎ আমি তো পূর্বে বলিয়াছিলাম যে, তোমরা কেন ইনশাআল্লাহ্ বল
নাই? সুদী (র) বলেন, সেই যুগে ইনশাআল্লাহ্ বলাই তাসবীহ বলিয়া পরিগণিত হইত।

কেহ কেহ বলেন, أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ অর্থ আমি কি বলিয়াছিলাম না
যে, তোমরা কেন আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর না এবং আল্লাহ্
তোমাদিগকে যেই নিয়ামত দিয়াছেন তজ্জন্য আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?

قَالُوا سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কথা শুনিয়া এইবার উহাদিগের চেতনা ফিরিয়া আসিল। নিজের ভুল স্বীকার করিয়া বলিল, ‘আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছি। আমরা তো সীমালংঘনকারী ছিলাম।’ কিন্তু তখনকার সেই অনুতাপ কাজে আসে নাই।

فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ অর্থাৎ তখন অগত্যা উহারা ভিক্ষুকদের আগমন প্রতিরোধ ও আল্লাহকে ভুলিয়া যাওয়ার ব্যাপারে পরস্পর তিরস্কার করিতে লাগিল। আর অন্যদের ভুল ও অন্যায় স্বীকার করা ব্যতীত কোন উত্তর ছিল না।

قَالُوا يٰوَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ অর্থাৎ তাহারা বলিল, হায় দুর্ভোগ আমাদের। আমাদের সীমালংঘনের কারণেই আজ আমরা এই বিপর্যয়ে আক্রান্ত হইলাম।

عَسٰى رَبُّنَا اَنْ يُبَدِلَ لَنَا خَيْرًا مِّنْهَا اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ অর্থাৎ তাহারা বলিল, ‘আমরা আশা রাখি—আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উদ্যান দান করিবেন। আমরা আমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হইলাম।’

অনেকের মতে, এই লোকগুলি ছিল ইয়ামানের অধিবাসী। সাঈদ ইবন জুবায়র (র) বলেন : তাহারা সানআ থেকে ছয় মাইল দূরে যারওয়ান নামক একটি গ্রামের অধিবাসী ছিল। কেহ কেহ বলেন, উহারা ছিল হাবশার অধিবাসী। পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে তাহারা এই উদ্যানটি লাভ করিয়াছিল। উহারা ছিল আহলে কিতাব। উহাদিগের পিতার নিয়ম ছিল এই যে, সেই উদ্যানের উৎপন্ন ফসল হইতে এক বছরে খোরাক রাখিয়া অবশিষ্টটুকু সাদকা করিয়া দিতেন। মৃত্যুর পর ছেলেরা উহার উত্তরাধিকার লাভ করিয়া বলিল যে, আমাদের পিতা বোকা ছিল বলিয়া ইহার ফসল হইতে কিছু অংশ গরীবদেরকে দান করিয়া দিত। উহা না করিয়া যদি তিনি সঞ্চয় করিতেন; তাহা হইলে আজ আমরা বিপুল সম্পদের অধিকারী হইতাম। কিন্তু পিতার আদর্শ ত্যাগ করিয়া তাহারা সবই হারাইয়া সর্বশান্ত হইয়া আমও হারায় ছালাও হারায়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ অর্থাৎ তাহারা আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতে কৃপণতা করে উহাদিগের শাস্তি এইরূপই হইয়া থাকে।

وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ এই তো হইল দুনিয়ার শাস্তি। আখিরাতের শাস্তি হইবে আরো কঠিনতর। যদি তাহারা উহা বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে উহাদিগের জন্য কল্যাণকর হইত। বায়হাকী (র)..... আলী (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) রাত্রিকালে শস্য ও ফসল কাটিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(২৪) إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ۝

(২৫) أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۝

(২৬) مَا لَكُمْ وَتَنفَكُوا تَحْكُمُونَ ۝

(২৭) أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ۝

(২৮) إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ۝

(২৯) أَمْ لَكُمْ آيْمَانٌ عَلَيْنَا بِالْغَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ لَكُمْ لَمَا

تَحْكُمُونَ ۝

(৩০) سَأَلَهُمْ آيُهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ۝

(৩১) أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ؟ فَمَا يُبَشِّرُونَهُمْ بِإِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ۝

৩৪. মুত্তাকীদিগের জন্য অবশ্যই রহিয়াছে ভোগ-বিলাসপূর্ণ জান্নাত তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট।

৩৫. আমি কি আত্মসমর্পণকারীদিগকে অপরাধীদিগের সদৃশ গণ্য করিব?

৩৬. তোমাদিগের কী হইয়াছে? তোমাদিগের এ কেমন সিদ্ধান্ত?

৩৭. তোমাদিগের নিকট কি কোন কিতাব আছে যাহাতে তোমরা অধ্যয়ন কর—

৩৮. যে, তোমাদিগের জন্য উহাতে রহিয়াছে যাহা তোমরা পছন্দ কর?

৩৯. আমি কি তোমাদিগের সহিত কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ এমন কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি যে, তোমরা নিজদিগের জন্য যাহা স্থির করিবে তাহা পাইবে?

৪০. তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, উহাদিগের মধ্যে এই দাবীর যিম্মাদার কে?

৪১. উহাদিগের কি কোন দেব-দেবী আছে? থাকিলে উহারা উহাদিগের দেব-দেবীগুলিকে উপস্থিত করুক— যদি উহারা সত্যবাদী হয়।

তাফসীর : দুনিয়ার উদ্যানের অধিপতি এবং আল্লাহর নাফরমানী ও তাঁহার বিধানের বিরুদ্ধাচরণের ফলে আপতিত বিপর্যয়ের আলোচনা করিবার পর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, যাহারা দুনিয়াতে আল্লাহর আনুগত্য করিবে ও তাকওয়া অবলম্বন করিবে আখিরাতে তাহাদিগকে ভোগ-বিলাসপূর্ণ এমন উদ্যান তথা জান্নাত দেওয়া হইবে যাহা কখনো শেষ হইবে না ও বিপর্যস্ত হইবে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ অর্থাৎ প্রতিদানের ক্ষেত্রে কি আমি আত্মসমর্পণকারী ও আমার অনুগত বান্দাদিগকে অপরাধীদিগের সমান স্থির করিব?

কখনো না। আল্লাহর অনুগত বান্দা ও নাফরমানগণ কখনো সমান হইতে পারে না। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

مَالِكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ অর্থাৎ কি হইল তোমাদিগের? তোমরা ইহা কি রকম ধারণা করিতেছ?

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنْ لَكُمْ فِيهِ لِمَا تَخَيَّرُونَ নিকট কি এমন কোন আসমানী কিতাব আছে যাহা তোমরা অধ্যয়ন কর এবং উহাতে তোমাদিগের দাবীর সপক্ষে কোন প্রমাণ আছে? নাই।

أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - إِنْ لَكُمْ لِمَا تَحْكُمُونَ অর্থাৎ আমি তোমাদিগের সহিত কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এমন কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি যে, তোমরা যাহা চাইবে তাহাই পাইবে?

سَلُّهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি জিজ্ঞাসা করুন, যদি উহাদিগের এমন কোন দাবী থাকে তবে সেই দাবীর যিম্মাদার কে?

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فُلْيَاتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ কোন দেব-দেবী আছে? থাকিলে উহাদিগকে উপস্থিত করুক যদি তাহারা সত্যবাদী হয়।

(৪২) يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتِطِيعُونَ ۝

(৪৩) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ ۝

(৪৪) فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۝

(৪৫) وَأَمْلِي لَهُمْ إِنْ كِيدِي مَتِينٌ ۝

(৪৬) أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ۝

(৪৭) أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ۝

৪২. স্মরণ কর, সেই চরম সংকটের দিনের কথা, সেই দিন উহাদিগকে আহ্বান করা হইবে সিজদা করিবার জন্য কিন্তু উহারা তাহা করিতে সক্ষম হইবে না।

عَنْ سَاقٍ অর্থাৎ যখন পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করিবে। আলী ইবন আবু তালহা (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ অর্থ কিয়ামতের ভয়াবহ ও সংকটময় মুহূর্ত।

আওফী (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ অর্থ যখন সকল বিষয় হইয়া যাইবে এবং মানুষের সমুদয় আমল সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে।

ইবন জারীর (র)..... আবু মুসা (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ অর্থ একটি বিরাট নূর প্রকাশিত হইবে। মুমিনগণ তাহাকে সিজদা করিবে।

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُفُهُمْ ذَلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ دُخَانٌ مُدْمِنٌ অর্থাৎ দুনিয়ার কৃত অপরাধ ও অহংকারের পরিণামে আখিরাতে উহাদিগের দৃষ্টি অবনত হইবে ও হীনতা উহাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে আর দুনিয়াতে যখন তাহারা সুস্থ সবল ছিল তখন তাহাদিগকে সিজদা করিতে ডাকা হইলে তাহারা সিজদা করিত না। ইহার শাস্তি এইভাবে দেওয়া হইবে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা যখন আত্মপ্রকাশ করিবেন তখন নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুমিনই আল্লাহকে সিজদা করিবে। কিন্তু ঐ কাফির মুনাফিকরা সিজদা করিবার চেষ্টা করিলে উহাদিগের সিজদা করিবার শক্তি হরণ করিয়া নেওয়া হইবে। উহাদিগের পিঠ কাঠের ন্যায় শক্ত হইয়া যাইবে। ফলে আর সিজদা করিতে পারিবে না। মোটকথা দুনিয়াতে শক্তি থাকা সত্ত্বেও যাহারা সিজদা করে না কিয়ামতের দিন সিজদা করিবার ইচ্ছা করা সত্ত্বেও শক্তি দেওয়া হইবে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَذَرْنِي وَمَنْ يُكْذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ অর্থাৎ আমাকে এবং কুরআন অস্বীকারকারীকে ছাড়িয়া দাও। সুযোগ দিয়া পরে আবার কিভাবে তাহাকে শক্তভাবে ধরিতে হইবে উহা আমিই বুঝি।

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ অর্থাৎ আমি উহাদিগকে ক্রমে ক্রমে এমনভাবে ধরিব যে, উহারা টেরও পাইবে না। উহারা মনে করিবে যে, এই সুযোগ প্রদান বুঝি আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মান। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা হইবে তাহাদিগের ভীষণ লাঞ্ছনার কারণ। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَأَمْلِي لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مَتِينٌ অর্থাৎ উহাদিগকে এই সুযোগ দেওয়া আমার একটি কৌশল মাত্র। যাহারা আমার বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করিবে আমার রাসূলদিগকে অস্বীকার করিবে এবং আমার নাফরমানী করিবে তাহাদিগের বিরুদ্ধে আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে যে, “আল্লাহ তা'আলা অনেক সময় জালিমকে সুযোগ প্রদান করেন। কিন্তু পরে যখন ধরেন তো আর ছাড়েন না। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন।

৪৩. উহাদিগের দৃষ্টি অবনত, হীনতা উহাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে অথচ যখন উহারা নিরাপদ ছিল তখন তো উহাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছিল সিজদা করিতে।

৪৪. যাহারা আমাকে এবং এই বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও আমার হাতে; আমি উহাদিগকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধরিব উহারা জানিতে পারিবে না।

৪৫. আর আমি উহাদিগকে সময় দিয়া থাকি আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

৪৬. তুমি কি উহাদিগের নিকট পারিশ্রমিক চাহিতেছে যে, উহারা ইহাকে একটি দুর্বহ দণ্ড মনে করিবে।

৪৭. উহাদিগের কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, উহারা তাহা লিখিয়া রাখে।

তাফসীর : উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন যে, মুত্তাকীদিগকে তিনি ভোগ-বিলাসপূর্ণ জান্নাত দান করিবেন। আর এইবার সেই জান্নাত কখন দেওয়া হইবে সেই সম্পর্কে বলিতেছেন :

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ অর্থাৎ এই জান্নাত দেওয়া হইবে সেই সংকটের দিন, যে দিন মানুষদিগকে সিজদা করিবার জন্য আহ্বান করা হইবে কিন্তু উহারা তাহা করিতে সক্ষম হইবে না। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। (يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ) এর শাব্দিক অর্থ হইল হাঁটু পর্যন্ত পা উন্মোচিত হইবে আর এইখানে উহা দ্বারা চরম সংকট বুঝানো হইয়াছে)

ইমাম বুখারী (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন; আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, কিয়ামতের দিন আমাদিগের প্রতিপালক স্বীয় পা হাঁটু পর্যন্ত উন্মোচিত করিবেন। তখন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুমিনই তাহাকে সিজদা করিবে। কিন্তু দুনিয়াতে যাহারা মানুষকে দেখাইবার জন্য সিজদা করিত উহাদিগের পিঠ এক শক্ত তক্তার ন্যায় হইয়া যাইবে। ফলে তাহারা সিজদা করিতে সক্ষম হইবে না।”

আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন পা উন্মোচিত হইবার এই ঘটনা বিভীষিকাময় কিয়ামতের দিন সংঘটিত হইবে।

ইবন জারীর (র)..... ইবন মাসউদ কিংবা ইবন আব্বাস হইতে (সন্দেহটি ইবন জারীরের) বর্ণনা করেন যে, ইবন মাসউদ (রা) বলেন : يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ অর্থ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ অর্থাৎ যেদিন ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হইবে। মুজাহিদ (র) বলেন, অর্থ ভয়াবহ দিন।

ইবন আব্বাস (রা) বলেন : উহা কিয়ামত দিবসের সবচেয়ে বেশী ভয়াবহ মুহূর্ত। ইবন জারীর (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন يَوْمَ يُكْشَفُ ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—৩০

وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ
অর্থাৎ আল্লাহ্ যখন কোন অত্যাচারী বন্দীবাসীকে ধরেন তো এইভাবেই ধরেন। নিশ্চয়ই তাহার ধরা বড় যন্ত্রণাদায়ক ও কঠোর।

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ - أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ
অর্থাৎ তুমি কি উহাদিগের নিকট পারিশ্রমিক চাহিতেছ যে, উহারা ইহাকে একটি দুর্বহ দণ্ড মনে করিবে। উহাদিগের কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, উহারা তাহা লিখিয়া রাখে?

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আপনি তো লোকদিগকে আল্লাহ্র পথে আত্মহানির বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন না। আল্লাহ্র নিকট প্রতিদান লাভই আপনার উদ্দেশ্য। অথচ এই কাফির মুশরিকরা নিছক অজ্ঞতা ও অবাধ্যতাবশত আপনার বিরোধিতা করে। সূরা তুরে আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

(৪৮) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ۝

(৪৯) لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ۝

(৫০) فَأَجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

(৫১) وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَعَوْا الذِّكْرَ
وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ۝

(৫২) وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝

৪৮. অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়, তুমি মৎস সহচরের ন্যায় অধৈর্য হও হইও না, সে বিষাদ আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করিয়াছিল।

৪৯. তাহার প্রতিপালকের অনুগ্রহ তাহার নিকট না পৌঁছিলে সে লাক্ষিত হইয়া নিষ্কিঞ্চ হইত উনুক্ত প্রাপ্তরে।

৫০. পুনরায় তাহার প্রতিপালক তাহাকে মনোনীত করিলেন এবং তাহাকে সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্তর্ভুক্ত করিলেন।

৫১. কাফিররা যখন কুরআন শ্রবণ করে তখন উহারা যেন উহাদিগের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়াইয়া ফেলিয়া দিবে এবং বলে, 'এতো এক পাগল।'

৫২. কুরআন তো বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ।

তাফসীর : فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলিচ্ছেন : হে মুহাম্মদ আপনার জাতি আপনাকে যেই নির্যাতন করিতেছে এবং আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছে তজ্জন্য আপনি ধৈর্যধারণ করুন। অবিলম্বে আমি ইহার বিচার করিব। আর সেই বিচারে আপনি এবং আপনার অনুসারীরাই জয়লাভ করিবে। দুনিয়া ও আখিরাতের শুভ পরিণাম আপনাদেরই জন্য।

وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ অর্থাৎ আপনি মৎস সহচর তথা ইউনুস (আ)-এর ন্যায় অধৈর্য হইবেন না। তিনি স্বজাতির উপর রুষ্ট হইয়া দেশ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র রওয়ানা করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে সমুদ্রে নৌকায় আরোহণ করিলেন। ঘটনাক্রমে মাঝ নদীতে পানিতে নিষ্কিণ্ড হন, একটি মৎস তাঁহাকে গিলিয়া ফেলে। তখন নদী গর্ভে মাছের পেটে তিনি বলিয়াছিলেন :

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ অর্থাৎ তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই। তুমি পবিত্র। আমি তো জালিমদিগের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَأَسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ অর্থাৎ ফলে আমি তাহার ডাকে সাড়া দিয়াছি এবং তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছি। আর আমি ঈমানদারদিগকে এইভাবেই মুক্তি দিয়া থাকি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ الْمُسْتَجِيبَ لَلْبَيْتِ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ অর্থাৎ যদি সে তাসবীহ পাঠকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত না হইত তাহা হইলে সেই মাছের পেটে সে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করিত।

আর এইখানে আল্লাহ বলেন :

إِنذَادِي وَهُوَ مَكْظُومٌ অর্থাৎ সে বিষাদ আচ্ছন্ন হইয়া কাতর প্রার্থনা করিয়াছিল।

ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও সুদী (র) বলেন مَكْظُومٌ অর্থ مغموم অর্থাৎ বিষাদ আচ্ছন্ন। আতা খুরাসানী ও আবু মালিক (র) বলেন, مَكْرُوبٌ অর্থ مكروب অর্থাৎ বিপদগ্রস্ত।

আমরা পূর্বে একটি হাদীস উল্লেখ করিয়াছি যে, যখন ইউনুস (আ) لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ পাঠ করিলেন তখন সেই দু'আটি আরশের চতুষ্পার্শ্বে গুণগুণভাবে ক্রন্দন করিতে থাকে। ফিরিশতাগণ বলিলেন, হে প্রতিপালক, এই আওয়াজ তো অপরিচিত দেশের কোন দুর্বল ব্যক্তির আওয়াজ। আল্লাহ বলেন, তোমরা কি তাহাকে পরিচয় করিতে পারিতেছ না? তাহারা বলিলেন, না। আল্লাহ বলেন, ইহাতো ইউনুস এর দু'আর আওয়াজ। তাহারা বলিলেন, হে প্রতিপালক!

তোমার এই বান্দার নেক আমল ও গৃহীত দু'আ সর্বদা তো উচ্চমর্যাদা পাইত! তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, তাঁহারা বলিলেন, তিনি যখন শান্ত অবস্থায় নেক আমল করিতেন এখন কি বিপদের সময় তাহার ঐ সব নেক আমলের উসিলায় তাকে বিপদমুক্ত করিবেন না? ইহার পরই আল্লাহ মাছকে নির্দেশ দিলেন এবং সে খালি মাঠে নিক্ষেপ করিয়া দিল।

ইমাম আহমদ (র)..... আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “কাহারো পক্ষেই এই কথা বলা শোভা পায় না যে, আমি ইউনুস ইব্ন মাত্তা হইতে শ্রেষ্ঠ।”

وَأَنَّ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ
অর্থাৎ কুরআন শ্রবণ করিলে কাফিররা বিদ্বेषবশত চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা আপনাকে আছড়াইয়া ফেলিতে চায়। আল্লাহ্ রক্ষা না করিলে অবশ্যই তাহারা আপনাকে বিপদে ফেলিয়া দিত।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের চোখের দৃষ্টি অন্যের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা সত্য। আল্লাহ্‌র নির্দেশেই ইহা হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে অসংখ্য সূত্রে বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। যেমন :

আবু দাউদ (র)..... আনাস (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : নজর লাগিলে, বিষাক্ত প্রাণী দংশন করিলে এবং অবিরাম রক্ত ঝরিলেই কেবল ঝাড়ফুক করা যায়।

ইবন মাজাহ্ (র)..... বুয়ায়দা ইব্ন হাসীব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বুয়ায়দা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : নজর লাগিলে এবং বিষাক্ত প্রাণী দংশন করিলেই কেবল ঝাড়ফুক করা যায়।”

আবু ইয়লা (র) আবু যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু যর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “দৃষ্টি মানুষকে আল্লাহ্‌র হুকুমে ধ্বংস করিয়া দেয়।”

ইমাম আহমদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, “চোখের দৃষ্টি সত্য, চোখের দৃষ্টি সত্য। উহা মানুষকে ধ্বংস করিয়া দেয়।”

ইমাম মুসলিম (র)..... ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “নজর সত্য। তাকদীর অতিক্রম করিবার মত কোন কিছু থাকিলে এই নজরই হইত। তোমাদিগকে গোসল করিতে বলিলে গোসল করিয়া লইও।

আব্দুর রায্বাক (র)..... ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন : নবী করীম (সা) নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়িয়া হাসান ও হুসায়নের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন।

أَعْيَنُ كَمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّمَامَةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمَنْ كُلَّ عَيْنٍ
 ۞ অর্থাৎ ‘তোমাদিগকে আমি প্রত্যেক শয়তান, বিবাজ্ঞ প্রাণী ও প্রত্যেক ক্রিয়াশীল
 দৃষ্টি হইতে আল্লাহর পরিপূর্ণ কলেমার আশ্রয়ে অর্পণ করিতেছি।’ রাসূলুল্লাহ (সা)
 বলিতেন, হযরত ইবরাহীম (আ)-ও ইসহাক এবং ইসমাইল (আ)-কে এইরূপ বলিয়া
 আল্লাহর আশ্রয়ে সোপর্দ করিতেন। এই হাদীসটি বুখারী ও অন্যান্য কিতাবে উল্লেখ
 রহিয়াছে। ইবন মাজাহ (র) আবু উমামা (রা) বর্ণনা করেন যে, আবু উমামা
 আসআদ ইবন সাহল ইবন হুনাযফ (রা) বলেন, ‘আমির ইবন রবীয়া একদিন সাহল
 ইবন হুনাযফের নিকট গিয়া দেখিতে পাইলেন গোসল করিতেছেন। দেখিয়া তিনি
 বলিলেন, তোমার মত এত সুদর্শন কোন নারীও আজ পর্যন্ত আমি দেখি নাই। এই কথা
 বলার সংগে সংগে তিনি বেঁহশ হইয়া পড়িয়া যান। রাসূলুল্লাহ (সা) এই সংবাদ শুনিতে
 পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যাপারে তোমরা কাহাকে সন্দেহ কর ? উত্তরে লোকেরা
 বলিল, ‘আমির ইবন রবীয়া। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “কেন অযথা সে তাহার
 একজন ভাইয়ের ক্ষতিসাধন করিল? কাহারো মধ্যে আকর্ষণীয় কিছু দেখিতে পাইলে
 তাহার জন্য বরকতের দু’আ করা উচিত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) পানি আনাইয়া
 আমির (রা)-কে একটু ওয়ু করিতে বলিলেন এবং লুঙ্গির নীচও ধৌত করিতে বলিলেন।
 অতঃপর সেই পানি আবু উমামার উপর প্রবাহিত করিতে বলিলেন।

ইবন মাজাহ (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু
 সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) জিন ও মানুষের দৃষ্টি হইতে আশ্রয় প্রার্থনা
 করিতেন। অতঃপর সূরা ফালাক ও সূরা নাস অবতীর্ণ হইবার পর অন্য সব দু’আ ত্যাগ
 করিয়া এই দুই সুরাই পাঠ করিতেন।

ইমাম আহমদ (র)..... আবু সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু সাঈদ
 (রা) বলেন, হযরত জিবরীল (আ) একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া
 জিজ্ঞাসা করিলেন, মুহাম্মদ! আপনি অসুস্থ ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ। জিবরীল
 (আ) বলিলেন :

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَعَيْنٍ يَشْفِيكَ
 وَاللَّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ -

ইমাম আহমদ (র) আবু সাঈদ বা জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন
 যে, আবু সাঈদ বা জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন অসুস্থ হইয়া পড়িলে
 জিবরাঈল (আ) আসিয়া বলিলেন :

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ كُلِّ حَاسِدٍ وَعَيْنٍ وَاللَّهُ
 يَشْفِيكَ ইমাম আহমদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু
 হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, চোখের দৃষ্টি লাগা সত্য।

ইমাম আহমদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : চোখের দৃষ্টি লাগা সত্য। উহাতে শয়তান ও মানুষের হিংসা কাজ করিয়া থাকে।

ইমাম আহমদ (র)..... মুহাম্মদ ইবন কায়স (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুহাম্মদ ইবন কায়স (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই কথা বলিতে শুনিয়াছেন যে, বাসগৃহ, ঘোড়া ও নারী এই তিন বস্তুতে ফাল হইতে পারে? উত্তরে আবু হুরায়রা (রা) বলিলেন, না, এই কথা বলিতে শুনি নাই তবে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে, “পূর্ব লক্ষণসমূহের মধ্যে ফাল সত্যয়ন করি। চোখের দৃষ্টি লাগা সত্য।”

ইমাম আহমদ (র)..... উবায়দ ইবন রিফায়া বুরাকী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবায়দা (র) বলেন আসমা বিনতে উমায়স (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! জাফরের সন্তানদের অনেক সময়ই নজর লাগিয়া যায়। উহাদিগকে ঝাড়-ফুক করাইতে পারি কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : “হ্যাঁ, পার। তাকদীর অতিক্রম করিবার কিছু থাকিলে এই নজরই থাকিত।”

ইবন মাজাহ (র)..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নজর লাগার কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আয়িশা (রা)-কে ঝাড়ফুক করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন।

হাফিজ আবু বকর বায্যার (র)..... জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : কাযা ও কদরের পর আমার উম্মতের অধিকাংশ লোক নজরে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিবে।”

হাফিজ আবু আব্দুর রহমান (র)..... জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “নজর মানুষকে কবরে এবং উটকে পাতিলে পৌছাইয়া দেয়। আমার উম্মতের অধিকাংশ লোক নজরে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিবে।”

ইমাম আহমদ (র)..... আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, একজনের রোগ অপরজনের মধ্যে সংক্রমণ করে না, অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা ও পঁচা ডাকিলে বিপদ আসে বলিয়া বিশ্বাস করা ভিত্তিহীন এবং হিংসার কারণে যাহার সহিত হিংসা করা হইল তাহারা কোন ক্ষতি হয় না। তবে চোখের নজর সত্য।

হাফিজ ইবন আসাকির (র)..... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আলী (রা) বলেন, জিবরাঈল (আ) একদিন আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে চিত্তিত দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মুহাম্মদ! আপনার চেহারায চিত্তার ছাপ দেখিতেছি কেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : হাসান-হুসায়নের উপর নজর লাগিয়াছে। জিবরাঈল (আ) বলিলেন : নজর লাগাতো স্বাভাবিক। কারণ নজর সত্য। আপনি এই কলেমাগুলো

পড়িয়া তাহাদিগকে আল্লাহর আশ্রয়ে সোপর্দ করিলেন না? রাসূলুল্লাহ বলিলেন, সেই কলেমাগুলি কি? জিবরাঈল (আ) বলিলেন : আপনি বলুন :

اللَّهُمَّ ذَا السُّلْطَانِ الْعَظِيمِ وَالْمَنِّ الْقَدِيمِ ذَا الْوَجْهِ الْكَرِيمِ وَلِيُّ الْكَلِمَاتِ
التَّامَّةِ وَالِدَعْوَاتِ الْمُسْتَجَبَاتِ عَافِ الْحُسَيْنِ وَالْحُسَيْنِ مِنْ أَنْفُسِ الْجِنَّ وَأَعْيُنِ
الْإِنْسِ -

রাসূল (সা) এই দু'আটি পড়িয়া ফুক দেওয়ার সংগে সংগে হাসান ও হুসাইন উঠিয়া দাঁড়াইয়া খেলিতে শুরু করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) উপস্থিত লোকদেরকে বলিলেনঃ তোমরা নিজেদেরকে তোমাদিগের স্ত্রীদিগকে ও সন্তানদিগকে এই দু'আটি দ্বারা আল্লাহর আশ্রয়ে সোপর্দ কর। আশ্রয় প্রার্থনার ইহাই শ্রেষ্ঠ দু'আ।

وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ অর্থাৎ কাফির-মুশরিকরা একদিকে চোখের দৃষ্টি দ্বারা আমার রাসূলের ক্ষতিসাধন করিতে চাহে অপরদিকে মুখের কথায় কষ্ট দেয়। তাহারা বলে, কুরআন আনয়নের ব্যাপারে সে উন্মাদ। আর কুরআন হইল তাহার প্রলাপ। উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا هُوَ إِلَّا نَذْرٌ لِّلْعَالَمِينَ অর্থাৎ এই কুরআন কাহারো প্রলাপ নহে বরং সমগ্র জগতের জন্য উহা উপদেশনামা।

১. সেই অবশ্যজ্ঞাবী ঘটনা,
২. কী সেই অবশ্যজ্ঞাবী ঘটনা?
৩. কিসে তোমাকে জানাইবে সেই অবশ্যজ্ঞাবী ঘটনা কী?
৪. 'আদ ও ছামূদ সম্প্রদায় অস্বীকার করিয়াছিল যাহা মহাধলয়।
৫. আর ছামূদ সম্প্রদায়, উহাদিগকে ধ্বংস করা হইয়াছিল এক প্রলংকর বিপর্যয় দ্বারা।
৬. আর 'আদ সম্প্রদায়, উহাদিগকে ধ্বংস করা হইয়াছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা।
৭. যাহা তিনি উহাদিগের উপর প্রবাহিত করিয়াছিলেন সপ্তরাত্রি ও অষ্টদিবস বিরামহীনভাবে তখন তুমি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখিতে— উহারা সেথায় লুটাইয়া পড়িয়া আছে সারশূন্য বিক্ষিপ্ত খর্জুর কাণ্ডের ন্যায়।
৮. অতঃপর উহাদিগের কাহাকেও তুমি বিদ্যমান দেখিতে পাও কি?
৯. ফিরআউন, তাহার পূর্ববর্তীরা এবং লূত সম্প্রদায় পাপাচারে লিপ্ত ছিল।
১০. উহারা উহাদিগের প্রতিপালকের রাসূলকে অমান্য করিয়াছিল, ফলে তিনি উহাদিগকে শাস্তি দিলেন— কঠোর শাস্তি।
১১. যখন জলোচ্ছ্বাস হইয়াছিল তখন আমি তোমাদিগকে আরোহণ করাইয়াছিলাম নৌযানে।
১২. আমি উহা করিয়াছিলাম তোমাদিগকে শিক্ষার জন্য এবং এইজন্য যে, শ্রুতিধর কর্তৃক উহা সংরক্ষণ করে।

তাফসীর : الْحَاقَّةُ কিয়ামত দিবসের নামসমূহের মধ্যে একটি নাম। এই দিবসে আল্লাহর যাবতীয় প্রতিশ্রুতি ও শাস্তি বাস্তবায়িত হইবে বলিয়া উহাকে এই নামে নামকরণ করা হইয়াছে। তাই আল্লাহ তা'আলা উহার ভয়াবহতা ও গুরুত্বের প্রতি ইংগিত করিয়া বলিতেছেন :

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ অর্থাৎ কিসে তোমাকে জানাইবে সেই অবশ্যজ্ঞাবী ঘটনা কী? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী বিভিন্ন জাতির ধ্বংস করা উল্লেখ করিয়া বলেন :

فَأَمَّا لِحَامُودَ فَاهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ অর্থাৎ ছামূদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হইয়াছিল এক প্রলয়ংকর বিপর্যয় দ্বারা। الطَّاغِيَةِ অর্থ হইল, সেই প্রচণ্ড শব্দ ও ভূকম্পন যাদ্বারা ছামূদ সম্প্রদায় নিস্কর হইয়া গিয়াছিল। কাতাদা (র) এই অর্থই করিয়াছেন। ইব্ন জারীরের মতও ইহাই।

মুজাহিদ (র) বলেন, الطَّاغِيَةِ অর্থ الذنوب অর্থাৎ পাপ। রবী ইব্ন আনাস ও ইব্ন যয়দ (র) বলেন, الطَّاغِيَةِ অর্থ الطغیان অর্থাৎ অবাধ্যতা। ইব্ন যয়দের এই মতের সপক্ষে كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ দ্বারা দলীল প্রদান করেন।

সূরা হাক্বা

৫২ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

- (১) الْحَاقَّةُ ۝
- (২) مَا الْحَاقَّةُ ۝
- (৩) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ۝
- (৪) كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ۝
- (৫) فَاَمَّا ثَمُودُ فَاهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ۝
- (৬) وَاَمَّا عَادٌ فَاهْلِكُوا بِرِيحِ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۝
- (৭) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ۝ فَتَسْرَى الْقَوْمُ فِيهَا صَرَغِي ۝ كَانَتْهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۝
- (৮) فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ ۝
- (৯) وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَتْ بِالْحَاطِئَةِ ۝
- (১০) فَعَصَا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ۝
- (১১) اِنَّا لَنَّا طَعَا الْبَاۗءَ حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِيَةِ ۝
- (১২) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ۝

وَأَمَّا عَادُ فَاهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ অর্থাৎ আর 'আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হইয়াছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু দ্বারা। صَرْصَرٍ অর্থ শীতল। কাতাদা সুদ্দী ও রবী ইব্ন আনাস ও সুফিয়ান ছাওরী (র) বলেন صَرْصَرٍ অর্থ ঝঞ্ঝা বায়ু। যাহ্‌হাক (র) বলেন, এই শীতল ঝঞ্ঝা বায়ু এমন ছিল যে, উহাতে দয়া ও বরকতের লেশমাত্র ছিল না।

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمْنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا অর্থাৎ এই শাস্তি উহাদিগের উপর আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ সাত রাত্রি ও আট দিন বিরামহীনভাবে প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

ইব্ন মাসউদ, ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও ছাওরী (র) প্রমুখ বলেন, حُسُومًا অর্থ متابعات অর্থাৎ বিরামহীনভাবে। রবী (র) বলেন : উহাদিগের এই বিপয়য় শুরু হইয়াছিল শুক্রবার দিন। অনেকে বলেন, বুধবার দিন।

إِصْرًا خَاوِيَةً ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন خَاوِيَةً অর্থ خَرِبَةٌ অর্থাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত। অর্থাৎ প্রচণ্ড বায়ু উহাদিগের এক একজনকে ধাক্কা দিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিত। ফলে সংগে সংগে উহারা মরিয়া যাইত এবং মাথাটা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া দেহটা সারশূন্য বিক্ষিপ্ত খর্জুর কাণ্ডের ন্যায় পড়িয়া থাকিত।

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, “পূর্বের বায়ু দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হইয়াছে আর পশ্চিমের বায়ু দ্বারা 'আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হইয়াছে।”

ইবন আবু হাতিম (র)... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, “আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিবার জন্য আল্লাহ তা'আলা বায়ুর খাজানা হইতে মাত্র একটি আংটি পরিমাণ বায়ু প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই বায়ু প্রথমে গ্রাম্য লোকদের ছোট-বড় নারী-পুরুষ সকল মানুষ ও জীব-জানোয়ার বিষয় সম্পত্তি সব সহ আকাশ ও যমীনের মাঝে উঠাইয়া নেয়। তখন শহরবাসীরা উপরে কালো মেঘ দেখিয়া উহাকে বৃষ্টিবাহী মেঘ মনে করিয়া উহারা আনন্দিত হইয়া যায়। ইত্যবসরে সেই বায়ু আল্লাহর নির্দেশে সব শুদ্ধ উহাদিগকে নীচে ফেলিয়া দেয়। ফলে উহারা সমূলে ধ্বংস হইয়া যায়।” মুজাহিদ (র) বলেন, সেই বায়ুর দুইটি ডানা ও একটি লেজ ছিল।

فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ অর্থাৎ সেই আযাবে উহারা ঝাড়ে বংশে নিপাত হইয়া গিয়াছিল। আল্লাহ তা'আলা উহাদিগের মধ্য হইতে একজন উত্তরসূরীও অবশিষ্ট রাখেন নাই।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكُتْ بِالْخَاطِئَةِ অর্থাৎ ফিরআউন তাহার পূর্ববর্তীরা এবং রাসূলগণকে অস্বীকারকারী বিভিন্ন জাতি পাপাচারে লিপ্ত ছিল। وَمَنْ قَبْلَهُ - কে কেহ কেহ পড়িয়াছেন। অর্থাৎ ফিরআউনের যুগের যাহারা

তাহার মতাদর্শ গ্রহণ করিয়াছিল তথা তাহার অনুসারী কাফির গোষ্ঠী কিবতী সম্প্রদায়। কেহ কেহ وَمَنْ قَبْلَهُ পড়িয়াছেন। অর্থাৎ ফিরআউনের সমমনা জাতি। مُؤْتَفَكَاتُ অর্থ সেই সব জাতি যাহারা নবীদিগকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল। আলাহ্‌র বিধানকে অস্বীকার করা। রবী (র) বলেন بِالْمَعْصِيَةِ بِالْخَاطِئَةِ অর্থ অর্থাৎ পাপাচার।

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ অর্থাৎ আলাহ্‌ তা'আলা উহাদিগের নিকট যে সব রাসূল পাঠাইয়াছেন সকলেই উহাদিগকে অমান্য করিয়াছিল। যেমন অন্য আয়াতে আলাহ্‌ বলেন :

كُلُّ كَذِبٍ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعَيْدِيْ অর্থাৎ উহারা সকলেই রাসূলদিগকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে। ফলে উহাদিগের উপর আমার শাস্তি বাস্তবায়িত হইয়াছে। বলাবাহুল্য যে, এক রাসূলকে অস্বীকার করা সকলকে অস্বীকার করারই শামিল। যেমন এক আয়াতে আলাহ্‌ তা'আলা বলেন :

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ نِ الْمُرْسَلِينَ - كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ - كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ অর্থাৎ “নূহ এর সম্প্রদায় রাসূলদিগকে অস্বীকার করিয়াছে, ‘আদ সম্প্রদায় রাসূলদিগকে অস্বীকার করিয়াছে, ছামূদ সম্প্রদায় রাসূলদিগকে অস্বীকার করিয়াছে। অথচ প্রত্যেক উম্মতের নিকট মাত্র একজন করিয়া রাসূল আসিয়াছিলেন। এইখানে আলাহ্‌ তা'আলা বলেন :

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً অর্থাৎ উহারা উহাদিগের প্রতিপালকের রাসূলকে অস্বীকার করিয়াছিল। ফলে আলাহ্‌ তা'আলা উহাদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। মুজাহিদ (র) বলেন, رَابِيَةً অর্থ شَدِيدَةً অর্থাৎ কঠোর। সুদী (র) বলেন, مَهْلِكَةً অর্থাৎ ধ্বংসাত্মক।

অতঃপর আলাহ্‌ তা'আলা বলেন :

إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ অর্থাৎ যখন জলোচ্ছ্বাস হইয়াছিল। অর্থাৎ যখন পানি আলাহ্‌র হুকুমে সীমা অপেক্ষা বাড়িয়া গেল। ইবন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন : طَغَا الْمَاءُ অর্থ كَثُرَ الْمَاءُ অর্থাৎ যখন পানি বৃদ্ধি পাইল।

এই ঘটনাটি তখনকার যখন নূহ (আ)-এর দীর্ঘ দাওয়াতের পর তাঁহার সম্প্রদায় ঈমান আনয়নের পরিবর্তে বরং উল্টা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আলাহ্‌ ব্যতীত অন্য কিছুর উপাসনা করিতে আরম্ভ করিল, তখন আলাহ্‌ তা'আলা নূহ (আ) ও তাঁহার অনুসারী ঈমানদারদের ব্যতীত সকলকে পানিতে ডুবাইয়া মারিয়াছিলেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর সকল মানুষই নূহ (আ)-এর বংশধর।

حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ অর্থাৎ তখন আমি তোমাদিগকে নৌযানে আরোহণ করিয়াছিলাম। جَارِيَةٍ অর্থ নৌযান যাহা পানির উপর চলে।

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً ۗ অর্থাৎ আমি নূহ-কে যেই নৌযানে আরোহণ করাইয়াছিলাম, তোমাদিগের জন্য স্মৃতিস্বরূপ আমি সেই জাতীয় নৌযানও অবশিষ্ট রাখিয়াছি। ফলে আর তোমরা সমুদ্রে নৌযানে আরোহণ করিতে পার। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :

وَجَعَلْ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ۗ অর্থাৎ তিনি তোমাদিগের জন্য নৌযানও সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে তোমরা আরোহণ কর। কাতাদা (র) বলেন : এই আয়াতের অর্থ হইল, আল্লাহ্ তা'আলা নূহ (আ)-এর নৌযানটিকে স্মৃতিস্বরূপ অক্ষত অবশিষ্ট রাখিয়াছেন। এমনকি সেই নৌযানটির সন্ধানও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে প্রথম ব্যাখ্যাটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য।

وَتَعِيَهَا أُنْزُ وَأَعِيَّةُ ۗ অর্থাৎ নূহ-এর নৌযান জাতীয় নৌকা জাহাজ আমি আরো এই জন্য সৃষ্টি করিয়াছি যাহাতে শ্রুতিধর কর্ণ উহা সংরক্ষণ করে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহের কথা ভুলিয়া না যায়। অর্থাৎ সুস্থ বিবেকসম্পন্ন লোকদের আল্লাহ্র নিয়ামতকে স্মরণ রাখিবার জন্য ইহা একটি নসীহত ও উপদেশ হইয়া রহিল।

ইবন আব্বাস (রা) বলেন, حَافِظَةٌ سَامِعَةٌ ۗ অর্থ সংরক্ষণকারী ও শ্রবণকারী। যাহ্‌হাক (র) বলেন تَعِيَهَا أُنْزُ وَأَعِيَّةُ ۗ অর্থ সুস্থ শ্রবণশক্তি ও বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি।

ইবন আব্ব হাতিম (র) মাকহুল (র) বলেন, রাসূল (সা) বলেন, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হইবার পর উহা আলীর কর্ণে রাখিবার জন্য আমি আল্লাহ্র নিকট দরখাস্ত করিয়াছি। মাকহুল (র) বলেন, পরবর্তীতে আলী (রা) বলিতেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে আমি যাহা শুনিয়াছি উহার একটি কথাও ভুলি নাই। ইহা মুরসাল হাদীস।

ইবন আব্ব হাতিম (র) সালিহ ইবন হুসায়ন (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সালিহ (র) বলেন, আমি ইবন মুররা আসলামী (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আলী (রা)-কে বলিলেন : “আমাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যেন আমি তোমার কাছে রাখি, দূরে সরাইয়া না দেই এবং তোমাকে শিক্ষা দান করি আর তোমারও উচিত মনোযোগ সহকারে শিক্ষা গ্রহণ করা।”

(۱۳) فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَآحِدَةٌ ۗ

(۱۴) - وَحُمِلَتِ الْأُمُوسُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَآحِدَةٌ ۗ

(۱۵) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۗ

(۱۶) وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۗ

(১৭) وَالْمَلِكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمِينًا ۝
 (১৮) يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝

১৩. যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে একটি মাত্র ফুৎকার ।

১৪. পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হইবে এবং একই ধাক্কায় উহার চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে ।

১৫. সেদিন সংঘটিত হইবে মহাপ্রলয় এবং আকাশ বিদীর্ণ হইয়া বিশিষ্ট হইয়া পড়িবে ।

১৬. ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকিবে

১৭. এবং সেইদিন আটজন ফেরেশতা তাহাদিগের প্রতিপালকের আরশকে ধারণ করিবে উহাদিগের উর্ধ্বে ।

১৮. সেই দিন উপস্থিত করা হইবে তোমাদিগকে এবং তোমাদিগের কিছুই গোপন থাকিবে না ।

তাফসীর : এইখানে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতার সম্পর্কে বলিতেছেন যে, সর্বপ্রথম শিংগায় ফুৎকার এক ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করিবে । উহার পর দ্বিতীয় ফুৎকারে আকাশ ও যমীনের সমুদয় সৃষ্টি বেঁহুশ হইয়া পড়িবে । অতঃপর আরেক ফুৎকারে সকলে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হইবে ও হাশর কায়েম হইবে । আলোচ্য আয়াতে প্রথম ফুৎকারের কথা বলা হইয়াছে । রবী (র) বলেন : প্রথম ফুৎকারে নয় বরং এইখানে শেষ ফুৎকারের কথাই বলা হইয়াছে । কিন্তু প্রথম ফুৎকার হওয়াই সর্বাধিক যুক্তিসংগত । তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ
 অর্থাৎ পর্বতমালাসহ পৃথিবীকে উৎক্ষিপ্ত করা হইবে এবং এক ধাক্কায় উহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে । উহাকে চামড়ার ন্যায় বিছাইয়া দেওয়া হইবে ও বর্তমান পৃথিবীর পরিবর্তে অন্য পৃথিবী তৈয়ার করা হইবে । অতঃপর কিয়ামত কায়েম হইয়া যাইবে ।

وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ
 অর্থাৎ আকাশ বিদীর্ণ হইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে । হযরত আলী (রা) বলেন : সেইদিন আকাশের প্রতিটি জোড়া খুলিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে । যেমন সূরা নাবায় বলা হইয়াছে :

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا
 অর্থাৎ আকাশ খুলিয়া দেওয়া হইবে । ফলে উহা বলদ্বার বিশিষ্ট হইয়া যাইবে ।

ইবন আব্বাস (রা) বলেন : আকাশ সেই দিন ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়া যাইবে ।

وَالْمَلِكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا
 অর্থাৎ সেই দিন আকাশের প্রান্তদেশে ফেরেশতাগণ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিবে ।

যাহ্‌হাক বলেন, عَلَىٰ أَطْرَافِهَا অর্থ ফেরেশতাগণ আকাশের কিনারায় থাকিবে। হাসান বসরী (র) বলেন, عَلَىٰ أَبْوَابِهَا অর্থ ফেরেশতারা সেইদিন আকাশের দ্বারে দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিবে।

রবী ইবন আনাস (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : ফেরেশতারা আকাশের প্রান্ত সীমায় দাঁড়াইয়া পৃথিবীবাসীদের দিকে তাকাইতে থাকিবে।

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمْنِيَةً অর্থ কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশকে আটজন ফেরেশতা বহন করিবে। এই আরশ দ্বারা আরশে আযীমও উদ্দেশ্য হইতে পারে এবং সেই আরশও হইতে পারে, যাহা বিচার কার্যের জন্য পৃথিবীতে স্থাপন করা হইবে।

ইবন আবু হাতিম (র)..... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের কানের লতি হইতে ঘাড় পর্যন্ত সাতশত বছরের রাস্তার দূরত্ব রহিয়াছে। ইমাম আবু দাউদ (র)-ও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবন আবু হাতিম (র)..... সাঈদ ইবন জুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ الْخِ অর্থ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ثَمْنِيَةً অর্থ আট সারি ফেরেশতা আল্লাহর আরশকে বহন করিবে। শা'বী, ইকরিমা, যাহ্‌হাক এবং ইবন জুরায়জ হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। সুদী (র)..... ইবন আব্বাস (রা) হইতেও এইরূপ মত বর্ণনা করিয়াছেন যে, ثَمْنِيَةً অর্থ আট সারি ফেরেশতা।

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ অর্থ সেই কিয়ামতের দিন তোমাদিগকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হইবে যিনি গোপন প্রকাশ্য সব কিছু সম্পর্কেই অবহিত, যাঁহার কাছে মানুষের কোন কিছুই গোপন থাকে না।

ইবন আবুদুনিয়া (র)..... ছাবিত ইবন হাজ্জাজ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ছাবিত (র) বলেন, উমর (রা) বলিয়াছেন : তোমাদিগ হইতে হিসাব গ্রহণের পূর্বেই তোমরা নিজেদের হিসাব লও এবং তোমাদিগের আমল ওজন করার পূর্বেই তোমরা নিজেরাই নিজদিগের আমল ওজন করিয়া দেখ। তবেই সেই দিবসের হিসাব তোমাদিগের জন্য সহজ হইয়া যাইবে। মনে রাখিও, কিয়ামতের দিন তোমাদিগকে আল্লাহর দরবার পেশ করা হইবে। তখন তোমাদিগের কোন কিছুই গোপন থাকিবে না।

ইমাম আহমদ (র) আবু মুসা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু মুসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : কিয়ামতের দিন লোকদিগকে আল্লাহর দরবারে তিনবার পেশ করা হইবে। প্রথম দুইবার হইবে শুধু বাক-বিতণ্ডা ও অজুহাত অবতারণা। আর তৃতীয়বার আমলনামা বিতরণ করা হইবে। কেহ আমলনামা ডান হাতে গ্রহণ করিবে আর কেহ গ্রহণ করিবে বাম হাতে। ইবন সা'দ (র)... আবু হুরায়রা (রা) হইতে এবং ইবন জারীর (র) আব্দুল্লাহ (রা) হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

(১৭) فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِۦ ۖ فَيَقُولُ هَاۤؤُمُّ اَقْرءُ وَاكْتَبِيۡهٖ ۝

(২০) اِنِّىۡ ظَنَنْتُ اَنِّىۡ مُلَقٍ حِسَابِيۡهٖ ۝

(২১) فَهٗوَ فِىۡ عَيْشَةٍ رَّاۤضِيۡهٖ ۝

(২২) فِىۡ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝

(২৩) قَطُوۡفُهَا دَانِيَةٌ ۝

(২৪) كُلُّوۡا وَاشْرَبُوۡا هَنِيۡئًاۙ بِمَاۙ اَسْلَفْتُمْ فِىۡ الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝

১৭. তখন যাহাকে তাহার আমলনামা তাহার দক্ষিণ হস্তে দেওয়া হইবে, সে বলিবে, ‘লও, আমার আমলনামা পড়িয়া দেখ।
২০. ‘আমি জানিতাম যে, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হইতে হইবে।’
২১. সুতরাং সে যাপন করিবে সন্তোষজনক জীবন;
২২. সুমহান জান্নাতে,
২৩. যাহার ফলরাশি অবনমিত থাকিবে নাগালের মধ্যে।
২৪. তাহাদিগকে বলা হইবে, ‘পানাহার কর ও তৃষ্ণির সহিত, তোমরা অতীত জীবনে যাহা করিয়াছিলে তাহার বিনিময়ে।’

তাকসীর : কিয়ামতের দিবসে যাহার আমলনামা তাহার ডান হাতে দেওয়া হইবে তাহার সৌভাগ্য ও আনন্দ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলিতেছেন যে, ডান হাতে আমলনামা পাইয়া যাহার সংগে সাক্ষাত হইবে আনন্দের আতিশয্যে তাহাকেই বলিবে : هَاۤؤُمُّ اَقْرءُ وَاكْتَبِيۡهٖ এই লও, আমার আমলনামা পড়িয়া দেখ। কারণ তখন সে নিশ্চিত বুঝিতে পারিবে যে, উহাতে কল্যাণ ও নেক আমল ছাড়া কিছুই নাই। তাহার সমুদয় বদআমল আল্লাহ তা‘আলা নেক আমলে পরিণত করিয়া দিয়াছেন।

‘আব্দুর রহমান ইবন যায়দ (র) বলেন : هَاۤؤُمُّ এর শব্দটি অতিরিক্ত। আসলে ছিল শুধু هَاۤؤُمُّ اَقْرءُ وَاكْتَبِيۡهٖ অর্থাৎ هَاۤؤُمُّ এর বিশেষ কোন অর্থ নাই।

ইবন আবু হাতিম (র)..... আবু উছমান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু উছমান (র) বলেন, কিয়ামতের দিন ঈমানদারদিগকে গোপনে আমলনামা দেওয়া হইবে। আমলনামা হাতে পাইয়া প্রথমে বদ আমলগুলি পাঠ করিবে। সংগে সংগে তাহার চেহারার বর্ণ পরিবর্তন হইয়া যাইবে। অতঃপর নেক আমলগুলি পাঠ করিলে পরে মুখে আনন্দ ফুটিয়া উঠিবে। উহার পর হঠাৎ চাহিয়া দেখিতে পাইবে যে, তাহার বদআমলসমূহ নেক আমলে পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। তখন সে বলিবে যে, এই লও আমার আমলনামা পড়িয়া দেখ।

ইব্ন আবু হাতিম (র)..... আব্দুল্লাহ ইব্ন হানযালা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন হানযালা (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাহার বান্দাকে দাঁড় করাইয়া তাহার বদ আমলগুলি তুলিয়া ধরিয়া বলিবেন, তুমি কি এই কাজগুলি করিয়াছ? বান্দা বলিবে, হ্যাঁ করিয়াছি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, আজ তোমাকে আমি অপমান করিব না, যাও তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। তখন সে খুশীতে বাগবাগ হইয়া বলিবে, এই লও, আমার আমলনামা পড়িয়া দেখ।

হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে কাছে ডাকিয়া আনিয়া তাহার মুখে তাহার যাবতীয় গুনাহের কথা স্বীকার করাইবেন। ফলে যখন বান্দা নিজের ধ্বংস অনিবার্য বলিয়া মনে করিবে তখন আল্লাহ বলিবেন, দুনিয়াতে আমি তোমার এই অপরাধসমূহ গোপন রাখিয়াছিলাম আর আজ আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। অতঃপর তাহার ডান হাতে তাহার নেকের আমলনামা প্রদান করিবেন। পক্ষান্তরে কাফির মুনাফিকদিগের সম্পর্কে সাক্ষীরা বলিবে, ইহারাই ইহাদিগের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়াছিল। জালিমদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।

اِنِّى ظَنَنْتُ اَنِّى مُلَقَّ حِسَابِيَّةٍ অর্থাৎ অপমানের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া ঈমানদার বান্দা বলিবে, দুনিয়ার জীবনে আমি বিশ্বাস করিতাম যে, এই দিবসে আমাকে অবশ্যই হিসাবের সম্মুখীন হইতে হইবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

الَّذِينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ অর্থাৎ যাহারা বিশ্বাস করে যে, তাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাত করিবে।

فَهُوَ فِى عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ - فِى جَنَّةٍ عَالِيَةٍ জান্নাতে সন্তোষজনক জীবন যাপন করিবে।

ইবন আবু হাতিম (র)..... আবু সালাম আসওয়াদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু সালাম (র) বলেন, আমি আবু উসামা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, জান্নাতীরা কি পরস্পর দেখা সাক্ষাত করিবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ, করিবেন। উঁচু স্তরের জান্নাতীরা নিম্ন স্তরের জান্নাতীদের কাছে আসিয়া সালাম বিনিময় করিবে ও ভাব আদান-প্রদান করিবে। তবে নিম্নস্তরের জান্নাতীরা আমলের ত্রুটির কারণে উঁচু স্তরের জান্নাতীদের কাছে যাইতে পারিবে না।” সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “জান্নাতের একশত স্তর আছে। প্রতি দুই স্তরের মাঝে আকাশ-যমীনের মধ্যকার ব্যবধানের সমান ব্যবধান রহিয়াছে।”

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ অর্থাৎ উহার ফলরাশি অবনমিত থাকিবে। বারা ইব্ন আযিব (রা) বলেন : এই জান্নাতের ফলরাশি জান্নাতীদিগের এত নিকটে ঝুঁকিয়া থাকিবে যে, খাটের উপর তাহারা শুইয়া শুইয়াও উহা আহরণ করিতে পারিবে।

ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—৩২

তাবারানী (র)..... সালমান ফারসী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সালমান ফারসী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে প্রত্যেক জান্নাতীকে একটি করিয়া ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে। উহাতে লিখা থাকিবে :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ هٰذَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ لِفُلٰنِ ابْنِ فُلٰنٍ اَدْخِلُوْهُ
جَنَّةَ عٰلِیَّةٍ قُطُوْفُهَا دَانِیَةٌ

অর্থাৎ “পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহ্র নামে। ইহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অমুকের পুত্র অমুকের নামে দেওয়া ছাড়পত্র। ইহাকে অবনমিত ফলরাশি সমৃদ্ধ সুমহান জান্নাতে প্রবেশ করাও।” অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, ঈমানদারদিগকে ছাড়পত্র পুলসিরাতের উপর দেওয়া হইবে।

অর্থাৎ জান্নাতে কُؤُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا آسَلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ প্রবেশ করিবার পর জান্নাতীদিগকে সম্মানার্থে বলা হইবে, অতীত জীবনের কৃতকর্মের বিনিময়ে তোমরা তৃপ্তির সহিত পানাহার কর। অন্যথায় শুধু আমল দ্বারা কেহ জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “তোমরা আমল কর, সঠিক পথে চল এবং জানিয়া রাখিও, তোমাদিগের আমল তোমাদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাইতে পারিবে না।” সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হুযূর আপনাকেও না? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : না, আমাকেও না, তবে আল্লাহ আমাকে তাঁহার রহমত ও অনুগ্রহে সিজ্জ করিবেন।

(২৫) وَأَمَّا مَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ ۝

(২৬) وَلَمْ أَدْر مَا حِسَابِيَهُ ۝

(২৭) يَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۝

(২৮) مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهُ ۝

(২৯) هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهُ ۝

(৩০) خَذُوْهُ فَعَلُوْهُ ۝

(৩১) ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُوْهُ ۝

(৩২) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَّرَعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ۝

(৩৩) إِنَّهُ كَانَ رَءِیُّوْمٍ مِّنَ الْعَظِيْمِ ۝

(২৫) وَلَا يَحْضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝

(২৬) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ ۝

(২৭) وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِن غِسْلِينٍ ۝

(২৮) لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۝

২৫. কিন্তু যাহার আমলনামা তাহার বাম হস্তে দেওয়া হইবে, সে বলিবে, হায়!
আমাকে যদি দেওয়াই না হইত আমার আমলনামা,
২৬. এবং আমি যদি না জানিতাম আমার হিসাব!
২৭. হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হইত!
২৮. 'আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজেই আসিল না।
২৯. আমার ক্ষমতাও অপসৃত হইয়াছে।'
৩০. ফেরেশতাদিগকে বলা হইবে, 'ধর উহাকে গলদেশ বেড়ী পরাইয়া দাও।
৩১। অতঃপর নিষ্ক্ষেপ কর জাহান্নামে।
৩২. পুনরায় তাহাকে শৃংখলিত কর সত্তর হস্ত দীর্ঘ এক শৃংখলে।
৩৩. সে মহান আল্লাহে বিশ্বাসী ছিল না।
৩৪. এবং অভাবশূন্যকে অনুদানে উৎসাহিত করিত না।
৩৫. অতএব এইদিন সেথায় তাহার কোন সুহৃদ থাকিবে না।
৩৬. এবং কোন খাদ্য থাকিবে না ক্ষত নিঃসৃতস্রাব ব্যতীত,
৩৭. যাহা অপরাধী ব্যতীত কেহ খাইবে না।

তাফসীর : এইখানে আল্লাহ তা'আলা হতভাগ্য নাফরমানদিগের অবস্থা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, কিয়ামতের চতুরে উহাদিগকে বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হইলে উহারা যারপর নাই অনুতপ্ত হইয়া বলিবে :

يَلِيْتَنِي لَمْ أُوْتْ كِتَابِيَهٗ - وَلَمْ أَدْرِمَا حِسَابِيَهٗ يُلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ

অর্থাৎ হায়! যদি আমাকে আমলনামা দেওয়াই না হইত এবং আমি যদি না জানিতাম আমার হিসাব! হায়! মৃত্যুই যদি আমার শেষ হইত!

যাহ্‌হাক (র) বলেন, الْقَاضِيَةَ অর্থ এমন মৃত্যু যাহার পর আর জীবন নাই। মুহাম্মদ ইবন কা'ব রবী এবং সুদ্দী (র)-ও এইরূপ বলিয়াছেন। কাতাদা (র) বলেন : দুনিয়াতে মৃত্যু অপছন্দনীয় হইলেও সেইদিন নাফরমান বান্দাগণ মনে প্রাণে মৃত্যু কামনা করিবে।

مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهٗ - هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهٗ অর্থাৎ আমার ধন-সম্পদ, আমার প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছুই তো আল্লাহ্র আযাব হইতে রক্ষা করিতে পারিল না।

বরং সবাই তো আজ আমাকে একাকী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। হায়! আজ আমার কোন সাহায্যকারী নাই। তখন আল্লাহ্ তা'আলা প্রহরীদিগকে বলিবেন :

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ - ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ অর্থাৎ উহাকে ধরিয়া গলায় বেড়ী লাগাও; অতঃপর জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।

ইব্ন আবু হাতিম (র)..... মিনহাল ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন বলিবেন, উহাকে ধর তখন সংগে সংগে সত্তর হাজার ফেরেশতা উহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে। যাহার একজনকে যদি আল্লাহ্ নির্দেশ করেন তো সে সত্তর হাজার লোককে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিতে পারিবে।

ইব্ন আবুদুনিয়া (র) বলেন : আল্লাহ্ নির্দেশ পাইয়া সংগে সংগে চার লক্ষ ফেরেশতা তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে। দিশাহারা হইয়া লোকটি তখন বলিবে, কি ব্যাপার তোমরা আমার সংগে এমন করিতেছ কেন? ফেরেশতারা বলিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর রুষ্ট হইয়াছেন বিধায় সবকিছু আজ তোমার উপর ক্ষিপ্ত।

ফুযায়ল ইব্ন ইয়ায (র) বলেন, আল্লাহ্ যখন বলিবেন, উহাকে ধর ও বেড়ী পরাও, তখন সংগে সংগে সত্তর হাজার ফেরেশতা তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কে আগে তাহার গলায় বেড়ী পরাইবে এই লইয়া কাড়াকাড়ি শুরু করিবে।

ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ অর্থাৎ অতঃপর নির্দেশ দেওয়া হইবে যে, এইবার তাহাকে জাহান্নামের আগুনের নিক্ষেপ কর।

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ অর্থাৎ পুনরায় তাহাকে সত্তর হাত লম্বা শৃংখলে শৃংখলিত কর। কা'ব আহবার (র) বলেন : জাহান্নামের একটি শৃংখল দুনিয়ার সমুদয় লোহার সমান হইবে। ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইব্ন জুরায়জ (র) বলেন, এই সত্তর হাত আমাদিগের হাতের মাপে নয় বরং ফেরেশতাদিগের হাতের মাপ অনুযায়ী হইবে। فَاسْلُكُوهُ -এর ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : এই বেড়ী উহাদিগের পায়খানার রাস্তা দিয়া প্রবেশ করাইয়া মুখ দিয়া বাহির করিয়া আগুনের উপর ফেলিয়া এমনভাবে ভূনা করা হইবে যেমন শিকায় টিড্ডী ভূনা করা হয়।

ইমাম আহমদ (র)..... আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “আকাশ হইতে একটি পাথর যমীনে নিক্ষেপ করা হইলে উহা এক রাতেই যমীনে আসিয়া পৌঁছিবে। কিন্তু সেই পাথরটিই জাহান্নামীদের শৃংখলের এক মাথা হইতে নিক্ষেপ করিলে আরেক মাথায় পৌঁছিতে চল্লিশ বছর লাগিয়া যাইবে। বলাবাহুল্য যে, আকাশ ও যমীনের মাঝে পাঁচশত বছরের দূরত্ব।”

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ অর্থাৎ ইহারা মহান আল্লাহ্ ইবাদত করিত না এবং আল্লাহ্ মাখলুকের হকও আদায় করিত

না। কারণ বান্দার উপর আল্লাহ্ দুই ধরনের দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন। প্রথমত, আল্লাহ্কে এক বলিয়া বিশ্বাস করা, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক স্থাপন না করা এবং মানুষের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা, পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা ও সৎকাজে সহায়তা করা। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে নামায কায়েম ও যাকাত প্রদানের নির্দেশ দিয়াছেন। মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও আল্লাহ্র হক ও বান্দার হকের প্রতি গুরুত্বারোপ করিয়া বলিয়াছিলেন, “তোমরা নামায ও অধীনস্থদের প্রতি সতর্ক থাকিও।”

অর্থাৎ সেইদিন আল্লাহ্র আযাব হইতে রক্ষা করিবার মত কোন আত্মীয়স্বজন বা কোন সুপারিশকারী থাকিবে না আর ক্ষত নিঃসৃত স্রাব ছাড়া কোন খাদ্যও তাহারা পাইবে না।

কাতাদা (র) বলেন : এই গিসলীন হইল জাহান্নামীদিগের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট খাদ্য। রবী ও যাহ্‌হাক (র) বলেন, গিসলীন জাহান্নামের একটি বৃক্ষের নাম। ইব্বন আবু হাতিম (র) সনদসহ ইব্বন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, গিসলীন কি জিনিস তাহা আমার জানা নাই। তবে মনে হয় উহা যাক্কুম। শা'বী ইব্বন বিশর (র) ইব্বন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্বন আব্বাস (রা) বলেন, গিসলীন হইল জাহান্নামীদের গোশত হইতে নিঃসৃত রক্ত ও পানি। আলী ইব্বন আবু তালহা (র) ইব্বন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, গিসলীন হইল জাহান্নামীদের পুঁজ।

(২৮) فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۝

(২৯) وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۝

(৪০) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝

(৪১) وَمَاهُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ ۝

(৪২) وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝

(৪৩) تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝

৩৮. আমি কসম করিতেছি উহার, যাহা তোমরা দেখিতে পাও।

৩৯. এবং যাহা তোমরা দেখিতে পাও না।

৪০. নিশ্চয়ই এই কুরআন এক সম্মানিত রাসূলের বাহিত বার্তা—

৪১. ইহা কোন কবির রচনা নহে; তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর।

৪২. ইহা কোন গণকের কথাও নহে, তোমরা অল্পই অনুধাবন কর।

৪৩. ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ।

তাফসীর : আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের মধ্যে মানুষ যাহা দেখিতে পায় এবং যাহা দেখিতে পায় না উভয়ের শপথ করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, কুরআন তাঁহার কালাম এবং রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচিত তাঁহার রাসূলের উপর অবতীর্ণ ওহী। তিনি বলেন :

فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ - وَمَا لَا تُبْصِرُونَ - إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ অর্থাৎ তোমরা যাহা দেখিতে পাও এবং যাহা দেখিতে পাও না উহার কসম করিতেছি যে, নিশ্চয়ই কুরআনের এক সম্মানিত রাসূল তথা মুহাম্মদ (সা)-এর বাহিত বার্তা।

تَوَمَّأْتُمْ بِمَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ بِالْبَاقِيَةِ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ। অর্থাৎ তোমাদের সঙ্গী উন্মাদ নন অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) উন্মাদ নন। وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) জিবরাঈল (আ)-কে তাঁহার প্রকৃত আকৃতিতে আকাশের প্রান্তে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল।

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ অর্থাৎ এই কুরআন কোন কবির রচনা নহে। তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর।

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ অর্থাৎ ইহা কোন গণকের কথাও নহে। তোমরা অল্পই অনুধাবন কর।

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ অর্থাৎ এই কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে অবতীর্ণ। মোটকথা কুরআন কোন কবির কল্পনা বা গণকের কথা বা অন্য কারো মনগড়া প্রলাপ নহে। বরং আল্লাহর পক্ষ হইতে জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ বাণী।

ইমাম আহমদ (র)..... শুরায়হ ইব্ন উবাইদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, শুরাইহ (র) বলেন, উমর (রা) বলিয়াছেন : ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গতিবিধি প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বাহির হইলাম, তিনি আমার পূর্বে মসজিদে চলিয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি সূরা হাক্বা পড়িতে শুরু করেন। কুরআনের উপস্থাপনা শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া পড়ি এবং মনে মনে বলি যে, এই লোকটি তো আসলেই একজন কবি। কুরাইশরা তো ঠিকই বলে। অতঃপর তিনি পড়িলেন, إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ শুনিয়া আমি বলিলাম, তাহা হইলে তিনি গণক তো বটেই। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন, وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ। উমর (রা) বলেন : ইহার পরই আমিই ইসলামের প্রতি পুরোপুরি আকৃষ্ট হইয়া পড়ি। তাঁহার ইসলাম গ্রহণের কারণগুলির মধ্যে ইহাও একটি কারণ।

(৬৬) وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۝

(৬৭) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝

(৬৮) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۝

(৬৯) فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ۝

(৭০) وَإِنَّهُ لَتَذِكْرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۝

(৭১) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ ۝

(৭২) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِينَ ۝

(৭৩) وَإِنَّهُ لِحَقُّ الْبٰقِينَ ۝

(৭৪) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝

৪৪. সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করিয়া চালাইতে চেষ্টা করিত,

৪৫. আমি অবশ্যই তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ফেলিতাম এবং

৪৬. কাটিয়া দিতাম তাহার জীবন-ধমনী,

৪৭. অতঃপর তোমাদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই, যে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে।

৪৮. এই কুরআন মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ।

৪৯. আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদিগের মধ্যে মিথ্যা আরোপকারী রহিয়াছে।

৫০. এবং এই কুরআন অবশ্যই কাফিরদিগের জন্য অনুশোচনার কারণ হইবে;

৫১. অবশ্যই ইহা নিশ্চিত সত্য।

৫২. অতএব তুমি মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন : কাফির-মুশরিকদিগের দাবী অনুযায়ী যদি মুহাম্মদ (সা) রিসালাতের মধ্যে কোন কিছু হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতেন কিংবা নিজের থেকে কোন কথা গড়িয়া আমার নামে চালাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে উহার শাস্তি প্রদান করিতে আমি মোটেই বিলম্ব করিতাম না। সংগে সংগে তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ফেলিতাম।

لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ হইল ডান হাত দ্বারা শক্তভাবে ধরিয়া আমি উহাকে শাস্তি প্রদান করিতাম। কেহ বলেন : আমি উহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ফেলিতাম।

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ অর্থাৎ অতঃপর আমি উহার জীবন-ধমনী কাটিয়া দিতাম। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, الْوَتِينَ বলা হয় সেই ধমনীকে যাহার সহিত অন্তরের সম্পর্কে রহিয়াছে। ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন জুবার, হাকাম, কাতাদা, যাহ্‌হাক, মুসলিম, আল-বাতীন, আবু সাখর, হুমায়দ ইব্ন যিয়াদ (র)-ও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ অর্থাৎ এমন হইলে আমি তাহাকে শাস্তি প্রদান করিতে চাহিলে তোমাদিগের কেহই উহা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। মোটকথা মুহাম্মদ (সা) নিজের পক্ষ হইতে কোন কথা বলেন না বরং তিনি সত্যবাদী ও সঠিক পথ প্রদর্শক ও আল্লাহ্ কর্তৃক নির্বাচিত বার্তাবাহক। আল্লাহ্ তাঁহাকে এই কাজের দায়িত্ব দিয়াছেন এবং অকাট্য প্রমাণাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন :

وَإِنَّهُ لَتَذَكَّرٌ لِّلْمُتَّقِينَ অর্থাৎ এই কুরআন মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ অর্থাৎ আমি নিশ্চয়ই জানি যে, এত কিছু সত্ত্বেও তোমাদিগের মধ্যে একদল লোক কুরআনকে অস্বীকার করিবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ অর্থাৎ কুরআনকে অস্বীকার করা কিয়ামতের দিন অবশ্যই কাফিরদিগের জন্য অনুশোচনার কারণ হইবে। আবার এই অর্থও হইতে পারে যে, এই কুরআন ও ঈমান মূলতই কাফিরদিগের জন্য অনুশোচনার কারণ। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ অর্থাৎ অনুরূপভাবে এই কুরআনকে আমি অপরাধীদের অন্তরে পরিচালিত করিয়াছি কিন্তু উহারা কুরআনের প্রতি ঈমান আনে না।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ অর্থাৎ উহাদিগের ও উহাদিগের আশা আকাঙ্ক্ষার মাঝে আড়াল সৃষ্টি করা হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ অর্থাৎ এই কুরআন নিশ্চিতরূপে সত্য, যাহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন :

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ অর্থাৎ তোমার সেই মহান প্রতিপালক এই কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন, তুমি তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

সূরা মা‘আরিজ

৪৪ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) سَاۡلَ سَاۡئِلٌۢ بِعَذَابٍۭ وَّاَقِیۡمٌۭ

(২) لِّلْكَافِرِیۡنَ لَیۡسَ لَهٗ دَافِعٌۭ

(৩) مِّنَ اللّٰهِ ذِی الْمَعَارِجِۭ

(৪) تَعْرَجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَیۡهِ فِی یَوْمٍۭ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِیۡنَ

اَلْفَ سَنَةٍۭ

(৫) فَاَصْبِرْ صَبْرًا جَبِیۡلًا

(৬) اِنَّهُمْ یُرُوۡنَهٗ بَعِیۡدًا

(৭) وَ تَرَاهُ قَرِیۡبًا

১. এক ব্যক্তি চাহিল সংঘটিত হউক শাস্তি যাহা অবধারিত—

২. কাফিরদের জন্য, ইহা প্রতিরোধ করিবার কেহ নাই।

৩. ইহা আসিবে আল্লাহর নিকট হইতে, যিনি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

৪. ফেরেশতা ও রুহ আল্লাহর দিকে উর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে যাহা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান।”

৫. সুতরাং তুমি ধৈর্যধারণ কর পরম ধৈর্য।

৬. উহারা কি সেইদিনকে মনে করে সুদূর,

৭. কিন্তু আমি দেখিতেছি—ইহা আসন্ন।

ইবনে কাহীর ১১তম খণ্ড—৩৩

তাকসীর : **سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَقِيعٍ** আয়াতাতংশের **بِ** হরফটি একটি উহা ঘটনার ইস্তিত দান করে। প্রশ্নকারী যেন সংগোপনে নির্ধারিত কোন অবধারিত শাস্তির আশু বাস্তবায়ন চাহিতেছে। যেমন আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন :

“তাহারা কি তোমার নিকট শাস্তি লাভের জন্য তাড়াহুড়া করিতেছে? অথচ আল্লাহ তা‘আলা কখনও তাঁহার ওয়াদা, খেলাপ করেন না।” অর্থাৎ নির্ধারিত শাস্তি অবশ্যই হইবে।

ইমাম নাসাঈ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : “আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত প্রশ্নকারী হইল, “নযর ইবনুল হারিছ ইব্ন কালাদা।”

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করেন : আল্লাহ্র আযাবের আশু বাস্তবায়ন দেখার এ কামনাটি ছিল কাফিরদের এবং তাহা অবশ্যই তাহাদের জন্য অবধারিত হইয়া রহিয়াছে।

মুজাহিদ (র) হইতে ইব্ন আবু নাজীহ (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেনঃ এক প্রশ্নকারী এই দাবী উত্থাপন করিল যে, সেই ঘটিতব্য আযাব এখনই ঘটাত। অথচ উহা পরকালে সংঘটিত হইবে। তিনি আরও বলেন : তাহাদের বক্তব্যটি হইল এই যে, হে আল্লাহ! তোমার শাস্তির কথা যদি সত্যই হয় তাহা হইলে আমাদের উর আকাশ হইতে পাথর বর্ষণ কর অথবা যে কোন কষ্টদায়ক শাস্তি আমাদের দাও।

ইব্ন য়ায়েদ (র) প্রমুখ বলেন : আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য এই যে, কাফির পরকালে এক আযাবের ময়দানে উপস্থিত হইবে যাহা জাহান্নাম পর্যন্ত প্রশস্ত হইবে।

এই ব্যাখ্যাটি হইল দুর্বল ও যথার্থ মর্ম হইতে দূরে অবস্থিত। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যা হইল সঠিক এবং আয়াতের ভাবধারায় উহাই ব্যক্ত হইয়াছে।

আল্লাহ পাকের বক্তব্য **وَأَقِيعَ لِّلْكَافِرِينَ** অর্থাৎ সেই অবধারিত শাস্তি কাফিরদের জন্যই প্রস্তুত ও প্রতিশ্রুত। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, উহা সংঘটিত হওয়া এতই নিশ্চিত যেন উহা আসিয়া গিয়াছে। তাই **لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ** অর্থাৎ উহা ফিরাইবার বা ঠেকাইবার কেহই নাই। কারণ, উহা হওয়াটা স্বয়ং আল্লাহ পাকের ইচ্ছা। তাই তিনি বলেন :

“**مِنَ اللَّهِ نَبِيُّ الْمَعَارِجِ**” উহা অশেষ মর্যাদার অধিকারী আল্লাহ্র নিকট হইতে আসিবে।”

সাওরী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, **نَبِيُّ الْمَعَارِجِ** অর্থাৎ অশেষ মর্যাদার অধিকারী।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবি তালহা (র) বর্ণনা করেন : **نَبِيُّ الْمَعَارِجِ** অর্থ হইল সর্বোত্তম মর্যাদার অধিকারী।

মুজাহিদ (র) বলেন : **نَبِيُّ الْمَعَارِجِ** অর্থ আকাশের সোপানের মালিক।

কাতাদা (র) বলেন : অশেষ ফযীলত ও নিয়ামতের অধিকারী ।

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কাতাদা (র) হইতে মা'মারের সূত্রে আবদুর রায্যাক (র) বর্ণনা করেন : تَعْرُجُ অর্থ উর্ধ্বে আরোহণ করে । الرُّوحُ শব্দের তাৎপর্য সম্পর্কে আবু সালেহ (র) বলেন : উহা মানুষেরই মত আল্লাহর এক সৃষ্টি, কিন্তু মানুষ নহে ।

আমি বলিতেছি, আর রুহ বলিতে জিব্রাঈল (আ)-কেই হয়ত বুঝানো হইয়াছে । সংযোজক অব্যয় و দ্বারা সাধারণ ফেরেশতাগণ হইতে তাঁহাকে বিশেষত্ব দান করিয়া আলাদা করিয়া বলা হইয়াছে । অথবা নবী আদমের রুহ সম্পর্কেও বলা হইতে পারে । কারণ, যখন মানুষের রুহ কব্‌য করা হয় তখন উহা ফেরেশতার সহিত উর্ধ্বাকাশে আরোহণ করে । বারান্নার বর্ণিত হাদীসেও উহার প্রমাণ পাওয়া যায় । তিনি রুহ কব্‌য সম্পর্কে লম্বা মারফু হাদীসে অনুরূপ বর্ণনা করেন । হাদীসটি ইমাম আহমদ, ইব্ন মাজাহ্, আবু দাউদ ও নাসায়ী মিনহাজ ওয়াজানের সনদে বারআ (রা) হইতে বর্ণনা করেন । উহাতে বলা হয় :

“পবিত্র রুহসহ কব্‌যের ফেরেশতা এক আকাশ হইতে অন্য আকাশে একের পর এক করিয়া আরোহণ করিতে থাকে । এমনকি যেই আকাশে আল্লাহ পাক অবস্থান করেন সেখানে পৌঁছিয়া ক্ষান্ত হয় ।”

আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন হাদীসটি বিশুদ্ধ কিনা ? হাদীসের কোন কোন বর্ণনাকারীর ব্যাপারে প্রশ্ন রহিয়াছে । তবে হাদীসটি মশহুর এবং আবু হুরায়রা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসেও উহার সমর্থন মিলে । তাঁহার নিকট ইহাতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্ন ইয়াছার, মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন আতা ও ইব্ন আবুদ দুনিয়া উহা বর্ণনা করেন এবং ইমাম আহমদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ্ উহা উদ্ধৃত করেন । এই হাদীসের সূত্রগুলির বিশ্বস্ততা সকলের মতেই উত্তীর্ণ । আল্লাহ পাকের কালাম :

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ -

-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উক্ত হাদীস সবিস্তারে উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে ।

আল্লাহ পাকের বক্তব্য : فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ -এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে চারটি অভিমত রহিয়াছে । এক, আরশে আজীম হইতে সর্বনিম্ন পৃথিবী পর্যন্ত দূরত্ব হইল পঞ্চাশ হাজার বছরের পথ । সর্বনিম্ন পৃথিবী হইল সপ্তম পৃথিবী এবং কড়াইর উপর ভর করিয়া এই পৃথিবীর অবস্থিতি । সপ্তম পৃথিবীর মধ্যস্থল হইতে আরশের দিকে উঠা শুরু হইয়া আরশ পর্যন্ত পৌঁছিতে পঞ্চাশ হাজার বছর সময় প্রয়োজন । আরশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছিতে উক্ত একই সময় প্রয়োজন । ইব্ন আবী শায়বার আরশের পরিচয় সম্পর্কিত কিতাবে বলা হইয়াছে, লাল ইয়াকূত পাথর দ্বারা আরশে আজীম গঠিত হইয়াছে ।

ইবন আবু হাতিম (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন : নিম্নতম পৃথিবী হইতে উর্ধ্বতম আকাশ পর্যন্ত পথের দূরত্ব হইল পঞ্চাশ হাজার বছর ।

فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ অর্থাৎ ইহা হইল যখন কোন কিছু আকাশ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করে এবং পৃথিবী হইতে কোন কিছু আকাশে আরোহণ করে । উহাকেও একদিন বলা হইয়াছে যাহা এক হাজার বছরের সমান । কারণ, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার দূরত্ব হইল পাঁচশত বছরের পথ ।

ইবন জারীর (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন । কিন্তু ইবন জারীরের বর্ণনায় ইবন আব্বাস (রা)-এর উল্লেখ নাই ।

ইবন আবু হাতিম (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : পৃথিবী পাঁচশত বছরের পথ সমান পুরু এবং এক পৃথিবী হইতে অপর পৃথিবীর দূরত্ব পাঁচশত বছরের পথ । ফলে সাত হাজার বছরে দাঁড়াইল । তেমনি আকাশও পাঁচ শত বছরের পথ সামান পুরু । এক আকাশ হইতে অন্য আকাশের দূরত্ব হইল পাঁচশত বছরের পথ । ফলে এখন হইল চৌদ্দ হাজার বছরের পথ । সপ্তম আকাশ হইতে আরশে যাইতে লাগে ছত্রিশ হাজার বছর । আল্লাহ পাকের আলোচ্য আয়াতে তাই বলা হইয়াছে, সেই একদিন পৃথিবীর হিসাব মতে হইল পঞ্চাশ হাজার বছর ।

দ্বিতীয় অভিমত : উহার তাৎপর্য হইল, পৃথিবীর অস্তিত্বের কাল হইবে পঞ্চাশ হাজার বছর । পৃথিবীসমূহ সৃষ্টির শুরু হইতে কিয়ামতে উহার লয় প্রাপ্তি পর্যন্ত এই সময়টুকু অতিবাহিত হইবে ।

ইবন আবু হাতিম (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন : পৃথিবীর বয়স হইবে পঞ্চাশ হাজার বছর । আল্লাহ পাক উহার এই বয়সকে একদিন হিসাবে গণ্য করিয়াছেন ।

فِي يَوْمٍ تَعْرَجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِي يَوْمٍ ফেরেশতা ও প্রাণসমূহ উর্ধ্বলোকে আরোহণ করিবে ।

আব্দুর রায্বাক (র) ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন : فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ অর্থাৎ দুনিয়ার শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সময়ের পরিমাণ হইল পঞ্চাশ হাজার বছর । ইহার কত বছর পার হইয়াছে এবং কত বছর বাকী রহিয়াছে তাহা আল্লাহ ছাড়া কেহ বলিতে পারে না ।

তৃতীয় অভিমত : উক্ত দিনটি হইল দুনিয়ার লয় প্রাপ্তি ও আখিরাতের জীবন মধ্যবর্তী দিন । অর্থাৎ ইহকালের লয় ও পরকালের শুরুর মাঝখানের সময়ের ব্যবধান হইল পঞ্চাশ হাজার বছর । এই বর্ণনাটি অত্যন্ত দুর্বল ও গরীব ।

ইবন আবু হাতিম (র) মুহাম্মদ ইবন কা'ব (র) হইতে বর্ণনা করেন :

فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ অর্থাৎ সেই দিনটি হইল দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যবর্তী কাল ।

চতুর্থ অভিমত : উহার অর্থ হইল কিয়ামতের দিন। ইব্ন আবু হাতিম (র)
ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ ; অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। এই সনদটি বিশুদ্ধ।

সাওরী (র) ইকরামা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিনটি পার্থিব দিনের হিসাবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হইবে।

যাহ্‌হাক এবং ইব্ন যায়দ (র)-ও অনুরূপ বলিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন তালহা (র) বর্ণনা করেন :

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ
অর্থাৎ কিয়ামতের দিনকে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের জন্যে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান করিবেন। এই মর্মে হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) আবু সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন : “রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত সুদীর্ঘ দিনটি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন-আমার জীবন যাহার হাতে তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি, মু'মিনদের জন্যে এই দিনটি অবশ্যই সংক্ষিপ্ত করা হইবে। এমনকি তাহারা পৃথিবীতে যে কোন ফরয নামায আদায় করিতে যে সময় ব্যয় করিয়াছে উহা হইতেও ক্ষুদ্র হইবে। ইব্ন জারীর (র) দারাজ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। অবশ্য দারাজ ও তাহার শায়খ আবুল হাসছাম উভয়ই দুর্বল বর্ণনাকারী। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ইমাম আহমদ (র) আবু উমর আল আদানী হইতে বর্ণনা করেন : ‘আমি আবু হুরায়রা (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন আমার ইব্ন সা'সা' গোত্রের এক ব্যক্তি সেই পথে যাইতেছিলেন। তাহার উদ্দেশ্যে বলা হইল, আমার গোত্রের এই লোকটি সেরা ধনী। তাহা শুনিয়া আবু হুরায়রা (রা) বলিলেন, তাহাকে আমার নিকট ডাক। তখন তাহাকে ডাকিয়া আনা হইল। তখন তিনি বলিলেন, খবর পাওয়া গেল যে, তুমি খুব বিত্তবান। তখন সেই আমার গোত্রের লোকটি বলিল, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমার লাল ও বাদামী রঙের দুইশত উট ছাড়া বিভিন্ন রঙের ও আকৃতির বহু উট, অশ্ব ও গোলাম রহিয়াছে। তখন আবু হুরায়রা (রা) বলিলেন, অবশ্যই তোমাকে উট ও জানোয়ারের পদদলন ও গুঁতা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। এই ব্যাপার বারবার হইতে থাকিবে। ইহা শুনিয়া আমেরীর চেহারা বিবর্ণ হইয়া গেল। অতঃপর সে বলিল, হে আবু হুরায়রা! আপনি ইহা কি বলিতেছেন? তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যাহার উট রহিয়াছে এবং সে উহার হক আদায় করে নাই উহাকে সুবিধা-সুযোগ দিয়া ও উহার যথাযথ যত্ন নিয়া। আমরা বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কিরূপ যত্ন নেওয়া ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া? তিনি বলিলেন, উহার ভাল-মন্দ সকল অবস্থায়। কেননা কিয়ামতের দিন সেইগুলিকে আল্লাহ তা'আলা মোটা তাজা করিয়া উহার সেই মালিককে রৌদ্রদগ্ন এক মুক্ত ময়দানে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া নির্দেশ

দিবেন, তাহাকে পদদলিত করিতে ও শিং দিয়া গুঁতাইতে। ফলে উহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পর্যায়ক্রমে দলিত-মথিত করিতে ও গুঁতাইতে থাকিবে। যখন শেষ পশুটি উহা করিয়া চলিয়া যাইবে তখন প্রথম পশুটি ঘুরিয়া আসিয়া আবার শুরু করিবে। এইভাবে পঞ্চাশ হাজার বছর চলিতে থাকিবে। ইত্যবসরে সকলের হিসাব নিকাশ ও ফয়সালা শেষ হইবে। তখন পশুগুলি বিদায় নিবে। যে সকল গরু, বকরী ও ভেড়া তাহাকে শিং দিয়া গুঁতাইবে সেগুলির শিং ভাঙাও হইবে না, ভোঁতাও হইবে না। আমেরী জিজ্ঞাসা করিল, হে আবু হুরায়রা! উটের ক্ষেত্রে আল্লাহর হুক কি কি? তিনি বলিলেন, আরোহণের জন্য দরিদ্রগণকে বিনা ভাড়ায় দিবে ও তাহাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিবে আর তাহাদিগকে বিনা পয়সায় উটের দুধ খাইতে দিবে ও তাহাদিগকে কিছুদিনের জন্যে দুগ্ধবতী উট দিবে। তাদের মাদী উটের জন্যে প্রয়োজনে বিনিময় ছাড়াই মাদা উট ব্যবহার করিতে দিবে।

কাতাদা (র) হইতে সাঈদ ইব্ন আবু আক্কাবর সূত্রে নাসায়ী ও শু'বার সূত্রে আবু দাউদ (র) হাদীসটি বর্ণনা করেন। এই হাদীসের অন্য সনদ : ইমাম আহমদ (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন : “রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি স্বর্ণ ও রৌপ্যের ভাণ্ডারের মালিক হইয়া উহার হুক আদায় করিল না তাহার স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত বানাইয়া জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করিয়া তাহার কপালে ও দুই পাঁজরে দাগ দেওয়া হইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সকল বান্দার বিচার আচার শেষ না হইবে ততক্ষণ এই শাস্তি চলিতে থাকিবে। উক্ত সময়টুকু তোমাদের হিসাব মতে পঞ্চাশ হাজার বছর হইবে। তারপর সে জান্নাত অথবা জাহান্নামে যাইবে।

ইহার পূর্বে ছাগল-ভেড়া ও উটের বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে। সেই হাদীসে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, তিন প্রকারের লোকের ঘোড়া থাকে। এক ধরনের লোক উহা ভাড়ায় খাটায়। এক ধরনের লোক ব্যক্তিগত সল্পম রক্ষার্থে উহা ব্যবহার করে। তৃতীয় ধরনের লোক ব্যবসার বোঝা টানায়। সহীহ মুসলিম শরীফে পূর্ণ হাদীসটি উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার পূর্ণ সনদ ও বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করার নহে। ফিকাহর কিতাবের যাকাতের অধ্যায় উহার উপযুক্ত স্থান। এখানে হাদীসটি এই প্রসঙ্গে আনা হইল যে, উহাতেও বলা হইয়াছে—যতক্ষণ না আল্লাহ পাক বান্দার হিসাব নিকাশের দিনটি শেষ না করেন যাহার দৈর্ঘ্য হইল পঞ্চাশ হাজার বৎসর।

ইব্ন জারীর (র) ইব্ন আবু মুলাইকা (র) হইতে বর্ণনা করেন : فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে এক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে প্রশ্ন করিল—পঞ্চাশ হাজার বছরের দিনটি কোন্ দিন? তিনি পাঁচটা প্রশ্ন করিলেন—এক হাজার বছরের দিনটি কোন্ দিন? লোকটি জবাব দিল, আমি তো আপনার কাছেই জানিতে আসিলাম। তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা এইরূপ দুইটি দিনের উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহই উহা সম্পর্কে ভাল জানেন। আল্লাহর কিতাবে কোন ব্যাপারে আমার জানা না থাকিলে আমি তাহা বলা অপছন্দ করি।

আল্লাহ্ পাক অতঃপর বলেন : فَاصْبِرْ صَبْرًا অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তোমার সম্প্রদায় যে তোমাকে ভণ্ড বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছে তাহাতে তুমি অধৈর্য হইও না, বরং ধৈর্যধারণ কর। তেমনি তাহারা যে তোমার আযাব সম্পর্কিত সতর্কতায় আস্থা না আনিয়া উহা এখনই দেখাইতে বলিতেছে সেই ব্যাপারেও ধৈর্যধারণ কর।

এই প্রসঙ্গে অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন :

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ۔

অর্থাৎ বেঈমানগণ তো এখনই কিয়ামত দেখিতে চায় আর মু'মিনগণ উহাকে সত্য জানিয়া উহার আগমনকে ভয় পায়। এখানেও আল্লাহ্ পাক তেমনি বলেন : اِنَّهُمْ اَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ অর্থাৎ তাহারা আযাব আসাকে সুদূর পরাহত ভাবে। কাফিরগণ কিয়ামতকে দূরে মনে করে অর্থ হইল তাহারা উহাকে অসম্ভব মনে করে।

وَنَرَاهُ قَرِيبًا অর্থাৎ মু'মিনগণ মনে করে উহা শীঘ্রই সংঘটিত হইবে। যদিও উহা সংঘটনের সময় শুধু আল্লাহ্রই জানা আছে, তথাপি উহা ঘটার অনিবার্যতা ও উহার ভয়াবহতার ভাবনায় মু'মিনদের আশংকা জাগে, হয়ত শীঘ্রই উহা ঘটিবে।

(৪) يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ۝

(৯) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْرِ ۝

(১০) وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً ۝

(১১) يُبْصَرُونَ وَنَهُمُ ۝ يَوْمَ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِنَبِيِّهِ ۝

(১২) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۝

(১৩) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُتَوَكَّلُ عَلَيْهَا ۝

(১৪) وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ۝

(১৫) كَلَّا ۝ إِنَّهَا لَنظَى ۝

(১৬) نَزَّاعَةً لِّلشَّوْىِ ۝

(১৭) تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ۝

৮. সেদিন আকাশ হইবে গলিত ধাতুর মত ।
৯. এবং পর্বতসমূহ হইবে রঙিন পশমের মত ।
১০. আর বন্ধু বন্ধুর খবর লইবে না ।
১১. উহাদিগকে একে অপরকে দৃষ্টিগোচর করা হইবে । অপরাধী সেইদিনের শাস্তির বদলে তাহার সন্তান-সন্ততিকে দিতে চাহিবে,
১২. তাহার স্ত্রী ও ভ্রাতাকে,
১৩. তাহার জ্ঞাতি গোষ্ঠীকে, যাহারা তাহাকে আশ্রয় দিত ।
১৪. এবং পৃথিবীর সকলকে, যাহাতে এই মুক্তিপণ তাহাকে মুক্তি দেয় ।
১৫. না, কখনই নহে, ইহা তো লেলিহান অগ্নি,
১৬. যাহা গাত্র হইতে চামড়া খসাইয়া দিবে,
১৭. জাহান্নাম সেই ব্যক্তিকে ডাকিবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছিল ও মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল ।
১৮. যে সম্পদ পুঞ্জীভূত এবং সংরক্ষিত করিয়াছিল ।

তাফসীর : আল্লাহ পাক বলেন – কাফিরের জন্য শাস্তি অবধারিত ।

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, আতা, সাঈদ ইব্ন জুবায়ের, ইকরিমা ও সুদী (র) প্রমুখ বলেন : সেদিন আকাশ তেলের তলানির মত হইয়া যাইবে ।

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ, কাতাদা ও সুদী (র) বলেন : পর্বতমালা হইবে ধূনা তুলার মত । যেমন আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন : وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ অর্থাৎ পর্বতগুলি ধূনা তুলায় পর্যবসিত হইবে ।

وَلَا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبْصَرُونَ THEM অর্থাৎ ঘনিষ্ঠজন ঘনিষ্ঠজনকে দুর্গত অবস্থায় দেখিয়াও জিজ্ঞাসা করিবে না যে, তোমার অবস্থা কি ? প্রত্যেকেই তখন নিজকে নিয়া ব্যতিব্যস্ত থাকিবে ।

এই আয়াত প্রসঙ্গে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করেন—সেদিন কিছু লোক কিছু লোককে চিনিবে এবং তাহারা পরস্পর পরিচিতজন হইবে । তথাপি তাহারা পরিচিত লোকজন হইতে পলাইয়া ফিরিবে । তাহাদের তখনকার অবস্থা প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন : لِكُلِّ امْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ - অর্থাৎ সেইদিন প্রত্যেকের অবস্থা দাঁড়াইবে এই যে, প্রত্যেকেই নিজের অবস্থা সামলাইতে ব্যস্ত থাকিবে । অনুরূপ অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন :

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَانٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ -

অর্থাৎ হে মানব! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর আর ভয় কর, সেই দিনটিকে যেইদিন সন্তান পিতার কোন কাজে আসিবে না আর পিতাও সন্তানের কোন কাজে আসিবে না। নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য।

অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন :

অর্থাৎ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ যখন শিঙ্গা ফুৎকার দেওয়া হইবে তখন রক্তের সম্পর্কের কোনই বাঁধন থাকিবে না এবং কেহই কেহকে জিজ্ঞাসা করিবে না।

আল্লাহ পাক আরও বলেন :

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَحْبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔

অর্থাৎ সেইদিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার ভাই হইতে পালাইয়া ফিরিবে, তেমনি মা ও বাপ হইতে, তদ্রূপ স্ত্রী ও সন্তান হইতে। প্রত্যেকেই সেইদিন নিজকে সামাল দিতে ব্যস্ত থাকিবে।

يَوْمَ الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ - وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ - وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُتَوِيه - وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا۔

অর্থাৎ সেইদিন অপরাধীকে কোন কিছুর বিনিময়েই ছাড়া হইবে না। এমনকি যদি সে সমগ্র বিশ্ববাসী, তাহার সকল আপনজন, তাহার সকল ধন সম্পদ হোক তাহা এক পৃথিবী স্বর্ণ, পরন্তু তাহার প্রাণাধিক সন্তানকেও তাহার ভয়াবহ শাস্তির বিনিময় হিসাবে পেশ করে তাহা আদৌ গ্রহণ করা হইবে না।

মুজাহিদ ও সুদী (র) বলেন : অর্থাৎ তাহার গোত্র ও আত্মীয়-স্বজন। ইকরিমা (র) বলেন : সেই উরুদেশ যাহা তাহাদেরই অংশ বিশেষ। মালিক (র) হইতে আশহাব (র) বলেন : তাহার মাতা।

অর্থাৎ জাহান্নামের লেলিহান শিখা অত্যন্ত ভয়াবহ হইবে।

অর্থাৎ نَزَّاعَةً لِّلشُّوْی চামড়া খসানো আগুন। ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেন : এখানে মস্তিষ্কের চর্মের কথা বলা হইয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বলেন : গাত্রচর্ম। মুজাহিদ (র) বলেন : হাড় ও মাংস ছাড়া যাহা থাকে তাহা। সাঈদ ইব্ন জুবায়ের (র) বলেন : রগরেখা ও তৎসংশ্লিষ্ট বস্তু।

আবু সালিহ (র) বলেন : দুই চরণ ও হস্তদ্বয়ের উভয় দিকের মাংস। তিনি আরও বলেন : পায়ের দুই খোড়ার মাংস।

হাসান বসরী ও ছাবিত আল বানানী (র) বলেন : তাহার সুন্দর মুখমণ্ডল। হাসান বসরী (র) আরও বলেন : তাহার কলিজা ছাড়া সব কিছুই জুলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইবে।

ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—৩৪

কাতাদা (র) বলেন : نَزَاعَةٌ لِلسَّوَىٰ অর্থাৎ তাহার গ্রাস, মুখমণ্ডল, অঙ্গ কাঠামো ও তদসংশ্লিষ্ট সকল কিছুই অগ্নিদগ্ধ হইবে।

যাহ্‌হাক (র) বলেন : হাড়ি হইতে চামড়া ও মাংস খসাইয়া উহার সব কিছুই ভস্মীভূত করিবে।

ইব্ন যায়দ (র) বলেন : نَزَاعَةٌ অর্থাৎ হাড়ের গ্রহিসমূহ। نَزَاعَةٌ অর্থাৎ হাড়িগুলি খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া উহার চামড়া ও আকৃতি বিকৃত করিবে।

অবশেষে আল্লাহ্ পাক বলেন تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ অর্থাৎ জাহান্নাম উহার দিকে উহার সন্তানগণকে ডাকিবে যাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা উহার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পার্থিব জীবনে উহার উপযোগী কাজ করার অনুমোদন দান করিয়াছেন। তাই জাহান্নাম কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে তিজ্ঞ ও ককর্শ ভাষায় উহার দিকে ডাকিবে এবং পাখীরা যেভাবে মাঠ হইতে এক একটি করিয়া শস্য কুড়াইয়া খায়, তদ্রূপ জাহান্নাম তাহাদিগকে হাশরের মাঠ হইতে খুঁজিয়া তুলিয়া লইয়া যাইবে। উহা এইজন্য করিবে যে, আল্লাহ্ পাকের ভাষায় তাহাদের অন্তর সত্যকে অস্বীকার করিয়াছিল ও তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেক আমল হইতে বিরত ছিল।

وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ অর্থাৎ সম্পদের উপর সম্পদ স্তূপীকৃত করিয়াছিল এবং আল্লাহ্র নির্দেশিত ওয়াজিব, যাকাত, ফিতরা ইত্যাদি খরচ না করিয়া সম্পদ সংরক্ষিত করিয়াছিল। তাই হাদীসে বর্ণনা করা হইয়াছে—তোমরা সম্পদ সংরক্ষণ করিও না, তাহা হইলে আল্লাহ্ও তোমাদের হইতে সম্পদ সংরক্ষণ করিবেন।

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আকীম (র) কখনো নিজের জন্যে কোন কিছু পুঁজি করিতেন না এবং বলিতেন—আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন, জাহান্নামীরাই সম্পদ পুঞ্জীভূত ও সংরক্ষিত করে।

হাসান বসরী (র) বলেন : হে আদম সন্তান! তুমি আল্লাহ্র হুঁশিয়ারী শ্রুত হইয়াও পার্থিব সম্পদ সংরক্ষণ করিতেছ ?

وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ আয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে কাতাদা (র) বলেন : সম্পদের প্রতিযোগীতায় শীর্ষে থাকার অসৎ উদ্দেশ্যে উহা পুঞ্জীভূত করা হইত।

(১৮) وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ۝

(১৯) إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝

(২০) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝

(২১) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝

(২২) إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۝

(২৩) الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۝

(২৪) وَالَّذِينَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۙ

(২৫) لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۙ

(২৬) وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۙ

(২৭) وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ۙ

(২৮) اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَا مُوْنِ ۙ

(২৯) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ

(৩০) اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۙ

(৩১) فَمِنْ اَبْتٰغٰی وَّرَاۤءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعَدُوْنَ ۙ

(৩২) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاٰمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۙ

(৩৩) وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قٰٓئِمُوْنَ ۙ

(৩৪) وَاُولٰٓئِكَ هُمُ عَلٰی صَلٰٓتِهِمْ يَحٰفِظُوْنَ ۙ

(৩৫) اُولٰٓئِكَ فِیْ جَنٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ۙ

১৯. মানুষ তো সৃজিত হইয়াছে অতিশয় অস্থির চিত্তরূপে

২০. যখন বিপদ তাহাকে স্পর্শ করে সে হয় হা-হতাশকারী,

২১. আর যখন তাহাকে কল্যাণ স্পর্শ করে সে হয় অতি কৃপণ,

২২. তবে সালাত আদায়কারী ব্যতীত,

২৩, যাহারা তাহাদের সালাতে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান,

২৪. আর যাহাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রহিয়াছে

২৫. প্রার্থী ও বঞ্চিতদের,

২৬. এবং যাহারা কর্মফল দিবসকে সত্য বলিয়া জানে,

২৭. আর যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত,

২৮. নিশ্চয় তাহাদের প্রতিপালকের শাস্তি হইতে নিঃশঙ্ক থাকা যায় না—

২৯. এবং যাহারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে,

৩০. তাহাদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্র ব্যতীত, ইহাতে তাহারা নিন্দনীয় হইবে না।

৩১. তবে কেহ ইহাদিগকে ছাড়া অন্যকে কামনা করিলে তাহারা হইবে সীমালঙ্ঘনকারী ।
৩২. এবং যাহারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে,
৩৩. আর যাহারা তাহাদের সাক্ষ্য দানে অটল,
- ৩৪, এবং নিজেদের সালাতে যত্নবান—
৩৫. তাহারাই সম্মানিত হইবে জান্নাতে ।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে জানইতেছেন যে, তাহারা সৃজিতই হইয়াছে অস্থিরচিন্তুরূপে । অতঃপর তিনি উহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন : **إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا** -যখন তাহারা বিপদগ্রস্ত হয় তখন হা-পিত্যেশ শুরু করে, বড়ই সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে, এবং এরূপ হতাশ হইয়া যায় যে, ইহার পর আর কোন ভাল দিন আসিবে তাহা ভাবিতেই পারে না ।

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا অর্থাৎ যখন আল্লাহর ফযলে তাহাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, তখন তাহারা কৃপণ হয় এবং অন্যকে তাহাদের সেই সৌভাগ্যের অংশ হইতে বঞ্চিত রাখে । এমনকি তাহাদিগকে আল্লাহর নির্দেশিত অংশ দিতেও অস্বীকার করে ।

ইমাম আহমদ (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন : “মানুষের ভিতর সর্বাধিক মন্দ স্বভাব হইল অশেষ কার্পণ্য ও চরম কাপুরুষতা ।”

আব্দুল্লাহ ইবনুল জাররাহ (রা) হইতে আবু আবদুর রহমানের সূত্রে ইমাম আবু দাউদ (র)-ও হাদীসটি বর্ণনা করেন ।

الْأُمُصَلِينَ অর্থাৎ কোন মানুষই মানুষ হিসাবে উপরোক্ত মন্দ স্বভাবগুলি হইতে মুক্ত হইতে পারে না; যদি না আল্লাহ পাক নিজ অনুগ্রহে তাকে হেফাজত করেন, তাহাকে উহা হইতে বাঁচার তাওফীক দান করেন, তাহাকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করেন ও উহার উপায়-উপকরণ সহজলভ্য করেন । এইসব তিনি তাহাদের জন্য করেন যাহারা মুসল্লী ।

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ অর্থাৎ যাহারা নিয়মিত নামায পড়ে তাহারাই মুসল্লী । এই আয়াতের অর্থ ইহাও বলা হইয়াছে -যাহারা নামায সঠিক ওয়াক্তে সম্পূর্ণ আরকান, আহকাম সহকারে আদায় করে তাহারা মুসল্লী । ইব্ন মাসউদ (রা) মাসরুক ও ইবরাহীম নাখঈ (র) এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন ।

একদল বলেন : খুশু-খুযু সহকারে নিয়মিত নামায আদায়কারীই মুসল্লী । যেমন আল্লাহ বলেন : **الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ** অর্থাৎ সেই মু'মিনগণ সাফল্যমণ্ডিত যাহারা খুশু-খুযু বা খোদাভীতির সহিত নামায আদায় করে ।

এই অভিমত উকবা ইব্ন আমের (রা) প্রমুখের । আরবে বন্ধ ও স্থির পানিকে স্থায়ী পানি বলে । কারণ, উহা চলমান নহে বিধায় নড়াচড়া করে না । ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয়

যে, স্থায়ী বা নিয়ম মাফিক নামাযের জন্য নামাযে স্থিরতা ও মনোযোগ ওয়াজিব। যাহারা রুকু-সিজদা ধীরে সুস্থে আদায় করে না, বরং কাকের মত ঠোকর মারে, তাহাদিগকে নিয়মিত নামাযী বলা যায় না। তাই তাহার নামায তাহাকে মুক্তি দিবে না।

একদল বলেন, আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য হইতেছে পুণ্য কাজের উপর সর্বদা স্থির থাকা ও নিয়মিত উহা করিতে থাকা। যেমন আমল হইল স্থায়ী ও নিয়মিত আমল, হউক উহা নগণ্য।

হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা) হইতে সহীহ সংকলনে উদ্ধৃত হইয়াছে। অন্য বর্ণনায় বলা হইয়াছে-সেই আমলের উপর আমলকারী স্থির রহিয়াছে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন - ছযূর (সা)-এর অভ্যাস ইহাই ছিল যে, যেই আমলই তিনি করিতেন উহা সর্বদা করিতেন। অন্য বর্ণনায় আছে, উহার উপর স্থির থাকিতেন।

الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কাতাদা (র) বলেন : আমাদের কাছে বলা হইয়াছে যে, হযরত দানিয়েল (আ) শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উম্মতের প্রশংসা করিতে গিয়া বলেন, তাহারা এরূপ নামায আদায় করিবে নূহ (আ)-এর জাতি সেরূপ আদায় করিলে তাহারা প্লাবনে নিমজ্জিত হইত না। আদ (আ)-এর জাতি সেরূপ নামায আদায় করিলে তাহারা অভিশাপের ঘূর্ণি হাওয়ায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত না, ছামুদ জাতি সেরূপ নামায আদায় করিলে ভয়াবহ গর্জনে বিধ্বস্ত হইত না। তাই হে লোক সকল! ভালভাবে নিয়মিত নামায আদায় কর। উহা মু'মিনগণের অলংকার ও সর্বোত্তম নৈতিক বৈশিষ্ট্য।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন : وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ অর্থাৎ তাহাদের সম্পদে অভাবীদের জন্য নির্ধারিত অংশ রহিয়াছে। সূরা জারিয়ার তাফসীর প্রসঙ্গে এই ব্যাপারে সবিস্তারে আলোচনা করা হইয়াছে।

وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ অর্থাৎ যাহারা পরকাল, হিসাব-নিকাশ ও শাস্তি-পুরস্কারে প্রত্যয়ী হইয়া আযাবের ভয়ে ও পুরস্করের প্রত্যাশায় ভাল কাজ করে। তাই ইহার পরেই আল্লাহ বলেন :

وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ অর্থাৎ যাহাদের অন্তর তাহাদের প্রতিপালকের শাস্তির ভয়ে সন্ত্রস্ত ও বিগলিত।

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ অর্থাৎ মহান প্রতিপালকের শাস্তি হইতে কোন বোধসম্পন্ন লোক উদাসীন থাকিতে পারে না। কারণ, উহা অনিবার্য। শুধু আল্লাহ পাক যাহাকে রেহাই প্রদান করিবেন সেই রক্ষা পাইবে।

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْوَجِهِمْ حَافِظُونَ অর্থাৎ যাহারা লজ্জাস্থানকে অবৈধ ব্যবহার হইতে বিরত রাখে এবং আল্লাহর অননুমোদিত স্থলে উহার অপপ্রয়োগ না ঘটায়।

তাই তিনি বলেন :

الْأَعْلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ অর্থাৎ তাহারা শুধু তাহাদের স্ত্রী ও দাসীগণের ক্ষেত্রে যৌনাচারের প্রয়োগ ঘটায়।

فَأَنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ - فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ অর্থাৎ উপরোক্ত ক্ষেত্রে তো নিন্দনীয় নহে। কিন্তু উহা ছাড়া যে কোন ক্ষেত্রেই হইবে সীমালংঘন। ইহার বিস্তারিত আলোচনা قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ সূরার শুরুতেই করা হইয়াছে। তাই এখানে উহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ অর্থাৎ তাহাদের নিকট যখন আমানত রাখা হয়, খেয়ানত করে না আর যখন তাহারা ওয়াদা করে, রক্ষা করে এবং কখনও ওয়াদা খেলাপ করে না।

এইসব গুণাবলী হইল মু'মিনগণের এবং ইহার বিপরীত চরিত্র হইল মুনাফিকগণের। যেমন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, মুনাফিকের তিনটি নিদর্শন : (১) যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে, (২) যখন ওয়াদা করে, খেলাপ করে, আর যখন আমানত রাখে, খেয়ানত করে। অন্য বর্ণনায় বলা হইয়াছে (১) যখন কথা বলে তো মিথ্যা বলে, (২) যখন কথা দেয় তো ভঙ্গ করে, (৩) যখন ঝগড়া করে তো পাপাশ্রয়ী হয়।

وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ অর্থাৎ যাহারা সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে যথাযথ অবস্থায় কায়ম থাকে। কোন কথা বেশ-কম করে না, গোপনও করে না। কারণ তাহারা জানে وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبَهُ অর্থাৎ যাহারা সত্য গোপন করে তাহাদের অন্তর পাপাশ্রয়ী।

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ অর্থাৎ যাহারা নামাযের নির্ধারিত ওয়াক্ত, আরকান, আহকাম, সুনাত-মুস্তাহাব ইত্যাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে।

মোটকথা নামায দ্বারা মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা শুরু করা হইয়াছে ও নামায দ্বারা উহা শেষ করা হইয়াছে। ইহাতেই নামাযের গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রমাণিত হয়। قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ সূরায় শুরুতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে আল্লাহ পাক পরিশেষে তাহাদের জন্য সুসংবাদ প্রদান করেন :

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ অর্থাৎ তাহারাই জান্নাতুল ফিরদাউসের ওয়ারিস এবং সেখানে তাহারা অনন্তকাল অবস্থান করিবে। তেমনি এখানেও তিনি বলেন :

أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ অর্থাৎ তাহারাই জান্নাতে থাকিয়া নানা সৌভাগ্য ও মর্যাদায় ভূষিত হইবে।

(৩৬) فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلِكُمْ مَهْطِعِينَ ۝

(৩৭) عَنِ الْبَيْمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَزِيزِينَ ۝

(৩৮) أَيُطِيعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةً نَّعِيمٍ ۝

(৩৯) كَلَّا ؕ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ۝

(৪০) فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ۝

(৪১) عَلَىٰ أَنْ تُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ؕ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوفِينَ ۝

(৪২) فَذَرَهُمْ يَحْضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ۝

(৪৩) يَوْمَ يُخْرَجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاقًا كَانَتْهُمْ إِلَىٰ نُصْبٍ يُؤْفَسُونَ ۝

(৪৪) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا

يُوْعَدُونَ ۝

৩৬. কাফিরগণের কি হইয়াছে যে, তাহারা তোমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে,

৩৭. ডান ও বাম দিক হইতে, দলে দলে ।

৩৮. উহাদের প্রত্যেকে কি এই প্রত্যাশা করে যে, তাহাকে প্রাচুর্যময় জান্নাতে দাখিল করা হইবে ?

৩৯. না, তাহা হইবে না, আমি উহাদিগকে যাহা হইতে সৃষ্টি করিয়াছি তাহা উহারা জানে ।

৪০. আমি শপথ করিতেছি, উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতির-নিশ্চয়ই আমি সফল-

৪১. তাহাদের অপেক্ষা উত্তম মানবগোষ্ঠীকে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিতে এবং ইহাতে আমি অক্ষম নহি ।

৪২. অতএব তাহাদিগকে বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়া কৌতুকে মত্ত থাকিতে দাও, যে দিবস সম্পর্কে তাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল উহার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ।

৪৩, সেইদিন উহারা কবর হইতে বাহির হইবে দ্রুতবেগে, মনে হইবে উহারা একটি লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হইতেছে-

৪৪. অবনত নেত্রে; হীনতা উহাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে । ইহাই সেইদিন যাহার বিষয় উহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল ।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা কাফিরগণের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্রোহিত ভাষায় বলিতেছেন, নবীর যমানার হইয়া নবী (সা)-কে স্বচক্ষে দেখিয়া, তাহার উপর প্রেরিত

আল্লাহ পাকের সুস্পষ্ট হিদায়াতের বাণী শ্রবণ করিয়া, এমনকি তাঁহার প্রাকশ্য মু'জিয়া অবলোকন করিয়া কিভাবে তাঁহার নিকট হইতে ভাগিয়া যাইতেছে। কেন তাহারা ডাইনে ও বামে নানা দলে বিক্ষিপ্ত হইয়া চম্পট দিতেছে ?

এইভাবে আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন :

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ - كَانَهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ অর্থাৎ তাহারা এই উপদেশ হইতে ঘাড় ফিরাইয়া বাঘ দেখিয়া যেরূপ গাধার পাল পালায় তদ্রূপ কেন পালাইতেছে ?

তেমনি তিনি এখানেও বলিতেছেন : فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ : অর্থাৎ এই কাফিরদের কি হইল যে, তাহারা তোমার নিকট হইতে ভাগিয়া যাইতেছে ? কেন তাহারা ডানে বামে বিক্ষিপ্তভাবে নানা দলে বিভক্ত হইয়া যে যেই দিকে পারে ছুটিতেছে ?

হাসান বসরী (র) বলেন : مُهْطِعِينَ অর্থ চলিয়া যাইতেছে।

আয়াতাংশে عَزِيزٍ وَعَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَزِيزٍ একবচন হইল এزة এবং উহার অর্থ হইল বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন দলে বিভক্তকারীগণ। পূর্ববর্তী فَمَالِ مُهْطِعِينَ শব্দের হাল বা অবস্থা প্রকাশের জন্য উহা ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ তাহারা বিভিন্ন দলে ও মতে বিভক্ত হইয়া ভাগিয়া যাইতেছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন : তাহারা খেয়াল খুশীর পথে চলে তাহারা আল্লাহর কিতাবেরই শুধু বিরোধী হয় না, নিজেস্বাও পরস্পর বিরোধীতায় লিপ্ত হয়। অবশ্য নিজেদের ভিতরে তাহাদের যত মতবিরোধই থাকুক না কেন আল্লাহর কিতাবের বিরোধীতায় তাহারা এক হইয়া যায়।

فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَزِيزٍ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইবন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করেন : কাফিররা গ্রুপ গ্রুপ হইয়া হুযূর (সা)-এর চতুর্দিক ঘুরাফিরা করিত আর তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া কথাবার্তা বলিত।

ইবন জারীর (র) হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন : عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَزِيزٍ অর্থাৎ তাহারা বিভিন্ন দলে ভাগ হইয়া হুযূর (সা)-এর ডানে ও বামে ঘুরাঘুরি করিত আর বলিত-এই লোকটি বলে কি ?

কাতাদা (র) বলেন مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَزِيزٍ অর্থাৎ তাহারা হুযূর (সা)-এর আশে-পাশে দলে-দলে ঘুর-ঘুর করিত। অথচ না তাহাদের অন্তরে আল্লাহর কিতাবের প্রতি কোন আকর্ষণ ছিল আর না আল্লাহর রাসূলের প্রতি।

জাবির ইব্ন সামুরা (রা) হইতে ... আবু মুআবিয়া, ওয়াকী, মুহাম্মদ ইব্ন ফুযায়েল, ঈসা ইব্ন ইউনুস, আব্বাস ইবনুল কাসিম, শায়বা ও সাওরী (র) বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) জনসমক্ষে আসিলেন। জনতা বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল। তখন তিনি বলিলেন : তোমাদিগকে আমি এইরূপ বিক্ষিপ্তবস্থায় দেখিতেছি কেন?

বর্ণনাটি ইমাম আহমদ, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাসায়ী ও ইব্ন জারীর আ'মাশের সূত্রে বর্ণনা করেন।

ইব্ন জারীর (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার সহচরবৃন্দের সম্মুখে বাহির হইলেন। তাহারা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। তিনি বলিলেন, কেন তোমাদিগকে বিক্ষিপ্তবস্থায় নানা দলে বিভক্ত দেখিতেছি? এই সনদটি খুবই উত্তম। অথচ কোন হাদীস সংকলনে এই সনদের বর্ণনাটি দেখি নাই।

أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ - كَلَّا رাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে পালাইয়া থাকিয়া তাহারা প্রত্যেকে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতের লালসা করিতেছে? কখনও তাহা পাইবে না। বরং তাহাদের ঠিকানা হইবে জাহান্নাম।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের অস্বীকৃত ও অবিশ্বাস্য পরকাল ও জাহান্নামের শাস্তির প্রমাণস্বরূপ তাহাদের স্বীকৃত ও বিশ্বাসযোগ্য দলীল উপস্থাপন প্রসঙ্গে বলিতেছেন:

إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْمَلُونَ "নিশ্চয় আমি বীর্য হইতে যে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি তাহা তোমরা জান।" সুতরাং যিনি তোমাদিগকে বাজে পানি হইতে একবার সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি তোমাদিগকে আরেকবার সৃষ্টি করিতে পারিবেন না? যেমন তিনি অন্যত্র বলেন : أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ; অর্থাৎ আমি কি তোমাদিগকে নগণ্য পানি হইতে সৃষ্টি করি নাই?

অন্যত্র তিনি বলেন :

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ - خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ - يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ - إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ - يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ - فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ -

অর্থাৎ মানুষের লক্ষ্য করা উচিত যে, তাহারা কি বস্তু হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। উজ্জ্বল পানি হইতে তাহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। উহা তাহাদের পৃষ্ঠদেশ ও মেরুদণ্ডের মধ্য হইতে নির্গত হইয়াছে। নিশ্চয় সেই সৃষ্টিকর্তা তাহাদিগকে আবার সৃষ্টি করিতে সক্ষম। যেদিন গুপ্ত ব্যাপারগুলি মুক্ত হইবে, তখন না তাহাদের কোন ক্ষমতা থাকিবে, না কোন সাহায্যকারী।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন : **فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ** অর্থাৎ তাঁহার শপথ যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া পূর্ব, পশ্চিম ইত্যাকার দিক নির্ধারণ করিয়াছেন এবং নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টি করিয়া পূর্বাচলে উদয় ও পশ্চিমাচলে অস্তগামী করিয়াছেন। অর্থাৎ হে কাফির সম্প্রদায়! তোমরা যে ভাবিতেছ, পরকাল বলিতে কিছু নাই, হিসাব, নিকাশ লওয়া হইবে না এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ঘটবে না, ইহা ঠিক নহে। সেই সব অবশ্যই হইবে।

এখানে আল্লাহ তা'আলা কসম করার প্রাক্কালে তাহাদের ভ্রান্ত ধারণাগুলি অস্বীকার করিলেন এবং সেইগুলিকে নিজ পরিপূর্ণ কুদরতের বিভিন্ন নিদর্শনের মাধ্যমে ভ্রান্ত প্রমাণ করিলেন। যেমন আকাশ ও পৃথিবীকে অনন্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব প্রদান, উহার ভিতর বিভিন্ন প্রাণী ও বস্তুসহ নানাবিধ সৃষ্টির উপস্থিতি দ্বারা তিনি তাহাদের অমূলক ধারণার অসারতা প্রমাণ করিলেন। আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন :

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنْ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ নভোমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি অবশ্যই মানব সৃষ্টি হইতে বড় কাজ, অথচ অধিকাংশ লোক তাহা জানে না।

তিনি আরও বলেন :

اَوْ لَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْزِبْ عَنْهَا بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتٰى - بَلٰى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

অর্থাৎ তাহারা কি দেখিতে পায় না যে, আল্লাহই আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন আর তা সৃষ্টি করিতে গিয়া তিনি ক্লান্ত হন নাই, সেক্ষেত্রে তিনি কি মৃতকে জীবিত করিতে পারিবেন না? নিশ্চয় তিনি শুধু উহাই নয়, সকল কিছু করার উপরই ক্ষমতাবান। অন্যত্র তিনি বলেন :

اَوْ لَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ - بَلٰى وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ - اِنَّمَا اَمْرُهٗ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ -

“যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি অনুরূপ বস্তুসমূহ পুনরায় সৃষ্টি করিতে পারেন না? হ্যাঁ, তিনি পারেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টিকর্তা ও শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী। তিনি যাহা করিতে চাহেন শুধু বলেন, হও, অমনি হইয়া যায়।”

এখানে তিনি বলেন :

فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ - عَلٰى اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ -

অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রতিপালকের কসম! নিশ্চয় আমি আজিকার এই দেহধারীগণকে উহা হইতেও সুন্দর অবয়বে পরিবর্তন করিতে সক্ষম। কোন বস্তু, কোন ব্যক্তি এবং কোন কাজ আমাকে অক্ষম বা অপারগ করিতে পারে না।

অন্যত্র তিনি বলেন :

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ - بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نَسُوِيَ بَنَانَهُ
অর্থাৎ কোন মানবের কি এই ধারণা রহিয়াছে যে, আমি মানুষের বিক্ষিপ্ত হাড়গুলি একত্রিত করিতে পারিব না? ইহা ভুল ধারণা, বরং আমি তো উহা পুরাপুরি একত্রিত করিয়া ঠিকঠাক মত জুড়িয়া দিব।

অন্যত্র তিনি বলেন :

نَحْنُ قَادِرُونَ بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ - عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ -

অর্থাৎ আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারিত করিয়াছি। আর আমি তোমাদিগকে পরিবর্তন করিয়া নতুনভাবে সৃষ্টি করিতে অক্ষম নহি। উহা তোমরা জানও না।

عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ আয়াতাত্ংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইবন জারীর ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি উহার ব্যাখ্যায় বলেন : আমি এই ক্ষমতা রাখি যে, তোমাদের পরিবর্তে এমন একদল লোক সৃষ্টি করিব যাহারা আমার অনুগত হইবে ও আমার অবাধ্যতা হইতে বিরত থাকিবে। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন :

وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ
তোমরা যদি ঘাড় ফিরাইয়া নাও তাহা হইলে আল্লাহ্ তোমাদের এমন এক জাতির পত্তন ঘটাইবেন যাহারা তোমাদের মত হইবে না।

অবশ্য আয়াতের প্রকাশ্য ভাষ্য প্রথম ব্যাখ্যারই সমর্থক। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন :

فَذَرَهُمْ يَخْوَضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ
হে মুহাম্মদ (সা)! তাহাদিগকে তাহাদের অস্বীকাররত, কুফরী ও নাফরমানীতে মত্ত থাকিতে দাও। উহার ফল তাহারা সেইদিন পাইবে যেইদিন সম্পর্কে তাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে। অতঃপর তিনি বলেন :

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصْبٍ يُؤَفِّضُونَ
সেইদিন তাহারা কবর হইতে সংশয়চিত্তে উদভ্রান্তের মত ক্ষিপ্ততার সহিত বাহির হইবে যেন কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে তাহারা ছুটিয়া যাইতেছে। ইহা তখনই ঘটবে যখন

তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে বিচারের জন্য হাশরের ময়দানে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানাইবেন।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ ও যাহ্বাহক (র) বলেন : তাহারা একটি নিশানার দিকে ছুটিয়া চলিবে।

আবুল আলিয়া ও ইয়াহিয়া ইব্ন কাছীর (র) বলেন : তাহারা একটি প্রান্তের দিকে ছুটিতে থাকিবে।

জমহুরের মতে نصب শব্দের ن অক্ষরে নসব হইবে এবং ص অক্ষর সাকিন হইবে। অর্থ দাঁড়াইবে স্থিরিকৃত লক্ষ্য।

হাসান বসরী (র) نصب শব্দের ن ও ص অক্ষরে পেশ দিয়া পড়িয়াছেন। উহার অর্থ প্রতিমা। অর্থাৎ পৃথিবীতে যেইভাবে তাহারা প্রতিমা পূজার জন্যে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিমার কাছে ছুটিয়া যাইত, তদ্রূপ এখানেও যেন প্রতিমার উদ্দেশ্যে ছুটিতে থাকিবে।

মুজাহিদ, ইয়াহইয়া, ইব্ন কাছীর, মুসলিম আল বাতিন, কাতাদা, যাহ্বাহক, রবী ইব্ন আনাস, আবু সালাহ, আসিফ ইব্ন বাহদালা, ইব্ন যায়েদ (র) প্রমুখ হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرَاهُمْ ذَلَّةً অর্থাৎ তাহারা লজ্জায় চক্ষু আনত রাখিবে এবং তাহাদের চেহারায় লাঞ্ছনার কালিমা প্রলিপ্ত থাকিবে। অথচ তাহারা পৃথিবীতে দণ্ড ভরে মাথা উঁচু করিয়া নাফরমানীর পথে ছুটিয়া যাইত।

ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ অর্থাৎ এই সেই দিনটি যেইদিনের প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। অথচ এইদিনকে তাহারা অবিশ্বাস করিয়া বিদ্রূপাত্মক ভাষায় আল্লাহর রাসূলকে বলিত, 'কিয়ামত কেন ঘটতেছে না? কেন আমরাগকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে না?'

সূরা নূহ

২৮ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

(২) قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝

(৩) أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ۝

(৪) يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخَذِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ۖ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ
إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

১. নূহকে আমি প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের প্রতি এই নির্দেশসহ :
তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর তাহাদিগের প্রতি শাস্তি আসিবার পূর্বে।

২. সে বলিয়াছিল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো তোমাদিগের জন্য স্পষ্ট
সতর্ককারী—

৩. ‘এই বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর ও তাঁহাকে ভয় কর এবং
আমার আনুগত্য কর।

৪. ‘তিনি তোমাদিগের পাপ ক্ষমা করিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে অবকাশ
দিবেন এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। নিশ্চয় আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত কাল উপস্থিত হইলে
উহা বিলম্বিত হয় না, যদি তোমরা উহা জানিতে।’

তাফসীর : আল্লাহ্ তাহার নবী হযরত নূহ (আ) সম্পর্কে বলিতেছেন যে, আযাব
আসিয়া পড়ার পূর্বেই স্বজাতিকে সতর্ক করিবার জন্য তিনি তাহাকে নির্দেশ দিয়াছেন।
আযাব আসিবার পূর্বেই যদি তাহারা সতর্ক হইয়া তওবা করে, তাহা হইলে তিনি আযাব
উঠাইয়া নিবেন।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَنْ أُنذِرَ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ - قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ অর্থাৎ তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর তাহাদিগের প্রতি আযাব আসিবার পূর্বে। তিনি (নূহ) বলিয়াছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদিগের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا أَمْرًا تَوْحِيدًا وَتَقْوَىٰ وَطَاعَةً لِّمَنْ يَخْلُقُ তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ কর্ম ও অপরাধ বর্জন কর এবং আমি তোমাদিগকে যাহা করিতে আদেশ করি এবং যাহা করিতে নিষেধ করি সেই বিষয়ে তোমরা আমার আনুগত্য কর।

يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ অর্থাৎ তোমরা যদি আমার কথা মানিয়া লও এবং আমার রিসালতের বিশ্বাস কর, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগের অতীতের যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন।

وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى অর্থাৎ আর তোমাদিগের আয়ু দীর্ঘ করিয়া দিবেন এবং আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিলে তোমাদিগের প্রতি যে মহাশাস্তি আসিত উহা প্রত্যাহার করিয়া নিবেন।

যাহারা বলেন, আল্লাহর আনুগত্য, মাতাপিতার সহিত সদ্ব্যবহার এবং আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখার দরুণ বাস্তবিকই আয়ু বৃদ্ধি পায়— তাহারা এই আয়াতটি দলীলরূপে পেশ করেন। যেমন- এক হাদীসে মহানবী (সা) বলেন : আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখিলে আয়ু বৃদ্ধি পায়। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَنْ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ অর্থাৎ আযাব আসিবার পূর্বে তোমরা শীঘ্র আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ফিরিয়া আস। কারণ, আল্লাহর আযাব আসিয়া পড়িলে আর তাহা প্রতিরোধ ক্ষমতা কাহারো থাকিবে না। আল্লাহ তা'আলা মহান, পরাক্রমশালী।

(৫) قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۝

(৬) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ۝

(৭) وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا

ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۝

(৮) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۝

- (৯) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۝
 (১০) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝
 (১১) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝
 (১২) وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَأَبْنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ۝
 (১৩) مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۝
 (১৪) وَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ أَطْوَارًا ۝
 (১৫) أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ۝
 (১৬) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ۝
 (১৭) وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۝
 (১৮) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۝
 (১৯) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۝
 (২০) تَتَسَلَّكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۝

৫. সে বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি আহ্বান করিয়াছি।

৬. কিন্তু আমার আহ্বান উহাদিগের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করিয়াছে।

৭. 'আমি যখনই উহাদিগের আহ্বান করি, যাহাতে তুমি উহাদিগকে ক্ষমা কর উহারা কানে আসুলি দেয়, বস্ত্রাবৃত করে নিজেদিগকে জিদ করিতে থাকে এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে।

৮. 'অতঃপর আমি উহাদিগকে আহ্বান করি প্রকাশ্যে।

৯. 'পরে আমি সোচ্চার প্রচার করিয়াছি ও উপদেশ দিয়াছি গোপনে।'

১০. বলিয়াছি, 'তোমাদিগের প্রতিপালকের ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি তো মহাক্ষমাশীল।

১১. তিনি তোমাদিগের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করিবেন।

১২. তিনি তোমাদিগকে সমৃদ্ধ করিবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদিগের জন্য স্থাপন করিবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করিবেন নদী-নালা।

১৩. 'তোমাদিগের কী হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে চাহিতেছ না!

১৪. 'অথচ তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন পর্যায়ক্রমে।

১৫. 'তোমরা কি লক্ষ্য কর নাই? আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন সগুস্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী?

১৬. 'এবং সেথায় চন্দ্রকে স্থাপন করিয়াছেন আলোরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করিয়াছেন প্রদীপরূপে।

১৭. 'তিনি তোমাদিগকে উদ্ধৃত করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে।

১৮. 'অতঃপর উহাতে তিনি তোমাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত করিবেন ও পরে পুনরুৎপত্ত করিবেন।

১৯. 'এবং আল্লাহ তোমাদিগের জন্য ভূমিকে করিয়াছেন বিস্তৃত—

২০. 'যাহাতে তোমরা চলাফেরা করিতে পার প্রশস্ত পথে।'

তাফসীর : হযরত নূহ (আ) দীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর যাবত কিভাবে তাঁহার সম্প্রদায়কে হিদায়াতের প্রতি আহ্বান করিয়াছেন, সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে কি কি ধরনের নির্ধাতন তিনি সহ্য করিয়াছেন, কিভাবে তাহারা হিদায়াতের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, নূহ (আ) কি বলিয়া আল্লাহর দরবারে অভিযোগ পেশ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা এইখানে উহার সংবাদ দিতেছেন। হযরত নূহ (আ) দীর্ঘ নয়শত বছর হিদায়াতের দাওয়াত দিবার পর এই বলিয়া আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করিয়াছেন যে,

قَالَ رَبِّ إِنِّي نَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۝ اর্থ ৭ হে আমার প্রতিপালক!

একমাত্র তোমার নির্দেশ পালনার্থে দাওয়াতের কাজ আমি কখনো ক্ষান্ত করি নাই। এই যাবত দিবারাত্র অব্যাহতভাবে আমি আমার সম্প্রদায়কে দাওয়াত দিয়াছি।

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ۝ অর্থ ৭ মিথ্যার পথ পরিহার করিয়া সত্যের

নিকট আসিবার জন্য যতই আমি তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছি; আমার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহারা ততই দূরে সরিয়া গিয়াছে।

وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ

وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ ۝ তওবা করিয়া তোমার ক্ষমা লাভ করিবার জন্য আমি যখনই তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছি; তখনই তাহারা কানে আঙ্গুল দিয়া কান বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, যেন আমার কথা শুনিতে না পায়। আর নিজদিগকে কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা কুরাইশদের সম্পর্কে বলিয়াছেন :

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَاتَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ
تَغْلِبُونَ অর্থাৎ আর কাফিররা বলিয়াছে, তোমরা এই কুরআন শুনিও না আর
তোমরা উহাতে বিঘ্ন সৃষ্টি কর, যাহাতে তোমরাই বিজয়ী থাক।

ইবন জারীর (র) :.... ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা
করিয়াছেন যে, এই আয়াতংশের অর্থ হইল আর তাহারা নিজদিগকে বস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া
রাখিত যাহাতে নূহ (আ) তাহাদিগকে চিনিতে না পারে।

সাদ্দ ইবন জুবাইর ও সুদ্দী (র) বলেন : তাহারা বস্ত্র দ্বারা মাথা ঢাকিয়া রাখিত
যাহাতে নবীর কথা শুনিতে না পায়।

وَأَصْرُوا وَأَسْتَكْبَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا অর্থাৎ উহারা ইতিপূর্বে যে কুফর ও
শিরকে লিপ্ত ছিল উহাতেই তাহারা অটল থাকে এবং সত্যের আনুগত্যের ব্যাপারে বড়
ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে।

ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا অতঃপর আমি জনসমক্ষে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেই।

ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا অর্থাৎ তারপর আমি
উহাদিগকে প্রকাশ্যে আহ্বান করিয়াছি, পরে আবার গোপনে উপদেশ দিয়াছি। অর্থাৎ
নানাভাবে আমি তাহাদিগকে দাওয়াত দিয়াছি যেন তাহারা সত্য পথে ফিরিয়া আসে।

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا - يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ
مِدْرَارًا অর্থাৎ আমি বলিয়াছি যে, তোমরা কুফরীর পথ পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহর
দিকে ফিরিয়া আস। আল্লাহ তোমাদিগের যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন। তিনি
বড় ক্ষমাশীল। তোমরা যত অপরাধই করিয়া থাক আল্লাহ সবই ক্ষমা করিয়া দিবেন।
আর তিনি তোমাদিগকে অবিরাম বৃষ্টি দান করিবেন।

উল্লেখ্য যে, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا এই আয়াতের কারণে ইস্তেস্কার
নামায়ে এই সূরাটি পাঠ করা মুস্তাহাব।

আমীরুল মু'মিনীন উমর (রা) একদিন বৃষ্টির দু'আ করার জন্য মিশ্বরে উঠিয়া
ইস্তেগফার করিলেন এবং ইস্তেগফার সম্পর্কিত বিভিন্ন আয়াত তিলাওয়াত করিলেন।
তন্মধ্যে আলোচ্য আয়াতটিও ছিল।

وَيُمَدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا
অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা করিয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাহার অনুগত
হইয়া যাও তাহা হইলে তোমাদিগের রিয়ক বাড়িয়া যাইবে, তোমাদিগের প্রতি আকাশ

ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—৩৬

হইতে বরকত নাযিল হইবে ও যমীন হইতে নানা ধরনের ফসল উৎপন্ন হইবে। অসংখ্য সন্তান-সন্ততি ও অগাধ ধন-সম্পদ দ্বারা তোমরা সমৃদ্ধ হইয়া যাইবে। আর তোমাদিগকে এমন উদ্যান দেওয়া হইবে যাহাতে নানা রকম ফলমূল থাকিবে এবং যাহার মাঝে নদী প্রবাহিত হইবে। এই পর্যন্ত হযরত নূহ (আ) উৎসাহ প্রদান করিয়া দাওয়াত দিয়াছেন। এইবার ভীতি প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন :

مَا لَكُمْ لَاتَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا
শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেছ না?

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : তোমরা আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান কর না। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর শাস্তিকে ভয় কর না।

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا
“অথচ তিনি তোমাদিগকে পর্যায়ক্রমে অর্থাৎ প্রথমে বীর্ষ, তারপর জমাট রক্ত, তারপর গোশতের টুকরা এইভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা), ইকরিমা, কাতাদা, ইয়াহইয়া ইব্ন রাফি’, সুদ্দী ও ইব্ন যায়েদ (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا - وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا -

অর্থাৎ তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহ তা‘আলা সাত আসমানকে কিভাবে একের পর এক সৃষ্টি করিয়াছেন আর চন্দ্রকে আলোকরূপে এবং সূর্যকে প্রদীপরূপে স্থাপন করিয়াছেন?

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا
অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদিগকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। মৃত্যুর পর আবার মাটিতেই ফিরাইয়া দিবেন। আবার কিয়ামতের দিন প্রথমবারের ন্যায় মাটি হইতে উত্থিত করিবেন।

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا
আল্লাহ তা‘আলা যমীনকে বিছাইয়া দিয়া মজবুত ও সুউচ্চ পাহাড় চাপা দিয়া উহাকে সুদৃঢ় অটল ও অনড় করিয়াছেন।

لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا
অর্থাৎ যাহাতে তোমরা উহার প্রশস্ত পথে যে দিকে বা যে প্রান্তে ইচ্ছা চলাফেরা করিতে পার।

মোটকথা হযরত নূহ (আ) আল্লাহ তা‘আলার এইসব কুদরত ও নিয়ামতের কথা স্মরণ করাইয়া নিজের সম্প্রদায়কে সৎপথে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

(২১) قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالَهُ وَ
وَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا ۝

(২২) وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا ۝

(২৩) وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا
يَعُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ۝

(২৪) وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۝ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ۝

২১. নূহ বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অমান্য করিয়াছে এবং অনুসরণ করিয়াছে এমন লোকের যাহারা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাহার ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করে নাই।'

২২. উহারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করিয়াছিল।

২৩. এবং বলিয়াছিল, 'তোমরা কখনো পরিত্যাগ করিও না তোমাদের দেব-দেবীকে; পরিত্যাগ করিও না ওয়াদ, সুওয়া'আ, য়াওছ, য়াউক ও নাসর-কে।

২৪. উহারা অনেককে বিভ্রান্ত করিয়াছে; সুতরাং জালিমদিগকে বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করিও না।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, হযরত নূহ (আ) পূর্বোক্ত অভিযোগের সহিত আল্লাহর দরবারে নিজ সম্প্রদায়ের আচরণের কথাও উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন :

إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا

অর্থাৎ তাহারা আমাকে অমান্য করিয়াছে এবং অনুসরণ করিয়াছে এমন ব্যক্তির যাহার ধন-সম্পদ আর সন্তান-সন্ততি তাহার ক্ষতি ব্যতীত কিছুই বৃদ্ধি করে নাই। বস্তুত যে সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি মানুষকে আল্লাহ হইতে বিমুখ করিয়া রাখে তাহা মানুষের জন্য বিপদ বৈ কিছুই নয়।

অর্থাৎ আর তাহারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করিয়াছে।

মুজাহিদ (র) বলেন : اَرْثٌ كَبِيرًا ۝ اَرْثٌ عَظِيمًا ইবন য়ায়েদ (র) বলেন : اَرْثٌ كَبِيرًا ۝ رَجُلٌ حَسَانٌ - امر عجيب عجاب عَجَابٌ, যেমন আরবরা বলিয়া থাকে, اَرْثٌ كَبِيرًا ۝ اَرْثٌ عَظِيمًا ইত্যাদি। তবে সব ক'টির অর্থ একই।

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعْنُقَ
وَتَسْرًا -

ধন-সম্পদ ও সন্ততিতে মত্ত তাহাদিগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির অধীনস্তরা আরো বলিয়াছে যে, তোমরা ওয়াদ সুওয়া'আ..... ইত্যাদি ছোট বড় কোন দেব-দেবীকেই ত্যাগ করিও না। ওয়াদ, সুওয়া'আ, যাউক, য়াগূছ, নাসর এইগুলি তাহাদিগের কতগুলি দেব-দেবীর নাম। হযরত নূহ (আ)-এর জাতি আল্লাহর পরিবর্তে এইগুলির পূজা করিত।

ইমাম বুখারী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : নূহ (আ)-এর সম্প্রদায় যে সব দেব-দেবীর পূজা করিত পরবর্তীতে আরবরা ঐগুলির পূজা করিতে শুরু করে। দূমাতুল জান্দালের কাল্‌ব গোত্র "ওয়াদ"-এর, হুযায়ল গোত্র 'সুওয়া'আ' এর, প্রথমে মুরাদ পরে শুতাইয়া গোত্র য়াগূছ-এর, হামদান গোত্র যাউক-এর এবং হিমরার গোত্র নাসর-এর পূজা করিত। এই সব ক'টি মূলত নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের কতিপয় নেককার লোকের নাম। তাহাদিগের মৃত্যুর পর শয়তানের প্ররোচনায় তাহাদের ভাঙ্কর্য নির্মাণ করিয়া মানুষ প্রতিটি ভাঙ্কর্যকে আসল নামে ডাকিতে শুরু করে। তখনও এইগুলির পূজা শুরু হইয়াছিল না। কিন্তু তাহাদিগের পরবর্তী বংশধর মুখতাভশত এইগুলির পূজা করিতে শুরু করে। ইকরিমা, যাহ্‌হাক, কাতাদা এবং ইব্ন ইসহাক (র) হইতেও এই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়।

আলী ইব্ন আবু তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছে যে, হযরত নূহ (আ)-এর আমলে এই মূর্তিগুলির পূজা করা হইত।

ইব্ন জারীর (র) মুহাম্মদ ইব্ন কায়স (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন কায়স (র) বলেন, যাউক, য়াগূছ ও নাসর আদম ও নূহ (আ)-এর মধ্যবর্তী যুগের সৎকর্মপরায়ণ তিন ব্যক্তির নাম। ইহারা ছিলেন সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। ইহারা মৃত্যুবরণ করিলে অনুসারীরা বলিল যে, আমরা যদি ইহাদিগের ভাঙ্কর্য স্থাপন করিয়া রাখি, তাহা হইলে এই ভাঙ্কর্য দেখিয়া আমরা আগ্রহের সহিত ইবাদত করিতে পারিব। তাহারা তাহাই করে। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় পরবর্তী বংশধররা ইহাদিগের পূজা করিতে শুরু করে।

হাফিজ ইব্ন আসাকির (র) ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত আদম (আ)-এর বিশ ছেলে ও বিশ মেয়ে সর্বমোট চল্লিশজন সন্তান ছিল। ইহাদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত হাবীল, কাবীল, সালিহ, আব্দুর রহমান ও ওয়াদ বাঁচিয়া থাকেন। এই ওয়াদকেই শীছ বা হিবাতুল্লাহ্ বলা হইত। অন্যান্য ভাইগণ তাহাকে সকলের নেতা নিয়োগ করিয়াছিল। সুওয়া'আ, য়াগূছ, যাউক ও নাসর ইহার সন্তান।

ইবন আবু হাতিম (র) উরওয়া ইবন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উরওয়া (রা) বলেন, হযরত আদম (আ)-এর মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁহার সন্তান ওয়াদ, যাউক, য়াগূছ, সুওয়া'আ ও নাসর তাঁহার কাছে উপস্থিত ছিল। ইহাদের মধ্যে ওয়াদ সর্বাপেক্ষা বড় ও সৎকর্মপরায়ণ ছিল।

ইবন আবু হাতিম (র) আবুল মুতাহ্‌হর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বপ্রথম যমীনের উপর মূর্তিপূজা শুরু হইয়াছিল এইভাবে যে, জনৈক ব্যক্তি তাহার সম্প্রদায়ের নিকট বড় সম্মানিত ছিল— তাহার মৃত্যুর পর লোকজন তাহার কবরের পার্শ্বে অবস্থান করিয়াছিল এবং শোক প্রকাশ করিতেছিল। ইবলিস এই অবস্থা দেখিয়া মানুষের আকৃতি ধারণ করিয়া আসিয়া বলিল, 'আমি তোমাদের অবস্থা দেখিতেছি আমি তোমাদের জন্য একটি তাহার প্রতিকৃতি বানাইয়া দিতেছি, তাহা তোমরা মজলিসে উপস্থিত রাখিয়া তাহাকে স্মরণ করিবার জন্য। তাহারা এইরূপ করিল, কিছুদিন পর আসিয়া বলিল, তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ ঘরে তাদের একটি প্রতিকৃতি রাখিয়া তাহাকে স্মরণ করিতে থাক। তাহারা এইরূপ করিতে লাগিল। এইভাবে বংশানুক্রমে চলিতে লাগিল। পরিশেষে তাদের পরবর্তী সন্তানগণ আল্লাহ ব্যতীত তাহাকেই পূজা করিতে লাগিল। সর্বপ্রথম যাহার মূর্তিপূজা শুরু হইল তাহার নাম ওয়াদ।

وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا অর্থাৎ ইহাদিগকে দেব-দেবী সাব্যস্ত করিয়া তাহারা আদম সন্তানকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। সেই যুগ হইতে পরবর্তীতে যুগে যুগে দেশে দেশে বহুলোক ইহাদিগের পূজা করিয়া ঈমান হারাইয়াছিল। হযরত ইবরাহীম (আ) এই বলিয়া আল্লাহর নিকট দু'আ করিয়াছিলেন যে,

وَأَجْنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ - رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّوا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে এবং আমার বংশধরকে মূর্তিপূজা হইতে রক্ষা কর। ইহারা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়াছে।

وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا অর্থাৎ দীর্ঘ দিন যাবত দাওয়াত দিবার পরও ঈমান গ্রহণ না করিয়া বরং বিদ্রোহ ও কুফরীতে সীমালংঘন করার পর হযরত নূহ (আ) নিজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এই বলিয়া বদ দু'আ করিয়াছিলেন যে, আল্লাহ তুমি ইহাদিগের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করিও না। যেমন— হযরত মুসা (আ) ফিরআউন ও তাহার সাজপাঙ্গদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করিয়াছিলেন :

رَبَّنَا أَطْمِسْ عَلَيَّ أَمْوَالِهِمْ وَأَشْدُدْ عَلَيَّ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ -

হে আল্লাহ্! উহাদিগের ধন-সম্পদ বিনাশ করিয়া দাও এবং তাহাদিগের অন্তর পাষণ করিয়া দাও, যেন তাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখিবার পূর্বে ঈমান আনিতে না পারে। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক নবীর দু'আই কবুল করিয়াছিলেন। হযরত নূহ (আ)-এর জাতিকে মহাপ্লাবন দ্বারা ধ্বংস করিয়াছেন।

(২৫) مِمَّا خَطَبْتَهُمْ أَغْرِقُوا فَادْخُلُوا نَارًا ۗ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ۝

(২৬) وَقَالَ تَوَّابٌ رَّبِّ لَآ تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ أَعْلَمُ الْغُيُوبَ ۝

(২৭) إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يَبْطِلُوا عِبَادَتَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۝

(২৮) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ۝

২৫. উহাদিগের অপরাধের জন্য উহাদিগকে নিমজ্জিত করা হইয়াছিল এবং পরে উহাদিগকে দাখিল করা হইয়াছিল অগ্নিতে; এরপর উহারা কাহাকেও আল্লাহর মোকাবিলায় পায় নাই সাহায্যকারী।

২৬. নূহ আরো বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফিরগণের মধ্য হইতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না।

২৭. 'তুমি উহাদিগকে অব্যাহতি দিলে উহারা তোমার বান্দাদিগকে বিভ্রান্ত করিবে এবং জন্ম দিতে থাকিবে কেবল দুষ্কৃতিকারী ও কাফির।

২৮. 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি ক্ষমা কর আমাকে আমার পিতামাতাকে এবং যাহারা মু'মিন হইয়া আমার গৃহে প্রবেশ করে তাহাদিগকে আর মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে। আর জালিমদিগের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি কর।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

مِمَّا خَطَبْتَهُمْ أَغْرِقُوا فَادْخُلُوا نَارًا ۗ ব্যাপক অপরাধ, অত্যধিক সীমালংঘন, অব্যাহত কুফর ও রাসূলের বিরোধীতার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-এর সম্পদায়কে প্লাবনে নিমজ্জিত করিয়া সমূলে নিপাত করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিয়াছেন।

فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ۝ অর্থাৎ তখন তাহারা তাহাদিগকে আল্লাহর সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার মত কাউকে পায় নাই।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :

لَا غَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ অর্থাৎ আল্লাহ্ যাহার প্রতি দয়া করেন সে ব্যতীত কেহ আজ তাহার আযাব হইতে রক্ষাকারী কাউকে পাইবে না।

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا অর্থাৎ নূহ (আ) আরো বলিয়াছিলেন যে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি পৃথিবীতে কাফিরগণের মধ্য হইতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না।

সুদী (র) বলেন : ذَيَّارٌ অর্থ যে গৃহে বসবাস করে অর্থাৎ গৃহবাসী।

আল্লাহ্ তা'আলা নূহ (আ)-এর এই দু'আর ফলে উহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেন। এমনকি নূহ (আ)-এর ঔরসজাত কাফির সন্তানকেও ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করেন নাই। সে বলিয়াছিল :

سَاوِيءٌ إِلَيَّ جَبَلٌ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ - قَالَ لَأَغَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ -

অর্থাৎ পাহাড়ে আশ্রয় নিয়া আমি পানি হইতে বাঁচিয়া যাইব। (নূহ বলিলেন,) আল্লাহ্র আযাব হইতে বাঁচিয়া থাকার আজ কোন উপায় নাই। তবে আল্লাহ্ যাহার প্রতি দয়া করেন। ইহার পর দুইজনের মাঝে আড়াল হইয়া যায় আর সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

ইব্ন আবু হাতিম (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নূহ (আ)-এর প্লাবনের সময় এক মহিলা প্রথমে তাহার শিশু পুত্রকে কোলে তুলিয়া লয়। এরপর পানি বৃদ্ধি পাইলে সে শিশুটিকে কাঁধের উপর তুলিয়া লয়। পানি কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছিলে সে শিশুটিকে মাথায় তুলিয়া লয়। তারপর যখন পানি মাথার উপরও বাড়িয়া গেল তখন শিশুটিকে লইয়া পাহাড়ে উঠিয়া যায়। পানি পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেলে প্রথমে সে শিশুটিকে কাঁধে অতঃপর মাথায় তারপর দুই হাতে ধরিয়া মহিলাটি শিশুটিকে মাথার উপর উঁচু করিয়া ধরিয়া রাখে। সেই সময় কাউকে দয়া করিবার থাকিলে আল্লাহ্ তা'আলা সেই মহিলাটির উপর দয়া করিতেন। এই হাদীসটি গরীব তবে তাহার সনদের সকল রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

উল্লেখ্য, নূহ (আ)-এর সেই ভয়াবহ প্লাবনের সময় ঈমানদারগণ হযরত নূহ (আ)-এর সহিত রক্ষা পাইয়াছিলেন। আল্লাহ্র আদেশে নূহ (আ) তাহাদিগকে নৌকায় তুলিয়া লইয়াছিলেন।

اِنَّكَ اِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا اِلَّا فَاَجْرًا كَفَّارًا

অর্থাৎ তুমি যদি উহাদিগের একজনকে আযাব হইতে অব্যাহতি দাও তাহা হইলে সে ভবিষ্যত বংশধরকে বিভ্রান্ত করিবে। আর কেবল দুষ্কৃতিকারী ও কাফিরই জন্ম দিতে থাকিবে। নিজ সম্প্রদায়ের সহিত দীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর অবস্থান করিয়া নূহ (আ) ইহা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি বলেন :

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدِيْ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيْ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَارْتَابَ هَـٰٓؤُلَاءِ لِيْ مَا كَانَتْ تُكْفِّرُنِيْ ۗ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَارْتَابَ هَـٰٓؤُلَاءِ لِيْ مَا كَانَتْ تُكْفِّرُنِيْ ۗ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্ তুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যাহারা মু'মিনরূপে আমার ঘরে প্রবেশ করিবে এবং ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদিগকে।

যাহূহাক বলেন, “আমার ঘরে” অর্থাৎ আমার মসজিদে। তবে ‘ঘর’-এর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করাতেও কোন অসুবিধা নাই। অর্থাৎ হযরত নূহ (আ) তাহাদিগের জন্য দু’আ করিয়াছিলেন যাহারা ঈমান লইয়া তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল।

ইমাম আহমদ (র) আবু সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : মু'মিন ব্যতীত তুমি কাউকে সাথী বানাইও না আর মুত্তাকী ব্যতীত কেহ তোমার খাদ্য খাইতে পারে না। হযরত নূহ (আ) সবশেষে وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ বলিয়া জীবিত ও মৃত সকল মু'মিন নারী-পুরুষের জন্য দু’আ করিয়াছেন।

وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا

অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতে জালিমদের ধ্বংস ছাড়া তুমি আর কিছুই বৃদ্ধি করিও না।

সূরা জিন্ন

২৮ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا

عَجَبًا ۝

(২) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، وَكُنْ تُشْرِكُ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝

(৩) وَآنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۝

(৪) وَآنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ۝

(৫) وَآنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝

(৬) وَآنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ

رَهَقًا ۝

(৭) وَآنْتُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَّبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ۝

১. বল, 'আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হইয়াছে যে, জিনদিগের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়াছে এবং বলিয়াছে, 'আমরা তো এক বিশ্বয়কর কুরআন শ্রবণ করিয়াছি।

২. 'যাহা সঠিক পথ-নির্দেশ করে; ফলে আমরা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। আমরা কখনো আমাদিগের প্রতিপালকের শরীক স্থির করিব না।'

৩. এবং নিশ্চয়ই সমুচ্চ আমাদিগের প্রতিপালকের মর্যাদা; তিনি গ্রহণ করেন নাই কোন পত্নী এবং না কোন সন্তান।

৪. 'এবং যে আমাদিগের মধ্যকার নির্বোধরা আল্লাহর সম্বন্ধে অতি অবাস্তব উক্তি করিত।

৫. 'অথচ আমরা মনে করিতাম, মানুষ এবং জিন আল্লাহ সম্বন্ধে কখনো মিথ্যা' আরোপ করিবে না।

৬. 'আর যে কতিপয় মানুষ কতক জিনের স্বরণ লইত, ফলে উহারা জিনদিগের আত্মভ্রমিতা বাড়াইয়া দিত।

৭. আর জিনেরা বলিয়াছিল, 'তোমাদিগের মত মানুষও মনে করে যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ কাহাকেও পুনরুত্থিত করিবেন না।'

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে নির্দেশ দিতেছেন যে, আপনি আপনার জাতিকে এই কথা জানাইয়া দিন যে, একদল জিন মনোযোগ সহকারে কুরআন শ্রবণ করিয়া তৎপ্রতি ঈমান আনিয়াছে ও আনুগত্য করিয়াছে। আল্লাহ বলেন :

قُلْ أَوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا
عَجَبًا - يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ -

অর্থাৎ হে নবী! আপনি বলুন যে, একদল জিন মনোযোগ সহকারে (কুরআন) শ্রবণ করিয়াছে এবং বলিয়াছে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করিয়াছি যাহা সঠিক পথ ও মুক্তির দিশা দেয়।

فَلَمَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ফলে আমরা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। আমরা কখনো আমাদিগের প্রতিপালকের সহিত শরীক স্থির করিব না। এই সম্পর্কে পূর্বে অনেক হাদীস উল্লেখিত হইয়াছে। এখানে পুনরোল্লেখ করার প্রয়োজন নাই।

وَأَنَّهُ تُعَلِّى جَدُّ رَبِّنَا এবং নিশ্চয় সমুচ্চ আমাদিগের প্রতিপালকের মর্যাদা। আলী ইব্ন আবু তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : جَدُّ رَبِّنَا অর্থ আল্লাহ তা'আলার কর্ম নির্দেশ ও শক্তি।

যাহ্যাক ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : جَدُّ رَبِّنَا অর্থ আল্লাহর কুদরত এবং সৃষ্টির প্রতি প্রদত্ত তাঁহার অনুগ্রহ অবদান বা নিয়ামত।

مُجَاهِدٌ وَ إِبْرَاهِيمُ (র) হইতে বর্ণিত যে, তাঁহারা বলেন : جَدُّ رَبِّنَا অর্থ আল্লাহর মহিমা।

আবু দারদা (রা), মুজাহিদ ও ইব্ন জুরায়জ (র) হইতে বর্ণিত যে, جَدُّ رَبِّنَا অর্থ تعالَى ذكره।

সাদ্দ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণিত যে, **تَعَالَى جَد رَبَّنَا** অর্থ **جَد رَبَّنَا** অর্থ মহান আমাদের প্রতিপালক ।

مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا অর্থাৎ জিনেরা বলিল যে, ‘আমাদের প্রতিপালক মহান, তিনি কোন পত্নী কিংবা কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই । এই কথা যখন তাহারা ঈমান আনিল তখন আল্লাহর পবিত্রতা ও মহত্ত্বতা প্রকাশের জন্য বলিয়াছিল ।’

এরপর জিনেরা বলিল :

وَأَنَّهُ كَانَ يَاقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا অর্থাৎ আমাদের মধ্যকার নির্বোধরা আল্লাহর উপর অতি অবাস্তব উক্তি করিত ।

মুজাহিদ, ইকরিমা, কাতাদা ও সুদী (র) বলেন, “নির্বোধ” বলিতে জিনেরা শয়তানকে বুঝাইয়াছিল ।

সুদী (র) আবু মালিক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, **جَوْرًا** অর্থাৎ অন্যায় ও অবাস্তব উক্তি ।

ইব্ন যায়দ (র) বলেন **ظَلَمًا كَبِيرًا** অর্থাৎ বড় জুলুম । আবার ইহাও হইতে পারে যে, নির্বোধ বলিতে তাহাদিগকে বুঝানো হইয়াছে, যাহারা আল্লাহর জন্য পত্নী ও সন্তান গ্রহণ করে ।

وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا অর্থাৎ জিন ও মানবজাতি পত্নী ও সন্তান সাব্যস্ত করিয়া আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করিবে মনে করিতাম না । কিন্তু কুরআন শ্রবণ করিয়া তৎপ্রতি ঈমান আনয়ন করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, না তাহারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে ।

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا অর্থাৎ জিনেরা বলিল, আমরা দেখিতাম যে, কোন মানুষ গভীর অরণ্যে বা কোন বিরাণ ভূমিতে গমন করিলে নেতৃস্থানীয় জিনদের আশ্রয় প্রার্থনা করিত । জাহেলিয়াতের যুগে আরবদের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল । যেমন— কোন মানুষ কোন শহরে বা লোকালয়ে গমন করিলে সর্বপ্রথম সেখানকার নেতৃস্থানীয় লোকদের আশ্রয় গ্রহণ করে, যেন কেউ তাহার ক্ষতিসাধন করিতে না পারে । তেমনি জাহেলিয়াতের যুগে সাধারণ জিনদের ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রথমে নেতৃস্থানীয় জিনদের আশ্রয় গ্রহণ করিত । ইহাতে জিনদের ধৃষ্টতা পূর্বের চেয়ে বাড়িয়া যায় । মানুষের আরো বেশী ক্ষতি করিতে শুরু করে ।

সাওরী (র) মনসূর সূত্রে ইবরাহীম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, **فَزَادُوهُمْ رَهَقًا** অর্থ মানুষের উপর জিনদের ধৃষ্টতা আরো বাড়িয়া যায় ।

সুদী (র) বলেন : জাহেলিয়াতের যুগে কেউ পরিবারবর্গ নিয়া কোথাও গেলে সকলের নিরাপত্তার জন্য তথাকার প্রধান জিনের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিত ।

কাতাদা (র) বলেন : এইভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করিবার পর দুর্বলতা অনুভব করিয়া দুষ্ট জিনরা আরো বেশী উৎপাত শুরু করিয়া দিত।

ইব্ন আবু হাতিম (র) ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইকরিমা (র) বলেন, মানুষ যেমন এখন জিনদেরকে ভয় করে, জিনরা মানুষকে তেমন বরং তার চেয়ে বেশী ভয় করিত। মানুষদেরকে দেখিলে জিনরা পলায়ন করিত। কিন্তু জাহেলী যুগে মানুষ কোন উপত্যকায় গমন করিলে দলনেতা প্রথমে জিনদের নেতার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিতে শুরু করে। ইহাতে জিনদের সাহস বাড়িয়া যায়। ফলে তারা মানুষের ক্ষতিসাধন করিতে শুরু করে। ইহাতে জিনদের সাহস বাড়িয়া যায়। ফলে তারা মানুষের ক্ষতিসাধন করিতে শুরু করে। **وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا** এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এই কথাই বলিয়াছেন।

আবুল আলিয়া রবী ও যায়দ ইব্ন আসলাম (র) বলেন : **رَهَقًا** অর্থাৎ ইহা দেখিয়া জিনেরা মানুষদেরকে আরো বেশী ভয় দেখাইতে শুরু করে।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, **فَزَادُوهُمْ رَهَقًا** অর্থাৎ তাহাদিগের অপরাধ প্রবণতা আরো বাড়িয়া যায়। কাতাদা (র)-ও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন : এই আয়াতাংশের অর্থ হইল, কাফিরদিগের অবাধ্যতা আরো বাড়িয়া যায়।

ইব্ন আবু হাতিম (র) কারদাম ইব্ন আবুস সাযিব আনসারী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কারদাম বলেন, একবার আমি কোন এক প্রয়োজনে আমার আব্বাস সহিত মদীনা হইতে বাহির হই। মুহাম্মদ (সা) তখন মক্কায় নবীরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। রাত্রিকালে আমরা এক রাখালের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করি। মধ্যরাতে একটি ব্যাঘ্র আসিয়া রাখালের বকরী পাল হইতে একটি বকরী ধরিয়া লইয়া যায়। দেখিয়া রাখাল বলিল, 'হে উপত্যকা আবাদকারী! তোমার আশ্রিতের বকরী বাঘে লইয়া গিয়াছে। তখন অদৃশ্য হইতে কে যেন ডাকিয়া বলিল, 'হে বাঘ! বকরীটি ছাড়িয়া দাও।' ফলে বাঘ বকরীটিকে ছাড়িয়া চলিয়া যায় আর বকরীটি আসিয়া পালের সহিত মিলিত হয়। কিন্তু তাহার গায়ে আঘাতের কোন চিহ্ন ছিল না। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ মক্কায় তাহার রাসূলের উপর আয়াত নাযিল করেন :

وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

উবাইদ ইব্ন উমাইর, মুজাহিদ, আবুল আলিয়া, হাসান, সাঈদ ইব্ন জুবাইর এবং ইবরাহীম নখরী (র)-ও এইরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। সম্ভবত জিন বাঘের রূপ ধারণ করিয়া বকরী নিতে চাহিয়াছিল। সরদারের কথায় ছাড়িয়া দিয়াছে।

وَإِنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا অর্থাৎ তোমাদের ন্যায় জিনরাও এই ধারণা করিয়াছিল যে, আল্লাহ আর কাহাকেও রাসূল বানাইয়া প্রেরণ করিবেন না।

(৪) وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا مُلْتَأَةً حَرَاسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا ۝

(৬) وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعُ الْآنَ يَجِدْ لَهُ

شُهَابًا رَّصَدًا ۝

(১০) وَإِنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ

رَشْدًا ۝

৮. 'এবং আমরা চাহিয়াছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করিতে কিন্তু আমরা দেখিতে পাইলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ডের দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ।

৯. 'ইতিপূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনিবার জন্য বসিতাম কিন্তু এখন কেহ সংবাদ শুনিতে চাহিলে সে তাহার উপর নিষ্ক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়।

১০. 'আমরা জানি না জগদ্বাসীর অমংগলই অভিপ্রেত, না তাহাদিগের প্রতিপালক তাহাদিগের মঙ্গল চাহে না।

তাফসীর : মহানবী (সা)-এর আগমনের পূর্বে জিনেরা আকাশে গিয়ে চুপিসারে এক জায়গায় বসিয়া ফেরেশতাদিগের কথা-বার্তা শুনিত এবং ফিরিয়া আসিয়া গণকদের কাছে তথ্য সরবরাহ করিত। গণকরা সেই সব তথ্যের সহিত আরো বহু মিথ্যা কথা জুড়িয়া আরো চটকদার করিয়া ভক্তদের মাঝে পরিবেশন করিত। কিন্তু যখন আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে নবুওত দান করেন এবং কুরআন অবতীর্ণ হইতে শুরু করে; তখন কুরআনের সংরক্ষণের জন্য আকাশে কড়া প্রহরার ব্যবস্থা করা হয় এবং জিনদের তথ্য সংগ্রহের যাবতীয় সুযোগ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহা সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ তা'আলার মহা অনুগ্রহ। সেই কথাটিই জিনেরা আলোচ্য আয়াতে এই বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে :

وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا مُلْتَأَةً حَرَاسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا - وَأَنَا كُنَّا

نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ - فَمَنْ يَسْمَعُ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شُهَابًا رَّصَدًا -

অর্থাৎ আমরা আকাশের তথ্য সংগ্রহ করিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু আমরা দেখিতে পাইলাম, কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। ইতিপূর্বে আমরা সংবাদ শুনিবার জন্য আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে বসিতাম। কিন্তু এখন কেহ আকাশের সংবাদ শুনিতে চাহিলে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ধ্বংস হইয়া যায়।

অর্থাৎ وَإِنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشْدًا পৃথিবীবাসীর অমঙ্গলের অভিপ্রায়ে এ আকাশে এইসব ঘটনায়ে, নাকি আল্লাহ ইহা দ্বারা

পৃথিবীবাসীর কোন কল্যাণ সাধন করিতে চাহেন। এই আয়াতে ফেরেশ্তারা মঙ্গলের নিসবাত আল্লাহ্ দিকে করিয়াছে কিন্তু অমংগলের নিসবাত আল্লাহ্‌র দিকে না করিয়া উহা অনুল্লেখ রাখিয়াছে। বর্ণনার ক্ষেত্রে ভদ্রতা রক্ষার জন্যই তাহারা এইরূপ করিয়াছে।

আকাশের এই পরিবর্তনের পর ফেরেশ্তারা অনুসন্ধান করিয়া এক সময় দেখিতে পাইল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের লইয়া নামায পড়িতেছেন এবং নামাযের মধ্যে কুরআন পাঠ করিতেছেন। দেখিয়া তাহারা বুঝিতে পারিল যে, এই লোকটির কারণেই আকাশে এত কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তখন তাহাদিগের একদল মুসলমান হইয়া যায়। সূরা আহকাফের **وَإِذْ صَرَّفْنَا الْإِنسَانَ** এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

উল্লেখ্য যে, হঠাৎ করিয়া আকাশের এই নক্ষত্র স্থলন, উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ ইত্যাদিতে শুধু জিনই নয়, বরং মানুষও ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন মানুষ ধারণা করিয়াছিল যে, এই বুঝি পৃথিবী ধ্বংস হইয়া গেল। যেমন সুদী (র) বলেন : দুনিয়াতে নতুন কোন নবী বা কোন দীনের আত্মপ্রকাশের সময়ই কেবল এই ধরনের ঘটনা ঘটিত। মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের পূর্বে শয়তানরা ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া থাকিয়া আকাশের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করিত। কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-এর নবুওত লাভের পর একরাতে আকাশ হইতে শয়তানের গায়ে উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হয়। ইহা দেখিয়া তায়েফবাসীরা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে। তাহারা বলিল যে, আকাশে হয়ত কোন দুর্ঘটনা ঘটয়াছে। গোত্র প্রধান আবদেয়ালীল ইব্ন আমর ইব্ন উমাইর বলিল, 'হে তায়েফবাসী! আমার মনে হয় ইব্ন আবু কাবশার (মুহাম্মদ) কারণেই ইহা ঘটিয়া থাকিবে।' সেইরাতে শয়তানরাও ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া ইবলীসের নিকট গিয়া এই বিষয়ে আলাপ করে। ইবলীস বলিল, পৃথিবীর প্রতিটি জায়গা হইতে তোমরা আমাকে এক মুষ্টি করিয়া মাটি আনিয়া দাও— আমি উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিব। মাটি আনিয়া দিলে ইবলীস উহা পরীক্ষা করিয়া বলিল, মক্কার কোন নতুন পরিবর্তনের কারণেই এইরূপ ঘটয়াছে। তখন নাসীবীনের জিনদের সাত সদস্যের একটি দলকে মক্কায় পাঠানো হয়। তাহারা আসিয়া দেখিতে পাইল যে, মুহাম্মদ (সা) মসজিদে হারামে দাঁড়াইয়া নামাযের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত করিতেছেন। কুরআন শ্রবণ করিয়া তাহারা সকলেই মুসলমান হইয়া যায়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ওহী দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন।

(১১) **وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِمَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قَدَدًا ۝**

(১২) **وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَكِن نُّعْجِزُهُ هَرَبًا ۝**

(১৩) **وَأَنَّا لِنَسْمِعَنَّ الْهُدَىٰ أَمْثَابَهُ ۝ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ ۚ فَلَا يَخَافُ**

بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ۝

(১৪) وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَّا الْقُسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝

(১৫) وَأَمَّا الْقُسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝

(১৬) وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَّاءً غَدَقًا ۝

(১৭) لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۖ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ۝

১১. এবং আমাদিগের কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক ইহার ব্যতিক্রম, আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী;

১২. ‘এখন আমরা বুঝিয়াছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে পরাভূত করিতে পারিব না এবং পলায়ন করিয়াও তাঁহাকে ব্যর্থ করিতে পারিব না।

১৩. ‘আমরা যখন পথ-নির্দেশক বাণী শুনিলাম, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম। যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস করে তাহার কোন ক্ষতি ও কোন অন্যায়ে অশংকা থাকিবে না।

১৪. ‘আমাদিগের কতক আত্মসমর্পণকারী এবং কতক সীমা লংঘনকারী; যাহারা আত্মসমর্পণ করে তাহারা সুচিন্তিতভাবে সত্যপথ বাছিয়া লয়।

১৫. ‘অপরপক্ষে সীমালংঘনকারী তো জাহান্নামেরই ইন্ধন।’

১৬. উহারা যদি সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকিত উহাদিগকে আমি প্রচুর বারি বর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করিতাম।

১৭. যদ্বারা আমি উহাদিগকে পরীক্ষা করিতাম। যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের স্মরণ হইতে বিমুখ হয় তিনি তাহাকে দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ করাইবেন।

তাফসীর : আল্লাহ তা‘আলা জিনদিগের সম্পর্কে বলিতেছেন যে, তাহারা নিজদিগের সম্পর্কে এই সংবাদ দিয়াছিল,

وَأَنَا مِنَ الْمَلِئُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ - كُنَّا طَرَائِقَ قَدَدًا অর্থাৎ আমাদিগের কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক ইহার ব্যতিক্রম। আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথ ও নানা মতের অনুসারী।

ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) সহ অনেকে বলেন : كُنَّا طَرَائِقَ قَدَدًا অর্থাৎ আমরা কতক ঈমানদার ও কতক কাফির।

আহমদ ইব্ন সুলাইমান (র) আ‘মাশ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আ‘মাশ (রা) বলেন, এক দল জিন আমাদের কাছে আসা-যাওয়া করিত। একদিন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তোমাদিগের প্রিয় খাদ্য কি? উত্তরে তাহারা বলিল, ভাত। অতঃপর আমি

তাহাকে ভাত আনিয়া দিলাম। কিন্তু আশ্চর্য! দেখিলাম যে, পাত্র হইতে কেবল লোকমা উঠিতেছে তবে কাউকে দেখা যাইতেছে না। তাহার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমাদের মনে যে কামনা-বাসনা আছে তোমাদের মনে মনেও তাহা আছে? উত্তরে তাহারা বলিল, হ্যাঁ আছে। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলাম, রাফেযীদের সম্পর্কে তোমাদিগের ধারণা কি? বলিল যে, তাহারা আমাদের নিকট বড়ই নিকৃষ্ট।

وَأَنَا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا
অর্থ৷ আমরা জানি যে, আল্লাহর শক্তি ও কুদরতের কাছে আমরা পরাভূত। পলায়ন করিয়া তাঁহার কবল হইতে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নাই এবং তাঁহাকে ব্যর্থ করিবার শক্তি কাহারো নাই।

وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ أَمْتًا بِهِ
অর্থ৷ পথ-নির্দেশক বাণী শুনিয়া আমরা তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি। ইহা তাহাদিগের জন্য গৌরবের ও মর্যাদার বিষয়।

فَلَا يَخَافُ بِهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهْفًا
অর্থ৷ যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস করে তাহার কোন ক্ষতি ও কোন অন্যায়ের আশংকা থাকিবে না।

ইব্ন আব্বাস (রা) ও কাতাদা (র) সহ অনেকে বলেন :
অর্থ৷ তাহার নেক আমল নষ্ট হইয়া কমিয়া যাওয়ার কোন ভয় থাকিবে না। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন :

فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا
অর্থ৷ সৎকর্মপরায়ণ ঈমানদারদের জুলুম ও ক্ষতির কোন আশংকা থাকিবে না।

وَأَنَا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ
অর্থ৷ আমরা দিগের কত আত্মসমর্পণকারী মুসলিম আর কতক সীমালংঘনকারী ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।

فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرُّوْا رَشَدًا
অর্থ৷ যাহারা আত্মসমর্পণকারী তাহারা সুচিন্তিতভাবে সত্যপথ বাছিয়া লয়। অর্থ৷ তাহারা নিজেদের জন্য মুক্তির পথ অনুসন্ধান করিয়াছে।

وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا
অর্থ৷ সীমালংঘনকারী হইল জাহান্নামের ইন্ধন।

وَأَنْ لَّوِاسَتْ قَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا
আয়াতের দুই ধরনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথমত যদি সীমালংঘনকারীরা সীমালংঘন না করিয়া ইসলামের উপর অটল থাকিত, তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে প্রচুর বারি

বর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করিতাম অর্থাৎ স্বচ্ছল জীবিকা দান করিতাম। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ -

অর্থাৎ যদি তাহারা তাওরাত, ইঞ্জীল এবং তাহাদিগের প্রতি আমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তাহা প্রতিষ্ঠিত করিত, তাহা হইলে তাহারা তাহাদিগের মাথার উপর ও পায়ের নীচ হইতে খাদ্য লাভ করিত। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

অর্থাৎ যদি পল্লীবাসীরা ঈমান আনয়ন করিত, তাকওয়া অবলম্বন করিত; তাহা হইলে আমি আকাশ ও যমীন হইতে নানা বরকতের দ্বার খুলিয়া দিতাম। আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ করিলে لِنَفْتِنَهُمْ এর অর্থ হইবে لِنَخْتَبِرَهُمْ যদ্বারা আমি উহাদিগকে পরীক্ষা করিতাম। যেমন মালিক (র) যায়দ ইব্ন আসলাম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, لِنَفْتِنَهُمْ অর্থাৎ-যদ্বারা আমি পরীক্ষা করিব যে, কে হিদায়াতের উপর অটল থাকে আর কে হিদায়াতের পথ ছাড়িয়া ভ্রান্তপথ অবলম্বন করে।

দ্বিতীয় অর্থ : সীমালংঘনকারীরা সকলেই যদি ভ্রান্তপথে অটল থাকে, তাহা হইলে আমি তাহাদিগের জন্য জীবিকার দ্বার খুলিয়া দিয়া আরো সুযোগ করিয়া দিব। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ -

অর্থাৎ যখন তারা আমার উপদেশাবলী ভুলিয়া যায় তখন আমি তাহাদিগের জন্য সব কিছুর দ্বার খুলিয়া দেই। অতঃপর আমার দেওয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দে তাহারা বিভোর হইয়া পড়ে তখন হঠাৎ করিয়া একদিন আমি তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলি।

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের স্মরণ হইতে বিমুখ হয় তিনি তাহাকে দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ করাইবেন।

عَذَابًا ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, ইকরিমা, কাতাদা ও ইব্ন যায়দ (র) বলেন, عَذَابًا অর্থ-এমন শাস্তি যাহাতে আরামের লেশমাত্র নাই।

এক বর্ণনায় আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : صعد জাহান্নামের একটি পর্বতের নাম। সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণিত যে, صعد জাহান্নামের একটি কূপের নাম।

ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—৩৮

(১৪) وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۝

(১৫) وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۝

(২০) قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۝

(২১) قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۝

(২২) قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝

(২৩) إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتٍ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ

تَارَجَهُمْ خُلْدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۝

(২৪) حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَيَسْئَلُونَ مَنْ أضعف ناصِرًا ۖ وَأَقَلُّ عَدَدًا ۝

১৮. এবং এই যে মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহর সহিত কাহাকেও ডাকিও না।

১৯. আর এই যে, যখন আল্লাহর বান্দা তাহাকে ডাকিবার জন্য দণ্ডায়মান হইল, তখন তাহারা তাহার নিকট ভিড় জমাইল।

২০. বল, ‘আমি আমার প্রতিপালককেই ডাকি এবং তাঁহার সংগে কাহাকেও শরীক করি না।’

২১. বল, ‘আমি তোমাদিগের ইস্ট-অনিষ্টের মালিক নহি।’

২২. বল, ‘আল্লাহর শাস্তি হইতে কেহই আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়ও পাইব না।’

২৩. ‘কেবল আল্লাহর পক্ষ হইতে পৌছান এবং তাঁহার বাণী প্রচারই আমাকে রক্ষা করিবে। যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে অমান্য করে তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের অগ্নি; সেথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে।’

২৪. যখন উহারা প্রতিশ্রুত শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন উহারা বুঝিতে পারিবে, কে সাহায্যকারীর দিক দিয়া দুর্বল এবং কে সংখ্যায় স্বল্প।

তাকসীর : وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۝ আর মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। অতএব তোমরা আল্লাহর সহিত কাহাকেও শরীক করিও না। এই আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা তাঁহার বান্দাদিগকে এই নির্দেশ দিতেছেন যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদতের স্থান সমূহকে শিরক হইতে পবিত্র রাখ, তথায় আল্লাহ ব্যতীত কাহাকেও ডাকিও না এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা (র) বলেন : ইয়াহুদী ও নাসারাগণ তাহাদিগের গীর্জা এবং উপাসনালয়ে প্রবেশ করিয়া আল্লাহ্র সহিত অন্যদেরকে শরীক স্থাপন করিত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে শিরক হইতে পবিত্র রাখিবার জন্য তাঁহার নবী (সা)-কে নির্দেশ দিয়াছেন।

ইব্ন আবু হাতিম (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, وَأَنَّ الْمَسْجِدَ الْخَ وَأ এই আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হয়; তখন বায়তুল্লাহ্ ও বায়তুল মুকাদ্দাস ব্যতীত পৃথিবীতে আর কোন মসজিদ ছিল না।

আ'মাশ (র) বলেন, জিনেরা বলিয়াছিল যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদেরকে অনুমতি দিন, আমরা আপনার মসজিদে আপনার সহিত নামায আদায় করি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা وَالْمَسْجِدَ الْخَ وَأ এই আয়াতটি নাযিল করেন। অর্থাৎ- নামায পড় কিন্তু মানুষের সহিত মিশিও না।

ইব্ন জারীর (র) সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্নে জুবাইর (র) বলেন, জিনেরা একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিয়াছিল যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা থাকি আপনার হইতে অনেক দূরে। এমতাবস্থায় বায়তুল্লাহ্ আসিয়া কিভাবে আমরা আপনার সহিত নামায পড়িতে পারি? তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ- সকল মসজিদই আল্লাহ্র। উদ্দেশ্য আল্লাহ্র ইবাদত করা ও নামায পড়া। অতএব তোমরা যেখানেই সম্ভব নামায আদায় কর। তবে আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক করিও না।

সুফিয়ান (র) বলেন, এই আয়াতটি বিশেষে কোন মসজিদ সম্পর্কে নয়-বরং দুনিয়ার সকল মসজিদ সম্পর্কেই নাযিল হইয়াছে।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন : আয়াতটি সিজদার অঙ্গসমূহ সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। অর্থাৎ- যেসব অঙ্গ দ্বারা সিজদা করা হয় সবই আল্লাহ্র দেয়া। অতএব তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কাহাকেও সিজদা করিও না। এতদসম্পর্কে সহীহ হাদীসে আছে, ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : আমাকে সাতটি হাডি দ্বারা সিজদা করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। (১) কপাল ও নাক (২-৩) দুই হাত (৪-৫) দুই হাঁটু ও ((৬-৭) পায়ের দুই পার্শ্ব।

وَأَنَّ لَهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا আর যখন আল্লাহ্র বান্দা তাহাকে ডাকিবার জন্য দণ্ডায়মান হইল, তখন তাহারা তাঁহার নিকট ভিড় জমাইল।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : জিনেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কুরআন তিলাওয়াত করিতে দেখিয়া উহা শ্রবণ করিবার প্রবল আগ্রহে তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু

রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহা টের পান নাই। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন, قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ الْخَبْرُ আলোচ্য আয়াতের আরো কয়েকটি ব্যাখ্যা হইতে পারে। যেমন :

ইব্ন জারীর (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : জিনেরা স্বজাতির নিকট গিয়া বলিয়াছিল যে, সাহাবাগণের রাসূলের আনুগত্যের অবস্থা এই যে, তিনি যখন নামাযে দণ্ডায়মান হন, তখন তাঁহারাও দণ্ডায়মান হইয়া যায়, যখন তিনি রুকু করেন তাঁহারাও রুকু করে আর যখন তিনি সিজদা করেন তাঁহারাও সিজদা করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আনুগত্যের জন্য তাহারা সর্বদাই উনুখ হইয়া থাকে। সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

হাসান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাওহীদের দাওয়াত দিতে শুরু করেন, তখন আরবের লোকেরা তাঁহার বিরুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। ইব্ন যায়দ (র)-এর মতও ইহাই। ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটিই পছন্দ করিয়াছেন। বস্তুত এই ব্যাখ্যাটি সর্বাধিক যুক্তিসংগত। কারণ পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে :

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّيَ وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا অর্থাৎ আপনি বলুন, আমি আমার প্রতিপালককেই ডাকি আর তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিব না।

অর্থাৎ- তাওহীদের বাণী প্রচারের পর যখন আরবের মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর নির্যাতন শুরু করে, তাঁহার বিরোধিতা করে এবং সত্যকে স্তব্ধ করিয়া দিবার চতুর্মুখী চক্রান্ত শুরু করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দীপ্ত কণ্ঠে এই ঘোষণা দিতে বলেন যে, আমি একমাত্র এক আল্লাহ্‌রই দাসত্ব করি, যাঁহার কোন শরীক নাই। তাঁহার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করি ও তাঁহারই উপর ভরসা করি আর তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করি না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

قُلْ إِنِّي لَأَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا অর্থাৎ আপনি বলুন, আমি তোমাদিগেরই ন্যায় একজন মানুষ মাত্র। আল্লাহ্ আমার নিকট অহী প্রেরণ করেন আর আল্লাহ্‌রই একজন আজ্ঞাবহ দাস। তোমাদিগকে বিভ্রান্ত করিবার বা হিদায়াত দিবার আমার কোন ক্ষমতা নাই। এই সব কিছুর ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে। আর আমিও যদি আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করি তো আল্লাহ্‌র আযাব হইতে কেহ আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিজের সম্পর্কে বলেন :

قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا অর্থাৎ-আপনি আরো বলুন যে, আমি যদি আল্লাহ্‌র নাফরমানী করি তো আল্লাহ্‌র আযাব হইতে কেহ আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না আর আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারো নিকট আমি আশ্রয় পাইব না।

(২৭) إِيَّاكَ مِنْ أَرْضِي مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ
مِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۝

(২৮) لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولًا مَرَّ بِهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَ
أَحْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝

২৫. বল, ‘আমি জানি না তোমাদিগকে যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা কি আসন্ন, না আমার প্রতিপালক ইহার জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করিবেন?’

২৬. ‘তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁহার অদৃশ্যের জ্ঞান কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না,

২৭. ‘তাঁহার মনোনীত রাসূল ব্যতীত। সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ্ রাসূলের অগ্রে এবং পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন,

২৮. ‘রাসূলগণ তাহাদিগকে প্রতিপালকের বাণী পৌছাইয়া দিয়াছেন কি না জানিবার জন্য; রাসূলগণের নিকট যাহা আছে তাহা তাঁহার জ্ঞানগোচর এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন।’

তাফসীর : আল্লাহ্ তা‘আলা মানব জাতিকে এই কথা বলিয়া দিবার জন্য তাঁহার রাসূল (সা)-কে নির্দেশ দিয়াছেন যে, কিয়ামত শীঘ্রই সংঘটিত হইবে, না কি বিলম্বে আমার তাহা জানা নাই।

অর্থাৎ আপনি বলুন, আমি জানি না যে, তোমাদিগকে যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা আসন্ন নাকি আমার প্রতিপালক তাহার জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করিবেন?

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভূগর্ভ সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়ার ব্যাপারে মূর্খ সমাজে যে একটি কথা প্রচলিত আছে উহা অসার ও ভিত্তিহীন। ইহার সপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কিয়ামত সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা হইলে-তিনি তাহার কোন উত্তর দিতেন না। জিবরাঈল (আ) এক বেদুঈনের আকৃতিতে আসিয়া কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন : “যাহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছে এই বিষয়ে তিনি প্রশ্নকারী অপেক্ষা বেশী জানেন না।”

অন্য এক হাদীসে আছে যে, এক বেদুঈন লোক আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিল যে, হে আল্লাহ্ রাসূল! কিয়ামত কখন হইবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন : আগে বল, কিয়ামতের জন্য কতটুকু প্রস্তুতি নিয়াছ?

লোকটি বলিল, নামায-রোযা তো বেশী কিছু করিতে পারি নাই, তবে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : তাহাই যদি হয় তো তুমি তোমার প্রিয়পাত্রদের সঙ্গী হইবে।

হযরত আনাস (রা) বলেন : এই হাদীস শুনিয়া আমরা যতটুকু খুশী হইয়াছি অন্য কিছুতে ততটুকু খুশী হইতে পারি নাই।

ইবন আবু হাতিম (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : হে আদম সন্তান! যদি তোমাদিগের জ্ঞান থাকে তাহা হইলে নিজেদেরকে তোমরা মৃতদের মধ্যে গণ্য কর। যাহার হাতে আমার জীবন আমি তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমাদিগকে যাহার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে উহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে।

عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا - الْأَمَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ
অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা দৃশ্য ও অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে সমানভাবে অবগত। তাঁহার মনোনীত রাসূল ব্যতীত সৃষ্টির কাহারও নিকট নিজের জ্ঞানের কথা প্রকাশ করেন না। তিনি যাহাকে অবগত করান কেবল সেই উহা বলিতে পারে। এই আয়াতে রাসূল বলিতে ফেরেশতা ও মানব উভয়কেই বুঝানো হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَأَنَّهُ يَسْأَلُكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا
অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার মনোনীত যে রাসূলকে ইলম দান করেন তাহার নিরাপত্তা এবং সেই ইলমের প্রচার ও প্রসারের স্বার্থে তাঁহার আশে-পাশে সর্বদা ফেরেশতাদের প্রহরা নিয়োজিত করিয়া রাখেন।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ وَأَخَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْضَى كُلُّ
অর্থাৎ রাসূলগণ তাহাদিগের প্রতিপালকের বাণী পৌছাইয়া দিয়াছেন কিনা তাহা জানিবার জন্য; রাসূলগণের নিকট যাহা আছে তাহা তাঁহার জ্ঞানগোচর এবং তিনি সবকিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন।

আলোচ্য আয়াতে لِيَعْلَمَ (অর্থাৎ যেন সে জানিতে পারে)-এর কর্তা কে? অর্থাৎ কি জানিবে? এই ব্যাপারে মুফাস্সিরদের মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন : জানিবেন রাসূল (সা)। যেমন : لِيَعْلَمَ الرَّسُولُ (অর্থাৎ যেন রাসূল (সা) জানিতে পারেন।

ইবন জারীর (র) সাঈদ ইবন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : ওহী লইয়া আসিবার সময় চারজন প্রহরী ফেরেশতা হযরত

জিবরাঈল (আ)-এর সঙ্গে থাকিতেন যাহাতে রাসূলুল্লাহ (সা) বুঝিতে পারেন যে, ফেরেশতারা তাঁহার নিকট আল্লাহর পয়গাম সঠিকভাবে পৌঁছাইয়াছেন। যাহ্বাক, সুদী এবং ইয়াযীদ ইব্ন আবু হাবীব (র)-ও এই বর্ণনাটি উল্লেখ করিয়াছেন।

আব্দুর রায়যাক (র) মা'মার (র) সূত্রে কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন :
لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا الخ
অর্থ যেন রাসূলুল্লাহ (সা) জানিতে পারেন যে, রাসূলগণ আল্লাহর পয়গাম মানুষের কাছে পৌঁছাইয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন : لِيَعْلَمَ অর্থাৎ মানুষরা যেন জানিতে পারে যে, রাসূলগণ আল্লাহর পয়গাম যথাযথভাবে মানুষের কাছে পৌঁছাইয়াছেন অর্থাৎ لِيَعْلَمَ এর কর্তা হইল মানুষ।

ইব্ন জাওযী (র) যাদুল মসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, لِيَعْلَمَ -এর কর্তা হলো আল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাঁহার রাসূলদেরকে হেফাজত করেন, যাহাতে তাহারা নির্বিঘ্নে রিসালাতের দায়িত্ব আদায় করিতে পারে, যেন আল্লাহ তা'আলা বুঝিতে পারেন যে, তাঁহারা রিসালাতের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ
مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ
অর্থাৎ তুমি ইবাদতে যে কিবলা অনুসরণ করিতেছিলে
উহাকে এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম, যাহাতে আমি জানিতে পারি কে রাসূলের
অনুসরণ করে এবং কে ফিরিয়া যায় ?

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ
অর্থাৎ যাহাতে আল্লাহ জানিতে পারেন যে, কে মু'মিন আর কে মুনাফিক। এইরূপ আরো বহু আয়াত রহিয়াছে। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা পূর্ব হইতে সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। তাই এইসব আয়াতের অর্থ নতুন করিয়া জানা নয়, বরং আল্লাহ তা'আলার জানা বিষয়টিই বাস্তবে প্রকাশ করা। এজন্য পরে বলিয়াছেন :

وَاحْطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا
অর্থাৎ রাসূলগণের নিকট যাহা আছে তাহা তাঁহার জ্ঞানগোচর এবং তিনি সব কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন।

সূরা মুয্যাম্মিল

২০ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

হাফিজ আবু বকর বায্বার (র) জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন : কুরাইশ নেতৃবৃন্দ দারুন নদওয়ায় একত্রিত হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে, এই লোকটিকে (মুহাম্মদ (সা)-এর) এমন একটি নাম নির্বাচন করা হোক যেন তাহা শুনিয়া বহিরাগত লোকেরা তাহার কাছে না ভিড়ে। এই প্রস্তাবের সমর্থনে কেহ বলিল, কাহিন (গণক) রাখা হউক; অন্যরা বলিল, না, সে তো কাহিন নহে। কেহ বলিল, মাজনুন (পাগল) আখ্যা দেওয়া হউক। অন্যরা বলিল, না, সে তো পাগল নহে। কেহ বলিল, সাহির (যাদুকার) আখ্যা দেওয়া হইক। অন্যরা বলিল, না, সে তো সাহিরও নহে। এইভাবে তাহারা বিভিন্ন মতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। বৈঠক এইখানেই শেষ। রাসূলুল্লাহ (সা) এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া ভারাক্রান্ত মনে কাপড় মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়েন। ইত্যবসরে হযরত জিবরাঈল (আ) আসিয়া **يَأْيُهَا وَ يَأْيُهَا الْمُزْمَلُ** (হে বস্ত্রাবৃত! হে বস্ত্রাচ্ছাদিত!) বলিয়া ডাক দিলেন।

(১) **يَأْيُهَا الْمُزْمَلُ** ۞

(২) **فَمِ الْبَيْتِ إِلَّا قَلِيلًا** ۞

(৩) **بِضْفَةٍ أَوْ انْقُصَ مِنْهُ قَلِيلًا** ۞

(৪) **أَوْ زِدَ عَلَيْهِ وَرَتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا** ۞

(৫) **إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا** ۞

(৬) **إِنَّ نَاشِئَةَ الْبَيْتِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا** ۞

(৭) إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۝

(৮) وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝

(৯) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝

১. হে বস্ত্রাবৃত!

২. রাত্রি জাগরণ কর, কিছু অংশ ব্যতীত।

৩. অর্ধরাত্রি কিংবা তদপেক্ষা অল্প।

৪. অথবা তদপেক্ষা বেশী। আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে।

৫. আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিতেছি গুরুভার বাণী।

৬. অবশ্য রাত্রিকালের উত্থান দলনে প্রবলতর এবং বাক্য স্ফূরণে সঠিক।

৭. দিবাভাগে তোমার জন্য রহিয়াছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা।

৮. সুতরাং তুমি প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁহাতে মগ্ন হও।

৯. তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই; অতএব তাঁহাকেই গ্রহণ কর কর্মবিধায়ক রূপে।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূল (সা)-কে নির্দেশ দিতেছেন যে, আপনি রাত্রিকালে বস্ত্রাবৃত হইয়া শুইয়া থাকা বর্জন করুন এবং উঠিয়া তাহাজ্জুদ আদায় করুন। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ অর্থাৎ তাহাদিগের পার্শ্বদেশ বিছানা হইতে আলাগা করে। তাহারা তাহাদিগের প্রতিপালককে ডাকে ভয়ে ও আশায় আর আমি তাহাদিগকে যাহা দিয়াছি উহা হইতে (আল্লাহর রাস্তায়) ব্যয় করে।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলা মহানবী (সা)-কে রাত্রি জাগরণের যে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি যথাযথভাবে উহা পালন করিতেন। রাত জাগিয়া এই তাহাজ্জুদ পড়া কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্যই ওয়াজিব ছিল। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا অর্থাৎ আর আপনি রাতে কিয়দাংশে তাহাজ্জুদ পড়ুন। এই নির্দেশ কেবলমাত্র আপনারই জন্য। আপনার প্রতিপালক অচিরেই আপনাকে মাকামে মাহমুদে প্রেরণ করিবেন।

আর এইখানে উহার পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া বলা হইয়াছে :

“يَأْتِيهَا الْمُزْمَلُ قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا” হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রি জাগরণ কর কিছু অংশ ব্যতীত।”

ইব্ন আব্বাস (রা), যাহ্বাক ও সুদী (র) বলেন : **يَأْتِيهَا الْمُرْمِلُ** অর্থ, হে ঘুমন্ত ব্যক্তি! কাতাদা (র) বলেন : হে বস্ত্রাবৃত ব্যক্তি! ইবরাহীম নাখয়ী (র) বলেন : যখন এই সূরাটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া ছিলেন।

نَصَفَهُ أَوْ انْقَصَرَ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدَ عَلَيْهِ অর্থাৎ তোমাকে অর্ধরাত্র জাগ্রত থাকিয়া তাহাজ্জুদ পড়িবার নির্দেশ দেওয়া হইল। ইহার চেয়ে কিছু কম বা বেশী করিলে তাহাতে কোন অসুবিধা নাই।

وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا অর্থাৎ আর কুরআন ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে তিলাওয়াত কর। কারণ এইভাবে থামিয়া থামিয়া পড়িলে কুরআন বুঝিতে সুবিধা হইবে। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরআন এইভাবেই তিলাওয়াত করিতেন।

হযরত আয়িশা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) এত ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে কুরআন তিলাওয়াত করিতেন যে, ছোট্ট একটি সূরা পড়িতে তাঁহার অনেক সময় লাগিয়া যাইত।

হযরত আনাস (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুরআন পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরআন খুব দীর্ঘ করিয়া পাঠ করিতেন। এরপর তিনি নমুনা স্বরূপ বিসমিল্লাহ্‌র প্রতিটি শব্দ তথা আল্লাহ্ আর-রাহমান ও আর-রাহীম দীর্ঘ করিয়া পড়িয়া শুনান।

ইব্ন জুরায়জ (র) ইব্ন আবী মুলাইকা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরআন কিভাবে পাঠ করিতেন হযরত উস্মে সালামা (রা)-কে এই প্রশ্ন করা হইলে উত্তরে তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরআনের প্রতিটি আয়াত পৃথক পৃথকভাবে তিলাওয়াত করিতেন। যেমন-

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ - مَا لِكِ يَوْمَ الدِّينِ - وَغَيْرُهُ -**

ইমাম আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিযী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : (কিয়ামতের দিন) কুরআন পাঠককে বলা হইবে, পড় আর উপরে উঠিতে থাক। দুনিয়াতে যেভাবে ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে পাঠ করিতে ঠিক সেভাবেই পাঠ কর। এইভাবে পড়িতে শেষ আয়াত যেই স্থানে সমাপ্ত হইবে সেইখানেই তোমার ঠিকানা। ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযী (র) ও নাসায়ী (র) সুফিয়ান সাওরী (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : তোমাদের স্বর দ্বারা তোমরা কুরআনকে সুসজ্জিত কর। যে ব্যক্তি সুন্দর আওয়াজে কুরআন পাঠ করে না, সে আমাদের লোক নয়। হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন : এই লোকটিকে আল্লাহ্ তা'আলা দাউদ (আ)-এর স্বর দান করিয়াছেন। এই মন্তব্য শুনিয়া আবু মূসা (রা) বলিয়াছিলেন, আপনি আমার কুরআন পাঠ শুনিতেছেন, জানিলে আমি আরো সুন্দর স্বরে পাঠ করিতাম।

ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন কুরআনকে তোমরা বালির মত বিক্ষিপ্ত করিয়া এবং কবিতার মত অশুদ্ধার সহিত পড়িও না। বিস্ময়কর অর্থবোধক আয়াত পাঠ করিয়া থামিয়া উহা দ্বারা মনে আন্দোলন সৃষ্টি কর। কিভাবে সূরা শেষ করিবে কেবল এই চিন্তা করিও না।

ইমাম বুখারী (র) আমর ইব্ন মুররা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্ন মুররা (র) বলেন, আমি আবু ওয়ায়েলকে বলিতে শুনিয়াছি যে, এক ব্যক্তি ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আমি গত রাতে মুফাস্সালের সব ক'টি সূরা একই রাকাতাতে পাঠ করিয়াছি। শুনিয়া ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন : তবে তো তুমি কবিতা পাঠের ন্যায় খুব দ্রুতই পড়িয়াছ। আমার সেই পাশাপাশি সূরাগুলির কথা মনে আছে, যেইগুলো রাসূলুল্লাহ্ (সা) একত্রে মিলাইয়া পড়িতেন। এরপর তিনি মুফাস্সালের বিশটি সূরার নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক রাকাতাতে একত্রে ইহার দুইটি মাত্র সূরা পাঠ করিতেন।

إِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا অর্থাৎ আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিতেছি গুরুভার বাণী।

হাসান ও কাতাদা (র) বলেন : قَوْلًا ثَقِيْلًا অর্থাৎ আমি তোমার উপর এমন বাণী অবতীর্ণ করিতেছি যাহার উপর আমল করা হইবে কষ্টকর।

কেহ কেহ বলেন : এমন বাণী অবতীর্ণ করিব, যাহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে অবতরণকালে ভারী বলিয়া অনুভূত হইবে। যেমন : হযরত যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) বলেন : একবার ওহী অবতরণের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রান আমার রানের উপর ছিল। ওহীর ভাৱে আমার রান ভাগিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

ইমাম আহমদ (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আমর (রা) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, ওহী আগমনের পূর্বে কি আপনি টের পান? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ, ওহী অবতরণের সময় কড়া নড়িবার ন্যায় আওয়াজ শুনিতো পাই। তখন আমি নিরব হইয়া যাই। অতঃপর যখন আমার উপর ওহী অবতীর্ণ হয় তখন আমার মনে হয় যে, এই বুঝি আমি মরিয়া গেলাম।

ইমাম বুখারী (র) ... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, হারিছ ইব্ন হিশাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনার নিকট ওহী কিভাবে আগমন করে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : আমার নিকট ওহী কখনো ঘন্টার আওয়াজের ন্যায় আসে। এই পদ্ধতিই আমার জন্য বেশী কষ্টকর হয়। আওয়াজ বন্ধ হওয়ার সংগে সংগে আমার সব মুখস্ত হইয়া যায়। কখনো কখনো (আমার পরিচিত) কোন মানুষের আকৃতি ধরিয়া ফেরেশতা আসিয়া আমার সহিত সরাসরি কথা বলেন, আর তিনি যাহা বলেন আমি সংগে সংগে উহা মুখস্ত করিয়া ফেলি। হযরত আয়িশা (রা) বলেন : আমার স্বচক্ষে দেখা ঘটনা যে, প্রচণ্ড শীতের দিনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হইলে শেষে তাঁহার কপাল হইতে ঘাম ভাসিয়া পড়িত।

ইমাম আহমদ (র) আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন : উষ্ট্রীর উপর আরোহী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওহী অবতীর্ণ হইলে ওহীর ভাৱে উষ্ট্রী নুইয়া পড়িত।

ইব্ন জারীর (র) উরওয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উরওয়া (রা) বলেন, উষ্ট্রীর উপর আরোহী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হইলে ওহীর ভাৱে উষ্ট্রী নুইয়া পড়িত। এমনকি ওহী অবরতণ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উষ্ট্রী আর নড়াচড়া করিতে পারিত না। ইব্ন জারীর (র) বলেন, ওহী অবতরণ কালে যেমন ভারী ছিল ওহী অনুযায়ী আমল করাও তেমন ভারী কাজ।

আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র) বলেন : ওহী দুনিয়াতে যেমন ভারী, তেমনি কিয়ামতের দিনও পাল্লায় ভারী হইবে।

“أَبْشَىٰ رَاقِبًا لِّكَ فِي النَّهَارِ” “অবশ্য রাত্রিকালে উত্থান দলনে প্রবলতর এবং বাক্য স্মরণে সঠিক।”

আবু ইসহাক (র) সাঈদ ইব্ন জুবায়র সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাবশা ভাষায় نَشَيْتٌ দণ্ডায়মান হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ইব্ন উমর, ইব্ন আব্বাস ও ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন : গোটা রাতকেই نَشَيْتٌ বলা হয়। মুজাহিদ (র) সহ আরো অনেকে এই মতই পোষণ করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) হইতে একটি বর্ণনা আছে যে, ইশার পরবর্তী সময়কে نَشَيْتٌ বলা হয়। আবু মিজলায, কাতাদা, সালিম, আবু হাযিম ও মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির (র)-ও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। মোটকথা রাতের প্রতিটি সময়কেই نَشَيْتٌ বলা হয়।

আয়াতের মর্মার্থ হলো এই যে, রাত জাগিয়া তাহাজ্জুদ পড়িলে অন্তর ও যবান একাকার হইয়া যায়। মুখে যাহা তিলাওয়াত করা হয় সঙ্গে সঙ্গে উহা অন্তরে গাঁথিয়া যায়। দিবসের তুলনায় রাত্রিকালে ইবাদতে ও তিলাওয়াতে একাগ্রতা বেশী থাকে।

আবু ইয়াল্লা মুসেলী (র) আ'মাশ (র) হইতে বর্ণনা করেন। আ'মাশ (র) বলেন, হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) وَأَصُوبٌ قِيْلًا এর وَأَقْوَمٌ قِيْلًا পাঠ করিলেন শুনিয়া এক ব্যক্তি বলিল, আমরা তো وَأَقْوَمٌ قِيْلًا পাঠ করিয়া থাকি। উত্তরে আনাস (রা) বলিলেন, اقوم - أهيأ - اقوم - أهيأ ইত্যাদি একই অর্থবোধক শব্দ।

انْ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا দিবসে আপনার দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা রহিয়াছে। অর্থাৎ দিবসে আপনার জন্য নিদ্রা ও বিশ্রামের জন্য অনেক সময় রহিয়াছে। তখন অনেক নফল পড়িতে পারিবেন এবং দুনিয়াবী কাজ-কর্ম করিতে পারিবেন। তাই রজনীকে কেবল আখিরাতের কাজের জন্যই রাখিয়া দিন। উল্লেখ্য যে, সে সময় তাহাজ্জুদ নামায সকলের জন্য ফরয ছিল। এই নির্দেশ ছিল তখনকার জন্য। পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার উপর দয়া পরবশ হইয়া তাহাজ্জুদের নামায নফল করিয়া দেন এবং পরিমাণেও কমাইয়া দেন।

ইমাম আহমদ (র) সাঈদ ইব্ন হিশাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন হিশাম (রা) এক পর্যায়ে তাঁহার স্ত্রীকে তালাক দিয়া মদীনায় চলিয়া যান। যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্য দ্বারা যুদ্ধ সরঞ্জাম ক্রয় করিয়া আমৃত্যু আল্লাহর পথে রুম রাজ্যের বিরুদ্ধে জিহাদ করিবার মনস্থ করেন। মদীনায় পৌঁছিয়া নিজ গোত্রের সাক্ষাৎ করিয়া মনের কথা ব্যক্ত করেন। শুনিয়া তাহারা বলিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায় আমাদের মধ্য হইতে ছয়জন লোক এই ধরনের ইচ্ছা পোষণ করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে বারণ করিয়া বলিয়াছিলেন : আমার মধ্যেই কি তোমাদিগের জন্য উত্তম আদর্শ নেই ? এই ঘটনা শুনিয়া সাঈদ ইব্ন হিশাম (রা) সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিয়া ফেলেন এবং তখনই উপস্থিত লোকদেরকে সাক্ষী রাখিয়া স্ত্রীর তালাক প্রত্যাহার করিয়া নেন।

ইতিমধ্যে তিনি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিতর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, দুনিয়াবাসীদের মধ্যে বিতর সম্পর্কে হযরত আয়িশা (রা) সবচেয়ে ভালো বলিতে পারিবেন। তুমি তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা কর এবং ফিরিয়া আসিয়া তিনি কি বলেন তাহা আমাকে জানাইও।

সাঈদ ইব্ন হিশাম (রা) বলেন : অতঃপর আমি হাকীম ইব্ন আফলাহ (রা)-এর নিকট যাই এবং আমাকে হযরত আয়িশা (রা)-এর কাছে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করি। কিন্তু তিনি অপারগতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আমি তাঁহার কাছে যাইতে পারিব না। কারণ হযরত আলী ও তালহা প্রতাপক্ষের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ব্যাপারে তাঁহাকে কোন কথা না বলিতে আমি বারণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি আমার পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না।

সাঈদ ইব্ন হিশাম (রা) বলেন, ইহার পরও আমার পীড়াপীড়িতে অগত্যা তিনি সম্মত হইলেন। আমরা দুইজন হযরত আয়িশা (রা)-এর ঘরে উপস্থিত হই। দেখিয়া হযরত আয়িশা (রা) (পর্দার আড়াল হইতে) জিজ্ঞাসা করিলেন, কে হাকীম ? হাকীম বলিলেন, হ্যাঁ। আয়িশা বলিলেন, তোমার সঙ্গে আর কে ? বলিলেন, সাঈদ ইব্ন হিশাম। আয়িশা (রা) বলিলেন, কোন্ হিশাম ? হাকীম বলিলেন, আমিরের পুত্র হিশাম। শুনিয়া আয়িশা (রা) আমিরের জন্য রহমতের দু'আ করিলেন ও বলিলেন, আমির বড় ভালো লোক ছিল। আমি বলিলাম, উম্মুল মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র কেমন ছিল একটু বলুন। উত্তরে আয়িশা (রা) বলিলেন : তুমি কি কুরআন পড় না ? বলিলাম, হ্যাঁ, পড়ি। আয়িশা (রা) বলিলেন, এই কুরআনই ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র। অতঃপর আমি উঠিয়া আসিতে উপক্রম হই। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তাহাজ্জুদের কথা মনে পড়ে। তখন জিজ্ঞাসা করিলাম যে, হে উম্মুল মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তাহাজ্জুদ সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন। আয়িশা (রা) বলিলেন, তুমি কি সূরা মুযায্মিল পড় না ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ পড়ি। আয়িশা (রা) বলিলেন, এই সূরার শুরুতেই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাজ্জুদ ফরয করিয়াছিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবা-কিরাম এক বছর যাবত রাত জাগিয়া তাহাজ্জুদ পড়েন। এতে তাহাদিগের পা পর্যন্ত ফুলিয়া যাইত। দীর্ঘ বার মাস এইভাবে তাহাজ্জুদ পড়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা অত্র সূরার শেষাংশ নাখিল করিয়া ফরযের পরিবর্তে তাহাজ্জুদ নফল করিয়া দেন।

সাদ্দ (রা) বলেন, অতঃপর আমি চলিয়া আসিতে উদ্যত হই। হঠাৎ বিতর নামাযের কথা মনে পড়িয়া যায়। ফলে বলিলাম, হে মু'মিন জননী! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিতর নামায সম্পর্কে কিছু বলুন। আয়িশা (রা) বলিলেন : আমরা রাত্রিকালে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য মিসওয়াক ও উযূর পানি ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিতাম। সময়মত তিনি ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়া মিসওয়াক করিয়া উযূ করিতেন এবং একত্রে আট রাকাত নামায পড়িতেন। এই আট রাকাতের মাঝে আর তিনি বসিতেন না। অষ্টম রাকাতে বসিয়া আল্লাহর যিকর করিতেন ও দু'আ করিতেন। অতঃপর সালাম না ফিরাইয়া উঠিয়া আরো এক রাকাত পড়িয়া বসিয়া আল্লাহর যিকর করিতেন ও দু'আ করিতেন। অতঃপর উচ্চস্বরে সালাম ফিরাইতেন, যাহা আমরা শুনিতে পাইতাম। তারপর বসিয়া বসিয়া আরো দুই রাকাত নামায পড়িতেন। এইভাবে তিনি এগার রাকাত নামায পড়িতেন। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ (সা) বৃদ্ধ হইয়া যান এবং শরীর ভারী হইয়া যায়, তখন প্রথমে বেজোড় সাত রাকাত পড়িয়া সালাম ফিরাইয়া বসিয়া আরো দুই রাকাত সর্বমোট নয় রাকাত নামায পড়িতেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি কোন নামায পড়িলে তাহা নিয়মিত পড়িতেন। (শুরু করিয়া কয়দিন পর আবার ছাড়িয়া দিতেন না)। কোন ব্যস্ততা, নিদ্রা বা রোগ-ব্যাদির কারণে রাতের নামায পড়িতে না পারিলে দিনের বেলা বার রাকাত পড়িয়া লইতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) পুরা কুরআন এক রাত্রে খতম করিয়াছেন বা রমযান ব্যতীত অন্য কখনো ধারাবাহিকভাবে একমাস রোযা রাখিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

সাদ্দ ইবন হিশাম (রা) বলেন : অতঃপর আমি হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট আসিয়া হযরত আয়িশা (রা)-এর সহিত আমার যে আলাপ হইয়াছে উহা আদ্যোপান্ত তাঁহাকে অবহিত করি। শুনিয়া তিনি আয়িশা (রা)-এর বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করিয়া বলিলেন, তাহার কাছে আসা-যাওয়া থাকিলে আমি সরাসরি তাঁহার সহিত এইসব বিষয়ে আলাপ করিতাম। ইমাম মুসলিম (র)-ও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবন আব্ব হাতিম (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন : সূরা মুয্যাম্মিলের প্রথমাংশ নাযিল হওয়ার পর সাহাবা-কিরাম রমযান মাসের ন্যায় রাত জাগিয়া নামায পড়িতে শুরু করে। এইভাবে এক বছর অতিবাহিত হইবার পর শেষাংশ নাযিল হয়।

ইবন জারীর (র) আব্ব আব্দুর রহমান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্ব আব্দুর রহমান (রা) বলেন, সূরা মুয্যাম্মিল অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবাগণ দীর্ঘ এক বছর যাবত রাত জাগিয়া তাহাজ্জুদ পড়ে। দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহাদিগের পা ফুলিয়া যাইত। অতঃপর **فَأَقْرَهُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ** এই আয়াতটি নাযিল হয়। ইহার পর সাহাবাগণ স্বস্তি লাভ করেন। হাসান বসরী (র) এবং সুদী (র) এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

ইবন আব্ব হাতিম (র) সাদ্দ ইবন হিশাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাদ্দ ইবন হিশাম (রা) বলেন, আমি হযরত আয়িশা (রা)-কে বলিলাম যে, রাসূলুল্লাহ

(সা)-এর রাতের জাগরণ সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। আয়িশা (রা) বলিলেন, তুমি কি সূরা মুযাশমিল পড় না? আমি বলিলাম, হ্যাঁ পড়ি। আয়িশা (রা) বলিলেন : এই সূরার শুরুতে তাহাজ্জুদ ফরয করা হইয়াছে। তখন রসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবাগণ দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে পড়িতে তাঁহাদিগের পা ফুলিয়া যাইত। ইহার ষোল মাস পর সূরার শেষাংশ অবতীর্ণ হয়।

মা'মার (র) কাতাদা (র) হইতে **قُمِ اللَّيْلُ إِلَّا قَلِيلًا** -এর ব্যাখ্যায় বলেন : এই আয়াত অবতীর্ণ হইবার পর এক বছর বা দুই বছর সাহাবা কিরাম রাত জাগিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাজ্জুদ পড়িতে থাকেন। ইহাতে তাহাদিগের পা পর্যন্ত ফুলিয়া যাইত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সূরার শেষাংশ নাযিল করিয়া তাহাজ্জুদকে শিথিল করিয়াছেন।

ইবন জারীর (র) সাঈদ ইবন জারীর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইবন জারীর (র) বলেন, **يَأْتِيهَا الْمُرْمَلُ** অবতীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা) দশ বছর যাবত রাত জাগিয়া তাহাজ্জুদ পড়িতে থাকেন। এক দল সাহাবাও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত তাহাজ্জুদ পড়িতে আরম্ভ করেন। দীর্ঘ দশ বছর এইভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা **إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ الْحَسْرَةَ** নাযিল করিয়া তাহাজ্জুদের বিধান শিথিল করিয়া দেন।

وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا অর্থাৎ হে রাসূল! অধিক পরিমাণে তুমি তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করিতে থাক এবং একনিষ্ঠভাবে ইবাদতের জন্য অবসর গ্রহণ কর। অর্থাৎ দুনিয়ার অবশ্য প্রয়োজনীয় কর্ম থেকে অবসর হইয়া একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হও। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ দুনিয়ার আবশ্যকীয় কাজ শেষে যখনই অবসর পাও, একনিষ্ঠভাবে আমার সাধনায় লিপ্ত হও।

ইবন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, আবু সালিহ, আতিয়া, যাহ্‌হাক ও সুদ্দী (র) বলেন : **وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا** অর্থাৎ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হও। হাসান (র) বলেন : সাধনায় লিপ্ত হও এবং নিজেকে আল্লাহর দিকে ঝুঁকাইয়া দাও। ইবন জারীর (র) বলেন : পরিভাষায় ইবাদতকারীকে **مُتَبَتِّلٌ** বলা হয়।

অর্থাৎ **تبتيل** আর ইবাদত একই অর্থবোধক শব্দ। এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) **تَبَتَّلٌ** তথা ঘর সংসার ও বিবাহ পরিত্যাগ করিয়া শুধু ইবাদত করিতে নিবেদন করিয়াছেন।

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا অর্থাৎ গোটা জগতের নিয়ন্তা ও অধিকর্তা এক মাত্র আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহ ছাড়া যেমন কাহারো ইবাদত তথা দাসত্ব করা যায় না, তেমনি তাওয়াক্কুল বা ভরসাও একমাত্র তাঁহারই

উপর করিতে হইবে। আর একমাত্র তাঁহাকেই কর্মবিধায়ক রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

“আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁহারই উপর ভরসা কর।” অন্যত্র বলেন : “إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ” “আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।” এই ধরনের আরো বহু আয়াত আছে যাহাতে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহরই ইবাদত ও আনুগত্য করিবার জন্য এবং আল্লাহরই উপর ভরসা করিবার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

(১০) وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۝

(১১) وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ۝

(১২) إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ۝

(১৩) وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَمَذَابًا آيِسًا ۝

(১৪) يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ۝

(১৫) إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا ۖ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۖ

(১৬) فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِئْسَ ۝

(১৭) فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ۝

(১৮) السَّمَاءُ مُنْفِطِرٌ بِهِ ۗ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ۝

১০. লোকে যাহা বলে, তুমি তাহাতে ধৈর্যধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে উহাদিগকে পরিহার করিয়া চল।

১১. ছাড়িয়া দাও আমাকে এবং বিলাস সামগ্রীর অধিকারী সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে আর কিছুকালের জন্য উহাদিগকে অবকাশ দাও।

১২. আমার নিকট আছে শৃংখল, প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।

১৩. আর আছে এমন খাদ্য, যাহা গলায় আটকাইয়া যায় এবং মর্মভুদ শাস্তি।

১৪. সেই দিবসে পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হইবে এবং পর্বতসমূহ বহমান বালুকরাশিতে পরিণত হইবে।

১৫. আমি তোমাদিগের নিকট পাঠাইয়াছি এক রাসূল তোমাদিগের জন্য সাক্ষী স্বরূপ, যেমন রাসূল পাঠাইয়াছিলাম ফিরাউনের নিকট।

১৬. কিন্তু ফিরআউন সেই রাসূলকে অমান্য করিয়াছিল, ফলে আমি তাহাকে কঠিন শাস্তি দিয়াছিলাম।

১৭. অতএব যদি তোমরা কুফরী কর কি করিয়া আত্মরক্ষা করিবে সেইদিন যেইদিন কিশোরকে বৃদ্ধে পরিণত করিবে,

১৮. যেইদিন আকাশ হইবে বিদীর্ণ, তাঁহার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হইবে।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নবী (সা)-কে এই নির্দেশ দিতেছেন যে, নির্বোধ কাফিররা আপনার প্রতি যে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কুৎসা রটায় আপনি তাহাতে ধৈর্যধারণ করুন এবং কোন রকম নিন্দা বা তিরস্কার না করিয়াই সৌজন্যের সহিত তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলুন।

অতঃপর কাফিদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন :

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ النَّعْمَةِ وَمَهَلْهُمْ قَلِيلًا অর্থাৎ আমাকে এবং প্রাচুর্যের অধিকারী সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে ছাড়িয়া দাও আর কিছুকালের জন্য তাহাদিগকে অবকাশ দাও। একদিন আমি উহাদিগকে দেখিয়া ছাড়িব। আমি ইহাদিগকে জানমাল উভয়টিই দান করিয়াছি। অন্যদের তুলনায় আমার আনুগত্যের ব্যাপারে ইহাদিগের অগ্রণী ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ইহারা করিতেছে তাহার বিপরীত। তাই একদিন ইহার পরিণাম ইহাদিগের ভোগ করিতেই হইবে। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ অর্থাৎ ইহাদিগকে আমি কিছুকাল ভোগ-বিলাসের সুযোগ দিব, অতঃপর কঠোর আযাবে নিষ্ক্ষেপ করিব।

إِن لَّدَيْنَا أَنْكَالٌ وَجَحِيمًا অর্থাৎ “আমার নিকট আছে শৃংখল ও প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।”

ইবন আব্বাস (রা), ইকরিমা, তাউস, মুহাম্মদ ইবন কা'ব আব্দুল্লাহ ইবন বুরায়দা, আবু ইমরান আল জাওনী, আবু মিজলায, যাহ্‌হাক, হাম্মাদ ইবন আবু সুলায়মান, কাতাদা, সুদ্দী, ইবন মুবারক এবং সাওরী (র)সহ আরো অনেকে বলেন : أَنْكَالٌ অর্থ শৃংখল। وَجَحِيمًا অর্থ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।

وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا অর্থাৎ আমার কাছে আরো আছে এমন খাদ্য যাহা গলায় আটকাইয়া যায় এবং মর্মভুদ শাস্তি।

ইবন আব্বাস (রা) বলেন : وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ অর্থাৎ এমন খাদ্য যাহা গলায় আটকাইয়া যায়। ফলে পেটের ভিতরেও প্রবেশ করে না এবং বাহিরেও হয় না।

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا অর্থাৎ সেই দিবসে পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হইবে আর পর্বতসমূহ বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا - فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِئْسَ

অর্থাৎ তোমাদিগের কর্মকাণ্ডের সাক্ষীস্বরূপ আমি তোমাদিগের নিকট এক রাসূল পাঠাইয়াছি যেমন পাঠাইয়াছিলাম ফিরআউনের নিকট। কিন্তু ফিরআউন সেই রাসূলকে অমান্য করিয়াছিল। ফলে আমি তাহাকে কঠিন শাস্তি দিয়াছিলাম। অতএব তোমরা ইহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ কর। তোমরা যদি আমার রাসূলকে অমান্য কর তো তোমাদিগকেও ফিরআউনের ন্যায় কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে। বরং তোমাদিগের শাস্তি আরো কঠোর হইবে। কারণ, তোমাদিগের রাসূল ফিরআউনের নিকট প্রেরিত মুসা (আ) হইতে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ ও মহান। বিধায় তাঁহাকে অমান্য করা অপেক্ষাকৃত গুরুতর অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا এই আয়াতের দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথমত, হে লোক সকল! তোমরা যদি আল্লাহ্র সহিত কুফরী কর, তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর, তাহা হইলে তোমরা কিভাবে আল্লাহ্র আযাব হইতে রেহাই পাইবে, যেদিন কিশোরকে বৃদ্ধে পরিণত করা হইবে?

দ্বিতীয়ত, তোমরা যদি কিয়ামত দিবসকেই অস্বীকার করিলে তো কি করিয়া তোমরা তাকওয়া ও খোদা-ভীতি অর্জন করিবে? বলাবাহুল্য যে, উভয় অর্থই গ্রহণযোগ্য ও হৃদয়গ্রাহী। তবে প্রথমটি বেশি উত্তম।

“কিশোর বৃদ্ধে পরিণত হইবে” অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে বলিবেন, জাহান্নামীদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। তখন আদম (আ) জিজ্ঞাসা করিবেন, আল্লাহ্ কতজন হইতে কতজন? আল্লাহ্ বলিবেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বইজন জাহান্নামী আর মাত্র একজন জান্নাতী। তখন যেই বিভীষিকাময় অবস্থার সৃষ্টি হইবে তাহাতে কিশোররা বৃদ্ধে পরিণত হইয়া যাইবে।

তাবারানী (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন الْوِلْدَانَ شِيبًا এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন, “কিয়ামতের দিন তখন এই ঘটনা ঘটিবে যখন আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে বলিবেন, উঠ, তোমার সন্তানদের হইতে জাহান্নামীদিগকে জাহান্নামে

প্রেরণ কর। আদম (আ) বলিবেন, কি পরিমাণ জাহান্নামে পাঠাবো? আল্লাহ্ বলিবেন, প্রতি এক হাজার হইতে নয়শত নিরানব্বই জন। আর একজনই কেবল মুক্তি পাইবে।”

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখে এই সংবাদ শুনিয়া সাহাবায়ে কিরাম ঘাবড়াইয়া যান। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন : “শুন! আদম সন্তানের সংখ্যা অনেক। ইয়াজূজ-মাজূজও আদম সন্তানেরই অন্তর্ভুক্ত। ইহাদিগের কেহ এক হাজার ঔরসজাত সন্তান না রাখিয়া মৃত্যুবরণ করিবে না। এই ইয়াজূজ-মাজূজ আর তাহাদিগের স্বগোত্রীয়রা হইবে জাহান্নামী আর জান্নাত রহিল তোমাদিগের জন্য।

السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ অর্থাৎ কিয়ামতের দিবসের ভয়াবহতায় আকাশ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। এই ব্যাখ্যা হাসান ও কাতাদা (র) করিয়াছেন।

كَانَ وَعَدُّهُ مَفْعُولًا অর্থাৎ কিয়ামত দিবস সম্পর্কে আল্লাহ্ তা‘আলা যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন উহা বাস্তবায়িত হইবে— ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(১৯) إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ۗ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝
 (২০) إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَافِيَةَ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۙ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

১৯. ইহা এক উপদেশ, অতএব যাহার অভিরূচি সে তাহার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক!

২০. আমার প্রতিপালক তো জানেন যে, তুমি জাগরণ কর কখনও রাত্রির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধাংশ এবং কখনো এক তৃতীয়াংশ এবং জাগে তোমার সংগে যাহারা আছে তাহাদিগের একটি দলও এবং আল্লাহই নির্ধারণ করেন দিবস

ও রাত্রির পরিমাণ। তিনি জানেন যে, তোমরা ইহার সঠিক হিসাব রাখিতে পার না। অতএব আল্লাহ তোমাদিগের প্রতি ক্ষমা পরবশ হইয়াছেন। কাজেই কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদিগের জন্য সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর; আল্লাহ জানেন যে, তোমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িবে, কেহ কেহ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশভ্রমণ করিবে এবং কেহ কেহ আল্লাহর পথে সংগ্রামে লিপ্ত হইবে। কাজেই কুরআন হইতে যতটুকু সহজসাধ্য আবৃত্তি কর; সালাত কয়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে দাও উত্তম ঋণ। তোমরা তোমাদিগের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভাল যাহা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করিবে তোমরা তাহা পাইবে আল্লাহর নিকট। উহা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসাবে মহত্তর। আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহর নিকট, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, এই সূরাটি বিবেকবানদের জন্য উপদেশ এবং শিক্ষা গ্রহণের উপকরণ। বিধায় যাহার অভিরূপটি আল্লাহর মজুরীর শর্তে সে তাহার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করিতে পারে। বস্তুত আল্লাহ হিদায়াত প্রদান করিবার ইচ্ছা না করিলে কেহই সঠিক পথ পাইতে পারে না। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
আল্লাহ ইচ্ছা না করিলে তোমরা ইচ্ছা করিতে পারিবে না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي الضُّلَيْهِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثُهُ وَ
অর্থাৎ হে নবী! আপনি এবং আপনার কতিপয় সংগী যে কখনো রাত্রির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কখনো বা অর্ধাংশ আবার কখনো এক তৃতীয়াংশ সময়ে তাহাজ্জুদ আদায় করেন আপনার প্রতিপালক তদসম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। তিনি জানেন যে, এই সবই আপনাদিগের অনিচ্ছা সত্ত্বেও হইয়া থাকে। কিন্তু আল্লাহ আপনাদিগকে রাত্রি জাগরণ সম্পর্কে যে নির্দেশ দিয়াছেন আপনারা অনবরত উহা পালন করিতে পারেন না। পারিবেই বা কি করিয়া, ইহাতে আপনাদিগের জন্য কষ্টকর।

وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الضُّلَيْهِ وَالنَّهَارَ
অর্থাৎ আল্লাহই নির্ধারণ করেন দিবস ও রাত্রির পরিমাণ। কখনো দিন-রাত সমান থাকে, কখনো বা দিন বড় রাত ছোট আবার কখনো বা ইহার বিপরীত।

عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ
অর্থাৎ আপনাদিগের উপর যে তাহাজ্জুদ ফরয করা হইয়াছে, আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, আপনারা যথাযথভাবে হিসাব করিয়া উহা পালন করিতে পারিবে না। কাজেই

এখন হইতে অনির্দিষ্টভাবে যতটুকু আপনাদিগের জন্য সহজ ততটুকু সময় জাগিয়া তাহাজ্জুদ পড়ুন ও উহাতে কুরআন পাঠ করুন।

এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন পাঠ বলিয়া নামায পড়া বুঝাইয়াছেন। যেমন অন্য এক আয়াতে সালাত বলিয়া কিরাআত বুঝাইয়াছেন। যেমন :

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافُتْ بِهَا
বেশী উচ্চও করিও না আবার বেশী ক্ষীণও করিও না।” এইখানে সালাত বলিয়া কিরাআত বুঝানো হইয়াছে।

এই আয়াতের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর সহচরণ প্রমাণ করিতে চাহেন যে, নামাযে নির্দিষ্টভাবে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয নয়— বরং সূরা ফাতিহা বা অন্য কোন একটি আয়াত পড়িলেই ফরয আদায় হইয়া যাইবে। ইহার সমর্থনে তাঁহারা এই একটি হাদীস পেশ করেন যে, এক ব্যক্তি নামাযে ভুল করিয়া ফেলিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন : ‘কুরআনের যাহা তোমার জন্য সহজ হয় তুমি পুনরায় তাহা পাঠ কর।’

জমহূর ইমামগণ ইহার জবাবে বলেন যে, বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত উবাদা ইবন সামিত (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়ে না তাহার নামায হয় নাই।”

মুসলিম শরীফে আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : ‘যে নামাযে উম্মুল কুরআন (তথা সূরা ফাতিহা) পড়া হয় না উহা অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ।’

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যে, এই উম্মতের বহু লোক অপারগতাবশত তাহাজ্জুদ আদায় করিতে সক্ষম হইবে না। কেহ অসুস্থ ও রুগ্ন হইবার কারণে পারিবে না। কেহ বা ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিতে থাকিবে আবার কেহ বা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধরত থাকিবে। ফলে তাহারা তাহাজ্জুদ পড়িবার অবকাশ পাইবে না। সুতরাং :

এইসব উয়রের কারণে তোমরা তোমাদিগের সাধ্য পরিমাণ তাহাজ্জুদ আদায় কর।

বলাবাহুল্য যে, আলোচ্য আয়াতটি অর্থাৎ عِلْمُ اللَّهِ الْخ বরং পুরা সূরাটিই মকী। তখনও জিহাদের বিধান দেওয়া হইয়াছিল না। অথচ এই আয়াতে জিহাদের কথা উল্লেখ

করা হইয়াছে। বস্তুত ইহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওতের একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কেননা, ইহাতে ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য অদৃশ্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইবন জারীর (র)..... আবু রাজা মুহাম্মদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু রাজা মুহাম্মদ (র) বলেন, আমি হাসান বসরী (র)-কে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম যে, একজন কুরআনের হাফিজ, যিনি শুধু ফরয নামাযই আদায় করে কিন্তু তাহাজ্জুদ পড়ে না, তাঁহার সম্পর্কে আপনি কি বলেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, সে কুরআনকে তাকিয়া বানাইয়াছে আল্লাহর অভিশাপ তাহার উপর। আমি বলিলাম, হে আবু সাঈদ! (হাসান) আল্লাহ তো বলিয়াছেন : **فَأَقْرَعُوا مَا تَيْسَّرُ مِنَ الْقُرْآنِ** তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, ঠিকই তো বলিয়াছেন, পাঁচ আয়াত পড়িলেও যথেষ্ট হইবে।

এই বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, হাসান বসরী (র) রাত জাগিয়া কিছু হইলেও তাহাজ্জুদ পড়া হাফিজদের জন্য ওয়াজিব মনে করিতেন। এ প্রসঙ্গে এক হাদীসে আছে যে, ভোর পর্যন্ত সারারাত ঘুমাইয়া থাকে, এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন : “এমন ব্যক্তির কানে শয়তান পেশাব করে।”

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় কেহ কেহ বলেন, লোকটি আসলে ইশার নামায না পড়িয়াই শুইয়া থাকিত। অর্থাৎ ইশার নামায না পড়িয়া যাহারা শুইয়া থাকে শয়তান তাহাদিগের কানে পেশাব করিয়া দেয়। তবে কেহ কেহ তাহাজ্জুদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

সুনানের কিতাবসমূহে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, “হে কুরআন ওয়ালারা! বিতর পড়।” অন্য হাদীসে আছে যে, “যে ব্যক্তি বিতর পড়িল না সে আমার লোক নয়।”

আবু বকর ইবন আব্দুল আযীয হাম্বলী (র) বলেন : রমযান মাসে তাহাজ্জুদ পড়া ওয়াজিব। (তবে তাহাজ্জুদের ব্যাপারে সহীহ মাসলাক হলো এই যে, তাহাজ্জুদ রমযানে বা রমযানের বাহিরে কখনোই ওয়াজিব নয়)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ অর্থাৎ ফরয নামাযসমূহ আদায় কর এবং ফরয যাকাত প্রদান কর।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যাকাতের আদেশ হিজরতের পূর্বে মক্কাতেই অবতীর্ণ হইয়াছে। তবে উহার পরিমাণ নিসাব ও অন্যান্য বিধান অবতীর্ণ হইয়াছে হিজরতের পরে মদীনাতে।

ইবন আব্বাস (রা), ইকরিমা, মুজাহিদ, হাসান, কাতাদা (র) এবং আরো অনেকে বলেন, তাহাজ্জুদ ফরয হওয়া সম্পর্কিত এই আয়াতটি পরবর্তীতে রহিত হইয়া যায়। তবে কতদিন পর রহিত হয়, সেই ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। উপরে এই ব্যাপারে আলোচনা করা হইয়াছে।

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে যে, জনৈক ব্যক্তির এক প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন, “দিনে রাতে মোট পাঁচ ওয়াজ্ব নামায পড়।” লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, হুয়ূর! ইহা ছাড়া আর কোন নামায ফরয আছে কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : না, ইহা ছাড়া সবই নফল।

وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর রাহে দান-সাদকা করিতে থাক, তিনি তোমাদিগকে ইহার উপযুক্ত প্রতিদান দিবেন। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ বলেন :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعَفْهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا অর্থাৎ কে আছে যে, আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করিবে, ফলে আল্লাহ তাহার জন্য উহা বহু গুণে বৃদ্ধি করিয়া দিবেন?

وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا অর্থাৎ তোমরা তোমাদিগের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভালো যাহা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করিবে, তোমরা আল্লাহর নিকট উহা পাইবে। উহা সেই সম্পদ হইতে উকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসাবে মহত্তর, যাহা তোমরা নিজেদের জন্য দুনিয়াতে রাখিয়া দাও।

হাফিজ আবু ইয়া'লা মুসিলী (র) আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যাহার নিকট নিজের সম্পদ ওয়ারিসের সম্পদ হইতে প্রিয়? “উত্তরে সাহাবা কিরাম বলিলেন, হুয়ূর! কেন, আমরা সকলেই তো নিজের সম্পদ ওয়ারিসের সম্পদ হইতে প্রিয় মনে করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, যাহা বল, বুঝিয়া গুনিয়া বল।” সাহাবাগণ বলিলেন, হুয়ূর! আমরা তো এইরূপই জানি। এইবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : “শুন, তোমরা যাহা (আল্লাহর নিকট) অগ্রিম প্রেরণ কর উহাই তোমাদের সম্পদ। আর যাহা দুনিয়াতে রাখিয়া দাও উহা ওয়ারিসের সম্পদ।”

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ অর্থাৎ অধিক পরিমাণে তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর এবং সকল কাজে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন এবং তাহার প্রতি দয়া করেন।

সূরা মুদদাছ্ছির

৫৭ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ ۖ

(২) قُمْ فَأَنْذِرِي ۖ

(৩) وَرَبِّكَ فَكْبِرِي ۖ

(৪) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرِي ۖ

(৫) وَالرِّجْزَ فَاهْجُرِي ۖ

(৬) وَلَا تَمْنُنِ تَسْتَكْبِرِي ۖ

(৭) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرِي ۖ

(৮) قَادًا نَّقِرَ فِي النَّاقُورِ ۖ

(৯) فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۖ

(১০) عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۖ

১. হে বন্দ্রাচ্ছাদিত!
২. উঠ, সতর্কবাণী প্রচার কর।
৩. এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।
৪. তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ।

৫. অপবিত্রতা হইতে দূরে থাক,
৬. অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করিও না।
৭. এবং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ কর।
৮. যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে।
৯. সেইদিন হইবে এক সংকটের দিন—
১০. যাহা কাফিরদিগের জন্য সহজ নহে।

তাফসীর : সহীহ বুখারীতে আছে যে, হযরত জাবির (রা) বলিতেন, কুরআনের সর্বপ্রথম সূরা মুদাছছির নাযিল হয়। অপরদিকে জমহুর ইমামদের মত হইল যে, **اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ** কুরআনের সর্বপ্রথম নাযিলকৃত আয়াত।

ইমাম বুখারী (র) ইয়াহইয়া ইব্ন আবু কাছীর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইয়াহইয়া (র) বলেন, আমি আবু সালামা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কুরআনের কোন অংশ সর্বপ্রথম নাযিল হয়? তিনি বলিলেন, **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ** সর্বপ্রথম নাযিল হয়। আমি বলিলাম যে, অনেকে তো বলে যে, সর্বপ্রথম নাযিলকৃত আয়াত **اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ** আবু সালামা (রা) বলিলেন, আমি হযরত জাবির (রা)-কে এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম এবং তুমি আমাকে যাহা বলিয়াছ, আমিও তাঁহাকে তাহাই বলিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি আমাকে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যাহা বলিয়াছেন, আমি তোমাকে তাহাই বলিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : একদিন আমি হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলাম। ফিরিবার সময় হঠাৎ শুনিতে পাইলাম যে, কে যেন আমাকে ডাকিতেছে। আমি ডানে, বামে ও সামনে-পিছনে চতুর্দিকে তাকাইয়াও কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সর্বশেষে উপরের দিকে তাকাইয়া কি যেন দেখিতে পাইলাম। অতঃপর খাদীজার নিকট আসিয়া বলিলাম, আমাকে কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া দাও আর আমার গায়ে ঠাণ্ডা পানি ঢাল। তাহারা আমাকে কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া দিল এবং গায়ে ঠাণ্ডা পানি ঢালিল। তখন **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبُّكَ فَكَبِيرٌ** নাযিল হয়।

ইমাম মুসলিম (র)..... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কিছুকাল ওহী বন্ধ থাকিবার ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে বলিয়াছেন : একদিন আমি হাঁটিতে ছিলাম। ইত্যবসরে উপরের দিকে একটি আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। তখন আমি আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া দেখিতে পাইলাম যে, হেরা গুহায় আমার নিকট যেই ফেরেশতা আসিয়াছিল, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যখানে একটি চেয়ারে বসিয়া আছেন। দেখিয়া ভয়ে আমি ভূমিতে লুটাইয়া পড়িবার উপক্রম হইলাম। কোন রকমে বাড়িতে আসিয়া বলিলাম যে, তোমরা আমাকে কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখ। ঘরের লোকেরা আমাকে কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখিল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ائْتِي الْفَاهِجِرُ** নাযিল করেন। অতঃপর অনবরত ওহী অবতীর্ণ হইতে থাকে।

আলোচ্য হাদীসের “হেরা গুহায় আমার নিকট যেই ফেরেশতা আসিয়াছিল..... ” রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই ঘটনার পূর্বেও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ওহীর আগমন ঘটিয়াছিল। বাস্তবিকই ইহার পূর্বে **اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ** (সা)-এর আয়াতগুলি নাযিল হইয়াছিল। অতঃপর কিছুকাল ওহী আগমন স্থগিত থাকার পর পুনরায় ওহী আগমন শুরু করে। এই দুই বর্ণনার সমন্বয় হইল যে, সর্বপ্রথম **اقْرَأْ بِاسْمِ الخ** নাযিল হয়। তাহার পর কিছুকাল ওহী আগমন স্থগিত থাকিবার পর প্রথমে **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ الخ**

ইমাম আহমদ (র)..... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন : “অতঃপর কিছুকাল ওহী আগমন স্থগিত হইয়া যায়। এই সময় একটি আমি রাস্তায় হাঁটিতে ছিলাম। ইত্যবসরে আকাশ হইতে একটি আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। ফলে আকাশ পানে চোখ তুলিয়া দেখিতে পাইলাম, হেরা গুহায় আমার নিকট যেই ফেরেশতা আসিয়াছিল, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যখানে একটি চেয়ারে বসিয়া আছেন। দেখিয়া আমি ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িবার উপক্রম হইলাম। বাড়িতে গিয়া বলিলাম যে, আমাকে তোমরা কাপড় দ্বারা আবৃত কর। ঘরবাসীরা আমাকে কাপড় দ্বারা আবৃত করিল। অতঃপর **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ..... فَأَهْجُرُ** অবতীর্ণ হয়। অতঃপর অনবরত ওহী আসিতে আরম্ভ করে।” ইমাম বুখারী ও মুসলিম যুহরী (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

তাবারানী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, অলীদ ইব্ন মুগীরা একদিন কুরাইশদের জন্য ভোজসভার আয়োজন করে। ভোজন শেষে ওলীদ বলিল, আচ্ছা, তোমরাই এই লোকটি (মুহাম্মদ সা) সম্পর্কে কি ধারণা করো? উত্তরে কেহ বলিল, লোকটি যাদুকর। কেহ বলিল, না, যাদুকর নয়। কেহ বলিল গণক, আবার কেহ বলিল, না, গণক নয়। কেহ বলিল, কবি, কেহ বা প্রতিবাদ করিয়া বলিল, না, কবি নয়। কেহ বলিল, আসলে লোকটি যে ওহীর কথা বলে উহা লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু। অবশেষে সকলেই এই মতটি সমর্থন করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই সংবাদ পাইয়া যারপর নাই দুঃখিত হন এবং কাপড় মুড়ি দিয়া গুইয়া পড়েন। তখন আল্লাহ তা’আলা **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ الخ** এই নাযিল করেন।

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ দৃঢ়ভাবে কোমর বাঁধিয়া প্রস্তুতি গ্রহণ করুন এবং মানব জাতিকে আমরা আযাব সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করুন।

وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ অর্থাৎ আর আপনার প্রতিপালকের মহত্ত্ব ও বড়ত্ব প্রকাশ করুন।

وَتَّبِعْكَ فَطَهِّرْ আপনার পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন রাখুন।

আজলাহ কান্দী ইকরিমা (রা) সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আসিয়া **وَتَّبِعْكَ فَطَهِّرْ**-এর অর্থ

জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, ইহার অর্থ হইল অপরাধ ও বিশ্বাসঘাতকতার পোষাক বর্জন কর, অর্থাৎ পাপ ও বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়িয়া দাও।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আরবের পরিভাষায় বলা হয় نَقَى الثِّيَابَ কাপড় পরিচ্ছন্ন রাখ অর্থাৎ গুনাহ বর্জন কর। অন্য বর্ণনায় আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ অর্থাৎ আপনার পরিচ্ছদ গুনাহ হইতে পবিত্র রাখুন।

মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত যে, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ অর্থাৎ وَعَمَلَكَ فَاصْلِحْ অর্থাৎ আপনার আমল সংশোধন করুন। আবু রযীনও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

মুহাহিদ (র) হইতে আরেক বর্ণনায় আছে যে, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ অর্থাৎ আপনি যাদুকরও নহেন, গণকও নহেন। অতঃপর কাফিররা যাহা বলে আপনি সেইদিকে মোটেই কর্ণপাত করিবেন না।

কাতাদা (র) বলেন : وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ অর্থাৎ আপনার পরিচ্ছদকে আপনি অন্যায় অপরাধ হইতে পবিত্র রাখুন। কোন ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলে আরবের পরিভাষায় বলা হয় نَقَى الثِّيَابَ অর্থাৎ এই ব্যক্তি কাপড় অপরিচ্ছন্ন করিয়াছে আর প্রতিশ্রুতি পুরো করিলে এবং অন্যান্য অপরাধ হইতে মুক্ত থাকিলে বলা হয় نَقَى الثِّيَابَ অর্থাৎ অবশ্যই এই লোকটি পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্নকারী।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ অর্থাৎ তোমার পরিচ্ছদ যেন হারাম উপার্জন দ্বারা খরীদকৃত না হয়। মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) বলেন, তোমার পরিচ্ছদ পানি দ্বারা ধৌত কর। ইব্ন যায়দ (র) বলেন, মুশরিকরা স্বভাবত পরিচ্ছন্নতা অর্জন করিত না। তাই আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিতেছেন যে, আপনি মুশরিকদের ন্যায় হইবেন না বরং নিজের দেহ ও পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন রাখুন। ইব্ন জারীর (র) এই মতটি গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুত এই আয়াতে দেহ ও অন্তর উভয়টিই পবিত্র রাখিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা তো আয়াত দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়। আর আরবের পরিভাষায় অন্তরের জন্য ثِيَابٌ তথা পরিচ্ছদ ব্যবহার করিবার প্রচলন রয়েছে।

সাদ্দ ইব্ন জুবার (র) বলেন : وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ অর্থ আপনার অন্তর ও নিয়ত পরিচ্ছন্ন রাখুন। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুযায়ী ও হাসান বসরী (র) বলেন : আয়াতের অর্থ আপনার চরিত্রকে নির্মল করুন।

وَالرُّجُزَ فَاهْجُرْ ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরিমা, কাতাদা, যুহরী ও ইব্ন যায়দ (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ আপনি মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করুন।

ইবরাহীম ও যাহ্বাক (র) বলেন, আপনি অপরাধ ত্যাগ করুন। তবে উভয় ব্যাখ্যায়ই এই কথা অর্থ নয় যে, তিনি এই সব কাজে লিপ্ত ছিলেন। যেমন আল্লাহ্

বলেন : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۗ هে নবী! আপনি আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফির ও মুনাফিকদের অনুসরণ করিবেন না। আল্লাহ্‌ অপার এক আয়াতে বলিয়াছেন وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ মূসা তাহার ভাই হারুনকে বলিলেন, তুমি আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার প্রতিনিধি স্বরূপ দায়িত্ব পালন কর এবং নিজে সংশোধন হইয়া চল আর ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পথ অবলম্বন করিও না। মোটকথা এই সব আয়াতসমূহে যে সব দোষ-ত্রুটি বর্জন করিতে বলা হইয়াছে এই সবে মধ্য নবী (সা) ও হারুন (আ) লিপ্ত ছিলেন না। অনুরূপ আলোচ্য আয়াতে নবী (সা)-কে মূর্তিপূজা ও গুনাহ বর্জন করিবার জন্য বলা অর্থ এই নহে যে, তিনি লিপ্ত আছেন। বরং অর্থ হইল যে রূপ বর্জন করিয়া আছেন সেরূপ সর্বদা বর্জন করিয়া থাকুন।

وَإِذْ تَأْتِيكُمُ الْبُرُكُ وَاللَّيْلُ بِهَا كَأَسْوَأَ الْيَوْمِ وَإِذْ لَبَّيْكَ يَا مُوسَىٰ ۗ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করিও না। ইকরিমা, মুজাহিদ, আতা, তাউস, আবুল আহওয়াস, ইবরাহীম নাখয়ী, যাহ্বাক, কাতাদা, সুদী (র) এবং আরো অনেকে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত যে, তিনি وَإِذْ تَأْتِيكُمُ الْبُرُكُ পড়িতেন। হাসান বসরী (র) বলেন : অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় আমল করিয়া তোমার প্রতিপালকের উপর বড় কথা বলিও না।

মুজাহিদ (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ মঙ্গলজনক কাজ অধিক পরিমাণে করিবার ব্যাপারে দুর্বল হইও না। ইব্ন যায়দ (র) বলেন : নবী হইয়াছ বলিয়া মানুষের উপর বড়াই করিও না এবং মানুষের হইতে পার্থিব বিনিময় গ্রহণ করিও না। আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে এই চারটি ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। তবে প্রথম ব্যাখ্যাটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য।

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۗ অর্থাৎ- আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় প্রতিপক্ষের জুলুম-নির্যাতনে ধৈর্যধারণ করিয়া চলুন। এই ব্যাখ্যাটি মুজাহিদ (র)-এর।

ইবরাহীম নাখয়ী (র) বলেন : মানুষের যাহা কিছু উপকার করিবেন, কেবলমাত্র আল্লাহ্রই জন্য করিবেন।

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ - فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ অর্থাৎ যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে সেই দিন হইবে এক সংকটময় দিন, যাহা কাফিরদিগের জন্য সহজ নহে।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, শাবী, যায়দ ইব্ন আসলাম, হাসান, কাতাদা, যাহ্বাক, রবী ইব্ন আনাস, সুদী ও ইব্ন যায়দ (র) বলেন : النَّاقُورُ অর্থ শিংগা। মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার আকৃতি ঠিক শিং এর ন্যায়।

ইব্ন আব্বাস (রা) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : আমি কিভাবে সুখে দিন কাটাই? অথচ শিংগাওয়ালা ফেরেশতা শিংগা মুখে নিয়া অবনত মস্তকে অপেক্ষমান যে, কখন

আল্লাহ্ নির্দেশ দিবেন আর তিনি শিংগায় ফুৎকার দিবেন? শুনিয়া সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এমতাবস্থায় আমাদের জন্য আপনার নির্দেশ কি হে আল্লাহর রাসূল? রাসূল (সা) বলিলেন : তোমরা বল যে, আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই আমাদের উত্তম কর্মবিধায়ক এবং তাঁহার উপরই আমাদের ভরসা।” ইমাম আহমদ ও ইব্ন জারীর (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

অর্থাৎ সেইদিন فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে সেই দিনটি হইবে বড় সংকটময়, যাহা কাফিরদের জন্য মোটেই সহজ নহে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

كَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ কাফিররা বলিবে, ইহাতো একটি সংকটময় দিন। বসরার শাসনকর্তা যুরারা ইব্ন আওফা (র) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, একদিন তিনি সূরা মুদ্দাছ্ছির দ্বারা ফজরের নামাযের ইমামতি করেন। পড়িতে পড়িতে পর্যন্ত পৌছিয়া সজোরে একটি চিৎকার দিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়েন এবং তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করেন।

(১১) ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۙ

(১২) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا ۙ

(১৩) وَبَنِينَ شُهُودًا ۙ

(১৪) وَمَهْدَتْ لَهُ تَمَهِيدًا ۙ

(১৫) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۙ

(১৬) كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِأَيْتِنَا عَنِيدًا ۙ

(১৭) سَاهِقَهُ صَعُودًا ۙ

(১৮) إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۙ

(১৯) فَقَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۙ

(২০) ثُمَّ قَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۙ

(২১) ثُمَّ نَظَرَ ۙ

(২২) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۝

(২৩) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۝

(২৪) فَقَالَ إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ ۝

(২৫) إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۝

(২৬) سَأَصْلِيهِ سَقَرٌ ۝

(২৭) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ ۝

(২৮) لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ۝

(২৯) لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ۝

(৩০) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝

১১. আমাকে ছাড়িয়া দাও এবং তাহাকে যাহাকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি অসাধারণ করিয়া।
১২. আমি তাহাকে দিয়াছি বিপুল ধন-সম্পদ,
১৩. এবং নিত্য সংগী পুত্রগণ,
১৪. এবং তাহাকে দিয়াছি স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ—
১৫. ইহার পরও সে কামনা করে যে, আমি তাহাকে আরো অধিক দিই।
১৬. না, তাহা হইবে না, সে তো আমার নিদর্শনসমূহের উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী।
১৭. আমি অচিরেই তাহাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করিব।
১৮. সে তো চিন্তা করিল এবং সিদ্ধান্ত করিল;
১৯. অভিশপ্ত হউক সে! কেমন করিয়া সে এই সিদ্ধান্ত করিল!
২০. আরো অভিশপ্ত হউক সে! কেমন করিয়া সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল!
২১. সে আবার চাহিয়া দেখিল।
২২. অতঃপর সে ভ্রু কুঞ্চিত করিল ও মুখ বিকৃত করিল।
২৩. অতঃপর সে পিছন ফিরিল এবং দণ্ড প্রকাশ করিল।
২৪. এবং ঘোষণা করিল, ‘ইহা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছু নহে,
২৫. ‘ইহা তো মানুষেরই কথা।’
২৬. আমি তাহাকে নিষ্ক্ষেপ করিব সাকার-এ,
২৭. তুমি কি জান সাকার কী?

২৮. উহা উহাদিগকে জীবিতাবস্থায় রাখিবে না ও মৃত অবস্থায় ছাড়িয়া দিবে না।

২৯. ইহা তো গাত্রচর্ম দন্ধ করিবে।

৩০. সাকার এর তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে উনিশজন প্রহরী।

তাফসীর : সেই নরাধম আল্লাহর অপরিসীম নিয়ামত লাভ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে কৃতঘ্ন হইয়াছে এবং ভোগ-বিলাসে মত্ত হইয়া আল্লাহর সহিত কুফরী করিয়াছে, আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিয়াছে, আল্লাহর কালামকে মানুষের মনগড়া কথা বলিয়া আখ্যা দিয়াছে; তাহার ব্যাপারে হুমকি প্রদর্শন করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :

ذُرْنِي وَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيدًا অর্থাৎ ছাড়িয়া দাও আমাকে এবং তাহাকে যাহাকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি নিঃসঙ্গ অবস্থায়। অর্থাৎ যখন সে মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইয়া আসে, তখন তাহার কোন সংগী-সাথী, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ছিল না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাকে বিপুল ধন-সম্পদ দান করিয়াছেন। مَالًا مَّمْدُودًا অর্থাৎ মাল্য অর্থাৎ বিপুল ধন-সম্পদ। কেহ বলেন, সেই লোকটির এক হাজার দীনার ছিল। কেহ বলেন : এক লক্ষ দীনার। আরো অনেকে অনেক ধরনের মত পেশ করিয়াছেন।

وَبَنِينَ شُهُودًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাহাকে আরো দান করিয়াছিলেন এমন কতিপয় সন্তান, যাহারা সর্বদাই তাহার কাছে উপস্থিত থাকিত ও ভোগ বিলাসে মত্ত থাকিত। কখনো তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির জন্য দেশ-বিদেশে সফর করিত না বরং এইসব কাজের জন্য চাকর-বাকর ইত্যাদি নিয়োজিত ছিল। লোকটি এই বিপুল ধন-সম্পদ ও সন্তানদের নিয়া সর্বদা বিলাসিতার জীবন অতিবাহিত করিত।

সুদী, আবু মালিক ও আসিম ইব্ন উমর, ইব্ন কাতাদার ভাষ্য মতে সন্তানের সংখ্যা তের জন। ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেন দশজন। বস্তৃত পরিপূর্ণ সুখ লাভের জন্য সন্তানগণ মাতা-পিতার কাছে থাকা অপরিহার্য।

وَمَهْدَتْ لَهُ تَمَهِيدًا অর্থাৎ আমি তাহাকে স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ, নানা রকমের সম্পদ ও বিলাস সামগ্রী ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলাম।

ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلًّا - إِنَّهُ كَانَ لِأَيْتِنَا عَنِيدًا অর্থাৎ ইহার পরও সে কামনা করে যে, আমি তাহাকে আরো অধিক দিই। না, তাহা হইবে না। কারণ সে আমার নিদর্শনসমূহের উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী। উল্লেখ্য যে, عَانِدٌ তথা عَنِيدٌ এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে জানিয়া বুঝিয়া আল্লাহর নিয়ামতের না-শোকরী করে এবং আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণ করে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

‘سَأَرْهِفُهُ مَعُودًا’ আমি অবশ্যই তাহাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তিতে আচ্ছন্ন করিব।’

ইমাম আহমদ (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : وَيْلٌ جَاهِلِيَّةٍ جَاهِلِيَّةٍ

নাম। কাফিরদিগকে উহাতে নিষ্ক্ষেপ করার পর দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত সে নীচের দিকে গড়াইয়া পড়িয়া জাহান্নামের তলদেশে পৌঁছিতে পারিবে না। আর صَعُود আশুনের একটি পাহাড়ের নাম। কাফিরদিগকে উহাতে আরোহণ করিতে বাধ্য করা হইবে। একটানা সত্তর বছর পর্যন্ত আরোহণ করিবে। অতঃপর আবার নীচে পড়িয়া যাইবে। আবার উঠিতে আরম্ভ করিবে। আবার পড়িয়া যাইবে। অনন্তকাল যাবত এইরূপ হইতেই থাকিবে।

ইব্ন আবু হাতিম (র)..... আবু সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : صَعُودُ জাহান্নামস্থ আশুনের তৈরি একটি পাহাড়ের নাম। উহাতে চড়িবার জন্য কাফিরদিগকে বাধ্য করা হইবে। উহাতে হাত রাখার সঙ্গে সঙ্গে হাত গলিয়া যাইবে। সরাইয়া নিলে আবার পূর্বের ন্যায় ভালো হইয়া যাইবে। তদ্রূপ পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে পা গলিয়া যাইবে, সরাইয়া নিলে ভালো হইয়া যাইবে।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : صَعُودُ জাহান্নামের এক খণ্ড পাথরের নাম। কাফিরদিগকে উহার উপর উপুড় করিয়া রাখা হইবে।

সুদী (র) বলেন صَعُودُ জাহান্নামের একটি পিচ্ছিল পাথরের নাম। কাফিরদিগকে উহাতে চড়িবার জন্য বাধ্য করা হইবে।

মুজাহিদ (রা) বলেন سَأْرَهُفَّةٌ صَعُودًا অর্থাৎ কাফিরদিগকে কষ্টদায়ক শাস্তি দেওয়া হইবে। কাতাদা (র) বলেন : এমন শাস্তি দেওয়া হইবে যাহাতে আরামের লেশমাত্র থাকিবে না। ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করিয়াছেন।

اِنَّهُ فُكِّرَ وَقَدَّرَ অর্থাৎ উল্লেখিত লোকটিকে এইরূপ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করিবার কারণ হইল যে, সে একদিকে ঈমান হইতে দূরে রহিয়াছে এবং কুরআন সম্পর্কে কি উক্তি করিবে বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

فَقْتِلْ كَيْفَ قَدَّرْتُمْ قَتِلْ كَيْفَ قَدَّرَ অর্থাৎ অভিশপ্ত হউক! সে কেমন করিয়া সে এমন সিদ্ধান্ত নিল। আরো অভিশপ্ত হউক সে কেমন করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল! আল্লাহ তা'আলা নিজেই তাহাকে অভিশপ্ত করিয়াছেন।

ثُمَّ نَظَرَ-ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ-ثُمَّ أَدْبَرَ وَأَسْتَكْبَرَ অর্থাৎ একবার চিন্তা-ভাবনা করিয়া সে কুরআনকে মানুষের কথা আখ্যা দিয়া পুনরায় চাহিয়া দেখিয়া চিন্তা-ভাবনা করিয়া অকুণ্ঠিত করিয়া মুখ বিকৃত করিয়া আবার পিছন ফিরিয়া দৃষ্টির সহিত বলিল, ইহা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছু নহে, ইহাতো আল্লাহর কথা নয়-মানুষেরই কথা। উল্লেখ্য যে, এইখানে যে লোকটির বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে সে হইল বিশিষ্ট কুরাইশ নেতা ওলীদ ইব্ন মুগীরা আল মাখযুমী। প্রাসংগিক ঘটনাটি নিম্নরূপ :

আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ওলীদ ইব্ন মুগীরা একদিন হযরত আবু বকর (রা)-এর কাছে আসিয়া কুরআন সম্পর্কে জানিতে চাহিলে

তিনি তাহার সামনে কুরআনের পরিচয় তুলিয়া ধরেন। ওলীদ ইব্ন মুগীরা ফিরিয়া গিয়া কুরাইশদের নিকট বলিল, ইব্ন আবু কাবশার (অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর কথা শুনিয়া তো আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। আমি আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি যে, উনি যাহা বলেন, উহা কাব্য, যাদু বা মাতলামী কিছুই নহে। উহা যে, আল্লাহর কলাম তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা শুনিয়া অন্যান্য কুরাইশ নেতৃবৃন্দ অস্থির হইয়া বলিল, হায়! হায়! ওলীদই যদি ধর্ম ত্যাগ করিয়া ফেলে তো অন্যান্য কুরাইশরাও তাহাই করিবে। আবু জাহল এই সংবাদ শুনিয়া বলিল, তোমাদিগের চিন্তার কোন কারণ নাই। আমি একাই ওলীদকে ধর্ম ত্যাগের হাত হইতে রক্ষা করিব। এই বলিয়া সে ওলীদের বাড়িতে যাইয়া তাহাকে বলিল, তুমি কি জান যে, তোমার সম্প্রদায় তোমার জন্য চাঁদা তুলিতেছে? তাহারা তোমাকে সাদকা প্রদান করিবে, বোধ হয়। ওলীদ বলিল, কেন আমার কি সম্পদের অভাব আছে? আমি কি ধনবল ও জনবলে সকলের শীর্ষে নহি? আবু জাহল বলিল, তাহা তো ঠিক জানি কিন্তু শুনিলাম লোকে বলাবলি করে যে, তুমি না-কি দুই মুঠো খাওয়ার জন্য ইব্ন আবু কুহাফার (আবু বকর (রা) কাছে যাতায়াত কর! তাই নাকি! আমার সম্প্রদায় আমার ব্যাপারে এইরূপ কথাবার্তা বলে? আল্লাহর কসম! জীবনে আর কখনো ইব্ন আবু কুহাফা, উমর বা ইব্ন আবু কাবশা (মুহাম্মদ (সা) কাহারো কাছেই যাইব না। মুহাম্মদ যাহা বলে তাহা তো লোক-পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ছাড়া কিছুই নহে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা لَاتَبْقَىٰ وَلَا تَذَرُ لَاتَبْقَىٰ وَلَا تَذَرُ এই আয়াতগুলি নাযিল করেন।

কাতাদা (র) বলেন : ওলীদ ইব্ন মুগীরা বলিয়াছিল যে, কুরআন সম্পর্কে অনেক চিন্তা-গবেষণা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, মুহাম্মদ যাহা বলেন তাহা কাব্য নয়। তবে উহার লালিত্য ও মাধুর্য অস্বীকার করা যায় না। উহা অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে অন্যের দ্বারা নিজে প্রভাবিত হয় না। উহা যে লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা فَقَتِلْ كَيْفَ قَدَّرَ فَقَتِلْ كَيْفَ قَدَّرَ الخ। নাযিল করেন।

ইব্ন জারীর (র) ইকরিমা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইকরিমা (রা) বলেন, ওলীদ ইব্ন মুগীরা একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করিলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে কুরআন পাঠ করিয়া শুনান। শুনিয়া ওলীদ ইব্ন মুগীরার অন্তর বিগলিত হইয়া যায়। আবু জাহল এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া ওলীদের কাছে আসিয়া বলিল, চাচাজান! আপনার সম্প্রদায় তো চাঁদা তুলিয়া আপনাকে কিছু দান-সাদকা করিবার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছে। ওলীদ অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, কী ব্যাপার? আবু জাহল বলিল, ব্যাপার আর কি, কিছু পাওয়ার আশায় নাকি আপনি মুহাম্মদের পিছু ধরিয়াছেন। শুনিয়া ওলীদ বলিল, কেন, তাহারা কি জানে না যে, আমিই তাহাদিগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অর্থশালী! আবু জাহল বলিল, ঠিক আছে তাহাদিগের ধারণা যদি ভুলই হইয়া থাকে তো আপনি মুহাম্মদ সম্পর্কে এমন একটি মন্তব্য করুন যাহাতে স্পষ্ট হইয়া যায় যে, আপনি মুহাম্মদকে স্বীকার করেন না। ওলীদ বলিল, দেখ তোমাদের মধ্যে আমি একজন স্বনামধন্য কবি। অনেক কিছুই আমার জানা। কিন্তু মুহাম্মদ যাহা বলে, মানুষের

কোন কথার সহিত তাহার কোন মিল খুঁজিয়া পাই না। অপূর্ব মাধুর্যে ভরা তাহার কথা। অন্য সব কথাই তাহার কথার সামনে তুচ্ছ ও হীন বলিয়া মনে হয়। আবু জাহ্ল! তুমিই বল, এমতাবস্থায় আমি তাহার সম্পর্কে কি-ই-বা বিরূপ মন্তব্য করিতে পারি? আবু জাহ্ল বলিল, তবে মনে রাখিবেন মুহাম্মদ সম্পর্কে কঠোর ভাষায় কোন মন্তব্য না করা পর্যন্ত আপনার সম্প্রদায় আপনার সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করিতেছে তাহাদিগের অন্তর হইতে উহা মোচন করা যাইবে না। ওলীদ বলিল, আচ্ছা ঠিক আছে, আমাকে একটু সময় দিন, আমি চিন্তা করিয়া দেখি, কি বলা যায়। ওলীদ কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করিয়া বলিল, আসলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মুহাম্মদ যাহা বলে উহা লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু বৈ কিছুই নয়। তখন আল্লাহ তা'আলা **تَسْعَةَ عَشْرَ..... وَمَنْ خَلَقْتُ** নাযিল করেন।

সুন্দী (র)-এর মতে দারুন্নদওয়ার বৈঠকে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের কেহ বলিল, মুহাম্মদকে কবি আখ্যা দেওয়া হউক, কেহ বলিল যাদুকার সাব্যস্ত করা হউক, কেহ বলিল, গণক আবার কেহ বলিল, পাগল উপাধিতে ভূষিত করা হউক। তখন ওলীদ ইব্ন মুগীরা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া চোখ তুলিয়া তাকাইয়া ۞ কুণ্ঠিত করিয়া ও মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, মুহাম্মদ যাহা বলে, উহা লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু বৈ নহে, ইহা তো মানুষেরই কথা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

سَأْمَلِيهِ سَقَرٌ অর্থাৎ আমি তাহাকে সাকার নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করিব। তাহার পর আল্লাহ তা'আলা সাকার এর ভয়াবহতার প্রতি ইংগিত করিয়া বলেন :

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ আপনি কি জানেন যে, সাকার কি জিনিস?" অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইহার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া বলেন :

لَاتُبْقَىٰ وَلَا تَذَرُ অর্থাৎ এই সাকার জাহান্নামীদের অস্থি-মজ্জা, মেদ-গোশ্ত, চর্ম-চর্বি ইত্যাদি খাইয়া ফেলিবে। আবার পূর্বের ন্যায় ভালো হইয়া যাইবে। তা তথায় তাহারা মরিবেও না বাঁচিবেও না। আবু সিনান, ইব্ন বুরায়দা এবং আরো অনেকে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

لَوَاحَةٌ لِّلْبَشَرِ অর্থাৎ সাকার জাহান্নামীদের গাত্রচর্ম দগ্ধ করিয়া অন্ধকার রাতের চেয়েও কালো করিয়া ফেলিবে এবং দেহকে জ্বলাইয়া ভুনা করিয়া ফেলিবে।

عَلَيْهَا تَسْعَةَ عَشْرَ অর্থাৎ সাকার-এর তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে ভয়ানক আকৃতি বিশিষ্ট বৃহাদাকার উনিশজন প্রহরী।

ইব্ন আবু হাতিম (র) বারা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বারা (রা) এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : একদল ইয়াহুদী জনৈক সাহাবীকে জাহান্নামের প্রহরী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলই এই ব্যাপারে ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কানেও এই সংবাদ দেওয়া হয়। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তা'আলা **عَلَيْهَا تَسْعَةَ عَشْرَ** নাযিল করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবাদেরকে এই

আয়াত শুনাইয়া বলিলেন, ‘ইয়াহুদীদেরকে আমার কাছে ডাকিয়া আন। তাহারা আসিলে আমি তাহাদিকে জিজ্ঞাসা করিব যে, জান্নাতের মাটি কেমন। তোমরা শুনিয়া রাখ যে, জান্নাতের মাটি হইল সাদা ময়দার ন্যায়।’ কিছুক্ষণ পর ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, বলুন তো জাহান্নামের প্রহরী কতজন? রাসূলুল্লাহ (সা) দুইবার দুই হাতের আঙ্গুল উঠাইয়া দ্বিতীয়বারে এক হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল বন্ধ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, উনিশ জন। অতঃপর বলিলেন, ‘তোমরা বলতো জান্নাতের মাটি কেমন হইবে?’ তাহারা বলিল, ভাই ইবন সালাম আপনিই জবাব দিন। ইবন সালাম বলিল, জান্নাতের মাটি হইল সাদা রুটির ন্যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, ‘এই রুটি হইল ময়দার তৈরি।’

আবু বকর ইবন বাযযার (র) জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, মুহাম্মদ! আপনার সাহাবীরা তো আজ ঠকিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : কোন ব্যাপারে? লোকটি বলিল, কতিপয় ইয়াহুদী তাদের জাহান্নামীদের সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল যে, আমরা আমাদের রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিতে পারিব না। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, ‘সাহাদিগকে কোন অজানা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তাহারা বলে যে, আমাদের নবীকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমরা বলিতে পারিব না; তাহারা ঠকিল কি করিয়া? ঐ আল্লাহর শত্রুদেরকে আমার কাছে ডাকিয়া আন। ওরা তো সেই জাত যাহারা তাহাদিগের নবীর কাছে দাবি করিয়াছিল যে, আমাদের নবীকে প্রকাশ্যে দেখাও।’

সাহাবাগণ ইয়াহুদীদেরকে ডাকিয়া আনিলেন। আসিয়া তাহারা জিজ্ঞাসা করিল যে, বল তো, আবুল কাসেম! জাহান্নামীদের প্রহরী কতজন? রাসূলুল্লাহ (সা) ইংগিতে বুঝাইয়া দিলেন যে, উনিশ জন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, তোমরা বলতো, জান্নাতের মাটি কেমন? প্রশ্ন শুনিয়া তাহারা একজন আরেকজনের দিকে তাকাইতে লাগিল। অতঃপর একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, এই তো রুটির ন্যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : ‘বল, ময়দার রুটির ন্যায়।’

(২১) وَمَا جَعَلْنَا صُحْبَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۖ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ لَيْسَتِيقِينَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيُزَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۗ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ ۗ

(২২) كَلَّا وَالْقَمَرَ ۙ

(২৩) وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ ۙ

(২৪) وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ۙ

(২৫) إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكَبِيرِ ۙ

(২৬) نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ۙ

(২৭) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۙ

৩১. আমি ফেরেশতাদিগকে করিয়াছি জাহান্নামের প্রহরী; কাফিরদিগের পরীক্ষা স্বরূপই আমি উহাদিগের এই সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছি, যাহাতে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, বিশ্বাসীদিগের বিশ্বাস বর্ধিত হয় এবং বিশ্বাসীরা ও কিতাবীগণ সন্দেহ পোষণ না করে। ইহার ফলে, যাহাদিগের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা ও কাফিররা বলিবে, ‘আল্লাহ এই অভিনব উক্তি দ্বারা কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন?’ এইভাবে আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা পথ ভ্রষ্ট এবং যাহাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করেন। তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। জাহান্নামের এই বর্ণনা তো মানুষের জন্য সাবধান বাণী।

৩২. কখনই না, উহারা ইহাতে কর্ণপাত করিবে না, চন্দ্রের শপথ,

৩৩. শপথ রাত্রির, যখন উহার অবসান ঘটে।

৩৪. শপথ প্রভাতকালের, যখন উহা হয় আলোকোজ্জ্বল-

৩৫. এই জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদসমূহের অন্যতম,

৩৬. মানুষের জন্য সতর্ককারী—

৩৭. তোমাদিগের মধ্যে যে অগ্রসর হইতে চাহে কিংবা যে পিছাইয়া পড়ে, তাহার জন্য।

তাফসীর : জাহান্নামের প্রহরীর সংখ্যা হইবে উনিশ জন। এই কথা শুনিয়া আবু জাহল বলিল, আরে! ভয়ের কি আছে? তোমরা দশজনে মিলে কি তাদের একজনকে অর্থাৎ একশত নব্বইজনে মিলে উনিশজনকে কি হারাইয়া দিতে পারিবে না? ইহার প্রতিবাদে আল্লাহ তা‘আলা বলিতেছেন :

وَمَا جَعَلْنَا أَمْطِبَ النَّارِ إِلَّا مَلِيكَةً ۙ অর্থাৎ আমি যাহাদিগকে জাহান্নামের প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছি তাহারা হইল ফেরেশতা— তোমাদের মত মানুষ নয়; কঠোর স্বভাবের প্রবল শক্তিশালী এই ফেরেশতাদিগকে হারাইবার ক্ষমতা তোমাদের নাই।

তাহার উপযুক্ত কারণও আছে। আকাশের এক আঙ্গুল পরিমাণ এমন কোন জায়গাও নেই যেখানে সিজদারত ফেরেশতা নাই। আমি যাহা জানি তোমরা তাহা জানিলে তোমরা অল্প হাসিতে ও বেশি কাঁদিতে। বিছানায় শুইয়া স্ত্রী ভোগ করিতে পারিতে না এবং লোকালয় ছাড়িয়া জঙ্গলে গিয়া আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করিতে। আবু যর (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি যদি একটি বৃক্ষ হইতাম যাহাকে কাটা যায় তাহা হইলে ভাল হইত। এই মহাবিপদ হইতে রক্ষা পাইতাম।

তাবারানী (র)... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “সাত আকাশে এক পা আধা হাত বা এক হাত রাখিবার জায়গাও খালি নাই- সর্বত্রই কোন না কোন ফেরেশতা হয়ত দাঁড়াইয়া আছে অথবা সিজদারত কিংবা রুকু অবস্থায় রহিয়াছে। কিয়ামতের দিন সকলেই বলিবে, “পূত-পবিত্র তুমি হে আল্লাহ! আমরা যথাযথভাবে তোমার ইবাদত করিতে পারি নাই। তবে এতটুকু বলিতে পারি যে, তোমার সহিত কোন কিছু শরীক করি নাই।”

মুহাম্মদ ইব্ন নাসর মারওয়যী (র)..... হাকীম ইব্ন হিয়াম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাকীম ইব্ন হিয়াম (রা) বলেন, আমরা কতিপয় সাহাবা একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত বসিয়া ছিলাম। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : “আমি যাহা শুনিতেছি তোমরা কি তাহা শুনিতেছ?” সাহাবাগণ বলিলেন, না, আমরা তো কিছুই শুনিতেছি না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : “সঙ্গত কারণেই আকাশ চড় চড় করিয়া আওয়াজ করিতেছে। আকাশের আধা হাত জায়গা খালি নাই। সর্বত্রই একজন না একজন ফেরেশতা সিজদা বা রুকু অবস্থায় বিদ্যমান।”

মুহাম্মদ ইব্ন নাসর (র)..... আ'লা ইব্ন সা'দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আ'লা ইব্ন সা'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন সাহাবীদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি যাহা শুনিতেছি তোমরা কি তাহা শুনিতেছ?” সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিল, হুয়ূর! আপনি কি শুনিতেছেন? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : সঙ্গত কারণেই আকাশ চড় চড় আওয়াজ করিয়াছে। আকাশে এক কদম পরিমাণ জায়গাও ফাঁকা নাই। সর্বত্রই ফেরেশতা রুকু সিজদা বা দণ্ডায়মান অবস্থায় রহিয়াছে। ফেরেশতাদের ভাষ্য হইল যে, اِنَّا لَنَحْنُ الْمَافُؤُونَ وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ অর্থাৎ “আমরা সারিবদ্ধভাবে আল্লাহর তসবীহ পাঠে রত রহিয়াছি।”

মুহাম্মদ ইব্ন নাসর (র)..... আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, হযরত উমর (রা) একদিন মসজিদে আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, জামাআত দাঁড়াইয়া গিয়াছে আর তিনজন লোক এক জায়গায় বসিয়া রহিয়াছে। তন্মধ্যে একজন হইল আবু জাহশ লায়ছী। দেখিয়া উমর (রা) বলিলেন, তোমরা এইখানে বসিয়া কেন? চল, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত নামাযে शामिल হও। এই কথার পর দুইজন উঠিয়া গেল। কিন্তু আবু জাহশ উঠিতে অস্বীকার করিয়া বলিল, যদি আমার চেয়ে শক্তিশালী কেহ আসিয়া আমাকে ধরাশায়ী করিয়া উপুড় করিয়া ফেলিতে পারে, তবেই আমি উঠিতে পারি, অন্যথায় নয়। উমর (রা) বলেন, অন্য কাহারো অপেক্ষা না করিয়া আমি নিজেই তাহাকে উপুড় করিয়া মাটিতে ফেলিয়া

দেই। ইত্যবসরে হযরত উসমান (রা) আসিয়া অমাকে নিরস্ত্র করে। হযরত উমর (রা) রোষ প্রদীপ্ত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ছুটিয়া যান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে উমর! কি হইল তোমার? উমর (রা) ঘটনাটি আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : “ঐ নরাধমের মাথাটাই আমার কাছে লইয়া আসিলে আমি খুশী হইতাম।” এই কথা শুনিয়া উমর (রা) ঐ লোকটির দিকে ছুটিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। কিছুদূর যাইবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, শোন উমর। আল্লাহ্ তা‘আলা আবু জাহশের নামাযের জন্য ঠেকায় পড়েন নাই। প্রথম আকাশে এমন অসংখ্য ফেরেশতা আছে যাহারা অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া আছে। কখনো মাথা উত্তোলন করে না। কিয়ামতের দিন মাথা উঠাইয়া বলিবে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমরা তো যথাযথভাবে আপনার ইবাদত করিতে পারি নাই। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় আকাশে অসংখ্য ফেরেশতা সিজদায় পড়িয়া রহিয়াছে। কিয়ামতের পূর্বে আর কখনো ইহারা সিজদা হইতে মাথা উঠাইবে না। কিয়ামতের সময় মাথা উঠাইয়া বলিবে, “আল্লাহ্! পূত-পবিত্র তুমি। আমরা যথাযথভাবে তোমার ইবাদত করিতে পারিলাম না।”

উমর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘হে আল্লাহ্ রাসূল! ফেরেশতাদিগের তাসবীহ্ কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : প্রথম আকাশের ফেরেশতার বলা, سُبْحَانَ نَبِيِّ الْمَلَكُوتِ দ্বিতীয় আকাশের ফেরেশতার বলা, سُبْحَانَ نَبِيِّ الْعِزَّةِ وَالْجَبْرُوتِ وَالتَّجْوِوتِ তৃতীয় আকাশের ফেরেশতার বলা, سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ উমর! তুমিও নামাযের মধ্যে এইগুলি পাঠ কর। উমর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হুযূর! ইতিপূর্বে আপনি আমাকে যাহা শিখাইয়াছিলেন এবং নামাযের মধ্যে পড়িতে বলিয়াছিলেন, সেইগুলি কি করিব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : “কখনো সেইগুলি আবার কখনো এইগুলি পাঠ করিও।” ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমর (রা)-কে নামাযের মধ্যে যাহা পড়িতে বলিয়াছিলেন তাহা হইল : أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ يَخْطُوكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ جَلِّ وَجْهِكَ এই হাদীসটি মুনকার ও গরীব।

মুহাম্মদ ইব্ন নাসর (র)..... আব্বাদ ইব্ন মানসূর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্বাদ ইব্ন মানসূর (র) বলেন, আদী ইব্ন আরতাত একদিন খুতবা প্রদানকালে বলিলেন যে, আমি এক সাহাবীর মুখে শুনিয়াছি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্ র এমন অসংখ্য ফেরেশতা আছে যে, আল্লাহ্ র ভয়ে তাহারা সদা প্রকম্পিত থাকে। আল্লাহ্ র ভয়ে কাহারো চোখ হতে অশ্রু নির্গত হইলে সেই অশ্রু ফোঁটা নামাযরত কোন না কোন ফেরেশতার গায়ে পতিত হয়। উহাদিগের মধ্যে অনেক ফেরেশতা এমন আছে যে, আকাশ- সৃষ্টি হইতেই তাহারা সিজদায় পড়িয়া আছে। এই পর্যন্ত কখনো তাহারা সিজদা হইতে মাথা উত্তোলন করে নাই এবং কিয়ামত পর্যন্ত উঠাইবেও না। আবার ঠিক একইভাবে একশ্রেণীর ফেরেশতা রুকু অবস্থায় আছে। কিয়ামতের দিন মাথা উঠাইয়া তাহারা আল্লাহ্ র পাশে চাহিয়া বলিবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যথাযথভাবে আপনার ইবাদত করিতে পারিলাম না।’

وَمَا هِيَ إِلَّا نَذِيرٌ لِلْبَشَرِ ۝ অর্থাৎ জাহান্নামের এই বর্ণনা মানুষের জন্য সাবধান বাণী। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

كَلَّا وَالْقَمَرَ - وَاللَّيْلَ إِذَا أَدْبَرَ - وَالصُّبْحَ إِذَا أَسْفَرَ - إِنَّهَا لَأِحْدَى الْكُبَرِ -
نَذِيرًا لِلْبَشَرِ - لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ -

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা চন্দ্র রাত্র ও প্রভাতের শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, এই জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদসমূহের অন্যতম এবং মানুষের জন্য সতর্ককারী। এখন তোমাদিগের মধ্যে যাহার ইচ্ছা এই সতর্ক বাণী গ্রহণ করিতে পার আর যাহার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করিতে পার।

(২৮) كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۝

(২৯) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ۝

(৪০) فِي جَنَّتٍ شَدِيدَتِ السَّاءُ لُؤُنٌ ۝

(৪১) عَنِ الْمُجْرِمِينَ ۝

(৪২) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۝

(৪৩) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصَلِينَ ۝

(৪৪) وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمَسْكِينِ ۝

(৪৫) وَكُنَّا نَحْوُضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ۝

(৪৬) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝

(৪৭) حَتَّىٰ أَتَيْنَا الْيَقِينَ ۝

(৪৮) فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّفِيعِينَ ۝

(৪৯) فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ۝

(৫০) كَانَتْهُمْ حَرْمٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ۝

(৫১) فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ۝

(৫২) بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتِي صُحُفًا مُّنتَشَرَةً ۝

(৫৩) كَلَّا بَلْ لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ۝

(৫৪) كَلَّا إِنَّهُ تَذَكَّرٌ ۝

(৫৫) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۝

(৫৬) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَعْرِفَةِ ۝

৩৮. প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ,

৩৯. তবে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণ নহে,

৪০. তাহারা থাকিবে উদ্যানে এবং তাহারা জিজ্ঞাসাবাদ করিবে-

৪১. অপরাধীদিগের সম্পর্কে,

৪২. 'তোমাদিগকে কিসে সাকার-এ নিষ্ফেপ করিয়াছে?'

৪৩. উহারা বলিবে, 'আমরা মুসল্লীদিগের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না,

৪৪. 'আমরা অভাবগ্রস্তকে আহার্য দান করিতাম না,

৪৫. 'এবং আমরা আলোচনাকারীদিগের সহিত আলোচনায় নিমগ্ন থাকিতাম।

৪৬. 'আমরা কর্মফল দিবস অস্বীকার করিতাম।

৪৭. 'আমাদিগের নিকট মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত।'

৪৮. ফলে সুপারিশদিগের সুপারিশ উহাদিগের কোন কাজে আসিবে না।

৪৯. উহাদিগের কি হইয়াছে যে, উহারা মুখ ফিরাইয়া লয় উপদেশ হইতে?

৫০. উহারা যেন ভীত-ত্রস্ত গর্দভ।

৫১. যাহা সিংহের সম্মুখ হইতে পলায়নপর।

৫২. বস্তৃত উহাদিগের প্রত্যেকেই কামনা করে- যে তাহাকে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেওয়া হউক।

৫৩. না, ইহা হইবার নহে, বরং উহারা তো আখিরাতে ভয় পোষণ করে না।

৫৪. না, ইহা হইবার নহে, কুরআনই সকলের জন্য উপদেশ বাণী।

৫৫. অতএব যাহার ইচ্ছা সে ইহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করুক।

৫৬. আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেহ উপদেশ গ্রহণ করিবে না। একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করিবার অধিকারী।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ - إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِيْنِ - فِي جَنَّتِ
يَتَسَاءَلُوْنَ - عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ - مَا سَأَلَكُمُ فِي سَقَرٍ - قَالُوا لَمْ نَكُ مِنْ

الْمُضَلِّينَ - وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمَسْكِينِ - وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ -
وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ - حَتَّى آتَانَا الْيَقِينَ -

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ থাকিবে। কিন্তু যাহারা ডান হাতে আমলনামা লাভ করিবে তাহারা তখন জান্নাতের সুরম্য অট্টালিকায় বসিয়া জাহান্নামীদের দুর্দশা অবলোকন করিবে এবং অপরাধীদেরকে জিজ্ঞাসা করিবে, কি ব্যাপার? তোমাদিগের এই দুর্দশা কেন? উত্তরে তাহারা বলিবে, দুনিয়াতে আমরা আল্লাহর ইবাদতও করি নাই এবং মানুষের সহিত কখনো সদ্ব্যবহার করি নাই। আমরা নামায পড়িতাম না এবং অভাবগ্ৰস্তকে আহার দান করিতাম না। অজ্ঞতাভবশত মুখে যাহা আসিত তাহাই বলিয়া ফেলিতাম। ঈমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে কাহাকেও কোন কটুক্তি করিতে দেখিলে আমরাও তাহাদিগের সহিত যোগ দিতাম। কেহ বিভ্রান্ত হইলে আমরাও তাহার সহিত বিভ্রান্ত হইতাম। সর্বোপরি আমরা কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করিতাম আর এই অবস্থায়ই আমাদের মৃত্যু আসিয়া পড়ে। এই আয়াতে **يَقِينَ** অর্থ মৃত্যু। যেমন অন্য এক আয়াতে আছে যে, **وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى**, **يَأْتِيكَ الْيَقِينَ** অর্থাৎ ইয়াকীন তথা মৃত্যুর আসিবার পূর্ব পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর।

হযরত উসমান ইব্ন মায়উন (রা)-এর মৃত্যু সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেনঃ **اماهو - اى عثمان بن مظعون فقد جاءه اليقين من ربه** অর্থাৎ উসমান ইব্ন মায়উনের তো তাহার প্রতিপালক হইতে মৃত্যু আসিয়া গিয়াছে। এইখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মৃত্যুকে বুঝাইবার জন্য **يقين** শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشُّفَعَاءِ অর্থাৎ যাহারা এই ধরনের অপরাধে অপরাধী হইবে কিয়ামতের দিন কোন সুপারিশ তাহাদিগের উপকারে আসিবে না। কারণ, অন্যের সুপারিশে মুক্তি সেই পাইবে, যে সুপারিশ পাওয়ার উপযুক্ত। কিয়ামতের দিন যাহারা কাফির হইয়া উথিত হইবে তাহারা সুপারিশের পাত্রই নহে। এই ধরনের লোক তো চিরকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ অর্থাৎ ব্যাপার কি? কি কারণে এই কাফিররা তোমার উপদেশ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতেছে?

كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ অর্থাৎ সত্য প্রত্যাখ্যান ও সত্য বিমুখতার ব্যাপারে মনে হয় যে, ইহারা সিংহের খাবা হইতে পলায়নপর ভীত-ত্রস্ত গর্দভ।

وَأَرْثَا۟ۤ اٰ۟رْثًا۟ۤ اٰ۟رْثًا۟ۤ اٰ۟رْثًا۟ۤ اٰ۟رْثًا۟ۤ اٰ۟رْثًا۟ۤ অর্থাৎ এই মুশরিকদের সকলেই সত্যের দাওয়াত গ্রহণের পরিবর্তে কামনা করে যে, বরং আমাকে একটি উনুজ্জ গ্রন্থ দেওয়া হউক, যেমন মুহাম্মদ (সা)-কে দেওয়া হইয়াছে। মুজাহিদ ও অন্যরা এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۗ أَلَمْ نَعْلَمْ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ অর্থাৎ তাহাদিগের নিকট কোন আয়াত আসিলে তাহারা বলে, আল্লাহর রাসূলদেরকে যাহা দেওয়া হইয়াছে, আমরাদিগকেও তাহা না দেওয়া পর্যন্ত আমরা কিছুতেই ঈমান আনিব না। আল্লাহই ভালো জানেন যে, তিনি তাহার রিসালাত কোথায় রাখিবেন।

كَلَّا۟ۤ - بَلْ لَّا يَخَافُونَ ۝ الأخره অর্থাৎ ইহারা সত্যকে গ্রহণ না করিবার আসল কারণ হইল, ইহারা আখিরাতকেই ভয় করে না। এই বেপরোয়া আর বে-ঈমানীই তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

كَلَّا۟ۤ اِنَّهُ تَذَكُّرَةٌۭ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۚ وَمَا يَذْكُرُونَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ ۗ কুরআনই সকলের জন্য উপদেশ বাণী। অতএব যাহার ইচ্ছা সে ইহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করুক। বস্তুত আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেহ উপদেশ গ্রহণ করিবে না। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ ۗ অর্থাৎ তোমরা তাহাই কামনা করিবে আল্লাহ যাহা কামনা করেন।

هُوَ اَهْلُ التَّقْوَىٰ وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই এমন সত্তা যাহাকে ভয় করা যায় আর তাওবাকারীদের অপরাধ একমাত্র তিনিই মার্জনা করিতে পারেন। কাতাদা (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন **هُوَ اَهْلُ التَّقْوَىٰ وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ** এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন : “তোমাদিগের প্রতিপালক বলিতেছেন যে, আমি-ই একমাত্র ভয়ের পাত্র। অতএব আমার সহিত কাহাকেও শরীক সাব্যস্ত করিও না। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সহিত শরীক সাব্যস্ত করা হইতে বিরত থাকিবে সে-ই আমার ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য।”

ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইব্ন মাজাহ্ কায়েস ইব্ন হাব্বাবের হাদীস হইতে ইমাম নাসায়ী মুআফী ইব্ন ইমরানের হাদীস হইতে এবং ইহার দুইজন সুহায়ল ইব্ন আব্দুল্লাহ হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে আবু ইয়াল্লা, বাযযার, বগবী ও অন্যরা সুহায়ল কুতায়বী হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

সূরা কিয়ামা

৪০ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

- (১) لَا اُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَمَةِ ۝
- (২) وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللّٰوَامَةِ ۝
- (৩) اَیَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ لَّنْ نَّجْمَعَهُ عِظَامَهُ ۝
- (৪) بَلَىٰ قَدِیْرٍ عَلٰی اَنْ تُسَوِّیَ بِنَانَهُ ۝
- (৫) بَلْ یُرِیْدُ الْاِنْسَانُ لَیْفَجْرَ اَمَامَهُ ۝
- (৬) یَسْئَلُ اَیَّانَ یَوْمِ الْقِیَمَةِ ۝
- (৭) فَاِذَا بَرِقَ الْبَصْرُ ۝
- (৮) وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝
- (৯) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝
- (১০) یَقُوْلُ الْاِنْسَانُ یَوْمَئِذٍ اَیْنَ الْمَقَرُّ ۝
- (১১) كَلَّا لَا وَزَرَ ۝
- (১২) اِلٰی رَبِّكَ یَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۝
- (১৩) یُنَبِّئُ الْاِنْسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاٰخَرَهُ ۝

(১৪) بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۝

(১৫) وَالْوَالِقَىٰ مَعَاذِيرَةٌ ۝

১. আমি শপথ করিতেছি কিয়ামত দিবসের।
২. আরও শপথ করিতেছি তিরস্কারকারী আত্মার।
৩. মানুষ কি মনে করে যে, আমি তাহার অস্থিসমূহ একত্র করিতে পারিব না?
৪. বস্তৃত আমি উহার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিদ্যন্ত করিতে সক্ষম।
৫. তবুও মানুষ তাহার সম্মুখে যাহা আছে তাহা অস্বীকার করিতে চাহে;
৬. সে প্রশ্ন করে, ‘কখন কিয়ামত দিবস আসিবে?’
৭. যখন চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে,
৮. এবং চন্দ্র হইয়া পড়িবে জ্যোতিহীন,
৯. যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হইবে—
১০. সেদিন মানুষ বলিবে, ‘আজ পালাইবার স্থান কোথায়?’
১১. না, কোন আশ্রয়স্থল নাই।
১২. সেদিন ঠাঁই হইবে তোমার প্রতিপালকেরই নিকট।
১৩. সেদিন মানুষকে অবহিত করা হইবে সে কী অগ্রে পাঠাইয়াছে ও কী পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছে।
১৪. বস্তৃত মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত,
১৫. যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে।

তাকসীর : উপরে একাধিকবার এই কথা বলা হইয়াছে যে, কারো কোন বক্তব্যকে খণ্ডন করিবার জন্য শপথ করা হয়, তাহা হইলে এর তাকীদের জন্য শপথের পূর্বে ۝ যোগ করা সংগত। এইখানে কিয়ামতের দিবসের পুনরুত্থান সম্পর্কে অজ্ঞ লোকদের বিরূপ মনোভাব খণ্ডন করিয়া উহার বাস্তবতা ও যৌক্তিকতা প্রমাণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ এইখানে যেই বিষয়ে শপথ করা হইয়াছে উহা হইল খণ্ডনীয় বিষয়। বিধায় কসমের শুরুতে ۝ যোগ করিয়াই আল্লাহ তা‘আলা বলিয়াছেন :

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ الْوَالِقَةِ ۝ অর্থাৎ আমি কিয়ামত দিবস ও তিরস্কারকারী আত্মার শপথ করিতেছি।

হাসান (র) বলেন, এইখানে শুধু কিয়ামতের দিবসের শপথ করা হইয়াছে— তিরস্কারকারী আত্মার শপথ করা হয়নি। পক্ষান্তরে কাতাদা (র) বলেন, কিয়ামত দিবস ও তিরস্কারকারী আত্মা উভয়েরই শপথ করা হইয়াছে। ইব্ন আবু হাতিম (র) এইরূপই বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, হাসান ও আরাজُ لَا أُفْسِمُ-এর স্থলে لُفْسِمُ পাঠ করিতেন। অর্থাৎ অবশ্যই আমি কিয়ামত দিবসের শপথ করিতেছি, তিরস্কারকারী আত্মার শপথ করি না। এই অর্থটি অবশ্য হাসানের মতকে সমর্থন করে। তবে বিশুদ্ধ মত হইল এই যে, কাতাদার মতানুসারে আল্লাহু তা'আলা একত্রে উভয়টিরই শপথ করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) ও সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র)-এর মতও ইহাই। ইব্ন জারীর (র)-ও এই ব্যাখ্যাটি পছন্দ করিয়াছেন।

কিয়ামতের দিবসের ব্যাখ্যা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কারণ ইহার পরিচয় সকলের কাছেই স্পষ্ট। তবে النَّفْسُ الْوَأْمَةُ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। এই প্রসঙ্গে কুররা ইব্ন খালিদ (র) বলেন : যাহারা প্রকৃত ঈমানদার তাহারা সর্বদাই নিজেকে তিরস্কার করিতে থাকে যে, এই কথা কেন বলিয়াছ? ইহা কেন খাইয়াছ? বা এইরূপ কেন কল্পনা করিয়াছ? ইত্যাদি। এই জন্যই النَّفْسُ الْوَأْمَةُ তথা তিরস্কারকারী আত্মা বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে ফাসিক-ফাজিরদের অবস্থা হইল যে, তাহারা অন্যায় করিতেই থাকে—কখনো নিজেকে তিরস্কার করে না। জুয়াইবির (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান (র) বলেন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেহ নেই যে, কিয়ামতের দিন নিজেকে তিরস্কার করিবে না।

ইব্ন আবু হাতিম (র) ইকরিমা (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, মানুষ ভালো-মন্দ সব কাজেই নিজেকে তিরস্কার করে। কোন ভালো কাজ ছুটিয়া গেলে কাজটি কেন করা হইল না আর কোন মন্দ কাজ করিয়া ফেলিলে উহা কেন করা হইল এই তিরস্কার করা হয়। অনুরূপ সাঈদ মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত আছে।

আলী ইব্ন আবু তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, الْوَأْمَةُ অর্থ المذمومة অর্থাৎ নিন্দনীয় আত্মা। কাতাদা (র) বলেন : الْوَأْمَةُ অর্থ الفاجرہ অর্থাৎ পাপী আত্মা।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, এই প্রতিটি ব্যাখ্যাই প্রায়ই সমার্থবোধক। ইহাতে মূলত তেমন কোন বিরোধ নাই।

أَيْحَسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نُجْمَعَ عِظَامَهُ - بَلَىٰ قَدْرَيْنَ عَلَىٰ أَنْ تُسَوَّىٰ أَيْحَسَبُ অর্থাৎ মানুষ কি মনে করে যে, কিয়ামতের সময় আমি তাহাদিগের বিক্ষিপ্ত হাড়িগুলি একত্রিত করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে জীবিত করিতে পারিব না? অবশ্যই পারিব। শুধু তাহাই নয়—বরং মানুষের অঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিদ্যমান করিতে আমি সক্ষম।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, أَنْ تُسَوَّىٰ অর্থাৎ আমি মানুষের অঙ্গুলীর অগ্রভাগকে উট কিংবা ঘোড়ার পায়ের

তালুর ন্যায় করিতে সক্ষম। মুজাহিদ, ইকরিমা, হাসান, কাতাদা, যাহ্বাক এবং ইব্ন জারীর (র) এইরূপই বলিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতে قَادِرِينَ শব্দটি বাহ্য جمع হইতে 'হাল' হইয়াছে। সুতরাং অর্থ হইবে এইরূপ যে, মানুষ কি মনে করে যে, আমি তাহার বিক্ষিপ্ত হাড়গুলি একত্রিত করিতে পারিব না? অবশ্যই পারিব। সংগে সংগে উহাদিগের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পুনর্বিদ্যস্ত করিতে সক্ষম।

بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ অর্থাৎ তবুও মানুষ তাহার সম্মুখে যাহা আছে উহা অর্থাৎ মৃত্যু বা কিয়ামতকে অস্বীকার করিতে চাহে।

সাদ্দ ইব্ন জুবায়র (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতের অর্থ হইল, তবুও মানুষ অবাধে অপরাধ করিয়া চলিতেছে।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ অর্থাৎ মানুষ বলে যে, অপরাধ করিতে থাক। একদিন তওবা করিয়া লইলেই চলিবে।

হাসান বসরী (র) বলেন, প্রতিটি মানুষই এক পা এক পা করিয়া আল্লাহর নাফরমানীর দিকে অগ্রসর হয়। তবে আল্লাহ যাহাকে রক্ষা করেন সেই কেবল রক্ষা পায়।

ইকরিমা, সাদ্দ ইব্ন জুবায়র, যাহ্বাক, সুদী (র) এবং আরো অনেক হইতে বর্ণিত যে, আলোচ্য আয়াতের অর্থ তবুও মানুষ অপরাধ করিতে বিলম্ব করে না কিন্তু তওবা করিতে গড়িমসি করে।

আলী ইব্ন আবু তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়াতের অর্থ হইল কাফির মানুষ কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করে। ইব্ন যায়দের মতও ইহাই। এই অর্থটিই বেশী গ্রহণযোগ্য। কারণ, পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ সে জিজ্ঞাসা করে যে, কিয়ামত দিবস কখন আসিবে? এই জিজ্ঞাসা মূলত জানার জন্য প্রশ্ন করা নয়— বরং কিয়ামত দিবসের বাস্তবায়ন ও অস্তিত্ব অস্বীকার করাই উদ্দেশ্য। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ - قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ -

অর্থাৎ তাহারা বলে যে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তো বল, কিয়ামত কখন আসিবে? হে রাসূল! আপনি বলিয়া দিন, তোমাদিগের জন্য একটি দিবস নির্ধারণ করিয়া রাখা হইয়াছে, যাহা হইতে তোমরা বিন্দুমাত্র সামনেও অগ্রসর হইতে পারিবে না। পিছনেও যাইতে পারিবে না।

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ
الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَلْمَفْرُ -

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন ভয়াবহ অবস্থা দেখিয়া যখন মানুষের চক্ষু স্থির হীন হইয়া যাইবে কোন কিছুই তাহার চোখে পড়িবে না, চন্দ্র জ্যোতিহীন হইয়া যাইবে এবং চন্দ্র ও সূর্যকে একত্রিত করা হইবে; সেইদিন মানুষ পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবে এবং বলিবে আজ পালাইবার স্থান কোথায়? তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন :

كَلَّا لَأَوْزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ
সেইদিন একমাত্র তোমার প্রতিপালকের নিকটই ঠাই হইবে ।

ইবন আব্বাস ও ইবন মাসউদ (রা), সাঈদ ইবন জুরায়র (র) এবং আরো অনেকে বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল সেদিন কাফিররা কোন প্রকারেই মুক্তি পাইবে না । যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

مَالِكُمْ مِنْ مَّجَاءٍ يَوْمَئِذٍ وَمَالِكُمْ مِنْ نَّكِيرٍ
তোমাদিগের কোন আশ্রয়স্থল থাকিবে না এবং আত্মগোপন করিবার কোন স্থান পাইবে না । মোটকথা আল্লাহ ব্যতীত কোথাও সেদিন কোন ঠাই পাওয়া যাইবে না ।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ
অর্থঃ কিয়ামতের দিন মানুষকে অগ্রের-পশ্চাতের, ছোট-বড়, নতুন-পুরাতন সব আমল সম্পর্কেই অবহিত করা হইবে । যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا
কৃতকর্ম উপস্থিত পাইবে । আর তোমার প্রতিপালক কাহারো উপর অবিচার করিবেন না । অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

بَلْ لِلْإِنْسَانِ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْفَىٰ مَعَاذِيرَهُ
নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত এবং নিজের কর্ম সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত যদিও সে নানা অজুহাত অবতারণা করিয়া সত্যকে অস্বীকার করে ।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا
অর্থঃ তুমি তোমার আমলনামা পড় । আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট ।

আলী ইবন আবু তালহা (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, بَلْ لِلْإِنْسَانِ عَلَىٰ الخ হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে ।

কাতাদা (র) বলেন : মানুষ নিজেই সেদিন নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। এতদসত্ত্বেও মানুষ অন্যের ছিদ্রাশেষণে সদা তৎপর আর নিজের দোষের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন।

কথিত আছে যে, এই ইঞ্জীল শরীফে লিখা ছিল, হে আদম সন্তান! তুমি অন্যের চোখের ধূলিকণাও দেখিতে পাইতেছ আর তোমার চোখে যে কড়িকাঠ পড়িয়া আছে তাহা টের পাইতেছ না?

মুহাহিদ (র) বলেন, **وَلَوْ أَلْفَى مَعَاذِيرَهُ** মানুষ কিয়ামতের দিন আযাব হইতে রেহাই পাইবার জন্য তর্কে লিপ্ত হইবে এবং নানা অজুহাত অবতারণা করিবে।

কাতাদা (র) বলেন : কিয়ামতের দিন যতই অজুহাত অবতারণা করা হউক তাহা গ্রহণ করা হইবে না।

সুদ্দী (র) বলেন, মানুষ নিজের পক্ষে প্রমাণ পেশ করিলেও রেহাই পাইবে না। ইবন যায়দ, হাসান বসরী (র) এবং আরো অনেকে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইবন জারীর (র)-ও এই ব্যাখ্যাটিই পছন্দ করিয়াছেন। তবে মুজাহিদের ব্যাখ্যাটিই সর্বাধিক বিশ্বুদ্ধ। যেমন কুরআনের অন্য এক স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মুশরিকরা অজুহাত অবতারণা করিয়া বলিবে, আমরা তো মুশরিক ছিলাম না।

(১৬) لَا تَحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَّعَجَلَ بِهِ ۝

(১৭) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۝

(১৮) فَإِذَا قُرَأْنُهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۝

(১৯) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۝

(২০) كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۝

(২১) وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۝

(২২) وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۝

(২৩) إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ۝

(২৪) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ۝

(২৫) تَتَّظَنُّ أَنْ يَفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۝

১৬. তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ব করিবার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা উহার সহিত সঞ্চালন করিও না ।
১৭. ইহা সংরক্ষণ ও পাঠ করাইবার দায়িত্ব আমারই ।
১৮. সুতরাং যখন আমি উহা পাঠ করি তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর ।
১৯. অতঃপর ইহার বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই ।
২০. না, তোমরা প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনকে ভালবাস,
২১. এবং আখিরাতকে উপেক্ষা কর ।
২২. সেই দিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইবে,
২৩. তাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের দিকে তাকাইয়া থাকিবে ।
২৪. কোন কোন মুখমণ্ডল হইয়া পড়িবে বিবর্ণ ।
২৫. এই আশংকায় যে, এক ধ্বংসকারী বিপর্যয় আসন্ন ।

তাফসীর : প্রথম প্রথম ওহী নাযিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহা আয়ত্ব করিবার জন্য জিবরাঈল (আ)-এর সংগে সংগে আবৃত্তি করিতেন । ইহাতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইত । আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে তাঁহার রাসূল (সা)-কে জিবরাঈল (আ)-এর মুখ হইতে ওহী আয়ত্ব করিবার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়া বলিতেছেন, জিবরাঈল (আ) তোমার নিকট ওহী লইয়া আসিলে তুমি মনোযোগ সহকারে উহা শ্রবণ করিতে থাক । উহার সংরক্ষণ ও বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমার-তজ্ঞন্য তোমার কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না । মোটকথা আপনার দায়িত্ব শুধু মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা আর উহা আপনার বক্ষে সংরক্ষণ করানো আবার যথাযথভাবে আপনার মুখ হইতে পাঠ করানো এবং উহার বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রদান করিবার দায়িত্ব আমার । এই প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَّعَجَلَ بِهِ অর্থাৎ তাড়াতাড়ি ওহী তথা কুরআন আয়ত্ব করিবার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা উহার সহিত সঞ্চালন করিও না । যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُفْضَى إِلَيْكَ وَخَيْهَ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا অর্থাৎ তোমার নিকট ওহী অবতরণ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই তুমি তাড়াতাড়ি করিয়া উহা পাঠ করিও না । আর বল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বাড়াইয়া দাও ।'

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

ان عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ অর্থাৎ তোমার বক্ষে ওহী সংরক্ষণ করা এবং পরবর্তীতে তোমার মুখে উহা পাঠ করানোর দায়িত্ব আমার ।

فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ অর্থাৎ আমার পক্ষ হইতে যখন ফেরেশতা কুরআন পাঠ করেন তখন তুমি মনোযোগ সহকারে উহা শ্রবণ কর । অতঃপর ফেরেশতা তোমাকে যেইভাবে পাঠ করিয়া শুনায় তুমিও সেইভাবে পাঠ কর ।

ثُمَّ اِنْ عَلَيْنَا بَيَانَهُ অর্থাৎ মনোযোগ সহকারে ফেরেশতার পাঠ শ্রবণ এবং তোমার পাঠ শেষে আমার ইচ্ছা ও চাহিদা অনুযায়ী বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিবার যোগ্যতা তোমাকে আমিই প্রদান করিব।

ইমাম আহমদ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথম প্রথম ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় উহা মুখস্ত করিবার জন্য জিবরাঈল (আ)-এর সহিত দুই ঠোঁট সঞ্চালন করিয়া পাঠ করিতেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন। মূসা ইব্ন আবু আয়েশা (র) বলেন, এই হাদীস বর্ণনা করিবার সময় সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) আমাকে বলিলেন, এই দেখ, ইব্ন আব্বাস (রা) আমাকে যেইভাবে ঠোঁট সঞ্চালন করিয়া দেখাইয়াছিলেন আমিও তোমাকে সেইভাবে ঠোঁট সঞ্চালন করিয়া দেখাইতেছি। ইহার পর হইতে রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী মনোযোগ সহকারে ওহী শ্রবণ করিতেন এবং জিবরাঈল (আ) চলিয়া গেলে হুবহু পাঠ করিয়া শুনাইতেন।

ইব্ন আবু হাতিম (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ওহী অবতীর্ণ হইবার পর উহা আয়ত্ত্ব করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাহার দুই ঠোঁট সঞ্চালন করিতে দেখা যাইত। উহা এই জন্য করিতেন যেন ওহী ভুলিয়া না যান। ওহী অবতারণ শেষ হওয়া পর্যন্তই তিনি এই নিয়ম পালন করিতেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা لَا تُحَرِّكَ بِهِ لِسَانَكَ নাযিল করেন। শা'বী, হাসান বসরী, কাতাদা, মুজাহিদ, যাহ্‌হাক (র) এবং আরো অনেকে এই মতই ব্যক্ত করেন যে, উল্লিখিত প্রসংগেই এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। তবে কেহ কেহ ভিন্নমত পোষণ করেন। যেমন ইব্ন জারীর (র) আওফী সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সবসময়ই কুরআন পাঠ করিতে থাকিতেন যেন ভুলিয়া না যান। এই প্রসংগেই আল্লাহ তা'আলা لَا تُحَرِّكَ بِهِ لِسَانَكَ নাযিল করিয়া জানাইয়া দিলেন যে, কুরআন সংরক্ষণের জন্য আপনাকে এত কষ্ট করিতে হইবে না। ইহার দায়িত্ব আমি সম্পূর্ণ আমার নিজের হাতেই তুলিয়া লইলাম।

ইব্ন আব্বাস (রা), আতিয়া, আওফী (র) বলেন : ثُمَّ اِنْ عَلَيْنَا بَيَانَهُ অর্থ কুরআনে বর্ণিত হালাল-হারামের বিশদ ব্যাখ্যা আপনাকে আমিই জানাইয়া দিব। কাতাদা (র)-ও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

ثُمَّ اِنْ عَلَيْنَا بَيَانَهُ অর্থাৎ দুনিয়া-প্রীতি এবং আখিরাত বর্জনই কাফিরদিগকে কিয়ামত দিবস অস্বীকার করা এবং কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন এক শ্রেণীর লোকের মুখমণ্ডল আনন্দময় ও হাস্যোজ্জ্বল থাকিবে। ইহারা সরাসরি স্বচক্ষে আল্লাহ তা'আলাকে দেখিতে

পাইবে। যেমন বুখারী শরীফে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, 'তোমরা অবশ্যই তোমাদিগের প্রতিপালককে সরাসরি স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে।'

উল্লেখ্য যে, পরকালে ঈমানদারদের আল্লাহ্ তা'আলার দর্শন লাভের বিষয়টি অসংখ্য বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা এমনভাবে প্রমাণিত যে, উহা অস্বীকার করার কোন উপায় নাই। যেমন বুখারী ও মুসলিমে আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস আছে যে, কতিপয় লোক একদিন জিজ্ঞাসা করিল যে, হে আল্লাহ্ র রাসূল! আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের প্রতিপালককে দেখিতে পাইব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : "আচ্ছা মেঘ মুক্ত আকাশে চন্দ্র সূর্য দেখিতে কি তোমাদের কোন ব্যাঘাত পাইতে হয়?" লোকেরা বলিল, না, তাতে তো কোন ব্যাঘাত পাইতে হয় না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : "কিয়ামতের দিন তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে এমন নির্বিঘ্নে দেখিতে পাইবে যেমন পূর্ণিমার চন্দ্রকে দেখিতে পাও।"

বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, হযরত আবু মুসা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "প্রত্যেক জান্নাতীকে দুইটি করিয়া জান্নাত দেওয়া হইবে, যাহার যাবতীয় আসবাবপত্র হইবে সোনার তৈরি। সেই জান্নাতী এবং আল্লাহ্ র দীদারের মাঝে আল্লাহ্ র কিবরিয়্যার চাদর ব্যতীত অন্য কোন আড়াল থাকিবে না। ইহা জান্নাতের আদনের বর্ণনা।"

ইমাম মুসলিম (র) সুহাইব (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, তোমরা আরো কিছু চাও কি? তাহারা বলিবে, আর কি চাই! আপনি কি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করিয়া দেন নাই? আপনি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান নাই? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা পর্দা উন্মুক্ত করিয়া আত্মপ্রকাশ করিবেন। তখন আল্লাহ্ র দর্শনই সকল জান্নাতীর নিকট সর্বাপেক্ষা উত্তম ও প্রিয় বলিয়া মনে হইবে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) لَذِيْنَ أَحْسَنُوا الخ আয়াতটি পাঠ করেন।

মুসলিম শরীফের আরেক হাদীসে আছে যে, জাবির (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : (কিয়ামতের চত্বরে) আল্লাহ্ তা'আলা হাসি মুখে আত্মপ্রকাশ করিবেন।

এই সব হাদীস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামতের চত্বরে এবং জান্নাতে ঈমানদারগণ আল্লাহ্ তা'আলাকে পরিষ্কার দেখিতে পাইবেন। ইমাম আহমদ (র) ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "নিম্ন পর্যায়ের একজন জান্নাতী দীর্ঘ দুই হাজার বছর পর্যন্ত তাহার রাজ্য পরিদর্শন করিবে। কাছের এবং দূরের বস্তুকে সে একই সমান দেখিতে পাইবে। তাহার

স্ত্রী ও সেবকগণ সর্বদা তাহার চোখের সামনে থাকিবে। আর সর্বোচ্চ পর্যায়ের একজন জান্নাতী প্রত্যহ দুইবার আল্লাহর দর্শন লাভ করিবে।” এই ধরনের আরো বহু হাদীস রহিয়াছে। স্মর্তব্য যে, আল্লাহর দর্শন লাভ বিষয়ে সাহাবা তাবেয়ীন ও তাবয়ে-তাবেয়ীনসহ কাহারো কোন দ্বিমত নাই। এ ব্যাপারে সকলেই একমত।

إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ এই আয়াতের কেহ কেহ এই অর্থ করিতে চাহেন যে, ঈমানদারগণ তাহাদিগের প্রতিপালক হইতে পুরস্কার লাভের অপেক্ষায় থাকিবে। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটি সংগত কারণেই গ্রহণযোগ্য নয়।

وَوَجُوهٌ يُّوْمِنُونَ بِأَسْرَةٍ - تَنْظُرُونَ أَنْ يَفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ এই অংশ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কোন বিপর্যয় আসিয়া পড়ে কিনা কোন কোন মুখমণ্ডল বিবর্ণ ও মলিন হইয়া যাইবে। গুনাহগার ও ফাসিক ফাজিরদের অবস্থাই এইরূপ হইবে। تَنْظُرُونَ অর্থ تستيقنون অর্থাৎ বিপর্যয় আসিবার ব্যাপারে তাহারা নিশ্চিত হইয়া যাইবে।

সুদী (র) বলেন : অপরাধীরা সেইদিন এই ব্যাপারে নিশ্চিত হইয়া যাইবে যে, ধ্বংস তাহাদিগের অনিবার্য।

ইবন যায়দ (র) বলেন : তাহারা নিশ্চিত বুঝিবে যে, তাহাদিগের জাহান্নামে প্রবেশ করিতেই হইবে। আলোচ্য আয়াতটির অনুরূপ আরেকটি আয়াত হইল :

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ আর কতিপয় হইবে কালো মলিন। অন্যত্র বলা হইয়াছে :

وَجُوهٌ يُّوْمِنُونَ مُسْفِرَةٌ - ضَاكَّةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ - وَوَجُوهٌ يُّوْمِنُونَ عَلَيْهَا غَتْرَةٌ - بَرَهَقُهَا قَتْرَةٌ - أُولَئِكَ هُمُ الْكُفْرَةُ الْفَجْرَةُ -

অর্থাৎ অনেক মুখমণ্ডল সেইদিন হইবে উজ্জ্বল সহাস্য ও প্রফুল্ল এবং অনেক মুখমণ্ডল সেইদিন হইবে ধূলিধূসর, সেইগুলিকে আচ্ছন্ন করিবে কালিমা। ইহারাই কাফির ও পাপাচারী। অন্যত্র আছে :

وَجُوهٌ يُّوْمِنُونَ خَاشِعَةٌ - عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ - تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً - تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ اِنِّيَّةٍ - لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ - لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ - وَوَجُوهٌ يُّوْمِنُونَ اِنْ شِئْتُمْ اَنْ نَّسِفَنَّهَا مِنْ عَالِيَةِ جَنَّةِ عَلِيَّةٍ - اَرْحَمُكُمْ اَوْ اَشَدُّكُمْ اِنْ شِئْتُمْ اَنْ نَّسِفَنَّهَا مِنْ عَالِيَةِ جَنَّةِ عَلِيَّةٍ - اَرْحَمُكُمْ اَوْ اَشَدُّكُمْ اِنْ شِئْتُمْ اَنْ نَّسِفَنَّهَا مِنْ عَالِيَةِ جَنَّةِ عَلِيَّةٍ -

অর্থাৎ “সেইদিন অনেক মুখমণ্ডল অবনত ক্লিষ্ট ক্লান্ত হইবে, উহারা প্রবেশ করিবে জ্বলন্ত অগ্নিতে; উহাদিগকে অত্যুষ্ণ প্রস্রবণ হইতে পান করান হইবে, উহাদিগের জন্য খাদ্য থাকিবে না দারী ব্যতীত; যাহা উহাদিগকে তুষ্ট করিবে না এবং উহাদিগের ক্ষুধা নিবৃত্ত করিবে না।

আর অনেক মুখমণ্ডল সেইদিন হইবে আলোকোজ্জ্বল নিজদিগের কর্মে সাফল্যে পরিতৃপ্ত-সুমহান জান্নাতে। এই ধরনের আরো বহু আয়াত রহিয়াছে।

- (২৬) كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الثَّرَاقِي ۝
 (২৭) وَقِيلَ مَنْ سَنُورَاقِ ۝
 (২৮) وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ۝
 (২৯) وَ اتَّفَقَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ۝
 (৩০) إِلَىٰ مَرَاتِكِ يَوْمِذِ ۝
 (৩১) فَلَا صَدَقَ وَلَا وُصِّلَ ۝
 (৩২) وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝
 (৩৩) ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَمُطِي ۝
 (৩৪) أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۝
 (৩৫) ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۝
 (৩৬) أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ۝
 (৩৭) أَلَمْ يَكْ نُطْفَعًا مِنْ مَنِيٍّ يُُمْتَىٰ ۝
 (৩৮) ثُمَّ كَانَ عِلقَةً فَخَلَقَ فَسُوًى ۝
 (৩৯) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝
 (৪০) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدْرِ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۝

২৬. যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে,

২৭. এবং বলা হইবে, 'কে তাহাকে রক্ষা করিবে?'

২৮. তখন তাহার প্রত্যয় হইবে যে, ইহা বিদায়ক্ষণ।

২৯. এবং পায়ের সংগে পা জড়াইয়া যাইবে।

৩০. সেইদিন আল্লাহুর নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যানীত হইবে।

৩১. সে বিশ্বাস করে নাই এবং সালাত আদায় করে নাই।

৩২. বরং সে সত্য প্রত্য্যখ্যান করিয়াছিল ও মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল।

৩৩. অতঃপর সে তাহার পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরিয়া গিয়াছিল দম্ভভরে।

৩৪. দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ!

৩৫. আবার দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ!

৩৬. মানুষ কি মনে করে যে, তাহাকে নিরর্থক ছাড়িয়া দেওয়া হইবে?

৩৭. সে কি স্থলিত শুক্রবিন্দু ছিল না?

৩৮. 'অতঃপর সে আলাকায় পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাহাকে আকৃতি দান করেন ও সূঠাম করেন।

৩৯. অতঃপর তিনি তাহা হইতে সৃষ্টি করেন যুগল—নর ও নারী।

৪০. তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করিতে সক্ষম নহেন?

তাফসীর : মৃত্যুকালীন ভয়াবহ অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ “যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে।” এই আয়াতের দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথমত, সাবধান হে আদম সন্তান! মৃত্যু আসিয়া পড়িলে তখন আমার কোন কথাই তোমরা অস্বীকার করিতে পারিবে না বরং সবই তখন তোমাদিগের চোখের সামনে সত্যরূপে ফুটিয়া উঠিবে। দ্বিতীয় অর্থ, সত্যিই যখন তোমার রুহ দেহ হইতে বাহির হইয়া কণ্ঠনালীতে আসিয়া পড়িবে; তখন নিঃসন্দেহে ...। - تَرْقُوة - تَرَقِي এর বহুবচন অর্থাৎ কণ্ঠনালী। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَلَوْ لَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ - وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ - وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ - فَلَوْ لَا آتَى كُنُتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ -

অর্থাৎ পরন্তু কেন নয়— প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয় এবং তখন তোমরা তাকাইয়া থাক, আর আমি তোমাদিগের অপেক্ষা তাহার নিকটতর কিন্তু তোমরা দেখিতে পাও না। তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও, তবে তোমরা উহা ফিরাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ইকরিমা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতের অর্থ হইল, “আর তখন বলা হইবে, কে আছ যে, ঝাড়-ফুক করিয়া তাহাকে রক্ষা করিবে।”

আবু কিলাবা (র) বলেন যে, এই আয়াতের অর্থ হইল, “তখন বলা হইবে, কে আছ ডাক্তার, যে চিকিৎসা করিয়া তাহাকে আরোগ্য দান করিবে?” কাতাদা, যাহুহাক এবং ইব্ন যায়দ (র)-ও এই ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

ইব্ন আবু হাতিম (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ অর্থ, তখন ফেরেশতারা বলাবলি করিবে যে,

এই লোকটির রুহ লইয়া কে আকাশে আরোহণ করিবে, রহমতের ফেরেশতা নাকি আযাবের?

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ “এবং পায়ের সংগে পা জড়াইয়া যাইবে।”

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, মৃত্যুকালে মুমূর্ষ ব্যক্তির নিকট দুনিয়া ও আখিরাত একাকার হইয়া যায়। অর্থাৎ সেই মুহূর্তটি হয় দুনিয়ার শেষদিন আর আখিরাতের প্রথম দিন। ফলে বিপদের আর শেষ থাকে না।

ইকরিমা (র) বলেন, অর্থাৎ সেই সময় একটি ভয়াবহ বিষয় আরেকটি ভয়াবহ বিষয়ের সহিত একত্রিত হয়।

মুজাহিদ (র) বলেন : এক বিপদ আরেক বিপদের সহিত মিলিত হয়।

হাসান বসরী (র) বলেন : তীব্র মৃত্যু যন্ত্রণা ও অস্থিরতার ফলে মুমূর্ষ ব্যক্তির পায়ের সংগে পা জড়াইয়া যায়।

হাসান বসরী (র) হইতে আরেকটি বর্ণনা আছে যে, আয়াতের অর্থ হইল, কাফনের মধ্যে দুই পা একত্রে জড়াইয়া যাওয়া।

যাহহাক (র) বলেন : وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া দুইটি আয়োজন শুরু হয়। একদিকে দুনিয়ার মানুষ তাহার কাফন-দাফনের আয়োজন করে। অপরদিকে ফেরেশতারা তাহার রুহ হেফাজতের আয়োজন করে।

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ “সেইদিন সমস্ত কিছু আল্লাহর নিকট প্রত্যানীত হইবে।” অর্থাৎ মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির আত্মা আকাশে তুলিয়া নেওয়া হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমার বান্দাকে তোমরা পৃথিবীতে রাখিয়া আস। কারণ মানুষকে আমি মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি। আবার সেই মাটিতেই আমি তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিব। পুনরায় সেই মাটি হইতে আরেকবার তাহাদিগকে বাহির করিব। যেমন বারা ইব্ন আযিব (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে এইরূপ বর্ণনা রহিয়াছে।

وَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّىٰ - وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ - ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ অর্থাৎ সে বিশ্বাস করে নাই এবং সালাত আদায় করে নাই- বরং সে সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল ও মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল। অতঃপর সে তাহার পরিবার-পরিজনের নিকট দস্তভরে ফিরিয়া গিয়াছিল।

এই আয়াতে সেই কাফিরদের সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হইতেছে, যাহারা পার্থিব জীবনে অন্তরে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং আমল হইতে মুখ ফিরাইয়া নিয়াছিল। ফলে ভিতরে-বাহিরে কোন প্রকারেই কোন কল্যাণ লইয়া আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হইতে পারে নাই। এতদসত্ত্বেও পার্থিব জীবনে তাহাদিগের দস্ত ও অহমিকার

শেষ ছিল না। অত্যন্ত দশের সহিত পরিবার-পরিজনের সংগে মিলিত হইত। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ এবং যখন উহাদিগের আপনজনের নিকট ফিরিয়া আসিত তখন উহারা ফিরিত উৎফুল্ল হইয়া। অন্য আয়াতে বলেন :

إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا - إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ - بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا অর্থাৎ সে তাহার স্বজনদিগের মধ্যে তো আনন্দে ছিল। যেহেতু সে ভাবিত যে, সে কখনই ফিরিয়া যাইবে না। নিশ্চয় ফিরিয়া যাইবে, তাহার প্রতিপালক তাহার উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এই দাঙ্কিক কাফিরদেরকে কঠোরভাবে ভীতি প্রদান করিয়া বলিতেছেন :

أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ - ثُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ! আবার দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ! অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সহিত কুফরী কর আবার দম্ব ও অহমিকা প্রকাশ কর, ইহা তোমাদিগের জন্য মোটেই মানায় না। এর পরিমাণে তোমাদিগের যথেষ্ট দুর্ভোগ পোহাইতে হইবে। এইভাবে ধমক দিয়া অবজ্ঞার সূরে কথা বলিবার আরো প্রমাণ রহিয়াছে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

ذُوقْ نِعَابَ الْعَذَابِ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদিগকে ধমকের ও অবজ্ঞার সূরে বলিবেন, এখন দেখ মজাটা, তুমি তো প্রতাপশালী ও সম্মানী লোক! অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :

كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ অর্থাৎ কিছুদিন সুখ ভোগ করিয়া লও, তোমরা তো অপরাধী।

فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ অর্থাৎ ঠিক আছে, আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া যাহার ইচ্ছা, দাসত্ব করিয়া লও! অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :

إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ অর্থাৎ তোমাদিগের যাহা মনে চায় করিতে থাক।

ইবন আবু হাতিম (র)..... মুসা ইবন আবু আয়েশা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু আয়েশা (র) বলেন, সাঈদ ইবন জুবায়র (র) বলিয়াছেন أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ الخ। এই কথাটি প্রথমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবু জাহলকে বলিয়াছিলেন। অতঃপর ওহীরূপে নাযিল হয়।

ইমাম নাসায়ী (র)..... সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি হযরত ইবন আব্বাস (রা)-কে أُولَىٰ لَكَ الخ এই আয়াত সম্পর্কে

জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রথমে আবু জাহলকে এই কথাটি বলিয়াছিলেন। পরে আল্লাহ্ তা'আলা ওহীরূপে নাযিল করেন।

ইব্ন আবু হাতিম (র)..... কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাতাদা (র) বলেন : আল্লাহ্‌র দুশমন নরাধম আবু জাহল একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাপড় টানিয়া ধরিয়াছিল। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : اَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ الخ উত্তরে আবু জাহল বলিল, মুহাম্মদ! তুমি আমাকে ভয় দেখাইতেছ? তুমি আর তোমার আল্লাহ্ একযোগে হইয়াও আমার কিছুই করিতে পারিবে না। জান, এই পাহাড়ের মাঝে যারা চলাচল করে তাদের সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আমি।

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدًى অর্থাৎ মানুষ কি মনে করে যে, তাহাকে নিরর্থক ছাড়িয়া দেওয়া হইবে? এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সুদী (র) বলেন, মানুষ কি মনে করে যে, তাহাকে পুনরুত্থিত করা হইবে না?

মুজাহিদ, শাফেয়ী, আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র) বলেন : মানুষ কি মনে করে যে, কোন আদেশ-নিষেধ না করিয়া এমনিতেই ছাড়িয়া দেওয়া হইবে?

বস্তুত, এই আয়াত দ্বারা ব্যাপকভাবে উভয় অর্থই বুঝানো হইয়াছে যে, মানুষকে দুনিয়াতেও আদেশ-নিষেধ না করিয়া স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই এবং পুনরুত্থিত না করিয়াও কবরে ফেলিয়া রাখা হইবে না। বরং দুনিয়াতেও তাহারা আল্লাহ্‌র আইনের অধীনে বন্দী আর মৃত্যুর পরও কবর হইতে হাশর ময়দানে উত্থিত করিয়া কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব নেওয়া হইবে। এই আয়াত দ্বারা মূলত পুনরুত্থান প্রমাণ করা এবং পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের দাবি খণ্ডন করাই উদ্দেশ্য। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةٌ مِّنْ مَّنِيٍّ يُمْنِيٍّ অর্থাৎ মানুষ কি তুচ্ছ পানি দ্বারা গঠিত দুর্বল শুক্রবিন্দু ছিল না, যাহা পুরুষের মেরুদণ্ড হইতে স্থলিত হইয়া প্রথমে নারীর জরায়ুতে প্রবেশ করে?

ثُمَّ كَانَ عُلْقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنثَىٰ অর্থাৎ অতঃপর সেই স্থলিত শুক্রবিন্দু রক্ত পিণ্ডে, তারপর গোশ্বতের টুকরায় পরিণত হয়। তাহার পর আল্লাহ্ তা'আলা উহাকে আকৃতি দান করেন ও আত্মা সঞ্চরণ করেন। অবশেষে উহা সূঠাম ও সুদেহী নারী বা পুরুষে পরিণত হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَدْرِ عَلٰى اَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتٰى অর্থাৎ এই একবিন্দু শুক্র হইতে যেই সত্তা এত সূঠাম সুদেহী মানব সৃষ্টি করিতে সক্ষম, তিনি কি মরিয়া যাইবার পর এই মৃত মানুষ গলিয়া পুনরায় জীবিত করিতে পারিবেন না? বস্তুত প্রথমবার সৃষ্টি করিবার তুলনায় পুনর্জীবিত করা আল্লাহ্‌র পক্ষে অধিক সহজ।

যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :

هُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ অর্থাৎ তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন আবার তিনিই পুনর্জীবিত করিবেন। বস্তুত পুনর্জীবিত করা প্রথম সৃষ্টির চেয়ে অনেক সহজ।

ইমাম আবু দাউদ (র).... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “তোমাদের কেহ সূরা ত্বীন পাঠ করিলে পড়িয়া যেন সে بلى অর্থাৎ হ্যাঁ বলিয়া স্বীকৃতি প্রদান করে। আর যদি কেহ সূরা কিয়ামা পাঠকালে الخ পড়ে, সেও যেন بلى তথা হ্যাঁ বলিয়া স্বীকৃতি প্রদান করে। আর যদি কেহ সূরা মুরসালাত পাঠকালে فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ পর্যন্ত পৌঁছে সে যেন বলে, اٰمَنَّا بِاللّٰهِ অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌তে ঈমান আনিয়াছি।

ইব্ন জারীর (র)..... কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাতাদা (র) বলেন, আমি শুনিতে পাইয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) اَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدْرِ الخ এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিতেন : سُبْحَانَكَ وَبَلَى

ইব্ন আবু হাতিম (র)..... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) اَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدْرِ الخ এই আয়াত পাঠ করিয়া বলিতেন : سُبْحَانَكَ وَبَلَى

সূরা দাহর

৩১ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

মুসলিম শরীফে আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) জুমুআর দিন ফজর নামাযে সূরা সাজদা ও সূরা দাহর পাঠ করিতেন।

একটি মুরসাল হাদীসে আছে যে, যখন এই সূরাটি অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সা) উহা পাঠ করেন, তখন কৃষ্ণ বর্ণের এক সাহাবী তথায় উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) পাঠ করিতে করিতে জান্নাতের বর্ণনা পর্যন্ত পৌঁছার পর লোকটি বিকট একটি চিৎকার দেয় এবং সংগে সংগে তাহার প্রাণ পাখী উড়িয়া যায়। দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, জান্নাতের উদ্বন্ধ স্পৃহা তোমাদিগের সাথীর প্রাণ কাড়িয়া নিয়াছে।

(১) هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝

(২) إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيهِ ۖ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

(৩) إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ۖ إِمَّا شَاكِرًا ۖ وَإِمَّا كَفُورًا ۝

১. কাল প্রবাহে মানুষের উপর এমন এক সময় আসিয়াছিল যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না।

২. আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি মিলিত শুক্রবিন্দু হইতে, তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য, এইজন্য আমি তাহাকে করিয়াছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন।

৩. আমি তাহাকে পথের নির্দেশ দিয়াছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হইবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হইবে।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন : هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝ অর্থাৎ আমি মানব জাতিকে সৃষ্টি করিবার পূর্বে

তুচ্ছ ও দুর্বল হওয়ার কারণে তাহারা উল্লেখযোগ্য কোন বস্তুই ছিল না। অতঃপর ইহার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া আল্লাহ বলিতেছেন :

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ ۖ অর্থাৎ আমি মানুষকে নারী ও পুরুষের মিলিত শুক্রবিন্দু হইতে সৃষ্টি করিয়াছি।

এর ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি মানুষকে নারী ও পুরুষের মিলিত শুক্রবিন্দু হইতে সৃষ্টি করিয়াছি। অর্থাৎ প্রথমে স্বামী-স্ত্রীর শুক্রবিন্দু একত্রে মিলিত হয়। অতঃপর কয়েকসত্তর অতিক্রম করিয়া ধীরে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুঠাম মানুষের রূপ ধারণ করে। ইকরিমা, মুজাহিদ, হাসান এবং রবী ইব্ন আনাস (র)-ও এই কথাই বলেন যে, أَمْشَاجٍ অর্থ পুরুষের শুক্রবিন্দু নারীর শুক্রবিন্দুর সহিত মিলিত হওয়া। আর এইভাবে আমি পরীক্ষা করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۖ অর্থাৎ তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য যে, আমলের দিক থেকে তোমাদিগের কে ভালো।

فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۖ অর্থাৎ মানুষকে সৃষ্টি করিয়া আমি তাহাদিগকে শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করিয়াছি, যাহাতে তাহার সেই শক্তি দ্বারা ইচ্ছা করিলে আল্লাহ অনুগতও হইতে পারে আবার ইচ্ছা করিলে আল্লাহর নাফরমানীও করিতে পারে।

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ۖ অর্থাৎ আমি মানুষকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আমার সঠিক পথের সন্ধান দিয়াছি। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

“হামূদ জাতিকে আমি সঠিক পথের সন্ধান দিয়াছি কিন্তু তাহারা হিদায়াতের উপর অন্ধত্বকে প্রাধান্য দিয়াছে।” অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন : وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۖ অর্থাৎ মানুষকে আমি ভালো ও মন্দ উভয় পথেরই সন্ধান দিয়াছি।

ইকরিমা, আতিয়া, ইব্ন যায়দ, মুজাহিদ (র) ও জমহূর উলামা আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আবু সালিহ, যাহ্‌হাক ও সুদী (র) বলেন, إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ অর্থ আমি মানুষকে মায়ের পেট হইতে বাহির হইয়া দুনিয়াতে আসিবার পথ দেখাইয়া দিয়াছি। তবে এই মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথম ব্যাখ্যাটিই সঠিক ও প্রসিদ্ধ।

“হয় কৃতজ্ঞ হইবে, নয় তো অকৃতজ্ঞ হইবে।” অর্থাৎ আমি মানুষকে সঠিক পথ বাতাইয়া দিয়াছি। এখন হয়তো সে সেই পথে চলিয়া

সৌভাগ্য অর্জন করিবে অন্যথায় উহা অমান্য করিয়া কপালে দুর্ভোগ ডাকিয়া আনিবে। যেমন ইমাম মুসলিম আবু মালিক আশআরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “প্রত্যুষে ঘুম হইতে উঠিয়া প্রতিটি মানুষই নিজেকে ক্রয়-বিক্রয় করে। ইহাতে হয় সে (শয়তানের হাতে তুলিয়া দিয়া) নিজেকে বরবাদ করে কিংবা (হিদায়াতের পথে চলিয়া) আবাদ করিয়া লয়।”

ইমাম আহমদ (র)..... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন কা'ব ইব্ন উজরা (রা)-কে বলিলেন : ‘আল্লাহ তা'আলা তোমাকে নির্বোধদের নেতৃত্ব হইতে রক্ষা করুন।’ কা'ব (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হুয়ূর! নির্বোধদের নেতৃত্ব বলিতে কি বুঝায়? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : আমার পরে এমন বহু নেতার আবির্ভাব ঘটিবে; যাহারা আমার হিদায়াত অনুসরণ করিবে না এবং আমার সুনৃত ও আদর্শ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করিবে না।

যাহারা তাহাদিগের বাতিল ও মিথ্যা মতবাদ সমর্থন করিবে এবং জুলুম ও অন্যায় কাজে তাহাদিগকে সাহায্য করিবে, তাহারা আমার কেহ নয়, আমিও তাহাদিগের কেহ নহি। আমার হাউযে কাওছারে তাহারা স্থান পাইবে না। আর যাহারা তাহাদিগের মিথ্যা মতবাদ সমর্থন না করিবে এবং জুলুম ও অন্যায় কাজে তাহাদিগের সাহায্য না করিবে— তাহারা আমার উম্মত বলিয়া বিবেচিত হইবে, আমিও তাহাদিগের আপন বলিয়া বিবেচিত হইব। আমার হাউযে কাওছারে তাহারা স্থান পাইবে। ওহে কা'ব ইব্ন উজরা! মনে রাখিও, রোযা হইল ঢাল তুল্য, সাদকা ছোট ছোট গুনাহসমূহ মুছিয়া ফেলে এবং নামায আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় কিংবা (বলিয়াছেন) মুক্তি সনদ। হে কা'ব ইব্ন উজরা! হারাম দ্বারা গঠিত গোশত জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। জাহান্নামই এমন ব্যক্তির উপযুক্ত ঠিকানা। হে কা'ব! মানুষ প্রতি সকালে নিজেকে বিক্রয় করিয়া ফেলে। কেহ তো নিজেকে ধ্বংসের হাত হইতে মুক্ত রাখে আবার কেহ নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দেয়।”

ইমাম আহমদ (র).....আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “প্রত্যেক ব্যক্তির ঘরের দরজায় দুটি পতাকা থাকে। একটি ফেরেশতার হাতে অপরটি শয়তানের হাতে। এখন যদি লোকটি আল্লাহর মনপূত কোন কাজের উদ্দেশ্যে বাহির হয়, তাহা হইলে ফেরেশতা পতাকা হাতে তাহার অনুসরণ করে। ফলে কাজ শেষে ঘরে ফিরিয়া আসা পর্যন্ত লোকটি ফেরেশতার পতাকা তলে অবস্থান করে। পক্ষান্তরে যদি লোকটি এমন কাজের উদ্দেশ্যে বাহির হয়, যাহা আল্লাহর মনপূত নয়, তাহা হইলে শয়তান পতাকা হাতে তাহার অনুসরণ করে। ফলে ফিরিয়া আসা পর্যন্ত সে শয়তানের পতাকা তলে অবস্থান করে।”

- (৬) إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلْسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ۝
- (৭) إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۝
- (৮) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۝
- (৯) يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۝
- (১০) وَيُطْعَمُونَ أَلْطَعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝
- (১১) إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ۝
- (১২) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ۝
- (১৩) فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكِ الْيَوْمِ وَلَقَّعَهُمْ نَصْرَةً وَسُرُورًا ۝
- (১৪) وَجَزَّاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ۝

৪. আমি অকৃতজ্ঞদিগের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি শৃঙ্খল, বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি।

৫. সৎকর্মশীলেরা পান করিবে এমন পানীয় যাহার মিশ্রণ কাফুর—

৬. এমন একটি প্রস্রবণের যাহা হইতে আল্লাহর বান্দাগণ পান করিবে, তাহারা এই প্রস্রবণকে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করিবে।

৭. তাহারা কর্তব্য পালন করে এবং সেই দিনের ভয় করে যেই দিনের বিপত্তি হইবে ব্যাপক।

৮. আহাযের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তাহারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহায দান করে।

৯. এবং বলে, ‘কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদিগকে আহায দান করি, আমরা তোমাদিগের নিকট হইতে প্রতিদান চাহি না, কৃতজ্ঞতাও নহে।’

১০. ‘আমরা আশংকা করি আমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের।’

১১. পরিণামে আল্লাহ তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন সেই দিবসের অনিষ্ট হইতে এবং তাহাদিগকে দিবেন প্রফুল্লতা ও আনন্দ।

১২. আর তাহাদিগের ধৈর্যশীলতার পুরস্কার স্বরূপ তাহাদিগকে দিবেন উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র।

তাফসীর : এইখানে প্রথমে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিতেছেন যে, আমার সৃষ্টির মধ্য হইতে যাহারা আমার সহিত কুফরী করিবে; তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবার জন্য আমি শৃঙ্খল বেড়ী ও লেলিহান অগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ازِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ - فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ
অর্থাৎ কাফিরদিগের গলায় বেড়ী লাগাইয়া শৃঙ্খল দ্বারা পা বাঁধিয়া ফুটন্ত পানিতে টানিয়া নেওয়া হইবে। অতঃপর আগুনে পোড়ানো হইবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সৎ কর্মশীলদের পরিণাম সম্পর্কে বলিতেছেন :

انَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا
পান করিবে এমন পানীয় যাহার মিশ্রণ কাফূর। বলা বাহুল্য যে, কাফূর মিশ্রিত জান্নাতের এই পানীয় অত্যন্ত সুস্বাণযুক্ত ও ঠাণ্ডা হইবে। কাফূর এমনিতেই ঠাণ্ডা ও সুস্বাণযুক্ত হইয়া থাকে। তদুপরি জান্নাতের পানীয় হিসাবে উহা অত্যন্ত সুস্বাদু হইবে।

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ
অর্থাৎ কাফূর মিশ্রিত এই পানীয় এর প্রস্রবণ থাকিবে, যাহা হইতে আল্লাহর বান্দাগণ পান করিবে এবং কেবল উহা হইতে পান করিয়াই তাহারা তৃপ্ত হইয়া যাইবে। উল্লেখ্য যে, عَيْنًا শব্দটি তারকীবে তমীযরূপে নসব হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন : এই পানীয় কাফূরের ন্যায় সুস্বাণযুক্ত। আর কেহ বলেন, তাহা কাফূর নামক প্রস্রবণ হইতে পান করিবে।

يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا
অর্থাৎ পানি পান করিবার জন্য প্রস্রবণের কাছে আসিবার প্রয়োজন হইবে না বরং আল্লাহর বান্দাগণ নিজেদিগের প্রাসাদে, বাগ-বাগিচায়, বৈঠকখানায়, মোটকথা যখন যেখানে ইচ্ছা উহা প্রবাহিত করিতে পারিবে। تَفْجِيرٌ
অর্থ الانبعاث অর্থাৎ প্রবাহিত করা। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنُ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا
বলিল, আমরা কিছুতেই ঈমান আনিব না যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য যমীন হইতে একটি প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়া দাও।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَفَجَّرْنَا خَالَهَا نَهْرًا
অর্থাৎ উহার মাঝখানে আমি একটি নদী প্রবাহিত করিয়া দিয়াছি।

মুজাহিদ (র) বলেন : يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا অর্থাৎ আল্লাহর বান্দাগণ ঐ প্রস্রবণটি যেইখানে ইচ্ছা হাঁকাইয়া নিবে। ইকরিমা এবং কাতাদা (র)-ও এই অর্থ বলিয়াছেন।

সুফিয়ান ছাওরী (র) বলেন : আল্লাহর বান্দা যেইভাবে ইচ্ছা উহা ব্যবহার করিবে ।

يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا অর্থাৎ আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দাদের পরিচয় হইল এই যে, তাহারা আল্লাহর যাবতীয় আদেশ নিষেধ মানিয়া চলে এবং নযরের মাধ্যমে নিজেরা নিজদিগের উপর যাহা ওয়াজিব করে, উহা যথাযথভাবে পূর্ণ করে আর এমন একদিনের ভয় করে যাহার বিপত্তি হইবে ব্যাপক ।

ইমাম মালিক (র)... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের মানত করে সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করিয়া উহা পূরণ করে আর কেহ আল্লাহর নাফরমানী করিবার মানত করিলে যেন সে আল্লাহর নাফরমানী না করে । ইমাম বুখারী (র)-ও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন ।

يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا অর্থাৎ আর তাহারা কিয়ামত দিবসের হিসাবের পরিণাম মন্দ হইবার আশংকায় আল্লাহর নিষিদ্ধ কর্ম বর্জন করিয়া চলে । বস্তুত উহা এমন এক দিবস যাহার বিপত্তি সকলকেই গ্রাস করিবে । তবে আল্লাহ যাহার প্রতি দয়া করেন কেবল সে-ই রক্ষা পাইবে ।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : فَاشِيَا অর্থ مُسْتَطِيرًا অর্থাৎ বিস্তৃত । কাতাদা (র) বলেন : আমি আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি যে, সেই দিবসের বিপত্তিতে আকাশ-যমীন সবকিছুই ছাইয়া যাইবে ।

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا অর্থাৎ আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তাহারা অভাবগ্রস্ত ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে । মুজাহিদ, মুকাতিল ও ইব্ন জারীর (র)-এর মতে عَلَىٰ حُبِّهِ অর্থ আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও । কেহ কেহ বলেন, عَلَىٰ حُبِّهِ অর্থ আল্লাহর ভালোবাসায় । তবে প্রথম অর্থটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য । যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ অর্থাৎ সম্পদের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও আল্লাহর পথে সম্পদ দান করে । আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ অর্থাৎ তোমরা যাহা ভালবাস তাহা হইতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করিবে না ।

ইমাম বায়হাকী (র) আ'মশের সূত্রে নাফি' (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, নাফি' (র) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) একবার অসুস্থ হইয়া পড়েন । তখন আঙ্গুরের মওসুম সবেমাত্র শুরু হইয়াছে । তিনি আঙ্গুর খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহার স্ত্রী হযরত সফিয়্যা (রা) এক দিরহাম দ্বারা একছড়া আঙ্গুর খরীদ করাইয়া আনেন । যাহাকে আঙ্গুর খরীদ করিবার জন্য পাঠানো হইয়াছিল ফিরিবার পথে তাহার

সংগে একজন ভিক্ষুক আসিয়া দরজায় হাঁক দিবার সংগে সংগে ইব্ন উমর (রা) আঙ্গুরগুলি তাহাকে দান করিয়া দিবার নির্দেশ দেন। ফলে আঙ্গুরগুলি তাহাকে দিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর সফিয়্যা (রা) আবারো লোক পাঠাইয়া এক দিরহামের আঙ্গুর খরীদ করাইয়া আনেন। এইবারও তাহার পিছনে পিছনে ভিক্ষুকটি আসিয়া হাঁক দিলে ইব্ন উমর (রা) আঙ্গুরগুলি তাহাকে দান করিয়া দিবার নির্দেশ দেন। ফলে আঙ্গুর তাহাকে দিয়ে দেওয়া হয় এবং হযরত সফিয়্যা (রা)-এর নির্দেশে তাহাকে বলিয়া দেওয়া হয় যে, আবার আসিলে কিছু আর কিছুই দেওয়া হইবে না। অতঃপর সফিয়্যা (রা) পুনরায় এক দিরহামের আঙ্গুর খরীদ করাইয়া আনেন।

সহীহ হাদীসে আছে যে, “সুস্থ অবস্থায় সম্পদের প্রতি লোভ ধনী হইবার আকাঙ্ক্ষা ও গরীব হইবার আশংকা থাকা সত্ত্বেও যে দান করা হয় উহাই সর্বোত্তম দান।” অর্থাৎ সম্পদের প্রতি আসক্তি ও সম্পদের প্রয়োজন থাকাবস্থায় যে দান করা হয় উহা উত্তম দান। তাই আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْبِهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝ অর্থাৎ
আহার্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও তাহারা মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীদেরকে আহার্য দান করে। মিসকীন ও ইয়াতীম সম্পর্কে উপরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।
اسير তথা কয়েদী সম্পর্কে সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) বলেন : এইখানে اسير বলিতে মুসলিম কয়েদীদেরকে বুঝানো হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : তৎকালে মুসলমানদের বন্দীরা সকলেই ছিল মুশরিক। অতএব বন্দী বলিতে শুধু মুসলিম বন্দীদেরকেই বুঝানো হয় নাই। বদরের যুদ্ধে যেসব কাফির মুসলমানদের হাতে বন্দী হইয়াছিল রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবার জন্য সাহাবীদিগকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। ফলে সাহাবাগণ পানাহারের ব্যাপারে নিজদিগের উপর তাহাদিগকে প্রাধান্য দিতেন। ইকরিমা (র) বলেন : اسير অর্থ দাস-দাসী। রাসূলুল্লাহ (সা) অসংখ্য হাদীসে দাস-দাসী ও অধীনস্তদের সহিত সদাচরণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। এমনকি মৃত্যুকালেও এই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন যে, তোমরা নামায ও অধীনস্তদের প্রতি যত্নবান হও।

اِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللّٰهِ لِأَنرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا نَشْكُورًا ۝ অর্থাৎ অবস্থাদৃষ্টে
বুঝা যায় যে, তাহারা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও প্রতিদানের আশায়ই তোমাদিগকে আহার্য দান করি। তোমাদিগের নিকট আমরা ইহার কোন প্রতিদান চাই না এবং ইহাও কামনা করি না যে, মানুষের কাছে তোমরা আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন : এই কথাগুলি তাহারা মুখে না বলিলেও উৎসাহ প্রদানের জন্য আল্লাহ তা‘আলা তাহাদিগের মনের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا অর্থাৎ আমরা ইহা এইজন্য করি যেন আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি দয়া করেন এবং ভীতি প্রদত্ত ভয়ংকর দিনে আমাদেরকে তিনি বিপদ হইতে মুক্ত রাখেন।

আলী ইব্ন আবু তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, عَبُوسًا অর্থ ضَبِيحًا অর্থাৎ সংকীর্ণ قَمْطَرِيرًا অর্থ طَوِيلًا অর্থাৎ- দীর্ঘ। ইকরিমা (র) বলেন, সেইদিন কাফিরদের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া যাইবে ও দুই চক্ষুর মধ্যখান হইতে আলকাতরার ন্যায় ঘাম প্রবাহিত হইবে। ইব্ন যায়দ (র) বলেন, عَبُوسًا অর্থ الشر তথা বিপত্তি। আর الشديد অর্থ قَمْطَرِيرًا তথা তীব্র। তবে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর ব্যাখ্যাটিই সর্বাধিক স্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য।

ইব্ন জারীর (র) বলেন : الشديد অর্থ قَمْطَرِيرًا তথা তীব্র। যেমন : বলা হয় يوم عظيم - يوم قماطر - هو يوم قماطرير - ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, কিয়ামত দিবসই সর্বাপেক্ষা তীব্র ও দীর্ঘ বিপদের দিবস।

اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا অর্থাৎ পরিণামে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে সেই দিবসের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবেন এবং তাহাদিগের চেহারায় প্রফুল্লতা ও মনে আনন্দ দান করিবেন। হাসান বসরী, কাতাদা, আবুল আলিয়া ও রবী ইব্ন আনাস (র) আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ অর্থাৎ “অনেক মুখমণ্ডল হইবে সেইদিন উজ্জ্বল সহস্য ও প্রফুল্ল।” বলাবাহুল্য যে, মনে আনন্দ হইলে মুখমণ্ডল এমনিতেই উজ্জ্বল হইয়া যায়। কা'ব ইব্ন মালিক (রা) কর্তৃক বর্ণিত দীর্ঘ একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কোন কারণে আনন্দিত হইলে তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া যাইত এবং দেখিতে চাঁদের টুকরার ন্যায় মনে হইত।

আয়িশা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন আনন্দিত অবস্থায় আমার কাছে আগমন করেন। দেখিতে পাইলাম যে, তাঁহার মুখমণ্ডলের শিরাগুলি যেন ঝকঝক করিতেছে।

وَجَزَاءَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةٌ وَحَرِيرًا অর্থাৎ ধৈর্যের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে জান্নাত তথা সুখময় প্রাসাদ ও মনোরম পোষাক দান করিবেন।

হাফিজ ইব্ন আসাকির (র) বলেন আবু সুলাইমান ইব্ন দারানীকে একদিন সূরা দাহর পাঠ করিয়া শুনানো হয়। পাঠক وَجَزَاءَهُمْ بِمَا صَبَرُوا পর্যন্ত আসিলে তিনি বলিলেন : ধৈর্যের সহিত দুনিয়াতে নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা দমন করিবার ফলেই আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ইহা দান করিবেন।

(১৩) مُتَّكِبِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۗ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ۗ

(১৪) وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذَلِيلًا ۝

(১৫) وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِانِّيَةِ مِنْ فِضَّةٍ وَآكُوبًا كَانَتْ قَوَارِيرًا ۝

(১৬) قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ۝

(১৭) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ۝

(১৮) عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ۝

(১৯) وَيُطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ۗ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا

مَنْشُورًا ۝

(২০) وَإِذَا رَأَيْتَ تَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلَكًا كِبِيرًا ۝

(২১) عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوعًا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ۗ

وَسَقَمُهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ۝

(২২) إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا ۝

১৩. সেখায় তাহারা সমাসীন হইবে সুসজ্জিত আসনে, তাহারা সেখানে অতিশয় গরম অথবা অতিশয় শীত বোধ করিবে না।

১৪. সন্নিহিত বৃক্ষ-ছায়া তাহাদিগের উপর থাকিবে এবং উহার ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগের আয়ত্ত্বাধীন করা হইবে।

১৫. তাহাদিগকে পরিবেশন করা হইবে রৌপ্য পাত্রে এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পান-পাত্রে।

১৬. রজত শুভ্র স্ফটিক পাত্রে, পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে উহা পূর্ণ করিবে।

১৭. সেখায় তাহাদিগকে পান করিতে দেওয়া হইবে যানজাবীল মিশ্রিত পানীয়।

১৮. জান্নাতের এমন এক প্রস্রবণের, যাহার নাম সালসাবীল।

১৯. তাহাদিগকে পরিবেশন করিবে চির কিশোরেরা, উহাদিগকে দেখিয়া মনে হইবে উহারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা।

২০. তুমি যখন সেথায় দেখিবে, দেখিতে পাইবে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য ।

২১. তাহাদিগের আবরণ হইবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম, তাহারা অলংকৃত হইবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে আর তাহাদিগের প্রতিপালক তাহাদিগকে পান করাইবেন বিশুদ্ধ পানীয় ।

২২. অবশ্য, ইহাই তোমাদিগের পুরস্কার এবং তোমাদিগের কর্ম প্রচেষ্টা স্বীকৃত ।

তাফসীর : জান্নাতের অধিবাসী এবং তাহাদিগকে জান্নাতে যেসব সুখ-সামগ্রী প্রদান করা হইবে সেই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :

مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ অর্থাৎ জান্নাতীরা জান্নাতের মধ্যে সুসজ্জিত আসনে সমাসীন হইবে। الْأَرَائِكُ অর্থ কি শয়ন করা, নাকি হেলান দিয়া বা আসন করিয়া বসা বা অন্য কিছু— এই বিষয়ে সূরা সাফ্যাতে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمَهْرِيرًا অর্থাৎ জান্নাতের মধ্যে জান্নাতীরা অতিশয় গরম বা তীব্র শীত বোধ করিবে না— বরং সর্বদা এমন আবহাওয়া বিরাজমান থাকিবে যাহাতে তাহাদিগের বিন্দুমাত্র কষ্ট হইবে না। কখনো আবহাওয়ার কোন পরিবর্তন ঘটিবে না এবং পরিবর্তনের প্রয়োজনও হইবে না।

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا অর্থাৎ বৃক্ষের ডালসমূহ ঝুঁকিয়া জান্নাতীদের নিকটবর্তী হইয়া ছায়াদান করিবে এবং উহার ফলমূল সম্পূর্ণ তাহাদিগের আয়ত্তাধীন থাকিবে। যখনই ইচ্ছা করিবে, জান্নাতীরা অনায়াসে ফলমূল ছিড়িয়া লইতে পারিবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَجَنَّاتٍ أَلْفَ أُفٍّ وَجَنَّاتٍ مِّنْ دُونِهَا فِيهَا مِمَّا حَبَّابُوا فِيهَا وَنَخْلٌ وَمِمَّا يَنْهَوْنَ فِيهَا النَّخْلَ وَالَّذِينَ فِيهَا مِن آدَمَ بَنِي آدَمَ لَا يَمَسُّ السُّجُودَ فِيهَا قُرْآنٌ مجِيدٌ وَفِيهَا جَنَّاتٌ مِّن دُونِهَا فِيهَا يَجْرِي الْأَنْهَارُ مِن تَحْتِهَا الْأَشْجَارُ إِذَا تَجَافَىٰ جُنُودُهُمْ جَارُوا فِيهَا فِيهَا خُزُنٌ كُنُّوا فِيهَا خَالِدِينَ وَسَبْحًا مِّن لَّدُنْهُمْ لَا يَمَسُّ السُّجُودَ فِيهَا قُرْآنٌ مجِيدٌ وَفِيهَا جَنَّاتٌ مِّن دُونِهَا فِيهَا يَجْرِي الْأَنْهَارُ مِن تَحْتِهَا الْأَشْجَارُ إِذَا تَجَافَىٰ جُنُودُهُمْ جَارُوا فِيهَا فِيهَا خُزُنٌ كُنُّوا فِيهَا خَالِدِينَ وَسَبْحًا مِّن لَّدُنْهُمْ لَا يَمَسُّ السُّجُودَ فِيهَا قُرْآنٌ مجِيدٌ

কাতাদা (র) বলেন : কাঁটা বা দূরত্বের কারণে ফল আহরণে কোন প্রকার ব্যাঘাত সৃষ্টি হইবে না। মুজাহিদ (র) বলেন : জান্নাতের জমি হইল রৌপ্যের, মাটি খাঁটি মিশকের, বৃক্ষের মূল কাণ্ড স্বর্ণ ও রৌপ্যের, ডাল হীরা, মোতী ও পান্নার। ইহারই মাঝে থাকিবে পাতা ও ফল। সেই ফল দাঁড়াইয়া খাইতেও কোন অসুবিধা হইবে না, বসিয়া খাইতেও অসুবিধা হইবে না, শুইয়া খাইতেও কোন প্রকার অসুবিধা হইবে না।

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَنْبِيَاءٍ مِّن فَضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا - قَوَارِيرًا مِّن فَضَّةٍ অর্থাৎ খাদেমগণ খাদ্যের রৌপ্য বরতন ও স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ পান পাত্র গ্লাস লইয়া ঘুরাফেরা করিবে। এই গ্লাস এতই স্বচ্ছ হইবে যে, উহার বাহির হইতে ভিতরের বস্তু স্পষ্ট দেখা যাইবে।

ইবন আব্বাস (রা) বলেন : জান্নাতে আল্লাহ তা'আলা যতকিছু দান করিবেন, দুনিয়াতে উহার সবগুলিরই নমুনা রাখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ অর্থাৎ স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ রৌপ্য পান পাত্রের কোন নমুনা দুনিয়াতে নাই।

قَدَرُوهَا تَقْدِيرًا অর্থাৎ খাদিমগণ যথাযথভাবে উহা পূর্ণ করিয়া রাখিবে। তৃপ্তি লাভের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তদপেক্ষা কমও হইবে না বেশীও না। ইবন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইবন জুবায়র, আবু সালিহ, কাতাদা, ইবন আবযা, আব্দুল্লাহ ইবন উবায়দুল্লাহ ইবন উমায়র, কাতাদা, শা'বী ও ইবন যায়দ (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইবন জারীর (র)-ও এই ব্যাখ্যাটিই পছন্দ করিয়াছেন।

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا অর্থাৎ জান্নাতে সৎ কর্মশীলদেরকে সেই গ্লাসে করিয়া যানজাবীল মিশ্রিত সুরা পান করানো হইবে। মোটকথা সৎকর্মশীল জান্নাতীদিগকে কখনো কাফুর মিশ্রিত ঠাণ্ডা পানীয় পান করিতে দেওয়া হইবে আবার কখনো যানজাবীল মিশ্রিত গরম পানীয় পান করিতে দেওয়া হইবে। এইভাবে ভারসাম্য রক্ষা করা হইবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর মুকাররব বান্দাগণ সরাসরি কাফুর এবং যানজাবীলের প্রস্রবণ হইতেই পান করিবে।

عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا অর্থাৎ যানজাবীল জান্নাতের একটি প্রস্রবণের নাম, যাহাকে সালসাবীল বলা হয়। ইকরিমা (র) বলেন : সালসাবীল জান্নাতের একটি প্রস্রবণের নাম।

মুজাহিদ (র) বলেন : অবিরাম ও দ্রুত প্রবাহিত হওয়ার কারণে উহার নাম সালসাবীল রাখা হইয়াছে। ইবন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, অনেকের ধারণা, এই প্রস্রবণটির সালসাবীল নামকরণের কারণ হইল উহার পানীয় এতই সুস্বাদু ও সুপেয় যে, মুখে দেওয়ার সংগে সংগে উহা ভিতরে চলিয়া যাইবে।

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ অর্থাৎ জান্নাতীদের সেবার জন্য জান্নাতের কিশোরদের হইতে এমন বহু কিশোর তাহাদিগের আশে-পাশে ঘুরাফেরা করিবে, যাহারা চিরকাল একই রকম থাকিবে। উহাদিগের কৈশোরে কখনো কোন পরিবর্তন আসিবে না এবং বয়সও বৃদ্ধি পাইবে না।

إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثورًا অর্থাৎ উহাদিগকে দেখিলে মনে হইবে যেন উহারা বিক্ষিপ্ত মুক্তার ন্যায়। এদিক-ওদিক ছড়াইয়া-ছিটাইয়া রহিয়াছে। উহাদিগের চেহারা, গায়ের রং, পোশাক ও অলংকারাদি ঠিক মুক্তারই ন্যায় সুন্দর ও উজ্জ্বল।

আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) হইতে আবু আইয়ূব (রা) সূত্রে কাতাদা (র) বর্ণনা করেন যে, ইবন আমর (রা) বলেন : এক একজন জান্নাতীর সেবায় এক হাজার খাদিম নিয়োজিত থাকিবে। ইহাদিগের প্রত্যেকে পৃথক পৃথক কাজ আজ্ঞাম দিবে। অর্থাৎ এক হাজার জন খাদিম এক হাজার রকম সেবায় তৎপর থাকিবে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আপনি জান্নাত, জান্নাতের সুখ-সামগ্রী, জান্নাতের প্রশস্ততা ও উচ্চতার প্রতি লক্ষ্য করিলে অফুরন্ত নাজ-নিয়ামাত ও বিশাল সাম্রাজ্য দেখিতে পাইবেন।

সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : জাহান্নাম হইতে বাহির হইয়া সর্বশেষে যে লোকটি জান্নাতে প্রবেশ করিবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে বলিবেন, যাও তোমার জন্য দুনিয়ার সমান এবং আরো দশগুণ সাম্রাজ্য রহিয়াছে।

উপরে ইব্ন উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, “সর্বনিম্নস্তরের একজন জান্নাতীকে যে স্থান দেওয়া হইবে উহা পরিদর্শন করিতে তাহার দুই হাজার বছর লাগিয়া যাইবে। তবুও উহার সবচেয়ে কাছের স্থান ও সবচেয়ে দূরের স্থান সমানভাবে দেখিতে পাইবে।” সর্বনিম্নের জন্য এই নিয়ামত তাহা হইলে সর্বোচ্চ জান্নাতীর জন্য আল্লাহ কতটুকু নিয়ামত তৈরি করিয়া রাখিয়াছেন অনুমান করুন।

তারারানী (র)..... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, একদিন হাবশা হইতে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : “তোমার কোন প্রশ্ন থাকিলে করিতে পার।” লোকটি বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আকার-আকৃতি, রং-রূপ ও নবুওত দ্বারা আপনাদিগকে আমাদিগের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইয়াছে। আচ্ছা আপনি যাহার উপর ঈমান আনিয়াছেন, আমিও যদি তাহার উপর ঈমান আনি এবং আপনি যেই আমল করেন, আমিও সেই আমল করি তো আমি কি আপনার সহিত জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : “হ্যাঁ, যেই সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ! জান্নাতে (দুনিয়ার) কৃষ্ণ লোকদের এক হাজার বছরের দূরত্ব হইতেও দেখা যাইবে।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : যে ব্যক্তি اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ বলিল, সে আল্লাহর নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়া গেল আর যে ব্যক্তি سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ পড়িল সে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নেকী লাভ করিল। এই কথা শুনিয়া এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল যে, ইহার পরও আমরা কিভাবে ধ্বংস হইব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : “অনেক লোক কিয়ামতের দিন এত অধিক আমল লইয়া উপস্থিত হইবে যে, উহা কোন একটি পাহাড়ের উপর রাখিয়া দিলেও তাহার ভারী অনুভব করিবে। কিন্তু আল্লাহর নিয়ামতের তুলনায় উহা নিতান্তই নগণ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে, তখন আল্লাহ যাহাকে স্বীয় রহমতের কোলে টানিয়া নিবেন কেবল সেই রক্ষা পাইবে। এই প্রসংগেই هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ نَارًا يَمُرُّ بِهَا كَمَا يُمرُّ بِالْعُرَّةِ وَأَنْ لَّآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ” নাথিল হয়। অতঃপর হাবশী লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, হযূর! জান্নাতে আপনি যাহা দেখিবেন আমিও কি তাহা দেখিতে পাইব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন :

হ্যাঁ। শুনিয়া লোকটি কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে মরিয়া গেল। ইব্ন উমর (রা) বলেন : আমি দেখিয়াছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে তাঁহাকে কবরে দাফন করিয়াছেন।

عَالِيَهُمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَأَسْتَبْرَقٌ অর্থাৎ জান্নাতীরা জান্নাতে রেশমী পোশাক পরিধান করিবে। এই রেশমী পোশাক আবার দুই ধরনের হইবে। এক ধরনের নাম হইল 'সুনদুস' অর্থাৎ উন্নতমানের খাঁটি নরম রেশম যাহা দেহের সংগে মিলিয়া থাকিবে। আরেক প্রকার হইল ইসতাবরাক অর্থাৎ উন্নতমানের স্থূল রেশম যাহা উপরে পরিধান করা হইবে ও বিকমিক করিতে থাকিবে।

وَحُلُوعًا سَاوِرًا مِنْ فِضَّةٍ অর্থাৎ এই রেশমী পোশাকের সহিত রূপার কংকন দ্বারা সাজানো হইবে। এই গেল 'আবরার' তথা সৎকর্মশীলদের বর্ণনা। পক্ষান্তরে মুকাররাবদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :

يَحْلُونَ فِيهَا مِنْ سَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ অর্থাৎ আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদেরকে সোনার কংকন ও মুক্তা পরানো হইবে আর উহাদিগের আবরণ হইবে খাঁটি রেশম।

وَسَقَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদিগকে এমন পানীয় পান করাইবেন, যাহা তাহাদিগের আভ্যন্তরীণ যাবতীয় কুচরিত্র যেমন : হিংসা-দ্বेष, অহংকার ইত্যাদি দূর করিয়া নির্মল ও নিষ্কলুষ করিয়া দিবে। যেমন : হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন যে, জান্নাতীরা জান্নাতের দরজায় পৌছিয়া দুইটি প্রস্রবণ দেখিতে পাইবে। তাহার উহার একটির পানি পান করিবে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগের উদরস্ত যাবতীয় মলিনতা দূর করিয়া দিবেন। তাহার পর অপরটিতে নামিয়া তাহারা গোসল করিবে। ফলে তাহাদিগের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিবে।

إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيِكُمْ مَشْكُورًا অর্থাৎ জান্নাতীদেরকে সম্মানার্থে বলা হইবে, ইহাই তোমাদিগের কর্মপ্রচেষ্টা স্বীকৃত। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ অর্থাৎ দুনিয়াতে তোমরা যে নেক আমল করিয়াছিলে উহার বিনিময়ে এখন তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে পানাহার করিতে থাক।

وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ অর্থাৎ জান্নাতীদিগকে ডাকিয়া বলা হইবে, এই হইল তোমাদিগের জান্নাত। তোমরা দুনিয়াতে যেই নেক আমল করিতে উহার বিনিময়ে তোমাদিগকে ইহা দেওয়া হইয়াছে।

وَكَانَ سَعْيِكُمْ مَشْكُورًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগের অল্প আমলের বিনিময়ে অনেক পুরস্কার দিয়াছেন।

(২৩) إِنْ أَنْحَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ۝

(২৪) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ۝

(২৫) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

(২৬) وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۝

(২৭) إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذُرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ۝

(২৮) نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ

تَبْدِيلًا ۝

(২৯) إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝

(৩০) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

(৩১) يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۖ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا

أَلِيمًا ۝

২৩. আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি ক্রমে ক্রমে ।

২৪. সুতরাং ধৈর্যের সহিত তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের প্রতীক্ষা কর এবং উহাদিগের মধ্যে যে পাপিষ্ঠ অথবা কাফির তাহার আনুগত্য করিও না ।

২৫. এবং তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর সকাল ও সন্ধ্যায় ।

২৬. রাত্রির কিয়দংশে তাঁহার প্রতি সিজদায় নত হও এবং দীর্ঘ সময় তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর ।

২৭. উহারা ভালোবাসে পার্থিব জীবনকে এবং উহার- পরবর্তী কাঠিন দিবসকে উপেক্ষা করিয়া চলে ।

২৮. আমি উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাদিগের গঠন সুদৃঢ় করিয়াছি । আমি যখন ইচ্ছা করিব উহাদিগের পরিবর্তে উহাদিগের অনুরূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করিব ।

২৯. ইহা এক উপদেশ, অতএব যাহার ইচ্ছা সে তাহার প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করুক ।

৩০. তোমরা ইচ্ছা করিবে না যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন । আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় ।

৩১. তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাঁহার অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন, কিন্তু জালিমরা-উহাদিগের জন্য তো তিনি প্রস্তুত রাখিয়াছেন মর্মভুদ শাস্তি ।

তাফসীর : স্বীয় রাসূলের প্রতি প্রদত্ত অনুগ্রহের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করে ধীরে ধীরে । সুতরাং আপনিও এই অনুগ্রহের মোকাবিলায় ধৈর্যের সহিত দায়িত্ব পালন করুন এবং আমার সিদ্ধান্তের উপর অবিচল থাকুন । আমিই আপনাকে কাজের উত্তম রীতিনীতি ও পদ্ধতি শিখাইয়া দিব ।

وَأَرْثَا۟ كَافِرٍ مِّنْهُمْ اٰثْمًا اَوْ كَفُوْرًا অর্থাৎ কাফির মুনাফিকদের কোন কথার প্রতি আপনি কর্ণপাত করিবেন না । উহাদিগের বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করিয়া আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে যাহা প্রত্যাদেশ হয় আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া উহা মানুষের কাছে পৌঁছাইতে থাকুন । প্রতিপক্ষের অনিষ্টতা হইতে আল্লাহই আপনাকে রক্ষা করিবেন । اٰثم বলা হয় বদ 'আমল নাফরমানকে আর كَفُوْر বলা হয় অন্তরে আল্লাহকে অস্বীকারকারীকে ।

وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاٰصِيْلًا অর্থাৎ সকাল ও সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর ।

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا অর্থাৎ এবং রাত্রির কিয়দংশে তাহার প্রতি সিজদায় নত হও আর দীর্ঘ সময় তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর । যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا অর্থাৎ এবং রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়ম করিবে, ইহা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য । আশা করা যায়, তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন প্রশংসিত স্থানে ।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কাফির ও তাহাদিগের সমমনাদের সম্পর্কে বলিতেছেন :

اِنَّ هٰؤُلَاءِ يَجِبُوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذْرُوْنَ وَّرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا অর্থাৎ এই কাফির বে-ঈমানরা পার্থিব জীবনকে ভালোবাসে এবং উহার পরবর্তী কঠিন দিবস তথা কিয়ামত দিবসকে উপেক্ষা করিয়া চলে । অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَّشَدَدْنَا اَسْرَهُمْ- وَاِذَا شِئْنَا بَدَلْنَا اٰمَثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাদিগের গঠন সুদৃঢ় করিয়াছি । আবার যখন আমি ইচ্ছা করিব কিয়ামতের দিন উঠাইয়া উহাদিগকে আমি নতুনভাবে সৃষ্টি করিব ।

ইব্বন যায়দ ও ইব্বন জারীর (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : আমি যখন ইচ্ছা করিব উহাদিগের পরিবর্তে আমি আরেকটি জাতি সৃষ্টি করিতে পারিব। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :

انْ يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا ۝ অর্থাৎ ওহে মানুষ! আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে নির্মূল করিয়া অন্য জাতি সৃষ্টি করিতে পারিবেন। আর আল্লাহ্ এই কাজ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

আরেক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :

انْ يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝ অর্থাৎ আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে নির্মূল করিয়া নতুন এক জাতি আনিয়া দিবেন। আর এই কাজ আল্লাহ্‌র জন্য মোটেই কঠিন নহে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

انْ هٰذِهِ تَذْكِرَةٌ - فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝ অর্থাৎ এই সূরাটি বিশেষ একটি উপদেশ। সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআন দ্বারা হিদায়াত লাভ করিতে চাহে, সে তাহার প্রতিপালকের দিকে পথ ধরুক। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন :

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۝ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা না হওয়া পর্যন্ত কাহারো ইচ্ছা পূরণ হইবার নহে। আল্লাহ্‌র মঞ্জুরি ব্যতীত কেহ নিজেকে হিদায়াত করিতে, ঈমান আনয়ন করিতে এবং নিজের কোন উপকার করিতে সক্ষম নহে।

انْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ অর্থাৎ কে হিদায়াতের উপযুক্ত আল্লাহ্ তাহা জানেন। ফলে তিনিই উপযুক্ত ব্যক্তির জন্য যাবতীয় উপকরণের ব্যবস্থা করিয়া দেন। আর যে ব্যক্তি বিভ্রান্ত হওয়ার যোগ্য তাহাকে হিদায়াত হইতে বঞ্চিত করেন। আর তিনি প্রজ্ঞাময়। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন :

يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ অর্থাৎ আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন আর যাহাকে ইচ্ছা পথহারা করেন। আল্লাহ্ যাহাকে হিদায়াত দান করেন, কেহ তাহাকে বিভ্রান্ত করিতে পারে না আর আল্লাহ্ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন, কেহ তাহাকে হিদায়াত দিতে পারে না। আর অত্যাচারীদের জন্য তিনি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন।

সূরা মুরসালাত

৫০ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

ইমাম বুখারী (র).... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত মিনার এক গুহায় অবস্থান করিতেছিলাম। ইত্যবসরে সূরা মুরসালাত অবতীর্ণ হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সূরাটি তিলাওয়াত করিতে লাগিলেন আর আমরা তাঁহার মুখ হইতে শুনিয়া মুখস্ত করিতে লাগিলাম। অকস্মাৎ একটি সর্প আমাদের দংশন করিতে উদ্যত হয়। দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, “উহাকে মারিয়া ফেল”। আমরা মারিতে উদ্যত হইলে সাপটি চলিয়া যায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : “সাপটি তোমাদিগের অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাইল আর তোমরাও উহার অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাইয়াছ।” ইমাম মুসলিম ও আ‘মাশ (র) সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে উম্মে ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, উম্মে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মাগরিবের সালাতে وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا পাঠ করিতে শুনিয়াছি।

- (১) وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۝
- (২) فَالْعَصْفِ عَصْفًا ۝
- (৩) وَالنَّشْرِ نَشْرًا ۝
- (৪) فَالْفُرْقَةِ فَرْقًا ۝
- (৫) فَالْمُلْقِيَةِ ذِكْرًا ۝

- (৬) عُدْرًا أَوْ نُدْرًا ۝
 (৭) إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعٍ ۝
 (৮) فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ۝
 (৯) وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ۝
 (১০) وَإِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ ۝
 (১১) وَإِذَا الرَّسُلُ أُقْتَتَتْ ۝
 (১২) لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ۝
 (১৩) لِيَوْمِ الْفُصْلِ ۝
 (১৪) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمِ الْفُصْلِ ۝
 (১৫) وَيَلُوكُ يَوْمَئِذٍ اللَّمَّكَدِ بَيْنَ ۝

১. শপথ কল্যাণস্বরূপ প্রেরিত বায়ুর,
২. আর প্রলয়ংকারী ঝটিকার,
৩. শপথ সঞ্চালনকারী বায়ুর
৪. আর মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্নকারী বায়ুর,
৫. এবং তাহার যাহা মানুষের অন্তরে পৌঁছাইয়া দেয় উপদেশ—
৬. অনুশোচনাস্বরূপ বা সতর্কতাস্বরূপ।
৭. নিশ্চয়ই তোমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা অবশ্যজ্ঞাবী।
৮. যখন নক্ষত্ররাজির আলো নির্বাপিত হইবে,
৯. যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে,
১০. এবং যখন পর্বতমালা উন্মূলিত ও বিক্ষিপ্ত হইবে,
১১. এবং রাসূলগণকে নিরূপিত সময়ে উপস্থিত করা হইবে,
১২. এই সমুদয় স্থগিত রাখা হইয়াছে কোন্ দিবসের জন্য?
১৩. বিচার দিবসের জন্য।
১৪. বিচার দিবস সম্বন্ধে তুমি কী জান?
১৫. সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদিগের জন্য।

তাফসীর : ইব্ন আবু হাতিম (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন : وَالْمُرْسَلَاتُ عُرْفًا দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, ফেরেশতা, মাসরুক আবু যোহা, মুজাহিদ, সুদী এবং রবী ইব্ন আনাস (র) হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। আবু সালিহ (র) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, فَارْقَاتٍ - نَاشِرَاتٍ - وَالْمُرْسَلَاتُ عُرْفًا দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, রাসূলগণ। فَارْقَاتٍ - نَاشِرَاتٍ - وَالْمُرْسَلَاتُ عُرْفًا এবং مَلَقِيَاتٍ সম্পর্কেও আবু সালিহ (র) বলেন যে, এইগুলি দ্বারা উদ্দেশ্য ফেরেশতা।

ছাওরী (র) আবুল আবী দায়ন (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবুল আবী দায়ন (র) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-কে وَالْمُرْسَلَاتُ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, وَالْمُرْسَلَاتُ অর্থ : বায়ু। অনুরূপভাবে فَارْقَاتٍ ও نَاشِرَاتٍ সম্পর্কেও তিনি বলেন যে, এইগুলি দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, বায়ু। ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ এবং কাতাদা (র) অনুরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) الْمُرْسَلَاتُ দ্বারা অর্থ ফেরেশতা না বায়ু কোন স্থির মত পোষণ করেন নাই। তবে فَارْقَاتٍ দ্বারা বায়ু বলিয়াছেন। ইহা ইব্ন মাসউদ ও আলী (রা) এবং সুদীও বলিয়াছেন। কিন্তু نَاشِرَاتٍ দ্বারা ফেরেশতা না বায়ু কোন স্থির মত প্রকাশ করেন নাই।

আবু সালিহ (র) হইতে বর্ণিত যে, نَاشِرَاتٍ অর্থ বৃষ্টি। তবে প্রসিদ্ধ মতে الْمُرْسَلَاتُ অর্থ বায়ুই সঠিক। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ اٰیٰتٍ وَمَا يَدْرِي اَنۡ يَّسۡفُتَ اَنۡزٰلُهَا سَآءَ لَیۡلٍ مُّجۡرٰتٍ ۙ اَوْ سَحَابٍ مَّخۡرُومٍ ۙ اٰیٰتٍ لِّقَوۡمٍ عٰقِلٍ ۙ

অর্থাৎ আমি বায়ুসমূহকে প্রেরণ করিয়াছি যাহা মেঘমালা পরিচালিত করে। অন্যত্র আল্লাহ বলেন :

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّیَاحَ بُشْرًا بَیۡنَ یَدَیۡ رَحۡمَتِہٖ ۙ

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা রহমত প্রেরণের পূর্বে সুসংবাদ স্বরূপ বায়ু প্রেরণ করেন।

অনুরূপভাবে فَارْقَاتٍ অর্থও বায়ু যেমন প্রবলবেগে শৌ শৌ করে বায়ু প্রবাহিত হইলে বলা হয় عَصَفَتِ الرِّیَاحُ তদ্রূপ نَاشِرَاتٍ অর্থও বায়ু, যাহা আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী আকাশ প্রান্তে মেঘমালা ছড়াইয়া দেয়।

فَالْفُرْقَاتُ فَرَقًا - فَالْمُلْقَاتُ ذُكْرًا - عُدْرًا اَوْ نُذْرًا

অর্থাৎ শপথ বিচ্ছিন্নকারীর এবং তাহার যাহা মানুষের অন্তরে পৌছাইয়া দেয় উপদেশ, অনুশোচনা স্বরূপ বা সতর্কতা স্বরূপ।

আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ, ইব্ন আব্বাস (রা), মাসরুক, মুজাহিদ, কাতাদা, রবী ইব্ন আনাস, সুদী ও ছাওরী (র) বলেন : فَالْفُرْقَاتُ فَرَقًا الخ অর্থাৎ ফেরেশতা

বস্তুত ইহাতে কোন দ্বিমত নাই। কারণ ফেরেশতাই আল্লাহর পক্ষ হইতে রাসূলদের নিকট এমন বাণী অবতীর্ণ করেন যাহা হক-বাতিল, হিদায়াত-গোমরাহী ও হালাল-হারামের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে এবং রাসূলদের নিকট এমন ওহী অবতীর্ণ করে যাহাতে সত্যের প্রতি আহ্বান ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য আযাবের ভীতি প্রদর্শন করা হয়।

اِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعُ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত কয়েকটি বিষয়ের শপথ করিয়া বলিতেছেন, কিয়ামত, শিংগায় ফুৎকার প্রদান, পুনরুত্থান, পূর্বাপর সকল মানুষকে একই চতুরে সমবেত করা ও ভালোমন্দ সব ধরনের কর্মের প্রতিফল প্রদান ইত্যাদি সম্পর্কে তোমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে উহা বাস্তবায়িত হইবে, তাহাতে সন্দেহের লেশমাত্র অবকাশ নাই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ অর্থাৎ যখন নক্ষত্ররাজির আলো নির্বাপিত হইবে, যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ “যখন নক্ষত্ররাজি নিস্প্রভ হইয়া যাইবে।” অন্য আয়াতে বলেন :

وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَثَرَتْ “যখন তারকারাজি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে।”

وَإِذَا السَّمَاءُ فُرْجَتْ “আর যখন আকাশ ফারিয়া বিদীর্ণ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইবে এবং তাহার পার্শ্ব ও কিনারা ধ্বংস হইবে।”

وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ আর যখন পর্বতমালা উন্মূলিত ও বিক্ষিপ্ত নিশ্চিত হইবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا আপনাকে পর্বতমালা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছে। আপনি বলিয়া দিন যে, আমার প্রতিপালক উহাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবেন।

وَإِذَا الرُّسُلُ أُقْتَتَتْ আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : এই আয়াতের অর্থ যখন রাসূলগণকে সমবেত করা হইবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ “যেই দিন আল্লাহ তা'আলা রাসূলদিগকে একত্রিত করিবেন।”

মুজাহিদ (র) বলেন : أُجِلَّتْ অর্থ এইদিন রাসূলদিগকে নির্ধারিত সময়ে উথিত করা হইবে। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ-

অর্থাৎ যমীন তাহার প্রতিপালকের নূরে আলোকিত হইবে, আমলনামা স্থাপন করা হইবে, নবী ও সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করা হইবে এবং তাহাদিগের মাঝে ন্যায়সংগতভাবে মীমাংসা করা হইবে ও কাহারো প্রতি অবিচার করা হইবে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَا يَوْمَ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا آذْرُكَ مَا يَوْمَ الْفَصْلِ অর্থাৎ বিচার দিবসের জন্য এই সমুদয় স্থগিত রাখা হইয়াছে। বিচার দিবসে কিয়ামতের মাঠে এই সকল বিষয়ে মীমাংসা করা হইবে। হে রাসূল! আপনি কি জানেন যে, বিচার দিবস কী? উল্লেখ্য যে, বিচার দিবসের গুরুত্ব বুঝাইবার জন্যই আল্লাহ তা'আলা এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ অর্থাৎ সেই দিবসের মিথ্যারোপকারীদের জন্য দুর্ভোগ রহিয়াছে।

(১৬) أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ۝

(১৭) ثُمَّ تَتَّبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ۝

(১৮) كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۝

(১৯) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝

(২০) أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝

(২১) فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝

(২২) إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝

(২৩) فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ۝

(২৪) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝

(২৫) أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۝

(২৬) أَحْيَاءٍ وَأَمْوَاتًا ۝

(২৭) وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَيْخِثٍ وَأَسْقَيْنَكُم مَّاءٍ فُرَاتًا ۝

(২৮) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝

১৬. আমি কি পূর্ববর্তীদিগকে ধ্বংস করি নাই!
১৭. অতঃপর আমি পরবর্তীদিগকে উহাদিগের অনুগামী করিব।
১৮. অপরাধীদিগের প্রতি আমি এইরূপই করিয়া থাকি।
১৯. সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদিগের জন্য।
২০. আমি কি তোমাদিগকে তুচ্ছ পানি হইতে সৃষ্টি করি নাই?
২১. অতঃপর আমি উহা স্থাপন করিয়াছি নিরাপদ আধারে,
২২. এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত,
২৩. আমি উহাকে গঠন করিয়াছি পরিমিতভাবে, আমি কত নিপুণ স্রষ্টা!
২৪. সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদিগের জন্য।
২৫. আমি কি ভূমিকে সৃষ্টি করি নাই ধারণকারীরূপে,
২৬. জীবিত ও মৃতের জন্য?
২৭. আমি উহাতে স্থাপন করিয়াছি সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা এবং তোমাদিগের দিয়াছি সুপেয় পানি।
২৮. সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদিগের জন্য।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন : **الْمَ نُهُلِكَ الْاَوْلِيَيْنِ** অর্থাৎ পূর্বযুগে যাহারা রাসূলদিগকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং আল্লাহর বিধানের বিরোধীতা করিয়াছিল আমি কি তাহাদিগকে ধ্বংস করি নাই? অর্থাৎ তাহাদিগকে আমি ধ্বংস করিয়া দিয়াছি।

ثُمَّ نَتَّبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ পরবর্তীতেও যাহারা উহাদের ন্যায় আচরণ করিবে আমি তাহাদিগকেও ধ্বংস করিয়া দিব। এই প্রসংগেই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ অর্থাৎ অপরাধীদিগের প্রতি আমি এইরূপই করিয়া থাকি। মিথ্যারোপকারীদিগের জন্য তো ধ্বংস রহিয়াছেই। এই ব্যাখ্যা ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির প্রতি স্বীয় অনুগ্রহের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া পুনরুত্থানের সপক্ষে প্রমাণ পেশ করিয়া বলিতেছেন :

الْمَ نَخْلُقُكُمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ অর্থাৎ আমি কি তোমাদিগকে এমন পানি দ্বারা সৃষ্টি করি নাই, যাহা আল্লাহর শক্তির মুকাবিলায় নিতান্তই তুচ্ছ, হীন ও অপদার্থ?

فَجَعَلْنٰهُ فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ অর্থাৎ অতঃপর এক নির্ধারিত সময় তথা ছয় কিংবা নয় মাস পর্যন্ত আমি সেই পানিকে এক নিরাপদ আধার তথা মাতৃজরায়ুতে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছি।

اَتَاْتَا فَنَعْمَ الْقٰدِرُوْنَ অতঃপর আমি পরিমিতভাবে উহাকে গঠন করিয়াছি। দেখ আমি কত বড় নিপুণ স্রষ্টা!

وَيَلُّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝ দুর্ভোগ সেইদিন মিথ্যারোপকারীদিগের জন্য ।
অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا اَحْيَاءُ وَاَمْوَاتًا ۝ অর্থাৎ আমি কি যমীনকে জীবিত ও মৃতের জন্য ধারণকারীরূপে সৃষ্টি করি নাই? অর্থাৎ যমীনকে আমি তোমাদিগের এই খিদমতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি যে, উহা জীবিতাবস্থায় তোমাদিগকে পিঠে বহন করিবে আর মৃত্যুর পর পেটে ধারণ করিবে? শা'বী, মুজাহিদ ও কাতাদা (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ ۝ অর্থাৎ যমীনের উপর সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা স্থাপন করিয়াছি যাহাতে যমীন হেলিয়া দুলিয়া না পড়ে ।

وَأَسْقَيْنُكُمْ مَّاءً فُرَاتًا ۝ অর্থাৎ আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করিয়া এবং যমীন হইতে প্রস্রবণ উৎসারিত করিয়া আমি তোমাদিগের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা করিয়াছি ।

وَيَلُّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝ অর্থাৎ ধ্বংস সেই সব লোকদের জন্য যাহারা স্রষ্টার মহত্ত্ব ও বিরাট প্রমাণকারী এত সব সৃষ্টি দেখিয়াও সত্যকে উপেক্ষা করিয়া চলে ও কুফরী করে ।

(২৯) اِنطَلِقُوا اِلَى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكذِّبُونَ ۝

(৩০) اِنطَلِقُوا اِلَى ظِلِّ ذِي ثَلْثِ شَعْبٍ ۝

(৩১) لَا ظِلِّي وَلَا يُغْنِي مِنَ اللّٰهِبِ ۝

(৩২) اِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِّ كَالْقَصْرِ ۝

(৩৩) كَاَنَّهُ جَمَلٌ صُفْرٌ ۝

(৩৪) وَيَلُّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝

(৩৫) هٰذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ۝

(৩৬) وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَدِرُونَ ۝

(৩৭) وَيَلُّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝

(৩৮) هَذَا يَوْمَ الْفَصْلِ ۖ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ۝

(৩৯) فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا ۝

(৪০) وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝

২৯. তোমরা যাহাকে অস্বীকার করিতে, চল তাহারই দিকে
 ৩০. চল তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে,
 ৩১. যে ছায়া শীতল নহে এবং যে ছায়া রক্ষা করে না অগ্নি শিখা হইতে ।
 ৩২. উহা উৎক্ষেপ করিবে বৃহৎ স্কুলিঙ্গ অট্টালিকা তুল্য,
 ৩৩. উহা পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী সদৃশ,
 ৩৪. সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদিগের জন্য ।
 ৩৫. ইহা এমন একদিন যেইদিন কাহারো বাকস্ফূর্তি হইবে না,
 ৩৬. এবং তাহাদিগকে অনুমতি দেওয়া হইবে না অপরাধ স্থালনের ।
 ৩৭. সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদিগের জন্য ।
 ৩৮. ইহাই ফয়সালার দিন, আমি একত্র করিয়াছি তোমাদিগকে এবং
 পূর্ববর্তীদিগকে ।
 ৩৯. তোমাদিগের কোন অপকৌশল থাকিলে তাহা প্রয়োগ কর আমার বিরুদ্ধে ।
 ৪০. সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদিগের জন্য ।

তাফসীর : পুনরুত্থান, প্রতিদান ও জান্নাত-জাহান্নাম অস্বীকারকারী কাফিরদিগকে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে বলা হইবে :

انْطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ - انْطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلِّ نَبِيِّ ثَلَاثِ شُعَبٍ
 لِأَظْلَلِيلٍ وَلَا يَغْنِي مِنَ الْهَبِّ -

অর্থাৎ তোমরা যাহাকে অস্বীকার করিতে তাহারই দিকে চল । চল, তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে, যে ছায়া শীতল নহে এবং যে ছায়া রক্ষা করে না অগ্নিশিখা হইতে । তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়া বলিয়া অগ্নিশিখাকে বুঝানো হইয়াছে । কারণ, প্রজ্বলিত অগ্নি যখন দাউ দাউ করিয়া উপরের দিকে উঠে এবং সংগে ধোঁয়া থাকে তখন আগুনের তীব্রতা ও শক্তির কারণে উহার তিনটি শাখা পরিলক্ষিত হয় । এই লেলিহান অগ্নিশিখার মুকাবিলায় ধোঁয়ার ছায়া শীতল নহে এবং উহা অগ্নিশিখা হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে পারিবে না ।

اِنَّهَا تَرْمِيْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ اর্থাৎ সেই অগ্নিশিখা হইতে প্রাসাদতুল্য স্কুলিঙ্গ উৎক্ষেপিত হইতে থাকিবে।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা, মালিক (র) প্রমুখ বলেন كَالْقَصْرِ অর্থ كاصول شجر অর্থাৎ বৃহৎ বৃক্ষ মূলের ন্যায়।

كَأَنَّهُ جِمَلَتٌ صُفْرٌ অর্থাৎ দেখিতে যেন উহা ঠিক কালো বর্ণের উষ্ট্র শ্রেণী। মুজাহিদ, কাতাদা, হাসান, ও যাহ্বাক (র) جِمَلَتٌ صُفْرٌ -এর অর্থ করিয়াছেন كَالاَيْلِ السَّوْدِ অর্থাৎ কালো উষ্ট্র শ্রেণী। এবং ইব্ন জারীর (র) ইহাকে পছন্দ করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণিত যে, তাঁহারা বলেন : جِمَلَتٌ صُفْرٌ অর্থ জাহাজের রশি।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আরেক বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেন : جِمَلَتٌ صُفْرٌ অর্থ আমার টুকরা।

ইমাম বুখারী (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই ভাফসীরে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা তিন হাত বা ইহার অধিক দীর্ঘ খুঁটি গাড়িয়া যখন কোন কোছ নির্মাণ করি তখন উহাকে আমরা قصر বলিয়া থাকি।

وَيَلُ يَوْمَئِذٍ لِّمُكْذِبِينَ অর্থাৎ ধ্বংস সেই দিন মিথ্যা আরোপকারীদিগের। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْنَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ কেহই মুখ খুলিয়া কথা বলিতে সক্ষম হইবে না এবং অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবারও অনুমতি দেওয়া হইবে না।

এইখানে উল্লেখ্য যে, কিয়ামতের ময়দানে এক এক সময় এক এক ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করিবে। তাই আল্লাহ তা'আলা কখনো এক অবস্থা আবার কখনো আরেক অবস্থা বর্ণনা করিয়া সেই দিবসের ভয়াবহতা প্রকাশ করিতেছেন। বিধায় প্রতি অধ্যায়ের পরই وَيَلُ يَوْمَئِذٍ لِّمُكْذِبِينَ এই বাক্যটি বলিতেছেন।

هَذَا يَوْمُ الْفُصْلِ - جَمْعُكُمْ وَالْأَوْلِيْنَ - فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বান্দাদিগকে বলিবেন, ইহা মীমাংসার দিন। আমি তোমাদিগকে এবং পূর্ববর্তী সকলকে এইখানে সমবেত করিয়াছি। এখন যদি চেষ্টা-তদবীর করিয়া বুদ্ধি-কৌশল প্রয়োগ করিয়া আমার আঘাব হইতে নিস্তার লাভ করিতে পার তো চেষ্টায় ক্রটি করিও না। চূপ করিয়া আছ কেন? তোমাদিগের সেই বুদ্ধি-বিবেক আজ কোথায় গেল? কিন্তু সেই দিন আল্লাহর হাত হইতে ছুটিয়া যাইবার শক্তি কাহারো থাকিবে না।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَبَطَعْتُمْ أَنْ تَتَنَفَّذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ فَانفَذُوا لَا تَتَنَفَّذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ سَم্প্রদায়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা যদি তোমরা অতিক্রম করিতে পার, তবে অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা তাহা পারিবে না শক্তি ব্যতিরেকে। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

لَا تَخْرُوتُهُ شَيْئًا তোমরা আল্লাহর কোনই ক্ষতিসাধন করিতে পারিবে না। হাদীসে কুদসীতে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন : হে আমার বান্দারা! তোমরা না আমার কোন উপকার করিতে পার, না আমার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করিতে পার।

ইব্ন আবু হাতিম..... আবু আব্দুল্লাহ জাদালী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু আব্দুল্লাহ জাদালী (র) বলেন, একদিন আমি বায়তুল মুকাদ্দাস আসিয়া দেখি, উবাদা ইব্ন সামিত, আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ও কা'ব (রা) বায়তুল মুকাদ্দাসে বসিয়া আলাপ করিতেছেন। এক পর্যায়ে উবাদা (রা) বলিলেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে একটি চতুরে সমবেত করিবেন এবং ঘোষণাকারী ঘোষণা প্রদান করিয়া সবাইকে হুঁশিয়ার করিয়া দিবেন। সেই দিন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন : هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الخ আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, কিয়ামতের দিন জাহান্নাম তাহার ঘাড় বাহির করিয়া মানুষের মাঝে আসিয়া ঘোষণা দিবে যে, হে লোক সকল! আমি আজ তিন শ্রেণীর লোককে গ্রাস করিব। পিতা নিজ সন্তানকে যেমন চিনে, এক সহোদর আরেক সহোদরকে যেমন চিনে, আমি তাহাদিগকে তদপেক্ষা বেশি চিনি। কোন প্রকারেই আজ তাহারা আমার গ্রাস হইতে রক্ষা পাইবে না। (১) আল্লাহর সংগে অংশীদার স্থাপনকারী (২) খোদাদ্রোহী এবং অহংকারী ও (৩) নাফরমান শয়তান। অতঃপর জাহান্নাম বাছিয়া বাছিয়া এই শ্রেণীর লোকদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। অথচ তখন হিসাব-নিকাশের চল্লিশ বছর বাকী।

(৬১) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ ۝

(৬২) وَفَوَاكِهٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۝

(৬৩) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

(৬৪) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

(৬৫) وَيَلُوكُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝

- (৬৬) ○ كُلُوا وَتَمْتَعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ○
 (৬৭) ○ وَيَلُّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ○
 (৬৮) ○ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ○
 (৬৯) ○ وَيَلُّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ○
 (৭০) ○ فَيَأْتِي حَدِيثٌ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ○

৪১. মুত্তাকীরা থাকিবে ছায়ায় ও প্রস্রবণ বহুল স্থানে,
 ৪২. তাহাদিগের বাঞ্ছিত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে ।
 ৪৩. 'তোমাদিগের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সহিত পানাহার কর ।'
 ৪৪. এইভাবে আমি সৎকর্ম পরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি ।
 ৪৫. সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদিগের জন্য ।
 ৪৬. তোমরা পানাহার কর এবং ভোগ করিয়া লও অল্প কিছুদিন, তোমরা তো
 অপরাধী ।
 ৪৭. সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদিগের জন্য,
 ৪৮. যখন উহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহর প্রতি নত হও, উহারা নত হয় না ।'
 ৪৯. সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদিগের জন্য ।
 ৫০. সুতরাং উহারা কুরআনের পরিবর্তে আর কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন
 করিবে!

তাকসীর : উপরে আল্লাহ তা'আলা নাফরমান ও বদকার বান্দাদের পরিণামের কথা উল্লেখ করিয়াছেন । এইখানে মুত্তাকী তথা যাহারা দুনিয়াতে আল্লাহর বিধান মানিয়া চলে উহাদিগের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :

○ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ وَفَوَاحٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ○ মুত্তাকীরা থাকিবে, ছায়ায় ও প্রস্রবণ বহুল স্থানে । তাহাদিগের বাঞ্ছিত রকমারী ফল-মূলের প্রাচুর্যের মধ্যে । বদকারদের বিপরীতে । তাহারা কাল ও দুর্গন্ধ ধোঁয়া এবং উষ্ণ ছায়ায় থাকিবে ।

○ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○ অর্থাৎ তখন তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমাদিগের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সহিত পানাহার কর ।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

○ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ○ অর্থাৎ যাহারা উত্তমভাবে আমল করে আমি তাহাদিগকে এইরূপ পুরস্কারই প্রদান করিব ।

وَيَلُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের উপর। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বিচার দিবসকে অস্বীকারকারীদেরকে ধমক দিয়া বলিতেছেন :

كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُّجْرِمُونَ তোমরা অল্প কিছুদিন পানাহার কর ও ভোগ করিয়া লও। তোমরা তো অপরাধী। ফলে এক দিন তোমাদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

نُمَتَّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে অল্প কিছুদিন ভোগের সুযোগ দিব, অতঃপর কঠোর শাস্তি প্রদান করিব।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ অর্থাৎ এই নাদান কাফিরদিগকে যখন বলা হয় যে, আল্লাহ্র সামনে নত হও, জামাতের সহিত সালাত আদায় কর, তখন তাহারা অহংকার ও অবজ্ঞাবশত সেই আহ্বান উপেক্ষা করিয়া চলে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَيَلُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ দুর্ভোগ সেইদিন মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ অর্থাৎ ইহারা যদি এই কুরআনের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করে আর কোন কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে?

ইব্ন আবু হাতিম ইসমাইল ইব্ন উমায়রা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইসমাইল (র) বলেন যে, আমি এক বেদুঈন লোককে বলিতে শুনিয়াছি, আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : কেহ সূরা মুরসালাত পাঠ করিলে **أُمِنْتُ بِاللَّهِ وَبِمَا** এই আয়াতটি পাঠ করিয়া যেন সে বলে, **فَبِأَيِّ حَدِيثٍ الْخ** অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ ও তাহার অবতীর্ণ ওহীর উপর ঈমান রাখি। সূরা কিয়ামায় এই হাদীসটি বর্ণনা করা হইয়াছে।

ত্রিশতম পারা

সূরা নাবা

৪০ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

- (১) عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۝
- (২) عَنِ النَّبِیِّ الْعَظِیْمِ ۝
- (৩) الَّذِیْ هُمْ فِیْهِ مُخْتَلِفُونَ ۝
- (৪) كَلَّا سِیَعْلَمُونَ ۝
- (৫) ثُمَّ كَلَّا سِیَعْلَمُونَ ۝
- (৬) اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهْدًا ۝
- (৭) وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۝
- (৮) وَخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۝
- (৯) وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝
- (১০) وَجَعَلْنَا الْاَیْلَ لِبَاسًا ۝
- (১১) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝
- (১২) وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا سِدَادًا ۝

(১৩) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ۝

(১৪) وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ثَجَّاجًا ۝

(১৫) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۝

(১৬) وَجَنَّتِ الْفُفَاةُ ۝

১. উহারা একে অপরের নিকট কী বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে?
২. সেই মহাসংবাদ বিষয়ে,
৩. যেই বিষয়ে উহাদিগের মধ্যে মতানৈক্য আছে।
৪. কখনই না, উহাদিগের ধারণা অবাস্তব, উহারা শীঘ্র জানিতে পারিবে।
৫. আবার বলি, কখনই না, উহারা অচিরেই জানিবে।
৬. আমি কি করি নাই, ভূমিকে শয্যা
৭. ও পর্বতসমূহকে কীলক?
৮. আমি সৃষ্টি করিয়াছি তোমাদিগকে জোড়ায়-জোড়ায়,
৯. তোমাদিগের নিদ্রাকে করিয়াছি বিশ্রাম,
১০. করিয়াছি রাত্রিকে আবরণ,
১১. এবং করিয়াছি দিবসকে জীবিকা আহরণের সময়,
১২. আর নির্মাণ করিয়াছি তোমাদিগের উর্ধ্বদেশে সুস্থিত সপ্ত আকাশ
১৩. এবং সৃষ্টি করিয়াছি প্রোজ্জ্বল দীপ।
১৪. এবং বর্ষণ করিয়াছি মেঘমালা হইতে প্রচুর বারি।
১৫. তদ্বারা আমি উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ,
১৬. ও ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্যান।

তাফসীর : যে সব মুশরিক কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করিত এবং উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করিত আল্লাহ তা'আলা উহাদিগের জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান করিয়া কিয়ামতের হাকীকত বর্ণনা করিয়া এবং উহাদিগের মতামত খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন :

عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ অর্থাৎ মুশরিকরা একে অপরকে কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে? উহারা কি কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে? বস্তুত কিয়ামতের বিষয়টি তো একটি ভয়াবহ সংবাদ।

কাতাদা ও ইবন যায়দ (র) বলেন : النَّبَاِ الْعَظِيمِ অর্থ হইল মৃত্যুর পর পুনরুত্থান। মুজাহিদ (র) বলেন কুরআন। তবে প্রথম অর্থটিই সমধিক গ্রহণীয়।

اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ অর্থাৎ এই কিয়ামত দিবস সম্পর্কে মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত। একদল উহা সংঘটিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করে আরেক দল বিশ্বাস করে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবস অস্বীকারকারীদিগকে ধমক প্রদান করিয়া বলিতেছেন :

كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ কিয়ামতের হাকীকত উহারা শীঘ্রই জানিতে পারিবে— শুধু শীঘ্রই কেন, এইতো এই এখনই উহা তাহাদিগের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া যাইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক সৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়া নিজের মহান কুদরতের নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করিয়াছেন। যদ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, যিনি কোন নমুনা ছাড়াই প্রথম পর্যায়ে এতসব বস্তু সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন, একবার ধ্বংস হইবার পর পুনরায় উহা সৃষ্টি করা তাঁহার পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। এই পর্যায়ে তিনি বলেন :

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مَهْدًا অর্থাৎ আমি কি ভূমিকে সমগ্র সৃষ্টিকুলের জন্য শয্যারূপে সৃষ্টি করিয়া উহাদিগের করায়ত্ত করিয়া দেই নাই?

اَلْجِبَالِ اَوْ تَادًا অর্থাৎ পর্বতমালাকে কি ভূমির জন্য কীলক বানাইয়া দেই নাই? ফলে ভূমি এখন স্থির-শান্ত ও অবিচল হইয়া গিয়াছে। উহার অধিবাসীদের লইয়া পূর্বের ন্যায় এখন আর ভূমি নড়াচড়া করে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَحَاقًا اَزْوَاجًا অর্থাৎ আর আমি তোমাদিগকে জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছি। অর্থাৎ তোমাদিগের কাউকে বানাইয়াছি পুরুষ আর কাউকে বানাইয়াছি নারী। ফলে তোমরা একজন অপরজন দ্বারা উপকৃত হও এবং নারী-পুরুষের মিলন দ্বারা বংশ বৃদ্ধি পায়। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً-

অর্থাৎ আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন হইল এই যে, তিনি তোমাদিগ হইতেই তোমাদিগের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তোমরা প্রশান্তি লাভ করিতে পার আর তিনি তোমাদিগের মাঝে ভালোবাসা ও প্রীতি সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا অর্থাৎ আমি নিদ্রাকে বিশ্রাম বানাইয়াছি যে, তোমাদিগের দিনের যাবতীয় ক্লান্তি ও শ্রান্তি দূর হইয়া যায়। সূরা ফুরকানেও এই ধরনের আয়াত রহিয়াছে।

وَجَعَلْنَا الْاَيْلَ لِبَاسًا অর্থাৎ আমি রাত্রিকে আবরণ করিয়াছি, অর্থাৎ রাতের অন্ধকার সমস্ত মানুষকে আচ্ছাদন করিয়া দেয়। যেমন অন্যত্র আছে اِذَا

يَغْشَاهَا অর্থাৎ রাতের কসম, যখন অন্ধকার তাহাকে আচ্ছাদন করে। কাতাদা (র) বলেন : لَبَّاسًا অর্থ سَكْنَا অর্থাৎ রাতকে আমি প্রশান্তি লাভের মাধ্যম বানাইয়াছি।

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا অর্থাৎ দিবসকে আমি আলোকময় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি যাহাতে মানুষ কাজকর্ম, যাতায়াত, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিভিন্ন উপায়ে জীবিকা উপার্জন করিতে সক্ষম হয়।

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شَدَادًا অর্থাৎ তোমাদিগের মাথার উপর আমি নির্মাণ করিয়াছি, সাত আকাশ। যাহা অত্যন্ত প্রশস্ত, সুবিস্তৃত, লম্বা, চওড়া, অত্যন্ত মজবুত, সুদৃঢ় ও তারকারাজি দ্বারা সাজানো।

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا অর্থাৎ আর আমি সূর্যকে অত্যন্ত উজ্জ্বল ও আলোকময় করিয়াছি, যাহা গোটা জগতকে আলোকিত করিয়া দেয়।

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا অর্থাৎ আর আমি মেঘমালা হইতে প্রচুর পানি বর্ষণ করিয়াছি।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, الْمُعْصِرَاتِ অর্থ الرِّيحُ অর্থাৎ বায়ু।

ইব্ন আব্বাস হাতিম.....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, الرِّيحُ অর্থ الْمُعْصِرَاتِ অর্থাৎ বায়ু। ইকরিমা, কাতাদা, মুকাতিল, কালবী, যায়দ ইব্ন আসলাম এবং আব্দুর রহমান (র) এইরূপ মত পেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ বায়ু মেঘমালাকে পানি একস্থান হইতে অন্য স্থানে পরিচালিত করে আর উহাতেই বারি বর্ষিত হয়।

আলী ইব্ন আব্বাস তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন الْمُعْصِرَاتِ অর্থ : السَّحَابُ অর্থাৎ মেঘ। অনুরূপ ইকরিমা, আবুল আলিয়া, যাহ্‌হাক, হাসান, রবী ইব্ন আনাস ও ছাওরী (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ফাররা বলেন : مُعْصِرَاتِ সেই মেঘ যাহা বারি বর্ষণ করিবার উপক্রম হইয়াছে, কিন্তু এখনও বারি বর্ষিত হয় নাই। যেমন, যেই মহিলার স্রাব আসার সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে কিন্তু এখনও শুরু হয় নাই। আরবের পরিভাষায় তাহাকে امْرَأَةٌ مُعْصِرَةٌ বলা হয়। হাসান ও কাতাদা (র) হইতে বর্ণিত আছে الْمُعْصِرَاتِ অর্থ السَّمَوَاتِ তবে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত হইল معصرات অর্থ মেঘ।

مَتَابِعًا অর্থাৎ অবিরাম। ছাওরী (র) বলেন : ثَجَّاجًا অর্থ كَثِيرًا অর্থাৎ প্রচুর। এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : فَضْلُ الْحَجِّ وَالْحَجِّ অর্থাৎ সেই হজ্জ সর্বোত্তম যাহাতে উচ্চস্বরে অধিক পরিমাণ লাঝায়ক বলা হয় এবং অত্যধিক রক্ত প্রবাহিত করা হয়—

অর্থাৎ বেশি বেশি কুরবানী করা হয়। এস্তেহাযা ওয়ালী এক মহিলাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরসুক তথা তুলা ব্যবহার করিবার পরামর্শ দিলে মহিলাটি বলিয়াছিল যে, না হযূর। তুলা দ্বারা উহা বন্ধ করা সম্ভব নয়। اثمًا اثمًا ثجا অর্থাৎ অবিরাম রক্ত বাহির হইতেই থাকে। ইহা প্রমাণ করে যে, الثج শব্দটি অনবরত অত্যধিক প্রবাহিত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًا وَنَبَاتًا - وَجَنَّتِ الْفَافَا অর্থাৎ আকাশ হইতে বর্ষিত এই পানি দ্বারা আমি শস্য, উদ্ভিদ ও ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্যান উৎপন্ন করি। حَبٌ অর্থ শস্য, যাহা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীরা আহার করে। نبات অর্থ উদ্ভিদ তথা সবুজ তরি-তরকারী যাহা তাজা খাওয়া যায়। جنت অর্থ- বাগান বা উদ্যান যাহাতে নানা রং ও নানা স্বাদের রকমারী ফল-ফলাদি উৎপন্ন হয়। ইবন আব্বাস (রা) বলেন الفافا অর্থ مجتمعاً অর্থাৎ ঘন সন্নিবিষ্ট।

(১৭) إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۝

(১৮) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفْوَاجًا ۝

(১৯) وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۝

(২০) وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝

(২১) إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝

(২২) لِلظَّالِمِينَ مَا بَأْسًا ۝

(২৩) لُبِيثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ۝

(২৪) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۝

(২৫) إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا ۝

(২৬) جَزَاءً وَفَاتًا ۝

(২৭) إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۝

(২৮) وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ۝

(২৯) وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ۝
(৩০) فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۝

১৭. নিশ্চয় নির্ধারিত আছে বিচার দিবস।
১৮. সেইদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হইবে,
১৯. আকাশ উন্মুক্ত করা হইবে, ফলে উহা হইবে বহুদার বিশিষ্ট।
২০. এবং চলমান করা হইবে পর্বতসমূহকে, ফলে সেইগুলি হইয়া যাইবে মরীচিকা।
২১. নিশ্চয় জাহান্নাম ওঁৎ পাতিয়া রহিয়াছে,
২২. সীমালংঘন কারীদিগের প্রত্যাবর্তনস্থল।
২৩. সেথায় উহারা যুগ যুগ ধরিয়া অবস্থান করিবে।
২৪. সেথায় উহারা আশ্বাদন করিবে না শৈত্য, না কোন পানীয়—
২৫. দুর্গন্ধ পানি ও পূঁজ ব্যতীত;
২৬. ইহাই উপযুক্ত প্রতিফল।
২৭. উহারা কখনও হিসাবের আশংকা করিত না,
২৮. এবং উহারা দৃঢ়তার সহিত আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করিয়াছিল।
২৯. সব কিছুই আমি সংরক্ষণ করিয়াছি লিখিতভাবে।
৩০. অতঃপর তোমরা আশ্বাদন গ্রহণ কর, আমি তো তোমাদিগের শাস্তিই শুধু বৃদ্ধি করিব।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, বিচার দিবস তথা কিয়ামত দিবস একটি নির্ধারিত তারিখেই অনুষ্ঠিত হইবে। উহার এক মুহূর্ত আগেও হইবে না এবং পরেও হইবে না। কিন্তু উহা কখন সংঘটিত হইবে আল্লাহ ব্যতীত কেহই উহা জানে না। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَنُوحِرُهُ إِلَّا لِجَلِّ مَعْدُورٍ অর্থাৎ একটি নির্ধারিত সময়ের জন্যই আমি উহাকে সুযোগ দিতেছি।

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا অর্থাৎ সেইদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইলে সমস্ত মানুষ দলে দলে সমবেত হইবে।

মুজাহিদ (র) বলেন : زمرًا زمرًا অর্থًا দলে দলে। ইব্ন জারীর (র) বলেন : প্রত্যেক উম্মত সেইদিন নিজ নিজ রাসূলের সংগে সমবেত হইবে।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِسْمِهِمْ অর্থাৎ সেই দিন আমি প্রত্যেক মানুষকে নিজ নিজ নেতার সংগে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করিব।

ইমাম বুখারী (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : দুই ফুৎকারের মাঝে ব্যবধান হইবে চল্লিশ। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কি চল্লিশ দিন? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : 'জানি না'। অতঃপর সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিল, কি চল্লিশ মাস? হুযূর (সা) বলিলেন, 'জানি না' সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন হুযূর! তাহা হইলে কি চল্লিশ বছর? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : 'আমি তাহাও জানি না'। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আকাশ তথা উপর হইতে বারি বর্ষণ করিবেন। ফলে যমীন হইতে যেমন ফসল উৎপন্ন করা হয়, তেমনি মানুষও মাটি ভেদ করিয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করিবে। মৃত্যুর পর মানবদেহের সবই গলিয়া পঁচিয়া যায় কিন্তু একটি হাড়ি অর্থাৎ মেরুদণ্ডের নীচের মাথার হাড়ি অক্ষুণ্ণ থাকে। উহা হইতেই কিয়ামতের দিন সকলকে পুনর্জীবিত করা হইবে।

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا অর্থাৎ আকাশ উন্মুক্ত করা হইবে। ফলে উহা বহুদ্বার বিশিষ্ট হইয়া ফেরেশতা অবতরণের পথ হইয়া যাইবে।

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا অর্থাৎ পর্বতসমূহকে চলমান করা হইবে ফলে সেইগুলি মরীচিকায় পরিণত হইয়া যাইবে। যেমন, অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَتَرَى الْجِبَالَ جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ অর্থাৎ পর্বতসমূহকে দেখিয়া তুমি মনে করিতেছ উহা মজবুতভাবে স্থির রহিয়াছে। কিন্তু একদিন সেইগুলি মেঘের ন্যায় চলিতে শুরু করিবে। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ অর্থাৎ পর্বতসমূহ হইবে ধূনিত রংগুন পশমের মত।

فَكَانَتْ سَرَابًا অর্থাৎ পর্বতসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া এমন হইয়া যাইবে যে, দেখিয়া উহাকে কিছু-একটা মনে হইবে, কিন্তু আসলে উহা কিছুই নয়। অতঃপর উহার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া যাইবে।

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِيْنَ مَابًا অর্থাৎ জাহান্নাম সীমা লংঘনকারীদিগের জন্য ওঁৎ পাতিয়া রহিয়াছে। এই জাহান্নামই উহাদিগের প্রত্যাভর্তনস্থল।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী ও কাতাদা (র) বলেন, জাহান্নাম অতিক্রম না করিয়া কেহই জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যার আমল ভালো হইবে সে তো জাহান্নাম অতিক্রম করিয়া জান্নাতে পৌঁছিয়া যাইবে আর যাহার আমল ভালো নয় সে জাহান্নামেই নিষ্কিণ্ড হইয়া যাইবে। সুফিয়ান ছাওরী (র) বলেন, জাহান্নামের উপর তিনটি পুল থাকিবে।

لأَبْثِيثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا অর্থাৎ যুগ যুগ ধরিয়া উহারা সেথায় অবস্থান করিবে। احقاب শব্দটি حقب এর বহুবচন। দীর্ঘ একটি সময়কে حقب বলা হয়। তবে উহার পরিমাণ সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে।

ইব্ন জারীর (র)..... সালিম ইব্ন আবুল জাদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সালিম ইব্ন আবুল জাদ (র) বলেন, হযরত আলী (রা) একদিন হিলাল হাজারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কুরআনে যে হাকাব এর কথা বলা হইয়াছে উহার পরিমাণ কত? উত্তরে তিনি বলিলেন, আশি বছর। প্রতি বছর বার মাসে হইবে এবং প্রতি মাস ত্রিশ দিনে হইবে আর প্রত্যেকটি দিন এক হাজার বছরের সমতুল্য হইবে। আবু হুরায়রা (রা) আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর, ইব্ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আমর ইব্ন মায়মূন, হাসান, কাতাদা রবী ইব্ন আনাস এবং যাহ্‌হাক (র) হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। হাসান বসরী ও সুদ্দী (র)-এর এক বর্ণনা মতে অনুরূপ সত্তর বছর। আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)-এর এক বর্ণনা মতে চল্লিশ বছর যার প্রত্যেকটি দিন এক হাজার বছরের সমান হইবে। বশীর ইব্ন কা'ব (র) বলেন, এক হাজার হইল তিনশত বছর যাহার প্রতি বছর বার মাসে, প্রতি মাস ত্রিশ দিনে আর প্রতিদিন হইল দুনিয়ার হিসাব মতে এক হাজার বছর। ইব্ন আবু হাতিম (র)..... আবু উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) لَأَبْثِيثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'এক হাকাব এক মাসে, এক মাসে ত্রিশ দিনে এবং এক বছর বার মাসে ও তিনশত ষাট দিনে। আর ইহার প্রতিটি দিন হইল তোমাদিগের হিসাব মতে এক হাজার বছর। কিন্তু এই হাদীসটি মুনকার। বর্ণনাকারী কাসিম ও জা'ফর উভয়েই সনদের ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাত বলিয়া বিবেচিত।

বায্‌যার (র)..... সুলায়মান ইব্ন মুসলিম আবুল আ'লা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুসলিম ইব্ন আবুল আ'লা (র) বলেন, আমি সুলায়মান তায়মীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, জাহান্নাম হইতে কি কেহ কখনো বাহির হইতে পারিবে? উত্তরে তিনি বলিলেন, নাফি' (র) ইব্ন উমর (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি যে, জাহান্নাম হইতে কেহ কখনো বাহির হইতে পারিবে না। হাকাবের পর হাকাব তাহারা সেথায় অবস্থান করিবে। এক হাকাবে প্রায় আশির অধিক বছর। প্রত্যেক বছর হইল তোমাদিগের হিসাব অনুযায়ী তিন শত ষাট দিন।

সুদী (র) বলেন : أَحْقَابًا -এ- لِابْتِئَانٍ فِيهَا أَحْقَابًا বলিয়া সাতশত হাকাব বুঝানো হইয়াছে। প্রতি এক হাকাব সত্তর বছরে, প্রতিটি বছর হইল তিনশত ষাট দিনে আর প্রতিটি দিন হইল দুনিয়ার হিসাব মতে, এক হাজার বছরের সমান।

মুকাতিল ইব্ন হায়য়ান (র) বলেন : এই আয়াতটি পরবর্তী আয়াত فَنُؤُوقُوا فَلَنْ فَنُؤُوقُوا فَلَنْ দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে। খালিদ ইব্ন মা'দান (র) বলেন : এই আয়াত এবং وَمَا شَاءَ رَبُّكَ (অর্থাৎ আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন) ঈমানদারদের ব্যাপারে নাযিল হইয়াছে।

সাদ্দ (র) কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাতাদা (র) বলেন : لِابْتِئَانٍ -এর মধ্যে যেই হাকাবের কথা বলা হইয়াছে উহা কখনো শেষ হইবার নহে। এক হাকাব শেষ হওয়ার সংগে সংগে আরেক হাকাব শুরু হইয়া যাইবে। বস্তুত ইহাই সঠিক কথা। রবী ইব্ন আনাস (র) বলেন এক হাকাবের প্রকৃত পরিমাণটা যে কত উহা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারোই জানা নাই। তবে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক হাকাব হইল আশি বছরে এবং এক বছর তিনশত ষাট দিনে যাহার প্রতিটি দিন এক হাজার বছরের সমান।

অর্থাৎ জাহান্নামীরা لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا জাহান্নামে হৃদয় জুড়ানোর মতো কোন বস্তু এবং সুপেয় কোন পানীয়ও পাইবে না। পাইবে শুধু ফুটন্ত পানি ও পুঁজ। حَمِيمٌ অর্থ যার পর নাই গরম ফুটন্ত পানি আর غَسَّاقٌ হইল জাহান্নামীদের পুঁজ, ঘাম ও অশ্রুর সমষ্টি। যাহা অসহনীয় ঠাণ্ডা ও দুর্গন্ধময় হইবে। সূরা ص -এ এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। আল্লাহ্ আমাদিগকে এই সব আযাব হইতে রক্ষা করুন। কেহ কেহ বলেন : আলোচ্য আয়াতে بَرْدٌ অর্থ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, নিদ্রা।

অর্থাৎ এইসব হইল দুনিয়ায় কৃত উহাদিগের অপকর্মের পরিপূর্ণ পরিণাম। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا অর্থাৎ মৃত্যুর পর একদিন দুনিয়ায় কৃতকর্মের হিসাব দিতে হইবে বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করিত না।

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا অর্থাৎ আর আমি আমার রাসূল (সা)-এর উপর যে সব নিদর্শন ও দলীল-প্রমাণ নাযিল করিয়াছিলাম উহারা সেইগুলিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিত ও অস্বীকার করিত।

وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا অর্থাৎ বান্দার প্রতিটি আমলই আমি লিখিতভাবে সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছি। একদিন আমি উহার প্রতিফল দিব। আমল যদি ভালো হয়

তাহা হইলে ফলাফলও ভালো হইবে আর আমল যদি মন্দ হয় তাহা হইলে ফলাফলও মন্দ হইবে।

فَذُوْقُوا فَلَنْ نُّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا অর্থাৎ জাহান্নামীদিগকে জাহান্নামে নিষ্ক্ষেপ করার পর উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, তোমরা যাহাতে আছ উহাই আশ্বাদন করিতে থাক। এখন হইতে তোমাদিগের শাস্তি বৃদ্ধি হ্রাস করা হইবে না। এক এক সময় এক এক রকম শাস্তি আসিয়া তোমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইবে।

কাতাদা (র)..... আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে তিনি বলেন : জাহান্নামীদের সম্পর্কে এই আয়াত ব্যতীত এত কঠোর অন্য কোন আয়াত নাযিল হয় নাই।

ইব্ন আবু হাতিম (র)..... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (র) বলেন, আমি আবু বারযা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, কাফিরদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে কঠোর আয়াত কোন্টি? উত্তরে তিনি বলিলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন الخ فَلَنْ اِذِيْهَا এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া বলিলেন : “উহারা আল্লাহর নাফরমানীর কারণেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।” এই হাদীসের রাবীদের মধ্যে জিসর ইব্ন ফারকাদ দুর্বল বলিয়া প্রমাণিত।

(২১) اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ۝

(২২) حَدٰٓيْقٍ وَّاَعْنَآبًا ۝

(২৩) وَّ كَوَاعِبَ اٰثْرَابًا ۝

(২৪) وَّ كَاسًا وَّهَآفًا ۝

(২৫) لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّ لَا كِذْبًا ۝

(২৬) جَزَآءٌ مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءٌ حِسَابًا ۝

৩১. মুত্তাকীদের জন্য আছে সাফল্য,

৩২. উদ্যান, দ্রাক্ষা,

৩৩. সমবয়স্ক উদ্ভিন্ন যৌবনা তরুণী

৩৪. এবং পূর্ণ পান পাত্র।

৩৫. সেথায় তাহারা শুনিবে না অসার ও মিথ্যা বাক্য।

৩৬. ইহা পুরস্কার, যথোচিত দান তোমার প্রতিপালকের।

তাফসীর : সৌভাগ্যের অধিকারী ব্যক্তি এবং আল্লাহ তা'আলা উহাদিগের জন্য যে সব নিয়ামত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :

انَ لِّلْمُتَّقِينَ مَفَازًا অর্থাৎ মুত্তাকীদের জন্য রহিয়াছে সাফল্য। ইহারা জাহান্নাম হইতে মুক্তি লাভ করিয়া জান্নাতে প্রবেশ করিবে। حَادِقُ অর্থাৎ খজুর এবং বৃক্ষের উদ্যান। اَعْنَابًا অর্থ- আঙ্গুর বা দ্রাক্ষা। كَوَاعِبَ اٰتْرَابًا অর্থ উন্নত বক্ষ বিশিষ্টা নবযৌবনা সমবয়স্কা হুর। অর্থাৎ জান্নাতে মুত্তাকীদিগকে এইসব দেওয়া হইবে।

ইবন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) সহ অনেকে বলেন, نَوَاعِبُ অর্থ كَوَاعِبُ অর্থাৎ উন্নত সুডৌল স্তন বিশিষ্টা। সূরা ওয়াকিয়ায় হুরদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

ইবন আব্ব হাতিম (র)..... আব্ব উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্ব উমামা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, “আল্লাহর সন্তুষ্টিই প্রকাশ পাইবে জান্নাতীদের পোশাকে এবং মেঘমালা তাহাদেরকে আসিয়া বলিবে, হে জান্নাতবাসীরা! তোমরা কি বর্ষণের আকাঙ্ক্ষাকারী, তখন وَكَأْسًا دِهَاقًا সমবয়স্কা সুডৌল স্তন বিশিষ্টা হুর বর্ষণ করিবে। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, وَكَأْسًا دِهَاقًا অর্থ পরিপূর্ণ পানপাত্র।

ইকরিমা (র) বলেন وَكَأْسًا دِهَاقًا অর্থ صَافِيَتِهِ অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন। মুজাহিদ, হাসান, কাতাদা ও ইবন যায়দ (র) বলেন وَكَأْسًا دِهَاقًا অর্থ المَلَايَ الْمُتْرَعَةَ অর্থাৎ কানায় কানায় পরিপূর্ণ।

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذْبًا অর্থাৎ জান্নাতীরা জান্নাতে কোন অসার ও মিথ্যা কথা শুনিবে না। যেমন, অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَا لَغْوَ فِيهَا وَلَا تَأْتِيمٌ অর্থাৎ জান্নাতে কোন অসার বা গুনাহের কথা বা কাজ থাকিবে না। কারণ জান্নাত হইল শান্তি নিকেতন। উহা যাবতীয় দ্রুটি হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র ও নিরাপদ।

جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا অর্থাৎ মুত্তাকীদের জন্য যেসব নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হইল উহা আল্লাহর পক্ষ হইতে প্রদত্ত উহাদিগের কৃতকর্মের প্রতিদান স্বরূপ দেওয়া হইবে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে এই সব অফুরন্ত নিয়ামত দান করিবেন।

(৩৭) رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۝

(৩৮) يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۚ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أُذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝

(৩৯) ذٰلِكَ الْيَوْمِ الْحَقُّ ۗ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ اِلٰى رَبِّهِ مَابًا ۝
 (৪০) اِنَّا اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ۙ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ
 وَ يَقُوْلُ الْكٰفِرُ يَلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرَابًا ۝

৩৭. যিনি প্রতিপালক আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদিগের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর, যিনি দয়াময়; তাঁহার নিকট আবেদন-নিবেদনের শক্তি তাহাদিগের থাকিবে না।

৩৮. সেই দিন রুহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইবে। দয়াময় যাহাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত অন্যেরা কথা বলিবে না এবং সে যথার্থ বলিবে।

৩৯. এই দিবস সুনিশ্চিত, অতএব যাহার অভিরূচি সে তাহার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হউক।

৪০. আমি তোমাদিগকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করিলাম; সেইদিন মানুষ তাহার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করিবে এবং কাফির বলিবে, “হায়, আমি যদি মাটি হইতাম।”

তাফসীর : আল্লাহ তা‘আলা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব সম্পর্কে বলিতেছেন যে, তিনি আকাশমণ্ডলী পৃথিবী ও উহাদিগের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক এবং তিনি পরম দয়ালু, তাঁহার দয়া ও রহমত সর্বত্র বিস্তৃত।

لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا অর্থাৎ আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত আগে বাড়িয়া কেহ তাঁহার সহিত কথা বলিতে সক্ষম হইবে না। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهٖ অর্থাৎ কে আছে, যে আল্লাহর নিকট তাহার অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করিবে? অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

يَوْمَ يَأْتِيْ تٰكُلُمْ نَفْسُهٗ الْاٰ بِاِذْنِهٖ অর্থাৎ সেইদিন তাঁহার অনুমতি কেহ তাঁহার সহিত কথা বলিতে পারিবে না।

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًا অর্থাৎ সেইদিন রুহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইবে। এই আয়াতে রুহ দ্বারা কি বুঝানো হইয়াছে; সেই সম্পর্কে মুফাসসিরগণের দ্বিমত রহিয়াছে। কেহ বলেন, রুহ অর্থ আদম সন্তান তথা মানুষের রুহ। আওফী (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। হাসান ও কাতাদা (র) বলেন : রুহ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল আদম সন্তান। কেহ বলেন : এই রুহ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল আল্লাহর এক ধরনের সৃষ্ট জীব ; উহারা মানুষও নয় জিনও নয়। তবে উহারা পানাহার করে। ইবন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, আবু সালিহ ও আ‘মাশ (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শা'বী, সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও যাহ্বাক (র) বলেন, রুহ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল হযরত জিবরাঈল (আ)। নিম্নের আয়াত দ্বারা ইহার স্বপক্ষে দলীল পেশ করা হইয়াছে।

أَرْثَا۟ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ 'রুহল আমীন' উহা তোমার অন্তরে অবতীর্ণ করিয়াছেন, যেন তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পার। এই আয়াতে রুহল আমীন দ্বারা উদ্দেশ্য হইল হযরত জিবরাঈল (আ)।

ইব্ন যায়দ (র) বলেন : রুহ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল কুরআন। যেমন, এক আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন :

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا "অনুরূপভাবে আমি আমার নির্দেশে তোমার কাছে রুহ প্রত্যাদেশ করিয়াছি।" এইখানে রুহ বলিয়া কুরআন বুঝানো হইয়াছে।

কেহ বলেন, রুহ এমন একজন ফেরেশতা, যিনি আল্লাহর সমগ্র সৃষ্ট জীবের সমান। আলী ইব্ন আবু তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই রুহ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল সর্ববৃহৎ আকৃতি বিশিষ্ট ফেরেশতা।

ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রুহ নামক এই ফেরেশতার অবস্থান হইল চতুর্থ আকাশে। আকাশমণ্ডলী, পাহাড়-পর্বত ও সমস্ত ফেরেশতা অপেক্ষাও সে বড়। প্রতিদিন বার হাজার তাসবীহ পাঠ করে। প্রত্যেক তাসবীহ হতে একজন করে ফেরেশতা সৃষ্টি হয়। কিয়ামতের দিন একাই সে এক সারি লইয়া উপস্থিত হইবে। এই মতটি খুবই গরীব।

তাবারানী (র)..... আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, আল্লাহর এমন একজন ফেরেশতা আছে, যদি তাহাকে সমগ্র আকাশ-যমীন গিলিয়া ফেলিতে বলা হয় তো সে এক লোকমায়ই সেইগুলি গিলিয়া ফেলিতে পারিবে। তাহার তাসবীহ হইল : سُبْحَانَكَ حَيْثُ كُنْتُ এই হাদীসটিও খুবই গরীব। ইহা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা কিনা তাহাতে আপত্তি রহিয়াছে। ইসরাঈলী বর্ণনা হওয়াও বিচিত্র নয়।

উল্লেখ্য যে, ইব্ন জারীর (র) রুহ সম্পর্কিত উপরোক্ত সব ক'টি ব্যাখ্যাই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কোন ফয়সালা দেন নাই। আমার কাছে রুহ দ্বারা আদম সন্তান উদ্দেশ্য হওয়াই বেশি যুক্তিসংগত বলিয়া মনে হয়।

لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ অনুমতি ব্যতীত কেহই কথা বলিতে পারিবে না। যেমন, অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

يَوْمَ يَأْتُ لَاتَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ অর্থাৎ "কিয়ামতের দিন আল্লাহর অনমুতি ব্যতীত কেহই তাহার সহিত কথা বলিতে পারিবে না।" সহীহ হাদীসে আছে যে, কিয়ামতের দিন রাসূলগণ ব্যতীত কেহই কথা বলিতে পারিবে না।

وَقَالَ صَوَابًا এবং সে যথার্থ তথা হক কথা বলিবে। সর্বাধিক হক ও সত্য কথা হইল, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اَلْحَقُّ অর্থাৎ কিয়ামত দিবসের সংগঠন সুনিশ্চিত। ইহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই।

سُوْتَرَاং যাহার অভিরুচি তাহার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হউক। অর্থাৎ এমন পথ অবলম্বন করুক, যাহা তাহাকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছাইয়া দিবে।

اِنَّا اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا অর্থাৎ আমি তোমাদিগকে শীঘ্র আসন্ন তথা কিয়ামত দিবসের শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করিলাম। উল্লেখ্য যে, কিয়ামত দিবসের শাস্তিকে শীঘ্র আসন্ন এই জন্য বলা হইয়াছে যে, উহার আগমনের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। আর যাহার আগমন ও সংগঠন নিশ্চিত বলিতে গেলে উহা আসিয়াই পড়িয়াছে।

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ الْمَرْءَ مَا قَدَّمَتْ يَدُهُ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষের যাবতীয় ভালো-মন্দ ও নতুন-পুরাতন যাবতীয় আমল উহাদিগের সম্মুখে পেশ করা হইবে। ফলে মানুষ নিজেদের কৃতকর্ম স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا অর্থাৎ মানুষ নিজেদের কৃতকর্ম উপস্থিত দেখিতে পাইবে। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

يٰۤاِنْسَانَ لِمَ كَفَرْتَ الْاِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ يَمَّا قَدَّمَ وَاٰخَرَ অর্থাৎ সেইদিন মানুষকে পূর্বাপর যাবতীয় আমল সম্পর্কে অবহিত করা হইবে।

وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرَابًا অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন কাফিররা ফেরেশতাদের হাতে লিখিত উহাদিগের বদ আমল ও উহার অশুভ পরিণাম দেখিতে পাইবে, তখন তাহারা বলিবে হায়! যদি আমরা দুনিয়ার জীবনে মানুষ না হইয়া মাটি হইতাম!

কেহ কেহ বলেন : মানব ও জিন জাতি ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীকুল দুনিয়ার জীবনে একের প্রতি অপরে যে অবিচার করিয়াছে, কিয়ামতের দিন ন্যায়সঙ্গতভাবে উহার প্রতিশোধের ব্যবস্থা করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিবেন যে, এবার তোমরা মাটি হইয়া যাও, তখন কাফিররা বলিবে হায়! আমরাও যদি মাটি হইয়া যাইতাম! অর্থাৎ আমরাও যদি মানুষ না হইয়া পশু হইতাম আর এখন মাটি হইয়া যাইতাম।

সূরা নাযি‘আত

৪৬ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

- (১) وَالتُّزِعَاتِ عُرْقًا ۝
- (২) وَالتُّشِطِّاتِ نَشْطًا ۝
- (৩) وَالتُّسِیْحَاتِ سَبْحًا ۝
- (৪) فَالتُّسِیْقَاتِ سَبْقًا ۝
- (৫) فَالتُّدَبْرِاتِ أَمْرًا ۝
- (৬) یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝
- (৭) تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ۝
- (৮) قُلُوبٌ یَّوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۝
- (৯) أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝
- (১০) یَقُولُونَ ءَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ ۝
- (১১) ءَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۝
- (১২) قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝

(১৩) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۝

(১৪) فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝

১. শপথ তাহাদিগের যাহারা নির্মমভাবে উৎপাটন করে,
২. এবং যাহারা মৃদুভাবে বন্ধন মুক্ত করিয়া দেয়,
৩. এবং যাহারা তীব্র গতিতে সত্তরণ করে,
৪. আর যাহারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়,
৫. অতঃপর যাহারা সকল কর্ম নির্বাহ করে।
৬. সেইদিন শিংগা ধনি প্রকম্পিত করিবে।
৭. উহাকে অনুসরণ করিবে পরবর্তী শিংগা ধনি,
৮. কত হৃদয় সেইদিন সন্ত্রস্ত হইবে।
৯. উহাদিগের দৃষ্টি ভীতি-বিহবলতায় নত হইবে।
১০. তাহারা বলে, 'আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাভর্তিত হইবই—
১১. 'গলিত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও?'
১২. তাহারা বলে, 'তাহাই যদি হয় তবে তো ইহা সর্বনাশা প্রত্যাভর্তন।'
১৩. ইহাতো কেবল এক বিকট আওয়াজ।
১৪. তখনই ময়দানে উহাদিগের আবির্ভাব হইবে।

তাফসীর : ইব্ন মাসউদ, ইব্ন আব্বাস (রা), মাসরুফ, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আবু সালিহ, আবু যোহা ও সুদী (র) বলেন : وَالنَّزْعَتِ غَرْقًا দ্বারা উদ্দেশ্য হইল ফেরেশতা। অর্থাৎ ফেরেশতা বিভিন্নভাবে মানুষের রুহ কবজ করিয়া থাকেন। কাহারো রুহ অত্যন্ত কঠোরভাবে কবজ করা হয় আবার কাহারো রুহ বন্ধন মুক্ত করার ন্যায় আরামের সহিত কবজ করা হয়। وَالنَّشِطَتِ نَشْطًا দ্বারা উদ্দেশ্য হইল সেই সকল ফেরেশতা যাহারা মৃদুভাবে রুহ কবজ করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, কাফিরদের রুহ নির্মমভাবে উৎপাটন করিয়া বন্ধন মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়, অতঃপর জাহান্নামে ডুবাইয়া দেওয়া হয়।

মুজাহিদ (র) বলেন : وَالنَّزْعَتِ غَرْقًا দ্বারা উদ্দেশ্য হইল মৃত্যু। হাসান ও কাতাদা (র) বলেন, وَالنَّزْعَتِ غَرْقًا وَالنَّشِطَتِ نَشْطًا দ্বারা উদ্দেশ্য হইল নক্ষত্ররাজি। আতা ইব্ন আবু রাবাহ (র) বলেন : وَالنَّزْعَتِ وَالنَّشِطَتِ অর্থ কঠোর যোদ্ধা। কিন্তু এই সবক'টি ব্যাখ্যার মধ্যে প্রথমটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। অর্থাৎ রুহ কবজকারী ফেরেশতা। অধিকাংশ মুফাস্সিরের মত ইহাই।

وَالسَّبِيحَتِ سَبْحًا যাহারা তীব্র গতিতে সত্তরণ করে। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, وَالسَّبِيحَتِ سَبْحًا দ্বারা উদ্দেশ্য হইলে ফেরেশতা। আলী (রা), মুজাহিদ,

সাদ্দ ইব্ন জুবায়র এবং আবু সালিহ (র)-ও এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, وَالسَّبِيحَاتِ سَبْحًا দ্বারা উদ্দেশ্য মৃত্যু। কাতাদা (র) বলেন : নক্ষত্ররাজি। আতা ইব্ন আবু রাবাহ (র) বলেন : নৌযান।

وَالسَّبِيحَاتِ سَبْحًا -আর যাহারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়। আলী (রা), মাসরুক, মুজাহিদ, আবু সালিহ ও হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, وَالسَّبِيحَاتِ وَالسَّبِيحَاتِ অর্থ ফেরেশতা। হাসান (র) বলেন ঈমান ও আকীদা-বিশ্বাসে যে সব ফেরেশতা অগ্রগামী। মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হইল মৃত্যু। কাতাদা (র) বলেন : নক্ষত্ররাজি। আতা (র) বলেন, আল্লাহর পথে যুদ্ধরত ঘোড়া।

فَالْمُذَبِّحَاتِ أَمْرًا অতঃপর যাহারা সকল কর্ম নির্বাহ করে। আলী (রা), মুজাহিদ, আতা, আবু সালিহ, হাসান, কাতাদা, রবী ইব্ন আনাস ও সুদী (র) বলেন, الْمُذَبِّحَاتِ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল ফেরেশতা। হাসান (র) বলেন, যে সব ফেরেশতা আল্লাহর নির্দেশে আকাশ হইতে পৃথিবীর সকল কর্ম নির্বাহ করে।

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ অর্থাৎ সেইদিন শিংগা ধনি প্রকম্পিত করিবে উহাকে অনুসরণ করিবে পরবর্তী শিংগা ধনি।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : এই আয়াতে প্রথম ও দ্বিতীয় শিংগা ফুৎকারের কথা বলা হইয়াছে। মুজাহিদ, হাসান, কাতাদা ও যাহুহাক (র)-সহ অনেকেই এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)..... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, “প্রকম্পিতকারী শিংগা ধনি আসিবে উহাকে অনুসরণ করিবে পরবর্তী শিংগাধনি। অর্থাৎ মৃত্যু যাবতীয় বিপদাপদসহ আগমন করিবে। এই কথা শুনিয়া এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হুয়ূর! আমি যদি আমার অযীফার পূর্ণ সময়ে আপনার উপর দরুদ পাঠ করি তাহা হইলে কেমন হয়? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : তাহা হইলে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় চিন্তা ও অশান্তি দূর করিয়া দিবেন।

অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) রাতের শেষ তৃতীয়াংশে উঠিয়া বলিতেন, হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর। প্রকম্পিতকারী শিংগা ধনি আসিয়া পড়িবে। উহার অনুসরণ করিবে পরবর্তী শিংগা ধনি অর্থাৎ মৃত্যু উহার যাবতীয় বিপদাপদসহ আসিয়া পড়িবে।

فُلُوبٌ يُؤْمِنُ وَأُجْفَةٌ অর্থাৎ “কত হৃদয় সেইদিন ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িবে।” ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলেন : وَأُجْفَةٌ অর্থ خائفة ভীত-সন্ত্রস্ত।

أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ উহাদিগের দৃষ্টি সেইদিন ভীতি-বিহবলতায় নত হইবে। অর্থাৎ সেইদিনের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করিয়া লাঞ্চিত ও অপমানিত হইবে।

يَقُولُونَ ءَأَنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ۚ إِذَا كُنَّا عِظَامًا تَخْرُةٌ অর্থাৎ কুরাইশরা মুশরিকরা এবং যাহারা মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে তাহারা বলে, মৃত্যুর পর গলিত অস্তিত্বে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা পূর্বাবস্থায় প্রত্যাভর্তিত হইব?

মুজাহিদ (র) বলেন : حَافِرَةٌ অর্থ 'কবর'। ইবন আব্বাস (রা), মুহাম্মদ ইবন কা'ব ও ইকরিমা (র) প্রমুখ হইতে বর্ণিত আছে যে, الْحَافِرَةُ অর্থ মৃত্যুর পর জীবন লাভ করা। ইবন য়ায়েদ (র) বলেন الْحَافِرَةُ অর্থ জাহান্নাম। ইহার আরো কয়েকটি নাম রহিয়াছে। যথা জাহীম, সাকার, হাবিয়া, লাযা ও হুতামা এবং হাফিরাও জাহান্নামের একটি নাম।

تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ অর্থাৎ কুরাইশরা বলে যে, মৃত্যুর পর যদি আল্লাহ আমাদিগকে পুনরায় জীবিত করেন তাহা হইলে তো আমরা সর্বনাশ হইয়া যাইব।

فَأَنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, কাফির মুশরিকরা যেই পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করিতেছে। আমার কুদরতের কাছে উহা একটি ব্যাপারই নয়। একদিকে বিকট একটি আওয়াজ দেওয়া হইবে আরেকদিকে সকলে ময়দানে উপস্থিত হইবে। অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইসরাফীল (আ) শিংগায় ফুৎকার দিবে। সংগে সংগে পূর্বাপর সকল মানুষ আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এদিক-ওদিক তাকাইতে থাকিবে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ বলেন :

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا অর্থাৎ সেইদিন আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে আহ্বান করিবেন। ফলে তোমরা সেই ডাকে সপ্রশংস সাড়া দিবে। তখন তোমরা মনে করিবে যে, তোমরা কবরে কিছুক্ষণ মাত্র অবস্থান করিয়াছ। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَّهُم بِالْبَصْرِ একটি নির্দেশ হইবে।

মুজাহিদ (র) বলেন : وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ অর্থ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ একটি বিকট আওয়াজ। ইবরাহীম তায়মী (র) বলেন : আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির উপর সর্বাপেক্ষা বেশি রাগান্বিত হইবেন কিয়ামতের দিন। আবু মালিক ও রবী ইবন আনাস (র) বলেন, زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ অর্থ শেষ শিংগা ধ্বনি।

سَاهِرَةٌ إِبْنُ عَبَّاسٍ (রা), সাঈদ ইব্ন জুবায়র, কাতাদা ও আবু সালিহ (র) বলেন : سَاهِرَةٌ দ্বারা সমগ্র পৃথিবীকে বুঝানো হইয়াছে। ইকরিমা, হাসান, যাহ্‌হাক ও ইব্ন য়ায়দ বলেন : سَاهِرَةٌ অর্থ ভূ-পৃষ্ঠ। মুজাহিদ (র) বলেন, ভূগর্ভ হইতে ভূপৃষ্ঠে বাহির করিয়া আনা হইবে। উছমান ইব্ন আবুল আলিয়া (র) বলেন : سَاهِرَةٌ অর্থ বায়তুল মুকাদাসের ভূমি। ওহাব ইব্ন মুনাবিহ (র) বলেন : سَاهِرَةٌ অর্থ হইল, বায়তুল মুকাদাসের পার্শ্ববর্তী পাহাড়। ছাওরী (র) বলেন : سَاهِرَةٌ হইল শাম দেশ। কাতাদা (র) বলেন : سَاهِرَةٌ অর্থ জাহান্নাম। তবে এই সর্বক'টি মতের মধ্যে প্রথম মতটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ سَاهِرَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য, এই পৃথিবীর উপরিভাগ।

- (১০) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۝
 (১১) إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝
 (১২) إِذْ هَبَّ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۝
 (১৩) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّىٰ ۝
 (১৪) وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَأْسِكَ فَتَخْشَىٰ ۝
 (১৫) فَآذَنَهُ الْكِبْرَىٰ ۝
 (১৬) فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۝
 (১৭) ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ۝
 (১৮) وَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۝
 (১৯) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الرَّعْلَىٰ ۝
 (২০) فَآخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ۝
 (২১) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَخْشَىٰ ۝

১৫. তোমার নিকট মুসার বৃত্তান্ত পৌঁছিয়াছে কি?

১৬. যখন তাহার প্রতিপালক পবিত্র উপত্যকা তুওয়ায় তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন,

১৭. 'ফিরআওনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করিয়াছে।'
১৮. এবং বল, 'তোমার কি আগ্রহ আছে যে, তুমি পবিত্র হও—
১৯. 'আর আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের পথে পরিচালিত করি, যাহাতে তুমি তাঁহাকে ভয় কর?'
২০. অতঃপর সে উহাকে মহানিদর্শন দেখাইল।
২১. কিন্তু সে অস্বীকার করিল এবং অবাধ্য হইল।
২২. অতঃপর সে পশ্চাত ফিরিয়া প্রতিবিধানে সচেষ্টি হইল।
২৩. সে সকলকে সমবেত করিল এবং উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিল,
২৪. আর বলিল, 'আমিই তোমাদিগের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।'
২৫. অতঃপর আল্লাহ্ উহাকে আখিরাতে ও দুনিয়াতে কঠিন শাস্তি দেন।
২৬. যে ভয় করে তাহার জন্য ইহাতে অবশ্যই শিক্ষা রহিয়াছে।

তাকসীর : আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল মুহাম্মদ (সা)-কে এই সংবাদ দিতেছেন যে, তিনি হযরত মূসা (আ)-কে ফিরআওনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাহাকে বিভিন্ন মু'জিয়া দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপিও ফিরআওন আবাধ্যতা ও আল্লাহ্‌দ্রোহীতায় অবিচল থাকে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে অত্যন্ত শক্তভাবে পাকড়াও করেন। সুতরাং যাহারা আপনার বিরোধিতা করিবে এবং আপনার প্রতি প্রেরিত ওহীকে অস্বীকার করিবে তাহাদিগকেও অনুরূপ শাস্তি দেওয়া হইবে। এই দিকে ইংগিত করিয়াই সবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى
অর্থাৎ যাহারা ভয় করে ইহাতে তাহাদিগের জন্য শিক্ষা রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ مُوسٰى اِذْ نَادٰهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى
অর্থাৎ আপনি কি মূসার সংবাদ শুনিয়াছেন যখন তাহার প্রতিপালক তাহাকে তুওয়া নামক পবিত্র উপত্যকায় ডাকিয়া বলিলেন,

اِذْ هَبَّ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى
ফিরআওনের নিকট যাও, কারণ সে সীমালংঘন ও অবাধ্যতা করিয়াছে।

اَقُلْ لِّكَ اِلٰى اَنْ تَرْكَبِيْ وَاَهْدِيْكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى
অর্থাৎ ফিরআওনের নিকট গিয়া তাহাকে বল, তোমার কি আগ্রহ আছে যে, আল্লাহ্‌র আনুগত্য লাভ করিয়া পবিত্র হও এবং আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের আনুগত্য দাসত্বের সন্ধান দিব, যাহাতে তুমি আল্লাহ্‌র সামনে নত হইয়া তাঁহার অনুগত হইয়া যাইবে।

فَاَرٰهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى
অর্থাৎ মূসা (আ) ফিরআওনকে ঈমানের দাওয়াত প্রদানের সহিত আল্লাহ্ হইতে প্রাপ্ত সুস্পষ্ট দলীল ও এক শক্তিশালী নিদর্শনও দেখান।

فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۗ অর্থাৎ তথাপিও ফিরআওন সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিল এবং মুসা (আ)-এর বিরোধিতা করিল।

ثُمَّ ادَّبَرِي سَعَىٰ ۗ অর্থাৎ অতঃপর সে পশ্চাতে ফিরিয়া প্রতিবিধানে সচেষ্টিত হইল। অর্থাৎ মুসা (আ)-কে ঘায়েল করিবার জন্য যাদুকরদেরকে একত্রিত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। বস্তুত এই চক্রান্ত ছিল সত্যকে মিথ্যা দ্বারা পরাজিত করিবার অপচেষ্টা মাত্র।

فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ۗ অর্থাৎ অতঃপর নিজ জাতির সকলকে সমবেত করিয়া ঘোষণা করিল যে, আমি তোমাদিগের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।

ইবন আব্বাস (রা) বলেন, “আমি ছাড়া তোমাদিগের আর কোন ইলাহ আছে বলিয়া আমার জানা নাই।” ফিরআওন এই কথাটি বলার চল্লিশ বছর পর “আমিই তোমাদিগের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক” কথাটি বলিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَاخْذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأَخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ۗ অর্থাৎ ফলে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে দুনিয়া ও আখিরাতে এমন শাস্তি প্রদান করেন, যাহা তাহার সমমনা দুনিয়ার অন্যান্য খোদাদ্রোহীদের জন্য শিক্ষা হইয়া রহিয়াছে।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى التَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ۗ অর্থাৎ আমি উহাদিগকে জাহান্নামের প্রতি আহ্বানের হোতা বানাইয়াছি। কিয়ামতের দিন উহাদিগকে কোন প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করা হইবে না।

نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ۗ-এর সঠিক অর্থ হইল, نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ۗ অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি। কেহ কেহ বলেন, উহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল ফিরআউনের প্রথম ও দ্বিতীয় উক্তি। কেহ বলেন, ফিরআউনের কুফরী ও নাফরমানী। তবে প্রথম ব্যাখ্যাটিই সন্দেহাতীতরূপে সঠিক।

إِنْ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّمَن يَخْشَىٰ ۗ অর্থাৎ যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভয় করে ফিরআওনের এই ঘটনায় শিক্ষা রহিয়াছে।

(২৭) ۚ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ ۗ بَنَاهَا ۙ

(২৮) ۙ رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيْنَاهَا ۙ

(২৯) ۙ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ۙ

- (২০) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ۝
 (২১) أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ۝
 (২২) وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ۝
 (২৩) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۝

২৭. তোমাদিগকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই ইহা নির্মাণ করিয়াছেন।
 ২৮. তিনি ইহাকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করিয়াছেন।
 ২৯. তিনি রাত্রিকে করিয়াছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং প্রকাশ করিয়াছেন সূর্যালোক।
 ৩০. এবং পৃথিবীকে ইহার পর বিস্তৃত করিয়াছেন।
 ৩১. তিনি উহা হইতে বহির্গত করিয়াছেন উহার পানি ও তৃণ,
 ৩২. এবং পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করিয়াছেন।
 ৩৩. এই সমস্ত তোমাদিগের ও তোমাদিগের আন'আমের ভোগের জন্য।

তাফসীর : যাহারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে, তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রমাণ পেশ করিয়া বলিতেছেন :

أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا অর্থাৎ হে মানুষ! তোমাদিগকে সৃষ্টি করা কঠিনতর না আকাশ সৃষ্টি করা? অর্থাৎ তোমাদিগকে সৃষ্টি করা অপেক্ষা আকাশ সৃষ্টি করা অধিক কঠিন। যেমন, অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ অর্থাৎ নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টির চেয়ে বড় কাজ। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

أَوْ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ অর্থাৎ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি তাহাদিগের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহেন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।

بَنَاهَا অর্থাৎ আল্লাহই আকাশমণ্ডলীকে নির্মাণ করিয়াছেন। এই بَنَاهَا এর ব্যাখ্যায় আল্লাহ তা'আলা বলেন :

رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا অর্থাৎ আকাশকে আল্লাহ তা'আলা সুউচ্চ, অত্যন্ত চওড়া সুবিস্তৃত, সুবিন্যস্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَأَغَطَّسَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا অর্থাৎ তিনি রাত্রিকে করিয়াছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং সূর্যালোক দ্বারা দিবসকে করিয়াছেন আলোকময়।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَثَرًا ۖ অর্থাৎ রাত্রিকে তিনি অন্ধাকারাচ্ছন করিয়াছেন। মুজাহিদ, ইকরিমা ও সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) সহ অনেকেই এই অর্থ করিয়াছেন। اِنَارِنَهَا رَهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا অর্থাৎ দিবসকে আলোকময় করিয়াছেন।

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ نَحْنًا অর্থাৎ ইহার পর পৃথিবীকে বিস্তৃত করিয়াছেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে :

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَهَا অর্থাৎ পৃথিবী হইতে তিনি বহির্গত করিয়াছেন পানি ও তৃণ। উল্লেখ্য যে, সূরা হামীম সাজদায় বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীকে আকাশ সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টি করা হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর বিস্তার ও নিয়ামতের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হইয়াছে আকাশ সৃষ্টির পরে। ইব্ন আব্বাস (রা)সহ আরো অনেক হইতে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। হযরত ইব্ন জারীর (র)-ও ইহাই পছন্দ করিয়াছেন।

وَالْجِبَالَ أَرْسُنَا অর্থাৎ পাহাড়সমূহকে অত্যন্ত মজবুতভাবে তিনি যথাস্থানে প্রোথিত করিয়াছেন। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী ও দয়াময়।

ইমাম আহমদ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে সৃষ্টি করিবার পর উহা নড়াচড়া করিতে শুরু করে। তখন পর্বত সৃষ্টি করিয়া চাপা দিলে পরে পৃথিবী স্থির হইয়া যায়। ইহা দেখিয়া অবাক হইয়া ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করে যে, হে আল্লাহ! আপনার সৃষ্টির মধ্যে পাহাড় অপেক্ষা আর কোন শক্তিশালী বস্তু আছে কি? আল্লাহ বলিলেন, হ্যাঁ, আছে, লোহা। ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করিয়া, হে আল্লাহ! লোহা অপেক্ষা কোন শক্তিশালী বস্তু আছে কি? আল্লাহ বলিলেন, হ্যাঁ, আছে, আগুন। ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করিল, আগুন অপেক্ষা কোন শক্তিশালী জিনিস আছে কি? আল্লাহ বলিলেন, হ্যাঁ আছে, পানি। ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ! পানি অপেক্ষা কোন শক্তিশালী বস্তু আছে কি? আল্লাহ বলিলেন, হ্যাঁ আছে, বায়ু। অতঃপর ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ! আপনার সৃষ্টির মধ্যে বায়ু অপেক্ষা কোন শক্তিশালী কিছু আছে কি? উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, “হ্যাঁ, আছে, সেই আদম সন্তান, যে ডান হাতে দান করে আর তার বাম হাতও তাহা টের পায় না।”

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পৃথিবীর বিস্তার সাধন, পানি প্রবাহ করা, গুপ্ত ধন প্রকাশ করা, নদী-নালা প্রবাহিত করা, ফসলাদি, গাছ-গাছড়া, তরু-লতা ও ফল-ফলাদি উৎপন্ন করা ইত্যাদি সবই মানুষ এবং সেই সব জীবজন্তু ভোগের জন্য যাহা এই দুনিয়ার জীবনে মানুষের বিভিন্ন উপকারে আসে।

- (৩৪) فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ۝
- (৩৫) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى ۝
- (৩৬) وَبُرْزَتِ الْجَحِيمِ لِمَنْ يَرَى ۝
- (৩৭) فَأَمَّا مَنْ طَغَى ۝
- (৩৮) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝
- (৩৯) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ۝
- (৪০) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ۝
- (৪১) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ۝
- (৪২) يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۝
- (৪৩) فِيمْ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ۝
- (৪৪) إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ۝
- (৪৫) إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَنِ يَخْشَاهَا ۝
- (৪৬) كَانَتْهُمْ يَوْمَ يُرَوَّنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ۝

৩৪. অতঃপর যখন মহাসংকট উপস্থিত হইবে,

৩৫. সেই দিন মানুষ যাহা করিয়াছে তাহা স্মরণ করিবে,

৩৬. এবং প্রকাশ করা হইবে জাহান্নাম দর্শকদের জন্য।

৩৭. অনন্তর যে সীমালংঘন করে,

৩৮. এবং পার্থিব জীবনকে বাছিয়া লয়,

৩৯. জাহান্নামই হইবে তাহার আবাস।

৪০. পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি হইতে নিজেকে বিরত রাখে,

৪১. জান্নাতই হইবে তাহার আবাস।

৪২. উহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, ‘কিয়ামত সম্পর্কে’, ‘উহা কখন ঘটবে?’

৪৩. ইহার আলোচনার সহিত তোমার কী সম্পর্ক!

৪৪. ইহার চরম জ্ঞান আছে তোমার প্রতিপালকেরই নিকট।

৪৫. যে উহার ভয় রাখে তুমি কেবল তাহার সতর্ককারী।

৪৬. যেইদিন উহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিবে, সেইদিন উহাদিগের মনে হইবে যেন উহারা পৃথিবীতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাত অবস্থান করিয়াছে!

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা বলেন : **فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى** অর্থাৎ যখন মহাসংকট উপস্থিত হইবে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : **الطَّامَّةُ الْكُبْرَى** অর্থ কিয়ামত দিবস। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَالسَّاعَةَ أَذْهَى وَأَمْرٌ অর্থাৎ কিয়ামত দিবস বড় কঠোর ও অনভিপ্রেত বস্তু।

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى অর্থাৎ সেইদিন প্রত্যেক মানুষ দুনিয়ার জীবনে কৃত ভালো ও মন্দ প্রতিটি আমলের কথাই স্মরণ করিবে। যেমন, এক আয়াতে আল্লাহ বলেন :

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى অর্থাৎ সেইদিন মানুষ উপদেশ গ্রহণ করিবে। কিন্তু সেই উপদেশ গ্রহণে কোন ফল হইবে না।

وَبَرَزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى অর্থাৎ জাহান্নামকে প্রকাশ করা হইবে। ফলে মানুষ সচক্ষে উহা দেখিতে পাইবে।

فَأَمَّا مَنْ ظَفَى - وَأَثَرَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا - فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى অর্থাৎ যে ব্যক্তি সীমালংঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে পরকালীন জীবনের উপর প্রাধান্য দেয়, তাহার আবাস হইবে জাহান্নাম, খাদ্য হইবে যাক্কুম এবং পানীয় হইবে হামীম বা ফুটন্ত গরম পানি।

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى - فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى অর্থাৎ অপরদিকে যাহারা আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি হইতে নিজেকে বিরত রাখিয়া স্বীয় প্রতিপালকের আনুগত্য ও ইবাদতে মনোনিবেশ করে তাহার আবাস হইল জান্নাত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ نَذِيرِهَا - إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَا অর্থাৎ লোকেরা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, উহা কখন সংঘটিত হইবে? আপনি বলিয়া দিন যে, আমার এবং সৃষ্টির অন্য কারোই ইহা জানা নাই। একমাত্র আল্লাহই জানেন, কিয়ামত কবে সংঘটিত হইবে।

আর এই কারণে হযরত জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, “যাহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছে তিনি প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশি জানেন না।”

اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ مِّنْ يُّخْشِهَا অর্থাৎ আপনার দায়িত্ব হইল মানুষকে আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করা। অতঃপর যে আল্লাহ্কে ভয় করিবে এবং আপনার আনুগত্য করিবে সেই সফলতা লাভ করিবে আর যাহারা আপনাকে অস্বীকার করিবে ও আপনার বিরুদ্ধাচরণ করিবে তাহাদিগের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।

كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا অর্থাৎ মানুষ যখন কবর হইতে উঠিয়া হাশর ময়দানে উপস্থিত হইবে, তখন তাহাদিগের মনে হইবে যেন দুনিয়ার জীবনটা ছিল এক সকাল বা এক বিকালের সময়ের পরিমাণ।

ইবন আব্বাস (রা) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : জোহর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়টুকুকে عَشِيَّةٌ বলা হয় আর সূর্যোদয় হইতে দ্বি-প্রহর পর্যন্ত সময়কে বলা হয় ضُحَى। কাতাদা (র) বলেন : আখিরাতের দীর্ঘ জীবনকে দেখিয়া দুনিয়ার এই জীবনকে এত ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইবে।

سُورَةُ الْاَبَاَسَا

82 آয়াত, 1 رُكُوْع, مَكِّي

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دयामय, परम दयालु आल्लाहर नामे

- (1) مَبْسٌ وَتَوَّالِي ۝
- (2) اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی ۝
- (3) وَمَا يُدْرِیْكَ لَعَلَّهٗ یُرْكٰی ۝
- (4) اَوْ یَذْكُرُ فِتْفَعَهُ الذِّكْرٰی ۝
- (5) اَمَّا مَنِ اسْتَعْنٰی ۝
- (6) فَاَنْتَ لَهٗ تَصْدٰی ۝
- (7) وَمَا عَلٰیكَ اِلَّا یُرْكٰی ۝
- (8) وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ یَسْعٰی ۝
- (9) وَهُوَ یَخْشٰی ۝
- (10) فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهٰی ۝
- (11) كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝
- (12) فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ ۝
- (13) فِیْ صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ۝

(১৬) مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝

(১০) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۝

(১৬) كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۝

১. সে জাকুঞ্চিত করিল ও মুখ ফিরাইয়া লইল,
২. কারণ তাহার নিকট অন্ধ লোকটি আসিল।
৩. তুমি কেমন করিয়া জানিবে- সে হয়ত পরিশুদ্ধ হইত,
৪. অথবা উপদেশ গ্রহণ করিত, ফলে উপদেশ তাহার উপকারে আসিত।
৫. পক্ষান্তরে যে পরওয়া করে না,
৬. তুমি তাহার প্রতি মনোযোগ দিয়াছ।
৭. অথচ সে পরিশুদ্ধ না হইলে তোমার কোন দায়িত্ব নাই,
৮. অন্য পক্ষে যে তোমার নিকট ছুটিয়া আসিল,
৯. আর সে সশংকচিত্ত,
১০. তুমি তাহাকে অবজ্ঞা করিলে।
১১. না, এই আচরণ অনুচিত, ইহা তো উপদেশবাণী;
১২. যে ইচ্ছা করিবে, সে ইহা স্মরণ রাখিবে,
১৩. উহা আছে মহান লিপিসমূহে
১৪. যাহা উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন, পবিত্র,
- ১৫, ১৬. মহান, পূত-চরিত্র লিপিকর হস্তে লিপিবদ্ধ।

তাকসীর : বহু মুফাস্সিরের অভিমত হইল এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন জনৈক কুরাইশ-নেতাকে দীনের কথা বুঝাইতে ছিলেন। ইত্যবসরে ইব্ন উম্মে মাকতূম, যিনি পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন- আসিয়া দীনের বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দীনী কাজে ব্যস্ত ছিলেন বিধায় ইব্ন উম্মে মাকতূমের প্রতি মনোযোগ দেন নাই। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতগুলি নাযিল করেন।

عَبَسَ وَتَوَلَّى - أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى - وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهَ يَزْكَى - أَوْ يَذَّكَّرُ
فَتَنْفَعَهُ الْذِّكْرَى - أَمْ مَنْ اسْتَفْتَى - فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى - وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا
يَزْكَى - وَأَمْ مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى - وَهُوَ يَخْشَى - فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى -

অর্থাৎ হে নবী! দীন শিক্ষার জন্য আগত আমার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত অন্ধ লোকটি হইতে বিমুখ হইয়া খোদাদ্রোহী ও অহংকারী লোকটির সহিত আলাপে রত থাকা আপনার শান ও উন্নত চরিত্রের জন্য শোভনীয় হয় নাই। কারণ, বিচিত্র কি ছিল যে, এই

লোকটি হয়ত পরিশুদ্ধ হইত, আল্লাহর কথা শুনিয়া অন্যায় ও অপরাধ হইতে বিরত থাকিত এবং আল্লাহর বিধান পালন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যাইত। সুতরাং কেন আপনি এই বেপরোয়া ও খোদা বিমুখ লোকটির প্রতি পূর্ণ মনো-সংযোগ করিলেন? সে পবিত্রতা অর্জন না করিলে তো তজ্জন্য আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে না।

মোটকথা, এই আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যাপারে ইতর-ভদ্র, দুর্বল-সবল, ধনী-গরীব, দাস-মুনিব, ছোট-বড় ও নারী-পুরুষ ইত্যাদির মাঝে কোন ভেদাভেদ নাই- বরং এ ব্যাপারে সকলকেই সমান চোখে দেখিতে হইবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে হিদায়াত দান করিবেন। হাফিজ আবু ইয়াল্লা (র) আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাস (রা) عَبَسَ الْخِ وَتَوَلَّى الْخِ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন উবাই ইব্ন খালফের সংগে বসিয়া কথা বলিতেছিলেন। ইত্যবসরে ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা) তাঁহার কাছে আগমন করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার প্রতি মনোযোগ দেন নাই। ফলে আল্লাহ তা'আলা عَبَسَ الْخِ وَتَوَلَّى الْخِ নাখিল করেন। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা) ইব্ন উম্মে মাকতূমকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন।

আবু ইয়াল্লা ও ইব্ন জারীর (র)..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন : عَبَسَ وَتَوَلَّى الْخِ এই আয়াতগুলি অন্ধ সাহাবী ইব্ন উম্মে মাকতূম সম্পর্কে নাখিল হয়। তিনি একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হুযূর! আমাকে হিদায়াতের কথা শিক্ষা দিন। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন জনৈক কুরাইশ নেতার সহিত কথা বলিতেছিলেন। ফলে তিনি ইব্ন উম্মে মাকতূমের প্রতি মনোযোগ না দিয়া সেই কুরাইশ নেতার সহিতই আলাপ করিয়া যাইতেছিলেন এবং কথার ফাঁকে ফাঁকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, “কি বল, আমি কি ভুল বলিলাম?” আর লোকটি উত্তরে বলিতেছিল, না, আপনি ভুল বলেন নাই। এই প্রসংগেই আল্লাহ তা'আলা عَبَسَ الْخِ وَتَوَلَّى الْخِ নাখিল করেন।

ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবু হাতিম (র) আওফীর সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) উতবা ইব্ন রবীয়া, আবু জাহল, ইব্ন হিশাম ও আব্বাস ইব্ন আব্দুল মুত্তালিবের ঈমান ও হিদায়াতের প্রতি খুবই কৌতূহলী ও আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন। একদিন তিনি ইহাদিগের সহিত বসিয়া আলাপ করিতেছিলেন। ইত্যবসরে আব্দুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাকতূম নামক এক অন্ধ সাহাবী আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যাহা শিখাইয়াছেন উহা হইতে আমাকে কিছু শিক্ষা দিন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার হইতে মুখ ফিরাইয়া দ্রুত কুণ্ঠিত করিয়া অন্যদের সহিতই কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। আলাপ শেষে ঘরে যাইবার পথে আল্লাহ তা'আলা عَبَسَ الْخِ وَتَوَلَّى الْخِ আয়াতগুলি নাখিল করেন। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা) ইব্ন উম্মে মাকতূমকে শ্রদ্ধা করিয়া চলিতেন এবং যত্নসহকারে তাঁহার কথা গুনিতেন এবং সর্বদা তাঁহার কোন প্রয়োজন আছে কি না খোঁজখবর নিতেন।

উল্লেখ্য যে, অধিক সংখ্যক মুফাস্সিরদের মতেই আলোচ্য আয়াতগুলি ইব্ন উম্মে মাকতূমের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহার নাম ছিল আব্দুল্লাহ্। তবে অনেকে তাহাকে আমার বলিয়া ডাকিত।

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ অর্থাৎ এই সূরা বা দীনী ইল্‌মের তাবলীগের ব্যাপারে বৈষম্য সৃষ্টি না করার নির্দেশ প্রদান করা একটি উপদেশ। কাতাদা ও সুদ্দী (র) বলেন : إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ এই কুরআন একটি উপদেশ।

فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ অর্থাৎ যে ইচ্ছা করিবে সে তাহার প্রতিটি কাজে আল্লাহকে স্মরণ রাখিবে ও তাহার আইন মানিয়া চলিবে। কিংবা আয়াতের অর্থ হইল, যে ইচ্ছা করিবে, সে আল্লাহর ওহীর কথা স্মরণ রাখিবে।

فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ অর্থাৎ এই সূরা বা এই উপদেশবাণী- বরং গোটা কুরআনই উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন যাবতীয় পংকিলতা ও হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পবিত্র মহান লিপিসমূহে রহিয়াছে।

بِأَيْدٍ سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ অর্থাৎ উহা পূত-চরিত্র লিপিকরের হস্তে লিপিবদ্ধ।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, যাহ্‌হাক ও ইব্ন যায়দ (র) বলেন, سَفَرَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল ফেরেশতা। ওহাব ইব্ন মুনাবিহ (র) বলেন : سَفَرَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবীগণ। কাতাদা (র) বলেন سَفَرَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবীগণ। কাতাদা (র) বলেন, سَفَرَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল কারী সম্প্রদায়। ইব্ন জুরাইজ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, নিবতী ভাষায় سَفَرَةٌ অর্থ কারী। ইব্ন জারীর (র) বলেন, এই সব কয়টি মতের মধ্যে সঠিক মত হইল যে, سَفَرَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য ফেরেশতা। ইমাম বুখারী (র) বলেন : سَفَرَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য সেইসব ফেরেশতা যাহারা আল্লাহর পক্ষ হইতে ওহী অবতরণ করেন যাহা দ্বারা মানুষ সংশোধন লাভ করে।

كِرَامٍ بَرَرَةٍ অর্থাৎ উহাদিগের চরিত্র পূত-পবিত্র, নিষ্কলংক ও নির্দোষ। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের ধারক-বাহকগণ কথায় ও কাজে পূত-চরিত্রের অধিকারী হইতে হইবে।

ইমাম আহমদ (র)..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “দক্ষতার সহিত যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে সে মহান পূত-চরিত্রের অধিকারী কুরআন লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতার সমান মর্যাদা লাভ করিবে। আর যে ব্যক্তি, কষ্ট করিয়া কুরআন পাঠ করিবে, তাহাকে দুইগুণ সওয়াব দেওয়া হইবে।” বুখারী ও মুসলিমসহ অনেকেই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

- (১৭) قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا كَفَرَهُ ۝
 (১৮) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۝
 (১৯) مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ۝
 (২০) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرَهُ ۝
 (২১) ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۝
 (২২) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ۝
 (২৩) كَلَّا لَمَّا يُقْضَىٰ مَا أَمَرَهُ ۝
 (২৪) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۝
 (২৫) إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۝
 (২৬) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۝
 (২৭) فَأَبْيَدْنَا فِيهَا حَبًّا ۝
 (২৮) وَعَيْنًا وَقَضْبًا ۝
 (২৯) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۝
 (৩০) وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۝
 (৩১) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۝
 (৩২) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۝

১৭. মানুষ ধ্বংস হউক! সে কত অকৃতজ্ঞ!

১৮. তিনি উহাকে কোন বস্তু হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন?

১৯. শুক্রবিন্দু হইতে তিনি উহাকে সৃষ্টি করেন, পরে উহার পরিমিত বিকাশ সাধন করেন,

২০. অতঃপর উহার জন্য পথ সহজ করিয়া দেন।

২১. তৎপর উহার মৃত্যু ঘটান এবং উহাকে কবরস্থ করেন।

২২. ইহার পর যখন ইচ্ছা তিনি উহাকে পুনর্জীবিত করিবেন।

২৩. এই প্রকার আচরণ অনুচিত, তিনি উহাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন সে এখনও উহা পুরাপুরি করে নাই।
২৪. মানুষ তাহার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক।
২৫. আমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করি;
২৬. অতঃপর আমি ভূমি প্রকৃষ্টরূপে বিদারিত করি;
২৭. এবং উহাতে আমি উৎপন্ন করি শস্য;
২৮. দ্রাক্ষা, শাক-সবজি,
২৯. যায়তুন, খর্জুর,
৩০. বহুবৃক্ষ বিশিষ্ট উদ্যান,
৩১. ফল এবং গবাদির খাদ্য,
৩২. ইহা তোমাদিগের ও তোমাদিগের আন'আমের ভোগের জন্য।

তাফসীর : যাহারা মানুষের মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে; আল্লাহ তা'আলা উহাদিগকে নিন্দা করিয়া বলিতেছেন : قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ অর্থাৎ মানুষ ধ্বংস হউক! সে কত অকৃতজ্ঞ!

যাহ্নাক (র), ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : قُتِلَ الْإِنْسَانُ অর্থ لعن الانسان অর্থাৎ মানুষ অভিশপ্ত হউক! ইবন জুরাইজ (র) বলেন: مَا أَكْفَرَهُ অর্থ مَا أَشَدَّ كَفْرَهُ অর্থাৎ সে কত বড় অকৃতজ্ঞ। কেহ বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, কোন্ জিনিস তাহাকে কাফির বানাইল অর্থাৎ পুনরুত্থানকে অস্বীকার করিবার প্রতি উদ্বুদ্ধ করিল? কাতাদা (র) বলেন : مَا الْعِنَهُ অর্থ مَا أَكْفَرَهُ অর্থাৎ মানুষ কত অভিশপ্ত! অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একটি তুচ্ছ বস্তু দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করা এবং প্রথমবারের ন্যায় পুনরায় জীবিত করার ব্যাপারে নিজের শক্তি সম্পর্কে বলিতেছেন :

مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ - مِنْ تُرَابٍ - خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ অর্থাৎ তিনি মানুষকে কোন্ বস্তু হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন? তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন শুক্রবিন্দু হইতে, পরে উহার হায়াত, রিস্ক, আমল এবং ভালো কি মন্দ তাহা নির্ধারণ করিয়াছেন।

“অতঃপর উহার জন্য পথ সহজ করিয়া দিয়াছেন।” ثُمَّ السَّبِيلَ يَسِّرُهُ অর্থ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسِّرُهُ অর্থ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য মায়ের পেট হইতে বাহির হইবার পথ সহজ করিয়া দিয়াছেন। ইকরিমা, যাহ্নাক, আবু সালিহ, কাতাদা এবং সুদ্দী (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) বলেন : এই আয়াতের অর্থ হইল : অতঃপর আমি মানুষের জন্য দীনের উপর চলার পথ সহজ করিয়া দিয়াছি।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اِنَّا هَدَيْنَاہُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُوْرًا অর্থাৎ আমি মানুষকে পথের সন্ধান দিয়াছি। হয়ত সে কৃতজ্ঞ হইবে নতুবা অকৃতজ্ঞ হইবে। হাসান এবং ইব্ন য়াদ (র) আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। বস্তুত এই ব্যাখ্যাই নির্ভরযোগ্য।

ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ অর্থাৎ এইভাবে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করিবার পর একদিন উহাকে মৃত্যু দান করেন ও কবরস্থ করেন।

ثُمَّ اِنَّا شَاءَۤاۤ اَنْشُرَهٗ অর্থাৎ অতঃপর যখন ইচ্ছা করে আল্লাহ উহাকে কবর হইতে জীবিত করিয়া হাশর ময়দানে উপস্থিত করিবেন। এই পুনরুত্থানকেই অন্য শব্দে বা'ছ ও নুশূর বলা হয়।

ইব্ন আবু হাতিম (র)..... আবু সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “মাটি মানুষের প্রতিটি অংগ-প্রত্যঙ্গকে খাইয়া ফেলে। কিন্তু সরিষার দানা পরিমাণ মেরুদণ্ডের মাথার একটি হাড়ি অক্ষত থাকে। উহা হইতেই মানুষ পুনরায় জীবিত হইবে।” এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কিতাবদ্বয়ে উল্লেখ রহিয়াছে।

اِنَّمَا يَفْضُ مَاۤ اَمْرُهٗ ইব্ন জারীর (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন এই যে, অকৃতজ্ঞ মানুষ দাবী করে যে, তাহারা নিজের আত্মার এবং নিজের সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহর হুক আদায় করিয়াছে; তাহা সম্পূর্ণ অবাস্তব ও ভিত্তিহীন। বস্তুত মানুষ আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব আদায় করিতে পারে নি।

ইব্ন আবু হাতিম (র), ইব্ন আবু নাজীহ (র) সূত্রে মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, اِنَّمَا يَفْضُ مَاۤ اَمْرُهٗ অর্থ মানুষ কখনো নিজের দায়িত্ব পুরাপুরি আদায় করিতে পারিবে না। ইমাম বাগাবী (র) হাসান বসরী (র) হইতে এইরূপ ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আমার মতে, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা হইল, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কবর হইতে এখনই উত্থিত করিবেন না বরং নির্ধারিত তাকদীর ও তাহার মেয়াদ শেষ হইবার পরই এইরূপ করিবেন।

ইব্ন আবু হাতিম (র) ওহাব ইব্ন মুনাবিহ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত উযায়র (আ) বলিয়াছেন : এক ফেরেশতা আসিয়া আমাকে বলিল, কবরসমূহ হইল পৃথিবীর পেট আর পৃথিবী হইল, সৃষ্টির মা। যখন সমস্ত মাখলুক সৃষ্টি করা শেষ হইয়া যাইবে এবং মৃত্যুবরণ করিয়া সবাই কবরে চলিয়া যাইবে তখন দুনিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং পৃথিবী তাহার উদরস্ত সমুদয় বস্তু বাইরে নিষ্ক্ষেপ করিবে আর কবরসমূহ তাহার মধ্যকার সবকিছু বাহির করিয়া ফেলিবে। এই বর্ণনা আমার বক্তব্যের সামঞ্জস্য রাখে।

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাহার নিয়ামতের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিতেছেন যে, মানুষ তাহার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক যে,

إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا وَشَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا অর্থাৎ আমি আকাশ হইতে পৃথিবীতে বারি বর্ষণ করি এবং ভূমিকে প্রকৃষ্ট রূপে বিদারিত করি।

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا - وَعَنْبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَأَبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا অর্থাৎ আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়া, ভূমিকে প্রকৃষ্টরূপে বিদারিত করিয়া উহাতে উৎপন্ন করি শস্য, আঙ্গুর, শাক-সবজী, যায়তুন, খজুর, বহুবৃক্ষ বিশিষ্ট উদ্যান, ফল এবং গবাদির খাদ্য। أَبًا হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন أَبًا বলা হয় ভূমি উৎপন্ন সেইসব বস্তুকে যাহা গবাদি পশুর খাদ্য- মানুষের নয়। মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন যুবায়র ও আবু মালিক (র) বলেন : أَبٌ অর্থ ঘাস। মুজাহিদ, হাসান, কাতাদা ও ইব্ন যায়দ (র) প্রমুখ হইতে বর্ণিত আছে যে, তাহারা বলেন : মানুষের জন্য أَبٌ যেমন গবাদি পশুর জন্য أَبٌ তেমন। আতা (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, ভূমিতে যাহা কিছু উৎপন্ন হয় তাহাকেই أَبٌ বলা হয়। যাহ্বাক (র) বলেন, ফল ছাড়া ভূমিতে উৎপন্ন সবকিছুকেই أَبٌ বলা হয় ইত্যাদি।

مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ অর্থাৎ এই সব কিছু পার্থিব জীবনে আমি তোমাদিগের এবং তোমাদিগের আন'আম তথা জীব-জানোয়ারের ভোগের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি।

(৩৩) فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ۝

(৩৪) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۝

(৩৫) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۝

(৩৬) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۝

(৩৭) لِكُلِّ امْرئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۝

(৩৮) وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۝

(৩৯) ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۝

(৪০) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۝

(৪১) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۝

(৪২) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجْرَةُ ۝

৩৩. যখন কিয়ামত উপস্থিত হইবে,
 ৩৪. সেই দিন মানুষ পলায়ন করিবে তাহার ভ্রাতা হইতে
 ৩৫. এবং তাহার মাতা, তাহার পিতা,
 ৩৬. তাহার পত্নী ও তাহার সন্তান হইতে;
 ৩৭. সেইদিন উহাদিগের প্রত্যেকের হইবে এমন গুরুতর অবস্থা যাহা তাহাকে
 সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখিবে।
 ৩৮. অনেক মুখমণ্ডল সেইদিন হইবে উজ্জ্বল,
 ৩৯. সহাস্য ও প্রফুল্ল
 ৪০. এবং অনেক মুখমণ্ডল সেইদিন হইবে ধূলি-ধূসর,
 ৪১. সেইগুলিকে আচ্ছন্ন করিবে কালিমা।
 ৪২. ইহারাই কাফির ও পাপাচারী।

তাফসীর : ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, **الصَّاعَةَ** কিয়ামত দিবসের নামসমূহের মধ্যে একটি নাম। ইব্ন জারীর (র) বলেন : **الصَّاعَةَ** সম্ভবত শিংগায় ফুৎকারের নাম। বাগাবী (র) বলেন : **الصَّاعَةَ** অর্থ কিয়ামত দিবসের বিকট ধ্বনি।

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ - وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ - وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষ আত্মীয় স্বজনকে চোখে দেখিয়া পলায়ন করিয়া দূরে সরিয়া যাইবে। কারণ সেই দিন অবস্থা খুবই ভয়াবহ হইবে।

ইকরিমা (র) বলেন, কিয়ামতের দিন স্বামী স্ত্রীকে দেখিতে পাইয়া বলিবে, বলতো স্বামী হিসাবে দুনিয়াতে আমি তোমার সহিত কেমন ব্যবহার করিয়াছিলাম? উত্তরে স্ত্রী স্বামীর যথাসম্ভব প্রশংসা বর্ণনা করিবে। তখন স্বামী তাহাকে বলিবে, বেশি কিছু নয়; আজ তোমার কাছে আমি একটি মাত্র নেকী প্রার্থনা করিতেছি। তুমি আমাকে একটি মাত্র নেকী দান কর। আশা করি উহা দ্বারা আমি এই ভয়াবহ বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিব। উত্তরে স্ত্রী বলিবে, তুমি আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিয়াছ, উহা নিতান্তই নগণ্য বস্তু। কিন্তু একটি নেকীও আমি তোমাকে দিতে পারিব না। কারণ তোমার ন্যায় আমিও আজ বিপদগ্রস্ত। তুমি যাহার ভয় করিতেছ, আমিও উহার ভয় করিতেছি।

অপরদিকে পিতা ছেলেকে দেখিতে পাইয়া বলিবে, বৎস! বলতো দুনিয়াতে আমি তোমার কেমন পিতা ছিলাম? উত্তরে ছেলে পিতার যথাসম্ভব প্রশংসা করিবে। তখন পিতা বলিবে, বৎস! আজকের এই ভয়াবহ দিনে বিপদ হইতে মুক্তি লাভের জন্য আমার বিন্দু পরিমাণ নেকীর প্রয়োজন। তুমি আমাকে সামান্য একটু নেকী দান কর। উত্তরে ছেলে বলিবে, আব্বাজান! আপনি যাহা চাহিলেন, তাহা বেশি কিছু নহে, কিন্তু আপনি যেই বিপদের ভয় করিতেছেন, আমিও উহার ভয় করিতেছি। আপনাকে কোন নেকী দান করা আজ আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

কিয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে সহীহ হাদীসে আছে যে, সেইদিন মুক্তি লাভের সুপারিশের জন্য মানুষ একে একে প্রত্যেক নবীর কাছে ধর্ণা দিবে। কিন্তু সকলেই অপারগতা প্রকাশ করিয়া নাফসী নাফসী করিতে থাকিবে। এমনকি হযরত ঈসা (আ) বলিবেন, অন্য কারো জন্যে তো দূরের কথা আজ জন্মধাত্রী মা মরিয়মের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করার সাহসও আমার নাই।

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন প্রত্যেকেই নিজেকে লইয়া ব্যস্ত থাকিবে। ফলে কেহই কাহারো কোন উপকার করিতে পারিবে না।

ইবন আবু হাতিম (র)..... ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, “কিয়ামতের দিন তোমাদিগকে নাস্কা পা, উলঙ্গ দেহ এবং খতনাবিহীন অবস্থায় হাশর ময়দানে সমবেত করা হইবে।” এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জনৈকা স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা হইলে কি আমরা একে অপরের গুণ্গাং দেখিতে পাইব না? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। অর্থাৎ সেই প্রত্যেক মানুষ নিজেকে লইয়া এমনভাবে ব্যস্ত থাকিবে যে, অন্য সবদিক হইতে তারা সম্পূর্ণ বিমুখ থাকিবে।

ইবন আব্বাস (রা) হইতে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপরোক্ত হাদীস বলার পর এক মহিলা বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! তবে কি একে অপরের গুণ্গাং দেখিবে না? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : আরে সেইদিন প্রত্যেকে নিজেকে লইয়া এমনভাবে ব্যস্ত হইয়া পড়িবে যে, অন্যদের হইতে তাহারা সম্পূর্ণ বিমুখ থাকিবে।

ইবন আবু হাতিম (র)..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “কিয়ামতের দিন তোমরা নাস্কা পা, উলঙ্গ দেহ ও খতনা বিহীন অবস্থায় উথিত হইবে।” এই কথা শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহা হইলে গুণ্গাং দেখা যাইবে না? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : সেই দিন প্রত্যেকেই নিজেকে লইয়া ব্যস্ত থাকিবে। হযরত সাওদা (রা) হইতেও এই মর্মে একটি হাদীস রহিয়াছে।

وَجُوهٌ يُّومئِذٍ مُّسْفِرَةٌ - ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষ দুই দলে বিভক্ত হইবে। এক দলের মুখমণ্ডল হইবে উজ্জ্বল, সহাস্য এবং অন্তর হইবে প্রফুল্ল! ইহারা হইবে জান্নাতী।

وَجُوهٌ يُّومئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ - تَرْهُقُهَا قَتْرَةٌ - أُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ الْفَجْرَةٌ অর্থাৎ অপর দলের মুখমণ্ডল হইবে ধূলি-ধূসর ও কালিমা লিপ্ত। ইহারা হইল কাফির ও পাপাচারী। অর্থাৎ ইহারা সেই সম্প্রদায় যাহাদিগের অন্তরে কুফরী রহিয়াছে এবং কাজে-কর্মে যাহারা পাপী ও আল্লাহর অবাধ্য।

সূরা তাকবীর

২৯ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

- (১) إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝
- (২) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝
- (৩) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝
- (৪) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝
- (৫) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝
- (৬) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝
- (৭) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝
- (৮) وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُيِّلَتْ ۝
- (৯) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝
- (১০) وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝
- (১১) وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝
- (১২) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ۝

(১৩) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُرْفِتْ ۝

(১৪) عَلِمْتُ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرْتُ ۝

১. সূর্য যখন নিস্পত্ত হইবে,
২. যখন নক্ষত্ররাজি খসিয়া পড়িবে,
৩. পর্বতসমূহকে যখন চলমান করা হইবে,
৪. যখন পূর্ণগর্ভা উল্লী উপেক্ষিত হইবে,
৫. যখন বন্য পশু একত্র করা হইবে,
৬. সমুদ্র যখন স্থগিত হইবে,
৭. দেহে যখন আত্মা পুনঃসংযোজিত হইবে,
৮. যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে,
৯. 'কী অপরাধে উহাকে হত্যা করা হইয়াছিল?'
১০. যখন আমলনামা উন্মোচিত হইবে,
১১. যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হইবে,
১২. জাহান্নামের অগ্নি যখন উদ্দীপিত করা হইবে,
১৩. এবং জান্নাত যখন সমীপবর্তী করা হইবে,
১৪. তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানিবে সে কী লইয়া আসিয়াছে।

তাফসীর : ইমাম আহমদ (র) ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “কেহ কিয়ামত দিবসকে স্বচক্ষে দেখিতে চাহিলে যেন إِذَا السَّمَاءُ أَنْفَطَرَتْ - إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ - إِذَا السَّمَاءُ أَنْشَقَّتْ এই তিনটি সূরা পাঠ করে।” ইমাম তিরমিযী (র) আব্বাস ইব্ন আব্দুল আযীম আমবরী (র) সূত্রে আব্দুর রায্যাক (র) হইতে হাদীসটি উক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

إِذَا السَّمَاءُ أَنْفَطَرَتْ আলী ইব্ন আবু তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, اظلمت অর্থ كُوِّرَتْ অর্থাৎ সূর্য যখন আলোকহীন হইয়া অন্ধকার হইয়া পড়িবে। আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, نهبت অর্থ كُوِّرَتْ অর্থ সূর্য যখন অস্তিত্বহীন হইয়া পড়িবে। কাতাদা (র) বলেন, যখন সূর্য নিস্পত্ত হইবে।

রবী ইব্ন খুছায়ম (র) বলেন : رمى بها অর্থ كُوِّرَتْ অর্থাৎ যখন সূর্য নিষ্কিণ হইবে। যায়দ ইব্ন আসলাম (র) বলেন : إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ অর্থ সূর্য যখন পৃথিবীতে পতিত হইবে। ইব্ন জারীর (র) বলেন, এক অংশকে অন্য অংশের সহিত একত্রিত করিয়া নিষ্কিপ করিয়া আলোকহীন করা হইবে।

ইব্ন আবু হাতিম (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজিকে আলোকহীন করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বায়ু প্রবাহিত করিবেন ও সমুদ্রে আগুন ধরিয়া যাইবে। আমির শা'বীও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইব্ন আবু হাতিম (র)..... আবু মারযাম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু মারযাম (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, সূর্যকে আলোকহীন করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে।

ইমাম বুখারী (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “কিয়ামতের দিন চন্দ্র ও সূর্য উভয়কেই নিষ্পত্তি করা হইবে।”

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ অর্থাৎ যখন নক্ষত্ররাজি খসিয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ অর্থাৎ যখন নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে।

উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলেন : কিয়ামতের পূর্বে ছয়টি নিদর্শন প্রকাশ পাইবে। মানুষ হাটে-বাজারে নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকিবে, ইত্যবসরে অকস্মাৎ : (১) সূর্যের আলো বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, (২) নক্ষত্ররাজি খসিয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে, (৩) পর্বতসমূহ ভূপৃষ্ঠে ধসিয়া পড়িবে, (৪) ফলে পৃথিবী কাঁপিতে শুরু করিবে, (৫) মানুষ, জিন ও পশুপাখী সব একাকার হইয়া যাইবে এবং (৬) মানুষ একে অপরের উপর দোলা খাইতে থাকিবে।

আলী ইব্ন আবু তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : انْكَدَرَتْ অর্থ تَغَيَّرَتْ অর্থাৎ যখন নক্ষত্ররাজি বিকৃত হইয়া যাইবে।

ইয়াযীদ ইব্ন আবু মারযাম (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে انْكَدَرَتْ -এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, আল্লাহর পরিবর্তে যেইসব জিন ও নক্ষত্র ইত্যাদির উপাসনা করা হইয়াছিল সবই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। তবে হযরত ঈসা ও মরিয়ম (আ) ইহা হইতে রক্ষা পাইবেন। কিন্তু ইহারাও যদি ইহাদিগের উপাসনায় রাযী থাকিত তাহা হইলে ইহারাও জাহান্নামে প্রবেশ করিত।

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ অর্থাৎ যখন পর্বতসমূহ স্থানচ্যুত হইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। ফলে যমীন সম্পূর্ণ সমতল ভূমিতে পরিণত হইয়া যাইবে।

عَشَارُ অর্থ الْعَشَارُ ইকরিমা ও মুজাহিদ (র) বলেন, الْعَشَارُ অর্থ عَشْرَةَ অর্থাৎ দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী। মুজাহিদ (র) বলেন, عَطَلَتْ অর্থাৎ

পরিত্যাগ করা হইবে। উবাই ইব্ন কা'ব (রা) ও যাহ্‌হাক (র) বলেন : عَطَلَتْ অর্থ رَهَلَهَا رَهَلَهَا অর্থাৎ মালিক উহা পরিত্যাগ করিবে। সারকথা কিয়ামতের পূর্বে এমন ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হইবে যে, মানুষ দশ মাসের গর্ভবতী উটনীর মত আকর্ষণীয় নিজদিগের মূল্যবান সম্পদের খোঁজ-খবর ছাড়িয়াই দিবে। এই অর্থ ছাড়াও আরো কিছু অর্থ অন্যরা বর্ণনা করিয়াছেন যাহা গ্রহণযোগ্য নয়।

আলোচ্য আয়াতে جَمَعَتْ অর্থاً যখন বন্য পশুসমূহকে একত্রিত করা হইবে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, কিয়ামতের দিন প্রতিটি বস্তু এমনকি মাছি পর্যন্ত একত্রিত করা হইবে। রাবী ইব্ন খুছায়ম এবং সুদ্দী (র) প্রমুখও এই কথা বলিয়াছেন। ইকরিমা (র) বলেন, মৃত্যুই বন্য পশুর হাশর।

ইব্ন জারীর (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) -এর ব্যাখ্যায় বলেন : চতুর্দশ জন্তুসহ সকল বস্তুর মৃত্যুই হইল সেইগুলির হাশর। তবে মানুষ ও জিন জাতিকে কিয়ামতের দিন হিসাবের জন্য তাহাদেরকে দণ্ডায়মান করা হইবে।

ইব্ন জারীর (র)সাদ্দ ইব্ন মুসাইয়াব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাদ্দ ইব্ন মুসাইয়াব (রা) বলেন, হযরত আলী (রা) এক ইয়াহুদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বলতো জাহান্নাম কোথায়? উত্তরে সে বলিল, সমুদ্রে। শুনিয়া আলী (রা) বলিলেন, তোমার কথা ঠিকই বলিয়া মনে হয়। কারণ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ অর্থاً উদ্বলিত সমুদ্রের শপথ! আর যখন সমুদ্র উদ্বলিত হইবে। وَالْبَحْرُ الْمَسْجُورُ এর আওতায় এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

সুনানে আবু দাউদে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : হজ্জ, উমরা এবং জিহাদ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে সমুদ্র ভ্রমণ করিবে না। কারণ সমুদ্রের নীচে জাহান্নামের অগ্নি রহিয়াছে এবং অগ্নির নীচে আবার সমুদ্র রহিয়াছে। সূরা ফাতিরে এই বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

মুজাহিদ ও হাসান ইব্ন মুসলিম (র) বলেন : اوقدت অর্থاً যখন সমুদ্র প্রজ্জ্বলিত করা হইবে। হাসান বসরী (র) বলেন : سَجَّرَتْ অর্থاً يَبْسُت অর্থ শুকাইয়া যাইবে।

وَإِذَا الْنُفُوسُ زُوِّجَتْ অর্থاً যখন সর্বপ্রকারের মানুষ একত্রিত করা হইবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ অর্থاً জালিম এবং উহাদিগের সহগোত্রীদেরকে একত্রিত কর।

ইব্ন আবু হাতিম (র)নু'মান ইব্ন বশীর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নু'মান ইব্ন বশীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন: যে যেই জাতির পথ অনুসরণ করিবে সে সেই জাতির সহিত তাহার হাশর হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: “কিয়ামতের দিন তোমরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে। কতিপয় ডান হাতে আমলনামা লাভ করিবে, কতিপয় বাম হাতে লাভ করিবে, আর কতিপয় হইবে আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত অগ্রগামী দল। ইহা রাই সমগোত্রীয় দল যাহাদেরকে একত্র করা হইবে।

ইব্ন আবু হাতিম (র) হযরত উমর (রা) হইতে: বর্ণিত, তিনি একদিন খুতবা দানকালে وَأَذَا النَّفُوسُ زُوجَاتٍ আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন: কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ সমগোত্রীয়দের সহিত একত্রিত করা হইবে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, যেই দুই ব্যক্তি একই ধরনের আমল করে তাহারা হয়ত একত্রে জান্নাতে প্রবেশ করিবে বা জাহান্নামে নিষ্ফিণ্ড হইবে।

এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত উমর (রা)-কে এই আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হইলে উত্তরে তিনি বলিলেন: নেককার নেককারের সহিত আর বদকার বদকারের সহিত মিলিত হইবে।

নু'মান (রা) কর্তৃক বর্ণিত এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত উমর (রা) একদিন লোকদিগকে وَأَذَا النَّفُوسُ زُوجَاتٍ এই আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু কাহারো কোন উত্তর না পাইয়া তিনি নিজেই বলিলেন: এই আয়াতের ব্যাখ্যা হইল, জান্নাতী ব্যক্তি তাহার ন্যায় জান্নাতীর এবং জাহান্নামী তাহার ন্যায় জাহান্নামীর সঙ্গলাভ করিবে। অতঃপর তিনি أُحْشِرُوا الَّذِينَ الْخِ এই আয়াতটি পাঠ করেন।

কেহ কেহ বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল যখন দেহের সহিত আত্মার সংযোগ করা হইবে। কেহ বলেন: ঈমানদারদিগকে হ্রদের সহিত এবং কাফিরদিগকে শয়তানদের সহিত মিলাইয়া দেওয়া হইবে। ইমাম কুরতুবী তাযকিরাত্তে ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করিয়াছেন।

وَأَذَا الْمَوَدَّةُ سُئِلَتْ - بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, কী অপরাধে উহাকে হত্যা করা হইয়াছে।

অর্থাৎ জাহেলী যুগে কন্যা সন্তানকে অপছন্দ করা হইত। ফলে কন্যা সন্তান জনুগ্রহণ করিলে উহাদিগকে জীবন্ত কবর দিয়া রাখা হইত। কিয়ামতের দিন উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, তাহাদিগকে কী অপরাধে হত্যা করা হইয়াছিল। এইভাবে নিহতদেরকে হত্যার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে দেখিয়া হত্যাকারীরা বেশী আতঙ্কিত হইবে। আর যখন এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে নিহতদেরকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে, তাহা হইলে হত্যাকারীদিগকে কত কড়াভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

আলী ইব্ন আবু তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : **وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ** অর্থ যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যা নিজের হত্যার বিচার প্রার্থনা করিবে। সুদী এবং কাঁতাদা (র) হইতে এইরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই **مَوْءُودَةُ** তথা জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যা সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত আছে। যেমন :

ইমাম আহমদ (র) জুয়ামা বিনতে ওহাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জুয়ামা বিনতে ওহাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, আমি একবার লোকদিগকে গর্ভাবস্থায় সহবাস করিতে নিষেধ করিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু জানিতে পারিলাম যে, রোম ও পারস্যের মানুষ এইরূপ করিয়া থাকে কিন্তু তাহাতে সন্তানের কোন ক্ষতি হয় না। অতঃপর কতিপয় সাহাবা আযল (যোনি গর্ভের বাহিরে বীর্যপাত ঘটানোকে আযল বলা হয়) করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, ইহাও এক ধরনের গোপন জীবন্ত সমাধিস্থ করার শামিল। **وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ** -এর মধ্যে ইহাও অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আহমদ (র) সালামা ইব্ন ইয়াযীদ জুফী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সালমা ইব্ন ইয়াযীদ (রা) বলেন, আমার ভাই আর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়া বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মা মুলাইকা। তিনি আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখিতেন, অতিথি আপ্যায়ন করিতেন এবং আরো অনেক ভালো কাজ করিতেন। কিন্তু তিনি জাহেলী যুগেই মারা যান। এখন তাহার এইসব ভালো কাজ তাহার কোন উপকারে আসিবে কি? উত্তরে রাসূল (সা) বলিলেন, না। আমরা বলিলাম, তিনি আমাদের এক বোনকে জীবন্ত কবর দিয়াছিলেন। ইহাতে কি তাহার কোন উপকার হইবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, জীবন্ত কবর দানকারী এবং জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যা উভয়ই জাহান্নামী। তবে জীবন্ত কবর দানকারী যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহা হইলে আল্লাহ্ উহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।

ইব্ন আবু হাতিম (র) ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, যে জীবন্ত কবর দেয় এবং যাহাকে কবর দেয় উভয়ই জাহান্নামে যাইবে।

ইমাম আহমদ (র) খানাসা বিনত মুআবিয়া সুরাইযিয়া (রা) তাহার ফুফু হইতে বর্ণনা করেন যে, খানাসার ফুফু বলেন, আমি একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতে কে যাবে? উত্তরে তিনি বলিলেন, নবী, শহীদ, শিশু ও জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যা জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

ইব্ন আবু হাতিম (রা) কুররা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কুররা (র) বলেন, আমি হাসান (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, জান্নাতে কে প্রবেশ করিবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যা জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

ইব্ন আবু হাতিম (র) ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইকরিমা (র) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, মুশরিকদের শিশু সন্তানরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে। যে তাহাদিগকে জাহান্নামী মনে করিবে সে মিথ্যুক। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
আব্দুর রায্যাক (র) হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, কায়স ইব্ন আসিম একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তো জাহেলী যুগে আমার কয়েকটি শিশু কন্যাকে জীবন্ত কবর দিয়াছিলাম, এখন কি করি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, একটি কন্যার পরিবর্তে একটি গোলাম আযাদ করিয়া দাও। কায়স বলিল, আমার তো কোন গোলাম নাই, তবে উট আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তাহা হইলে একটি করিয়া উট কুরবানী কর।

অপর এক সনদে ইব্ন আবু হাতিম (র)..... কায়স ইব্ন আসিম (রা) হইতে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি জাহিলী যুগে বার বা তেরটি কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবরস্থ করিয়াছি এখন আমি কি করি? তিনি বলিলেন, প্রত্যেকটির বদলে একটি করিয়া গোলাম বাঁদী আযাদ কর। তিনি তাহাই করিলেন পরবর্তী বৎসর কায়স একশত উট নিয়া উপস্থিত হইয়া বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এই উটগুলি মুসলমানদের কাজে ব্যবহার করুন। আলী (রা) বলেন, আমরা সেই উটগুলিকে ঘাস চরাতাম ও কায়সী উট বলিয়া ডাকিতাম।

“وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ” আর যখন আমলনামা উন্মোচিত হইবে।”

যাহ্‌হাক (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল যখন প্রত্যেক মানুষকে ডান বা বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হইবে।

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
মুজাহিদ (র) বলেন, اِجْتَذِبَتْ অর্থ আকাশকে টানিয়া আনা হইবে।
وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ

সুদী (র) বলেন, سُعِرَتْ অর্থ حمين অর্থাৎ যখন জাহান্নামের অগ্নিকে উদ্দীপিত করা হইবে। কাতাদা (র) বলেন, اَوْقَدَتْ অর্থাৎ প্রজ্জ্বলিত করা হইবে। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্র রোষ এবং মানুষের পাপই জাহান্নামের অগ্নিকে উদ্দীপিত করিবে।

وَإِذَا الْجَنَّةُ أُرْفِتْ
এই আয়াতের অর্থ হইল, যখন জান্নাতকে জান্নাতীদের নিকটে আনা হইবে।

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ
অর্থাৎ উপরোক্ত প্রতিটি ঘটনা সংঘটিত হইলে পরে মানুষ জানিতে পারিবে যে, দুনিয়ার জীবনে তাহারা কি করিয়াছিল। তাহাদিগের সকল

কৃতকার্যের ফলাফল তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ
অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষ তাহাদিগের ভালো-মন্দ প্রতিটি কর্মই সম্মুখে উপস্থিত
পাইবে। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ
অর্থাৎ সেইদিন মানুষকে পূর্বাপর সকল
আমল সম্পর্কে অবহিত করা হইবে।

ইবন আবু হাতিম (র)..... আসলাম হইতে বর্ণনা করেন যে, আসলাম (র)
বলেন, হযরত উমর (রা) একদিন এই সূরাটি পাঠ করিবার সময় مَّا عَمِلَتْ نَفْسُ مَّا
الخ এই পর্যন্ত পৌছিয়া বলিলেন যে, এই কথাটি বলিবার জন্যই আল্লাহ তা'আলা পূর্বের
কথা বলিয়াছেন।

(১০) فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُصِّ ۝

(১৬) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۝

(১৭) وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۝

(১৮) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝

(১৯) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝

(২০) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝

(২১) مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۝

(২২) وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ۝

(২৩) وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ۝

(২৪) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝

(২৫) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ۝

(২৬) فَآيَنَ تَذَهَبُونَ ۝

(২৭) إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ۝

(২৮) لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۝

(২৯) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

১৫. আমি শপথ করি পশ্চাদপসরণকারী নক্ষত্রের,
১৬. যাহা প্রত্যাগমন করে ও অদৃশ্য হয়,
১৭. শপথ নিশার যখন উহার অবসান হয়,
১৮. আর উষার যখন উহার আবির্ভাব হয়,
১৯. নিশ্চয়ই এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বাণী,
২০. যে সামর্থ্যশালী আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন,
২১. যাহাকে সেথায় মান্য করা হয় এবং সে বিশ্বাসভাজন ।
২২. এবং তোমাদিগের সাথী উন্মাদ নহে,
২৩. সে তো তাহাকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখিয়াছে,
২৪. সে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কৃপণ নহে ।
২৫. এবং ইহা অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নহে ।
২৬. সুতরাং তোমরা কোথায় চলিয়াছ?
২৭. ইহাতো শুধু বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ,
২৮. তোমাদিগের মধ্যে যে সরল পথে চলিতে চাহে, তাহার জন্য ।
২৯. তোমরা ইচ্ছা করিবে না, যদি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ ইচ্ছা না করেন ।

তাফসীর : মুসলিম ও নাসায়ী আমার ইব্ন হুরায়ছ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিছনে ফজরের নামায পড়ি। সেই নামাযে তিনি فَلَا أُقْسِمُ بِاللَّهِ এই আয়াতগুলি পাঠ করেন ।

ইব্ন আবু হাতিম ও ইব্ন জারীর (র)..... আলী (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন : اَلْخُنُسُ অর্থ নক্ষত্র, যাহা রাত্রিকালে আত্মপ্রকাশ করে এবং দিনের বেলায় বিলুপ্ত হইয়া যায় ।

ইব্ন জারীর (র)..... খালিদ ইব্ন আরআরা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, খালিদ (র) বলেন, আমি শুনিয়াছি যে, হযরত আলী (রা)-কে فَلَا أُقْسِمُ بِاللَّهِ অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, اَلْخُنُسُ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল নক্ষত্র, যাহা রাতে আত্মপ্রকাশ করে আর দিবসে লুকাইয়া থাকে ।

ইউনুস (র)..... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন : اَلْخُنُسُ অর্থ اَلنُّجُومُ বা নক্ষত্র । ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, হাসান, উবাদা ও সুদী (র) প্রমুখ হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় ।

ইব্ন জারীর (র)..... বকর ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, **الْخُنُسُ** অর্থ উজ্জ্বল নক্ষত্র। কেহ কেহ বলেন, উদয়কালে নক্ষত্রকে **خُنُسٍ** এবং অদৃশ্য হইয়া গেলে **كنس** বলা হয়।

আ'মাশ (র), ইবরাহীম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (র) বলেন, আব্দুল্লাহর (র) মতে **خُنُسٍ** অর্থ বন্য গাভী। সুফিয়ান ছাওরীর মতও ইহাই।

আবু দাউদ তায়ালিসী (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, **الْخُنُسُ** অর্থ গাভী। সাঈদ ইব্ন জুবায়রও এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, **خنس** অর্থ হরিণ। সাঈদ, মুজাহিদ এবং যাহ্বাকও এইরূপ মত ব্যক্ত করেন।

আবুশ্ শা'ছা জাবির ইব্ন যায়দ (র) বলেন, **خنس** অর্থ গাভী ও হরিণ। ইব্ন জারীর (র) এই কয়টি ব্যাখ্যার মধ্যে কোনটিকেই প্রাধান্য দেন নাই। তিনি বলেন, **خنس**-এর অর্থ নক্ষত্র, গাভী ও হরিণ সব কয়টিই হইতে পারে।

“**وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ**” শপথ নিশার, যখন উহার অবসান হয়।”

মুজাহিদ (র) বলেন : **عَسْعَسَ** অর্থ **اظلم** অর্থাৎ যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। হাসান বসরী (র) বলেন, **عَسْعَسَ** অর্থ যখন মানুষকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। আতিয়া আওফী (র)-ও এই অর্থ করিয়াছেন। আলী ইব্ন আবু তালহা ও আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, **عَسْعَسَ** অর্থ **ادبر** অর্থাৎ পশ্চাদপসারণ হয়। মুজাহিদ, কাতাদা এবং যাহ্বাক (র)-ও এই অর্থ করিয়াছেন। যায়দ ইব্ন আসলাম ও তাহার পুত্র আব্দুর রহমান (র) বলেন : যখন উহার অবসান হয়। ইব্ন জারীর (র) বলেন : সব কয়টি অর্থের মধ্যে পশ্চাদ্ভাবন হওয়ার কথাটিই আমার নিকট পছন্দনীয়। আমার মতে এই আয়াতের অর্থ হইল, রাতের শপথ, যখন উহা যদিও চলে যাওয়ার অর্থে হইতে পারে। ইহা উভয় অর্থেই আগমন করে ব্যবহৃত হয়।

طلع অর্থাৎ শপথ **تَنَفُّسَ** যাহ্বাক (র) বলেন, **وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ** উষার যখন উহার আবির্ভাব হয়। কাতাদা (র) বলেন : **تَنَفُّسَ** অর্থ **القيل والليل** অর্থাৎ যখন উষার উন্মেষ ঘটে। ইব্ন জারীর (র) বলেন : যখন দিনের আলো প্রকাশ পায়।

অর্থাৎ এই কুরআন একজন সম্মানিত চরিত্রবান ও সুদর্শন বার্তাবহ ফেরেশতার আনীত বাণী, তিনি হইলেন হযরত জিবরীল (আ)। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), শাবী, মায়মূন ইব্ন মিহরান, হাসান, কাতাদা, রবী ইব্ন আনাস ও যাহ্বাক (র) প্রমুখ এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অর্থাৎ এই বার্তাবহ ফেরেশতা হইলেন প্রবল শক্তিশালী। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন **عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى** অর্থাৎ প্রবল শক্তিদর ফেরেশতা তাহাকে উহা শিক্ষা দিয়াছেন।

অর্থাৎ সেই ফেরেশতা আরশের মালিকের নিকট মর্যাদা সম্পন্ন। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আবু সালিহ (র) বলেন : হযরত জিবরীল (আ) অনুমতি ছাড়াই নূরের সত্তরটি পর্দার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। অর্থাৎ তাঁহার জন্য অবাধ অনুমতি রহিয়াছে।

অর্থাৎ উর্ধ্বজগতে তাহাকে মান্য করা হয়। কাতাদা (র) বলেন, প্রতিটি আকাশের প্রত্যেক ফেরেশতাই হযরত জিবরীল (আ)-কে মান্য করিয়া চলে। অর্থাৎ সাধারণ ফেরেশতা নহেন— বরং ফেরেশতাকুলের সর্দার ও নেতৃস্থানীয়। আবার তিনি **تَمِيمٌ** তথা বিশ্বস্ত। এখানে তাঁহার বিশ্বস্ততা বর্ণনা করা হইয়াছে যেমন নবী (সা) সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতে বলেন :

“তোমাদিগের সংগী উন্মাদ নহেন।” শা'বী, মায়মূন ইব্ন মিহরান ও আবু সালিহ (র) বলেন, **وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ** অর্থাৎ তোমাদিগের সংগী মুহাম্মদ (সা) উন্মাদ নহেন।

অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র পথ হইতে বার্তা বহনকারী জিবরীল (আ)-কে ছয়শত ডানা বিশিষ্ট তাঁহার আসল আকৃতিতে স্পষ্ট দিগন্তে দেখিতে পাইয়াছেন। ইহাই হইল নিজ আকৃতিতে জিবরীল (আ)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রথম দর্শন। যাহা বাতহা নামক স্থানে সংঘটিত হইয়াছিল। বাহ্যত বুঝা যায় যে, এই সূরাটি মি'রাজের ঘটনার আগে নাযিল হইয়াছে। কারণ, প্রথম দর্শন ছাড়া অন্য কোন দর্শনের কথা উল্লেখ করা হয় নাই। আর দ্বিতীয় দর্শনের ঘটনা সূরা নাজমে বলা হইয়াছে, যাহা নাযিল হয় সূরা ইসরার পর।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-এর উপর যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তিনি তৎসম্পর্কে সন্দিহান নহেন। কেহ কেহ **ضاد** দ্বারা পড়েন। তখন অর্থ হয় মুহাম্মদ (সা) অদৃশ্য বিষয় তথা আল্লাহ্র ওহীর ব্যাপারে কৃপণ নহেন— বরং সকলকেই উহা অবহিত করান। সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না (র) বলেন : **ضاد** আর **ضنين** এর অর্থ একই।

কাতাদা (র) বলেন : কুরআন এক সময় অদৃশ্য ছিল। পরে আল্লাহ্ তা'আলা উহা মুহাম্মদ (সা)-এর উপর নাযিল করেন। তিনি অত্যন্ত যত্ন ও গুরুত্বের সহিত মানুষের নিকট উহা প্রচার করেন। ইকরিমা ও ইব্ন যায়দ (র) সহ অনেকে আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র) **ضاد** দ্বারা **ضنين** পড়া পছন্দ করিয়াছেন। বস্তুত **ضنين** ও **ضنين** দুই রকমই পড়া যায়।

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ অর্থাৎ এই কুরআন অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নহে। অর্থাৎ শয়তান এই কুরআন বহন করিয়া আনে নাই এবং সে ইহার যোগ্যও নহে। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيْطَانُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ أَنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ অর্থাৎ এই কুরআন শয়তানরা বহন করিয়া আনে নাই আর তাহাদিগের জন্য ইহা শোভাও পায় না এবং তাহারা সক্ষমও নহে। বস্তুত উহাদিগকে কুরআন শ্রবণ হইতেও বঞ্চিত রাখা হইয়াছে।

وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيْطَانُ অর্থাৎ কুরআনের সত্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইবার পরও তোমরা উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছ? তোমাদিগের বিবেক বুদ্ধি কোথায় যাইতেছে? কাতাদা (র) বলেন : فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ অর্থ আল্লাহর কিতাব ও তাঁহার আনুগত্য ছাড়িয়া তোমরা কোথায় যাইতেছ?

إِن هُوَ إِلَّا نَزْكُرُ لِلْعَالَمِينَ অর্থাৎ এই কুরআন বিশ্বজগতের তথা প্রতিটি মানুষের জন্য উপদেশ।

لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ অর্থাৎ কেহ হিদায়াত লাভ করিতে চাহিলে তাহাকে এই কুরআনই অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। কুরআন ছাড়া মুক্তি ও হিদায়াতের বিকল্প কোন পথ নাই।

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ অর্থাৎ মানুষ যাহা চাহে তাহাই বাস্তবায়িত হয় না। বরং মানুষের ইচ্ছার বাস্তবায়ন আল্লাহর মঞ্জুরির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং কেহ চাহিলেই হিদায়াত লাভ করিতে পারে না আবার ইচ্ছা করিলেই পথভ্রষ্ট হইতে পারে না— বরং আল্লাহ যাহাকে হিদায়াত দান করেন সেই হিদায়াত পায় আর যাহাকে বিভ্রান্ত করেন সেই বিভ্রান্ত হয়।

সুফিয়ান ছাওরী (র)..... সুলায়মান ইবন মূসা (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, وَمَا تَشَاءُونَ এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর আবু জাহ্ল বলিল, ক্ষমতা তো সবই আমাগিদের হাতে। আমরা ইচ্ছা করিলে সঠিক পথে চলিতে পারি আর ইচ্ছা করিলে বিপথেও চলিতে পারি। তখন আল্লাহ তা'আলা وَمَا تَشَاءُونَ الخ আয়াতটি নাযিল করেন।

সূরা ইনফিতার

১৯ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

ইমাম নাসায়ী (র)..... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, হযরত মুআয (রা) একদিন ইশার নামাযের ইমামতি করেন। তাহাতে তিনি দীর্ঘ কিরআত পাঠ করেন। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, মুআয! তুমি কি ফিতনা সৃষ্টি করিতে চাহিতেছ? সূরা আলা, সূরা দুহা ও সূরা ইনফিতার কি তোমার জানা নাই? বুখারী ও মুসলিম সহীহ্‌দ্বয়ে ইহার উল্লেখ আছে তবে সূরা ইনফিতারের কথা নাই।

ইতিপূর্বে একটি হাদীস উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, “কেউ স্বচক্ষে কিয়ামত দেখিতে চাহিলে সে যেন সূরা তাকবীর, সূরা ইনফিতার এবং সূরা ইনশিকাক পাঠ করে।”

(১) إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝

(২) وَإِذَا النُّجُومُ انْتَثَرَتْ ۝

(৩) وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝

(৪) وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۝

(৫) عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۝

(৬) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝

(৭) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّدَكَ فَعَدَلَكَ ۝

(১) فِي آتِي صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝

(৯) كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ ۝

(১০) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝

(১১) كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝

(১২) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝

১. আকাশ যখন বিদীর্ণ হইবে,
২. যখন নক্ষত্রমণ্ডলী, বিক্ষিপ্তভাবে ঝরিয়া পড়িবে,
৩. সমুদ্র যখন উদ্বেলিত হইবে,
৪. এবং যখন কবর উন্মোচিত হইবে,
৫. তখন প্রত্যেকে জানিবে, সে কী অগ্রে পাঠাইয়াছে ও কী পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছে।
৬. হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করিল?
৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাকে সূঠাম করিয়াছেন এবং সুসমঞ্জস করিয়াছেন,
৮. যেই আকৃতিতে চাহিয়াছেন, তিনি তোমাকে গঠন করিয়াছেন।
৯. না, কখনই না, তোমরা তো শেষ বিচারকে অস্বীকার করিয়া থাক;
১০. অবশ্যই আছে তোমাদিগের তত্ত্বাবধায়কগণ;
১১. সম্মানিত লিপিকরবৃন্দ;
১২. উহারা জানে তোমরা যাহা কর।

তাফসীর : إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ অর্থাৎ “যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে।” যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন : السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ অর্থাৎ যেইদিন আকাশ বিদীর্ণ হইবে।

وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ অর্থাৎ যখন নক্ষত্রসমূহ খসিয়া পড়িবে।

وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ অর্থাৎ “সমুদ্র যখন উদ্বেলিত হইবে।” আলী ইব্ন আবু তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ এক সমুদ্রকে আরেক সমুদ্রের সহিত একাকার করিয়া দিবেন। হাসান (র) বলেন, সমুদ্র শুকাইয়া যাইবে। কাতাদা (র) বলেন, فُجِّرَتْ অর্থ লবণাক্ত পানি আর মিষ্টি পানি একাকার হইয়া যাইবে।

وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হইবে। সুদী (র) বলেন, যখন কবরসমূহ ফাটিয়া যাইবে এবং ভিতরের সব কিছু বাহির হইয়া যাইবে।

عَلِمْتَ نَفْسُ مَا قَدَّمْتَ وَأَخَّرْتَ অর্থাৎ এই ঘটনাগুলি ঘটিবার পর মানুষ তাহার পূর্বাপর যাবতীয় আমল সম্পর্কে অবহিত হইবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ধর্মকের সুরে বলিতেছেন :

يَأْيُهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ অর্থাৎ ওহে মানুষ! 'কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্পর্কে বিভ্রান্ত করিল যে, তুমি তাঁহার অবাধ্যতা করিতে সাহস পাইলে?

এক হাদীসে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন বলিবেন, “হে আদম সন্তান! আমার সম্পর্কে কিসে তোমাকে বিভ্রান্ত করিল? হে আদম সন্তান! রাসূলগণকে তুমি কী জবাব দিয়াছিলে?”

আবু হাতিম (র)... সুফিয়ান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সুফিয়ান (রা) বলেন, হযরত উমর (রা) একদিন এক ব্যক্তিকে আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করিতে শুনিয়া বলিলেন, অজ্ঞতাই মানুষকে আল্লাহ সম্পর্কে বিভ্রান্ত করিয়াছে।

ইবন আবু হাতিম (র)..... আবু খালিদ ইয়াহয়া (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু খালিদ (র) বলেন, ইবন উমর (রা) একদিন الْإِنْسَانُ الْهٰج এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন, আল্লাহর শপথ! অজ্ঞতাই মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। ইবন আব্বাস (রা), রবী ইবন খুছায়াম এবং হাসান বসরী (র)-ও হইতে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

কাতাদা (র) বলেন, শয়তানই মানুষকে আল্লাহ সম্পর্কে বিভ্রান্ত করিয়াছে। বাগাবী (র) বর্ণনা করেন যে, কালবী ও মুকাতিল (র)-এর মতে এই আয়াতটি আসওয়াদ ইবন শুরায়ক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। এই নরাধম একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রহার করিয়াছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ কোন শাস্তি না আসায় তাহার মধ্যে আরো বেশী ধৃষ্টতা জন্ম নেয়। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন।

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ অর্থাৎ তোমাকে তোমার সেই মহান প্রতিপালক সম্পর্কে কিসে বিভ্রান্ত করিয়াছে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়া সুঠাম সুসমঞ্জস ও সুদর্শন বানাইয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)..... বিশর ইবন জাহ্‌হাশ কুরায়শী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বিশর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন হাতে থুথু লইয়া উহার উপর আঙ্গুল রাখিয়া বলিলেন : “আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমাকে কি করিয়া অক্ষম করিবে? আমি তো তোমাকে এই ধরনের একটি বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর তোমাকে সুঠাম ও সুসমঞ্জস করিয়াছি। বড় করিয়াছি। তাহার পর তুমি দুইটি কাপড় পরিধান করিয়া চলাফিরা করিয়াছ এবং সম্পদ উপার্জন করিয়া উহা সঞ্চয় করিয়াছ— আমার পথে ব্যয় কর নাই। এইভাবে মৃত্যুর সময় ঘনাইয়া আসিলে তখন

বল, “আমি অমুক অমুক সম্পদ আল্লাহর রাহে দান করিতেছি। কিন্তু তখন দান করিবার সময় কোথায়?” হাদীসটি ইবন মাজাহ্ কিতাবেও উল্লেখ আছে।

اَرْتَابٌ فِيْ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ অর্থাৎ যেই আকৃতিতে চাহিয়াছেন, আল্লাহ্ তোমাকে সেই আকৃতিকে গঠন করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কাহাকে পিতার আকৃতিতে, কাহাকেও মাতার আকৃতিতে আবার কাহাকেও বা খালা, মামা, চাচা ইত্যাদির আকৃতিতে সৃষ্টি করেন।

সহীহ্ বুখারীতে এই মর্মে একটি হাদীস আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইকরিমা (র) বলেন, আল্লাহ্ তা‘আলা যাহাকে ইচ্ছা বানরের আকৃতিতে এবং যাহাকে ইচ্ছা শূকরের আকৃতিতে সৃষ্টি করিতে পারেন। আবু সালিহ (র)-ও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলা ইচ্ছা করিলে মানুষকে যে কোন আকৃতিতেই সৃষ্টি করিতে পারেন। কিন্তু তিনি স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়ায় সুদর্শন, সুঠাম ও সুসামঞ্জস্য করিয়া সৃষ্টি করেন।

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالْبَيِّنَاتِ অর্থাৎ পুনরুত্থান, হাশর-নশর ও হিসাব প্রদানের অস্বীকৃতিই তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র নাফরমানী ও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

وَ اِنَّ عَلَیْكُمْ لَحِفْظِيْنَ كِرَامًا وَ كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ অর্থাৎ তোমাদিগের তত্ত্বাবধানের জন্য সম্মানিত ফেরেশতা নিয়োজিত করিয়া রাখা হইয়াছে। উহারা তোমাদিগের যাবতীয় কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ করিয়া রেকর্ড করিয়া রাখেন। তোমরা যাহা কর সবই উহাদিগের জানা। সুতরাং মন্দ কাজ হইতে তোমাদিগের বিরত থাকা উচিত।

ইবন আবু হাতিম (র)..... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, তোমরা আমল লিপিকর ফেরেশতাদেরকে সম্মান কর। যাহারা জানাবাত এবং পোশাব-পায়খানার সময় ছাড়া সর্বদাই তোমাদিগের সঙ্গে থাকে। সুতরাং গোসল করিবার সময় তোমরা আড়াল করিয়া লইও।”

হাফিজ আবু বকর বায্‌যার (র)..... ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন “আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদিগকে উলংগ হইতে নিষেধ করেন। সুতরাং তোমরা কিরামান কাতিবীন ফেরেশতাদের ব্যাপারে লজ্জা করিয়া চল, যাহারা পেশাব-পায়খানা, জানাবাত এবং গোসল এই তিন সময় ব্যতীত তোমাদের থেকে পৃথক হন না। খোলা ময়দানে গোসল করিবার সময় তোমরা কাপড়, দেয়াল বা উট দ্বারা আড়াল করিয়া লইও।”

হাফিজ আবু বকর বায্‌যার (র)..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, ফেরেশতা আল্লাহ্‌র দরবারে বান্দার দৈনন্দিনের আমল পেশ

করার পর যদি আমলনামার শুরু ও শেষে ইস্তিগফার থাকে তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আমার বান্দার মধ্যকার সব ভুল-ত্রুটি মাফ করিয়া দিলাম।

হাফিজ আবু বকর বায্যার (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “আল্লাহর এমন কতিপয় ফেরেশতা আছে যাহারা মানুষ এবং মানুষের আমল সম্পর্কে সম্যক অবগত। সুতরাং কোন ব্যক্তিকে কোন নেক কাজ করিতে দেখিলে তাহারা পরস্পর আলোচনা করে এবং বলে যে, আজ রাত অমুক ব্যক্তি কামিয়াব হইয়াছে। পক্ষান্তরে কাউকে মন্দ কাজ করিতে দেখিলে পরস্পর বলাবলি করে যে, ‘আজ রাত অমুক অমুক ব্যক্তি ধ্বংস হইয়াছে।’

(১৩) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝

(১৪) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۝

(১৫) يَصَلُّونَهَا يَوْمَ الدِّينِ ۝

(১৬) وَمَاهُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۝

(১৭) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ۝

(১৮) ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ۝

(১৯) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ۝

১৩. পুণ্যবানগণ তো থাকিবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে;

১৪. এবং পাপাচারীরা থাকিবে জাহান্নামে;

১৫. উহারা কর্মফল দিবসে উহাতে প্রবেশ করিবে;

১৬. তাহারা উহা হইতে অন্তর্হিত হইতে পারিবে না।

১৭. কর্মফল দিবস সম্পর্কে তুমি কী জান?

১৮. আবার বলি, কর্মফল দিবস সম্পর্কে তুমি কী জান?

১৯. সেইদিন একের অপরের জন্য কিছু করিবার সামর্থ্য থাকিবে না, এবং সেইদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হইবে আল্লাহর।

তাফসীর : إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝ অর্থাৎ আবরার তথা পুণ্যবানগণ জান্নাতে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করিবে। এখানে আল্লাহ আবরারদের শুভ পরিণাম উল্লেখ করেন। আবরার উহাদিগকে বলা হয়, যাহারা যথাযথভাবে আল্লাহর আনুগত্য করে এবং তাহারা নাফরমানী ও বিরুদ্ধাচরণ হইতে বিরত থাকে।

ইব্ন আসাকির (র) ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : এই পুণ্যবানদিগকে “আবরার’ নামকরণের কারণ হইল, ইহারা দুনিয়াতে মাতা-পিতা ও সন্তানদের সহিত সদাচরণ করে।”

অতঃপর নাফরমান ও পাপীদের পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ তা’আলা বলেন :

وَأَنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ-يُصَلُّونَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَاهُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ অর্থাৎ পাপাচাররা থাকিবে জাহান্নামে। হিসাব প্রতিদান ও কিয়ামতের দিন উহারা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। এক মুহূর্তের জন্য উহাদিগের শাস্তি মূলতবী রাখা হইবে না এবং কখনও শাস্তি লঘু করা হইবে না। মৃত্যু বা একটু শাস্তি লাভের কাতর প্রার্থনা করিলেও উহাদিগের প্রার্থনা মঞ্জুর করা হইবে না। অতঃপর কিয়ামত দিবসের গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য আল্লাহ তা’আলা বলিতেছেন :

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ সম্পর্কে তুমি কী জান? আবার বলি, কর্মফল দিবস সম্পর্কে তুমি কী জান? অতঃপর এই কর্মফল দিবসের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া আল্লাহ বলেন :

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا অর্থাৎ সেইদিন একের জন্য অপরের উপকার করিবার কোনই ক্ষমতা থাকিবে না। এবং যাহাকে যেই অবস্থায় রাখা হইবে আল্লাহর মর্ষী ও অনুগ্রহ ব্যতীত কেহ উহা হইতে উদ্ধার হইতে পারিবে না।

হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, হে বনী হাশেম! তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে জাহান্নাম হইতে মুক্ত করিয়া লও। আল্লাহর শাস্তি হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিবার কোন ক্ষমতা আমার নাই। তাই আল্লাহ তা’আলা বলেন :

وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ অর্থাৎ আল্লাহই হইবেন সেইদিন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা’আলা বলেন :

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ-لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ অর্থাৎ আজিকার রাজত্ব কাহার? মহা পরাক্রমশালী এক আল্লাহর। আরেক আয়াতে বলেন :

مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ অর্থাৎ আল্লাহ কর্মফল দিবসের মালিক। কাতাদা (র) বলেন, জগতের রাজত্ব এবং মালিকানা এখনও আল্লাহরই হাতে। কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহর রাজত্ব ব্যতীত অন্য কাহারো বিন্দুমাত্র প্রভাব ও ক্ষমতা চলিবে না। আল্লাহই হইবেন সেই একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী।

সূরা মুতাফ্‌ফীন

৩৬ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝

(২) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝

(৩) وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۝

(৪) إِلَّا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝

(৫) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

(৬) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

১. মন্দ পরিণাম তাহাদের জন্য যাহারা মাপে কম দেয়,
২. যাহারা লোকের নিকট হইতে মাপিয়া লইবার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে
৩. এবং যখন তাহাদিগের জন্য মাপিয়া অথবা ওজন করিয়া দেয়, তখন কম দেয়।
৪. উহারা কি চিন্তা করে না যে, উহারা পুনরুত্থিত হইবে
৫. মহা দিবসে?
৬. যেদিন দাঁড়াইবে সমস্ত মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে।

তাফসীর : ইমাম নাসায়ী ও ইব্ন মাজাহ্ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন ওজন ও মাপের ব্যাপারে মদীনাবাসীরা নিকৃষ্ট মানুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ফলে আল্লাহ তা'আলা الخ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ নাযিল করেন। অতঃপর তাহারা সংশোধন হইয়া যায়।

ইবন আবু হাতিম (র) হিলাল ইবন তাল্ক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হিলাল ইবন তালক (র) বলেন, একদিন আমি ইবন উমর (রা)-এর সংগে ভ্রমণ করিতেছিলাম। কথা প্রসংগে আমি বলিলাম, অন্যান্য লোকদের তুলনায় মক্কা এবং মদীনার মানুষগুলি বেশী সুদর্শন এবং ওজনে ও মাপে নীতিবান। উত্তরে তিনি বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা وَيَلُّ لِمُطَفِّفِينَ نَاযিল করিবার পর তাহারা ওজন ও মাপে কেন নীতিবান হইবে না?

ইবন জারীর (র) আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল, হে আবু আব্দুর রহমান! মদীনাবাসীদের দেখিতেছি যে, তারা ওজন ও মাপে বড়ই নীতিবান! উত্তরে তিনি বলিলেন : কেন হইবে না, অথচ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন لِرَبِّ الْعَالَمِينَ..... এইখানে تَطْفِيفُ অর্থ ওজনে ও মাপে কম দেয়া। অন্যের হইতে নেয়ার সময় বেশী নেওয়ার মাধ্যমে হোক কিংবা অন্যকে দেওয়ার সময় কম দেওয়ার মাধ্যমে হোক। তাই ইহার ব্যাখ্যায় পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ অর্থাৎ যখন তাহারা অন্যের নিকট হইতে মাপিয়া লয়, তখন পুরাপুরি বরং বেশী লইয়া থাকে। আর অন্যকে মাপিয়া দেওয়ার সময় কম দেয়। এইভাবে কম বেশী না করিয়া সঠিকভাবে মাপিবার জন্য নির্দেশ দিয়া অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ অর্থাৎ যখন মাপ, তখন সঠিকভাবে মাপিও আর সঠিক পাল্লা দ্বারা ওজন করিও। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْفُفْ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا অর্থাৎ মাপে ও ওজনে সঠিকভাবে ইনসাফের সহিত করিও। আমি কাহাকেও তাহার সাধ্যের অতীত কষ্ট চাপাইয়া দেই না। আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ অর্থাৎ “ইনসাফের সহিত সঠিকভাবে মাপ এবং মীযানে কম করিবে না।”

উল্লেখ্য যে, হযরত শু'আয়ব (আ)-এর জাতিকে আল্লাহ তা'আলা এইভাবে ওজনে ও মাপে ধোঁকাবাজি করিবার অপরাধে সমূলে বিনাশ করিয়াছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ধমক প্রদান করিয়া বলেন :

إِلَّا يَظُنُّ أَوْلِيكَ أَنَّهُمْ مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ অর্থাৎ এইভাবে যাহারা অন্যের হক নষ্ট করে- তাহারা কি এই ভয় করে না যে, এক ভয়াবহ ও কঠিন দিবসে তথা কিয়ামত দিবসে তাহাদিগের আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে হইবে? সেখানে যে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে সে উত্তম জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ অর্থাৎ সেইদিন সকল মানুষ উলঙ্গ দেহে ও নাপা পায়ে খৎনাবিহীন ভয়ানক ও সংকটপূর্ণ দিবসে জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে।

ইমাম মালিক (র)..... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : “কিয়ামতের দিন মানুষ আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে। তখন প্রত্যেকে নিজের দেহ হইতে নির্গত ঘামে কানের অর্ধেক পরিমাণ ডুবিয়া যাইবে।” বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)..... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন : “কিয়ামতের দিন মানুষ মহান আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে। এমনকি প্রতিটি মানুষ নিজের ঘামে আধা কান বরাবর ডুবিয়া যাইবে।”

ইমাম আহমদ (র)..... মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ কিন্দী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, “কিয়ামতের দিন সূর্য মানুষের এক বা দুই খাল অর্থাৎ সুরমাদানীর সলাই বা মাইল পরিমাণ উপরে থাকিবে। ইহাতে প্রত্যেকেই ঘর্মাক্ত হইয়া পড়িবে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমল পরিমাণ ঘামে ডুবিয়া থাকিবে। কেহ গোড়ালী পর্যন্ত, কেহ হাঁটু পর্যন্ত আবার কেহ কোমর পর্যন্ত ঘামে ডুবিয়া যাইবে। আবার কেহবা সম্পূর্ণ ডুবিয়া যাইবে।” মুসলিম ও তিরমিযী (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)..... আবু উমামা (রা) হইতে অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, কেহ গোড়ালী পর্যন্ত, কেহ পায়ের গোছা পর্যন্ত, কেহ হাঁটু পর্যন্ত, কেহ কোমর পর্যন্ত, কেহ কাঁধ পর্যন্ত, কেহ মুখের অর্ধেক পর্যন্ত ঘামে ডুবিয়া থাকিবে। আবার কেহবা সম্পূর্ণ ডুবিয়া যাইবে। অনুরূপ আরো একটি ইমাম আহমদ (র) উকবা ইব্ন আমির হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মানুষ সেই অবস্থায় অবস্থান করিবে সত্তর বছর মতান্তরে তিনশত বা চল্লিশ হাজার বছর নির্বাক দাঁড়াইয়া থাকিবে। এবং দশ হাজার বছর পরিমাণ সময়ের মধ্যে বিচার চলিবে।

ইব্ন আবু হাতিম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন বশীর গিফারী (রা)-কে বলিলেন : “যেদিন মানুষ তিনশত বছর পর্যন্ত আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিবে তাহাদের নিকট আকাশ হইতে কোন সংবাদও আসিবে না এবং তাহাদিগের উপর কোন ফরমানও জারী করা হইবে না। সেইদিন তুমি কী করিবে? উত্তরে বশীর বলিল, আল্লাহই রক্ষা করিবেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : “রাতে শুইবার সময় তুমি কিয়ামতের বিতীষিকা এবং হিসাবের কঠোরতা হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিবে।”

সুনানে আবু দাউদে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কিয়ামত দিবসের স্থানের সংকীর্ণতা হইতে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিতেন।

ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন মানুষ আকাশের দিকে মাথা উঠাইয়া চল্লিশ বছর পর্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিবে। এই সময়ে তাহাদিগের সহিত কেহ কোন কথা বলিবে না। ভালো-মন্দ সকলেই ঘামে ডুবিয়া থাকিবে। ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত আছে, এইভাবে মানুষ একশত বছর ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। উভয় হাদীসটি ইব্ন জারীর (রা) উল্লেখ করিয়াছেন।

সুনানে আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইব্ন মাজাহ্য় আছে যে, হযরত আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাতে উঠিয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়িবার পূর্বে দশবার আল্লাহ্ আকবার, দশবার আলহামদু লিল্লাহ্, দশবার সুবহানাল্লাহ্ ও দশবার আস্তাগফিরুল্লাহ্ পড়িতেন। অতঃপর নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করিয়া কিয়ামত দিবসের স্থানের সংকীর্ণতা হইতে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাহিতেন। দু'আটি হইল এই :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَعَافِنِيْ

(৭) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ لَفِي سَجِّينٍ ۝

(৮) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِّينٌ ۝

(৯) كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۝

(১০) وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝

(১১) الَّذِينَ يَكْذِبُونَ بِبِئْسَ الدِّينِ ۝

(১২) وَمَا يَكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۝

(১৩) إِذَا تَتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

(১৪) كَلَّا بَلْ عَصَى رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

(১৫) كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمْ حُجُّوْا ۝

(১৬) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ۝

(১৭) ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝

৭. না, কখনই না, পাপাচারীদিগের আমলনামা তো সিজ্জীনে আছে।

৮. সিজ্জীন সম্পর্কে তুমি কী জান ?

৯. উহা চিহ্নিত 'আমলনামা।

১০. সেইদিন মন্দ পরিণাম হইবে মিথ্যাচারীদিগের,
১১. যাহারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে,
১২. কেবল প্রত্যেক পাপিষ্ঠ সীমালংঘনকারী ইহা অস্বীকার করে;
১৩. উহার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হইলে সে বলে, 'ইহা পূর্ববর্তীদিগের উপকথা।'
১৪. না, ইহা সত্য নহে, উহাদিগের কৃতকার্যই উহাদিগের হৃদয়ে জঙ ধরাইয়াছে।
১৫. না, অবশ্যই সেইদিন উহারা উহাদিগের প্রতিপালক হইতে অন্তরিত থাকিবে;
১৬. অতঃপর উহারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করিবে,
১৭. অতঃপর বলা হইবে, 'ইহাই তাহা, যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে।'

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন : **انْ كُتِبَ الْفُجَّارَ لَفِي سَجِينٍ** অর্থাৎ পাপাচারীদিগের ঠিকানা নিশ্চিতভাবে সিঞ্জীন হইবে। **فَعِيلٌ سَجِينٌ** শব্দটি **سَجِينٌ** এর ওজনে **سَجِينٌ** হইতে গঠিত। **سَجِينٌ** এর মধ্যে সংকীর্ণতার অর্থ বিদ্যমান। যেমন : বলা হয় **فسيق-شریب-خمير-سكير** ইত্যাদি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِينٌ অর্থাৎ হে নবী! আপনি জানেন সিঞ্জীন কি? অর্থাৎ ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, স্থায়ী কারাগার ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

অনেকের মতে, এই সিঞ্জীনের অবস্থান সপ্ত যমীনের নীচে। বারা ইব্ন আযিব (রা) কর্তৃক বর্ণিত দীর্ঘ একটি হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের রুহ সম্পর্কে বলেন, ইহার 'আমলনামা সিঞ্জীনে লিপিবদ্ধ কর। সিঞ্জীন সপ্ত যমীনের নীচে অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন : সিঞ্জীন সাত তবক যমীনের নীচে অবস্থিত একটি সবুজ পাথরের নাম। কেহ বলেন, জাহান্নামের একটি কূপের নাম।

ইব্ন জারীর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন যে, "ফালাক, জাহান্নামের একটি গর্ত যাহার মুখ বন্ধ, আর সিঞ্জীন জাহান্নামের একটি গর্ত যাহার মুখ উন্মুক্ত।"। তবে বিশুদ্ধ মত হইল এই যে, **سَجِينٌ** শব্দটি **سَجِنٌ** হইতে গঠিত। যাহার অর্থ সংকীর্ণ স্থান। কারণ আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে যাহা যত উপরে তাহা তত বেশী প্রশস্ত আর যাহা যত নীচে তাহা তত সংকীর্ণ। এই জন্য নীচের দিক হইতে উপরের দিকে এক আসমান হইতে আরেক আসমান বেশী প্রশস্ত। আর যমীনের উপর থেকে নীচের দিকে এক তবক হইতে আরেক তবক বেশী সংকীর্ণ। তাই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রশস্ত হইল সপ্তম আকাশ সর্বাপেক্ষা বেশী সংকীর্ণ হইল সপ্তম যমীন। আর সপ্তম যমীনের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংকীর্ণ হইল উহার মধ্যভাগ। উহাই হইল কাফির মুশরিক ও পাপাচারীদিগের ঠিকানা।

যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ অর্থাৎ অতঃপর আমি তাহাদিগকে সর্বনিম্ন স্তরে উপনীত করি। তবে তাহাদিগকে নহে, যাহারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ।

এর - وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجَّيْنُ, উল্লেখ্য যে, চিহ্নিত আমলনামা। উল্লেখ্য যে, বরং ইহার অর্থ হইল পাপাচারীগণের ঠিকানা জাহান্নামে হওয়ার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ ইহাদিগের ব্যাপারে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে উহাতে কোন প্রকার কম বেশী হইবে না। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাযী (র) এই অর্থ করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَيَلُومُنَّ يَوْمَئِذٍ لَّمْ كَذَّبْنَا كِيَامَتِ الدِّينِ অর্থাৎ মিথ্যাচারীদিগের জন্য ধ্বংস রহিয়াছে কিয়ামতের দিন উহাদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিয়া যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া হইবে। وَيَلُومُنَّ শব্দের অর্থ ধ্বংস, পতন বা মন্দ পরিণাম। যেমন : বলা হয় لِفُلَانٍ وَيَلُومُنَّ অর্থাৎ অমুকের জন্য ধ্বংস রহিয়াছে। মুআবিয়া ইব্ন যামরা (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “ধ্বংস তাহার জন্য যে মিথ্যা কথা বলিয়া লোকদিগকে হাসাইবার চেষ্টা করে। ধ্বংস তাহার জন্য, ধ্বংস তাহার জন্য।” অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মিথ্যাচারীদিগের ব্যাখ্যায় বলেন :

الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ অর্থাৎ মিথ্যাচারী তাহারা যাহারা কর্মফল দিবস তথা কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করে এবং কিয়ামত দিবসের সংঘটন করাকে আল্লাহর জন্য অসম্ভব বলিয়া মনে করে।

وَمَا يُكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ অর্থাৎ কাজে-কর্মে সীমালংঘনকারী এবং কথাবার্তায় পাপিষ্ঠ ব্যক্তির ছাড়া অন্য কেহ কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করিতে পারে না। কাজে-কর্মে সীমালংঘন করার অর্থ হইল হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া এবং হালাল ভোগ করিবার ব্যাপারে সীমালংঘন করা। আর কথাবার্তায় পাপিষ্ঠ হওয়ার অর্থ হইল, মিথ্যা কথা বলা, ওয়াদা খেলাফ করা এবং ঝগড়ায় লিপ্ত হইয়া গালি-গালাজ করা।

إِذَا تَتَلَوْنَاهُ عَلَيْهِ أَيُّتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখ হইতে আল্লাহর কথা শুনিয়া তাহারা উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও অস্বীকার করে এবং মনে করে যে, ইহা পূর্ববর্তী লোকদের উপকথা ছাড়া আর কিছুই নহে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنزِلَ رَبُّكُمْ - قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ অর্থাৎ যখন উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তোমাদিগের প্রতিপালক কী অবতীর্ণ করিয়াছেন? তাহারা বলিল, পূর্ববর্তীদিগের উপকথা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ অর্থাৎ তাহারা যেমন মনে করে ও যাহা বলে, ব্যাপারটি তেমন ও তাহা নহে- বরং এই কুরআন আল্লাহর কালাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ তাহার ওহী। কিন্তু সীমাহীন পাপাচারের কারণে উহাদিগের অন্তরে জঙ্ঘ ধরিয়া যাওয়ার ফলে ঈমানহারা হইয়া তাহারা এইরূপ প্রলাপ বকিয়া থাকে। পাপাচারের কারণে কাফিরদের অন্তরে যে জঙ্ঘ ধরিয়া যায় উহাকে رين বলা হয়। আর আবরারদের ও মুকাররাবদের অন্তরে যে ভাব সৃষ্টি হয় উহাকে যথাক্রমে غيم ও غين বলা হয়।

ইবন জারীর, তিরমিযী ও নাসায়ী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : “কেহ কোন পাপ কাজ করিলে উহার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়িয়া যায়। অতঃপর তাহা পরিত্যাগ করিয়া তাওবা ও ইস্তেগফার করিলে উহা পরিষ্কার হইয়া যায়। কিন্তু পাপ কাজ বার বার করিলে কালো দাগও বাড়িতে থাকে। كَلَّا بَلْ رَانَ الخ এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এই কথাটিই বলিয়াছেন।”

ইমাম আহমদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “মু'মিন বান্দা কোন গুনাহের কাজ করিলে তাহার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়িয়া যায়। অতঃপর তাওবা করিলে ও ক্ষমা প্রার্থনা করিলে অন্তর পরিষ্কার হইয়া যায়। কিন্তু ক্রমে গুনাহ করিতে থাকিলে কালো দাগও বাড়িতে থাকে। এমনকি এক সময় এই কালো দাগে অন্তর ভরিয়া যায়। كَلَّا بَلْ الخ এই আয়াতে رَانَ বলিতে আল্লাহ্ তা'আলা ইহাকেই বুঝাইয়াছেন।”

হাসান বসরী (র) বলেন : গুনাহের উপর গুনাহ করিতে থাকিলে এক সময় অন্তর অন্ধ হইয়া মরিয়া যায়। মুজাহিদ, ইবন জুবায়র, কাতাদা এবং ইবন যায়দ (র) প্রমুখও এইরূপ বলিয়াছেন।

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّخُجُونَ অর্থাৎ এইসব লোক জাহান্নামের নিক্ষিপ্ত হইবার ফলে আল্লাহর দর্শন হইতে বঞ্চিত ও অন্তরিত হইবে। অর্থাৎ ইহারা আল্লাহকে দেখিতে পাইবে না।

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ শাফেয়ী (র) বলেন, এই আয়াত প্রমাণ করে যে, সেইদিন ঈমানদারগণ আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখিতে পাইবে। অন্য আয়াতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

وَجُوهُهُمْ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ অর্থাৎ কতিপয় মুখমণ্ডল সেইদিন হইবে প্রফুল্ল, তাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের দিকে তাকাইয়া থাকিবে। অনুরূপভাবে বহু মুতাওয়্যাতির হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, পরকালে কিয়ামতের চত্বরে এবং জান্নাতের সুরম্য উদ্যানে জান্নাতীরা স্বচক্ষে আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখিতে পাইবে।

ইব্ন জারীর (র)..... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন। হাসান (র) كَلَّا إِنَّهُمْ لَخُ الْعِزَّةِ الْمُنَوَّرَةِ
এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, পর্দা উন্মুক্ত করা হইবে। ফলে মু'মিন, কাফির নির্বিশেষ সকলেই আল্লাহকে দেখিবে। অতঃপর আল্লাহ ও কাফিরদের মাঝে আড়াল করিয়া দেওয়া হইবে। অবশেষে শুধু ঈমানদারগণ প্রত্যহ সকাল-বিকাল আল্লাহর দীদার লাভ করিবে।

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ অর্থাৎ অতঃপর আল্লাহর দর্শন হইতে বঞ্চিত এইসব কাফিররা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।

ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ অতঃপর ধিক্কার, ধমক ও অবজ্ঞাবশত উহাদিগকে বলা হইবে, 'ইহাই তাহা যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে।'

(১৪) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْإِبْرَارِ لَفِي عِلِّيَّينَ ۝

(১৫) وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ۝

(১৬) كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۝

(১৭) يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ۝

(১৮) إِنَّ الْإِبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝

(১৯) عَلَى الْأَرْوَاقِ يُنظَرُونَ ۝

(২০) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ۝

(২১) يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ۝

(২২) خِتْمُهُ مِسْكَ ۝ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ۝

(২৩) وَمِرَاجَهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ۝

(২৪) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ۝

১৮. অবশ্যই পুণ্যবানদিগের আমলনামা ইল্লিয়ীনে,

১৯. ইল্লিয়ীনে সম্পর্কে তুমি কী জান?

২০. উহা চিহ্নিত 'আমলনামা।

২১. যাহারা আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত তাহারা উহা দেখে।

২২. পুণ্যবান তো থাকিবে পরম স্বাস্থ্যে, তাহারা সুসজ্জিত আসনে বসিয়া অবলোকন করিবে।

২৪. তুমি তাহাদিগের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখিতে পাইবে,
 ২৫. তাহাদিগকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় হইতে পান করান হইবে।
 ২৬. উহার মোহর মিস্কের, এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক।
 ২৭. উহার মিশ্রণ হইবে তাসনীমের,
 ২৮. ইহা একটি প্রস্রবণ, যাহা হইতে সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা পান করে।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন : كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْإِبْرَارِ لَفِي عِلْيَيْنَ ۚ অর্থাৎ নিশ্চয় আবরার তথা পুণ্যবানদের ঠিকানা হইল ইল্লিয়ীন। আবরার فَجَارُ এর বিপরীত। অর্থ পুণ্যবান। আর عِلْيَيْنَ হইল سَجِينُ এর বিপরীত।

আ'মাশ (র), হিলাল ইব্ন ইয়াসাফ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হিলাল ইব্ন ইয়াসাফ (র) বলেন : হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আমার উপস্থিতিতে কা'ব (রা)-কে سَجِينُ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে তিনি বলিলেন, উহা সপ্তম আকাশ। কাফিরদের আত্মা সেথায় অবস্থান করে। আর ইল্লিয়ীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, উহা সপ্তম আকাশ। সেথায় ঈমানদারদিগের আত্মা অবস্থান করে।

আলী ইব্ন আবু তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, ইল্লিয়ীন দ্বারা উদ্দেশ্য হইল জান্নাত। কেহ কেহ বলেন : ইল্লিয়ীন। সিদরাতুল মুনতাহার নিকট অবস্থিত। উল্লেখ্য যে, عِلْيَيْنَ শব্দটি علو হইতে গঠিত, যাহার অর্থ উঁচু ও উন্নত হওয়া। বলা বাহুল্য যে, যে জিনিস যত বেশি উন্নত ও উঁচু হয় উহা তত বড় ও প্রশস্ত হইয়া থাকে। তাই আল্লাহ তা'আলা উহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিয়া বলেন :

وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلْيُونَ ۚ অর্থাৎ ইল্লিয়ীন সম্পর্কে তুমি কী জান? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

كِتَابٌ مَّرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ۚ অর্থাৎ পুণ্যবানদের ইল্লিয়ীনে অবস্থান করার কথা সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত। উহা আমলনামায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারা উহা দেখে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الْإِبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۚ অর্থাৎ পুণ্যবানগণ কিয়ামতের দিন পরম স্বাচ্ছন্দ্য ও অপার ভোগ-বিলাসে থাকিবে।

عَلَىٰ آرَائِكَ يَنْظُرُونَ ۚ অর্থাৎ তাহারা সুসজ্জিত আসনে বসিয়া নিজের রাজত্ব ও আল্লাহ প্রদত্ত বিলাস সামগ্রী ও নাজ-নিয়ামত দেখিতে থাকিবে। কেহ কেহ বলেন : এই আয়াতের অর্থ হইল, তাহারা সুসজ্জিত আসনে বসিয়া আল্লাহকে দেখিবে।

ইব্ন উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে যে, “সর্বনিম্ন স্তরের একজন জান্নাতীকে যে নিয়ামত ও রাজত্ব দান করা হইবে উহার পরিধি হইবে দুই হাজার

বছরের রাস্তা। উহার নিকট ও দূরের সব একই সমান দেখা যাইবে। আর সর্বোচ্চ স্তরের একজন জান্নাতে প্রত্যহ দুইবার আল্লাহ তা'আলাকে দেখিতে পাইবে।”

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ অর্থাৎ জান্নাতীদের মুখমণ্ডলে তুমি স্বাচ্ছন্দ্যে সুখের দীপ্ত প্রফুল্লতা দেখিতে পাইবে।

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَّخْتُومٍ অর্থাৎ জান্নাতীদেরকে জান্নাতের সুরা পান করানো হইবে। رَحِيقٍ মদেরই একটি নাম। ইব্ন মাসউদ, ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, হাসান, কাতাদা ও ইব্ন যায়দ (র) এই কথা বলিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “যে ঈমানদার অন্য ঈমানদার পিপাসু ব্যক্তিকে পানি পান করায়; আল্লাহ তা'আলা তাহাকে “রাহীকে মাখতুম” পান করাইবেন। আর যে মু'মিন ব্যক্তি অন্য ক্ষুধার্ত মু'মিন ব্যক্তিকে আহার করায়, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে জান্নাতের ফল আহার করাইবেন। আর যে মু'মিন ব্যক্তি বস্ত্রহীন কোন মুমিন ব্যক্তিকে বস্ত্র পরিধান করায়; আল্লাহ তা'আলা তাহাকে জান্নাতের সবুজ পোষাক পরিধান করাইবেন।

خِطْمُهُ مِسْكٌ -এর ব্যাখ্যায় ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, خِطْمُهُ مِسْكٌ অর্থাৎ উহার মিশ্রণ হইবে মিসকের। আওফী (র), ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন,

জান্নাতীদের সুরা হইবে খুবই সুগন্ধযুক্ত। সবশেষে উহাতে মিসক দেওয়া হইবে। আয়াতে ইহাকেই খেতাম তথা মোহর বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। কাতাদা এবং যাহ্বাকও এইরূপ বলিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)..... আবুদ্দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবুদ্দারদা (রা) বলেন, জান্নাতীদের সুরা রৌপ্যের ন্যায় সাদা হইবে। দুনিয়ার কোন মানুষ যদি উহাতে আপ্সুল প্রবেশ করাইয়া আবার উহা বাহির করিয়া আনিত, তাহা হইলে দুনিয়ার প্রতিটি প্রাণীই উহার সুঘ্রাণ লাভ করিত। মুজাহিদ (র) বলেন, خِطْمُهُ مِسْكٌ অর্থ উহার সুঘ্রাণ হইবে মিসকের ন্যায়।

وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ অর্থাৎ এইরূপ নিয়ামতের লাভ করিবার সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া প্রতিযোগিতা করা উচিত। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ অর্থাৎ এইরূপ নিয়ামত লাভ করিবার জন্য আমলকারীদের জন্য আমল করা উচিত।

অর্থাৎ আলোচ্য রাহীক হইবে তাসনীম মিশ্রিত। তাসনীমও জান্নাতের সবচেয়ে উন্নতমানের পানীয় যাহা মুকাররবগণ পান করিবে। অর্থাৎ তাসনীম এক প্রকার পানীয় যাহা মুকাররব বান্দাগণ সরাসরি পান করিবে আর ডান হস্তে আমলনামা প্রাপ্ত জান্নাতীগণ তাহাদিগের পানীয় রাহীকের মিশ্রণরূপে ব্যবহার করিবে। ইহা ইব্ন মাসউদ, ইব্ন আব্বাস (রা) মাসরুফ ও কাতাদা (র) প্রমুখের ব্যাখ্যা।

(২৯) إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ۝

(৩০) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ ۝

(৩১) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ۝

(৩২) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ۝

(৩৩) وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَٰفِظِينَ ۝

(৩৪) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ۝

(৩৫) عَلَىٰ الْأَرَآئِكِ يُنظَرُونَ ۝

(৩৬) هَلْ تُؤْتَبُ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝

২৯. যাহারা অপরাধী তাহারা তো মু'মিনদিগকে উপহাস করিত।

৩০. এবং উহারা যখন মু'মিনদিগের নিকট দিয়া যাইত তখন চক্ষু টিপিয়া ইশারা করিত।

৩১. এবং যখন উহাদিগের আপনজনের নিকট ফিরিয়া আসিত তখন উহারা ফিরিত উৎফুল্ল হইয়া

৩২. এবং যখন উহাদিগকে দেখিত তখন বলিত, 'ইহারাই তো পথভ্রষ্ট।'

৩৩. উহাদিগকে তো তাহাদিগের তত্ত্বাবধায়ক করিয়া পাঠান হয় নাই।

৩৪. আজ মু'মিনগণ উপহাস করিতেছে কাফিরদিগকে,

৩৫. সুসজ্জিত আসন হইতে উহাদিগকে অবলোকন করিয়া।

৩৬. কাফিররা উহাদিগের কৃতকর্মের ফল পাইল তো?

ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—৫৭

তাকসীর : আল্লাহ্ তা'আলা গুনাহগার ও পাপিষ্ঠদের সম্পর্কে বলিতেছেন যে, ইহারা দুনিয়াতে মু'মিনদিগকে উপহাস করে এবং যখন উহারা মু'মিনদিগের নিকট দিয়া যায় তখন অবজ্ঞাবশত চোখ টিপিয়া ইশারা করে।

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ অর্থাৎ আর যখন উহারা নিজদিগের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরিয়া যায়, তখন তাহাদিগের উদ্দেশ্য ও পার্থিব চাহিদা পূরণ হওয়ার কারণে উৎফুল্ল হইয়া ফিরে। কিন্তু তথাপিও তাহারা আল্লাহ্‌র নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে উল্টা মু'মিনদিগকে উপহাস করে এবং উহাদিগের সহিত বিদ্বেষভাব পোষণ করে।

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ অর্থাৎ এই কাফিররা যখন মু'মিনদিগকে দেখে, তখন যেহেতু মু'মিনরা তাহাদিগের দীনের অনুসারী নয় তাই তাহাদিগকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট বলিয়া আখ্যায়িত করে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ অর্থাৎ এই কাফিরদিগকে তো মু'মিনদিগের তত্ত্বাবধায়ক করিয়া পাঠান হয় নাই যে, মু'মিনরা কি করে আর কি বলে তা উহাদিগের তাহার হিসাব রাখিতে হইবে। সুতরাং কেন তাহারা মু'মিনদিগকে লইয়া এত উন্মত্ততা করে? আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ অর্থাৎ দুনিয়াতে কাফিররা মু'মিনদিগকে উপহাস ও অবজ্ঞা করে উহার প্রতিশোধ স্বরূপ কিয়ামতের দিন মু'মিনরা কাফিরদিগকে উপহাস করিবে।

عَلَىٰ الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ অর্থাৎ মু'মিনরা পথভ্রষ্ট নয়— বরং উহারা নৈকট্যপ্রাপ্ত ওলীদের অন্তর্ভুক্ত। ফলে একসময় সম্মানিত স্থানে বসিয়া তাহারা আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখিবে।

هَلْ تُؤِيبُ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন বলা হইবে যে, কাফিররা মু'মিনদিগকে যে জ্বালাতন করিত, উহাদিগকে উহার উপযুক্ত প্রতিফল দেওয়া হইল কিনা? অর্থাৎ সেইদিন কাফিরদিগকে ইহা উপযুক্ত প্রতিফল দেওয়া হইবে।

সূরা ইনশিকাক

২৫ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

ইমাম মালিক (র)..... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে, তিনি একদিন নামাযের ইমামতি করেন। সেই নামাযে তিনি সূরা ইনশিকাক পাঠ করেন এবং তিলাওয়াতে সিজদা করেন। নামায শেষে তিনি জানাইলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-ও এই সূরাটি পড়িয়া সিজদা করিয়াছিলেন। ইমাম মুসলিম এবং নাসায়ী ও ইমাম মালিকের সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র)..... আবু রাফি' (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু রাফি' (র) বলেন, আমি একদিন হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর পিছনে ইশার নামায আদায় করি। তিনি উহাতে সূরা ইনশিকাক পাঠ করেন এবং সিজদা আদায় করেন। আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমি আবুল কাসেম (সা)-এর পিছনে এই আয়াত শেষে সিজদা দিয়াছি। সুতরাং মৃত্যু পর্যন্ত আমি এই আয়াতে সিজদা দিতে থাকিব। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে সূরা إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ এবং اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ সূরাগুলিতে সিজদা করিয়াছি।

(১) إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۝

(২) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝

(৩) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۝

(৪) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝

- (৫) وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ۝
- (৬) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ۝
- (৭) فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۝
- (৮) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۝
- (৯) وَيُنْقَلَبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝
- (১০) وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۝
- (১১) فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۝
- (১২) وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۝
- (১৩) إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝
- (১৪) إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَّحُورَ ۝
- (১৫) بَلَىٰ ۗ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۝

১. যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে,
২. ও তাহার প্রতিপালকের আদেশ পালন করিবে এবং ইহাই তাহার করণীয়।
৩. এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হইবে,
৪. ও পৃথিবী তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে তাহা বাহিরে নিষ্ক্ষেপ করিবে ও শূন্যগর্ভ হইবে;
৫. এবং তাহার প্রতিপালকের আদেশ পালন করিবে আর ইহাই তাহার করণীয়, তখন তোমরা পুনরুত্থিত হইবেই।
৬. হে মানুষ! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত যে কঠোর সাধনা করিয়া থাক, পরে তুমি তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিবে।
৭. যাহাকে তাহার আমলনামা তাহার দক্ষিণ হস্তে দেওয়া হইবে;
৮. তাহার হিসাব-নিকাশ সহজেই লওয়া হইবে;
৯. এবং সে তাহার স্বজনদিগের নিকট প্রফুল্লচিত্তে ফিরিয়া যাইবে।
১০. এবং যাহাকে তাহার আমলনামা তাহার পৃষ্ঠের পশ্চাদিকে হইতে দেওয়া হইবে।
১১. সে অবশ্য তাহার ধ্বংস আহ্বান করিবে;

১২. এবং জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে।

১৩. সে তাহার স্বজনদিগের মধ্যে তো আনন্দে ছিল,

১৪. যেহেতু সে ভাবিত যে, সে কখনই ফিরিয়া যাইবে না;

১৫. নিশ্চয় ফিরিয়া যাইবে; তাহার প্রতিপালক তাহার উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা বলেন : اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ অর্থাৎ যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে। সেইদিনটি হইল কিয়ামতের দিন।

وَأَنزَلْنَا لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ অর্থাৎ আকাশ তাহার প্রতিপালক তথা আল্লাহর নির্দেশ পুংখানুপুংখরূপে পালন করিবে। আর আল্লাহর নির্দেশ পালন করাই তাহার করণীয়। কারণ আল্লাহ এমন এক মহান সত্তা যাঁহার নির্দেশ অমান্য করিবার শক্তি ও সাহস কাহারো নাই। সকলেই তাহার আইন মানিতে বাধ্য। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ অর্থাৎ আর যখন পৃথিবীকে বিছাইয়া সম্প্রসারিত করা হইবে।

ইব্ন জারীর (র)..... আলী ইব্ন হুসায়ন (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্ন হুসায়ন (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে চামড়ার ন্যায় টানিয়া সম্প্রসারিত করিবেন। তখন মানুষ মাত্র দুই পায়ে দাঁড়াইবার জায়গা পাইবে মাত্র। সর্বপ্রথম আমাকে আহ্বান করা হইবে। হযরত জিবরীল (আ) আল্লাহর ডান পার্শ্বে অবস্থান করিবেন। আল্লাহর শপথ! উহাই হইবে আল্লাহকে জিবরীল (আ)-এর প্রথম দর্শন। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিব, হে আমার প্রতিপালক! ইনি আপনার দূত হিসাবে আমার কাছে আসা-যাওয়া করিত উহা কি ঠিক? উত্তরে আল্লাহ বলিবেন, হ্যাঁ ঠিক। অতঃপর আমি উম্মতের জন্য সুপারিশ করিয়া বলিব, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনার বান্দারা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে থাকিয়া আপনার ইবাদত করিয়াছে।' রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, সেই স্থানটিই হইল মাকামে মাহমূদ।”

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ অর্থাৎ পৃথিবী তাহার পেট হইতে সমুদয় মৃত জীবকে বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া শূন্য গর্ভ হইয়া যাইবে। মুজাহিদ, সাঈদ ও কাতাদা (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

يَأْيُهَا الْإِنْسَانُ أَنْتَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ অর্থাৎ হে মানুষ! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত যে কঠোর সাধনা ও আমল করিয়া থাক ভালো হোক আর মন্দ হোক, এক সময় তুমি উহা পাইবে।

আবু দাউদ তায়ালিসী (র)..... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, “জিবরীল (আ) একদিন আমাকে বলিলেন, হে মুহাম্মদ! যতদিন ইচ্ছা বাঁচিয়া লও। একদিন তোমাকে মরিতেই হইবে। যাহার সংগে

ইচ্ছা বন্ধত্ব স্থাপন কর, একদিন তুমি তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে এবং যাহা ইচ্ছা করিয়া লও, একদিন তুমি উহা পাইবে।

কেহ কেহ বলেন, **فَمُؤْتِيهِ** অর্থ একদিন তুমি তোমার প্রতিপালকের সংগে সাক্ষাৎ করিবে। অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক তোমাকে তোমার কৃতকর্মের উপযুক্ত প্রতিফল দিবেন। উভয় অর্থই কাছাকাছি এবং পরস্পরের পরিপূরক।

আওফী (র)ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, হে মানুষ! ভালো-মন্দ যাহাই কর উহা লইয়া একদিন তোমাকে আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে।

অর্থাৎ **فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا** যাহাকে তাহার আমলনামা তাহার ডান হাতে দেওয়া হইবে তাহার হিসাব-নিকাশ সহজেই লওয়া হইবে। অর্থাৎ তাহার হইতে কড়ায় গভায় হিসাব লওয়া হইবে না। কারণ, যাহার হইতে কড়ায়-গভায় হিসাব চাওয়া হইবে সে নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

ইমাম আহমদ (র)..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “যাহাকে হিসাবের জন্য ধরা হইবে সে শাস্তি ভোগ করিবে।” আয়িশা (রা) বলেন, এই কথা শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন আল্লাহ তো বলেন : **فَسَوْفَ يُحَاسَبُ** উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, উহা মূলত হিসাব নহে। কিয়ামতের দিন যাহাকে হিসাবের জন্য ধরা হইবে, সেই শাস্তি পাইবে।

ইব্ন জারীর (র)..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “কিয়ামতের দিন যাহার নিকটই হিসাব চাওয়া হইবে, সেই আযাবে নিপতিত হইবে।” শুনিয়া আমি বলিলাম, আল্লাহ তো বলেন : **فَسَوْفَ يُحَاسَبُ** রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “উহা মূলত কোন রকম পেশ করা মাত্র। হিসাবের জন্য যাহাকেই ধরা হইবে সেই শাস্তি ভোগ করিবে।”

ইমাম আহমদ (র) আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন নামাযের মধ্যে দু'আ করিলেন : **اللَّهُمَّ حَاسِبِنِي حِسَابًا يَسِيرًا** নামায শেষে বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! “সহজ হিসাব” অর্থ কি? উত্তরে তিনি বলিলেন, সহজ হিসাবের অর্থ হইল, আমলনামা দেখিয়া ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। শুনো আয়িশা! সেই দিন যাহাকে হিসাবের জন্য ধরা হইবে তাহার ধ্বংস অনিবার্য।”

وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا অর্থাৎ জান্নাতীরা জান্নাতে যাইয়া তাহাদিগের স্বজনদের সহিত প্রফুল্ল ও আনন্দচিত্তে মিলিত হইবে।

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا وَيَصَلَّى
سَعِيرًا অর্থাৎ যাহার আমলনামা তাহার পশ্চাৎদিক হইতে বাম হাতে দেওয়া হইবে,
সে অবশ্যই তাহার ধ্বংস আস্থান করিবে এবং পরিশেষে জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নিতে
প্রবেশ করিবে।

إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا অর্থাৎ এই ধরনের লোক দুনিয়াতে স্বজনদের
লইয়া বড় আনন্দে ছিল। কখনো আখিরাৎ এবং পরিণাম সম্পর্কে চিন্তাও করিয়া দেখে
নাই। ফলে আল্লাহ তা'আলা সেই সামান্য আনন্দের পরিবর্তে তাহাকে দীর্ঘ ও অনন্ত
দুঃখে নিমজ্জিত করিবেন।

إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ অর্থাৎ তাহার বিশ্বাস ছিল যে, সে কখনো আল্লাহর
নিকট ফিরিয়া যাইবে না। এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হইবে না। اَحْوَرُ অর্থ
الرجوع অর্থাৎ প্রত্যাবর্তন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

بَلَىٰ إِنْ رُبُّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا অর্থাৎ সে যাহাই মনে করুক আল্লাহ তাহাকে
অবশ্যই পুনরায় জীবিত করিবেন এবং তাহার ভালো, মন্দ যাবতীয় কর্মের প্রতিফল
দিবেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাহার কার্যকলাপ সম্পর্কে সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন এবং
সবকিছু সম্পর্কে খবর রাখেন।

(১৬) فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۝

(১৭) وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۝

(১৮) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ۝

(১৯) لَتَتَذَكَّبْنَ طَبَقًا عَنْ طَبِقِ ۝

(২০) فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

(২১) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۝

(২২) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ ۝

(২৩) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۝

(২৪) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

(২৫) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝

১৬. আমি শপথ করি অন্তরাগের
১৭. এবং রাত্রির আর উহার যাহা কিছুর সমাবেশ ঘটায় তাহার,
১৮. এবং চন্দের শপথ, যখন উহা পূর্ণ হয়;
১৯. নিশ্চয় তোমরা ধাপে ধাপে আরোহণ করিবে।
২০. সুতরাং উহাদিগের কি হইল যে, উহারা ঈমান আনে না,
২১. এবং উহাদিগের নিকট কুরআন পাঠ করা হইলে উহারা সিজদা করে না?
২২. পরন্তু কাফিরগণ উহাকে অস্বীকার করে।
২৩. এবং উহারা যাহা পোষণ করে আল্লাহ তাহা সবিশেষ পরিজ্ঞাত।
২৪. সুতরাং উহাদিগকে মর্মভুদ শাস্তির সংবাদ দাও।
২৫. কিন্তু যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগের পুরস্কার নিরবচ্ছিন্ন।

তাফসীর : হযরত আলী, ইব্ন আব্বাস, উবাদা ইব্ন সামিত, আবু হুরায়রা, শাদ্দাদ ইব্ন আওস, ইব্ন উমর (রা), মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসায়ন, মাকহুল, বকর ইব্ন আব্দুল্লাহ মুযানী, যুকাইব ইব্ন আশাজ, মালিক ইব্ন আবু যির ও আব্দুল আযীয ইব্ন আবু সালামা মাজিশূন (র) হইতে বর্ণিত যে, তাঁহারা বলেন الشَّفَقُ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল সেই লালিমা যাহা সূর্যাস্তের পর বেশ কিছুক্ষণ পর আকাশের পশ্চিম দিগন্তে দেখা দেয়। আবু হুরায়রা (রা) হইতে এক বর্ণনায় আছে যে, شفق হইল আকাশের পশ্চিম দিগন্তের সাদা রেখা। অভিধানবিদদের মতে شفق অর্থ লালিমা চাই তাহা সূর্যাস্তের পরের হউক বা সূর্যোদয়ের আগের হউক।

খলীল ইব্ন আহমদ (র) বলেন, সূর্যাস্তের পর হইতে ইশার ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়কার লালিমাকে شفق বলা হয়। জাওহারী (র) বলেন, রাতের প্রথমদিকে ইশার পূর্ব পর্যন্ত সময়ে সূর্যের যে কিরণ ও লালিমা অবশিষ্ট থাকে উহাকে شفق বলা হয়। ইকরিমা (র) বলেন, মাগরিব হইতে ইশার মধ্যবর্তী লালিমাকে شفق বলা হয়।

মুসলিম শরীফে আছে যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, ‘শাফাক’ অন্তমিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাগরিবের সময়।’ ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, জাওহারী ও খলীল شفق এর যে অর্থ করিয়াছেন উহাই সঠিক। কিন্তু মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ এর মধ্যে الشَّفَقِ অর্থ সমস্ত দিন। আরেক বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেন شفق অর্থ সূর্য।

وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ অর্থাৎ আমি শপথ করি রাত্রির এবং উহা যাহার সমাবেশ ঘটায় তাহার। ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, হাসান ও কাতাদা (র) বলেন: مَا وَسَقَ অর্থ مَا جَمَعَ অর্থাৎ যাহার সমাবেশ ঘটায়। কাতাদা (র) বলেন, مَا وَسَقَ অর্থ

مَاجَمَعٌ অর্থাৎ রাত্রি যাহার সমাবেশ ঘটায়। যেমন রাতের নক্ষত্র ও বিচরণশীল প্রাণী ইত্যাদি।

إِذَا اتَّسَقَ وَالْقَمَرَ إِذَا اتَّسَقَ আর চন্দ্রের শপথ যখন উহা পূর্ণ হয়। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : إِذَا اجْتَمَعَ وَاسْتَوَى অর্থাৎ শপথ চন্দ্রের যখন উহা পূর্ণতা লাভ করে এবং আলোকময় হইয়া যায়। ইকরিমা, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবায়র, মাসরুক, আবু সালিহ, যাহ্বাক ও ইব্ন যায়দ (র)-ও এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

“নিশ্চয় তোমরা ধাপে ধাপে আরোহণ করিবে।” لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ

ইমাম বুখারী (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ অর্থ করিয়াছেন অর্থাৎ তোমরা এক অবস্থার পর আরেক অবস্থায় উপনীত হইবে। তিনি বলেন, তোমাদিগের নবী (সা) আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন ইব্ন আব্বাস (রা) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তোমাদিগের নবী (সা) বলিতেন : لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ অর্থাৎ তোমরা এক অবস্থার পর আরেক অবস্থায় উপনীত হইবে।

ইব্ন আবু হাতিম (র) শা'বী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, শা'বী (র) বলেন لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ অবশ্যই তুমি এক আকাশের পর আরেক আকাশ আরোহণ করিবে। ইব্ন মাসউদ (রা) মাসরুক এবং আবুল আলিয়া (র) হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। অন্য বর্ণনায় আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ অর্থাৎ ধাপে ধাপে।

সুদী (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, তোমরা ধাপে ধাপে পূর্ববর্তীদের মতাদর্শ অনুসরণ করিবে। যেমন এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন :

لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَذْوَالْقَذَةِ بِالْقَذَةِ حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا

حَجْرَضِبٍ لَدَخَلْتُمُوهُ-

অর্থাৎ “তোমরা হুবহু পূর্ববর্তীদের আদর্শ অনুসরণ করিবে। এমনকি যদি তাহারা গুইসাপের গর্তে প্রবেশ করে তোমরাও তাহাই করিবে।” শুনিয়া সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি ইয়াহুদ, নাসারাদিগের অনুসরণ করিব? উত্তরে তিনি বলিলেন, ‘আর কাহাদের?’

ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—৫৮

ইব্ন আবু হাতিম (র) ইবনে জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন জাবির (রা) বলেন : মাকহুল (র) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا الخ -এর ব্যাখ্যায় বলেন : প্রতি বিশ বছর পর তোমরা এমন কিছু কাজ করিবে যাহা ইতিপূর্বে কর নাই।

আ'মাশ (র) ইবরাহীমের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (র) বলেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ্ (রা) বলিয়াছেন, আকাশ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। অতঃপর লাল বর্ণ ধারণ করিবে। অতঃপর বর্ণ পরিবর্তন হইতে থাকিবে।

সান্দ ইব্ন জুযায়র (র) বলেন, لَتَرْكَبُنَّ الخ বহুলোক, যাহারা দুনিয়াতে মর্যাদাহীন বলিয়া বিবেচিত। পরকালে তাহারা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হইবে আবার দুনিয়ার অনেক উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন লোক পরকালে লাঞ্চিত ও অপদস্ত হইবে।

ইকরিমা (র) বলেন : لَتَرْكَبُنَّ الخ তোমারা এক অবস্থার পর আরেক অবস্থায় উন্নীত হইবে। যেমন দুগ্ধপোষ্য শিশু হইতে কিশোর ও যুবক হইতে বৃদ্ধ।

হাসান বসরী (র) বলেন : অবস্থার পরিবর্তন যেমন অস্বচ্ছলতার পর স্বচ্ছলতা, স্বচ্ছলতার পর অস্বচ্ছলতা, দারিদ্রের পর ধনাঢ্যতা, ধনাঢ্যতার পর দারিদ্রতা, সুস্থতার পর অসুস্থতা এবং অসুস্থতার পর সুস্থতা।

ইব্ন আবু হাতিম (র) জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকেও কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ব্যাপারে মানুষ বড়ই উদাসীন। আল্লাহ্ তা'আলা কাহাকে সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিলে প্রথমে একজন ফেরেশতাকে উহার রিয়ক, হায়াত, কর্ম এবং সং হইবে, না অসং হইবে উহা লিপিবদ্ধ করিতে নির্দেশ দেন। অতঃপর সেই ফেরেশতা চলিয়া যায় এবং উহাকে রক্ষণা বেক্ষণ করিবার জন্য আরেকজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। দায়িত্ব পালন করিয়া সে চলিয়া গেলে তাহার ভালো মন্দ আমল লিপিবদ্ধ করিবার জন্য দুইজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন।

এইভাবে মৃত্যু ঘনাইয়া আসিলে তাহারা চলিয়া যায় এবং মালাকুল মউত আসিয়া তাহার রুহ কবজ করিয়া নেয়। অতঃপর দাফন করিবার পর উহাকে পুনরায় জীবিত করিয়া মালাকুল মউত চলিয়া যায় এবং কবরের দুই ফেরেশতা আগমন করে। আসিয়া তাহারা উহার পরীক্ষা লইয়া চলিয়া যায়। এইভাবে কিয়ামতের সময় নেকী ও বদীর দুই ফেরেশতা আসিয়া উহার ঘাড় হইতে আমলনামা খুলিয়া নিয়া তাহারা উহার সংগে চলিতে থাকিবে। এই দুই ফেরেশতার একজনকে সায়েক এবং অপরজনকে শহীদ বলা হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا تُوْمِي এই বিষয়ে উদাসীনতায় ছিলে। এই পর্যন্ত বলিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) لَتَرْكَبُنَّ الخ حالا بعد حالٍ اَرْتَبَقًا عَنْ طَبَقٍ الخ আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন, অর্থাৎ তোমারা এক অবস্থার পর আরেক অবস্থায় উপনীত হইবে। তাহার পর রাসূলুল্লাহ্

(সা) বলিলেন, তোমাদিগের সম্মুখে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রহিয়াছে যাহা তোমাদিগের সাধ্যের অতীত। সুতরাং তোমরা মহান আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। এই হাদীসটি মুনকার। ইহার সনদের মধ্যে অনেক দুর্বল রাবী। কিন্তু হাদীসটির মর্ম সঠিক। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

ইবন জারীর (র) সব কয়টি ব্যাখ্যায় উল্লেখ করিয়া অবশেষে বলেন : আলোচ্য আয়াতের সঠিক অর্থ হইল, হে মুহাম্মদ! আপনি একটির পর একটি কঠিন সমস্যায় পতিত হইবেন। আর কথাটি যদিও শুধু রাসূলুল্লাহ (সা)-কে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে কিন্তু উদ্দেশ্য সমস্ত মানুষ। কিয়ামতের দিন মানুষ একটির পর একটি বিপদে নিপতিত হইতে থাকিবে।

অর্থাৎ মানুষের
 كَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ
 কি হইল যে, এত বুঝাইবার পরও তাহারা আল্লাহ ও তাহার রাসূলের উপর ঈমান আনে না। এবং তাহাদিগের সম্মুখে কুরআন তিলাওয়াত করা হইলে, কুরআনের সম্মানার্থে সিজদা করে না?

অর্থাৎ ঈমান আনয়ন করা তো দূরের কথা
 الْذِّينَ كَفَرُوا يُكْذِبُونَ
 কাফিররা উল্টা সত্যকে অস্বীকার করিয়া বেড়ায়।

অর্থ
 بِمَا يُوعُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ
 মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলেন, অর্থাৎ তোমরা মনের মধ্যে যাহা গোপন করিয়া রাখ আল্লাহ তা'আলা সেই সম্পর্কেও পরিজ্ঞাত।

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তুমি তাহাদিগকে এই সংবাদ দাও
 فَبَشِّرْهُمْ بَعْدَابِ الْيَمِّ
 যে, আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগের জন্য যন্ত্রণাদায়ক কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

অর্থাৎ তবে
 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ
 যাহারা অন্তরে ঈমান আনিবে এবং অংগ-প্রত্যংগ দ্বারা সৎ নেক আমল করিবে পরকালে তাহাদিগকে এমন পুরস্কার দেওয়া হইবে যাহা কখনো শেষ হইবার নহে।

ইবন আব্বাস (রা) বলেন, অর্থাৎ যাহা
 غَيْرُ مَمْنُونٍ
 কখনো হ্রাস পাইবে না। মুজাহিদ, যাহ্বাক (র) বলেন অর্থাৎ যাহারা
 غَيْرُ مَحْسُوبٍ
 কোন হিসাব নেই। মোটকথা, ঈমানদারদিগকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের সব নিয়ামত দান করিবেন, তাহা কখনো শেষও হইবে না এবং কমিবেও না। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :
 غَطَاءٌ غَيْرُ مَجْذُوزٍ
 অর্থাৎ প্রতিদান দেওয়া হইবে যাহা কখনো শেষ হইবে না।

সূরা বুরূজ

২২ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

ইমাম আহমদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইশার নামাযে সূরা বুরূজ ও সূরা তারিক পাঠ করিতেন।

ইমাম আহমদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইশার নামাযে সূরা বুরূজ ও সূরা তারিক পাঠ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

(১) وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝

(২) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝

(৩) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۝

(৪) قَتِيلَ أَصْحَابِ الْأَخْدُودِ ۝

(৫) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۝

(৬) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۝

(৭) وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۝

(৮) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝

(৯) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

(১০) إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ كَفَرُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ
جَهَنَّمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ الْحَرِيقِ ۝

১. শপথ বুরূজ বিশিষ্ট আকাশের
২. এবং প্রতিশ্রুত দিবসের,
৩. শপথ দ্রষ্টা ও দৃষ্টের—
৪. ধ্বংস হইয়াছিল কুণ্ডের অধিপতিরা—
৫. ইন্ধনপূর্ণ যে কুণ্ডে ছিল অগ্নি,
৬. যখন উহারা ইহার পাশে উপবিষ্ট ছিল,
৭. এবং উহারা মু'মিনদিগের সহিত যাহা করিতেছিল তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছিল।
৮. উহারা তাহাদিগকে নির্যাতন করিয়াছিল শুধু এই কারণে যে, তাহারা বিশ্বাস করিত পরাক্রমশালী ও প্রশংসনীয় আল্লাহে।
৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব যাঁহার আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা।
১০. যাহারা বিশ্বাসী নর-নারীকে বিপদাপন্ন করিয়াছে এবং পরে তাওবা করে নাই তাহাদিগের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি আছে দহন যন্ত্রণা।

তাফসীর : বুরূজ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, বড় বড় নক্ষত্র فِي الَّذِي جَعَلَ فِي النَّجْمِ بَرُوجًا -এর ব্যাখ্যায় এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

ইবন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, যাহ্‌হাক, হাসান, কাতাদা ও সুদী (র) বলেন, بُرُوجٌ অর্থ نَجُومٌ অর্থাৎ নক্ষত্র। ইয়াহুয়া ইবন রাফে' (র) বলেন, বুরূজ অর্থ আকাশের প্রাসাদসমূহ। ইবন খুছায়মার মতে, বুরূজ অর্থ চন্দ্র ও সূর্যের কক্ষপথ। উহার সংখ্যা বারটি। উহার প্রত্যেকটিতে সূর্য একমাস এবং চন্দ্র দুইদিন ও এক-তৃতীয়াংশ দিন ভ্রমণ করে। অতএব আটাশ মনযিল ভ্রমণ করে এবং দুই রাত লুকাইয়া থাকে।

“এবং শপথ প্রতিশ্রুত দিন আর দ্রষ্টা ও দৃষ্টের।” এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণের মতভেদ রহিয়াছে।

ইবন আব্ব হাতিম (র) আব্ব হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্ব হুরায়রা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ দ্বারা উদ্দেশ্য কিয়ামত দিবস شَاهِدِ দ্বারা উদ্দেশ্য জুমুআর দিন। জুমুআর দিবসের অপেক্ষা উত্তম কোন দিন নাই। এই দিনে একটি সময় এমন আছে যেই সময়ে কোন মুসলিম বান্দা আল্লাহর নিকট যেই দু'আ করেন আল্লাহ তা'আলা তাহাকে উহাই দান করেন এবং কোন অনিষ্ট হইতে আল্লাহ্ চাহিলে আল্লাহ্ তাহা আশ্রয় দান করেন। আর مَشْهُودٌ অর্থ “আরাফার দিবস।” অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন شَاهِدِ দ্বারা জুমুআর দিন এবং مَشْهُودٌ দ্বারা আরাফার দিন উদ্দেশ্য।

ইমাম আহমদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) وَشَاهِدُومَشْهُوْرٍ -এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন شَاهِدُ দ্বারা জুমুআর দিন এবং مَشْهُوْرٍ দ্বারা আরাফার দিন উদ্দেশ্য। আর مَوْعُوْدٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল কিয়ামত দিবস। হাসান, কাতাদা এবং ইব্ন যায়দ (র)-ও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)..... আবু মালিক আশআরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু মালিক আশআরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, وَالْيَوْمُ الْمَوْعُوْدُ وَالكِيْوْمُ الْمَوْعُوْدُ জুমুআর দিবস এবং الْمَشْهُوْرُ আরাফার দিবস। জুমুআর দিবসকে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জন্য একটি বিরাট সম্পদরূপে গচ্ছিত রাখিয়াছেন।”

ইব্ন জারীর (র)..... সাঈদ ইব্ন মুসায়যাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন মুসায়যাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, সকল দিবসের সরদার হইল, জুমুআর দিন। কুরআনে شَاهِدُ দ্বারা এই দিবসকে বুঝানো হইয়াছে আর مَشْهُوْرٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল আরাফার দিবস।”

ইব্ন জারীর (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন شَاهِدُ হইল মুহাম্মদ (সা) এবং مَشْهُوْرٍ হইল কিয়ামত দিবস। এই বলিয়া তিনি ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لِّهٖ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْرٍ আয়াতটি পাঠ করেন।

ইব্ন হুমাইদ (র)..... শাব্বাক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, শাব্বাক (র) বলেন, এক ব্যক্তি হাসান ইব্ন আলী (রা)-কে وَشَاهِدُومَشْهُوْرٍ -এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তুমি কি ইতিপূর্বে অন্য কাহাকেও ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছ? উত্তরে সে বলিল, হ্যাঁ, হযরত ইব্ন উমর ও ইব্ন যুবায়র (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাঁহারা شَاهِدُ এর অর্থ কুরবানীর দিন এবং مَشْهُوْرٍ অর্থ জুমুআর দিন বলিয়াছেন। শুনিয়া হাসান (রা) বলিলেন, না বরং شَاهِدُ মুহাম্মদ (সা) এবং مَشْهُوْرٍ কিয়ামত দিবস। হাসান বসরী (র)-ও এই কথা বলিয়াছেন।

সুফিয়ান ছাওরী ইব্ন হারশালা সূত্রে ইব্ন মুসায়যাব (র) হইতে বর্ণনা করেন : مَشْهُوْرٍ অর্থ কিয়ামত দিবস।

ইব্ন আবু হাতিম (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, وَالْيَوْمُ الْمَوْعُوْدُ মানুষ এবং الْمَشْهُوْرُ জুমুআর দিবস। অনেকে বলেন, الْمَشْهُوْرُ জুমুআর দিন।

ইব্ন জারীর (র)..... আবুদ্দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবুদ্দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, জুমুআর দিন তোমরা বেশী করিয়া নামায পড়; কারণ সেইদিন ফেরেশতগণের সমাবেশ ঘটে।

সাইদ ইবন জুবায়র (র) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, الشاهد আল্লাহ্। ইহার প্রমাণস্বরূপ তিনি وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا এই আয়াতটি পাঠ করেন। এবং الْمَشْهُودُ আমরা ইমাম বগবী (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে অধিকাংশ আলিম বলেন : الشاهد জুমুআর দিবস এবং الْمَشْهُودُ আরাফার দিবস।

لُعْنُ اٰثَرُ قَتْلِ اَصْحَابِ الْاُخْدُوْدِ এই আয়াতে قَتْلُ اٰثَرُ قَتْلِ اَصْحَابِ الْاُخْدُوْدِ অর্থ মাটির গর্ত বা কুণ্ড। অর্থাৎ কুণ্ডের অধিবাসীরা অভিশপ্ত ও ধ্বংস হইয়াছিল। ইহারা কাফিরদের একটি সম্প্রদায়, যাহারা পূর্ববর্তী এককালে ঈমানদারদিগকে পরাজিত করিয়া দীন ও ঈমান হইতে বিচ্যুত করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু ঈমানদাররা ঈমান ত্যাগ করিতে অস্বীকার করে। অবশেষে তাহারা একটি গর্ত খনন করিয়া উহাতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া মু'মিনদিগকে পোড়াইয়া ফেলিবার ভয় দেখায়। কিন্তু তথাপিও উহারা ঈমান ত্যাগ করিতে অস্বীকার করে। ফলে কাফিররা ঈমানদারদিগকে সেই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। ইহাদের প্রসংগেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

قَتَلَ اَصْحَابِ الْاُخْدُوْدِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ - اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ - وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُُوْدٌ -

অর্থাৎ ধ্বংস হইয়াছিল কুণ্ডের অধিপতিরা ইন্ধনপূর্ণ কুণ্ডে যা ছিল অগ্নি, যখন ইহারা উহাদিগের পাশে উপবিষ্ট ছিল আর উহারা মু'মিনদিগের সহিত যাহা করিতেছিল উহা প্রত্যক্ষ করিতেছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ - الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ -

অর্থাৎ উপরোক্ত কুণ্ডের অধিপতিরা ঈমানদারদিগকে নির্যাতন করিয়াছিল উহার কারণ কেবল একটিই যে, তাহারা পরাক্রমশালী প্রশংসনীয় আল্লাহে বিশ্বাস করিত, যিনি আকাশমণ্ডলী পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা আছে সব কিছুর মালিক।

وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সর্ববিষয়ে যে দ্রষ্টা কোন কিছুই তাহার হইতে গোপন নহে।

এই ঘটনায় উল্লিখিত কুণ্ডের অধিপতি কাহারা এই ব্যাপারে মুফাস্সিরদের মাঝে মতভেদ রহিয়াছে। আলী (রা) হইতে তিনটি মত পাওয়া যায়। (১) উহারা ছিল পারস্যের অধিবাসী। পারস্যের রাজা মাহরাম মহিলাদেরকে বিবাহ করা বৈধ করিতে চাইলে তৎকালের আলিমগণ উহাতে বাধা প্রদান করে। ফলে রাজা একটি অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিয়া বাধা প্রদানকারী আলিমদেরকে উহাতে নিক্ষেপ করে। (২) উহারা ছিল ইয়ামানের অধিবাসী। ইয়ামানের মু'মিন ও কাফিরদের মাঝে একবার যুদ্ধ হয়। আর সেই যুদ্ধে কাফিররা পরাজিত হইলে পুনরায় যুদ্ধ হয়। কিন্তু কাফিররা এইবার বিজয়

লাভ করিয়া তাহারা আঙনের কুণ্ড তৈয়ার করিয়া মু'মিনদিগকে উহাতে পোড়াইয়া মারে। (৩) উহারা ছিল হাবশার অধিবাসী।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বনী ইসরাঈলের একদল লোক। ইহারা মাটিতে কয়েকটি গর্ত খুঁড়িয়া উহাতে আঙন প্রজ্জ্বলিত করিয়া কতিপয় ঈমানদার নারী ও পুরুষকে উহাতে নিক্ষেপ করে। যাহূহাক, ইব্ন মুযাহিমও এইরূপ বলিয়াছেন। তাঁহারা ছিলেন দানিয়াল (আ) ও তাঁহার সঙ্গীগণ। ইমাম আহমদ (র)..... সুহাইব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, পূর্বযুগে এক বাদশাহ ছিল। তাহার একজন যাদুকর ছিল। বৃদ্ধ হইয়া গেলে যাদুকর বাদশাহকে বলিল, আমি বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছি। হয়ত আর বেশী দিন বাঁচিব না। আপনি আমাকে একটি যুবক ছেলে দিন তাহাতে আমি যাদু শিক্ষা দিয়া যাইব। যাদুকরের পরামর্শে বাদশাহ তাহাকে একটি যুবক দিলেন। যাদুকর তাহাকে যাদু শিখাইতে আরম্ভ করিল। এইভাবে কিছুদিন কাটিয়া যায়।

বাদশাহর নিকট হইতে যাদুকরের কাছে যাওয়ার পথে এক পাদ্রী বাস করিত। একদিন যুবক যাদুকরের কাছে যাওয়ার সময় পাদ্রীর কাছে যায় এবং তাহার কথাবার্তা শুনিয়া সে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। কিন্তু পাদ্রীর কাছে যাওয়ার কারণে যাদুকরের কাছে যাওয়া দেৱী হওয়ার ফলে একদিকে যাদুকর তাহাকে শাস্তি দেয়, অপরদিকে বাড়ির অভিভাবকরাও শাস্তি দেয়। উভয় দিকের মার খাইয়া যুবক পাদ্রীর কাছে আসিয়া অভিযোগ করে। শুনিয়া পাদ্রী তাহাকে এই বুদ্ধি দিল যে, যাদুকর তোমার প্রহার করিতে চাহিলে বলিও বাড়ি থেকে আসিতে দেৱী হইয়াছে আর বাড়িতে গিয়া বলিও যাদুকরের নিকট হইতে আসিতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। এইভাবে আরো কিছুদিন কাটিয়া যায়।

একদিন যুবক দেখিতে পাইল যে, লোক চলাচলের রাস্তার উপর বিরাট হিংস্র প্রাণী পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। উহার ভয়ে মানুষ এক পাও সামনে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। দেখিয়া যুবকটি মনে মনে বলিল, আজ আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিব যে, পাদ্রীর দীন আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নাকি যাদুকরের। এই ভাবিয়া সে একখণ্ড পাথর হাতে লইয়া এই বলিয়া উহা প্রাণীটির গায়ে নিক্ষেপ করিল যে, হে আল্লাহ! পাদ্রীর আদর্শ তোমার নিকট যদি যাদুকরের আদর্শ হইতে প্রিয় হয় তাহা হইলে, তুমি এই প্রাণীটি মারিয়া লোকদিগকে রাস্তা অতিক্রম করিতে দাও। সংগে সংগে প্রাণীটি মরিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। অতঃপর পাদ্রীর নিকট সে এই ঘটনাটি ব্যক্ত করে। শুনিয়া পাদ্রী বলিল, বৎস! তুমি আমার চাইতেও শ্রেষ্ঠ। তবে ভবিষ্যতে তোমাকে বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। তখন কিন্তু কাহারো কাছে আমার কথা বলিবে না।

অতঃপর যুবক অসাধারণভাবে অন্ধ, কুষ্ঠ ইত্যাদি দুরারোগ্য ব্যাধি ভালো করিতে লাগিল। বাদশাহর ছিল এক অন্ধ সহচর। এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া সে বিপুল উপটোকন সহ যুবকের কাছে আসিয়া বলিল, আমার পক্ষ হইতে তুমি এই হাদিয়াটুকু গ্রহণ কর এবং আমার চোখ ভালো করিয়া দাও। যুবক বলিলেন, আমিতো কোন রোগ ভালো করিতে পারি না। ভালো করিবার মালিক আল্লাহ্। তুমি যদি তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর তাহা হইলে আমি তোমার জন্য তাঁহার নিকট দু'আ করিব আর তিনি

তোমাকে ভালো করিয়া দিবেন। অতঃপর যুবকের দু'আয় লোকটির চক্ষু ভালো হইয়া গেল।

বাদশাহ্‌র দরবারে ফিরিয়া আসিয়া লোকটি যথারীতি উপবেশন করিল। দেখিয়া বাদশাহ্‌ আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি ব্যাপার, তুমি এই চোখ পাইলে কোথায়? উত্তরে সে বলিল, আমার প্রতিপালক। বাদশাহ্‌ বলিল, আমি? লোকটি বলিল, না, আপনি নহেন, যিনি আপনার ও আমার প্রতিপালক। বাদশাহ্‌ বলিল, কী আমি ছাড়া আবার তোমার প্রতিপালক কে? লোকটি বলিল, তোমার ও আমার প্রতিপালক হইলেন আল্লাহ্‌। শুনিয়া বাদশাহ্‌ লোকটিকে অমানুষিক শাস্তি প্রদান করে এবং চাপে পড়িয়া সে যুবকের সন্ধান বলিয়া দেয়।

সন্ধান পাইয়া বাদশাহ্‌ যুবকটিকে ডাকিয়া পাঠায়। সে আসিলে বাদশাহ্‌ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি নাকি যাদু মন্ত্র দ্বারা অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগী ইত্যাদি ভালো কর। যুবক বলিল, আমি তো কাহাকেও ভালো করিতে পারি না, ভালো করেন আল্লাহ্‌ তা'আলা। বাদশাহ্‌ বলিল, আমি? যুবক বলিল, আপনি নহেন। বাদশাহ্‌ বলিল, আমি ছাড়া কি তোমার অন্য কোন প্রতিপালক আছে? যুবক বলিল, হ্যাঁ আছে। আমার ও আপনার প্রতিপালক হইলেন আল্লাহ্‌। শুনিয়া বাদশাহ্‌ তাহার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। অবশেষে চাপে পড়িয়া বাধ্য হইয়া যুবক পাদ্রীর কথা বলিয়া দেয়।

পাদ্রীকে দরবারে উপস্থিত করিয়া বাদশাহ্‌ তাহাকে নিজের দীন ত্যাগ করিবার নির্দেশ দেয়। কিন্তু রাযী না হওয়ায় করাত দ্বারা ফাঁড়িয়া তাহার মাথাকে দ্বি-খণ্ডিত করিয়া ফেলে। এইভাবে ঈমান ত্যাগ না করায় অন্ধ লোকটিকেও মারিয়া ফেলে।

অতঃপর যুবককে বলিল, ভালো আছে তো এখনও ঈমান ত্যাগ কর নতুবা তোমার পরিণতি শুভ হইবে না। কিন্তু ঈমান ত্যাগ করিতে অস্বীকার করায় একদল লোক সহ তাহাকে একটি পাহাড়ে পাঠাইয়া দেয়। এই লোকদিগকে বলিয়া দেয় যে, যদি সে ঈমান ত্যাগ করিতে সম্মত না হয়; তাহা হইলে তাহাকে পাহাড়ের চূড়া হইতে ধাক্কা দিয়া নীচে ফেলিয়া মারিয়া ফেলিও। পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া যুবকটি বলিল, আল্লাহ্‌! ইহাদিগের ব্যাপারে তুমি ফয়সালা কর। সংগে সংগে পাহাড় প্রকম্পিত হইয়া সকলকে লইয়া ধসিয়া পড়ে এবং সকলেই মারা যায়। কিন্তু যুবকটি প্রাণে বাঁচিয়া যায়। মৃত্যুর হাত রক্ষা হইতে পাইয়া সে বাদশাহ্‌র দরবারে আসিয়া উপস্থিত হয়। দেখিয়া বাদশাহ্‌ জিজ্ঞাসা করিল যে, তোমার সংগীরা কোথায়? সে বলিল, আল্লাহ্‌ উহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন।

অতঃপর ডুবাইয়া মারিবার জন্য বাদশাহ্‌ তাহাকে নদীতে পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু এইখানেও বাদশাহ্‌র লোকেরা সব ডুবিয়া মরে আর সে প্রাণ লইয়া বাঁচিয়া আসে। এইবার তাহাকে আঙনে পোড়াইয়া মারিবার চেষ্টা করিলে সকলেই পুড়িয়া মরে কিন্তু সে বাঁচিয়া যায়।

অবশেষে যুবক বলিল, বাদশাহ্‌ নামদার! আমাকে মারিবার সাধ্য আপনার নাই। এতে একটি পরামর্শ মত কাজ করিলে হয়ত আপনি সফল হইতে পারেন। বাদশাহ্‌ বলিল, কী তোমার পরামর্শ? যুবক বলিল, আপনার প্রজা সাধারণকে আপনি একটি

খোলা ময়দানে সমবেত করেন। অতঃপর আমাকে একটি শূলিতে চড়াইয়া আমার তুণীর হইতে একটি তীর লইয়া 'এই যুবকের প্রতিপালক আল্লাহর নামে' বলিয়া আমার গায়ে নিক্ষেপ করুন। এইভাবেই কেবল আমাকে হত্যা করিতে সক্ষম হইবেন। যুবকের পরামর্শে বাদশাহ এইভাবেই তাহাকে হত্যা করিবার আয়োজন করে এবং 'এই যুবকের প্রতিপালক আল্লাহর নামে' বলিয়া তীর নিক্ষেপ করিলে যুবক মরিয়া যায়। অবস্থা দেখিয়া উপস্থিত লোকেরা বলিয়া উঠিল, আমরা এই যুবকের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনিলাম। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া বাদশাহ ক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে এবং অসংখ্য অগ্নিকুণ্ড তৈয়ার করিয়া সকলকে উহাতে নিক্ষেপ করিয়া পোড়াইয়া মারে। একদুগ্ধ পোষ্য শিশু সহ তাহার মাকে নিক্ষেপ করিবার সময় সে একটু ইতস্তত বোধ করিলে অবোধ শিশুটি বলিয়া উঠিল, মা ধৈর্য ধর, কারণ তুমি সৎপথে রহিয়াছ। ইমাম মুসলিম এবং ইমাম নাসায়ীও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) তাঁহার রচিত সীরাত গ্রন্থে এই ঘটনাটি অন্য রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। উল্লেখ করিয়াছেন যে, নাজরানবাসী মূর্তি পূজারী ছিল। সর্বপ্রথম আব্দুল্লাহ ইবন তামির খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। তাকে তখনকার রাজা হত্যা করে। ইহার পর সমস্ত নাজরানবাসী খৃষ্টান হইয়া যায়। অতঃপর যুনওয়াস তাহাদেরকে ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। সেই রাজা একদিনেই প্রায় কুড়ি হাজার খৃষ্টান লোক হত্যা করে। মাত্র একজন লোক রক্ষা পাইয়াছিল, সে শামদেশের রাজাকে অবহিত করিল আর সে হাবশার রাজা নাজ্জাশীকে এর প্রতিকার নিতে বলিল। পরিশেষে যুনওয়াস পলায়ন করিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়া ডুবিয়া মরিল। ইবন ইসহাক (র) ইহাও উল্লেখ করেন যে, উমর (রা)-এর খিলাফতকালে নাজরানের এক ব্যক্তি অনাবাদ একটি স্থানে গর্ত খনন করিতেছিল তখন সেখানে আব্দুল্লাহ ইবন তামিরকে মাটিতে বসা অবস্থায় দাফনকৃত পাইল। তাঁহার হাত মাথার এক স্থানে আটকানো ছিল। হাতটি সরাইয়া নিলে রক্ত প্রবাহিত হয়। উমর (রা)-কে এই ঘটনা জানানো হইলে এইভাবে তাঁহাকে রাখিয়া মাটি চাপা দিয়া রাখিতে নির্দেশ দিলেন। এইখানে সারসংক্ষেপ উল্লেখ করা হইল। বিস্তারিত কিতাবে দ্রষ্টব্য।

ইবন জারীর (র) ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (র) বলেন, আমি শুনিতে পাইয়াছি যে, হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) ইস্পাহান দখল করিবার পর শহরের একটি দেয়াল পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া উহা মেরামত করিয়া দিলেন। কিন্তু সংগে সংগে উহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। তিনি পুনরায় মেরামত করিয়া দিলে আবারও উহা পড়িয়া যায়। অতঃপর তিনি জানিতে পারিলেন যে, এই দেয়ালের নীচে একজন সৎকর্মপরায়ণ লোকের লাশ রহিয়াছে। জায়গাটি খনন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, একজন লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে তাঁহার সংগে একটি তরবারী। তরবারীর গায়ে লিখা আছে আমি হারিছ ইবন মাযায। কুণ্ডের অধিপতিদের নির্যাতনে আমার এই দশা হইয়াছে। অতঃপর উহাকে বাহির করিয়া আবু মুসা (রা) দেয়ালটি ঠিক করিয়া দেন। এই ঘটনা দ্বারা বুঝা গেল যে, কুণ্ডের অধিপতির ঘটনাটি হযরত ইসমাঈল (আ)-এর প্রায় পাঁচশত বছর পরের ঘটনা। অন্য বর্ণনায় বুঝা যায় যে, ইহা হযরত মুসা (আ) ও মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যকার ঘটনা। তবে হইতে পারে যে,

এইরূপ ঘটনা পৃথিবীতে বহুবার ঘটিয়া থাকিবে। যেমন ইব্ন হাতিম (র)..... সাফওয়ান ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন জুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উখদুদের ঘটনা একটি তুব্বার আমলে ইয়ামানে এবং একটি ইরাকের কাবিল শহরে সংঘটিত হইয়াছে। আরেকটি কনস্টানটিন রাজার আমলে শামদেশে।

একদল লোক قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ -এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : আয়াতে উল্লেখিত কুণ্ডের সংখ্যা ছিল তিনটি। একটি ইরাকে, একটি শামে ও একটি ইয়ামানে।

মুকাতিল (র) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, কুণ্ড ছিল তিনটি। একটি ইয়ামানের নাজরানে, একটি শামে, একটি পারস্যে। ইহাতে ঈমানদারদিগকে আগুনে পোড়াইয়া হত্যা করে। এই সব কাজের মধ্যে শামের ঘটনার নায়ক ইন্তানানুস রুমী, পারস্যের নায়ক বুখতনাসার ও আরবের ইউসুফ যুনওয়াস। তবে পারস্য ও শামের ঘটনা সম্পর্কে কুরআনে কিছু বলা হয় নাই। শুধু নাজরানের ঘটনা সম্পর্কে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইবন আবু হাতিম (র)..... রবী ইব্ন আনাস (র) বর্ণনা করেন যে, রবী ইব্ন আনাস (র) قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, ইহা ঈসা (আ) ও মুহাম্মদ (সা)-এর যমানার মধ্যবর্তী সময়ের ঘটনা। তখনকার কতিপয় লোক সমাজের অধঃপতন ও বিপর্যয় দেখিয়া লোকালয় ত্যাগ করিয়া জনমানব শূন্য এক গ্রামে বসবাস করিতে শুরু করে এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করিতে শুরু করে। কিন্তু তৎকালের অত্যাচারী বাদশাহ এই সংবাদ পাইয়া তেলে-বেগুনে জুলিয়া উঠে এবং আল্লাহর ইবাদত ছাড়িয়া মূর্তি পূজা করিতে নির্দেশ দেয়। কিন্তু তাহারা সকলেই মূর্তিপূজা করিতে অস্বীকার করিয়া বলিল, এর পরিণাম যাহাই হউক আমরা শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করিতে থাকিব। ফলে বাদশাহ আগুনের কুণ্ড তৈয়ার করিয়া উহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া বলে, সময় থাকিতে এখনই ঐ সব ত্যাগ করিয়া মূর্তি পূজা করিতে শুরু কর। কিন্তু ঈমানের বলে বলিয়ান সেই লোকগুলি ঈমানের উপর অটল থাকে। অবশেষে নারী-পুরুষ ও শিশু-কিশোর নির্বিশেষে সকলকেই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। কিন্তু অগ্নি উহাদিগকে স্পর্শ করিবার পূর্বে উহাদিগের রূহ কবজ করিয়া নেওয়া হয়। আর আগুন কুণ্ড হইতে বাহির হইয়া অত্যাচারী বাদশাহ এবং তাহার সহচরদেরকে গ্রাস করিয়া ফেলে। এই প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ পর্যন্ত নাযিল করেন।

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ-

অর্থাৎ যাহারা ঈমানদার নর-নারীকে বিপদাপন্ন করিয়াছে অর্থাৎ আগুনে পোড়াইয়া হত্যা করিয়াছে এবং অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহর নিকট তাওবা করে নাই, তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের শাস্তি ও দহন যন্ত্রণা। ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা, যাহূহাক ও ইব্ন আব্বা (র) বলেন : আলোচ্য আয়াতের فَتَنُوا অর্থ حَرَقُوا অর্থাৎ আগুনে পোড়াইয়াছে।

- (১১) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ۝
- (১২) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۝
- (১৩) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ ۝
- (১৪) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ۝
- (১৫) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۝
- (১৬) فَعَا لَنَا يُرِيدُ ۝
- (১৭) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ۝
- (১৮) فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ۝
- (১৯) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ۝
- (২০) وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ۝
- (২১) بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ۝
- (২২) فِي نُوحٍ مَّحْفُوظٍ ۝

১১. যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগের জন্য আছে জান্নাত, যাহার
পাদদেশে নদী প্রবাহিত; ইহাই মহাসাফল্য।
১২. তোমার প্রতিপালকের মার বড়ই কঠিন।
১৩. তিনিই অস্তিত্ব দান করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান।
১৪. এবং তিনি ক্ষমাশীল প্রেমময়,
১৫. আরশের অধিকারী ও সম্মানিত।
১৬. তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন।
১৭. তোমার নিকট কি পৌঁছিয়াছে সৈন্য বাহিনীর বৃত্তান্ত—
১৮. ফিরআওন ও ছামুদের?
১৯. তবু কাফিররা মিথ্যা আরোপ করায় রত;
২০. এবং আল্লাহ্ তাহাদিগের অলক্ষ্যে তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন।
২১. বস্তুত ইহা সম্মানিত কুরআন,
২২. সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।

তাহসীর : এইখানে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার বান্দাদের সম্পর্কে সংবাদ দিতেছেন যে, উহাদিগকে তিনি জান্নাত দান করিবেন যাহার তলদেশে নদীনালা প্রবাহিত হইবে এবং উহারা তাহাতে চিরকাল অবস্থান করিবে। আর ইহা ঈমানদারদিগের জন্য মহাসাফল্য। অতঃপর তিনি বলেন :

انْ بَطِشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর আইন অমান্য করে এবং তাহারা রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে উহাদিগ হইতে তিনি কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন। তাহার ধরা ও তাহার প্রতিশোধ নেওয়া বড়ই কঠোর। কারণ আল্লাহ তা'আলা পরম পরাক্রমশালী ও মহাশক্তিধর; তিনি যাহা ইচ্ছা করেন মুহূর্তের মধ্যে তাহাই করিয়া ফেলিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ অর্থাৎ নিজ শক্তি ও ক্ষমতাবলে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকে প্রথমবার সৃষ্টি করেন। অতঃপর প্রথমবারের ন্যায় পুনরায় সৃষ্টি করেন। তাঁহাকে বাধা দিবার ক্ষমতা কাহারো নাই।

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ “তিনি ক্ষমাশীল প্রেমময়।” অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল। অপরাধ যত বড়ই হউক অবনত মস্তকে অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার নিকট তাওবা করিলে তিনি অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেন। আবার তিনি প্রেমময়; তাঁহার বান্দাদিগকে তিনি ভালোবাসেন।

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আরশের অধিপতি যাহা সমগ্র সৃষ্টিকুলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত। مَجِيدٌ শব্দটি দুই রকম পড়া যায়। প্রথমত, আল্লাহ এর সিফাত হিসাবে রফা' দ্বারা। দ্বিতীয়ত, আরশের সিফাত হিসাবে জের দ্বারা। অর্থাৎ শব্দটি আল্লাহর সিফাতও হইতে পারে এবং আরশ-এর সিফাতও হইতে পারে। উভয়টির অর্থই সঠিক।

فَعَالٍ لِّمَا يُرِيدُ অর্থাৎ তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। তাঁহাকে ঠেকানোর ক্ষমতা কাহারো নাই এবং কাহারো নিকট তাঁহার জবাবদিহী হইতে করিতে হয় না। কারণ তিনি মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ও ন্যায় বিচারক। হযরত আবু বকর (রা)-কে মৃত্যুর পূর্বে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, কোন ডাক্তার কি আপনাকে দেখিয়াছে? উত্তরে তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করা হইল ডাক্তার কী বলিয়াছে? তিনি বলিলেন, ডাক্তার বলিয়াছেন যে, আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করি।

هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَتَمُودُ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! ফিরআওন ও ছামূদ জাতিকে আমি যেই শাস্তি ও অপ্রত্যাশিত বিপদে নিপতিত করিয়াছিলাম উহার সংবাদ তুমি পাইয়াছ কি? এই আয়াতটি মূলত انْ بَطِشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ -এরই ব্যাখ্যা।

ইবন আবু হাতিম (র)আমর ইবন মায়মূন (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমর ইবন মায়মূন (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন কোথাও যাইতেছিলেন।

পথিমধ্যে শুনিতে পাইলেন যে, এক মহিলা هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فَرَعُونَ (স) বলিলেন, “হ্যাঁ, আমি উহাদিগের সংবাদ পাইয়াছি।”

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبِ وَاللَّهُ مِنْ وَّرَائِهِمْ مُحِيطٌ অর্থাৎ কাফিররা সংশয়-সন্দেহ কুফরী ও অবাধ্যতায় লিপ্ত রহিয়াছে। আর আল্লাহ্ উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। আল্লাহ্ হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার কোন সুযোগ উহাদিগের নাই।

بَلِ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ অর্থাৎ এই কুরআন মহান ও সম্মানিত যাহা উর্ধ্বজগতে হ্রাস-বৃদ্ধি ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন হইতে সংরক্ষিত রহিয়াছে।

ইবন জারীর (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, بَلِ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ এই আয়াতে যে লাওহে মাহফূজের কথা বলা হইয়াছে উহা হযরত ইসরাফীল (আ)-এর কপালের উপর অবস্থিত। ইবন আবু হাতিম (র).....আব্দুর রহমান ইবন সালমান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুর রহমান ইবন সালমান (র) বলেন, দুনিয়াতে যাহা কিছু সংঘটিত হইয়াছে হইতেছে, ও হইবে সবই লাওহে মাহফূজে সংরক্ষিত রহিয়াছে। আর এই লাওহে মাহফূজ হযরত ইসরাফীল (রা)-এর দুই চোখের সামনে অবস্থিত। কিন্তু উহা তাঁহার দেখিবার অনুমতি নাই।

হাসান বসরী (র) বলেন : এই কুরআন আল্লাহ্ হর নিকট লাওহে মাহফূজে সংরক্ষিত। উহা হইতে তিনি যখন যাহার উপর যতটুকু ইচ্ছা নাযিল করেন।

বাগাবী (র).....ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন, লাওহে মাহফূজে লিখা আছে যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তাঁহার দীন হইল ইসলাম, মুহাম্মদ (সা) তাঁহার বান্দা ও রাসূল। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তে বিশ্বাস স্থাপন করিবে, তাহার ওয়াদাসমূহকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে এবং তাঁহার রাসূলের অনুসরণ করিবে তিনি তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন।

ইবন আব্বাস (রা) বলেন, লাওহে মাহফূজ সাদা মুক্তার তৈরি একটি ফলক। উহার দৈর্ঘ্য আকাশ ও যমীনের মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমাণ, প্রস্থ পৃথিবীর পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত দূরত্ব পরিমাণ। উহার কিনারা ইয়াকূত ও মুক্তার দুই আবরণী লাল ইয়াকূতের তৈরি। উহার কলম হইল নূর, উহার কালাম আরশের সহিত সংশ্লিষ্ট। মুকাতিল (র) বলেন, লাওহে মাহফূজ আরশের ডান পার্শ্বে অবস্থিত।

তাবারানী (র).....ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, “আল্লাহ্ তা‘আলা লাওহে মাহফূজকে সাদা মুক্তা দ্বারা তৈয়ার করিয়াছেন। উহার পাতাগুলি লাল ইয়াকূতের তৈরী। উহার কলম নূর, হস্তাক্ষর নূর। আল্লাহ্ তা‘আলা প্রত্যহ তিনশত ষাটবার উহা পরিদর্শন করেন। তিনি সৃষ্টি করেন, জীবিকা দান করেন, জীবন দান করেন, মৃত্যু দান করেন। সম্মান দান করেন, অপমানিত করেন এবং যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন।”

সূরা তারিক

১৭ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

আব্দুল্লাহ ইব্ন ইমাম আহমদ (র) খালিদ ইব্ন আবু জাবাল আদওয়ানী (রা) হইতে বর্ণিত, খালিদ ইব্ন জাবাল (রা) বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বনী ছাকীফের পূর্ব প্রান্তে একটি ধনুক বা লাঠির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া সূরা তারিক পড়িতে শুনিয়াছেন। তিনি বলেন, শুনিয়া জাহেলী যুগে মুশরিক অবস্থায়ই সূরাটি মুখস্ত করিয়া ফেলিয়াছি। অতঃপর মুসলমান হইয়া আমি সূরাটি পাঠ করি। সূরাটি শুনিয়া ছাকীফ গোত্রের নিকট আসিলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, ঐ লোকটির কাছে তুমি কি শুনিলে? আমি সূরাটি পাঠ করিয়া উহাদিগকে শুনাইলাম। তথায় উপস্থিত কতিপয় কুরাইশ বলিয়া উঠিল, এই লোকটিকে আমরা ভাল করিয়াই জানি। তাহার কথা সত্য হইলে সর্বাত্মে আমরাই তাহা গ্রহণ করিতাম।

ইমাম নাসায়ী (র) জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, মুআয (রা) একদিন মাগরিবের নামাযে সূরা বাকারা ও সূরা নিসা পাঠ করেন। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : “মুআয! তুমি কি লোকদিগকে বিপদে ফেলিতে চাহিতেছ? কেন, সূরা তারিক ও সূরা শামশ বা এ ধরনের অন্য কোন সূরা পাঠ করিলে কি তোমার যথেষ্ট হইত না?”

(১) وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝

(২) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝

(৩) النَّجْمِ الثَّاقِبِ ۝

(৪) إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّيَأْتِيهَا حَافِظٌ ۝

(৫) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝

(৬) خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝

(৭) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝

(৮) إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۝

(৯) يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ۝

(১০) فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ۝

১. শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে যাহা আবির্ভূত হয় তাহার
২. তুমি কী জান রাত্রিতে যাহা আবির্ভূত হয় উহা কি ?
৩. উহা উজ্জ্বল নক্ষত্র!
৪. প্রত্যেক জীবের উপরই তত্ত্বাবধায়ক রহিয়াছে।
৫. সুতরাং মানুষ প্রণিধান করুক কী হইতে তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে—
৬. তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে সবেগে ঞ্ছলিত পানি হইতে,
৭. ইহা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পঞ্জরাস্থির মধ্য হইতে।
৮. নিশ্চয় তিনি তাহার প্রত্যানয়নে ক্ষমতাবান।
৯. যেইদিন গোপন বিষয় পরীক্ষিত হইবে,
১০. সেইদিন তাহার কোন সামর্থ্য থাকিবে না, এবং সাহায্যকারীও নহে।

তাফসীর : وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝ এইখানে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে আকাশমণ্ডলী ও তারিক তথা নক্ষত্রের শপথ করেন। অতঃপর বলেন مَا الطَّارِقُ ۝ অর্থাৎ তুমি কি জান, তারিক জিনিস কি ? অতঃপর ইহার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া বলেন :

النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝ অর্থাৎ তারিক হইল উজ্জ্বল নক্ষত্র। কাতাদা (র) প্রমুখ বলেন, নক্ষত্রকে তারিক তথা রাত্রিতে আত্মপ্রকাশকারী বলিয়া নামকরণ করার কারণ হইল এই যে, নক্ষত্র রাত্রিতে আত্মপ্রকাশ করে আর দিবসকালে বিলুপ্ত হইয়া যায়। হাদীসে আছে যে, نهى رسول الله ان يطرق الرجل طريقا في يومه اذ هو نائم ۝ অর্থাৎ রাত্রিকালে বিনা সংবাদে হঠাৎ করিয়া স্ত্রীর ঘরে আগমন করিতে রাসূলুল্লাহ (সা) নিষেধ করিয়াছেন। অন্য এক হাদীস দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, একটি দু'আয়ও রাসূলুল্লাহ (সা) রাত্রি বুঝাইবার জন্য তারিক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

الثَّاقِبُ ইবন আব্বাস (রা) বলেন : الثَّاقِبُ অর্থ উজ্জ্বল। সুদী (র) বলেন الثَّاقِبُ অর্থ সেই নক্ষত্র যাহাকে শয়তানের গায়ে নিষ্ক্ষেপ করা হয়। ইকরিমা (র) বলেন, الثَّاقِبُ অর্থ উজ্জ্বল ও শয়তান প্রজ্জ্বলিতকারী নক্ষত্র।

انْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, যে মানুষকে পাহারা দিয়া বিপদাপদ হইতে রক্ষা করে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَهُ مَعْقِبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ অর্থাৎ মানুষের সামনে ও পিছনে পালাক্রমে আগমনকারী ফেরেশতা নিয়োজিত রহিয়াছে, যাহারা আল্লাহর নির্দেশে তাহাকে রক্ষা করে।

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ অর্থাৎ মানুষ দেখুক, উহাকে কী দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে? এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের সৃষ্টির মূল উপাদানের দুর্বলতার প্রতি সতর্ক করিয়াছেন এবং পুনরুত্থানের ঘটনাকে স্বীকার করিয়া লইবার নির্দেশ হিদায়াত করিয়াছেন। কারণ যিনি একটি বস্তুকে নমুনা ছাড়া প্রথমবার সৃষ্টি করিতে পারেন, তিনি সেইগুলিকে অনায়াসেই পুনরায় সৃষ্টি করিতে সক্ষম। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

هُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ অর্থাৎ তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন; অতঃপর পুনরায় উহাকে সৃষ্টি করিবেন। আর তাহা তাহার জন্য সহজ।

خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ - يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ অর্থাৎ মানুষকে সৃষ্টি করা হইয়াছে সবগে নির্গত পানি তথা বীর্য হইতে যাহা পুরুষের মেরুদণ্ড ও নারীর পঞ্জরাস্থির মধ্য হইতে নির্গত হইয়া একত্রিত হইয়া পরে আল্লাহর নির্দেশে উহা দ্বারা সন্তান জন্ম হয়।

শাবীব ইবন বিশর (র) ইকরিমা (র) সূত্রে ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন : পুরুষের মেরুদণ্ড এবং নারীর পঞ্জরাস্থি হইতে নির্গত পানি দ্বারা মানুষের জন্ম হয়। এই দুই প্রকার পানি ছাড়া মানুষ সৃষ্টি হইতে পারে না। তিনি আরো বলেন যে, নারীদের বীর্য পাতলা ও হলুদ বর্ণের হইয়া থাকে। সাঈদ ইবন জুবায়র, ইকরিমা, কাতাদা এবং সুদী (র) প্রমুখ এইরূপ বলিয়াছেন।

ইবন আব্বাস হাতিম (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রা) নিজের বুক হাত রাখিয়া বলিলেন, এই যে ইহা তারায়িব।

আলী ইবন আব্বাস তালহা (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মহিলাদের দুই স্তনের মধ্যবর্তী জায়গাকে তারায়িব বলা হয়। মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, দুই কাঁধ ও বুকের মধ্যবর্তী স্থানকে তারায়িব বলা হয়।

সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন : দুই স্তনযুগলের উপরিভাগকে তারায়িব বলা হয়। সাঈদ ইবন জুবায়র (র) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, এই দেহের দিক হইতে চারটি

ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—৬০

পাঁজরের হাড়িকে তারায়িব বলা হয়। যাহ্‌হাক (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, দুই স্তন, দুই পা এবং দুই চোখের মধ্যবর্তী স্থানকে তারায়িব বলা হয়।

إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ এই আয়াতের দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথমত, সবেগে স্থলিত পানি, যে স্থান হইতে বাহির হইয়াছে উহাকে সেখানে ফিরাইয়া নিতে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ সক্ষম। মুজাহিদ ও ইকরিমা (র) প্রমুখ এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অর্থ হইল, সবেগে নির্গত পানি দ্বারা সৃষ্ট মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করিতে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ সক্ষম। কারণ যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করিতে সক্ষম, মৃত্যুদান করিয়া পুনরায় জীবন দান করা তাঁহার জন্য ব্যাপারই নহে। কুরআনের বহু জায়গায় আল্লাহ তা'আলা ইহার প্রমাণ পেশ করিয়াছেন।

যাহ্‌হাক (র) আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ইবন জারীর (র) ইহা সমর্থন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ অর্থাৎ যেদিন যাবতীয় গোপনীয় বিষয় প্রকাশ হইয়া যাইবে সেদিন কাহারো কোন ক্ষমতা, শক্তি বা সাহায্যকারী থাকিবে না। সেই দিনটি হইল কিয়ামত দিবস।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : “কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের নিতম্বের কাছে একটি করিয়া পতাকা উত্তোলন করা হইবে এবং এই ঘোষণা করা হইবে যে, ইহা অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাসঘাতকতা।”

(১১) وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝

(১২) وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝

(১৩) إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ۝

(১৪) وَمَا هُوَ بِأَنْهَزِلُ ۝

(১৫) إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝

(১৬) وَآكِيدُ كَيْدًا ۝

(১৭) فَمَهْلِكِ الْكَافِرِينَ أَمْهَلُهُمْ رُوَيْدًا ۝

১১. শপথ আসমানের, যাহা ধারণ করে বৃষ্টি,
১২. এবং শপথ যমীনের, যাহা বিদীর্ণ হয়,
১৩. নিশ্চয় আল-কুরআন মীমাংসাকারী বাণী।
১৪. এবং ইহা নিরর্থক নহে।

১৫. উহারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে,

১৬. এবং আমিও ভীষণ কৌশল করি।

১৭. অতএব কাফিরদিগকে অবকাশ দাও; উহাদিগকে অবকাশ দাও কিছুকালের জন্য।

তাফসীর : ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : الرَّجْعُ অর্থ বৃষ্টি। আরেক বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেন : الرَّجْعُ অর্থ বৃষ্টিতে ভরা মেঘ। অন্য বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেন : وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ অর্থ শপথ সেই আকাশের যাহা অঝোর ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করে। কাতাদা (র) বলেন : আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, শপথ সেই আকাশের যাহা প্রতি বছর মানুষের নিকট জীবিকা পৌছাইয়া থাকে, তাহা না হইলে মানুষ ও পশু-পক্ষী কিছুই জীবন রক্ষা করিতে পারিত না।

ইব্ন যায়দ (র) বলেন : শপথ সেই আকাশের যাহা উহার নক্ষত্ররাজি ও চন্দ্র-সূর্যকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যায়।

وَ الْأَرْضِ ذَابِ الصَّدْعِ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন , এই আয়াতের অর্থ হইল, শপথ সেই যমীনের যাহা বিদীর্ণ হইয়া বীজ অংকুরিত হয়। সাঈদ ইব্ন জুবায়র, ইকরিমা, আবু মালিক, যাহ্‌হাক, হাসান, কাতাদা ও সুদী (র) প্রমুখও এই অর্থ বলিয়াছেন।

إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন فَصْلُ অর্থ حَقُّ অর্থাৎ এই কুরআন সত্য বাণী। কাতাদা (র)-সহ অন্যরা বলেন, ইনসাফপূর্ণ ও মীমাংসাকারী বাণী।

وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ অর্থাৎ এই কুরআন নিরর্থক নহে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সম্পর্কে বলেন : إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا অর্থাৎ কাফিররা লোকদিগকে কুরআনের বিরুদ্ধে আহ্বান করার ব্যাপারে উহাদিগের সহিত ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

وَأَكِيدُ كَيْدًا অর্থাৎ অপরদিকে উহাদিগের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার জন্য আমিও ভীষণ কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকি।

فَمَهَّلِ الْكُفْرِينَ أَمْهَلُهُمْ رُؤْيَا অর্থাৎ তুমি উহাদিগের ব্যাপারে কোন তাড়াহুড়া করিও না। কিছুদিনের জন্য উহাদিগকে সুযোগ দাও। অতঃপর দেখিতে পাইবে যে, কিভাবে ধ্বংস হইয়া উহারা ভীষণ শাস্তিতে নিপতিত হয়। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ অর্থাৎ উহাদিগকে আমি কিছুকাল ভোগ করিবার সুযোগ দিতেছি। অতঃপর উহাদিগকে কঠিন শাস্তিতে নিপতিত করিব।

সূরা আ'লা

১৯ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

ইমাম বুখারী (র)..... বারা ইব্ন আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বারা ইব্ন আযিব (রা) বলেন : সাহাবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত মুসআব ইব্ন উমায়র ও ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা) আমাদের কাছে (মদীনায়) আগমন করেন। তাঁহারা আসিয়া আমাদের কাছে কুরআন পড়াইতে শুরু করেন। অতঃপর হযরত আশ্মার, বিলাল ও সা'দ (রা) আগমন করেন। তাহার পর বিশজন লোক সংগে করিয়া হযরত উমর (রা)-এর আগমন ঘটে। তাহার পর আসেন নবী করীম (সা)। বারা ইব্ন আযিব (রা) বলেন : নবী করীম (সা)-কে পাইয়া মদীনাবাসী এত আনন্দিত বোধ করিল যে, এ অন্য কোন কারণে তাহাদিগকে এত আনন্দবোধ করিতে কখনো দেখা যায় নাই। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমনের পূর্বেই আমি সূরা আ'লা এবং এই ধরনের আরো কয়েকটি সূরা পাঠ করিয়া ফেলিয়াছিলাম। এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সূরা আ'লা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অর্থাৎ সূরাটি মক্কী।

ইমাম আহমদ (র)..... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সূরা আ'লাকে খুব পছন্দ করিতেন।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত মুআয (রা)-কে বলিয়াছিলেন : কেন তুমি সূরা আ'লা, সূরা আশশামস্ ও সূরা ওয়াল্ লায়ল দ্বারা নামায পড়িলে না?

ইমাম আহমদ (র)..... নু'মান ইব্ন বশীর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) দুই ঈদের নামাযে সূরা আ'লা ও সূরা গাশিয়া পাঠ করিতেন। এবং ঈদ ও জুমা একত্রিত হইয়া পড়িলে উভয় নামাযেই এই দুইটি সূরা পড়িতেন। এই হাদীসটি সহীহ মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী এবং ইব্ন মাজাহ্‌য়ও বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) স্বীয় মুসনাদে উবাই ইব্ন কা'ব, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস, আব্দুর রহমান ইব্ন আবযা এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রা)-এর হাদীস হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিতর নামাযে সূরা আ'লা ও সূরা কাফিরুন ও সূরা ইখলাস পাঠ করিতেন। হযরত আয়িশা (রা) সূরা নাস এবং সূরা ফালাকের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত জাবির, আবু উমামা, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ, ইমরান ইব্ন হুসাইন এবং আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) হইতেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

(১) سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝

(২) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۝

(৩) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۝

(৪) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ۝

(৫) فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ۝

(৬) سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى ۝

(৭) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ۝

(৮) وَنُنسِرُكَ لِلبَّيْرِ ۝

(৯) فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى ۝

(১০) سَيِّدْكُمْ مَنْ يَخُشَى ۝

(১১) وَيَتَجَنَّبُهَا الرَّشْقَى ۝

(১২) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ۝

(১৩) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ۝

১. তুমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর,
২. যিনি সৃষ্টি করেন ও সূঠাম করেন।
৩. এবং যিনি পরিমিত বিকাশ-সাধন করেন ও পথ-নির্দেশ করেন
৪. এবং যিনি ভূগাদি উৎপন্ন করেন,

৫. পরে উহাকে ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন।
৬. নিশ্চয় আমি তোমাকে পাঠ করাইব, ফলে তুমি বিস্মৃত হইবে না,
৭. আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহা ব্যতীত। যিনি জানেন যাহা প্রকাশ্য ও যাহা গোপনীয়।
৮. আমি তোমার জন্য সুগম করিব পথ।
৯. উপদেশ যদি ফলপ্রসূ হয় তবে উপদেশ দাও;
১০. যে ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করিবে।
১১. আর উহা উপেক্ষা করিবে সে নিতান্ত হতভাগ্য,
১২. যে মহাঅগ্নিতে প্রবেশ করিবে,
১৩. অতঃপর সেথায় সে মরিবেও না, বাঁচিবেও না।

তাফসীর : ইমাম আহমদ (র)..... ইয়াস ইব্ন আমির (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইয়াস ইব্ন আমির (র) বলেন, আমি উকবা ইব্ন আমির (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ অবতীর্ণ হইবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে বলিলেন : ইহাকে তোমরা রুকুতে পাঠ কর। অতঃপর যখন سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى নাযিল হয় তখন বলিলেন, ইহাকে তোমরা সিজদায় পাঠ কর।

ইমাম আহমদ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى পড়িয়া বলিতেন, سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى হযরত আলী (রা) সম্পর্কেও বর্ণিত যে, তিনি سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى পাঠ করিয়া سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى পাঠ করিতেন।

ইব্ন জারীর (র)..... আবু ইসহাক হামদানী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু ইসহাক হামদানী (র) বলেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى পড়িয়া এবং سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى পড়িয়া সُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى বলিতেন। কাতাদা (র) বলেন, আমরা শুনিতে পাইয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى পাঠ করিয়া سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى বলিতেন।

وَالَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى অর্থাৎ তুমি পবিত্র ও মহিমা ঘোষণা কর তোমার সেই প্রতিপালকের নামে, তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেন ও সেইগুলিকে উত্তম আকৃতিতে সূঠাম করিয়া গঠন করেন।

وَالَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى অর্থাৎ আর যিনি পরিমিত বিকাশ সাধন করেন এবং পথ নির্দেশ করেন। মুজাহিদ (র) বলেন, فَهَدَى অর্থাৎ মানুষকে ভালো-মন্দ, সৎ ও

সৎপথের সন্ধান দিয়াছেন এবং জীব-জন্তুকে চারণ ভূমি ইত্যাদির সন্ধান দিয়াছেন। যেমন অন্য এক আয়াতে মূসা (আ) সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, তিনি ফিরআউনের নিকট গিয়া বলিয়াছিলেন :

وَالَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ فَهَدَىٰ অর্থাৎ আমাদের প্রতিপালক হইলেন তিনি, যিনি প্রতিটি বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর পথ নির্দেশ করিয়াছেন।

সহীহ মুসলিম শরীফের এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই মানুষের তাকদীর নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তখন তাঁহার আরাশ ছিল পানির উপর।

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ অর্থাৎ যিনি রকমারী তৃণলতা, উদ্ভিদ ও ফসল উৎপন্ন করিয়াছেন।

فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ অর্থাৎ পরে উহাকে ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন।

ইবন আব্বাস (রা) বলেন, غُثَاءً أَحْوَىٰ অর্থ هَشِيمًا مَّتَغِيرًا অর্থাৎ পঁচা খড়-কুটা। মুজাহিদ, কাতাদা এবং ইবন যায়দ (র) হইতেও এইরূপ বর্ণিত আছে।

ইবন জারীর (র) বলেন, কোন কোন আরবী ভাষা পণ্ডিতের ধারণা হইল এই আয়াতের ইবারত মূলত এইরূপ হইবে যে, وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ أَخْوَىٰ فَجَعَلَهُ غُثَاءً অর্থাৎ যিনি কালোপনা সবুজ তৃণ উৎপন্ন করিয়াছেন। অতঃপর উহাকে গুরু খড়-কুটায় পরিণত করেন। ইবন জারীর (র) বলেন, তবে এই ব্যাখ্যাটি সঠিক বলিয়া মনে হয় না। কারণ ইহা অন্য সকল মুফাসসিরের ব্যাখ্যার পরিপন্থী।

وَسَنُقَرِّبُكَ لِمَا شَاءَ اللَّهُ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করিতেছেন যে, হে মুহাম্মদ! নিশ্চয় আমি তোমাকে পাঠ করাইব, ফলে তুমি উহা ভুলিয়া যাইবে না। তবে আল্লাহ কোন কিছু ভুলাইয়া দিতে চাইলে তাহা স্বতন্ত্র কথা।

কাতাদা (র) বলেন : আল্লাহ যাহা চাহিতেন, তাহা ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (সা) কিছুই ভুলিতেন না। মোটকথা, আয়াতের মর্ম হইল এই যে, কুরআনের কোন অংশই ভুলিবে না। তবে কোন আয়াত রহিত করিয়া নিলে উহা স্মরণ রাখা তোমার দায়িত্ব নহে।

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ অর্থাৎ তোমার জন্য আমি সৎ কাজ করা ও সত্য কথা বলা সহজ করিয়াছি এবং এমন একটি সরল-সহজ সঠিক, সুন্দর ইনসাফ পূর্ণ শরীয়ত দান করিব যাহাতে কোন বক্রতা বা কাঠিন্যের লেশমাত্র থাকিবে না।

إِنْ نَفَعْتَ الْيُكْرَىٰ অর্থাৎ উপদেশ যদি ফলপ্রসূ হয়, তাহা হইলে উপদেশ দাও। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অযোগ্যকে ইলমে দীন শিক্ষাদান করা অনুচিত। যেমন হযরত আলী (রা) বলিয়াছেন, যাহাদিগের যে কথা বুঝিবার জ্ঞান নাই তাহাদের সামনে সেই কথা বলিলে পরিণামে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হইয়া উহা দ্বারা ফিতনা

সৃষ্টি হয়। তিনি আরো বলেন : যাহার যে কথা বুঝিবার জ্ঞান আছে তাহার সহিত সেই কথাই বল। তোমরা কি চাও যে, মানুষ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সা)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক।

سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى
 অর্থাৎ যে আল্লাহকে ভয় করে ও জানে যে, তাঁহার সহিত একদিন না একদিন সাক্ষাৎ করিতেই হইবে, সে তোমার উপদেশ গ্রহণ করিবে। আর যে মহা হতভাগ্য সে উহা উপেক্ষা করিবে। সে মহা অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। অতঃপর মৃত্যুবরণ করিয়াও শান্তি লাভ করিতে পারিবে না এবং এমনভাবে বাঁচিয়াও থাকিতে পারিবে না যাহাতে তাহার কিঞ্চিৎ উপকার হয় বরং বিপদের পর বিপদ এবং শাস্তির পর শাস্তি ভোগ করিতেই থাকিবে।

ইমাম আহমদ (র)..... আবু সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, প্রকৃত জাহান্নামীরা কখনো মরিবেও না এবং সার্থক জীবনও লাভ করিবে না। কিন্তু যাহাদের উপর আল্লাহ তা'আলা দয়া করিতে চাহিবেন তাহারা জাহান্নামে নিষ্ক্ষিপ্ত হইয়া পুনরায় মরিয়া যাইবে। অতঃপর সুপারিশকারীগণ ভস্মীভূত মানুষগুলি উঠাইয়া আনিবে এবং তাহাদিগকে নহরুল হায়াতে নিষ্ক্ষেপ করিয়া পবিত্র করা হইবে। এই হাদীসটি হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে।

(১৪) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝

(১৫) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝

(১৬) بَلْ تُؤَثِّرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝

(১৭) وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝

(১৮) إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۝

(১৯) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ۝

১৪. নিশ্চয় সাফল্য লাভ করিবে যে পবিত্রতা অর্জন করে।
১৫. এবং তাহার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে।
১৬. কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও,
১৭. অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্টতর এবং স্থায়ী।
১৮. ইহা তো আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থে—
১৯. ইবরাহীম ও মুসার গ্রন্থে।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন : **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ** অর্থাৎ যে ব্যক্তি মন্দ স্বভাব ও অসৎ চরিত্র হইতে নিজেকে পবিত্র করিল এবং আল্লাহর আন্বিত ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শ মানিয়া চলিল, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করিবার জন্য ও শরীয়াতের পাবন্দীর খাতিরে যথাসময়ে নামায আদায় করিল— সে সাফল্য অর্জন করিল।

হাফিজ আবু বকর বাযযার (র)..... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى** এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আয়াতের অর্থ হইল “যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই, সর্বপ্রকার ভূয়া উপাস্যকে প্রত্যাখ্যান করিল এবং আমি আল্লাহর রাসূল বলিয়া সাক্ষ্য দিল, সে সাফল্য অর্জন করিল।” আর **وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى**-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন : “এইখানে পাঁচওয়াক্ত নামায এবং উহার গুরুত্বের কথা বলা হইয়াছে।”

ইবন জারীর (র)..... আবু খালদা হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু খালদা (র) বলেন : একদিন আমি আবুল আলিয়ার কাছে গমন করি। দেখিয়া তিনি আমাকে বলিলেন, আগামীকাল ঈদের মাঠে আমার সহিত তুমি দেখা করিবে। নির্দেশ অনুযায়ী পরদিন আমি তাহার সহিত দেখা করিলে জিজ্ঞাসা করিলেন কিছু আহার করিয়াছ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করিলেন, গোসল করিয়াছ? বলিলাম, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, যাকাত ফিতরা দিয়াছ? বলিলাম, হ্যাঁ দিয়াছি। এইবার তিনি বলিলেন, ঠিক আছে যাও, এই কথাগুলি জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই আসিতে বলিয়াছিলাম। অতঃপর তিনি **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى** আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন : মদীনাবাসীগণ ফিতরা প্রদান করা আর পানি পান করানোর চেয়ে উত্তম সাদকা আর আছে বলিয়া মনে করে না।

আবুল আহওয়াস (র) বলেন : কেহ তোমাদের নিকট নামাযের মাসআলা জিজ্ঞাসা করিতে আসিলে সংগে যাকাতের কথাও বলিয়া দিও। কাতাদা (র) বলেন : এই আয়াতের অর্থ হইল, যে ব্যক্তি তাহার সম্পদকে পবিত্র করিল ও তাহার স্রষ্টাকে সন্তুষ্ট করিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى অর্থাৎ তোমরা পার্থিব জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিচ্ছ অথবা পরকালে আল্লাহ তা'আলা যে পুরস্কার ও প্রতিদান দিবে উহাই ছিল দুনিয়ার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ও স্থায়ী। কারণ দুনিয়া অপদার্থ স্বল্প মেয়াদী, অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল। পক্ষান্তরে আখিরাত হইল চিরস্থায়ী। সুতরাং স্থায়ী জীবনকে ত্যাগ করিয়া অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল জীবনকে এত গুরুত্ব দেওয়ার কি যুক্তি থাকিতে পারে?

ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—৬১

ইমাম আহমদ (র)..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, “দুনিয়া তাহার ঘর, আখিরাতে যাহার কোন ঘর নাই, তাহার সম্পদ (আখিরাতে) যাহার কোন সম্পদ নাই, আর এই দুনিয়ার জন্য সঞ্চয় সেই করে যাহার কোন বুদ্ধি নাই।”

ইব্ন জারীর (র) আরফাজা ছাকাফী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আরফাজা (র) বলেন : একদিন আমি ইব্ন মাসউদ (রা)-এর মুখে সূরা আ'লা শুনিতেছিলাম। **بَلْ تُؤْثِرُونَ الخ** পর্যন্ত পৌছিয়া তিনি তিলাওয়াত বন্ধ করিয়া সংগীদের দিকে মুখ করিয়া বলিলেন, বাস্তবিকই আমরা দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিয়াছি। শুনিয়া সকলেই নিরব হইয়া রহিল। তিনি পুনরায় বলিলেন, সত্যিই দুনিয়ার সাজ-সজ্জা, নারী, খাদ্য-পানীয় ইত্যাদির মোহে পড়িয়া আমরা দুনিয়াকেই আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিয়া বসিয়াছি এবং আখিরাতে আমাদের চোখের আড়ালে চলিয়া গিয়াছে। ফলে পরকালকে ছাড়িয়া আমরা নগদ দুনিয়াকেই গ্রহণ করিয়াছি। উল্লেখ্য যে, ইব্ন মাসউদ (রা)-এর এই কথাগুলি তাহার যার পর নাই বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ। অন্যথায় তিনি নিজে মূলত এইরূপ ছিলেন। অথবা মানুষের সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন।

ইমাম আহমদ (র)..... আবু মুসা আশআরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসিল, সে তাহার আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইল আর যে ব্যক্তি তাহার আখিরাতকে ভালবাসিল, সে তাহার দুনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইল। সুতরাং ধ্বংসশীল অস্থায়ী জীবনের উপর তোমরা স্থায়ী জীবনকে প্রাধান্য দাও।”

অর্থাৎ ইহা **انْ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى** আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থে- ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থে।

আবু বকর বাযযার (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : **انْ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الخ** এই আয়াতটি নাযিল হইবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : হুবহু এই কথাগুলিই মূসা ও ইবরাহীমের গ্রন্থে ছিল।

ইমাম নাসায়ী (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, **سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى** নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : এই পূরা সূরাটিই ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থে ছিল।

ইব্ন জারীর (র)..... ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইকরিমা (র) **انْ** এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, সূরা আ'লায় যে কয়টি আয়াত আছে, উহার সবই ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থে আছে। আবুল আলিয়া (র) বলেন : এই সূরার কাহিনীটি মূসা ও ইবরাহীমের গ্রন্থে আছে। ইব্ন জারীরের মতে **انْ هَذَا** বলিয়া **فَدَأَلَّحَ مَنْ تَزَكَّى - وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى - بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا - وَالْآخِرَةَ** পর্যন্ত আয়াতসমূহকে বুঝানো হইয়াছে।

সূরা গাশিয়া

২৬ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

নু'মান ইবন বশীর (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ঈদ ও জুমুআর নামাযে সূরা আ'লা ও গাশিয়া পাঠ করিতেন।

ইমাম মালিক (র)..... উবায়দুল্লাহ ইবন আব্দুল্লাহ (র) বর্ণনা করেন যে, উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, যাহ্‌হাক ইবন কায়স (র) নু'মান ইবন বশীর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) জুমুআর নামাযে সূরা জুমুআর সহিত আর কোন সূরা পাঠ করিতেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, সূরা গাশিয়া।

(১) هَلْ أَتٰكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ ۝

(২) وَجُوعٌ يُّومِيذٍ خَاشِعَةٌ ۝

(৩) مَآمِلَةٌ تَأْتِي ۝

(৪) تَقْضِي نَارًا حَامِيَةً ۝

(৫) تَسْقِي مِنْ عَيْنِ اٰنِيَةٍ ۝

(৬) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۝

(৭) لَا يَسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ۝

১. তোমার নিকট কি কিয়ামতের সংবাদ আসিয়াছে?
২. সেই দিন অনেক মুখমণ্ডল অবনত,

৩. ক্লিষ্ট, ক্লান্ত হইবে।
৪. উহারা প্রবেশ করিবে জ্বলন্ত অগ্নিতে;
৫. উহাদিগকে অত্যাধিক প্রস্রবণ হইতে পান করান হইবে;
৬. উহাদিগের জন্য খাদ্য থাকিবে না দারী' ব্যতীত,
৭. যাহা উহাদিগকে পুষ্ট করিবে না এবং উহাদিগের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবে না।

তাফসীর : ইবন আব্বাস (রা) কাতাদা ও ইবন য়ায়েদ (র) বলেন, গাশিয়া কিয়ামতের একটি নাম। কারণ উহা মানুষদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিবে।

আবু হাতিম (র)..... আমার ইবন মায়মূন (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমার ইবন মায়মূন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন কোথাও যাইতেছিলেন। পশ্চিমধ্যে এক মহিলা সূরা গাশিয়া তিলাওয়াত করিতেছে। দেখিয়া তিনি দাঁড়াইয়া উহা শুনিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, “হ্যাঁ, আমার নিকট সেই সংবাদ আসিয়াছে।”

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ - عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً

কাতাদা (র)-এর মতে خَاشِعَةٌ অর্থ ذَلِيلَةٌ অর্থাৎ অপদস্থ। ইবন আব্বাস (রা) বলেন : মুখমণ্ডল সেইদিন অবনত হইবে এবং উহাদিগের আমল উহাদিগের কোন কাজে আসিবে না। عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ অর্থ কর্মক্লান্ত। উহারা কিয়ামতের দিন জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে।

হাফিজ আবু বকর যারকানী (র)..... জাফর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাফর (র) বলেন, আমি আবু ইমরান জাউনীকে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা) একদিন এক পাদ্রীর আস্তানায় গমন করেন এবং হে পাদ্রী সাহেব! বলিয়া ডাক দেন। আওয়াজ শুনিয়া পাদ্রী অগ্রসর হইলে তাঁহাকে দেখিয়া হযরত উমর (রা) কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, কুরআনের আয়াত : عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছি।

ইবন আব্বাস (রা) বলেন, ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল নাসারা সম্প্রদায়। ইকরিমা ও সুদ্দী (র) বলেন, عَامِلَةٌ অর্থ দুনিয়াতে অন্যায় ও নাফরমানী করে। نَّاصِبَةٌ অর্থ পরকালে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিবে ও ধ্বংস হইয়া যাইবে।

تُسْقَى مِنْ عَيْنِ انِّيَّةٍ - تَسْقَى مِنْ عَيْنِ انِّيَّةٍ অর্থ অত্যাধিক, তথা এমন গরম যাহার পর আর গরম হইতে পারে না। ইবন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, হাসান ও সুদ্দী (র) এই অর্থ করিয়াছেন।

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ আলী ইবন আবু তালহা (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, ضَرِيْعٍ জাহান্নামের একটি বৃক্ষের নাম। সাঈদ ইবন জুবায়র (র) বলেন, ضَرِيْعٍ আর যাক্কুম একই বস্তু। অন্য এক বর্ণনায়

আছে, তিনি বলেন, ضَرِيعٌ অর্থ পাথর। ইকরিমা (র) বলেন, ضَرِيعٌ এক প্রকার কাঁটাदार বৃক্ষ যাহা মাটির উপর বিছাইয়া থাকে। সাঈদ (র) কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাতাদা (র) বলেন, ضَرِيعٌ সবচাইতে নিকৃষ্ট খাদ্য।

لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِزْ جُوعٍ অর্থাৎ এই দারী' দ্বারা জাহান্নামীদের উদ্দেশ্যও পূরণ হইবে না এবং উহা দ্বারা ক্ষুধাও নিবারণ হইবে না।

(৮) وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۝

(৯) تَسْعِيهَا رَاضِيَةٌ ۝

(১০) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝

(১১) لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لِأَغْيَةٍ ۝

(১২) فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝

(১৩) فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ۝

(১৪) وَآكَوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ۝

(১৫) وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۝

(১৬) وَزَرَّابِيُّ مَبْتُوثَةٌ ۝

৮. অনেক মুখমণ্ডল সেইদিন হইবে আনন্দোজ্জ্বল,

৯. নিজদিগের কর্মসফল্যে পরিতৃপ্ত,

১০. সুমহান জান্নাতে—

১১. সেথায় তাহারা অসার বাক্য শুনিবে না,

১২. সেথায় থাকিবে বহমান প্রস্রবণ,

১৩. উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন শয্যা,

১৪. প্রস্তুত থাকিবে পান-পাত্র,

১৫. সারি সারি উপাধান,

১৬. এবং বিছান গালিচা।

তাফসীর : হতভাগ্য পাপীদের অবস্থা বর্ণনা করিয়া এইবার আল্লাহ তা'আলা সৌভাগ্যশালীদের অবস্থা প্রসংগে বলিতেছেন : وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ অর্থাৎ

কিয়ামতের দিন কতিপয় মুখমণ্ডল আনন্দোজ্জ্বল হইবে। উহাদিগের মুখমণ্ডলেই আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিবে।

لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ অর্থাৎ- উহারা নিজদিগের কর্মসাফল্যে পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকিবে।

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ অর্থাৎ- তাহারা সুমহান ও সুসজ্জিত জান্নাতে নিরাপদে অবস্থান করিবে।

لَا تَسْمَعُ فِيهَا لِأَغْيَةٍ অর্থাৎ সেই জান্নাতে তাহারা কোন প্রকার অসার কথাবার্তা শুনিতে পাইবে না। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا إِلَّا سَلَامًا অর্থাৎ 'সেথায় তাহারা শান্তির বাণী ছাড়া কোন অসার কথা শুনিবে না।' অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :

لَا لَغْوُ فِيهَا وَلَا تَأْتِيمٌ অর্থাৎ সেথায় কোন বা গুনাহের কথা থাকিবে না। আরেক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيمًا - إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا অর্থাৎ সেথায় তাহারা কোন অসার ও গুনাহের কথা শুনিবে না, শুনিবে কেবল সালাম আর সালাম।

فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ অর্থাৎ সেই জান্নাতে একটি নয়- বহু প্রবহমান প্রস্রবণ থাকিবে। ইব্ন আবু হাতিম (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “জান্নাতের নহরসমূহ মিশকের পাহাড়ের তলদেশ হইতে প্রবাহিত হয়।”

فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ অর্থাৎ সেথায় থাকিবে সুউচ্চ, উন্নতমানের কোমল শয্যা, যাহার উপর সুন্দরী হুরগণ অবস্থান করিবে। আল্লাহ্র বন্ধুগণ উহাতে উপবেশন করিবার ইচ্ছা করিলে সংগে সংগে উহা অবনত হইয়া যাইবে।

وَأَكْوَابُ مَوْضُوعَةٌ অর্থাৎ আরো থাকিবে প্রস্তুত করিয়া রাখা পান-পাত্র।

وَنَمَارِقٌ مَّصْفُوفَةٌ অর্থাৎ আরো থাকিবে সারি সারি বালিশ। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, نَمَارِقُ অর্থ سَائِدُ অর্থাৎ বালিশ। ইকরিমা, কাতাদা, যাহ্‌হাক সুদী ও ছাওরী (র) প্রমুখও এইরূপ বলিয়াছেন।

زَرَابِيُّ مَبِثُوثَةٌ : ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : زَرَابِيُّ مَبِثُوثَةٌ অর্থাৎ বিছাইয়া রাখা গালিচা। যাহ্‌হাক (র) প্রমুখও এইরূপ বলিয়াছেন। অর্থাৎ এদিক-সেদিক নানা ধরনের গালিচা বিছাইয়া রাখা হইবে। যে ইচ্ছা করিবে, সেই বসিতে পারিবে।

(১৭) أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۖ

(১৮) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۖ

(১৯) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۖ

(২০) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۖ

(২১) فَذَكِّرْهُمْ أَنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرُ ۚ

(২২) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ۚ

(২৩) إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكُفِّرَ ۚ

(২৪) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۚ

(২৫) إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۚ

(২৬) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۚ

১৭. তবে কি উহারা দৃষ্টিপাত করে না উটের দিকে, কিভাবে উহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে?
১৮. এবং আকাশের দিকে, কিভাবে উহাকে উর্ধ্বে স্থাপন করা হইয়াছে?
১৯. এবং পর্বতমালার দিকে, কিভাবে উহাকে স্থাপন করা হইয়াছে?
২০. এবং ভূতলের দিকে, কিভাবে উহাকে সমতল করা হইয়াছে?
২১. অতএব তুমি উপদেশ দাও, তুমি তো একজন উপদেশদাতা;
২২. তুমি উহাদিগের কর্ম নিয়ন্ত্রক নহ।
২৩. তবে কেহ মুখ ফিরাইয়া লইলে ও কুফরী করিলে,
২৪. আল্লাহ্ উহাকে দিবেন মহাশাস্তি।
২৫. উহাদিগের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট;
২৬. অতঃপর উহাদিগের হিসাব-নিকাশ আমারই কাজ।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাদিগকে তাঁহার সেইসব সৃষ্টির প্রতি তাকাইয়া চিন্তা করিতে নির্দেশ দিতেছেন, যাহাতে তাঁহার কুদরত ও মহত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন : أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ অর্থাৎ মানুষ কি উটের দিকে দৃষ্টিপাত করে, না উহাকে কিভাবে সৃষ্টি করা হইয়াছে? কারণ উট একটি বড় অদ্ভুত প্রাণী, উহার দেহের গঠন একটি বড় আশ্চর্যজনক। শক্তি ও সাহসে উহার

নজীর মেলা ভার। তদুপরি ভারী ভারী বোঝা বহন করা উহার জন্য কোন বিষয়ই নহে। একাধারে উহার গোশত খাওয়া যায়, দুধ পান করা যায় এবং পশম কাজে লাগে। অন্যান্য প্রাণীর পরিবর্তে উটের কথা উল্লেখ করার কারণ হইল তৎকালে এই উটই ছিল আরবদের উল্লেখযোগ্য প্রাণী।

কাযী শুরায়হ (র) বলিতেন, আস আমরা দেখিয়া আসি যে, উটকে কিভাবে সৃষ্টি করা হইয়াছে, এই বিশাল আকাশকে কিভাবে যমীন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া উর্ধ্বে স্থাপন করা হইয়াছে? যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ -

অর্থাৎ তাহারা কি দেখে না যে, তাহাদিগের মাথার উপর আকাশকে কিভাবে আমি স্থাপন করিয়াছি? এবং উহাকে সুসজ্জিত করিয়াছি আর উহাতে কোন ছিদ্র নাই।

وَالَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ অর্থাৎ মানুষ কি পাহাড়ের দিকে দৃষ্টিপাত করে না যে, কিভাবে আমি উহাকে স্থাপন করিয়াছি? উহাকে আমি স্থির ও অটলভাবে স্থাপন করিয়াছি, যাহাতে পৃথিবী নড়াচড়া করিতে না পারে এবং উহাতে অনেক ধরনের উপকারী বস্তু ও খনিজ দ্রব্য রাখিয়া দিয়াছি।

وَالَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ অর্থাৎ মানুষ কি ভূতলের দিক দৃষ্টিপাত করে না যে, উহাকে কিভাবে সমতলভাবে বিছাইয়া রাখা হইয়াছে?

মোটকথা, এইখানে আল্লাহ তা'আলা এমন কতিপয় সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করার কথা বলিয়াছেন, যাহা সর্বদাই মানুষের চোখের সামনে থাকে। একজন বেদুইনও উটের পিঠে আরোহণ করিয়া থাকে, আকাশ তাহাদের মাথার উপর দৃশ্যমান, পাহাড়-পর্বতও মানুষের সচরাচর দেখা বস্তু এবং পৃথিবী তো সর্বদাই উহাদিগের পায়ের নীচে অবস্থান করে। এইগুলির প্রতি চিন্তা করিয়া যে সেই বুঝিতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলাই এইগুলির সৃষ্টিকর্তা, তিনি সকলের পালনকর্তা ও বিশ্বজগতের সার্বভৌমত্বের একমাত্র ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনিই একমাত্র উপাস্য, গোটা সৃষ্টিজগত যাঁহার উপাসনা আনুগত্য করিতে পারে।

ইমাম আহমদ (র)..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, এক সময় আমাদিগকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বারবার প্রশ্ন করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ফলে বাহির হইতে কোন গ্রাম্য বুদ্ধিমান লোক আসিয়া কোন প্রশ্ন করিলে আমরা খুব আনন্দিত হইতাম এবং আগ্রহ সহকারে আমরা সেই প্রশ্ন ও উহার উত্তর শ্রবণ করিতাম। একদিনের ঘটনা, এক বেদুইন আসিয়া বলিল, মুহাম্মদ! তোমার এক দূত আমাদের নিকট গিয়া বলিল, তুমি নাকি মনে কর; আল্লাহ তোমাকে রাসূল বানাইয়া পাঠাইয়াছেন? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “সে ঠিকই বলিয়াছে।”

লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, তাহা হইলে তুমি বলতো, আকাশ কে সৃষ্টি করিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, “আল্লাহ্”। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, পৃথিবী কে সৃষ্টি করিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, “আল্লাহ্”। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, বলুন তো, পর্বতমালাকে স্থাপন করিয়াছেন এবং কে উহার মধ্যে এত মূল্যবান সম্পদ রাখিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, “আল্লাহ্”।

এইবার লোকটি বলিল, যিনি আকাশ, যমীন ও পর্বতমালা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার শপথ করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনি বলুন তো আল্লাহ্ কি আপনাকে রাসূল বানাইয়া প্রেরণ করিয়াছেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, “হ্যাঁ”। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, আপনার দূতের বক্তব্য যে, আমাদের উপর দৈনিক পাঁচওয়াক্ত নামায ফরয, ইহা কি ঠিক? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ ঠিক। লোকটি বলিল, আচ্ছা যিনি আপনাকে রাসূল বানাইয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহার দোহাই দিয়া জিজ্ঞাসা করি আল্লাহ্ কি ইহার নির্দেশ দিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, “হ্যাঁ”। লোকটি বলিল, আপনার দূত বলিল যে, আমাদের সম্পদের যাকাত দিতে হইবে ইহা কি সত্য? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, “হ্যাঁ, সত্য।” লোকটি বলিল, আপনার দূত বলিল যে, আমাদের মধ্যে যাহারা সক্ষম তাহাদের বায়তুল্লাহ্ গিয়া হজ্জ করিতে হইবে, ইহা কি ঠিক? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, “হ্যাঁ ঠিক।” বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকটি ফিরিয়া যায়। যাওয়ার সময় এই কথা বলিয়া যায় যে, যিনি আপনাকে সত্য নবী বানাইয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আপনি যাহা বলিলেন, আমি উহার উপর কোন কথা বাড়াইব না এবং উহা হইতে কোন কথা কমাইব না। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, “লোকটি যদি সত্য বলিয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।” ইমাম মুসলিম, তিরমিযী এবং নাসায়ীও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আবু ইয়াল্লা (র)..... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রায়ই আমাদেরকে একটি ঘটনা শুনাইতেন যে, জাহেলী যুগে জনৈক মহিলা কোন এক পাহাড়ের উপর বকরী চরাইত। সংগে ছিল তাহার ছোট্ট একটি ছেলে। একদিন ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, মা! তোমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? সে বলিল, আল্লাহ্। ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, আমার আব্বাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? মহিলা উত্তর দিল, আল্লাহ্। ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন? মহিলা বলিল, আল্লাহ্। ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, আকাশ কে সৃষ্টি করিয়াছেন? মহিলা বলিল, আল্লাহ্। ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, পৃথিবী কে সৃষ্টি করিয়াছেন? মহিলা বলিল, আল্লাহ্। ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, পর্বত কে সৃষ্টি করিয়াছেন? মহিলা বলিল, আল্লাহ্। ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, এই বকরীগুলি কে সৃষ্টি করিয়াছেন? মহিলা বলিল, আল্লাহ্। উত্তর শুনিয়া শিশুটি বলিয়া উঠিল, তবে তো আল্লাহ্ পাক মহান ও নিরতিশয় মর্যাদার অধিকারী। এই বলিয়া শিশুটি আল্লাহ্র প্রেম ও মহত্বে বিমোহিত হইয়া পাহাড়ের চূড়া হইতে গড়াইয়া পড়ে এবং খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া মরিয়া যায়। ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রায়শই আমাদেরকে এই ঘটনাটি শুনাইতেন।

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ অর্থাৎ আল্লাহ পাক বলেন, হে মুহাম্মদ! তোমাকে যে পয়গাম সহ পাঠানো হইয়াছে তুমি উহা মানুষের নিকট পৌছাইয়া দাও। কারণ পৌছানো তোমার দায়িত্ব আর হিসাব লওয়া আমার কাজ। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ অর্থাৎ তুমি উহাদিগের কর্ম নিয়ন্ত্রক নহ। অর্থাৎ মানুষের অন্তরে ঈমান পয়দা করার ক্ষমতা তোমাকে দেওয়া হয় নাই। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন য়াদ (র) বলেন : তুমি লোকদিগকে ঈমান আনয়নের উপর বাধ্য করিতে পার না।

ইমাম আহমদ (র)..... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : আমাকে লোকদের সহিত লড়াই করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যতক্ষণ তারা এই ঘোষণা দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। যদি তাহারা এই ঘোষণা প্রদান করে, তাহা হইলে তাহাদের রক্ত ও ধন-সম্পদ আমার নিরাপত্তায় আসিয়া যাইবে। এবং উহার হিসাব গ্রহণ করার দায়িত্ব আল্লাহর। অতঃপর তিনি আয়াতটি ফَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। ইমাম মুসলিম কিতাবুল ঈমানে এবং ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী কিতাবুত তাফসীরে এই হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন।

الْأَمَّنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ - فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ অর্থাৎ তবে যাহারা মুখ ফিরাইয়া নেয় ও কুফরী করে অর্থাৎ যাহারা বাহ্যিক আমল পরিত্যাগ করে এবং অন্তরে ও মুখে সত্যকে অস্বীকার করে তাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন।

ইমাম আহমদ (র) আলী ইব্ন খালিদ (র) বলেন, আবু উমামা বাহিলী (রা) একদিন খালিদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিআ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার কাছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখে হইতে শুনা সবচেয়ে সহজ হাদীস কোনটি? উত্তরে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেছেন, “শুনো, প্রত্যেক মানুষই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। তবে সেই ব্যক্তি নহে, যে মালিকের সহিত অবাধ্যতাকারী উটের ন্যায় উহার সহিত অবাধ্যতা করে।”

إِنَّ إِلَيْنَا أِيَابُهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ অর্থাৎ এক সময় তাহাদের আমার দরবারেই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। তখন আমি তাহাদের ভালো-মন্দ কর্মের হিসাব গ্রহণ করিব এবং কর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দিব। ভালো কর্মের ভালো ফল আর মন্দ কর্মের মন্দ ফল।

সূরা ফাজর

৩০ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

ইমাম নাসায়ী (র)..... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, হযরত মু'আয (রা) একদিন নামাযের ইমামত করেন এবং উহাতে দীর্ঘ কিরআত পাঠ করেন। ফলে এক ব্যক্তি নামায ছাড়িয়া দিয়া মসজিদের এক কোণে একাকী নামায পড়িয়া চলিয়া যায়। এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া মু'আয (রা) বলিলেন, সে মুনাফিক। অতঃপর এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কানে চলিয়া যায়। তিনি লোকটিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাহার পিছনে জামাতের সহিত নামায পড়িতে আসিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি কিরআত দীর্ঘ করায় মসজিদের এক কোণে একাকী নামায পড়িয়া উট চড়াইতে চলিয়া যাই। ঘটনা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “মু'আয! তুমি কি ফিতনা সৃষ্টি করিতে চাহ? কেন, সূরা আ'লা, শামস্, ফাজর ও লায়ল দ্বারা নামায পড়াইতে তোমার কি অসুবিধা ছিল?”

(১) وَالْفَجْرِ ۝

(২) وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝

(৩) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝

(৪) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِرَ ۝

(৫) هَلْ فِيْ ذٰلِكَ تَسْمٰى لِّذٰى حِجْرِ ۝

(৬) اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝

(৭) إِرْمَ ذَاتِ الْعِبَادِ ۝

(৮) الَّتِي لَمْ يَخْلُقْ مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ ۝

(৯) وَتَشْوَدُّ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝

(১০) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۝

(১১) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۝

(১২) فَكَثُرُوا فِيهَا الْفَسَادِ ۝

(১৩) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝

(১৪) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۝

১. শপথ উম্মার,
২. শপথ দশ রজনীর,
৩. শপথ জোড় ও বেজোড়ের
৪. এবং শপথ রজনীর যখন উহা গত হইতে থাকে—
৫. নিশ্চয় ইহার মধ্যে শপথ রহিয়াছে বোধসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য।
৬. তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রতিপালক কি করিয়াছেন ‘আদ বংশের—
৭. ইরাম গোত্রের প্রতি—যাহারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের?
৮. যাহার সমতুল্য কোন দেশে নির্মিত হয় নাই।
৯. এবং ছামূদের প্রতি? যাহারা উপত্যকায় পাথর কাটিয়া গৃহ নির্মাণ করিয়াছিল;
১০. এবং বহু সৈন্য শিবিরের অধিপতি ফিরআউনের প্রতি?
১১. যাহারা দেশে সীমালংঘন করিয়াছিল?
১২. এবং সেথায় অশান্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল।
১৩. অতঃপর তোমার প্রতিপালক উহাদিগের উপর শাস্তির কশাঘাত হানিলেন।
১৪. তোমার প্রতিপালক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

তাফসীর : আল-ফাজর এর অর্থ বলার অপেক্ষা রাখে না, অর্থাৎ প্রভাত বা উষা। আলী ইব্ন আব্বাস (রা), ইকরিমা মুজাহিদ ও সুন্দী (র) এই অর্থ করিয়াছেন। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, এইখানে ফাজর দ্বারা শুধু কুরবানীর দিবসের প্রভাত অর্থাৎ দশটি রাত্রির শেষ ভাগ। কেহ কেহ বলেন, ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য ফজরের নামায, কাহারো মতে গোটা দিন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও এইরূপ একটি মত পাওয়া যায়।

وَلَيَالٍ عَشْرٍ অর্থ- দশ রাত্রি। ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, যিলহজ্জের দশদিন। ইব্ন আব্বাস (রা) ইব্ন যুবায়র ও মুজাহিদ (র) প্রমুখ এই কথা বলেন।

বুখারী শরীফে আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : “এই দশদিনের অর্থাৎ- যিলহজ্জের দশ দিনের নেক আমল অপেক্ষা অন্য কোন দিনের নেক আমল আল্লাহর নিকট এত প্রিয় নহে।” জিজ্ঞাসা করা হইল, আল্লাহর পথে জিহাদ করাও নয়? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “না, আল্লাহর পথে জিহাদ করাও নয়।” তবে যদি কেহ নিজের জান ও মাল সহ বাহির হইয়া পড়ে; অতঃপর ফিরিয়া না আসে তাহার কথা স্বতন্ত্র।”

কেহ বলেন, দশ দিবস দ্বারা উদ্দেশ্য হইল মুহাররামের প্রথম দশদিন। আবু জাফর ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবু কুদায়না (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, দ্বারা উদ্দেশ্য হইল রমযানের প্রথম দশদিন। তবে প্রথম মতটিই সঠিক।

ইমাম আহমদ (র)..... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “আলোচ্য আয়াতের وَلَيَالٍ عَشْرٍ দ্বারা যিলহজ্জের প্রথম দশদিন الْوَتْرِ দ্বারা আরাফার দিন এবং الشَّفْعِ দ্বারা কুরবানীর দিন উদ্দেশ্য।” وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ

(১) উক্ত হাদীসে এইমাত্র বলা হইয়াছে যে, الشَّفْعِ দ্বারা কুরবানীর এবং الْوَتْرِ দ্বারা আরাফার দিন উদ্দেশ্য। কারণ আরাফার নয় তারীখ বেজোড় এবং কুরবানীর দশ তারিখ জোড় দিবস। ইব্ন আব্বাস (রা) ইকরিমা এবং যাহ্‌হাক (র)-ও এই কথা বলিয়াছেন।

(২) ইব্ন আবু হাতিম (র)..... ওয়াসিল (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ওয়াসিল (র) বলেন, আমি আতা (র)-কে وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, الْوَتْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য কি আমাদের এই বিতর নামায? উত্তরে তিনি বলিলেন, না, তাহা নহে- বরং الْوَتْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য কুরবানীর রাত আর الشَّفْعِ দ্বারা উদ্দেশ্য আরাফার দিন।

(৩) ইব্ন আবু হাতিম (র)..... আবু সাঈদ ইব্ন আউফ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু সাঈদ ইব্ন আউফ (র) বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) এক দিন জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করিতেছিলেন। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, হে আমীরুল মু'মিনীন! الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য কি আমাকে বলিয়া দিন। তিনি বলিলেন, فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا أَثْمَ عَلَيْهِ এই আয়াতে যে দুই দিবসের

কথা বলা হইয়াছে الشُّفْعُ দ্বারা সেই দুই দিবস উদ্দেশ্য। আর الْوَتْرُ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, সেই এক দিবস যাহার কথা وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا أَمَّ عَلَيْهِ এই আয়াতে বলা হইয়াছে।

ইব্ন জুরায়জ (র) বলেন : মুহাম্মদ ইব্ন মুরতাকি আমাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, তিনি ইব্ন যুবায়র (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, الشُّفْعُ দ্বারা উদ্দেশ্য আইয়্যামে তাশরীকের মধ্য দিন আর الْوَتْرُ দ্বারা উদ্দেশ্য শেষ দিন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “আল্লাহ তা‘আলার নিরানব্বইটি নাম আছে। যে ব্যক্তি সেইগুলি মুখস্ত করিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। তিনি জোড় এবং বেজোড়কে ভালবাসেন।”

(৪) হাসান বসরী ও যায়দ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, الشُّفْعُ وَالْوَتْرُ দ্বারা উদ্দেশ্য সৃষ্টিকুল, যাহাতে জোড়ও আছে বেজোড়ও আছে। এই আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা গোটা সৃষ্টির নামে শপথ করিয়াছেন।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি الشُّفْعُ وَالْوَتْرُ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা‘আলা বেজোড় ও এক আর তোমরা জোড়। কেহ কেহ বলেন, الشُّفْعُ অর্থ ফজর নামায় আর الْوَتْرُ অর্থ মাগরিব নামায়।

ইব্ন আবু হাতিম (র)..... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন, الشُّفْعُ অর্থ জোড় এবং الْوَتْرُ দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ তা‘আলা। আবু আব্দুল্লাহ মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আল্লাহ হইলেন বেজোড় আর সমগ্র সৃষ্টি জগত জোড় কেহ পুরুষ, কেহ নারী।

ইব্ন আবু নাজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি الشُّفْعُ وَالْوَتْرُ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা‘আলা যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন সবই জোড়। আসমান-যমীন, নদী-সমুদ্র, জিন-মানুষ ও চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি সবই জোড়।

(৬) কাতাদা (র) হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, الشُّفْعُ وَالْوَتْرُ দ্বারা জোড় ও বেজোড় সংখ্যা উদ্দেশ্য। এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : الشُّفْعُ দ্বারা দুই দিন এবং الْوَتْرُ দ্বারা তৃতীয় দিবস উদ্দেশ্য।

আবুল আলিয়া ও রবী ইব্ন আনাস (র) প্রমুখ বলেন الشُّفْعُ অর্থ জোড় রাকআত বিশিষ্ট নামায় আর الْوَتْرُ অর্থ- বেজোড় রাকআত বিশিষ্ট নামায়।

আব্দুর রায্বাক (র) ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, الشُّفْعُ وَالْوَتْرُ দ্বারা উদ্দেশ্য পাঁচওয়াক্ত ফরয নাময়, যাহার কিছু জোড় ও কিছু বেজোড়।

ইমাম আহমদ (র)..... ইমরান ইব্ন ইসাম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইমরান ইব্ন ইসাম (র) বলেন, বসরার এক প্রবীণ ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করিল যে, ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) -এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, “উহা দ্বারা উদ্দেশ্য জোড় ও বেজোড় নামায।” আরো বিভিন্ন সূত্রেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, ইব্ন জারীর (র) **الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ** -এর এসব কয়টি ব্যাখ্যার কোন একটির প্রতিও দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেন নাই।

“শপথ রজনীর যখন উহা গত হইতে থাকে।” **وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ**

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, **إِذَا يَسْرِ** অর্থ **إِذَا نَهَبَ** অর্থাৎ যখন গত হইয়া যায়। কেহ বলেন, **إِذَا يَسْرِ** অর্থ যখন আগমন করে। যাহ্বাক (র) বলেন, **إِذَا يَسْرِ** অর্থ **إِذَا يَجْرِي** অর্থাৎ যখন চলিতে থাকে। ইকরিমা (র) বলেন, **وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ** দ্বারা উদ্দেশ্য মুযদালিফার রাত্রি। ইব্ন জারীর এবং ইব্ন আব্ব হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্ব হাতিম (র)..... কাছীর ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাছীর ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) বলেন, আমি মুহাম্মদ ইব্ন কার ফুরায়ী (র)-কে **وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ** -এর ব্যাখ্যায় বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, এই আয়াতের অর্থ শপথ রাত্রির যখন উহা অতিবাহিত হইতে থাকে।

অর্থাৎ নিশ্চয় ইহাতে বোধসম্পন্ন ও জ্ঞানীদের জন্য শপথ রহিয়াছে। **حِجْرٍ** অর্থ জ্ঞান, বিবেক বা বুদ্ধি। মানুষের জ্ঞানকে হিজর বলার কারণ হইল এই যে, জ্ঞান মানুষকে অশোভনীয় আচরণ ও উচ্চারণ হইতে বিরত থাকে। এই সূত্রেই কা'বার হাতীমকে হিজরুল বায়ত বলা হয়। কারণ এই হাতিম তাওয়াফকারীকে কা'বার শামী দেয়াল হইতে বিরত রাখে। হিজরুল ইয়ামামও এই সূত্রেই বলা হয়। বাদশাহ কাউকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে এই সূত্রেই আরবরা বলিয়া থাকে **حَجَرَ الْحَاكِمِ عَلَى فُلَانٍ** অর্থাৎ বাদশাহ অমুক ব্যক্তিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

যা হউক, এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন : উপরোক্ত বিষয়গুলিতে বুদ্ধিমানদের জন্য শিক্ষণীয় শপথ রহিয়াছে। কোথাও শপথ করা হইয়াছে বিভিন্ন ইবাদতের আবার কোথাও বা বিভিন্ন ইবাদাতের ওয়াজের। যেমন নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি সেই সব ইবাদত, যাহা দ্বারা আল্লাহর নেক বান্দারা তাঁহার নৈকট্য অর্জন করে এবং তাহার সম্মুখে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

অর্থাৎ তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রতিপালক 'আদ জাতির সহিত কিরূপ আচরণ করিয়াছেন?

ইহারা ছিল সীমালংঘনকারী খোদাদ্রোহী রাসূলদের অবাধ্য ও আসমানী কিতাব অস্বীকারকারী সম্প্রদায়। পরিণামে আল্লাহ তা'আলা ইহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া একেবারে ছারখার করিয়াছিলেন। ইহারা হইল, প্রথম আদ জাতি। অর্থাৎ আদ ইব্ন ইরাম ইব্ন আউস ইব্ন সাম ইব্ন নূহ এর বংশধর। আল্লাহ তা'আলা ইহাদের নিকট হযরত হুদ (আ)-কে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহারা তাঁহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে আল্লাহ তা'আলা হুদ (আ)-কে এবং যাহারা তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে উহাদিগের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া নেন এবং তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেন। ঈমানদারদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য পবিত্র কুরআনের একাধিক স্থানে আল্লাহ তা'আলা এই 'আদ জাতির কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন।

ارْمَ ذَاتِ الْعِمَارِ অর্থাৎ এই জাতিকে ইরাম জাতিও বলা হইত। ইহারা বড় বড় সুউচ্চ প্রাসাদে বসবাস করিত। ইহারা ছিল সেই যুগের সর্বাপেক্ষা বড় দেহবিশিষ্ট ও শক্তির অধিকারী। এই কারণেই হযরত হুদ (আ) উহাদিগকে উপদেশ দিতে গিয়া বলিয়াছিলেন :

وَأَنْذَرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَرَأَيْتُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً
فَأَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔

অর্থাৎ তোমরা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে নূহ (আ)-এর পর স্থলাভিষিক্ত বানাইয়াছিলেন এবং তোমাদিগের দৈহিক প্রশস্ততা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহকে স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا
قُوَّةً۔ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً۔

অর্থাৎ 'আদ জাতি অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, 'আমাদের চেয়ে বড় শক্তিশালী আর আছে কে?' আচ্ছা তাহারা কি জানে না যে, "যে আল্লাহ তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি তাহাদিগ হইতে বেশী শক্তিশালী?" আর এইখানে 'আদ জাতির পরিচয় প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ অর্থাৎ উহারা এমন একটি জাতি ছিল, শক্তি-সামর্থ্য ও দৈহিক গঠনে সেই দেশে উহাদের ন্যায় আর কাউকে সৃষ্টি করা হইয়াছিল না।

মুজাহিদ (র) বলেন : ইরাম, প্রাচীন একটি জাতি অর্থাৎ প্রথম 'আদ। কাতাদা ইব্ন দিমা'আ ও সুদী (র) বলেন : ইরাম হইল, 'আদ জাতির রাজপ্রাসাদ। এই মতটি

বেশী উত্তম ও শক্তিশালী। আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, দীর্ঘ দেহ বিশিষ্ট ছিল বলিয়া উহাদিগকে **ذات العمدة** বলা হইত।

الْبِلَادِ ইব্ন যায়দ (র) বলেন, এইখানে সর্বনামটির সম্পর্ক হইল **العمارة**-এর সহিত অর্থাৎ সেই যুগে উহাদিগের প্রাসাদের ন্যায় কোন প্রাসাদ ছিল না।

কাতাদা ও ইব্ন জারীর (র) বলেন : **القبيلة**-এর সর্বনামের সম্পর্ক হইল **القبيلة**-এর সহিত। অর্থাৎ সেই গোত্রের ন্যায় অন্য কোন গোত্র তৎকালে সেই দেশে সৃষ্টি করা হইয়াছিল না। এই মতটিই সঠিক। ইব্ন যায়দের মতটি দুর্বল। কারণ যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে **لَمْ يَجْعَلْ** বলিয়া **لَمْ يُخْلَقْ** বলা হইত। অর্থাৎ এই কথা বলা হইত যে, উহাদের প্রাসাদের ন্যায় অন্য কোন প্রাসাদ বানানো হয় নাই।

ইব্ন আবু হাতিম (র)..... মিকদাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মিকদাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) **ارم ذات العمارة**-এর ব্যাখ্যায় বলেন : “উহাদের এত শক্তি ছিল যে, উহাদের এক একজন লোক দূর-দূরান্ত হইতে বড় বড় পাথর বহন করিয়া আনিয়া গোত্রের লোকদের উপর নিষ্ক্ষেপ করিত, ফলে সকলেই ধ্বংস হইয়া যাইত।”

কেহ কেহ বলেন, **ارم ذات العمارة** দ্বারা উদ্দেশ্য দামেশক বা ইসকান্দারিয়া শহর। কিন্তু ইহা সঠিক বলিয়া মনে হয় না। কারণ এই সময় ইব্বারাতের সঠিক মর্ম পাওয়া যায় না। কেননা **الخ ارم** হয়ত পূর্ব হইতে বদল বা ‘আতফুল বয়ান। ইহার কোন অবস্থাতেই আলোচ্য অর্থ করা যায় না। দ্বিতীয়ত, এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, এইকথা বলা যে, আদী নামক যেসব লোক আল্লাহর অবাধ্যতা করিয়াছিল, উহাদিগকে ধ্বংস করা হইয়াছে— বিশেষ কোন শহরকে নহে। এই কথাটি আমি এজন্য বলিলাম যে, যেসব মুফাসসির এই আয়াতের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন উহা দ্বারা যেন কেহ প্রতারণিত না হয়। তাহারা বলেন : ইরাম একটি শহরের নাম, যাহার একটি ইট সোনার, একটি ইট রূপার। উহার ঘর-দরজা বাগ-বাগিচা সবই সোনা-রূপার। পাথর হইল, মুক্তার ও হীরার। মাটি হইল মিসক, যা নদী-নালা প্রবাহিত হইতেছে এবং রকমারী ফলমূল উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু উহাতে কোন লোকের বসতি নাই। শহরটি সর্বদা স্থানান্তরিত হইতে থাকে। কখনো শামে, কখনো ইয়ামানে, কখনো ইরাকে, কখনো অন্য কোথাও ইত্যাদি। এসবই বনী ইসরাইলের মনগড়া আজগুবী গল্প। ইব্ন আবু হাতিমও এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এমন সব কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, যাহার কোন ভিত্তি নাই।

وَتَمُودَ الذِّينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ অর্থাৎ আর তুমি কি দেখ নাই ছামূদের প্রতি যাহারা উপত্যকায় পাথর কাটিয়া গৃহ নির্মাণ করিয়াছিল?

وَفِرْعَوْنَ نِي الْأَوْتَابِ আর তুমি কি দেখ নাই বহু সৈন্য শিবিরের অধিপতি ফিরআউনের প্রতি?

ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—৬৩

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন لَا وَتَادُ অর্থ সৈন্য-সামন্ত যাহারা ফিরআউনের ক্ষমতা বহাল রাখিত। ইহাও কথিত আছে যে, কেহ ফিরআউনের অবাধ্যতা করিলে তাহার হাতে পায়ে পেরেক মারিয়া বাঁধিয়া রাখিত। সাঈদ ইব্ন জুবায়র, হাসান ও সুদ্দী (র) এই কথা বলিয়াছেন। সুদ্দী (র) আরো বলেন : ফিরআউন লোকদের পায়ে পেরেক মারিয়া উপর হইতে ভারী পাথর নিক্ষেপ করিত। ইহাতে তাহারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত।

ছাবিত বুনানী (র) আবু রাফি' (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু রাফি (রা) বলেনঃ মুসলমান হওয়ার অপরাধে ফিরআউন তাহার স্ত্রী আছিয়াকে দুই হাতে ও দুই পায়ে পেরেক মারিয়া মাটিতে উপুড় করিয়া শোওয়াইয়া পিঠের উপর বড় পাথরের চাক্কি রাখিয়াছিল। ইহাতেই আছিয়া মরিয়া যায়।

الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ - فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفُسَادَ - فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ -

অর্থাৎ ইহারা পৃথিবীতে অবাধ্যতা ও সীমালংঘন করিয়াছিল এবং ব্যাপক সন্ত্রাস করিয়া জনজীবনে অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছিল। ফলে আল্লাহ তা'আলা উহাদিগের উপর শাস্তির অপ্রতিরোধ্য কষাঘাত হানিয়াছেন।

“তোমার প্রতিপালক সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।”

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : এই আয়াতের অর্থ তোমার প্রতিপালক সকলের সব কথা শ্রবণ করেন ও সবকিছু দেখেন। অর্থাৎ তিনি ম্যানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন এবং প্রত্যেককে নিজ নিজ আমল অনুযায়ী দুনিয়া ও আখিরাতে উপযুক্ত প্রতিফল দিয়া থাকেন। কাহারো প্রতি তিনি বিন্দুমাত্র অবিচার করেন না। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আবু হাতিম (র) একটি অভিনব হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, যাহার সনদে আপত্তি রহিয়াছে। হাদীসটি এই :

ইব্ন আবু হাতিম (র)..... মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : হে মু'আয। ঈমানদারগণ আল্লাহর হাতে বন্দী। হে মু'আয! পুলসিরাত পার না হওয়া পর্যন্ত ঈমানদারের মনে শান্তি আসিতে পারে না। হে মু'আয! কুরআন ঈমানদারদেরকে আগের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা হইতে বিরত রাখিয়াছে। যাহাতে তাহারা ধ্বংস হইয়া না যায়। সুতরাং কুরআন তাহার পথ প্রদর্শক, খোদাভীতি তাহার দলিল, আগ্রহ তাহার বাহন, নামায তাহার আশ্রয়, রোযা তাহার ঢাল, সাদকা তাহার মুক্তি, সততা তাহার আমীর, লজ্জা তাহার মন্ত্রী এবং এত কিছুর পরও তাহার প্রতিপালক তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

ইব্ন আবু হাতিম (র) বলেন, এই হাদীসের রাবী ইউনুস হায্যা ও আবু হামযা অজ্ঞাত পরিচয়।

ইবন আবু হাতিম (র)..... ইবন আব্দুল কালায়ী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্দুল কালায়ী (র) একদিন ওয়াজ করিতে গিয়া বলিয়াছেন : লোক সকল! জাহান্নামের সাতটি পুল আছে। সব কয়টির উপরে পুলসিরাত অবস্থিত। প্রথম পুলের কাছে লোকদিগকে থামাইয়া নামাযের হিসাব নেওয়া হইবে। ইহাতে একদল মানুষ ধ্বংস হইয়া যাইবে, একদল মুক্তি পাইবে। দ্বিতীয় পুলের কাছে পৌঁছিলে এই মুক্তি প্রাপ্তদের নিকট হইতে আমানতের হিসাব নেওয়া হইবে। ইহাতে কিছু লোক মুক্তি পাইবে ও কিছু লোক ধ্বংস হইয়া যাইবে। অতঃপর তৃতীয় পুলের নিকট পৌঁছিলে আত্মীয়তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। ইহাতেও একদল মুক্তি লাভ করিবে এবং একদল ধ্বংস হইয়া যাইবে। আত্মীয়তা সম্পর্ক তখন বলিবে, “হে আল্লাহ! যে আমাকে বজায় রাখিয়াছে; তুমি তাহাকে বজায় রাখ আর যে আমাকে ছিন্ন করিয়াছে তুমি তাহাকে ছিন্ন কর।” তিনি বলেন, **إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَاتِ** -এ এই কথাগুলিই বলা হইয়াছে।

(১০) **فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ ۖ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۝**

(১১) **وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۖ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۝**

(১২) **كَلَّا بَلْ لَأَتَّكِرُمُونَ الْيَتِيمَ ۝**

(১৩) **وَلَا تَحْضُونَنَا عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝**

(১৪) **وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْلًا لُّبًّا ۝**

(১৫) **وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَنًّا ۝**

১৫. মানুষ তো এইরূপ যে, তাহার প্রতিপালক যখন তাহাকে পরীক্ষা করেন সম্মান ও অনুগ্রহ দান করিয়া, তখন সে বলে, ‘আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন।’

১৬. এবং যখন তাহাকে পরীক্ষা করেন তাহার রিয়ক সংকুচিত করিয়া, তখন সে বলে, ‘আমার প্রতিপালক আমাকে হীন করিয়াছেন।’

১৭. না, কখনই নহে। বস্তুত তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না,

১৮. এবং তোমরা অভাবগ্রস্তদিগকে খাদ্য দানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না,

১৯. এবং তোমরা উত্তরাধিকারীদিগের প্রাপ্ত সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করিয়া ফেল,

২০. এবং তোমরা ধন-সম্পদ অতিশয় ভালবাস।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, মানুষ এমন যে, পরীক্ষা করার জন্য যদি উহাদিগকে স্বচ্ছল জীবিকা দান করা হয়, তো তাহারা মনে করিয়া বসে যে, আল্লাহ তাহাদেরকে সম্মান করিল। কিন্তু মূলত উহা সম্মান নয়-পরীক্ষা। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِينٍ - نُسَارِعُ لَهُمْ فِي
الْخَيْرَاتِ بَلْ لَّا يَشْعُرُونَ -

অর্থাৎ ধন ও জনবলে সমৃদ্ধ হওয়াকে মানুষ সর্বোতভাবে কল্যাণের অগ্রগতি মনে করে। মূলত তাহারা আসল রহস্য উপলব্ধি করিতে পারে না।

তদ্রূপ অপরদিকে যদি পরীক্ষামূলকভাবে জীবিকায় সংকট সৃষ্টি করেন, তখন সে মনে করে যে, উহা তাহার জন্য একটি অপমান। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : ۙرُكَّ অর্থাৎ এই দুইটি বিষয়ের কোনটির ব্যাপারেই মানুষের ধারণা সঠিক নহে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রিয়-অপ্রিয় সকলকেই সম্পদ দান করেন এবং প্রিয়-অপ্রিয় সকলকেই জীবিকার সংকটে ফেলিয়া থাকেন। স্বচ্ছলতা ও স্বস্বচ্ছলতা উভয় অবস্থাতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি নির্ভর করে তাহার আনুগত্যের উপর। ধনী হইয়া যে আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে সেও আল্লাহর প্রিয় এবং গরীব হইয়া যে ধৈর্যধারণ করিবে সেও আল্লাহর প্রিয়।

অর্থাৎ বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না। অর্থাৎ প্রকারান্তরে এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইয়াতীমদের সম্মান করিবার আদেশ করিয়াছেন।

আব্দুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “মুসলিম সমাজের সর্বাঙ্গের উত্তম ঘর হইল সেই ঘর, যাহাতে ইয়াতীম আছে এবং তাহার প্রতি সদয় আচরণ করা হয় আর সর্বাঙ্গের নিকৃষ্ট ঘর হইল সেই ঘর, যাহাতে ইয়াতীম আছে কিন্তু তাহার সহিত দুর্ব্যবহার করা হয়। অতঃপর তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, আমি এবং ইয়াতীম লালন-পালনকারী জান্নাতে এইভাবে থাকিব।”

আবু দাউদ (র)..... সাহল ইব্ন সা'দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাহল ইব্ন সা'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, “আমি এবং ইয়াতীম লালন-পালনকারী জান্নাতে এই দুই অঙ্গুলির ন্যায় একত্রে বসবাস করিব।” এই বলিয়া তিনি মধ্যমা ও শাহাদাত অঙ্গুলিদ্বয়কে একত্রিত করিয়া দেখান।

অর্থাৎ তাহারা গরীব-মিসকীনের প্রতি অনুগ্রহ করিতে নির্দেশ করে না এবং একে অপরকে এই কাজে উৎসাহিত করে না।

وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْلًا لِّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

আর তাহারা হালাল-হারাম বাছ-বিচার না করিয়া যেভাবে পায় সেভাবেই মীরাছের সম্পদ ভোগ করে এবং ধন-সম্পদকে অতিশয় ভালোবাসে !

(২১) كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝

(২২) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝

(২৩) وَجِئْنَا بِيَوْمٍ مَّيِّدٍ بِجَهَنَّمَ لَا يَوْمَ مَيِّدٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ۝

(২৪) يَقُولُ يَلِيَّتَنِي قَدَمْتُ لِحَيَاتِي ۝

(২৫) فَيَوْمَ مَيِّدٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَةَ أَحَدٍ ۝

(২৬) وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ۝

(২৭) يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝

(২৮) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝

(২৯) فَأَدْخِلِي فِي عِبْدِي ۝

(৩০) وَأَدْخِلِي جَنَّتِي ۝

২১. ইহা সঙ্গত নহে। পৃথিবীকে যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইবে,

২২. এবং যখন তোমার প্রতিপালক উপস্থিত হইবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফেরেশতাগণও,

২৩. সেইদিন জাহান্নামকে আনা হইবে এবং সেইদিন মানুষ উপলব্ধি করিবে; কিন্তু এই উপলব্ধি তাহার কী কাজে আসিবে?

২৪. সে বলিবে, 'হায়! আমার এই জীবনের জন্য যদি আমি কিছু অগ্রিম পাঠাইতাম?'

২৫. সেইদিন তাঁহার শাস্তির মত শাস্তি কেহ দিতে পারিবে না,

২৬. এবং তাঁহার বন্ধনের মত বন্ধন কেহ করিতে পারিবে না।

২৭. হে প্রশান্ত চিত্ত!

২৮. তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়া আইস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হইয়া,

২৯. আমার বান্দাদিগের অন্তর্ভুক্ত হও,

৩০. এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

তাফসীর : কিয়ামত দিবসে ভয়াবহ ঘটনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন : **أَلَا ذُكَّتِ الْأَرْضُ ذَكَا ذَكَا** অর্থাৎ নিঃসন্দেহে সেইদিন পৃথিবীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া সমতল করা হইবে, পর্বতমালাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হইবে এবং মানুষ কবর হইতে উঠিয়া আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হইবে।

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির মাঝে মীমাংসা করিবার জন্য উপস্থিত হইবেন এবং ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া যাইবে।

সমস্ত মানুষ একে একে সকল নবীর কাছে সুপারিশের আবেদন করিয়া ব্যর্থ হইয়া অবশেষে যখন তাহারা মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট সুপারিশের জন্য দরখাস্ত করিবে ইহা উহার পরের ঘটনা। মহানবী (সা) সুপারিশের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার পর আল্লাহ তা'আলা বিচারকের আসনে উপস্থিত হইবেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর নিকট উম্মতের জন্য সুপারিশ করিতে আরম্ভ করিবেন। উহাই হইবে মাকামে মাহমূদে অনুষ্ঠিতব্য প্রথম সুপারিশ।

وَجِئْ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ “সেইদিন জাহান্নামকে আনা হইবে।”

ইমাম মুসলিম (র)..... আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে সামনে আনা হইবে। উহার সত্তর হাজার লাগাম থাকিবে। প্রতিটি লাগামের সহিত সত্তর হাজার ফেরেশতা থাকিবে। উহারা সেই লাগাম ধরিয়া টানিয়া জাহান্নামকে সকলের সামনে উপস্থিত করিবে।”

يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى অর্থাৎ সেইদিন মানুষ নতুন-পুরাতন যাবতীয় কর্মের কথা স্মরণ করিবে। কিন্তু সেই স্মরণ উহাদের কোন উপকারে আসিবে না।

يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي অর্থাৎ সেইদিন মানুষ মন্দ কাজের জন্য পস্তাইতে থাকিবে, নেক কাজ না করার জন্য বা কম করার জন্য আফসোস করিবে ও অনুতাপ প্রকাশ করিবে।

ইমাম আহমদ (র)..... মুহাম্মদ ইব্ন আমরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন আমরা (রা) বলেন, কেহ যদি জন্মের পর হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সিজদায় পড়িয়া থাকে এবং আল্লাহর আনুগত্য করিতে থাকে, তবুও কিয়ামতের দিন সে তাহার এই ইবাদতকে তুচ্ছ মনে করিবে এবং দুনিয়াতে ফিরিয়া আসিয়া নেককাজ করিয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدًا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدًا

আল্লাহ্ তা'আলার ন্যায় কেহ কঠিন শাস্তি দিতে পারিবে যাহা তিনি তাঁহার নাফরমান বান্দাদেরকে প্রদান করিবেন এবং কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাদের মাধ্যমে কাফিরদিগকে যেভাবে শৃংখলাবদ্ধ করিবেন তদ্রূপ অন্য কাহারো পক্ষে সম্ভব হইবে না। তবে পূত-পবিত্র ও প্রশান্তচিত্ত লোকদের কোন চিন্তা থাকিবে না। তাহাদিগকে বলা হইবে :

يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

হে প্রশান্ত চিত্ত! সন্তুষ্ট ও সন্তোষজনক হইয়া তোমার প্রতিপালকের প্রতি ফিরিয়া আইস।

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَأَدْخُلِي جَنَّتِي

আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। উল্লেখ্য যে, এই কথাটি আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদেরকে মৃত্যুর সময় এবং কিয়ামতের দিন বলা হইবে। এই আয়াতটি কাহার সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে, সেই ব্যাপারে মুফাসসিরদের বিভিন্ন মত রহিয়াছে। যেমন-যাহ্‌হাক (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতটি হযরত উসমান (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। বুয়ায়দা ইব্ন হুসাইব (রা) হইতে বর্ণিত যে, এই আয়াতটি হামযা ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন প্রশান্ত আত্মাদেরকে এই কথা বলা হইবে। ইকরিমা এবং কালবীও এইরূপ কথা বলিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র)-ও এই ইহা পছন্দ করিয়াছেন। তবে প্রথম মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। কারণ অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَإِن مَّرَدْنَا إِلَى اللَّهِ

তাহাদিগকে তাহাদিগের সত্য মাওলার দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে। আল্লাহ্র নিকটই আমাদের প্রত্যাবর্তন।

ইব্ন আবু হাতিম (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এই আয়াতটি নাযিল হইবার সময় আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইহা কত সুন্দর কথা! উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, “শুন! এই কথাটি তোমাকেও বলা হইবে।”

ইব্ন আবু হাতিম (র)..... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে একদিন আমি بِأَيَّتِهَا النَّفْسُ الخ এই আয়াতটি পাঠ করিলে শুনিয়া হযরত আবু বকর (রা) বলিলেন : ইহা

কত সুন্দর কথা! উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বলিলেন : “মৃত্যুর সময় তোমাকেও এই কথা বলা হইবে।”

ইব্ন আবু হাতিম (র)..... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) তায়েফ নগরীতে মৃত্যুবরণ করার পর অভিনব আকৃতির একটি পাখি আসিয়া তাঁহার লাশের মধ্যে ঢুকিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। লাশ কবরে দাফন করিবার পর কবরের এক কোন হইতে **يَأْتِيهَا النَّفْسُ** الخ। এই আয়াতটি তিলাওয়াত শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পাঠকারী কে তাহা জানিতে পারা যায় নাই।

কুবাছ ইব্ন রযীন (র) আবু হাশিম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমরা কতিপয় মুসলমান একবার রুমদের হাতে বন্দী হই। বাদশাহ আমাদেরকে দরবারে ডাকাইয়া বলিল, হয় আমার খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ কর, অন্যথায় তোমাদের মস্তক উড়াইয়া দেওয়া হইবে। ইহাতে আমাদের তিনজন মুরতাদ হইয়া যায়। কিন্তু চতুর্থজন ধর্মত্যাগ করার ব্যাপারে অস্বীকার করায় তাহার মস্তক ছিন্ন করিয়া উহা সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। সমুদ্রে নিক্ষেপ করার পর মাথাটা প্রথমে পানিতে ডুবিয়া যায় এবং কিছুক্ষণ পর পানির উপর ভাসিয়া উঠিয়া দীন ত্যাগকারী তিনজনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উহাদিগের নাম উল্লেখ করিয়া বলিল, হে অমুক! হে অমুক! হে অমুক! আল্লাহ্ তা‘আলা কুরআনে বলিয়াছেন : **يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ** الخ অতঃপর মাথাটা আবার ডুবিয়া যায়। বর্ণনাকারী বলেন : এই ঘটনা দেখিয়া খ্রিস্টানগণ মুসলমান হইয়া যায় এবং মুরতাদ হইয়া যাওয়া তিন ব্যক্তি পুনরায় মুসলমান হইয়া যায়। অতঃপর খলিফা আবু জাফর মানসূরের পণের বিনিময়ে আমরা মুক্তি লাভ করি।

ইব্ন আসাকির (র)..... আবু উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক ব্যক্তিকে বলিলেন : তুমি আল্লাহ্র নিকট এই দু‘আ কর :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَفْسًا بِكَ مُطْمَئِنَّةٌ تُوْمِنُ بِلِقَائِكَ وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ۔

অর্থাৎ ‘হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে এমন চিত্ত দান কর যাহা তোমার সাক্ষাতে বিশ্বাসী করিবে, তোমার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকিবে এবং তোমার দানে তৃপ্ত থাকিবে।’

সূরা বালাদ

২০ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

- (১) لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝
(২) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝
(৩) وَوَالِدٍ وَمَا وَكَدَ ۝
(৪) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۝
(৫) أَيْحَسِبُ أَنْ كُنَّ يَاقِدًا رَعِيهٖ أَحَدٌ ۝
(৬) يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا ۝
(৭) أَيْحَسِبُ أَنْ لَّمْ يَرَكْ أَحَدٌ ۝
(৮) أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۝
(৯) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝
(১০) وَهَدَيْنَاهُ الرَّجْدَيْنِ ۝

১. শপথ করিতেছি এই নগরের,
২. আর তুমি এই নগরের অধিবাসী,
৩. শপথ জন্মদাতার ও যাহা সে জন্ম দিয়াছে।
৪. মানুষকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি ক্লেশের মধ্যে।

৫. সে কি মনে করে যে, কখনও তাহার উপর কেহ ক্ষমতাবান হইবে না ?
৬. সে বলে, 'আমি প্রচুর অর্থ নিঃশেষ করিয়াছি।'
৭. সে কি মনে করে যে, তাহাকে কেহ দেখে নাই ?
৮. আমি কি তাহার জন্য সৃষ্টি করি নাই দুই চক্ষু ?
৯. আর জিহ্বা ও দুই ওষ্ঠ ?
১০. এবং তাহাকে দুইটি পথ দেখাই নাই ?

তাফসীর : খুসাইফ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন, لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ﷻ দ্বারা কাফিরদের উক্তি প্রত্যখ্যান করিয়া অতঃপর মক্কা নগরীর শপথ করিয়াছেন। শাবীব ইবন বিশ্বর (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন : আলোচ্য আয়াতে নগরী দ্বারা উদ্দেশ্য হইল মক্কা।

وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! ভবিষ্যতে কোন এক সময় এই নগরীতে যুদ্ধ করা আপনার জন্য বৈধ হইবে। আবু সাঈদ ইবন জুবায়র, আবু সালিহ, আতিয়্যা, যাহ্বাক, কাতাদা, সুদী এবং ইবন য়ায়েদ (র) হইতেও এইরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে।

মুজাহিদ (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, আপনি এখানে যাহা করিবেন, আপনার জন্য তাহাই বৈধ। কাতাদা (র) বলেন, এই নগরীতে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা আপনার কোন অপরাধ নহে। হাসান বসরী (র) বলেন : কোন একদিনের কিছু সময়ের জন্য আল্লাহ তা'আলা মক্কা নগরকে মুহাম্মদ (সা)-এর জন্য যুদ্ধ বৈধ করিয়াছিলেন।

হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : আসমান-যমীন সৃষ্টির সময় হইতেই আল্লাহ তা'আলা এই মক্কা নগরীকে সম্মানিত করিয়াছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত ইহার সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ইহার বৃক্ষ কাটা যাইবে না এবং ইহার কাঁটা ছেঁড়াও যাইবে না। আল্লাহ একদিনের কিছু সময়ের জন্য আমার জন্য ইহাকে বৈধ করিয়াছিলেন। পুনরায় ইহার মর্যাদা ফিরিয়া আসিয়াছে। ফলে বিগত দিনের ন্যায় আজও ইহা মর্যাদাসম্পন্ন। শুন, উপস্থিত লোকদের উচিত অনুপস্থিতদের নিকট আমার বাণী পৌছাইয়া দেওয়া। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, কেহ যদি আল্লাহর রাসূলের যুদ্ধের সূত্র ধরে এইখানে যুদ্ধ-বিগ্রহ বৈধ প্রমাণ করিতে চাহে, তাহাকে তোমরা বলিয়া দিও যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলকেই কেবল অনুমতি দিয়াছিলেন, তোমাদেরকে নহে।

وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ইবন জারীর (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : الْوَالِدُ অর্থ যাহার সন্তান হয় আর مَا وَلَدَ অর্থ যাহার সন্তান হয় না। ইকরিমা (র) বলেন, الْوَالِدُ অর্থ যাহার সন্তান হয় না আর مَا وَلَدَ অর্থ যাহার সন্তান হয়।

মুজাহিদ, আবু সালিহ, কাতাদা, যাহ্‌হাক, সুফিয়ান ছাওরী, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, সুদী, হাসান বসরী, খুযাইফ ও শুরাহবীল (র) প্রমুখ বলেন : **الوالد** দ্বারা উদ্দেশ্য আদম (আ) আর **مَوْلِد** দ্বারা উদ্দেশ্য সমস্ত বনী আদম। এই ব্যাখ্যাটিই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সঙ্গত। কারণ প্রথমে আল্লাহ তা'আলা মক্কার শপথ করিয়াছেন। যাহা সমস্ত নগরী ও বাসস্থানের মা। আর এই আয়াতে শপথ করিয়াছেন উহার সকলের পিতা আদম (আ) ও তাঁহার সন্তানদের। আবু ইমরান আল জওনী (র) বলেন : **والد** দ্বারা উদ্দেশ্য ইব্রাহীম (আ) আর **مَوْلِد** দ্বারা উদ্দেশ্য তাঁহার বংশধর। ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবু হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইব্ন জারীরের পছন্দনীয় মত হইল, এই আয়াত দ্বারা ব্যাপকভাবে সকল পিতা ও সকল সন্তানই উদ্দেশ্য। এই ব্যাখ্যাটিও ফেলিয়া দেওয়ার মত নহে।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ইব্ন মাসউদ ও ইব্ন আব্বাস (রা) এবং ইকরিমা, মুজাহিদ, খায়ছামা ও যাহ্‌হাক (র) প্রমুখ বলেন : আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল মানুষকে আমি অত্যন্ত সুঠাম, সুদেহী ও ঠিকঠাক করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি। মায়ের পেটে থাকিতেই আমি এইরূপ করিয়া থাকি। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ

অর্থাৎ হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্পর্কে বিভ্রান্ত করিল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম ও সুসমঞ্জস করিয়াছেন, সেই আকৃতিতে চাহিয়াছেন, তিনি তোমাকে গঠন করিয়াছেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ অর্থাৎ আমি তো সৃষ্টি করিয়াছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে।

ইব্ন আবু নাজীহ, জুরায়জ ও আতা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : এই আয়াতের অর্থ, আমি মানুষকে শক্তিশালী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন : আয়াতের অর্থ আমি মানুষকে ক্লেশ ও জীবিকা উপার্জনের মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছি। কাতাদা (র) বলেন : আমি মানুষকে ক্লেশের মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছি।

ইব্ন আবু হাতিম (র) আব্দুল হামীদ ইব্ন জাফর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল হামীদ ইব্ন জাফর (র) বলেন : মুহাম্মদ ইব্ন আলী জাফর বাকির (র) জনৈক আনসারীকে **لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ** -এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে বলিলেন :

এই আয়াতের অর্থ হইল, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সুঠাম ও সুদেহী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আবু জাফর (র) এই ব্যাখ্যাটি অস্বীকার করেন নাই।

হাসান বসরী (র) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : মানুষ একদিকে দুনিয়ার জন্য ক্লেস ভোগ করে অপরদিকে আখিরাতের জন্য কষ্ট করে। ইবন জারীরের মতে كِبَدٌ দ্বারা ক্লেস উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ক্লেসের মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন।

أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يُقَدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী (র) বলেন : মানুষ কি মনে করে যে, তাহার সম্পদ ছিনাইয়া নেওয়ার শক্তি কাহারো নাই ?

কাতাদা (র) বলেন, মানুষ মনে করে তাহাদের এই সম্পদ সম্পর্কে কেহই এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে না যে, তুমি ইহা কোথা হইতে উপার্জন করিয়াছ এবং কোথায় ব্যয় করিয়াছ ?

يَقُولُ أَهْلَكَتُمْ مَالًا لُبَدًا অর্থাৎ মানুষ বলে, আমি প্রচুর সম্পদ নিঃশেষ করিয়াছি। মুজাহিদ, হাসান, কাতাদা ও সুদী (র) প্রমুখ এই অর্থ করিয়াছেন।

أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ মুজাহিদ (র) বলেন : মানুষ কি মনে করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে দেখে নাই? পূর্বসূরী অনেক মুফাসসিরই এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ অর্থাৎ আমি কি মানুষকে দেখিবার জন্য দুইটি চোখ, মনে কথা ব্যক্ত করিবার জন্য জিহ্বা এবং দুইটি ওষ্ঠ দান করি নাই, যাহা দ্বারা কথা বলার ও পানাহারে সুবিধা হয় এবং মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

হাফিজ ইবন আসাকির (র) আবু রবী দামেশকীর জীবনীতে মাকহুল (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মাকহুল (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন : “হে আদম সন্তান! আমি তোমাদেরকে বড় বড় এত নিয়ামত দান করিয়াছি যাহা তোমরা গুণিয়া শেষ করিতে পারিবে না এবং যাহার তোমরা যথাযথ কৃতজ্ঞতা আদায় করিতে পারিবে না। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি নিয়ামত হইল, আমি তোমাদেরকে দুইটি চক্ষু দান করিয়াছি যদ্বারা তোমরা দেখ আবার উহার উপর আবরণ দান করিয়াছি। অতএব আমি তোমাদের জন্য র্যাহা বৈধ করিয়াছি দুই চক্ষু দ্বারা উহা দেখ। আর আমি যাহা তোমাদের জন্য হারাম করিয়াছি যদি উহা চোখের সামনে পড়িয়া বসে তাহা হইলে পর্দা দ্বারা চোখ ঢাকিয়া ফেল। আমি তোমাদেরকে কথা বলিবার জন্য রসনা দিয়াছি এবং উহার গেলাফ দান করিয়াছি। সুতরাং আমি তোমাদেরকে যে কথা বলিবার আদেশ ও অনুমতি দিয়াছি কেবল তাহাই বল আর যাহা বলিতে নিষেধ করিয়াছি তাহা বলিতে বিরত থাক। আমি তোমাদেরকে যৌনাঙ্গ দান করিয়াছি। অনুমোদিত পন্থায় তোমরা উহা ব্যবহার কর আর নিষিদ্ধ পন্থায় উহা দ্বারা ঢাকিয়া রাখ। হে আদম সন্তান! আমার রোষ ও শাস্তি সহ্য করিবার ক্ষমতা তোমাদের নাই।

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۝ অর্থাৎ আমি কি মানুষকে দুইটি পথ দেখাই নাই ?

সুফিয়ান সাওরী (র) ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, দুইটি পথ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, ভালো ও মন্দ পথ। আলী ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ, ইকরিমা (র) প্রমুখ ইহাই বলিয়াছেন।

ইব্ন ওহাব (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “মানুষের জন্য ভালো ও মন্দ দুইটি পথ রহিয়াছে, কেন তোমরা ভালো পথ ত্যাগ করিয়া মন্দ পথে চল ?” এই হাদীসটি খুবই দুর্বল।

(১১) فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝

(১২) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝

(১৩) فَكَرَبَةٌ ۝

(১৪) أَوْ اطْعَمْتُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۝

(১৫) يَتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝

(১৬) أَوْ مَسْكِيْنَا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝

(১৭) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝

(১৮) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝

(১৯) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝

(২০) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ۝

১১. সে তো বন্ধুর গিরিপথ অবলম্বন করে নাই।

১২. তুমি কী জান— বন্ধুর গিরিপথ কী ?

১৩. ইহা হইতেছে : দাসমুক্তি

১৪. অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে আহাৰ্য দান—

১৫. ইয়াতীম আত্মীয়কে,

১৬. অথবা দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত নিঃস্বকে,

১৭. তদুপরি অন্তর্ভুক্ত হওয়া মু'মিনদিগের এবং তাহাদিগের যাহারা পরস্পরকে উপদেশ দেয়, ধৈর্য ধারণের ও দয়া দাক্ষিণ্যের;

১৮. ইহারাই সৌভাগ্যশালী।

১৯. এবং যাহারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, উহারাই হতভাগ্য।

২০. উহারা হইবে অগ্নি-পরিবেষ্টিত।

তাফসীর : ইব্ন জারীর (র) ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, فَلَا أَقْتَحَمَ الْعُقَبَةَ এই আয়াতে مَا دَخَلَ أَرْتَحَمَ অর্থ প্রবেশ করে নাই আর الْعُقَبَةَ দ্বারা উদ্দেশ্য জাহান্নামের একটি পর্বত।

কা'ব আল-আহবার (র) বলেন : আকাবা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, জাহান্নামে অবস্থিত সত্তরটি স্তর বিশিষ্ট পর্বত। হাসান বসরী (র) বলেন : জাহান্নামের গিরিপথ। কাতাদা (র) বলেন : ইহা একটি বন্ধুর ও দুর্গম গিরিপথ। আল্লাহর আনুগত্য করিয়া তোমরা উহা অতিক্রম কর। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সেই আকাবা অতিক্রমের পদ্ধতি সম্পর্কে বলিতেছেন :

فَكَ رَقَبَةً أَوْ أَطْعَمُ فِي يَوْمٍ نَبِيٍّ مَسْغَبَةً অর্থাৎ দাস মুক্ত করা এবং আল্লাহর নামে আহার করানো।

ইমাম আহমদ (র) সাঈদ ইব্ন মারজানা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন মারজানা (র) আবু হুরায়রা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “কেহ কোন ঈমানদার গোলামকে মুক্ত করিয়া দিলে আল্লাহ তা'আলা উহার এক একটি অংগের বিনিময়ে তাহার এক একটি অংগকে জাহান্নাম হইতে মুক্ত করিয়া দেন। এই ভাবে হাতের বিনিময়ে তাহার হাত, পায়ের বিনিময়ে পা ও যৌনাঙ্গের বিনিময়ে যৌনাঙ্গ জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে।” আলী ইব্ন হুসায়ন (র) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি সত্যি আবু হুরায়রা (রা) হইতে ইহা শুনিয়াছ? সাঈদ (র) বলিলেন, হ্যাঁ, শুনিয়াছি। অতঃপর আলী ইব্ন হুসায়ন (র) স্বীয় এক গোলামকে বলিলেন, মুতাররাফকে আমার কাছে ডাকিয়া আন। মুতাররাফ তাহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলে তিনি বলিলেন : যাও, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমি তোমাকে আযাদ করিয়া দিলাম। ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী এবং নাসায়ী ও সাঈদ ইব্ন মারজানা (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। মুসলিমের বর্ণনা মতে আলী ইব্ন হুসায়ন (র) যাহাকে আযাদ করিয়াছিলেন, তিনি হইলেন যয়নুল আবেদীন। আলী ইব্ন হুসায়ন (র) তাহাকে দশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করিয়াছিলেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : কোন মুসলমান পুরুষ যদি কোন মুসলমান গোলামকে আযাদ করিয়া দেয়; তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা সেই আযাদকৃত গোলামের এক একটি হাড়ের বিনিময়ে তাহার এক একটি হাড়কে জাহান্নাম হইতে মুক্ত করিয়া দেন। আর কোন মুসলিম নারী কোন মুসলিম দাসীকে আযাদ করিয়া দেয়, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা তাহার এক একটি হাড়ের বিনিময়ে তাহার এক একটি হাড়কে জাহান্নামের অগ্নি হইতে মুক্ত করিয়া দেন।

ইমাম আহমদ (র)..... আমার ইব্ন আবাসা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমার ইব্ন আবাসা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : “আল্লাহর নাম স্মরণ করিবার জন্য কেহ একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়া দিলে আল্লাহ তা’আলা জান্নাতে তাহার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করিয়া রাখেন। কেহ একজন মুসলমান দাসীকে আযাদ করিলে উহার উসিলায় তাহাকে জাহান্নাম হইতে মুক্তি দেওয়া হয় এবং কেহ ইসলামের অবস্থায় বৃদ্ধ হইয়া কেশ সাদা হইয়া গেলে কিয়ামতের দিন উহা তাহার জন্য নূর হইয়া যায়।”

অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : কেহ কোন মুসলিম দাসীকে আযাদ করিয়া দিলে তাহার এক একটি অংগের বিনিময়ে আল্লাহ তা’আলা আযাদকারীর এক একটি অংগকে জাহান্নাম হইতে মুক্ত করিয়া দেন। কেহ আল্লাহর পথে বৃদ্ধ হইয়া কেশ সাদা হইয়া গেলে কিয়ামতের দিন উহা তাহার জন্য নূরের রূপ ধারণ করে এবং কোন ব্যক্তি শত্রুর গায়ে তীর ছুঁড়িয়া লক্ষ্য অর্জন করিল বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল, ইহাতে সে বনী ইসমাইলের একজন দাস মুক্তির সওয়াব পাইবে।

ইমাম আহমদ (র)..... আমার ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমার ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : কোন মুসলমানের তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া বালেগ হওয়ার পূর্বেই যদি মারা যায়, তাহা হইলে আল্লাহ তা’আলা তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন, কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে বার্ষিক্যে উপনীত হইয়া কেশ সাদা হইলে কিয়ামতের দিন উহা তাহার জন্য নূরের রূপ ধারণ করিবে। কেহ শত্রুর গায়ে তীর নিক্ষেপ করিলে লক্ষ্য অর্জিত হোক বা না হোক উহার উসিলায় তাহাকে একটি দাস মুক্তির সওয়াব দেওয়া হইবে।

কেহ কোন ঈমানদার দাসীকে মুক্ত করিয়া দিলে উহার প্রতিটি অংগের বিনিময়ে তাহাকে জাহান্নাম হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে এক জোড়া বস্ত্র দান করিবে, আল্লাহ তা’আলা তাহার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলিয়া দিবেন। উহার যে দরজা দিয়া ইচ্ছা সে প্রবেশ করিতে পারিবে।

ইমাম আহমদ (র)..... উকবা ইব্ন আমির জুহানী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্ন আমির জুহানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “যে ব্যক্তি একজন মুসলিম দাসীকে আযাদ করিয়া দিবে উহার উসিলায় তাহাকে জাহান্নাম হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে।”

ইমাম আহমদ (র)..... বারা ইব্ন আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বারা ইব্ন আযিব (রা) বলেন, এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি অমল বাতাইয়া দিন যাহাতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারি। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “তুমি তো অল্প কথায় অনেক বড় প্রশ্ন করিয়া বসিয়াছ! আচ্ছা, তুমি গোলাম আযাদ কর আর দাস মুক্ত কর।”

লোকটি বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! এই দুইটি কাজ কি একই জিনিস নয় কি? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : “না এক নহে— প্রথমটির অর্থ হইল তোমার একাই একটি গোলাম আযাদ করিয়া দেওয়া আর দ্বিতীয়টি হইল, গোলাম আযাদ করার ব্যাপারে সহযোগিতা করা, গরীব-মিসকীনকে দুধ পান করার জন্য গাভী দান করা ও অত্যাচারী আত্মীয়ের সহিত সুসম্পর্ক বজায় রাখা। এইগুলি যদি না পার তো ক্ষুধার্তকে আহার দান কর; পিপাসার্তকে পানি পান করাও, সৎ কাজের আদেশ কর ও অসৎ কাজ করিতে নিষেধ কর। যদি ইহাও না পার তাহা হইলে ভালো ছাড়া কোন কথা বলিও না।”

اَوْ اَطْعَمُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : ذِي مَسْغَبَةٍ অর্থ : نِي مَجَاعَةٍ অর্থাৎ ক্ষুধার্ত। ইকরিমা, মুজাহিদ, যাহ্বাক এবং কাতাদা (র) প্রমুখ এইরূপ বলিয়াছেন যে, السغب অর্থ ক্ষুধা।

يَتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ অর্থাৎ আত্মীয় ইয়াতীমকে এইরূপ খাবার দান কর। ذَا مَقْرَبَةٍ অর্থ ذَا قَرَابَةٍ مِنْهُ অর্থাৎ আত্মীয়। ইব্ন আব্বাস (রা) ইকরিমা, হাসান এবং সুদ্দী (র) এই অর্থ করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)..... সালমান ইব্ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সালমান (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, মিসকীনকে দান করিলে এক গুণ সওয়াব পাওয়া যায় আর আত্মীয়কে দান করিলে সওয়াব পাওয়া যায় দুই গুণ। এক গুণ দানের আরেক গুণ আত্মীয়তা বজায় রাখার।” ইমাম তিরমিযী এবং নাসায়ীও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ “অথবা আহার দান কর দারিদ্র্য নিষ্পেষিত মিসকীনকে।”

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : ذَا مَتْرَبَةٍ অর্থ পথে পড়িয়া থাকা এমন ব্যক্তি যাহার কোন সহায় নাই। ইব্ন আব্ব হাতিম (র) বলেন ذَا مَتْرَبَةٍ অর্থ মুসাফির। ইকরিমা (র) বলেন : ঋণগ্রস্ত অসহায় দরিদ্র। সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন : যাহার কেহ নাই।

اَوْ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا অর্থাৎ এইসব সুন্দর ও পবিত্র গুণাবলীর সাথে সাথে অন্য ঈমানদার এবং আল্লাহর নিকট প্রতিদান লাভের আশাবাদী। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ أَرَادَ الْاٰجِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولٰٓئِكَ كَانَ لِسَعْيِهِمْ

مَشْكُورًا -

অর্থাৎ যে আখিরাতে কামনা করে এবং ঈমানের সহিত উহার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাহাদের সেই চেষ্টা সফল হইবে।

وَتَوَّاصُوا بِالصَّبْرِ وَتَوَّاصُوا بِالْمَرْحَمَةِ অর্থাৎ অন্যের অত্যাচারের দৈর্ঘ্যধারণ করিবার এবং অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবার জন্য পরস্পর উপদেশ বিনিময় করে। এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “যাহারা অন্যের প্রতি দয়া করে, আল্লাহ তাঁহাদের প্রতি দয়া করেন। তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া কর, আকাশবাসী তোমাদের প্রতি দয়া করিবেন।”

অন্য হাদীসে আছে, “যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না আল্লাহ তাহার প্রতি দয়া করেন না।”

ইমাম আবু দাউদ (র)... আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন : যে ব্যক্তি ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং বড়দের হক আদায় করে না সে আমাদের লোক নহে।

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ অর্থাৎ এইসব গুণের অধিকারী লোকেরা আসহাবুল ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ অর্থাৎ যাহারা আমার নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করে তাহারা হইল হতভাগ্য আসহাবুল শিমালের অন্তর্ভুক্ত। অগ্নি উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিবে। উহা হইতে কোন প্রকারে তাহারা রেহাই পাইবে না।

আবু হুরায়রা, ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইকরিমা (র) প্রমুখ বলেন : مُّؤَصَّدَةٌ অর্থ مغلقة অর্থাৎ পরিবেষ্টিত। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : مُّؤَصَّدَةٌ অর্থ الابواب অর্থাৎ রুদ্ধদ্বার। কাতাদা (র) বলেন : অগ্নি উহাদিগকে এমনভাবে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিবে যে, উহাতে কোন ছিদ্র থাকিবে না, আলোর কোন রেশ প্রবেশ করিতে পারিবে না এবং কোন প্রকারে সেই বেষ্টনী হইতে বাহির হইতে পারিবে না।

সূরা শাম্স

১৫ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীস উপরে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত মুআয (রা)-কে বলিয়াছিলেন : “কেন তুমি সূরা শাম্স ও লায়ল দ্বারা নামায পড়িলে না?”

- (১) وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ۝
- (২) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ۝
- (৩) وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ۝
- (৪) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ۝
- (৫) وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ۝
- (৬) وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ۝
- (৭) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝
- (৮) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝
- (৯) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝
- (১০) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝

১. শপথ সূর্যের এবং উহার কিরণের,
২. শপথ চন্দ্রের, যখন উহা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়,
৩. শপথ দিবসের, যখন সে উহাকে প্রকাশ করে,
৪. শপথ রজনীর, যখন সে উহাকে আচ্ছাদিত করে,
৫. শপথ আকাশের এবং যিনি উহা নির্মাণ করিয়াছেন তাঁহার,
৬. শপথ পৃথিবীর এবং যিনি উহাকে বিস্তৃত করিয়াছেন তাঁহার,
৭. শপথ মানুষের এবং তাঁহার, যিনি উহাকে সূঠাম করিয়াছেন,
৮. অতঃপর উহাকে উহার অসৎ কর্ম ও উহার সৎ কর্মের জ্ঞান দান করিয়াছেন।
৯. সেই সফলকাম হইবে, যে নিজেকে পবিত্র করিবে।
১০. এবং সেই ব্যর্থ হইবে, যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করিবে।

وضوءها اর্থ وضوحها، মুজাহিদ (র) বলেন, اর্থ السُّمْسُ وَضُحُهَا : অর্থাৎ সূর্যের কিরণ। কাতাদা (র) বলেন : اর্থ السُّمْسُ : গোটা দিন। ইব্ন জারীর (র) বলেন : সঠিক কথা হইল এই যে, এইখানে আল্লাহ তা'আলা সূর্য ও উহার দিবসের শপথ করিয়াছেন। কেননা সূর্যের কিরণ দিনের বেলায়ই প্রকাশ হইয়া থাকে।

تبعها اর্থ اذًا تَلَّهَا মুজাহিদ (র) বলেন : اর্থ اذًا تَلَّهَا : অর্থাৎ শপথ চন্দ্রের, যখন উহা সূর্যের অনুগমন করে। মালিক (র) যায়দ ইব্ন আসলাম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতের অর্থ, শপথ চন্দ্রের, যখন উহা বদরের রাত্রিতে সূর্যের অনুগমন করে।

اذًا جَلَّهَا মুজাহিদ (র) বলেন : اذًا جَلَّهَا : অর্থাৎ দিবসের শপথ যখন উহা আলোকিত হয়।

والليل اذًا يغشها : অর্থাৎ শপথ রাত্রির যখন উহা সূর্যকে আচ্ছাদিত করিয়া জগতকে অন্ধকারময় করিয়া তোলে।

ইয়াযিদ ইব্ন যী হামাদাহ (র) বলেন : রাত্রি আসিলে আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমার বান্দাদেরকে আমার বৃহৎ এক সৃষ্টি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। মানুষ রাত্রিকে ভয় করে। অথচ যিনি উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে আরো অধিক ভয় করা উচিত। (ইব্ন আবী হাতিম)

والسماء وما بناها : কাতাদা (র) বলেন : এই আয়াতে ما হরফটি মাসদারিয়া। অর্থাৎ শপথ আকাশ ও উহা যিনি নির্মাণ করিয়াছেন তাঁহার। মুজাহিদ (র) বলেন : ما اর্থ من : অর্থাৎ শপথ আকাশের এবং যিনি উহা নির্মাণ করিয়াছেন তাঁহার। তবে উভয় অর্থই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

مُجَاهِدٍ (র) বলেন : رَحَاهَا اَرْتَهَا وَبِصْرَتِهَا اَرْتَهَا ۝ অর্থাৎ বিস্মৃত করিয়াছেন। আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, مَا طَحَّهَا اَرْتَهَا ۝ অর্থাৎ উহাতে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন। আলী ইব্ন আবু তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, قَسَمَهَا اَرْتَهَا ۝ অর্থাৎ বিভক্ত করিয়াছেন। মুজাহিদ, কাতাদা, যাহ্‌হাক, সুদী, ছাওরী, আবু সালিহ ও ইব্ন যায়দ (র) বলেন : مَا طَحَّهَا اَرْتَهَا ۝ অর্থাৎ বিছাইয়া দিয়াছেন। এই মতটিই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ মুফাস্সিরের মত ইহাই।

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝ অর্থাৎ শপথ মানুষের এবং তাঁহার যিনি উহাদেরকে সূঠাম ও সুন্দর করিয়া সঠিক ফিতরতের উপর সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : প্রত্যেক সন্তানই সঠিক ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তাহাদের মাতা-পিতা তাহাদেরকে ইয়াহুদী, নাসারা ও মজুসী রূপে গড়িয়া তোলে।

সহীহ মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমার বান্দাদেরকে আমি সঠিক মন মানসিকতা দিয়াই সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর শয়তান প্রতারণা করিয়া উহাদেরকে দীনের পথ হইতে বিচ্যুত করিয়াছে।”

فَالَهُمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝ অর্থাৎ মানুষকে সৃষ্টি করিয়া আল্লাহ তা‘আলা ভালো ও মন্দ উভয় পথের জ্ঞান দান করিয়া ভালো পথে চলিবার হিদায়াত দিয়াছেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : আল্লাহ তা‘আলা মানুষের সামনে সৎ ও অসৎ উভয় পথ খুলিয়া দিয়াছেন। মুজাহিদ, কাতাদা, যাহ্‌হাক এবং ছাওরী (র)-ও এই কথা বলিয়াছেন। ইব্ন যায়দ (র) বলেন : আয়াতের অর্থ হইল, মানুষের স্বভাবে তিনি ভালো ও মন্দ কর্মের প্রবণতা রাখিয়া দিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)..... আবুল আসওয়াদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বলুন তো, মানুষ প্রতিনিয়ত যাহা কিছু করিয়া থাকে, উহা কি আল্লাহ কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত না কি মানুষ নিজ হইতেই করিয়া থাকে। উত্তরে আমি বলিলাম, নিজ হইতে নহে বরং ইহা সবই পূর্ব নির্ধারিত, উত্তর শুনিয়া তিনি বলিলেন, তাহা হইলে মানুষের অপরাধটা কি? আমার এই প্রশ্ন শুনিয়া তিনি কাঁপিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, জগতের প্রতিটি জিনিস তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন, সবকিছুর মালিক ও অধিকর্তা তিনিই। তাঁহার কোন কাজে বা সিদ্ধান্তে আপত্তি করিবার অধিকার কাহারো নাই। আমরা সকলেই একদিন তাঁহার সম্মুখে জিজ্ঞাসিত হইব। অতঃপর আমি বলিলাম, আসলে আমিও আপনার মতে একমত। শুধু আপনাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কথাটি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। শুন, সুযায়না কিংবা জুহায়না গোত্রের এক ব্যক্তি একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে

উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : “মানুষ যাহা কিছু করে সবই পূর্ব নির্ধারিত। শুনিয়া লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, তাহা হইলে আমাদের আমল করার দরকার কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : যাহাকে আল্লাহ্ তা’আলা যে স্তরের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন সে উহার কাজই করিতে থাকিবে। জান্নাতী হইলে জান্নাতের কাজ করিবে আর জাহান্নামী হইলে জাহান্নামের কাজ করিবে। ইহার সমর্থনে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা’আলা বলেন :

এ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا আয়াতের দুই রকম অর্থ হইতে পারে। প্রথমত, যে আল্লাহ্র আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে পরিশুদ্ধ করিল সে সফলকাম হইবে। আর আল্লাহ্র আনুগত্য বর্জন করিয়া নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করিল সে হইবে ব্যর্থ।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ তা’আলা যাহাকে পবিত্র করিবেন সে সফলকাম হইবে আর যাহাকে কলুষাচ্ছন্ন করিবেন সে ব্যর্থ হইবে। আওফী ও আলী ইব্ন আবু তালহা (র).... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এইরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবু হাতিম (র).... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) الخ أَفْلَحَ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : “সফল সেই ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ্ তা’আলা পবিত্র করিয়াছেন।”

তাবারানী (র).... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) وَنَفْسٍ وَمَا الخ এই আয়াতটি পড়িয়া থামিয়া গেলেন এবং বলিলেন : “হে আল্লাহ্ তুমি আমাকে তাকওয়া দান কর, তুমি আমার মালিক ও অভিভাবক এবং তুমি উত্তম পবিত্রকারী।”

ইমাম আহমদ (র).... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমি বিছানায় দেখিতে না পাইয়া অন্ধকারে হাতাইয়া দেখিলাম যে, তিনি সিজদায় পড়িয়া বলিতেছেন : “হে আল্লাহ্! আমাকে তুমি তাকওয়া দান কর। তুমি আমার হৃদয়ের অধিকর্তা। আমার হৃদয়কে তুমি পবিত্র করিয়া দাও, তুমি উত্তম পবিত্রকারী।”

ইমাম আহমদ (র).... যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই দু’আটি পাঠ করিতেন :

اللهم انى اعوذبك من العجز والكسل والهزم والجبن والبخل و عذاب القبر اللهم ات نفس تقواها وزكها انت خير من زكها انت وليها ومولاها اللهم انى اعوذبك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها -

অর্থাৎ “হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট অক্ষমতা, অলসতা, বার্বক্য, কাপুরুষতা, কার্পণ্য ও কবর আযাব হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ্! আমার অন্তরে তুমি তাকওয়া দান কর ও উহাকে পবিত্র কর। তুমি উত্তম পবিত্রকারী ও অন্তরের অধিকর্তা। হে আল্লাহ্! তোমার নিকট আমি পানাহ চাই এমন হৃদয় হইতে যাহা তোমার ভয়ে সন্ত্রস্ত হয় না, এমন নফস হইতে যাহা তৃপ্ত হয় না, এমন ইলম হইতে যাহাতে কোন উপকার হয় না এবং এমন দু’আ হইতে যাহা কবুল করা হয় না।” য়ায়দ ইব্ন আরকাম বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে এই দু’আটি শিক্ষা দিতেন আর আমরা এখন তোমাদেরকে শিখাইয়া দিতেছি। ইমাম মুসলিম (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

(১১) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۝

(১২) اِذِ انبَعَثَ اشْقَاهَا ۝

(১৩) فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۝

(১৪) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها فَفَدِمْدَمَ عَلَيْهِمُ رَبُّهُمُ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا ۝

(১৫) وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۝

১১. ছামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশত অস্বীকার করিয়াছিল।

১২. উহাদিগের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হইয়া উঠিল,

১৩. তখন আল্লাহর রাসূল উহাদিগকে বলিল, ‘আল্লাহর উষ্ট্রী ও উহাকে পানি পান করাইবার বিষয়ে সাবধান হও।’

১৪. কিন্তু উহারা রাসূলকে অস্বীকার করিল এবং উহাকে কাটিয়া ফেলিল। উহাদিগের পাপের জন্য উহাদিগের প্রতিপালক উহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া একাকার করিয়া দিলেন।

১৫. এবং ইহার পরিণামের জন্য আল্লাহর আশংকা করিবার কিছু নাই।

তাফসীর : كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا অর্থাৎ ছামূদ সম্প্রদায় সম্পর্কে আল্লাহ তা’আলা বলিতেছেন, তাহারা অবাধ্যতাবশত তাহাদিগের রাসূলদেরকে অস্বীকার করিয়াছিল।

মুহাম্মদ ইব্ন কা’ব (র) বলেন, بِطَغْوَاهَا অর্থ بِاجْمَعِهَا অর্থাৎ সকলে মিলিয়া। তবে প্রথম অর্থটিই উত্তম।

اِذِ انبَعَثَ اشْقَاهَا অর্থাৎ যখন গোত্রের সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তিটি তৎপর হইয়া উঠিল, সেই লোকটি নাম কুদার ইব্ন সালিফ। এই লোকটি অত্যন্ত ভদ্র কুলীন ও

নেতৃস্থানীয় ও মাননীয় ছিল। যেমন এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন খুতবা দানকালে উম্মী ও উহার হত্যাকারীর সম্পর্কে বলিলেন : “যখন উহাদের সর্বাধিক হতভাগ্য লোকটি তৎপর হইয়া উঠিল। এই লোকটি ছিল আবু যামআর ন্যায় সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি।”

ইবন আবু হাতিম (র)..... আমাদের ইবন ইয়াসির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমাদের ইবন ইয়াসির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন আলী (রা)-কে বলিলেন : আমি তোমাকে হতভাগ্য ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে সংবাদ দিব? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ বলুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : “মানুষের মধ্যে সর্বাধিক হতভাগ্য হইল দুই ব্যক্তি। একজন হইল ছামূদ সম্প্রদায়ের আল্লাহর উম্মী হত্যাকারী; অপরজন হইল সেই ব্যক্তি যে তোমার কপালে আঘাত করিবে, এমনকি রক্তে তোমার দাঁড়ি ভিজিয়া যাইবে।”

أَرْثَا۟ تَخَنَ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيِيهَا অর্থাৎ তখন আল্লাহর রাসূল তথা হযরত সালিহ (আ) বলিলেন, তোমরা আল্লাহর উম্মীকে ভয় করিয়া চল, উহার কোন ক্ষতিসাধন করিও না এবং উহার পানি পান করার ব্যাপারে সীমালংঘন করিও না। সে একদিন পানি পান করিবে আর একদিন তোমরা তোমাদের পশুপালকে পান করাইবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَرْثَا۟ رَاسُ۟لُ ٱللَّهِ تَٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيِيهَا অর্থাৎ রাসূল তাহাদের নিকট যে বাণী লইয়া আসিয়া ছিলেন তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিল এবং অবশেষে সেই উম্মীটিকে কাটিয়া ফেলিল, যাহাকে আল্লাহ তা'আলা নিদর্শন স্বরূপ পাথর খণ্ড হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন।

أَرْثَا۟ فَٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيِيهَا অর্থাৎ ফলে উহাদের পাপের জন্য উহাদের প্রতিপালক রাগান্বিত হইয়া উহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া একাকার করিয়া দেন।

কাতাদা (র) বলেন, কুদার উম্মীকে হত্যা করিবার পূর্বে সে সম্প্রদায়ের ছোট বড় নারী-পুরুষ সকলেই এক বাক্যে তাহার হাতে বায়আত গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাতে উম্মী হত্যার অপরাধে সকলেই অপরাধী সাব্যস্ত হইলে আল্লাহ তা'আলা নির্বিচারে সকলকেই সমূলে ধ্বংস করিয়া দেন।

أَرْثَا۟ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا অর্থাৎ শাস্তি প্রদান করিতে আল্লাহ তা'আলা কাহারো পরোয়া করেন না। পরিণামে কি হইবে, না হইবে তাহা আল্লাহর চিন্তার বিষয় নহে। ইবন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, হাসান ও বকর ইবন আব্দুল্লাহ মুযনী (র) প্রমুখ এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাহ্বাক ও সুদী (র) বলেন : এই আয়াতের অর্থ হইল, উম্মী হত্যাকারী লোকটি ইহার পরিণামের আশংকা করে নাই। তবে প্রথম কথাটিই উত্তম।

সূরা লায়ল

২১ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) وَالْبَيْلِ إِذَا يُعْشَى ۝

(২) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۝

(৩) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ۝

(৪) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ۝

(৫) فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۝

(৬) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۝

(৭) فَسَنِيسِرَةٌ لِّلْيُسْرَى ۝

(৮) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۝

(৯) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۝

(১০) فَسَنِيسِرَةٌ لِّلْعُسْرَى ۝

(১১) وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ۝

১. শপথ রজনীর, যখন সে আচ্ছন্ন করে,
২. শপথ দিবসের, যখন উহা আবির্ভূত হয়,
৩. এবং শপথ তাঁহার, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করিয়াছেন—
৪. অবশ্যই তোমাদিগের কর্ম প্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির।

৫. সুতরাং কেহ দান করিলে, মুত্তাকী হইলে
৬. এবং যাহা উত্তম তাহা গ্রহণ করিলে,
৭. আমি তাহার জন্য সুগম করিয়া দিব সহজ পথ।
৮. এবং কেহ কার্পণ্য করিলে ও নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করিলে,
৯. আর যাহা উত্তম তাহা বর্জন করিলে,
১০. তাহার জন্য আমি সুগম করিয়া দিব কঠোর পরিণামের পথ।
১১. এবং তাহার সম্পদ তাহার কোন কাজে আসিবে না, যখন সে ধ্বংস হইবে।

তাফসীর : ইমাম আহমদ (র)..... আলকামা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলকামা (র) একদিন শামে আসিয়া দামেস্কের মসজিদে প্রবেশ করিয়া দুই রাকাত নামায পড়িলেন, অতঃপর বলিলেন **اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي جَلِيْسًا صَالِحًا** হে আল্লাহ! আমাকে একজন সৎ সংগী দান কর। অতঃপর উঠিয়া হযরত আবুদ্দারদা (রা)-এর পাশে গিয়া বসিলেন। দেখিয়া আবুদ্দারদা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বাড়ি কোথায়? তিনি বলিলেন, কুফায়। আবুদ্দারদা (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা তুমি কি বলিতে পার যে, ইব্ন উম্মে আরদ **إِذَا يَغْشَى الْخ** এই সূরাটি কিভাবে পড়েন? আলকামা (র) বলিলেন, তিনি **وَالذِّكْرَ وَالْأُنْثَى** পড়িতেন। শুনিয়া আবুদ্দারদা (রা) বলিলেন, হ্যাঁ, আমিও তো রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এইরূপ পড়িতে শুনিয়াছি। কিন্তু এই লোকগুলি আমাকে সন্দেহের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে।

এই হাদীসটি বুখারী শরীফে এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, হযরত আবুদুলাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর সংগী ও শিষ্যগণ হযরত আবুদ্দারদা (রা)-এর নিকট আগমন করিলে তিনি তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে আবুদুলাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর কিরআতের সমর্থক কে? তাহারা বলিল, আমরা সকলেই তাঁহার কিরআতের সমর্থক। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে মুখস্ত শক্তি বেশী কাহার? উত্তরে সকলে আলকামাকে দেখাইয়া দিলেন। আবুদ্দারদা (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, বলতো আবুদুলাহ ইব্ন মাসউদ (রা) **إِذَا يَغْشَى الْخ** এই সূরাটি কিভাবে পড়িতেন? উত্তরে তিনি বলেন : তিনি **وَالذِّكْرَ وَالْأُنْثَى** পাঠ করিতেন। শুনিয়া তিনি বলিলেন, সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কেও এইরূপ পড়িতে শুনিয়াছি আর ইহারা চায় যে, আমি **وَمَا خَلَقَ الذِّكْرَ وَالْأُنْثَى** পড়ি। আল্লাহর শপথ! আমি ইহাদের গ্রাহ্য করিব না। ইহা ইব্ন মাসউদ ও আবুদ্দারদা (রা)-এর কিরআত।

পক্ষান্তরে জমহূর আলিমগণ **وَمَا خَلَقَ الذِّكْرَ وَالْأُنْثَى** পড়িয়া থাকেন। বিশ্বের সর্বত্র প্রচলিত মুসহাফে উছমানীতে ইহাই লিখা আছে।

ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—৬৬

وَإِذَا يَفْشَىٰ وَالثَّيْلُ إِذَا يَفْشَىٰ অর্থাৎ শপথ রাতের যখন সে সমগ্র সৃষ্টিকে অন্ধকার দ্বারা ঢাকিয়া ফেলে ।

وَإِذَا تَجَلَّىٰ وَالثَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ অর্থাৎ শপথ দিবসের যখন উহা আলোকিত হয় ।

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ অর্থাৎ আরো শপথ তাঁহার, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করিয়াছেন । যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছি । আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ অর্থাৎ প্রতিটি বস্তুকে আমি জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছি । উপরের এই কয়টি বিষয়ের শপথ করিয়া অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিলেন :

إِنْ سَأَلْتُمْ لَشَيْءٍ অর্থাৎ মানুষের কর্ম-প্রচেষ্টা বিভিন্ন হইয়া থাকে । কেহ ভালো কাজ করে আর কেহ করে মন্দ কাজ ।

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ অর্থাৎ যে ব্যক্তি দিল অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক নিজের সম্পদ হইতে দান করিল, প্রতিটি কাজে আল্লাহকে ভয় করিয়া চলিল এবং আল্লাহর প্রতিদানকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিল । কাতাদা (র) বলেন : الْحُسْنَىٰ অর্থ প্রতিদান । আবু আব্দুর রহমান ও যাহ্‌হাক (র) বলেন الْحُسْنَىٰ অর্থ লা-ইলাহা ইল্লাহ্ । অর্থাৎ যে কলেমা তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করিল । ইকরিমা (র) হইতে এক বর্ণনায় আছে যে, الْحُسْنَىٰ অর্থ আল্লাহর দেয়া নিয়ামত । ইব্ন য়ায়েদ (র) হইতে এক বর্ণনায় আছে, الْحُسْنَىٰ অর্থ নামায, যাকাত ও রোযা ।

এক হাদীসে আছে যে, হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, الْحُسْنَىٰ অর্থ কি? উত্তরে তিনি বলিলেন : “হুসনা হইল জান্নাত ।”

فَسَنِّيْسِرُهُ لِّلْيُسْرَىٰ অর্থাৎ আমি তাহার জন্য সহজ পথ সুগম করিয়া দিব । ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : لِّلْيُسْرَىٰ অর্থ للخير অর্থাৎ কল্যাণের পথ । য়ায়েদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, يُسْرَىٰ জান্নাত । অর্থাৎ আমি তাহার জান্নাতের পথ সুগম করিয়া দিব ।

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنِّيْسِرُهُ অর্থাৎ আর কেহ আল্লাহর দেওয়া সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করিতে কার্পণ্য করিলে এবং নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করিলে ও পরকালের প্রতিদানকে অস্বীকার করিলে তাহার জন্য

অকল্যাণের পথ সুগম করিয়া দেওয়া হইবে। কারণ নিয়ম আছে যে, কেউ সৎকর্ম করিলে উহার পুরস্কার স্বরূপ পরবর্তীতে তাহাকে আরো সৎ কাজ করিবার তাওফীক দেওয়া হয় এবং কেহ কোন মন্দ কাজ করিলে শাস্তি স্বরূপ পরবর্তীতে তাহাকে আরো মন্দ কাজ করিবার সুযোগ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার সপক্ষে কুরআন ও হাদীসের বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইমাম আহমদ (র).... আব্দুর রহমান ইব্ন আবু বকর (রা) বর্ণনা করেন যে, আব্দুর রহমান ইব্ন আবু বকর (রা) বলেন যে, আবু বকর (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা দৈনন্দিন জীবনে যেসব আমল করিয়া থাকি, তাহা কি পূর্ব নির্ধারিত তাকদীর অনুযায়ী না-কি নবসৃষ্ট ব্যাপার? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, নবসৃষ্ট ব্যাপার নহে বরং পূর্ব নির্ধারিত তাকদীর অনুযায়ীই হইয়া থাকে। শুনিয়া আবু বকর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহা হইলে আমাদের আমল করিয়া লাভ কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : “আল্লাহ তা’আলা যাহাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার জন্য সে কাজের সুযোগ দিয়া রাখিয়াছেন।”

ইমাম বুখারী (র).... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলিয়াছেন : একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত বাকীয়ে গারকাদে জানাযার নামায় পড়িতে গিয়াছিলাম। তখন কথা প্রসংগে তিনি বলিলেন : “তোমাদের মধ্যে কে জান্নাতী আর কে জাহান্নামী তাহা পূর্ব হইতেই লিখিয়া রাখা হইয়াছে।” শুনিয়া সাহাবাগণ বলিলেন, তাহা হইলে তো আমরা আমল ছাড়িয়া দিয়া উহার উপরই ভরসা করিয়া থাকিতে পারি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : “না, আমল করিতে থাক। আল্লাহ তা’আলা যাহাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাকে সেই কাজের সুযোগ দিয়া রাখিয়াছেন।” অতঃপর তিনি **لِلْفُسْرَىٰ فَمَا مَزَّ أَعْطَىٰ** হইতে পর্যন্ত পাঠ করেন।

ইমাম আহমদ (র)..... আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, উমর (রা) একদিন বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যেসব আমল করিয়া থাকি তাহা কি পূর্ব নির্ধারিত না-কি নবসৃষ্ট? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : “পূর্ব নির্ধারিত। তবে হে উমর! তুমি আমল করিতে থাক। কারণ, সকলকেই আল্লাহ তা’আলা আমলের সুযোগ দিয়া রাখিয়াছেন। সৌভাগ্যবানরা সৌভাগ্যের আমল করিবে আর হতভাগ্যরা হতভাগ্যের আমল করিবে।”

ইব্ন জারীর (র)..... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যাহা করি তাহা কি পূর্ব নির্ধারিত, না-কি নবসৃষ্ট? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “পূর্ব নির্ধারিত।” শুনিয়া সুরাকা (রা) বলিলেন, তাহা হইলে আমরা আমল করিব কেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : “প্রত্যেক আমলকারীকে নিজ নিজ আমলের জন্য সুযোগ দিয়া রাখা হইয়াছে।”

ইমাম আহমদ (র)..... আবুদারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবুদারদা (রা) বলেন, সাহাবাগণ একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল আমরা সেসব আমল করি তাহা কি পূর্ব হইতেই নির্ধারিত না-কি নবসৃষ্ট বিষয়? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : “নবসৃষ্ট বিষয় নহে- বরং পূর্ব হইতেই নির্ধারিত।” শুনিয়া সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা হইলে আমরা আমল করি কেন? হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : “যাহাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহাকে সে কাজের জন্যই তৈয়ার করিয়া রাখা হইয়াছে।”

ইবন জারীর (র)..... আবুদারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবুদারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : প্রতিদিন সূর্যাস্তের সময় সূর্যের দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দুই ফেরেশতা বলিতে থাকে যে, “হে আল্লাহ! দানশীলকে উত্তম বিনিময় দান কর আর কৃপণের সম্পদ বিনাশ কর।” মানুষ এবং জিন ব্যতীত সকলেই এই আওয়াজ শুনিতে পায়। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন : فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى الْخ

ইবন জারীর (র) বলেন : এই আয়াতগুলি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। যেমন :

ইবন জারীর (র)..... আমির ইবন আব্দুল্লাহ ইবন যুযায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমির ইবন আব্দুল্লাহ (র) বলেন, হযরত আবু বকর (রা) ইসলামের প্রথম যুগে মক্কায় যে সব বৃদ্ধা মহিলা ও দুর্বল মানুষ, যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিত, আযাদ করিয়া দিতেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার পিতা একদিন বলিলেন, বৎস! এই দুর্বল লোকদেরকে আযাদ না করিয়া যদি তুমি শক্তিশালী বলিষ্ঠ পুরুষদেরকে আযাদ করিতে, তাহা হইলে পরবর্তীতে তাহারা তোমার কাজে আসিত। উত্তরে আবু বকর (রা) বলিলেন, ইহার প্রতিদান তো আমি দুনিয়াতে নহে আখিরাতে পাওয়ার আশা রাখি। এই প্রসঙ্গেই আলোচ্য আয়াতগুলি নাযিল হইয়াছে।

إِذَا مَاتَ إِذَا تَرَدَّى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى মুজাহিদ (র) বলেন, إِذَا مَاتَ إِذَا تَرَدَّى وَ مَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى অর্থাৎ মৃত্যুর পর সম্পদ তাহার কোন উপকারে আসিবে না। আবু সালিহ ও মালিক (র) যায়দ ইবন আসলাম (র) হইতে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন : إِذَا تَرَدَّى إِذَا مَاتَ إِذَا تَرَدَّى অর্থাৎ যখন সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হইবে।

(১২) إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۙ

(১৩) وَإِن لَّنَا لَلْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ۚ

(১৪) فَأَنْذَرْتُمْ تَارًا تَلْقَىٰ ۙ

(১৫) لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۙ

(১৬) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۝

(১৭) وَ سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۝

(১৮) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ۝

(১৯) وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ۝

(২০) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ۝

(২১) وَلَسَوْفَ يَرْضَى ۝

১২. আমার কাজ তো কেবল পথ নির্দেশ করা,
১৩. আমি তো মালিক পরলোকের ও ইহলোকের ।
১৪. আমি তোমাদিগকে লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছি,
১৫. উহাতে প্রবেশ করিবে সে-ই, যে নিতান্ত হতভাগ্য,
১৬. যে অস্বীকার করে ও মুখ ফিরাইয়া লয়;
১৭. আর উহা হইতে বহু দূরে রাখা হইবে পরম মুত্তাকীকে,
১৮. যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্ম-শুদ্ধির জন্য ।
১৯. এবং তাহার প্রতি কাহারো অনুগ্রহের প্রতিদানে নহে,
২০. কেবল তাহার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়,
২১. সে তো অচিরেই সন্তোষ লাভ করিবে ।

তাফসীর : إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ কাতাদা (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, কোন্টা হালাল আর কোন্টা হারাম, তাহা বলিয়া দেওয়ার দায়িত্ব আমার । অন্যরা বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, যে ব্যক্তি হিদায়াতের পথে চলিবে সে অবশ্যই আল্লাহর সন্ধান লাভ করিবে । ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন ।

وَأَنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ অর্থাৎ আমিই ইহলোক ও পরলোকের মালিক অর্থাৎ সবকিছুর মালিকানা আমারই, আমিই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করিয়া থাকি ।

مُجَاهِدٌ (র) বলেন : تَلْطَىٰ অর্থ تَوَهَّجَ অর্থাৎ আমি তোমাদিগকে লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছি ।

ইমাম আহমদ (র)..... সিমাক ইব্ন হারব (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সিমাক (র) বলেন, আমি নু'মান ইব্ন বশীর (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি শুনিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন খুতবা দান কালে বলিয়াছিলেন : “লোক সকল!

আমি তোমাদেরকে জাহান্নাম সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছি।” কথাটি তিনি এত উচ্চস্বরে বলিয়াছিলেন যে, এখান হইতে বাজার পর্যন্ত উহার আওয়াজ শুনা গিয়াছিল। ইহা শুনিয়া তাঁহার কাঁধের চাদর পায়ের উপর পড়িয়া গিয়াছিল।

ইমাম আহমদ (র)..... নু‘মান ইব্ন বশীর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নুমান ইব্ন বশীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “কিয়ামতের দিন সবচেয়ে হালকা সাজাপ্রাপ্ত জাহান্নামী সেই ব্যক্তি হইবে, যাহার দুই পায়ের পাতার উপর দুটি জ্বলন্ত অংগার রাখা হইবে, যাহাতে তাহার মস্তক উৎলিতে থাকিবে।” ইমাম বুখারী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (র)..... নু‘মান ইব্ন বশীর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নু‘মান ইব্ন বশীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “সবচেয়ে হালকা সাজাপ্রাপ্ত জাহান্নামীর পায়ের জুতা জোড়া ও উহার ফিতা হইবে আঙনের, যাহার উত্তাপে ফুটন্ত পানির ন্যায় তাহার মস্তক উৎলিতে থাকিবে। তাহার শাস্তি সর্বাপেক্ষা লঘু হওয়া সত্ত্বেও সে মনে করিবে ইহা অপেক্ষা কঠিন শাস্তি আর হইতে পারে না।

لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ অর্থাৎ নিতান্ত হতভাগ্য ছাড়া কেহ এই জাহান্নামের অগ্নিতে প্রবেশ করিবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা أَشْقَىٰ তথা হতভাগ্য কাহারো উহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন :

الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ অর্থাৎ হতভাগ্য সেই ব্যক্তি, যে অন্তরে সত্যকে অস্বীকার করে এবং অংগ-প্রত্যংগ দ্বারা আমল করা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

ইমাম আহমদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, “হতভাগ্য ছাড়া কেহ জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না।” জিজ্ঞাসা করা হয়, হতভাগ্য কে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : “যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আনুগত্য করে না এবং আল্লাহ্র নাফরমানী হইতে বিরত থাকে না।”

ইমাম আহমদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “কিয়ামতের দিন অস্বীকারকারী ব্যতীত আমার সকল উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করিবে।” জিজ্ঞাসা করা হইল, হে আল্লাহ্র রাসূল! অস্বীকারকারী কে? উত্তরে তিনি বলিলেন : “যে আমার অনুসরণ করিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে আর যে আমার নাফরমানী করিবে, সে-ই অস্বীকারকারী বলিয়া বিবেচিত হইবে।” ইমাম বুখারী (র) মুহাম্মদ ইব্ন সিনান (র) ও ফুলায়হ (র)-এর সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ অর্থাৎ এই জাহান্নাম হইতে দূরে রাখা হইবে সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকে যে পূত-পবিত্র মুক্তাকী ও পরহেয়গার।

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করিয়া নিজেকে ও নিজের সম্পদ পবিত্র করিবার জন্য যে আল্লাহর আনুগত্যের কাজে নিজের সম্পদ ব্যয় করে।

অর্থাৎ وَمَا لَأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى তাহার সেই সম্পদ ব্যয় করা কাহারো অনুগ্রহের প্রতিদানে নহে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই তাহার একমাত্র লক্ষ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَسَوْفَ يَرْضَى অর্থাৎ এইসব গুণে গুণাঙ্কিত ব্যক্তি অচিরেই সন্তুষ্ট হইবে। বহুসংখ্যক মুফাসসিরের মতে, এই আয়াতগুলি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। অনেকের মতে, সমস্ত মুফাসসিরই ইহাতে একমত। তবে ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে, আবু বকর (রা)-ও এইসব আয়াতের অন্তর্ভুক্ত এবং তিনি উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। কারণ মানবীয় এমন কোন গুণ বাকী ছিল না, যাহা তিনি অর্জন করেন নাই।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একজোড়া বস্ত্র ব্যয় করিবে জান্নাতের দারোগা তাহাকে এই বলিয়া আহ্বান করিবে যে, হে আল্লাহর বান্দা! এই দিকে আস, এই দরজা সবচেয়ে উত্তম। শূনিয়া হযরত আবু বকর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কেহ এমন হইবে কি, যাহাকে জান্নাতের প্রতিটি দরজা হইতেই ডাকা হইবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : “হ্যাঁ, আমি আশা রাখি যে, তুমিও উহাদের মধ্যে একজন হইবে।”

সূরা দুহা

১১ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

আমাদের কাছে আবুল হাসান আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আবু বায়্যা মুকরী (র) সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি ইকরিমা ইব্ন সুলায়মান (র)-এর কাছে কিরাআত পাঠ করিলাম। তিনি ইসমাঈল ইব্ন কুন্তুনতীন ও শিব্ল ইব্ন আব্বাদের সামনে কুরআন তিলাওয়াত করিতেছিলেন। তিলাওয়াত করিতে করিতে এই সূরা পর্যন্ত পৌঁছবার পর তাঁহারা দু'জন বলিলেন, এখন হইতে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি সূরার শেষে আল্লাহ আকবর বলিবে। আমরা ইব্ন কাছীর (র)-এর সামনে তিলাওয়াত করিয়াছিলাম। তিনিও আমাদেরকে এই কথা বলিয়াছেন। আবার ইব্ন কাছীরকে মুজাহিদ (র), মুজাহিদ (র)-কে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এবং ইব্ন আব্বাস (রা)-কে উবাই ইব্ন কা'ব (রা) এবং উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা) এই শিক্ষা দিয়াছেন। আবুল হাসান আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ (র) কেবল এই সূরার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। ইনি কিরাআত শাস্ত্রের ইমাম বলিয়া স্বীকৃত ছিলেন। তবে হাদীসের রাবী হিসাবে আবু হাতিম রাবী তাঁহাকে দুর্বল আখ্যা দিয়া বলেন, আমি তাঁহার হাদীস গ্রহণ করি না। অনুরূপভাবে আবু জাফর উকায়লী (র) বলেন, তাহার হাদীস অগ্রহণযোগ্য। তবে শায়খ শিহাবুদ্দীন আবু শামা বর্ণনা করেন যে, ইমাম শাফেয়ী (র) একদিন এক ব্যক্তিকে নামাযের মধ্যে এই তাকবীর দিতে শুনিয়া বলিলেন, তুমি ঠিকই করিয়াছ এবং সূরত অনুযায়ী আমল করিয়াছ। ইহাতে হাদীসটি সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হয়।

আবার এই তাকবীর কোন্ জায়গায় কিভাবে পাঠ করিতে হইবে, তাহাতে কারীদের মতভেদ রহিয়াছে। কেউ বলেন, সূরা লায়লের শেষ হইতে, কেহ বলেন, সূরা দুহার শেষ হইতে তাকবীর পড়িতে হইবে। তাকবীরের পদ্ধতি সম্পর্কে কেহ বলেন, শুধু 'আল্লাহ আকবর' বলিবে, কেহ বলেন, 'আল্লাহ আকবর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ আকবর' বলিতে হইবে।

সূরা দুহা হইতে এই তাকবীর বলার কারণ প্রসঙ্গে কোন কোন কিরআত বিশেষজ্ঞ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ওহী আগমন স্থগিত থাকার পর জিবরীল (আ) সূরা দুহা লইয়া আগমন করিলে তিনি খুশী ও আনন্দে 'আল্লাহ্ আকবর' বলিয়া উঠেন। তবে এই তথ্যের কোন সনদ পাওয়া যায় নাই, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া ইহার বাস্তবতা ও দুর্বলতা বিবেচনা করা যাইতে পারে।

(১) وَالصُّحُفِ ۝

(২) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ۝

(৩) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ۝

(৪) وَاللَّأخِرَةَ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ۝

(৫) وَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ۝

(৬) أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ۝

(৭) وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ۝

(৮) وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ۝

(৯) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝

(১০) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝

(১১) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝

১. শপথ পূর্বাঙ্কের,
২. শপথ রজনীর যখন উহা হয় নিঝুম,
৩. তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং তোমার প্রতি বিরূপও হন নাই।

৪. তোমার জন্য পরবর্তী সময় তো পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয়।

৫. অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করিবেন আর তুমি সন্তুষ্ট হইবে।

৬. তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পান নাই আর তোমাকে আশ্রয় দান করেন নাই?

৭. তিনি তোমাকে পাইলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন।

৮. তিনি তোমাকে পাইলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবমুক্ত করিলেন;
 ৯. সুতরাং তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হইও না;
 ১০. এবং প্রার্থীকে ভর্ৎসনা করিও না।
 ১১. তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা জানাইয়া দাও।

তাফসীর : ইমাম আহমদ (র)... আসওয়াদ ইবন কায়স (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আসওয়াদ (র) বলেন, আমি জুন্দুব (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একদা অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহাতে তিনি একরাত বা দুইরাত তাহাজ্জুদের জন্য উঠিতে পারেন নাই। ফলে ইহা দেখিয়া এক মহিলা আসিয়া বলিল, মুহাম্মদ! তোমার শয়তানটা তো মনে হয় তোমাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে সূরা দুহার এই আয়াতগুলি নাযিল হয়। ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবন আবু হাতিম ও ইবন জারীর (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, জুন্দুব (রা) বলেন, একদা হযরত জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ওহী লইয়া আসিতে বিলম্ব হইলে মুশরিকরা বলাবলি করিতে লাগিল যে, মুহাম্মদের রব তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ আলোচ্য সূরাটি নাযিল করেন।

ইমাম আহমদ (র)..... আসওয়াদ ইবন কায়স (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আসওয়াদ ইবন কায়স (র) বলেন, জুন্দুব (রা) বলিয়াছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আঙ্গুলে একখণ্ড পাথর নিক্ষেপ করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন আঙ্গুলটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তুমি তো একটি আঙ্গুল মাত্র আল্লাহর রাহে তোমাকে যখম করা হইয়াছে।” বর্ণনাকারী বলেন, ইহাতে রাসূলুল্লাহ (সা) দুইরাত বা তিন রাত তাহাজ্জুদের জন্য উঠিতে পারেন নাই। ফলে এক মহিলা বলিল, কিহে মুহাম্মদ! তোমার শয়তানটা তোমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে বুঝি! এই প্রসঙ্গে **مَاقِلَى وَالضُّحَى** হইতে **مَاقِلَى** পর্যন্ত নাযিল হয়। কেহ কেহ বলেন, এই মহিলাটি ছিল আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল।

তবে ইবন জারীর (র)..... আব্দুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ (রা) বলেন, হযরত খাদীজা (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বিমর্ষ অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন, মনে হয় আপনার প্রতিপালক আপনার প্রতি বিরূপ হইয়াছেন? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা **الضُّحَى** নাযিল করেন। এই হাদীসটি মুরসাল রূপে বর্ণিত। এখানে খাদীজা (রা)-এর উল্লেখ সঠিক নয়।

ইবন ইসহাক (র)সহ কোন কোন পূর্বসূরী আলিম বলেন, জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে নিজের প্রকৃত আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করিবার এবং আবতাহ নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একান্ত সন্নিহিতে আগমন করার পরবর্তী সময়ে এই সূরাটি নাযিল হয়।

আওফী (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একদা হযরত জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ওহী লইয়া আগমন করিতে বিলম্ব হইয়া গেলে মুশরিকরা বলাবলি করিতে লাগিল, মুহাম্মদকে তাহার প্রতিপালক ছাড়িয়া দিয়াছে এবং তাহার প্রতি রুষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা وَالضُّحَىٰ হইতে مَاقَلَىٰ পর্যন্ত নাযিল করেন।

এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা প্রভাত এবং নিরুম রাতের শপথ করিয়াছেন যাহা আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির সুস্পষ্ট প্রমাণ।

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ অর্থাৎ শুন হে মুহাম্মদ! তোমার প্রতিপালক তোমাকে ত্যাগও করেন নাই এবং তোমার প্রতি রুষ্টও হন নাই।

وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ অর্থাৎ পরকালের জীবন তোমার জন্য এই পার্থিব জীবন হইতে উত্তম। বস্তুত এই কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুনিয়াতে সর্বাপেক্ষা বেশী যাহিদ ও দুনিয়া বিমুখ ছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্তে তাঁহাকে দুনিয়াতে আজীবন থাকার এবং আল্লাহ্র সান্নিধ্যে চলিয়া যাওয়ার মধ্যে ইখতিয়ার দেওয়া হইলে তিনি আল্লাহ্র সান্নিধ্যে চলিয়া যাওয়াকেই বরণ করিয়া নিয়াছিলেন।

ইমাম আহমদ (র)..... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, খালি চাটাইয়ের উপর শুইতে শুইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেহে চাটাইয়ের দাগ পড়িয়া যায়। একদিন ঘুম হইতে উঠিবার পর আমি তাঁহার দেহে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলাম এবং বলিলাম, হুয়ূর! অনুমতি হইলে চাটাইয়ের উপর আমি একটা কিছু বিছাইয়া দিতে চাই। উত্তরে তিনি বলিলেন, “আরে দুনিয়ার সহিত আমার কী সম্পর্ক! আমার ও দুনিয়ার উপমা তো হইল, সেই পথিকের ন্যায়, যে চলার পথে একটি গাছের ছায়াতলে কিছুক্ষণ বসিয়া বিশ্রাম করিল। অতঃপর সেই স্থান ত্যাগ করিয়া আবার গন্তব্যস্থল অভিমুখে রওয়ানা হইল। ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ্ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ অর্থাৎ আখিরাতে আপনার প্রতিপালক আপনার উম্মতদেরকে এত অধিক পরিমাণ নিয়ামত ও সম্মান দান করিবেন, যাহাতে আপনি সন্তুষ্ট হইয়া যাইবেন। বিশেষত আপনাকে হাওযে কাওছার দান করা হইবে।

ইমাম আবু আমর আওয়যায়ী (র)..... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, মুসলমানদেরকে পরকালে যে সব নিয়ামত দেওয়া হইবে এক এক করিয়া উহার সবই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে তুলিয়া ধরা হইলে খুশীতে তাঁহার মন ভরিয়া যায়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল

করেন। জান্নাতে তাঁহাকে হাজার হাজার প্রাসাদে এবং প্রত্যেক প্রাসাদে অসংখ্য স্ত্রী ও সেবক দেওয়া হইয়াছে।

ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্ট হওয়ার অর্থ ইহাও যে, তাঁহার পরিবার-পরিজনের কেহ জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না। ইবন জারীর ও ইবন আবু হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করেন। হাসান (র) বলেন : ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল শাফায়াত। আবু জাফর বাকির (র)-ও এইরূপ বলিয়াছেন।

আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “আমরা সেই পরিবার, যাহাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার উপর আখিরাতকে পছন্দ করিয়াছেন।” অতঃপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দা ও রাসূল (সা)-এর উপর প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন :

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۖ অর্থাৎ তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পান নাই আর আশ্রয় দান করেন নাই? উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মায়ের গর্ভে থাকাকালে মতান্তরে জন্মের পর তাঁহার পিতা মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর ছয় বছর বয়সে মাতা আমিনা বিনতে ওহাব মারা যান। তাঁহার দাতা আব্দুল মত্তালিব তাঁহার লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন। আট বছর বয়সে দাদা মৃত্যুবরণ করিলে চাচা আবু তালিব রাসূলুল্লাহ (সা)-কে লালন-পালন করেন। এইভাবে চল্লিশ বছর কাটিয়া গেলে তিনি নবুওত লাভ করেন। এই সব ব্যবস্থাপনা আল্লাহ তা'আলা নিজ কুদরতেই করিয়াছিলেন।

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۖ অর্থাৎ তিনি তোমাকে পথ সম্পর্কে অনবহিত পাইলেন এবং পথের সন্ধান দিলেন। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا -

অর্থাৎ অনুরূপভাবে আমি নিজের নির্দেশে তোমার নিকট রুহ (জিবরীল বা কুরআন) প্রত্যাদেশ করিয়া ছিলাম। তুমি তখন ইহাও জানিতে না যে, কিতাব কি জিনিস এবং ঈমানের কি পরিচয়। কিন্তু আমি তাহাকে নূর বানাইয়াছি : যাহা দ্বারা আমি যাহাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করি।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কেহ কেহ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) শিশুকালে একবার মক্কার গলিতে হারাইয়া গিয়াছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে অভিভাবকদের কাছে ফিরাইয়া দেন। কেহ বলেন, একদা চাচার সহিত উটে চড়িয়া শামে যাওয়ার পথে ইবলীস বাহানা করিয়া তাঁহাকে জংগলে লইয়া যায়। তখন হযরত জিবরীল (আ) এক ফুৎকারে ইবলীসকে হাবশায় ফেলিয়া দিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পথে উঠাইয়া দেন। ইমাম বগবী (র) উভয় ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنِي অর্থাৎ তিনি তোমাকে পরিবার-পরিজনের অধিকারী দরিদ্র পাইলেন। অতঃপর তোমাকে অভাবমুক্ত ও পরমুখাপেক্ষীহীন করিয়া দিলেন। ইহাতে তুমি ধৈর্যশীল দরিদ্র এবং কৃতজ্ঞ ধনী উভয় মর্যাদার অধিকারী হইয়াছ।

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ - وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنِي এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা (র) বলেন : এইগুলি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নব্বুওত লাভের পূর্বের অবস্থা ছিল। ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবু হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “অধিক সম্পদের মালিক হইলেই ধনী হওয়া যায় না- বরং যাহার হৃদয় পরমুখাপেক্ষীতা মুক্ত সেই প্রকৃত ধনী।”

সহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “সফল সেই ব্যক্তি যে ইসলামের পথে চলিল, পর্যাণ্ড পরিমাণে জীবিকা লাভ করিল এবং স্বাভাবিকভাবে আল্লাহর দেওয়া সম্পদে তুষ্ট থাকিবার তাওফীক লাভ করিল।” অতঃপর আল্লাহ তা’আলা বলেন :

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ তাহাদেরকে ধমক দিও না ও তাহাদের সহিত দুর্ব্যবহার করিও না বরং তোমার নিজের ইয়াতীম অবস্থার কথা স্মরণ রাখিয়া উহাদের সহিত সদয় ও সদ্যবহার করিও। কাতাদা (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, তুমি ইয়াতীমদের সহিত দয়ালু পিতার ন্যায় ব্যবহার কর।

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ছিলে অতঃপর আল্লাহ্ তোমাকে পথের সন্ধান দিয়াছেন। তদ্রূপ তুমিও সঠিক পথের সন্ধান প্রার্থীকে ভৎসনা করিও না। কাতাদা (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ ভিক্ষুককে কিছু দিতে না পারিলেও নরম ও ভদ্র ভাষায় কথা বলিয়া বিদায় দিও।

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক তোমার প্রতি যেসব অনুগ্রহ করিয়াছেন তুমি সেসব অনুগ্রহের কথা মানুষকে বলিয়া দাও। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই নির্দেশ বাস্তবায়নার্থে এই দু’আ করিতেন :

واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك تابليها واتمها علينا অর্থাৎ হে খোদা! আমাদেরকে তোমার নিয়ামতের শোকরগুজার, উহার কারণে তোমার গুণকীর্তনকারী ও উহার স্বীকৃতি দানকারী বানাও এবং আমাদের উপর তোমার নিয়ামত পূর্ণ কর।

ইব্ন জারীর (র)..... আবু নাযরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু নাযরা (রা) বলেন, প্রথম যুগের মুসলমানরা মনে করিতেন যে, নিয়ামতের কথা প্রকাশ করাও শোকর ওজারের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আহমদ (র)..... নু'মান ইব্ন বশীর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নু'মান ইব্ন বশীর বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন মিশরে দাঁড়াইয়া বলিলেন : “যে ব্যক্তি অল্পে তুষ্ট না হয়; সে বেশী পাইয়াও তুষ্ট হইতে পারিবে না, যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না সে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতাও আদায় করিতে পারে না, আল্লাহ্র দেওয়া নিয়ামতের কথা মানুষের কাছে বলাও কৃতজ্ঞতার এবং না বলা অকৃতজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত এবং দলবদ্ধ হইয়া থাকা আল্লাহ্র রহমত ও বিচ্ছিন্ন থাকা আযাব স্বরূপ।”

সহীত বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, মুহাজিরগণ একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অভিযোগ করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সব সওয়াব তো আনসাররাই লইয়া গেল! উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : “না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাহাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ করিবে এবং তাহাদের প্রশংসা করিবে।”

আবু দাউদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না সে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতাও আদায় করিতে পারে না।” ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়া সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

ইমাম আবু দাউদ (র)..... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “কেহ কোন নিয়ামত পাইয়া যদি উহা প্রকাশ করে তাহা হইলে সে সেই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করিল আর যদি গোপন রাখে তাহা হইলে সে অকৃতজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হইল।”

অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : কাহাকে কোন কিছু দান করা হইলে তাহার উচিত উহার বিনিময় প্রদান করা। আর যদি বিনিময় দেওয়া সম্ভব না হয় তাহা হইলে দানকারীর প্রশংসা করা। যে প্রশংসা করিল সে উহার কৃতজ্ঞতা আদায় করিল আর যে গোপন রাখিল সে অকৃতজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হইল।

মুজাহিদ (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতে নিয়ামত দ্বারা উদ্দেশ্য হইল নবুওত। অর্থাৎ আপনি আপনার নবুওতের কথা প্রচার করিতে থাকুন। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, নিয়ামত দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন। হাসান ইব্ন আলী (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, আপনি যে সব ভালো আমল করেন তাহা মানুষের কাছে প্রকাশ করিয়া দিন।

সূরা ইন্শিরাহ্

৮ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۙ

(২) وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۙ

(৩) الَّذِي اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۙ

(৪) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۙ

(৫) فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ

(৬) اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ

(৭) فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۙ

(৮) وَاِلٰی رَبِّكَ فَارْغَبْ ۙ

১. আমি কি তোমার বক্ষ তোমার কল্যাণে প্রশস্ত করিয়া দেই নাই?
২. আমি অপসারণ করিয়াছি তোমার ভার।
৩. যাহা ছিল তোমার জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক।
৪. এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছি।
৫. কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে,
৬. অবশ্য কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।
৭. অতএব যখনই অবসর পাও সাধনা করিও;
৮. এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করিও।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন : اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ اর্থঃ আমি কি তোমার বক্ষ জ্যোতির্ময় প্রশস্ত ও দয়াময় করিয়া দেই নাই? যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ اর্থঃ যাহাকে আল্লাহ হিদায়াত দিতে ইচ্ছা করেন ইসলামের জন্য তাহার বক্ষ প্রশস্ত করিয়া দেন।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অন্তরকে যেমন প্রশস্ত করিয়াছেন, তেমনি তাঁহার শরীয়তকেও প্রশস্ত, ব্যাপক, সহজ, বামেলা ও সংকীর্ণতামুক্ত বানাইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, এইখানে বক্ষ প্রশস্তকরণ দ্বারা মি'রাজ রজনীর বক্ষ প্রশস্ত করা উদ্দেশ্য। যেমন : মালিক ইবন সা'সা'আ (রা) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)..... উবাই ইবন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইবন কা'ব (রা) বলেন, অন্যদের তুলনায় হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করিবার সাহসী বেশী ছিল। একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নবুওতের প্রথম লক্ষণ আপনি কি দেখিয়াছিলেন? প্রশ্ন শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন : শুন, আবু হুরায়রা! আমার বয়স তখন দশ বছর কয়েক মাস। আমি মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। ইত্যবসরে মাথার উপর শুনিতে পাইলাম যে, একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, ইনিই, কে তিনি? ইহার পর তাহারা দুইজন আমার দিকে আগাইয়া আসে। তাহাদের চেহারা ও তাহাদের পোশাকের লোক জীবনে কখনো আমি দেখিতে পাই নাই। তাঁহারা দুইজন আমার কাছে আসিয়া আমার বাহুতে ধরিয়া একজন অপরজনকে বলিল, একে শোয়াইয়া দাও। কিন্তু আমি তাহাদের কাউকেই স্পর্শ করিতে পারিতেছিলাম না। তাহারা আমাকে শোয়াইয়া দিল। আমি টেরও পাইলাম না। অতঃপর একে অপরকে বলিল, ইহার বক্ষ বিদীর্ণ কর। নির্দেশ শুনিয়া একজন আমার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। কিন্তু ইহাতে রক্তও বাহির হয় নাই। আমি ব্যথাও পাই নাই। অতঃপর একজন বলিল, ইহার মধ্য হইতে ধোঁকাবাজী ও হিংসা-বিদ্বেষ বাহির করিয়া ফেল। ফলে সে আমার ভিতর হইতে জমাট রক্তের ন্যায় কি যেন বাহির করিয়া উহা দূরে ফেলিয়া দিল। অতঃপর একজন অপরজনকে বলিল, ইহার ভিতরে দয়া-মায়্যা প্রবেশ করাইয়া দাও। সবশেষে আমার ডান পায়ের অঙ্গুলি হেলাইয়া বলিল, যাও, শান্তিতে নিরাপদে বসবাস কর। আমি তথা হইতে রওয়ানা হইলে আমার অন্তরে ছোটদের প্রতি স্নেহ ও বড়দের প্রতি দয়া অনুভূত হইল।

وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ اর্থঃ আমি অপসারণ করিয়াছি তোমার ভার যাহা তোমার জন্য ছিল অতিশয় কষ্টদায়ক। এই মর্মেই অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে।

اَلَيْسَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اর্থঃ “আল্লাহ আপনার পূর্বাপর যাবতীয় পদস্থলন ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন।” الانقاصُ অর্থ আওয়াজ।

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ অর্থাৎ আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছি। মুজাহিদ (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, আমি এমন ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি যে, যখনই আমার নাম স্মরণ করা হইবে, সাথে সাথে আপনার নামও স্মরণ করা হইবে। যেমন বলা হইবে, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

ইবন জারীর (র) আবু সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু সাঈদ (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, আপনার ও আমার প্রতিপালক বলিতেছেন যে, তিনি আপনার মর্যাদা কিভাবে উচ্চ করিবেন? উত্তরে আমি বলিলাম, আল্লাহ্ই ভালো জানেন। অতঃপর জিবরীল (আ) নিজেই বলিলেন, যখন আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা হইবে, সংগে আপনার নামও স্মরণ করা হইবে।

ইবন আবু হাতিম (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : 'আমি একদা আল্লাহ্র নিকট একটি প্রার্থনা করিয়াছিলাম, যাহা না করাই ভালো ছিল। আমি বলিয়াছিলাম, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি তো আমার পূর্বের নবীদের মধ্যে কাহারো জন্য বায়ুকে অনুগত করিয়া দিয়াছেন এবং কাহাকেও মৃত প্রাণী জীবিত করিবার শক্তি দিয়াছেন! উত্তরে আল্লাহ্ বলিলেন, কেন হে মুহাম্মদ! আমি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাইয়া আশ্রয় দেই নাই? আমি বলিলাম, হ্যাঁ দিয়াছেন তো! আল্লাহ্ বলিলেন : আমি তোমাকে পথ সম্পর্কে অনবহিত পাইয়া পথের সন্ধান দেই নাই? আমি বলিলাম, হ্যাঁ দিয়াছেন। আল্লাহ্ বলিলেন, আমি কি তোমাকে নিঃস্ব অবস্থায় পাইয়া অভাবমুক্ত করিয়া দেই নাই? আমি বলিলাম, হ্যাঁ দিয়াছেন। আল্লাহ্ বলিলেন, আমি কি তোমার বন্ধ প্রশস্ত করিয়া দেই নাই? এবং তোমার মর্যাদাকে উচ্চ করি নাই? আমি বলিলাম, হ্যাঁ করিয়াছেন।

ইমাম বগবী (র) ইবন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল আযানের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নাম উচ্চারণ করা।

অন্য মুফাসসিরগণ বলেন, ইহার অর্থ হইল, পূর্ব যুগের নবীগণের মধ্যে আল্লাহ্ আপনার নাম আলোচনার ব্যবস্থা করিয়া, এবং সমস্ত রাসূল হইতে আপনার উপর ঈমান আনিবার ও উম্মতদেরকে আপনার উপর ঈমান আনিবার নির্দেশ দেওয়ার অংগীকার লইয়া আপনার মর্যাদা বাড়াইয়া দিয়াছি। অতঃপর আপনার উম্মতের মধ্যে আপনার নাম প্রসিদ্ধ করিয়া দিয়াছি। ফলে আপনার নাম ব্যতীত আমার নাম স্মরণ করা হয় না।

وَأَن مَّعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا অর্থাৎ প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলা এই সংবাদ দিয়াছেন যে, কষ্টের সাথেই স্বস্তি পাওয়া যায়। অতঃপর এই কথাটি পুনর্ব্যক্ত করিয়া কথাটি আরো দৃঢ় করিয়া দিয়াছেন।

ইবন আবু হাতিম (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন বসিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখে ছিল একখণ্ড পাথর। তিনি বলিলেন : যদি কষ্ট আসিয়া এই পাথরটিতে ঢুকিয়া পড়ে তাহা হইলে ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—৬৮

অবশ্যই স্বস্তি আসিয়া ইহাতে প্রবেশ করিয়া কষ্টকে বাহির করিয়া ফেলিবে। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন।

ইব্ন আবু হাতিম (র) ... হাসান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (রা) বলেন, মুসলমানগণ বলিত যে, এক কষ্ট দুই স্বস্তির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

ইব্ন জারীর (র) হাসান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন হাস্যোজ্জ্বল মুখে আনন্দচিত্তে ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন এবং বলিলেন : “শোন তোমরা! এক কষ্ট কখনো দুই স্বস্তির উপর বিজয় লাভ করিতে পারে না, এক কষ্ট কখনো দুই স্বস্তির উপর বিজয় লাভ করিতে পারে না। কষ্টের পর স্বস্তি আছে, অবশ্য কষ্টের পর স্বস্তি আছে।”

হাসান ইব্ন সুফিয়ান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : আকাশ হইতে শ্রম অনুযায়ী সাহায্য এবং বিপদ অনুযায়ী ধৈর্য নাযিল হইয়া থাকে। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন :

صبراً جميلاً ما اقرب الفرجا - من راقب الله في الامور نجا
من صدق الله لم ينله اذى - ومن رجاه يكون حيث رجا

অর্থাৎ উত্তম ধৈর্য স্বচ্ছলতার কতই না নিকটবর্তী। যে ব্যক্তি প্রতিটি কাজে আল্লাহর প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখে সেই নাজাত পায়। যে আল্লাহর বাণীকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে তাকে কোন কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না এবং আল্লাহর কাছে যে যেমন আশা রাখে তেমনই হইয়া থাকে।

অর্থাৎ দুনিয়ার কাজ-কর্ম ও ব্যস্ততা হইতে অবসর হইয়াই ইবাদতে আত্মনিয়োগ কর এবং একনিষ্ঠ চিত্তে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ কর। একটি সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : খানা উপস্থিত রাখিয়া এবং পেশাব-পায়খানা চাপা দিয়া রাখিয়া নামায পড়া ঠিক নহে। অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “যখন এমন হইবে, একদিকে নামাযের জামাআত দণ্ডায়মান, অপরদিকে রাতের খাবার সামনে উপস্থিত—এমতাবস্থায় আগে খানা খাইয়া লও। কারণ অন্যথায় নামাযে একাগ্রতা থাকিবে না।”

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন : দুনিয়ার ধাক্কা হইতে অবসর হইয়া নামাযে দাঁড়াইয়া যত্নসহকারে ইবাদতে আত্মনিয়োগ কর এবং আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ কর। ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল যখন ফরয নামায হইতে অবসর গ্রহণ কর, তখন তাহাজ্জুদ নামাযে আত্মনিয়োগ কর। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও এইরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

আলী ইব্ন আবু তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, فَانصَبْ অর্থ দু'আয় আত্মনিয়োগ কর।' যায়দ ইব্ন আসলাম, যাহূহাক (র) বলেন, আয়াতের অর্থ জিহাদ হইতে ফারোগ হইয়া তুমি ইবাদতে আত্মনিয়োগ কর। ছাওরী (র) বলেন, فَارْغَبْ, অর্থ তোমার নিয়ত ও মনোযোগ আল্লাহর পানেই রাখ।

সূরা ত্বীন

৮ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

মালিক ও শু'বা (র) বারা ইব্ন আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বারা ইব্ন আযিব (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফজরের নামাযে দুই রাকাতের এক রাকাতে সূরা ত্বীন পাঠ করিতেন। আমি তাহার ন্যায় এত সুন্দর তিলাওয়াত আর কাহারো মুখে শুনি নাই। (সিহাহ সিত্তাহ)

(১) وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۝

(২) وَطُورِ سَيْنِينَ ۝

(৩) وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝

(৪) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝

(৫) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝

(৬) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝

(৭) فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدَ بِاللَّذِينَ ۝

(৮) أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَكِيمِينَ ۝

১. শপথ 'ত্বীন' ও 'যায়তুন'-এর
২. শপথ 'সিনাই' পর্বতের
৩. এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর-
৪. আমি তো সৃষ্টি করিয়াছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে,

৫. অতঃপর আমি উহাকে হীনতাগ্রস্তদিগের হীনতমে পরিণত করি।

৬. কিন্তু ইহাদিগের নহে যাহারা মুমিন ও সৎ কর্মপরায়ণ, ইহাদিগের জন্য তো আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

৭. সুতরাং ইহার পর তোমাকে কিসে কর্মফল সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করে?

৮. আল্লাহ কি বিচারকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নহেন?

তাফসীর : তিন দ্বারা উদ্দেশ্য কি, এই ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ বলেন, তিন দ্বারা উদ্দেশ্য দামেস্কের মসজিদ। কেহ বলেন, দামেস্ক। কেহ বলেন, দামেস্কের একটি পাহাড়। কুরতুবী (র) বলেন, তিন দ্বারা উদ্দেশ্য আসহাবে কাহফের মসজিদ। আওফী (র)..... ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন, তিন দ্বারা উদ্দেশ্য জুদী পাহাড়ে অবস্থিত মসজিদে নূহ। মুজাহিদ (র) বলেন, ডুমুর ফল وَالزَّيْتُونُ-এর ব্যাখ্যায় কা'ব আহবার, কাতাদা ও ইবন যায়দ (র) প্রমুখ বলেন, যায়তুন দ্বারা উদ্দেশ্য মসজিদে বায়তুল মুকাদ্দাস। মুজাহিদ ও ইকরিমা (র) বলেন, ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য প্রচলিত যায়তুন।

وَطُورِ سَيْنِينَ কা'ব আহবার (র) প্রমুখ বলেন, ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য সেই পাহাড় যাহার উপর আল্লাহ পাক মূসা (আ)-এর সহিত কথা বলিয়াছিলেন।

وَهَذَا الْبَيْتُ الْأَمِينِ অর্থাৎ মক্কা। ইবন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, ইকরিমা, হাসান, ইবরাহীম নাখয়ী, ইবন যায়দ ও কা'ব আহবার (র) প্রমুখ এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুত ইহাতে কাহারো কোন দ্বিমত নাই।

কেহ কেহ বলিতে চাহেন যে, তিন, যায়তুন ও বালাদে আমীন ইহা এমন তিনটি জায়গার নাম যেখানে আল্লাহ তা'আলা তিনজন প্রখ্যাত শরীয়তধারী নবী প্রেরণ করিয়াছেন। তিন ও যায়তুন দ্বারা উদ্দেশ্য বায়তুল মুকাদ্দাস, যেখানে হযরত ঈসা (আ) প্রেরিত হইয়াছিলেন। তুরে সীনীনে দ্বারা উদ্দেশ্য সিনাই পর্বত, যেখানে আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-এর সহিত কথোপকথন করিয়া ছিলেন। এবং বালাদে আমীন দ্বারা উদ্দেশ্য মক্কা, যেখানে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) প্রেরিত হইয়াছিলেন।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত কয়েকটি বিষয়ের শপথ করিয়া বলিতেছেন, আমি মানুষকে উত্তম গঠন দিয়া সূঠাম ও সুদর্শন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি।

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ অর্থাৎ অতঃপর আমি উহাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে উপনীত করিয়াছি। মুজাহিদ, আবুল আলিয়া, হাসান ও ইবন যায়দ (র) প্রমুখ বলেন, أَسْفَلَ سَافِلِينَ দ্বারা উদ্দেশ্য জাহান্নাম। অর্থাৎ মানুষ এত সুন্দর ও সূঠাম সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও যদি তাহার আল্লাহর আইন মানিয়া না চলে, তাহা হইলে উহাদিগকে জাহান্নামে প্রবেশ করিতে হইবে।

এইজন্যই পরে বলা হইয়াছে : **الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** অর্থাৎ তবে যাহারা ঈমান আনয়ন করে ও সৎ কাজ করে তাহারা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না।

কেহ কেহ বলেন **ثُمَّ رَدَدْنَاهُ الْخ** অর্থ অতঃপর আমি তাহাকে হীন বয়সে উপনীত করি। ইব্ন জারীর (র) এই মতটিই পছন্দ করিয়াছেন। তবে এই অর্থ গ্রহণ করিলে ঈমানদার ও সৎকর্ম পরায়ণদেরকে ইহার আওতা হইতে বাহির করা অর্থহীন হইয়া পড়ে। কারণ অনেক পাকা ঈমানদার লোকও হীন বয়সে উপনীত হইয়া থাকে। আসলে আমরা প্রথমে যাহা বলিয়াছি তাহাই সঠিক। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

অর্থাৎ সময়ের শপথ, সকল মানুষই ক্ষতির মধ্যে রহিয়াছে। তবে যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহারা নহে।

فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ অর্থাৎ যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে এমন পুরস্কার যাহা কখনো শেষ হইবার নহে। এই প্রসঙ্গে উপরে আলোচনা করা হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ অর্থাৎ হে আদম সন্তান! ইহার পর তোমরা কেন মৃত্যুর পর জীবিত করিয়া কর্মফল প্রদানকে অস্বীকার কর, অথচ তোমরা জান যে, প্রথমবার তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আর যিনি নতুনভাবে নমুনাবিহীন কোন বস্তুকে সৃষ্টি করিতে সক্ষম, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন দান করা তাঁহার জন্য কোন ব্যাপারই নহে।

ইব্ন আবু হাতিম (র) মানসূর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মানসূর (র) বলেন, একদা আমি মুজাহিদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, **فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ** এই আয়াতে কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বুঝানো হইয়াছে? উত্তরে তিনি বলিলেন, নাউযুবিল্লাহ্! রাসূলুল্লাহ্ (সা) নহে বরং সাধারণ মানুষকে বুঝানো হইয়াছে। ইকরিমা (র) প্রমুখও এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

الْيَسْرَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ অর্থাৎ সেই মহান আল্লাহ্ কি শ্রেষ্ঠ বিচারক নহেন? যিনি কাহারো প্রতি কোন জুলুম করেন না। ন্যায় পরায়ণতার ফলশ্রুতিতেই তিনি কিয়ামত অনুষ্ঠিত করিয়া সকলের মাঝে ইনসাফ কায়ম করিবেন।

আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক মারফুরূপে বর্ণিত একটি হাদীসে আমরা উপরে বলিয়া আসিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : কেহ সূরা ত্বীন শেষ পর্যন্ত পড়িলে সে যেন বলে, **وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ** অর্থাৎ আমিও ইহার উপর সাক্ষী রহিলাম।

সূরা আলাক

১৯ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝

(২) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝

(৩) اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝

(৪) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝

(৫) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

১. পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন—
২. সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষকে 'আলাক' হইতে।
৩. পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহা মহিমান্বিত,
৪. যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়াছেন—
৫. শিক্ষা দিয়াছেন মানুষকে, যাহা সে জানিত না।

তাফসীর : ইমাম আহমদ (র)..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, নিদ্রাবস্থায় সত্য মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট সর্বপ্রথম ওহী আগমন আরম্ভ হয়। যে কোন স্বপ্ন তাঁহার নিকট প্রভাতের ন্যায় স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইত। অতঃপর তাঁহার কাছে নির্জনতা প্রিয় করিয়া দেওয়া হয়। ফলে হেরাওয়ায় আসিয়া একাধারে কয়েক রাত জাগিয়া ইবাদাত করিতেন। এই সময়ের জন্য তিনি পাথেয় লইয়া যাইতেন। অতঃপর খাদীজার নিকট ফিরিয়া আসিয়া কয়েকদিনের পাথেয় লইয়া পুনরায় চলিয়া যাইতেন। এইভাবে একদিন হেরা ওয়ায় অবস্থানকালে তাঁহার নিকট ওহী

লইয়া আগমন করে। একজন ফেরেশতা আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, পড়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : উত্তরে আমি বলিলাম, “আমি তো পড়িতে জানি না।” রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, অতঃপর সে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া সজোরে চাপ দেয়। ইহাতে আমি অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করি। অতঃপর আমাকে ছাড়িয়া দিয়া ফেরেশতা বলিল, পড়। আমি বলিলাম, “আমি পড়িতে জানি না।” এইবারও সে আমাকে সজোরে চাপিয়া ধরে। ইহাতে আমি কষ্ট অনুভব করি। অতঃপর আমাকে সে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, পড়। বলিলাম, আমি পড়িতে জানি না। এইবারও সে আমাকে সজোরে চাপ দেয়। আমি ইহাতে কষ্ট অনুভব করি। অতঃপর সে আমাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ -
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ -

বর্ণনাকারী বলেন : অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই আয়াতগুলি লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে খাদীজা (রা)-এর নিকট ফিরিয়া গেলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনি বলিলেন : “তোমরা আমার গায়ে কষল দাও, তোমরা আমার গায়ে কষল দাও।” ফলে গৃহবাসীরা তাঁহাকে কষল মুড়ি দিয়া শোয়াইয়া দিল। কিছক্ষণ পর তাঁহার মন হইতে ভীতি কাটিয়া গেলে বলিলেন : ‘খাদীজা! আমার কি হইল?’ অতঃপর তাঁহার নিকট সব ঘটনা খুলিয়া বিবৃত করিয়া অবশেষে বলিলেন, “এই সব দেখিয়া আমি নিজের ব্যাপারে শংকিতই হইয়া পড়িয়াছিলাম।” শুনিয়া খাদীজা (রা) তাঁহাকে বলিলেন, ‘এইসব আপনার জন্য সুংসবাদ বৈ নয়। আমি আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমান করিবেন না। কারণ আপনি আত্মীয়তা বজায় রাখেন, সত্য কথা বলেন, মেহমানদারী করেন ও বিপদে মানুষকে সাহায্য করেন।’

অতঃপর খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে স্বীয় চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবন নওফলের নিকট লইয়া গেলেন। তিনি জাহেলী যুগে নাসারা হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি আরবী ভাষায় লেখা জানিতেন এবং ইবরানী ভাষায় লিখিতেন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন প্রধান ব্যক্তি। বার্ধক্যের কারণে দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলেন। যাহোক খাদীজা (রা) বলিলেন, ভাই! আপনার ভাতিজার ঘটনা শুনুন। ওয়ারাকা বলিলেন, কি ব্যাপার বল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সব কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলে ওয়ারাকা বলিলেন, ইনি সে-ই বার্তাবাহক ফেরেশতা, যিনি মূসা (আ)-এর নিকট আগমন করিতেন। হায়! যদি আমি এখন যুবক থাকিতাম, হায়! যদি আমি সে সময় জীবিত থাকিতে পারিতাম, যখন তোমার জাতি তোমাকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দিবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, কি বলিলেন? তাহারা আমাকে বাহির করিয়া দিবে? উত্তরে ওয়ারাকা বলিলেন, শুধু তুমিই কেন তোমার ন্যায় যাহারাই নব্বুত লাভ করিয়াছিল তাঁহাদের প্রত্যেকের সহিতই মানুষ শত্রুতা করিয়াছিল। সেই সময় পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিলে আমি তোমাকে সাধ্য পরিমাণ সাহায্য করিব।

ইহার অল্প কদিন পরই ওয়ারাকা ইবন নওফল মৃত্যুবরণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ওহী আগমন স্থগিত হইয়া যায়। ইহাতে তিনি বিচলিত হইয়া পড়েন। এমনকি কয়েকবার তিনি পাহাড়ের চূড়া হইতে গড়াইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু জিবরীল (আ) আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়া যাইতেন যে, মুহাম্মদ! নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল। ইহাতে তিনি শান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতেন। যুহরীর হাদীস হইতে বুখারী ও মুসলিমে এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। এই হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কুরআন শরীফের এই কয়টি আয়াতই সর্বপ্রথম নাযিল হয়। ইহা বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'আলার সর্বপ্রথম রহমত ও নিয়ামত। এইখানে আরো বলা হইয়াছে যে, জমাটবাঁধা রক্ত হইতে মানুষের সৃষ্টি। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা অজানা জ্ঞান শিক্ষা দিয়া মানুষকে সম্মানিত করিয়াছেন। এই ইলমের ফলেই হযরত আদম (আ) ফেরেশতাকুলের উপর মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন।

(৬) كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ۝

(৭) أَلَمْ يَرَأْهُ اسْتَغْفِي ۝

(৮) إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ۝

(৯) أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ۝

(১০) عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۝

(১১) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ ۝

(১২) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ۝

(১৩) أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝

(১৪) أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ۝

(১৫) كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ ۙ لَنَسْفَعْنَا بِالنَّاصِيَةِ ۝

(১৬) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝

(১৭) فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۝

(১৮) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۝

(১৯) كَلَّا لَا تَطَّعُهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝

৬. বস্তুত মানুষ সীমালংঘন করিয়াই থাকে,
৭. কারণ সে নিজকে অভাবমুক্ত মনে করে।
৮. তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত।
৯. তুমি কি উহাকে দেখিয়াছ, যে বাধা দেয়
- ১০ এক বান্দাকে যখন সে সালাত আদায় করে?
১১. তুমি কি লক্ষ্য করিয়াছ, যদি সে সৎপথে থাকে
১২. অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেয়,
১৩. তুমি কি লক্ষ্য করিয়াছ কি যদি সে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরাইয়া লয়,
১৪. তবে সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ দেখেন?
১৫. সাবধান, সে যদি বিরত না হয় তবে আমি তাহাকে অবশ্যই হেঁচড়াইয়া লইয়া যাইব, মস্তকের সম্মুখভাগের কেশগুচ্ছ ধরিয়া—
১৬. মিথ্যাচারী পাপিষ্ঠের কেশগুচ্ছ।
১৭. অতএব সে তাহার পার্শ্বচরদিগকে আহ্বান করুক!
১৮. আমিও আহ্বান করিব জাহান্নামের প্রহরীগণকে।
১৯. সাবধান! তুমি উহার অনুসরণ করিও না, সিজদা কর ও আমার নিকটবর্তী হও।

তাফসীর : এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, মানুষ অভাবমুক্ত হইয়া গেলে এবং জীবন লাভ করিলেই আত্মশ্রুতি ও খোদাদ্রোহীতায় লিপ্ত হইয়া পড়ে। অথচ তাহাদের উচিত ছিল সর্বদা আল্লাহ্কে ভয় করিয়া চলা। কারণ আজ হোক আর কাল হোক তাহাদের একদিন আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাবর্তন করিতেই হইবে। সেইদিন মানুষ সম্পদ কোথা হইতে কিভাবে উপার্জন করিয়াছে এবং কোন খাতে ব্যয় করিয়াছে উহার সম্পূর্ণ হিসাব গ্রহণ করিবেন।

ইবন আবু হাতিম (র)..... 'আওন (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, 'আওন (র) বলেন, আব্দুল্লাহ্ (রা) বলিয়াছেন : দুই লোভী ব্যক্তি যাহাদের পেট কখনো ভরে না। আলিম ও দুনিয়াদার। এই দুই ব্যক্তির মাঝে রহিয়াছে দুস্তর ব্যবধান। আলিম ব্যক্তির আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাইতে থাকে আর দুনিয়াদারের বৃদ্ধি পায় অবাধ্যতা। অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াদারদের সম্পর্কে বলিয়াছেন :

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِٗ لَكٰفِرٌ اَعْمٰی اর্থঃ মানুষ সীমালংঘন করিয়াই থাকে। কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। আর আলিমদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে :

اِنَّمَّا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اর্থঃ আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে আলিমরাই তাঁহাকে ভয় করিয়া থাকে।

ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—৬৯

অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “দুই লোভী ব্যক্তি তৃপ্ত হইতে পারে না। ইলম অন্বেষণকারী ও দুনিয়া অন্বেষণকারী।” অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى اর্থاًৎ তুমি কি উহা দেখিয়াছ, যে বাধা দেয় এক বান্দাকে, যখন সে সালাত আদায় করে? এই আয়াতটি আবু জাহল সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই নরাধম বায়তুল্লাহ্ নামায পড়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বাধা দান করিত। ফলে আল্লাহ তা‘আলা প্রথমে তাহাকে উত্তম পন্থায় উপদেশ দিয়া বলেন :

أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ اর্থاًৎ যাহাকে তুমি সৎ কাজে বাধা প্রদান কর যদি সে কাজে-কর্মে সঠিক পথে পরিচালিত হয় এবং মুখে তাকওয়ার নির্দেশ প্রদান করে আর তুমি তাহাকে ধমক দাও ও বাধা দান কর। তাহা হইলে বল, তোমার কি কল্যাণ হইবে?

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ اর্থاًৎ এই সৎ পথে বাধা দানকারী লোকটি কি জানে না যে, আল্লাহ তা‘আলা তাহাকে দেখেন, তাহার কথা শুনে এবং তাহার কর্মকাণ্ডের উপযুক্ত প্রতিফল দিবেন? অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা হুমকি প্রদর্শন করিয়া কঠোর ভাষায় বলেন :

كَلَّا لَنْ نُّنْزِلَنَّهُ لِنَفْسِنَا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةً كَاطِبَةٌ اর্থاًৎ লোকটি যদি তাহার অপকর্ম হইতে ফিরিয়া না আসে, তাহা হইলে কিয়ামতের দিন এই মিথ্যাচারী পাপিষ্ঠের মস্তকের কেশশুচ্ছ ধরিয়া হেঁচড়াইয়া লইয়া যাইব।

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ اর্থاًৎ প্রয়োজন মনে করিলে সে তাহার পার্শ্বচরদিগকে আহ্বান করুক। আমিও জাহান্নামের প্রহরীগণকে আহ্বান করিব। তখন দেখা যাইবে কার বাহিনী জয়লাভ করে- তাহার না আমার ফেরেশতার দল।

ইমাম বুখারী (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আবু জাহল একদিন বলিল যে, মুহাম্মদকে আমি কা‘বার নিকট নামায পড়িতে দেখিলে তাহার ঘাড় মটকাইয়া দিব। এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : “সে যদি এই কাজ করে তো ফেরেশতারা তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে।”

ইমাম আহমদ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : আবু জাহল একদিন বলিল, মুহাম্মদকে আমি কা‘বার নিকট নামায পড়িতে দেখিলে আমি তাহার ঘাড় চাপিয়া ধরিব। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরে বলিলেন : যদি সে এমন করিত তাহা হইলে ফেরেশতারা সকলের চোখের সামনে তাহাকে ধরিয়া ফেলিত। আর “তোমরা যদি সত্যবাদী হও তো মৃত্যু কামনা কর।” এই কথার জবাবে যদি ইয়াহুদীরা মৃত্যু কামনা করিত তো অবশ্যই তাহারা মরিয়া যাইত

এবং জাহান্নামে নিজের আবাস দেখিয়া লইত এবং নাসারারা যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে মুবাহালায় আসিত তো তাহারা ধন-জন সবই হারাইয়া ফেলিত।”

ইবন জারীর (র)..... ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আবু জাহল একদিন বলিল, মুহাম্মদকে যদি আবার নামায পড়িতে দেখি তাহা হইলে আমি তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিব। তখন আল্লাহ্ তা'আলা **أَفْرَأَ الزَّبَانِيَةَ بِاسْمِ رَبِّكَ**.....**الزَّبَانِيَةَ** নাযিল করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কা'বায় আসিয়া নিরাপদে নামায আদায় করিয়া যান। জনতা আবু জাহলকে জিজ্ঞাসা করিল, কি হে বসিয়া রইলে কেন? উত্তরে সে বলিল, ফেরেশতারা আমাকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। ইবন আব্বাস (রা) বলেন : সে যদি বিন্দুমাত্র অগ্রসর হইত তো ফেরেশতারা মানুষের চোখের সামনে তাহাকে ধরিয়া ফেলিত।

ইবন জারীর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আবু জাহল জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, মুহাম্মদ কি তোমাদের সামনে সিজদা করে? উত্তরে জনতা বলিল, হ্যাঁ করে। আবু জাহল বলিল, মানাত ও উজ্জার শপথ! আমি যদি কখনো তাহাকে নামায পড়িতে দেখি তবে তাহার ঘাড় চাপিয়া ধরিব এবং তাহার মুখে মাটি মাখিয়া দিব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন নামায পড়িতেছিলেন। ইত্যবসরে নরাধম আসিয়া তাঁহার দিকে একটু অগ্রসর হইয়া সংগে সংগে পিছন দিকে ফিরিয়া আসে। উপস্থিত জনতা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, মুহাম্মদ এবং আমার মাঝে একটি আঙনের গর্ত, ফেরেশতার পালক এবং আরো ভয়ানক কি যেন দেখিতে পাইলাম। বর্ণনাকারী বলেন,, পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, সে আমার কাছে অগ্রসর হইলে ফেরেশতা তৎক্ষণাৎ তাহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিত। ইমাম আহমদ, নাসায়ী, মুসলিম ও ইবন আবু হাতিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

كَلَّا لَا تَطِغُوهُ وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ অর্থাৎ সাবধান! সে আপনাকে বাধা দিক, কিন্তু আপনি তাহার বাধা উপেক্ষা করিয়া যথারীতি ইবাদাত করিতে থাকুন এবং আপনার চাহিদামত নামায পড়ুন। আপনার ভয়ের কোন কারণ নাই। কারণ, আপনার হেফাজত ও সাহায্যের জন্য আল্লাহ্ই রহিয়াছেন। তিনিই আপনাকে মানুষের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবেন। আর আপনি সিজদার মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করিতে থাকুন।

সূরা কাদর

৫ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

- (১) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
(২) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
(৩) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ
(৪) تَنْزِيلُ الْمَلَكِ وَالرُّوحِ فِيهَا يُأْذِنُ رَبُّهُمْ مِنْ كُلِّ أُورٍ
(৫) سَلَّمَ شَيْءٌ حَتَّىٰ مَطَلَعِ الْفَجْرِ

১. আমি ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি মহিমাম্বিত রজনীতে;
২. আর মহিমাম্বিত রজনী সম্বন্ধে তুমি কী জান?
৩. মহিমাম্বিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
৪. সে রাত্রিতে ফেরেশতাগণ ও রুহ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাহাদিগের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে।
৫. শান্তি-ই-শান্তি, সেই রজনী উষার আবির্ভাব পর্যন্ত।

তাফসীর : এইখানে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিতেছেন যে, তিনি কুরআনে করীমকে লায়লাতুল কদর তথা মহিমাম্বিত রজনীতে অবতীর্ণ করিয়াছেন। এই লায়লাতুল কদরকে আল লায়লাতুল মুবারাকা তথা বরকতময় রজনীও বলা হয়। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন : **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ** অর্থাৎ আমি কুরআন মজীদকে এক বরকতময় রাতে অবতীর্ণ করিয়াছি। বস্তুত লায়লাতুল কদর ও লায়লাতুল মুবারাকা একই রজনী। ইহা রমযান মাসের একটি রাত।

যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন : **شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ** অর্থাৎ রমযান মাস যাহাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হইয়াছে।

ইবন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে করীমকে লাওহে মাহফূজ হইতে একবারে প্রথম আকাশের বায়তুল ইয্যাত নামক স্থানে অবতীর্ণ করেন। অতঃপর প্রয়োজন অনুপাতে অল্প অল্প করিয়া দীর্ঘ তেইশ বছরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর ইহা অবতীর্ণ হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা লায়লাতুল কদরের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন :

অর্থাৎ আর **وَمَا أَدْرُكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ** লায়লাতুল কদর সম্পর্কে তুমি কী জান? লায়লাতুল কদর হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

ইমাম তিরমিযী (র) ইউসুফ ইবন সা'দ (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন যে, ইউসুফ ইবন সা'দ (রা) বলেন যে, মু'আবিয়া (রা)-এর সংগে সন্ধি চুক্তি করার পর হাসান ইবন আলী (রা)-এর নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, আপনি মুসলমানদের মুখে চুনকালি মাখাইয়া দিয়াছেন কিংবা বলিল, হে মুসলমানদের মুখে কলংক লেপনকারী! উত্তরে হাসান (রা) বলিলেন, আল্লাহ্ তোমাকে রহম করুন, আমাকে তুমি ধিক্কার দিও না। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখানো হইয়াছিল যে, বনু উমাইয়া তাঁহার মিম্বরে অবস্থান করিতেছে। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যথিত হন। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা কাওছার ও সূরা কদর অবতীর্ণ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দেন যে, তাহারা এক হাজার মাস রাজত্ব করিবে। কাসিম (র) বলেন, আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে, বনু উমাইয়ার রাজত্বকাল ছিল ঠিক এক হাজার মাস, একদিন কমও নয় বেশীও নয়। অর্থাৎ লায়লাতুল কদর হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়ার অর্থ হইল, হে মুহাম্মদ! আপনার পর বনু উমাইয়া যে এক হাজার মাস রাজত্ব করিবে, লায়লাতুল কদর উহা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। সুতরাং আপনার মনক্ষুণ্ণ হওয়ার কোন কারণ নাই।

ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীসটিকে গরীব বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইহার সনদের মধ্যে ইউসুফ ইবন সা'দ লোকটি অখ্যাত। মোটকথা আলোচ্য হাদীসটি খুবই মুনকার এবং বনু উমাইয়ার রাজত্বকাল এক হাজার মাস হওয়া সম্পর্কিত কাসিমের বর্ণনাটি আপত্তিকর যা বিস্তারিতভাবে কিতাবে উল্লেখ রহিয়াছে।

ইবন আব্বাস হাতিম (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন বনী ইসরাইলের এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলিলেন যে, সে এক হাজার মাস পর্যন্ত সশস্ত্র অবস্থায় আল্লাহ্‌র গথে জিহাদে কাটাইয়াছে। ইহা শুনিয়া মুসলমানগণ অবাক হইয়া যায় তখন আল্লাহ্ তা'আলা সূরা কদর নাযিল করেন। অর্থাৎ লায়লাতুল কদর সেই এক হাজার মাস হইতে শ্রেষ্ঠ, যাহাতে বনী ইসরাইলের লোকটি অস্ত্র পরিহিত অবস্থায় জিহাদ করিয়া কাটাইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন, বনী ইসরাইলের এক ব্যক্তি সারারাত্রি জাগিয়া ইবাদত করিত এবং দিনভর আল্লাহর দূশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করিত। এইভাবে সে দীর্ঘ এক হাজার মাস কাটাইয়া দেয়। আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য সূরাটি নাযিল করিয়া জানাইয়া দিলেন— উম্মতে মুহাম্মদিয়ার কদরের একরাত্রি বনী ইসরাইলের উক্ত ব্যক্তির এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ইব্ন আবু হাতিম (র) আলী ইব্ন উরওয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্ন উরওয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন আইয়ুব, যাকারিয়া, হিযকীল ইব্ন আজুয ও ইউশা ইব্ন নূন (আ) নামক বনী ইসরাইলের এই চার ব্যক্তি সম্পর্কে বলিলেন যে, ইহারা সুদীর্ঘ আশি বছর যাবত একাধারে আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকেন। এক মুহূর্তের জন্যও তাঁহারা আল্লাহর কোন নাফরমানী করেন নাই। ইহা শুনিয়া সাহাবাগণ অবাক হইয়া যান। ইত্যবসরে হযরত জিবরীল (আ) আসিয়া বলিলেন, হে মুহাম্মদ! আপনার উম্মত চার ব্যক্তির ইবাদতের কাহিনী শুনিয়া তো অবাক হইয়া গেল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাযিল করিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি **لُؤْلُؤُ**। **الْحَيْكَلِ** শুনাইয়া দিলেন। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার সংগে সাহাবাগণও আনন্দিত হইলেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, এই রাতের আমল এক হাজার মাসের আমল অপেক্ষা উত্তম। ইব্ন জারীর (র) ইহার বর্ণনা করে।

ইব্ন আবু হাতিম (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন, লায়লাতুল কদর এমন হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যাহাতে লায়লাতুল কদর নাই। কাতাদা, ইব্ন দা'আমা এবং শাফেয়ী (র) প্রমুখও এই কথা বলিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রমযান মাস আসিলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতেন : লোক সকল! তোমাদের কাছে রমযান মাস আগমন করিয়াছে। ইহা বরকতময় মাস। এই মাসে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর রোযা ফরয করিয়াছেন। এই মাসে জান্নাতের দ্বারসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়, জাহান্নামের দ্বার বন্ধ করিয়া রাখা হয় ও শয়তানদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। এই মাসে এমন একটি রাত আছে যাহা হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে ব্যক্তি এই রাতের কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইবে, সে আসলেই কপাল পোড়া।”

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, “যে ব্যক্তি শবে কদরে ঈমানের সাথে সওয়াব লাভের আশায় জাগ্রত থাকিয়া ইবাদত করিবে তাহার পূর্বের সকল (সগীরা) গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।”

অর্থাৎ অধিক **تَنْزِيلُ الْمَلَكِ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ** বরকতময় হওয়ার কারণে অধিক পরিমাণ ফেরেশতা এই রাত্রিতে দুনিয়াতে অবতরণ

করেন। الرَّوْحُ দ্বারা উদ্দেশ্য অনেকের মতে হযরত জিবরীল (আ)। কেহ বলেন, الرَّوْحُ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, বিশেষ এক শ্রেণীর ফেরেশতা। যেমন সূরা নাবায় বলা হইয়াছে।

مِنْ كُلِّ أَمْرٍ এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার সম্পর্ক سَلَامٌ-এর সংগে। অর্থাৎ এই রজনী সর্ববিষয় হইতে নিরাপদ।

সাদ্দ ইব্ন মনসূর (র)..... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন : سَلَامٌ هِيَ অর্থ এই রজনী সম্পূর্ণ নিরাপদ। ইহাতে শয়তান কোন প্রকার অপকর্ম ও অনিষ্ট করিতে পারে না।

কাতাদা (র) প্রমুখ বলেন : مِنْ كُلِّ أَمْرٍ অর্থ এই রজনীতে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং মানুষের হায়াত ও রিয়ক নির্ধারণ করা হয়। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ অর্থাৎ এই রজনীতে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

سَادِدٌ إِبْنُ مَنَسُورٍ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ শাবী (র) হইতে বলেন, শাবী (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, লায়লাতুল কদরে ফেরেশতাগণ ফজর পর্যন্ত মসজিদবাসীদের উপর সালাম করিতে থাকে।

ইব্ন জারীর (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আলোচ্য আয়াতটি : مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

ইমাম বায়হাকী (র) “ফাযায়েলুল আওকাত” নামক গ্রন্থে আলী (রা) হইতে কদরের রাতে ফেরেশতাদের অবতরণ তাহাদের মুসল্লীদের পরিদর্শন ও মুসল্লীদের বরকত লাভ সম্পর্কিত একটি অভিনব আছর বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইব্ন আবু হাতিম কা’ব আল-আহবার (র) হইতে সিদরাতুল মুনতাহা হইতে হযরত জিবরীল (আ)-এর সংগে ফেরেশতাদের পৃথিবীতে অবতরণ এবং তাহাদের ঈমানদার নর-নারীর জন্য দু’আ করা সংক্রান্ত দীর্ঘ একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

আবু দাউদ তায়ালিসী (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলিয়াছেন যে, রমযানের সাতাশ কিংবা উনত্রিশতম রাত হইল লায়লাতুল কদর। এই রাতে অগণিত ফেরেশতা পৃথিবীতে আগমন করেন।

আব্দুর রহমান ইব্ন আবু লায়লা (র) বলেন : مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ অর্থ এই রাতে নূতন কোন ঘটনা ঘটে না। কাতাদা ও ইব্ন য়ায়েদ (র) বলেন, ফজরের রাত্রি সবটাই মঙ্গলময় ফজরের পূর্ব পর্যন্ত এই রাতে কোন অকল্যাণ ঘটে না।

ইমাম আহমদ (র)..... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাদা ইব্ন সামিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : কদরের রাত হইল রমযানের শেষ দশ দিনে। যে ব্যক্তি এই দশ রাতে সওয়াবের নিয়াতে জাগ্রত থাকিয়া ইবাদত করিবে আল্লাহ তা'আলা তাহার পূর্বাপ্নর গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। ইহা যে কোন বেজোড় রাত্রিতে হইয়া থাকে। একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাইশ, উনত্রিশ কিংবা শেষ রাত্রিতে।”

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেন : “লায়লাতুল কদরের লক্ষণ হইল এই রাতটি অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জ্যোতির্ময় ও শান্ত থাকে। না গরম থাকে, না ঠাণ্ডা। এই রাতে ফজর পর্যন্ত কোন নক্ষত্র নিক্ষিপ্ত হয় না। আরেকটি লক্ষণ হইল, সে রাতের সকাল বেলা যে সূর্য উদিত হয় তাহাতে কিরণ থাকে না। ঠিক পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় শান্ত-শীতল থাকে। সেদিন সূর্যের সহিত শয়তান আত্মপ্রকাশ করে না।”

ইবন আবু আসিম নবীল (র)..... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “একবার আমি লায়লাতুল কদরের সন্ধান পাইয়াছিলাম। কিন্তু পরে আমাকে উহা ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উহা রমযানের শেষ দশ রাত্রির কোন এক রাত্রিতে হইয়া থাকে। রাতটি হয় খুব আকর্ষণীয় ও উজ্জ্বল। না থাকে গরম, না থাকে ঠাণ্ডা— যেন আকাশে চন্দ্র বিরাজমান। ফজরের পূর্ব পর্যন্ত এই রাতে শয়তানের আবির্ভাব হয় না।”

লায়লাতুল কদর পূর্ববর্তী উম্মতদের আমলেও ছিল কিনা এই ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে দ্বিমত রহিয়াছে। আবু মুসআব আহমাদ ইব্ন আবু বকর যুহরী (র) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি হিসাব করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, এই উম্মতের হায়াত পূর্ববর্তী উম্মতের চেয়ে অনেক কম। বিধায় এই উম্মত আমলের দিক হইতে পূর্ববর্তীদের সমকক্ষতা অর্জন করিতে পারে না। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে একটি রাত দান করিয়াছেন, যাহা হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, শবে কদর উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার অবশিষ্ট পূর্বের উম্মতের আমলে এই রাতটি ছিল না। শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারী জনৈক ইমাম ঈদ্বা নামক গ্রন্থ রচয়িতা ইহাকেই জমহূর উলামার সিদ্ধান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। খাতাবী (র) ইহাতে সকলের ঐক্যমত আছে বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)..... মারছাদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মারছাদ (র) বলেন, আমি হযরত আবু যর (রা) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আপনি লায়লাতুল কদর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করিতাম। একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জানিতে চাই যে, লায়লাতুল কদর কি রমযানে হইয়া থাকে, না অন্য কোন মাসে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, “রমযান মাসে।” আমি বলিলাম, ইহা কি শুধু নবীদের জীবিত থাকা পর্যন্তই সীমিত, না কি কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে? তিনি বলিলেন, কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে।” আমি

জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘রমযানের কোন্ তারিখে?’ তিনি বলিলেন, রমযানের প্রথম ও শেষ দশদিন অনুসন্ধান কর।” ইহার পর আমি আর কোন কথা कहিলাম না এবং তিনি অন্য কথায় চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর সুযোগ পাইয়া আমি আবাবারো জিজ্ঞাসা করিলাম, হুয়ূর! এই দুই দশের কোন দশে উহা তালাশ করিব? তিনি বলিলেন, শেষ দশে তালাশ কর। এরপর আর কোন কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না।” এই বলিয়া তিনি অন্য কথা বলিতে শুরু করেন। পুনরায় সুযোগ পাইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হুয়ূর! বলুন না দশ দিনের কোন্ দিনে উহা অনুসন্ধান করিব? শনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) চরমভাবে রাগিয়া গেলেন। ইতিপূর্বে এমন রাগ করিতে কখনো দেখা যায় নাই। অতঃপর বলিলেন, যাও শেষ সপ্তাহে তালাশ কর। আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না।” এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শবে কদর উম্মতে মুহাম্মদীয়ার জন্য বিশিষ্ট নয় বরং পূর্ববর্তী নবীদের আমলেও ছিল। আরো প্রমাণিত হয় যে, শবেকদর কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে। আরো প্রমাণিত হয় যে, শবে কদর শুধুমাত্র রমযান মাসেই হইয়া থাকে।

ইমাম আবু দাউদ (র)..... আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, একদিন আমার উপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লায়লাতুল কদর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন : “লায়লাতুল কদর প্রতি রমযান মাসে হইয়া থাকে।”

আবু রাযীন (র) বলেন, শবে কদর রমযানের প্রথম রাতেই হইয়া থাকে। কেহ বলেন, রমযানের সপ্তদশ রাতে। এ মতের সপক্ষে ইমাম আবু দাউদ, ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে একটি মারফু’ হাদীস বর্ণনা করেন। মুহাম্মদ ইব্ন ইদরীস শাফেয়ী এবং হাসান বসরী (র) হইতেও এইরূপ মতামত পাওয়া যায়।

হযরত আলী ও ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত যে, লায়লাতুল কদর হইল রমযানের ঊনবিংশতি রাত আর কেহ বলেন, একবিংশতি রাত। কারণ হযরত আবু সাঈদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক রমযানে প্রথম দশকে ইতিফাক করেন আর আমরাও তাহার সহিত ইতিকাফ করি। শেষে জিবরাঈল (আ) আসিয়া বলিলেন : আপনি যাহা সন্ধান করিতেছেন তাহা আপনার সম্মুখে রহিয়াছে। আপনি মধ্যম দশকেও ইতিকাফ করুন। এই দশক শেষ হওয়ার পরও জিবরাঈল (আ) আসিয়া বলিলেন, আপনি যাহার অনুসন্ধান করিতেছেন আসলে তাহা আরো সম্মুখে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিশ তারিখে সকালে দাঁড়াইয়া জনতার উদ্দেশে বলিলেন : “পূর্বের ক’দিন যাহারা আমার সহিত ইতিকাফ করিয়াছ তাহার বাকী কয়টি দিন ইতিকাফ কর। আমি লায়লাতুল কদর দেখিয়াছিলাম। কিন্তু পরে আমাকে ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। লায়লাতুল কদর হইল রমযানের শেষ দশকের কোন এক বেজোড় রাত্রিতে। আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যেন আমি কাদা পানিতে সিজদা করিতেছি।”

বর্ণনাকারী বলেন, মসজিদের ছাদে ছিল খেজুর পাতার ছাউনি। আর তখন আকাশে বিন্দুমাত্র মেঘ ছিল না। কিন্তু পরে আকাশে মেঘ ধরে যায় এবং বৃষ্টি হয়। ফজরের নামায আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিছনে আদায় করি। নামায শেষে সত্যি সত্যিই ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—৭০

দেখিতে পাইলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কপালে কাদামাটি লাগিয়া আছে। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্বপ্ন সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়।

কেহ বলেন, লায়লাতুল কদর হইল, রমযানের তেইশতম রাত আবার কাহারো মতে চব্বিশতম রাত। আবু সাঈদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, “লায়লাতুল কদর চব্বিশতম রাত।”

ইমাম আহমদ (র)..... বিলাল (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বিলাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “লায়লাতুল কদর (রমযানের) চব্বিশতম রাত। এই হাদীসের রাবী ইব্ন লাহীয়া দুর্বল। তদুপরি বিলাল (রা) নিজেই ইহার বিপক্ষে মত পেশ করিয়াছেন। যেমন—

ইমাম বুখারী (র)..... আবু আব্দুল্লাহ সানাবিহী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু আব্দুল্লাহ সানাবিহী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুআযযিন হযরত বিলাল (রা) বলিয়াছেন : লায়লাতুল কদর সাতাশতম রাত। ইব্ন আব্বাস, ইব্ন মাসউদ, জাবির, হাসান, কাতাদা এবং আব্দুল্লাহ ইব্ন ওহাব (র)-এর মতেও লায়লাতুল কদর চব্বিশতম রাত। সূরা বাকারায় হযরত ওয়াছিলা ইব্ন আশকার হাদীস বর্ণনা করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : কুরআনে রমযানের চব্বিশতম রাত্রিতে অবতীর্ণ হইয়াছে।” কেহ বলেন, পঁচিশতম রাত। প্রমাণ বুখারী শরীফের একটি হাদীস। ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “লায়লাতুল কদরকে তোমরা রমযানের শেষ দশকের পঞ্চম, সপ্তম বা নবম তারিখে অনুসন্ধান কর।”

কেহ বলেন, সাতাশতম রাত। ইমাম মুসলিম (র) উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে এই মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। মুআবিয়া, ইব্ন উমর ও ইব্ন আব্বাস (রা), প্রমুখও বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : লায়লাতুল কদর রমযানের সাতাশতম রাত। পূর্বসূরী বহুসংখ্যক আলিমের মতও ইহাই। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলের মাসলাকও ইহাই এবং ইমাম আবু হানীফা (র) হইতে এইরূপ মত পাওয়া যায়। অনেকে এই সূরার هـی শব্দ দ্বারা লায়লাতুল কদর সাতাশতম তারিখে হওয়ার সপক্ষে যুক্তি প্রদান করিয়াছেন। কারণ هـی এই সূরার সাতাশতম শব্দ।

তাবারানী (র)..... কাতাদা ও আসিম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে কাতাদা ও আসিম (র) ইকরিমা (র)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, উমর (রা) একদিন সাহাবাদেরকে একত্রিত করিয়া লায়লাতুল কদর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, উত্তরে উপস্থিত সকলেই এই ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, উহা রমযানের শেষ দশকে হইয়া থাকে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তখন আমি উমর (রা)-কে বলিলাম, শুধু তাহাই নহে শেষ দশকের কোন্ রাত তাহাও আমার জানা আছে। উমর (রা) বলিলেন, তাহলে বলুন, কোন্ রাত? আমি বলিলাম, শেষ দশকের সাতদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর বা সাতদিন অবশিষ্ট থাকিবে। শুনিয়া উমর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা আপনি কি করিয়া বুঝিলেন? আমি বলিলাম, আকাশ সাতটি,

যমীন সাতটি, মানুষের খাদ্য সাত প্রকার, সিজদা করা হয় সাত অংগের উপর, তাওয়াফ করিতে হয় সাত বার এবং কংকর নিষ্ক্ষেপ করিতে হয় সাতটি—এইভাবে তিনি সাত সংখ্যার আরো অনেক কিছু উল্লেখ করিয়াছেন। উমর (রা) আপনি আসলে এমন কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন, যাহা আমাদের বুদ্ধিতে আসে নাই। উল্লেখ যে, খাদ্য সাতটি বলিয়া ইব্ন আব্বাস (রা) **فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا** এই আয়াতের প্রতি ইংগিত করিয়াছেন। কারণ এই আয়াতে সাত প্রকার খাদ্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কেহ বলেন, ঊনত্রিশতম রাত।

ইমাম আহমদ (র) উবাদা ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাদা ইব্ন সামিত (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লায়লাতুল কদর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, ‘লায়লাতুল কদর রমযান মাসে হয়। অতএব তোমরা রমযানের শেষ দশকে উহা অনুসন্ধান কর। কারণ শেষ দশকের একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাশ ও ঊনত্রিশ অর্থাৎ যে কোন বেজোড় রাত্রিতে কিংবা শেষের রাত্রে শবেকদর হইয়া থাকে।

ইমাম আহমদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) লায়লাতুল কদর সম্পর্কে বলিয়াছেন, “উহা সাতাশ বা ঊনত্রিশ তারিখে হইয়া থাকে। এই রাতে অসংখ্য ফেরেশতা পৃথিবীতে আগমন করে।” কারো কারো মতে, লায়লাতুল কদর হইল রমযানের শেষ রাত্রি। উপরোক্ত বর্ণনাগুলি সম্পর্কে হযরত ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন যে, এইগুলি মূলত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিভিন্ন জনের প্রশ্নের জবাবে বলিয়াছিলেন। যেমন কেহ বলিয়াছিল ছুঁর। লায়লাতুল কদর কি অমুক রাতে তালাশ করিব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, ঠিক আছে কর। অন্যথায় লায়লাতুল কদর সুনির্দিষ্ট এক রাত যাহা কখনো নড়চড় হয় না। ইমাম তিরমিযী (র) শাফেয়ী (র)-এর এই মতের সপক্ষে রেওয়াজে বর্ণনা করিয়াছেন। আবু কিলাবা (র) বলেন, রমযানের শেষ দশকে লায়লাতুল কদর রদ-বদল হইয়া থাকে। মালিক, ছাওরী, আহমদ ইব্ন হাম্বল, ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই, আবু ছাওর মুযনী ও আবু বকর ইব্ন খুযায়মা (র) প্রমুখ এই মতের সপক্ষে রায় দিয়াছেন। ইমাম শাফেয়ী (র) হইতেও কাযী এইরূপ মত বর্ণনা করিয়াছেন। মূলত ইহাই যুক্তিসঙ্গত কথা।

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে আছে যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, কতিপয় সাহাবী লায়লাতুল কদর রমযানের শেষ সপ্তমে স্বপ্নযোগে দেখিতে পান। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : তোমাদের সকলের স্বপ্ন একই মতের হইয়াছে। কেহ এই রাত্রি অনুসন্ধান করিতে চাহিলে যেন সে শেষ সপ্তমে অনুসন্ধান করে।

বুখারী ও মুসলিমে ইহাও আছে যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : তোমরা লায়লাতুল কদর রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রি অনুসন্ধান কর। ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতের সপক্ষে নিম্নের হাদীসটি পেশ করা যায় যে,

উবাদা ইব্ন সামিত (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আমাদেরকে লায়লাতুল কদর সম্পর্কে অবহিত করার জন্য ঘর হইতে বাহির হইয়া আসেন। আসিয়া

দুই ব্যক্তিকে ঝগড়া করিতে দেখিতে পাইলেন। অতঃপর বলিলেন, তোমাদের লায়লাতুল কদর সম্পর্কে সংবাদ দিবার জন্য আসিয়াছিলাম। কিন্তু অমুক অমুকের ঝগড়ার কারণে আমার অন্তর হইতে উহা উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছে। তবে সম্ভবত ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। অতএব তোমরা পঁচিশ, সাতাশ বা উনত্রিশ তারিখে উহা অনুসন্ধান কর।” এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, লায়লাতুল কদর সুনির্দিষ্ট। অন্যথায় রাসূলুল্লাহ (সা) কি করিয়া উহার দিন তারিখ সম্পর্কে সংবাদ দিতে চাহিয়াছিলেন? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, হয়তো বা রাসূলুল্লাহ (সা) শুধু সেই বছরের লায়লাতুল কদরের তারিখ সম্পর্কে সংবাদ দিতে চাহিয়াছিলেন, চিরদিনের জন্য নয়। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রমযানের শেষ দশদিন ইতিকাফ করিয়াছিলেন। ওফাতের পর তাঁহার স্ত্রীগণ এই দশদিন ইতিকাফ করিতেন।

আয়িশা (রা) বলেন, রমযানের শেষ দশকে রাসূলুল্লাহ (সা) রাত জাগিয়া ইবাদত করিতেন, পরিবার- পরিজনকে জাগাইয়া দিতেন এবং তিনি কোমর বাঁধিয়া লইতেন।

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, আয়িশা (রা) বলেন, রমযানের শেষ দশদিনে রাসূলুল্লাহ (সা) পরিশ্রম করিয়া ইবাদত করিতেন যাহা অন্য সময়ে করিতেন না। বস্তুত ইহাই কোমর বাঁধার অর্থ। কেহ বলেন, কোমর বাঁধা অর্থ রমণী সংশ্রব বর্জন করা। আবার উভয়টিও উদ্দেশ্য হইতে পারে। যেমন :

ইমাম আহমদ (র)..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূল (স) রমযানের শেষ দশদিনে কোমর বাঁধিয়া লইতেন এবং স্ত্রীদের সংশ্রব ত্যাগ করিতেন। ইমাম মালিক (র) বলেন, রমযানের শেষ দশদিনের প্রতি রাতে সমানভাবে লায়লাতুল কদর তালাশ করা উচিত। এক রাতের উপর অন্য রাতকে প্রাধান্য দেয়া উচিত নয়।

উল্লেখ্য যে, এমনিতে সর্বদাই অধিক পরিমাণে দু‘আ করা মুস্তাহাব। তবে রমযানে অপেক্ষাকৃত বেশী এবং রমযানের শেষ দশকে আরো বেশী, শেষ দশকের বেজোড় রাতে আরো বেশী করিয়া দু‘আ করা মুস্তাহাব। দু‘আর ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে **اللَّهُمَّ** পাঠ করা মুস্তাহাব।

ইমাম আহমদ (র)..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা শবে কদরের সন্ধান পাইলে আমি কি দু‘আ করিব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, **اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفْوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي**

ইবন আবু হাতিম (র)..... কা‘ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, কা‘ব (রা) বলেন, সিদরাতুল মুনতাহা জান্নাত সংলগ্ন সপ্তম আকাশের শেষ প্রান্তে অবস্থিত। উহার চূড়া জান্নাতে এবং ডাল-পালা কুরসীর নীচ পর্যন্ত বিস্তৃত। উহা এত সংখ্যক ফেরেশতার অবস্থান যাহার সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কাহারো জানা নাই। তাহারা ডালে-ডালে আল্লাহর

ইবাদত করে। চুল পরিমণ এতটুকু জায়গাও খালি নাই, যেখানে কোন না কোন ফেরেশতা অবস্থান করে না। উহার মধ্যখানে হযরত জিবরীল (আ)-এর আসন। কদরের রাত্রিতে সেখানকার সকল ফেরেশতাদের সংগে লইয়া পৃথিবীতে অবতরণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা জিবরীল (আ)-কে নির্দেশ দেন। এদের প্রত্যেকের হৃদয়েই আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের প্রতি দয়া ও করুণা দান করিয়াছেন। ফলে শবে কদরে সূর্যাস্তের সংগে সংগে তাঁহারা জিবরীল (আ)-এর সংগে অবতরণ করিয়া পৃথিবীর প্রতিটি ভূখণ্ডে ছড়াইয়া পড়ে এবং দণ্ডায়মান কিংবা সিঁজদারত অবস্থায় ঈমানদার নর-নারীর জন্য দু'আ করে। তবে গীর্জা, মন্দির, অগ্নিপূজা ঘর, আবর্জনার ফেলার স্থান, যে ঘরে নেশাদার দ্রব্য থাকে, যে ঘরে মূর্তি স্থাপন করা থাকে ইত্যাদি অপবিত্র স্থানে তাঁহারা গমন করেন না। রাতভর তাঁহারা ঈমানদারদের জন্য দু'আ করিতে থাকে। হযরত জিবরীল (আ) প্রত্যেক ঈমানদারের সহিত মুসাফাহা করেন। ইহার লক্ষণ হইল, সেই রাতে খোদার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া হৃদয় বিগলিত হওয়া ও চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হওয়া। হযরত জিবরীল (আ)-এর মুসাফাহার ফলেই এমন হইয়া থাকে।

কা'ব (রা) বলেন, এই রাত্রে কেহ তিনবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করিলে একবারের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন, একবারের বিনিময়ে দোজখ হইতে মুক্তি দান করেন এবং একবারের বিনিময়ে জান্নাত দান করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি কা'ব আল-আহবারকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সঠিক বিশ্বাসে ইহা পাঠ করিবে, তাহার জন্য এই পুরস্কার? উত্তরে কা'ব (রা) বলেন, সঠিক বিশ্বাসী ছাড়া কি কেহ লায়লাতুল কদরের লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেন? আমি সেই আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি যে, কদরের রাত্রি কাফির মুশরিক ও মুনাফিকদের জন্য বড় ভারী হইয়া থাকে। যেন তাহাদের মাথার উপর পাহাড় চড়িয়া বসে। ঠিক সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত ফেরেশতারা এইভাবে দায়িত্ব পালন করিতে থাকে।

এইবার ফেরার পালা। সর্বপ্রথম হযরত জিবরীল (আ) উপরে আরোহণ করিয়া উর্ধ্ব দিগন্তে নিজের পালক চড়াইয়া দেন। তাঁহার সবুজ বর্ণের দুইটি পালক এমন আছে যাহা এই দিন ব্যতীত অন্য কখনো বিস্তার করেন না। ইহাতে সূর্য নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। অতঃপর একে একে অন্যান্য ফেরেশতারা উপরে চলিয়া যান। হযরত জিবরীল (আ)-এর দুই পালকের নূর এবং অন্যান্য ফেরেশতাদের নূর একত্রিত হইয়া সেইদিন সূর্যের আলোকে ম্লান করিয়া দেয়। হযরত জিবরীল (আ) ও অন্যান্য ফেরেশতারা সেইদিন পৃথিবী ও প্রথম আকাশের মাঝে অবস্থান করিয়া ঈমানদার নর-নারী, ঈমানের সহিত এবং সওয়াবের আশায় রমযানের রোযা পালনকারীদের জন্য ইসতিগ্ফার ও রহমতের দু'আ করিতে থাকে। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিলে তাহারা প্রথম আকাশে প্রবেশ করিয়া বৃত্তাকারে বসিয়া পড়ে। তখন প্রথম আকাশের ফেরেশতারা আসিয়া তাঁহাদের সংগে মিলিত হইয়া দুনিয়ার এক এক করিয়া সকল নারী-পুরুষ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে আর ইহারা উত্তর দিতে থাকে। জিজ্ঞাসা করা হয় যে, অমুক ব্যক্তি কি কাজ করিয়াছে

অমুক ব্যক্তিকে তোমরা কি অবস্থায় পাইয়াছ? উত্তরে তাঁহারা বলেন, গত বছর তো অমুককে ইবাদাতে লিপ্ত পাইয়াছি কিন্তু এইবার পাইয়াছি বিদ'আতে লিপ্ত অবস্থায় আর অমুক ব্যক্তিকে বিগত বছর বিদ'আতে লিপ্ত পাইয়াছি আর এইবার রুকু সিজদা অবস্থায় পাইয়াছি।

একদিন একরাত তাঁহারা প্রথম আকাশে থাকিয়া দ্বিতীয় আকাশে চলিয়া যান। এইভাবে প্রত্যেক আকাশে একদিন একরাত অবস্থান করিতে করিতে একসময় নিজেদের আসল আবাসে সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছিয়া যায়। সিদরাতুল মুনতাহা তাঁহাদিগকে বলে, হে আমার অধিবাসীগণ! আমারও তোমাদের উপর অধিকার রহিয়াছে, আমিও তাহাদেরকে ভালোবাসি যাহারা আল্লাহকে ভালোবাসে। দুনিয়ার লোকদের ভালো-মন্দ সংবাদ আমাকেও শুনাও। কা'ব (রা) বলেন, তখন ফেরেশতারা এক এক করিয়া নিজের ও বাপের নাম ধরিয়া দুনিয়ার সকল নারী ও পুরুষের অবস্থা তুলিয়া ধরিবে। অতঃপর জান্নাত সিদরাতুল মুনতাহাকে বলে, তোমার অধিবাসীরা তোমাকে কি সংবাদ দিয়াছে, আমাকে একটু শুনাও। সিদরাতুল মুনতাহা জান্নাতকে সকল বৃত্তান্ত শুনায়। শুনিয়া জান্নাত বলে অমুক পুরুষের উপর আল্লাহর রহম হউক, অমুক নারীর উপর আল্লাহর রহম হউক। হে আল্লাহ! অতিসত্ত্বর তাহাদেরকে আমার কোলে পৌঁছাইয়া দাও। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) সকলের পূর্বে আসন গ্রহণ করিয়া বলিবেন, হে আল্লাহ! অমুক ব্যক্তিকে আমি তোমাকে সিজদারত পাইয়াছি, তুমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দাও। আল্লাহ তা'আলা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। সংগে সংগে আরশ বহনকারী ফেরেশতারা বলিয়া উঠিবে, অমুক নর ও অমুক নারীর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক, অমুককে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করিয়া দিবেন।

অতঃপর জিবরীল (আ) বলিবেন, হে আল্লাহ! অমুক ব্যক্তিকে গত বছর ইবাদাতে লিপ্ত দেখিয়াছিলাম, কিন্তু এই বছর তাহাকে বিদআত ও অপকর্মে লিপ্ত পাইয়াছি। সে তোমার হুকুম-আহকাম ছাড়িয়া দিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, শুন জিবরীল, যদি সে তাওবা করে, মৃত্যুর তিনঘণ্টা আগেও যদি তাওবা করে তো আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব। শুনিয়া জিবরীল (আ) বলেন, ইলাহী! সকল প্রশংসার মালিক তুমি। তুমি তোমার সকল সৃষ্টি অপেক্ষা দয়ালু। তোমার সৃষ্টির প্রতি সৃষ্টির যতটুকু দয়া তাহাদের উপর তোমার দয়া অনেক বেশী। তখন আরশ ও তাহার চতুষ্পার্শ্ব এবং আকাশমণ্ডলী ও উহাতে যাহা আছে সবই দুলিয়া উঠে। সকলেই বলিয়া উঠে, সমস্ত প্রশংসা দয়াময় আল্লাহরই প্রাপ্য, সকল প্রশংসা দয়াময় আল্লাহরই প্রাপ্য। রাবী বলেন, কা'ব (রা) আরো উল্লেখ করেন যে, যে রমযান মাসে রোযা রাখে এবং রমযানের পরও গুনাহ হইতে বিরত থাকার সংকল্প রাখে, সে সওয়াল-জওয়াব ও হিসাব-কিতাব ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

সূরা বায়্যিনা

৮ আয়াত, ১ রুকু, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

ইমাম আহমদ (র)..... মালিক ইব্ন 'আমর ইব্ন ছাবিত আনসারী বদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মালিক ইব্ন 'আমর (রা) বলেন, সূরা বায়্যিনা শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত জিবরীল (আ) আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই সূরাটি উবাই (রা)-কে পড়িয়া শুনাইবার জন্য আপনার প্রতিপালক আপনাকে নির্দেশ করিয়াছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) উবাইকে ডাকিয়া বলিলেন : “জিবরীল (আ) আসিয়া এই সূরাটি তোমাকে পড়িয়া শুনাইবার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়া গেলেন।” শুনিয়া আবেগাপ্ত হইয়া উবাই জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা আল্লাহর দরবারে কি আমার কথা আলোচিত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : হ্যাঁ। ইহাতে উবাই (রা) কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ইমাম আহমদ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-কে বলিলেন, তোমাকে সূরা বায়্যিনা পাঠ করিয়া শুনাইবার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ দিয়াছেন। উবাই (রা) বলিলেন, আল্লাহ কি আপনার নিকট আমার নাম উল্লেখ করিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “হ্যাঁ।” শুনিয়া উবাই (রা) কাঁদিয়া ফেলেন। ইমাম বুখারী মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)..... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন আমাকে বলিলেন : “তোমাকে অমুক অমুক সূরা পাঠ করিয়া শুনাইতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি।” আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সেখানে কি আমার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : “হ্যাঁ।” আব্দুর রহমান ইব্ন আব্বা (র) বলেন, উবাই (রা)-এর মুখে আমি এই ঘটনা শুনিয়া বলিলাম, আবুল মুনযির! ইহাতে কি তুমি পরম আনন্দিত হইয়াছিলে? উত্তরে উবাই (রা) বলেন, কেন আনন্দিত হইব না?

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

অর্থাৎ আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত লাভ করিয়া তাহাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। তাহারা যাহা সঞ্চয় করে উহা অপেক্ষা ইহা উত্তম।

ইমাম আহমদ (র)..... উবাই ইবন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইবন কা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন আমাকে বলিলেন, তোমাকে কুরআন পাঠ করিয়া শুনাইবার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন। অতঃপর তিনি আমাকে সূরা বায়্যিনা পাঠ করিয়া শুনান।

আবুল কাসিম তাবারানী (র)..... উবাই ইবন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইবন কা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “হে আবুল মুনযির! তোমাকে কুরআন পাঠ করিয়া শুনাইবার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি।” শুনিয়া আমি বলিলাম, আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনিয়াছি, আপনার হাতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি এবং আপনার নিকট হইতেই ইলম শিক্ষা করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) পূর্বের কথাটি পুনর্ব্যক্ত করিলেন। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর দরবারে কি আমার নাম আলোচনা করা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : “হ্যাঁ, উর্দ্ধজগতে তোমার নাম ও বংশ উল্লেখ করিয়া তোমার কথা আলোচনা করা হইয়াছে।” আমি বলিলাম, তাহা হইলে পড়ুন, হে আল্লাহর রাসূল!

আবু নুআইম (র)..... ফুযায়ল (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ফুযায়ল (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, “সূরা বায়্যিনা পাঠ শুনিলে আল্লাহ তা'আলা বলেন, বান্দা সুসংবাদ গ্রহণ কর। আমি আমার ইযযতের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, অবশ্যই আমি তোমাকে জান্নাতে স্থান দিব, যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইয়া যাইবে।”

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ তা'আলা সূরা বায়্যিনা পাঠ শুনিয়া বলেন, “বান্দা সুসংবাদ গ্রহণ কর, আমি আমার ইযযতের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, দুনিয়ায় কোন অবস্থাতেই আমি তোমাকে ভুলিয়া যাইব না এবং অবশ্যই আমি তোমাকে জান্নাতে স্থান দিব, ফলে তুমি সন্তুষ্ট হইয়া যাইবে।”

(১) لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفِكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝

(২) رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ۝

(৩) فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝

(৪) وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ۝

(৫) وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ

يُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝

১. কিতাবীদিগের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছিল তাহারা এবং মুশরিকরা আপন মতে অবিচলিত ছিল তাহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ না আসা পর্যন্ত।

২. আল্লাহর নিকট হইতে এক রাসূল যে আবৃত্তি করে পবিত্র গ্রন্থ,

৩. যাহাতে আছে সঠিক বিধান।

৪. যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহারা তো বিভক্ত হইল তাহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর।

৫. তাহারা তো আদিষ্ট হইয়াছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে তাঁহার ইবাদত করিতে এবং সালাত কয়েম করিতে ও যাহাত দিতে, ইহাই সঠিক দীন।

তাফসীর : আহলে কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, ইয়াহুদী ও নাসারা আর মুশরিক দ্বারা উদ্দেশ্য হইল আরব-অনারবের মূর্তি ও অগ্নিপূজক সম্প্রদায়। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন, সত্য না আসা পর্যন্ত ইহারা শিরক ও কুফর বর্জন করে নাই। কাতাদা (র) বলেন الْبَيِّنَةُ অর্থ কুরআন।

অর্থাৎ সুস্পষ্ট প্রমাণ মানে হইল, আল্লাহর পক্ষ হইতে আগত রাসূল মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁহার পঠিত কুরআন, যাহা উদ্ধৃৎজগতে পবিত্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

অর্থাৎ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ এই কুরআন আছে মহা লিপিসমূহে, যাহা উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন পবিত্র মহান পুত চরিত্র লিপিকর হস্তে লিপিবদ্ধ।

অর্থাৎ فِيهَا كُتِبَ قَيِّمَةٌ উহাতে আছে সঠিক বিধান। ইব্ন জারীর (র) বলেন, পবিত্র লিপিসমূহে যাহা আছে, তাহা সম্পূর্ণ সঠিক অটল ও নির্ভুল। কারণ উহা মহান আল্লাহর পক্ষ হইতে লিখিত। ইব্ন যায়েদ (র) বলেন, قَيِّمَةٌ অর্থ مستقيمة عادلة অর্থাৎ সঠিক, সুদৃঢ় ও ইনসাফপূর্ণ।

অর্থাৎ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ 'কিতাবীরা তাহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর বিভক্ত হইয়াছিল।'

ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—৭১

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ
وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ-

অর্থাৎ তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা তাহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর বিভক্ত হইয়াছে ও মতবিরোধ করিয়াছে। উহাদের জন্যই রহিয়াছে মহা শাস্তি।

অর্থাৎ আমাদের পূর্ববর্তী যুগের উম্মতের নিকট যেসব কিতাব অবতীর্ণ করা হইয়াছিল, তাহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তাহারা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং আল্লাহর ইচ্ছা পূরণ করার ব্যাপারে বহু মতবিরোধ সৃষ্টি করিয়াছে। যেমন : বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, ইয়াহুদীরা একান্তরটি এবং নাসারারা বাহান্তরটি দলে বিভক্ত হইয়াছিল আর আমার এই উম্মত তেহান্তরটি দলে বিভক্ত হইবে। ইহাদের একটি দল ব্যতীত বাকীরা সব জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। শুনিয়া সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহারা কাহারা? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : “তাহারা হইল, আমার ও আমার সাহাবাদের আদর্শের অনুসারী দল।”

অর্থাৎ ‘উহারা আল্লাহর আনুগত্যে একনিষ্ঠচিত্তে আল্লাহর ইবাদত করিতে আদিষ্ট হইয়াছিল।’ যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ -

অর্থাৎ তোমার পূর্বকার সকল রাসূলের নিকটই এই মর্মে প্রত্যাদেশ করিতাম যে, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর। অর্থ حنفاء শিরক বর্জন করিয়া তাওহীদের প্রতি একনিষ্ঠভাবে আস্তা রাখা। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ
অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মতের নিকটই আমি এক একজন রাসূল প্রেরণ করিয়া এই প্রত্যাদেশ করিয়াছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে পরিহার করিয়া চল।
শব্দের ব্যাখ্যা সূরা আন'আমে করা হইয়াছে। কাজেই পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

অর্থাৎ মানুষকে আরো আদেশ করা হইয়াছে নামায় কায়েম করিতে ও যাকাত আদায় করিতে। উল্লেখ্য যে, নামায় হইল

যাবতীয় দৈহিক ইবাদতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত আর যাকাত হইল দীন-দুঃখীর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন।

وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ অর্থাৎ ইহাই সরল সঠিক ও ভারসাম্য পূর্ণ দীন বা জীবন ব্যবস্থা। অথবা অর্থ, সরল ন্যায়পরায়ণ উন্নতির পথ। ইমাম যুহরী ও শাফেয়ী (র) সহ অসংখ্য ইমাম আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।

(৬) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝

(৭) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝

(৮) جَزَاءُ وَّهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝

৬. কিতাবীদিগের মধ্যে যাহারা কুফরী করে তাহারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের অগ্নিতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করিবে, উহারাই সৃষ্টির অধম।

৭. যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহারা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।

৮. তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট আছে তাহাদিগের পুরস্কার—স্থায়ী জান্নাত যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে; আল্লাহ তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন এবং তাহারাও তাঁহাতে সন্তুষ্ট, ইহা তাহার জন্য, যে তাহার প্রতিপালককে ভয় করে।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের পরিণামের কথা বর্ণনা করিতেছেন যে, কাফিরগণ চাই ইয়াহুদী হউক, চাই নাসারা হউক, চাই মূর্তি ও অগ্নিপূজক মুশরিক হউক—সকলেই কিয়ামতের দিন চিরকালের জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। জীবনে কখনো ইহারা জাহান্নাম হইতে বাহির হইতে পারিবে না এবং জাহান্নামের শাস্তিও কখনো শেষ হইবার নহে। আর ইহারা সৃষ্টির সবচেয়ে অধম। অতঃপর যাহারা ঈমান আনিয়া নেক কর্ম করে, সে সব সজ্জনদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, ইহারা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) এবং আরো একদল উলামা এই আয়াতের ভিত্তিতে দাবী করিয়াছেন যে, সৎকর্মশীল ঈমানদার মানুষ ফেরেশতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার সৎকর্মশীল মানুষকে সৃষ্টির সেরা বলিয়া ঘোষণা দিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
 ৷ অর্থাৎ ইহারা ইহাদের প্রতিপালকের নিকট ইহাদের নেক কর্মের প্রতিদান লাভ
 করিবে। ইহাদিগকে এমন স্থায়ী জান্নাত দান করা হইবে, যাহার তলদেশে নদী
 প্রবাহিত। তথায় তাহারা চিরকাল বসবাস করিবে। এই সুখ তাহাদের কখনো শেষ
 হইবে না।

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ৷ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইহাদের কর্মকাণ্ডে
 প্রসন্ন এবং ইহারাও আল্লাহ্র দেওয়া নিয়ামতে আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট।

ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ৷ অর্থাৎ এইসব পুরস্কার তাহাকেই দেওয়া হইবে, যে
 আল্লাহ্কে ভয় করিয়া চলে, যথাযথভাবে তাকওয়া অবলম্বন করে এবং তাঁহার দাসত্ব
 করিয়া চলে।

ইমাম আহমদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা
 (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন বলিলেন যে, আচ্ছা, আমি কি তোমাদেরকে
 সৃষ্টির সেরা লোকটির কথা বলিয়া দিব না? উত্তরে উপস্থিত সাহাবাগণ বলিল, হ্যাঁ বলুন,
 হে আল্লাহ্র রসূল! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, “সৃষ্টির সেরা সেই ব্যক্তি যে ঘোড়ার
 লাগাম ধরিয়া এই অপেক্ষায় অপেক্ষমান থাকে যে, কখন জিহাদের ঘনঘটা বাজিয়া
 উঠিবে আর সে বীরবেশে শত্রুর মুকাবিলায় ঝাঁপাইয়া পড়িবে।”

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে আরো একজন সেরা সৃষ্টির
 কথা বলিব? উপস্থিত সাহাবীগণের সম্মতি পাইয়া তিনি বলিলেন : “সেই ব্যক্তি যে
 সর্বক্ষণ বকরী চড়াইয়াও যথারীতি নামায আদায় করে ও যাকাত দান করে।” অতঃপর
 রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : আচ্ছা এইবার কি আমি তোমাদেরকে সৃষ্টির অধম ব্যক্তিটির
 কথা বলিয়া দিব? উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন, হ্যাঁ বলুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন :
 “সৃষ্টির অধম সেই ব্যক্তি যাহার কাছে আল্লাহ্র নামে প্রার্থনা করিলেও সে দান করে
 না।”

সূরা যিলযাল

৮ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

ইমাম আহমদ (র)..... আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কিছু পড়ান। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন **الر** ওয়ালা তিনটি সূরা পাঠ কর। লোকটি বলিল, হুযূর! বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছি, স্মরণশক্তি কমিয়া গিয়াছে ও জিহ্বা মোটা হইয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “তাহা হইল **حم** ওয়ালা সূরাগুলি পাঠ কর। লোকটি এখানেও একই অজুহাত দেখাইলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আচ্ছা তাহা হইলে **يسبج** ওয়ালা তিনটি সূরা পাঠ কর। লোকটি বলিল, হুযূর। আমাকে ছোট অথচ ব্যাপক অর্থবোধক একটি সূরা পড়াইয়া দিন! তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে সূরা যিলযাল পড়াইয়া দেন। শেষে লোকটি বলিল, যিনি আপনাকে রাসূল বানাইয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি কখনো ইহার উপর বৃদ্ধি করব না। অতঃপর লোকটি চলিয়া যাইতে লাগিলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : “লোকটি সফলকাম, লোকটি সফলকাম।” অতঃপর বলিলেন, লোকটিকে ডাকিয়া আবার আমার কাছে লইয়া আস। আসিলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেনঃ শোন আমাকে কুরবানী করার জন্য আদেশ করা হইয়াছে। এই কুরবানীকে আমার উম্মতের জন্য ঈদ বানাইয়াছেন। শুনিয়া লোকটি বলিল, আমার কাছে যদি কুরবানীর কোন পশু না থাকে আর দুধ পান করার জন্য দেওয়া কাহারো কোন গাভী আমার কাছে থাকে তো উহা কি যবাহ করিব? উত্তরে রাসূল (সা) বলিলেন, না, তবে তুমি মাথার চুল, হাতের নখ, গৌফ ও যৌনকেশ কাটিয়া ফেলিবে। আল্লাহর নিকট ইহাই তোমার কুরবানী বলিয়া বিবেচিত হইবে।” ইমাম আবু দাউদ ও নাসায়ী (র) আবু আব্দুর রহমান মুকরীর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযী (র)..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : কেহ সূরা যিলযাল পাঠ করিলে সে অর্ধেক কুরআন

তिलाওয়াতের সওয়াব পাইবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “সূরা ইখলাস পূর্ণ কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান আর সূরা যিলযাল এক-চতুর্থাংশের সমান।”

ইমাম তিরমিযী (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “সূরা যিলযাল কুরআনের অর্ধেক, সূরা ইখলাস এক তৃতীয়াংশ এবং সূরা কাফিরুন এক চতুর্থাংশের সমান।”

ইমাম তিরমিযী (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জনৈক সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বিবাহ করিয়াছ? উত্তরে লোকটি বলিল, না হুযূর। আর করিবই বা কি দিয়া আমার কিছুই তো নাই। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : কেন, তোমার কাছে কি সূরা ইখলাস নাই? লোকটি বলিল, হ্যাঁ, তাহা তো আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, ইহা হইল কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ। তোমার কাছে কি সূরা নাসর নাই? লোকটি বলিল, হ্যাঁ আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : ইহা কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। আচ্ছা তোমার কাছে কি সূরা কাফিরুন নাই? লোকটি বলিল, হ্যাঁ আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, ইহাতো কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। তোমার কাছে কি সূরা যিলযাল নাই? লোকটি বলিল, হ্যাঁ আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, “ইহাও কুরআনের এক চতুর্থাংশ। যাও বিবাহ করিয়া ফেল।”

(১) إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝

(২) وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَنْفَالَهَا ۝

(৩) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝

(৪) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝

(৫) يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَوْحَىٰ إِلَيْهَا ۝

(৬) يَوْمَئِذٍ يُصْدِرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لَّيُرَوُا أَعْمَالَهُمْ ۝

(৭) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝

(৮) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝

১. পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হইবে।
২. এবং পৃথিবী যখন তাহার ভার বাহির করিয়া দিবে।
৩. ও মানুষ বলিবে, ‘ইহার কী হইল?’
৪. সেইদিন পৃথিবী তাহার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবে।

৫. কারণ তোমার প্রতিপালক তাহাকে আদেশ করিবেন।
৬. সেইদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বাহির হইবে, কারণ উহাদিগকে উহাদের কৃতকর্ম দেখান হইবে।
৭. কেহ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করিলে তাহা দেখিবে।
৮. ও কেহ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করিলে তাহাও দেখিবে।

তাফসীর : اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زُلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ইবন আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, পৃথিবী যখন নিম্নদেশ হইতে নড়িয়া উঠিবে। আর নিজের গর্ভস্থ মৃত মানুষগুলিকে বাহিরে নিষ্ক্ষেপ করিবে। পূর্বসূরী অনেক মুফাস্‌সিরও এই অর্থ করিয়াছেন। যেমন অন্য এক আয়াতে আছে যে,

يَأْتِيهَا النَّاسُ آتِقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ অর্থাৎ হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। কিয়ামতের কম্পন বড়ই ভয়াবহ বিষয়। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ অর্থাৎ যখন পৃথিবীকে টানিয়া লম্বা করা হইবে এবং নিজের গর্ভস্থ সবকিছু নিষ্ক্ষেপ করিয়া খালি হইয়া যাইবে।

ইমাম মুসলিম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “পৃথিবী নিজের কলিজার টুকরাগুলি বাহিরে নিষ্ক্ষেপ করিবে। বড় বড় খুঁটির ন্যায় সোনা-চাঁদি ভূ-গর্ভ হইতে বাহিরে চলিয়া আসিবে। দেখিয়া হত্যাকারী বলিবে, হায়! তোমার জন্যই আমি অনেককে হত্যা করিয়াছিলাম। আত্মীয়তা ছিন্ধকারী আসিয়া বলিবে, হায়! তোমার জন্যই তো আমি আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ধ করিয়াছিলাম। ফের বলিবে হায়! তোমার লোভে পড়ার কারণেই আমার হাত কাটা হইয়াছে আর আজ তোমার দিকে কেহ ফিরিয়াও তাকায় না।”

مَا هَا অর্থাৎ যেই পৃথিবী এককালে শান্ত ছিল উহার এহেন পরিবর্তন দেখিয়া হতভম্ব হইয়া মানুষ বলিবে, ইহা কি? পৃথিবীর কি হইল? পৃথিবীটা এতো এলোমেলো হইয়া গেল কেন? বস্তুত আল্লাহর নির্দেশে ভূ-কম্পন আসিয়া গিয়াছে, পৃথিবী সকল মৃতদেরকে বাহির করিয়া ফেলিতেছে—

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا অর্থাৎ পৃথিবীতে বসিয়া কে কখন কি করিয়াছে পৃথিবী কথা প্রকাশ করিয়া দিবে ও বলিয়া দিবে।

ইমাম আহমদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন আলোচ্য সূরাটি পাঠ করিয়া বলিলেন, তোমরা কি জান, পৃথিবীর সংবাদ বলিতে কি বুঝায়? উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন, আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : পৃথিবীর বুকে বসিয়া কে কখন কি কাজ করিয়াছে পৃথিবী তাহা বলিয়া দিবে। সে বলিবে, আল্লাহ! অমুক ব্যক্তি

অমুক দিন আমার উপর থাকিয়া এই এই কাজ করিয়াছে। ইহাই হইল পৃথিবীর সংবাদ।” ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীসটিকে হাসান গরীব আখ্যা দিয়াছেন।

মু'জামে তাবারানীতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “তোমরা পৃথিবী হতে আত্মরক্ষা কর। ইহা তোমাদের মা। ইহার পৃষ্ঠে থাকিয়া যে ভালো-মন্দ যাহাই করুক, একদিন সে সব খুলিয়া বলিয়া দিবে। ইহাই পৃথিবীর সংবাদ।”

أَوْحَىٰ وَأَوْحَىٰ لَهَا ইমাম বুখারী (র) বলেন, وَأَوْحَىٰ لَهَا এবং وَأَوْحَىٰ لَهَا এক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইবন আব্বাস (রা) একই কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ وَأَوْحَىٰ لَهَا অর্থ أَوْحَىٰ إِلَيْهَا এইখানে অর্থ হইল অনুমতি দেওয়া। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে বলিবেন, তোমার উপর কে কি করিয়াছে বল, তখন পৃথিবী সব কথা বলিতে আরম্ভ করিবে। মুজাহিদ (র) বলেন أَوْحَىٰ لَهَا অর্থ أَمْرَهَا নির্দেশ দিয়াছেন।

يَوْمَئِذٍ يُصَدِّرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا অর্থাৎ কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের পর মানুষ ভিন্ন ভিন্নভাবে ফিরিবে। কেহ হইবে ভাগ্যবান আর কেহ হইবে হতভাগা, কেহ জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি লাভ করিবে আর কেহ জাহান্নামে যাওয়ার জন্য আদিষ্ট হইবে। ইবন জুরাইজ (র) বলেন, হিসাব-নিকাশের পর সকলেই বিক্ষিপ্তভাবে ফিরিয়া যাইবে, ইহার পর কখনো তাহারা একত্রিত হইবে না। সুদী (র) বলেন أَشْتَاتًا অর্থ اَفْرَاقًا অর্থাৎ দলে দলে।

لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ অর্থাৎ হিসাব-নিকাশ শেষে এইভাবে বিক্ষিপ্ত হইবার পর সকলেই দুনিয়ায় কৃত নিজ নিজ ভালো-মন্দ কর্মের ফল লাভ করিবে। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ অর্থাৎ কেহ অণুপরিমাণ সৎকর্ম করিলে তাহার ফল পাইবে এবং কেহ অণুপরিমাণ মন্দকর্ম করিলে সে তাহার পরিণাম ভোগ করিবে।

ইমাম বুখারী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : ঘোড়ার মালিক তিন শ্রেণীর হইয়া থাকে। একশ্রেণীর মালিক সওয়াবের ভাগী হয়, একশ্রেণীর জন্য ঘোড়া মর্যাদা রক্ষার মাধ্যম হয় আর এক শ্রেণী গুনাহের অংশীদার হয়। সওয়াবের ভাগী হয় সেই ব্যক্তি, যে জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া লালন-পালন করে। এই ব্যক্তির ঘোড়া যদি পায়ের বন্ধন টিল করিয়া এদিক-ওদিক চড়িয়া বেড়ায় তাহাতেও সে সওয়াব পায় আর যদি রশি ছিড়িয়া দূর-দূরান্তে চড়িয়া বেড়ায় তাহাতেও সে সওয়াব পায়। এমনকি যদি কোন কূপ বা নদীতে গিয়া নিজেই পানি পান করিয়া আসে তো মালিকের পানি পান করানোর নিয়ত না থাকিলেও সে সওয়াবের অংশীদার হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি, যে প্রভাব মুক্ত থাকিবার জন্য ঘোড়া লালন-পালন করে আর নিজের এবং ঘোড়ার ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম বিস্মৃত হয় না। এই ঘোড়া মালিকের মর্যাদা রক্ষার উপায় হইয়া থাকে।

তৃতীয় সেই ব্যক্তি, যে গৌরব ও মহত্ত্ব প্রদর্শনের জন্য ঘোড়া পোষে। এই ব্যক্তি ঘোড়া পুষিয়া পাপই কামাই করিয়া থাকে।”

অতঃপর গাধা সম্পর্কে জানিতে চাহিলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন **فَمَنْ يُّعْمَلُ الْخ** এই আয়াতটি ব্যতীত গাধা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ কিছু নাযিল করেন নাই। ইমাম মুসলিম (র) য়ায়েদ ইব্ন আসলাম (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)..... সা'সা'আ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সা'সা'আ (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিলে তিনি তাহাকে **فَمَنْ يُّعْمَلُ الْخ** এই আয়াতটি পাঠ করিয়া শুনান। শুনিয়া সে বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য এই আয়াতটিই যথেষ্ট। ইহা ছাড়া অন্য কোন আয়াত না হইলেও আমার চলিবে। ইমাম নাসায়ী (র)-ও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

সহীহ বুখারীতে আদী (রা) হইতে বর্ণনা আছে যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : তোমরা একটি খেজুরের কিংবা একটি ভালো কথার বিনিময়ে হইলেও জাহান্নাম হইতে আত্মরক্ষা কর। তিনি আরো বলেন : কোন ভালো কাজকেই তোমরা তুচ্ছ জ্ঞান করিও না। চাই তা এতটুকু হউক যে, তুমি তোমার পাত্র হইতে পিপাসুকে কিছু পানি পান করাইবে কিংবা হাসিমুখে তোমার কোন ভাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবে।”

সহীহ বুখারীতে আরো আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : হে ঈমানদার মহিলা সম্প্রদায়! প্রতিবেশীর প্রেরিত হাদিয়াকে তোমরা তুচ্ছ মনে করিও না। যদিও হয় তাহা বকরীর একটি পা।” অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : ভিক্ষুককে কিছু না কিছু দিয়া ফেরত দাও। যদিও বকরীর পোড়া খুর দ্বারা হয়।

ইমাম আহমদ (র)..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলিতেন : হে আয়িশা! ছোটখাট গুনাহ হইতেও নিজেকে রক্ষা করিয়া চলিও। কারণ, উহার একদিন হিসাব হইবে।

ইব্ন জারীর (র)..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন : হযরত আবু বকর (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে আহার করিতেছিলেন। ইত্যবসরে **فَمَنْ يُّعْمَلُ الْخ** এই আয়াতটি নাযিল হয়। শুনিয়া হযরত আবু বকর (রা) খাবার পাত্র হইতে হাত উঠাইয়া লইয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি অণু পরিমাণে যে পাপ করি আমাকে উহার প্রতিফল দেওয়া হইবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : দুনিয়াতে তুমি ছোট-খাট যেসব বিপদে পড়িয়া থাক, উহা সেই অণু পরিমাণ পাপের প্রতিফল। আর তোমার অণু পরিমাণ নেকগুলি আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য রাখিয়া দেন। কিয়ামতের দিন উহার প্রতিফল তোমাকে দেওয়া হইবে।

ইব্ন জারীর (র)..... আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) বলেন, সূরা যিলযাল যখন নাযিল হয় তখন

হযরত আবু বকর (রা) উপবিষ্ট ছিলেন। শুনিয়া তিনি কাঁদিতে শুরু করেন। দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার আপনি কাঁদছেন কেন? উত্তরে আবু বকর (রা) বলিলেন, এই সূরাটি আমাকে কাঁদাইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : শোন, তোমরা যদি কোন গুনাহ না কর ফলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করিতে না পারেন; তাহা হইলে তিনি অন্য এমন একটি জাতিকে সৃষ্টি করিবেন যাহারা গুনাহ করিবে এবং আল্লাহ্ তাহাদেরকে ক্ষমা করিবেন।

ইব্ন আবু হাতিম (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, **فَمَنْ يُّعْمَلُ الخ** এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হুয়ুর! আমি কি আমার আমল দেখিতে পাইব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ। আমি বলিলাম, বড় বড় আমল দেখিতে পাইব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ। আমি বলিলাম, ছোট ছোট আমলও কি দেখিতে পাইব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ। শুনিয়া আমি বলিলাম, হায় আফসোস! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : “শোন আবু সাঈদ দুঃখের কোন কারণ নাই। ভালো কাজের সওয়াব দশ গুণ হইতে সাতশত গুণ পর্যন্ত দেওয়া হইবে। তারপর যাহাকে ইচ্ছা আল্লাহ্ আরো বাড়াইয়া দিবেন। আর অন্যায় কাজ যাহা করিবে তাহার প্রতিকূল পাইবে কিংবা আল্লাহ্ ক্ষমা করিয়া দিবেন। শোন, কেহই নিজের আমলের গুণে মুক্তি পাইবে না।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্ রাসূল! আপনিও নহে? বলিলেন, না, আমিও নহি আল্লাহ্ আমাকে স্বীয় রহমতে ঢাকিয়া নেওয়া ব্যতীত আমার কোন উপায় নাই।”

ইব্ন আবু হাতিম (র)..... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) বলেন, **وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى الخ** এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলমানরা মনে করিতে লাগিল যে, কোন তুচ্ছ ও ছোট জিনিস দান করিলে সওয়াব পাওয়া যাইবে না। ফলে উন্নত ও ভালো জিনিস দান করা সম্ভব না হইলে তাহারা ভিক্ষুককে খালি হাতেই ফিরাইয়া দিতে লাগিল। অপরদিকে একদল লোকের ধারণা ছিল যে, ছোট-ছোট গুনাহে কোন শাস্তি ভাগ করিতে হইবে না, জাহান্নামের শাস্তি কেবল কবীরা গুনাহের সহিতই সম্পৃক্ত। এই দুই ভুল ধারণা অপনোদনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা **فَمَنْ يُّعْمَلُ مِثْقَالَ الخ** এই আয়াতটি নাযিল করেন।

ইমাম আহমদ (র)..... আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, ছোট ছোট গুনাহ হইতে তোমরা নিজেদেরকে রক্ষা কর। কারণ এই ছোট ছোট অনেকগুলি গুনাহ একত্র হইয়া এক সময় ব্যক্তিকে ধ্বংস করিয়া ফেলে। এই কথাটি বুঝাইবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিয়াছেন। যে কোন একদল লোক জনমানবহীন মরু অঞ্চলে উপনীত হইল। অতঃপর বনে যাইয়া তাহারা প্রত্যেকে মাত্র একটি করিয়া কাঠ সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিল। এই একটি করিয়া আনা কাঠগুলি একত্রিত করিলে বিরাট স্থূপে পরিণত হইয়া গেল এবং উহাতে আগুন ধরাইয়া যাহা ইচ্ছা পাকাইয়া লইল।

সূরা “আদিয়াত

১১ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) وَالْعَدِیْبِۡتِۡ ضَبْحًا ۙ

(২) فَالْمُؤْرِیْتِۡ قَدْحًا ۙ

(৩) فَالْمُغِیْرٰتِۡ ضَبْحًا ۙ

(৪) فَآثْرُنَۡ بِهٖ نَقْعًا ۙ

(৫) فَوْسَطْنَۡ بِهٖ جَمْعًا ۙ

(৬) اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۙ

(৭) وَاِنَّهٗ عَلٰی ذٰلِكَ لَشٰهٍیْدٌ ۙ

(৮) وَاِنَّهٗ لِحَبِۡبِ الْخَیْرِ لَشَدِیْدٌ ۙ

(৯) اَفَلَا یَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِی الْقُبُوْرِ ۙ

(১০) وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُوْرِ ۙ

(১১) اِنَّ رَبَّهُمۡ بِهَیْمٍ یُّوْمِیْنِ لَخَبِیْرٌ ۙ

১. শপথ উর্ধ্বাঙ্গে ধাবমান অশ্বরাজির,
২. যাহারা ক্ষুরাঘাতে অগ্নি-স্ফুলিংগ বিচ্ছুরিত করে,
৩. যাহারা অভিযান করে প্রভাতকালে,

৪. ও সেই সময়ে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে;
৫. অতঃপর শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়ে-
৬. মানুষ অবশ্যই তাহার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ
৭. এবং সে অবশ্যই এই বিষয়ে অবহিত,
৮. এবং অবশ্য সে ধন-সম্পদের আসক্তিতে প্রবল।
৯. তবে কি সে সেই সম্পর্কে অবহিত নহে যখন কবরে যাহার আছে তাহা উখিত হইবে।
১০. এবং অন্তরে যাহা আছে তাহা প্রকাশ করা হইবে?
১১. সেইদিন উহাদিগের কী ঘটবে, উহাদিগের প্রতিপালক অবশ্যই তাহা সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর : আলোচ্য সূরার শুরুতে আল্লাহ্ তা'আলা মুজাহিদের ঘোড়ার শপথ করিয়াছেন। যাহা আল্লাহ্র পথে জিহাদের সময় উর্ধ্বশ্বাসে ধাবিত হয়; অতঃপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নিস্কুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে এবং প্রভাতকালে শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান চলাইয়া ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে ও শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়ে।

ضَبْحٌ অর্থাৎ ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ। فَأَلْمُورِيَّتِ قَدْحًا অর্থাৎ ঘোড়ার ক্ষুরের আঘাত যাহা পাথরের সহিত ঘর্ষণ খাইয়া অগ্নি-স্কুলিঙ্গ নির্গত হয়।

فَالْمَغِيرَاتِ صَبْحًا অর্থাৎ প্রভাতে অভিযান বা হামলা চালানো। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিয়ম ছিল যে, তিনি শত্রুর উপর প্রভাতে অভিযান চলাইলে কোথাও আযান হইতেছে কিনা খেয়াল করিয়া শুনিতেন। আযানের আওয়াজ শুনিলে পাইলে আক্রমণ হইতে বিরত থাকিতেন আর না শুনিলে হামলা চলাইতেন। فَأَثْرُنْ অর্থাৎ যে ঘোড়া প্রভাতে অভিযান চলাইয়া রণক্ষেত্রে ধূলা উৎক্ষিপ্ত করে। فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا অর্থ যে ঘোড়া শত্রুদের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়ে। ইব্ন আবু হাতিম (র)..... আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ (রা) বলেন وَالْعُدِيَّاتِ صَبْحًا অর্থ উট। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ঘোড়া। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর এই মতের কথা শুনিয়া হযরত আলী (রা) বলিলেন, ঘোড়া হয় কি করিয়া? বদরের দিন তো আমাদের নিকট ঘোড়া ছিলই না। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ঘোড়া ছিল অন্য ছোট একটি অভিযানে।

ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবু হাতিম (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, একদিন আমি হাতিমে বসা ছিলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে وَالْعُدِيَّاتِ صَبْحًا -এর অর্থ জিজ্ঞাসা করে। উত্তরে আমি বলিলাম, ইহার অর্থ ঘোড়া যখন আল্লাহ্র পথে অভিযান চলাইয়া আবার রাত্রিকালে আপন স্থানে ফিরিয়া আসে। অতঃপর লোকটি আমার নিকট হইতে আলী (রা)-এর কাছে গমন করে। তিনি তখন যমাম কূপের নিকট বসা ছিলেন। লোকটি তাঁহাকে وَالْعُدِيَّاتِ صَبْحًا -এর অর্থ জিজ্ঞাসা করে। আলী (রা) বলিলেন, আমার

পূর্বে কি তুমি আর কাউকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? লোকটি বলিল, হ্যাঁ, ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, মুজাহিদের ঘোড়া। শুনিয়া আলী (রা) বলিলেন, আচ্ছা যাও, তাহাকে আমার কাছে ডাকিয়া আন। সংবাদ পাইয়া হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আলী (রা)-এর নিকট আসিয়া তাঁহার মাথার কাছে দাঁড়ান। আলী (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি মানুষকে এমন বিষয়ে ফতোয়া দাও, যাহা তুমি জান না? আমি আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি যে, ইসলামের প্রথম যুদ্ধ ছিল বদর যুদ্ধ। আর সেই যুদ্ধে যুবায়র (রা)-এর একটি এবং মিকদাদ (রা)-এর একটি এই দুইটি ঘোড়া ব্যতীত আর কোন ঘোড়াই ছিল না। সুতরাং বল **وَالْغُدِيَّاتُ ضَبْحًا** অর্থ ঘোড়া হয় কি করিয়া। ঘোড়া নহে এই আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য আরাফা হইতে মুযদালিফা এবং মুযদালিফা হইতে মিনার পথ। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, অতঃপর আমি আমার মত প্রত্যাহার করিয়া আলী (রা)-এর সহিত একাত্মতা প্রকাশ করি। এই একই সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা)-হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আলী (রা)-এর মতে **وَالْغُدِيَّاتُ ضَبْحًا** অর্থ আরাফা হইতে মুযদালিফা পর্যন্ত পথ। মুযদালিফায় পৌছিয়া হাজীরা খাদ্য পাকানোর জন্য আগুন জ্বলাইতে পারে।

আওফী (র) প্রমুখ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, ইহার অর্থ ঘোড়া। ইব্ন আব্বাস (রা) ও কাতাদা (র) হইতে ইহাও বর্ণিত আছে যে, চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে ঘোড়া আর কুকুর ছাড়া কেহ ধাবমান হয় না। ইব্ন জুরায়জ (র) আতা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : ঘোড়ার উহ, উহ আওয়াজকে **ضَبْحٌ** বলা হয়।

فَالْمُورِيَّاتُ قَدْحًا অনেকের মতেই ইহার অর্থ ঘোড়ার ক্ষুরাঘাতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরণ করা। ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতের অর্থ প্রতারণা করা। কেহ কেহ বলেন, অভিযান শেষে রাতে ঘরে ফিরিয়া অগ্নি-প্রজ্জ্বলিত করা। কাহারো মতে, ইহার অর্থ অগ্নিসংযোগ করিয়া বস্তী জ্বলাইয়া দেওয়া। কাহারো মতে, মুযদালিফায় আগুন জ্বালানো। ইব্ন জারীর (র) বলেন, সব কয়টির মতের মধ্যে প্রথম মতটিই সঠিক। অর্থাৎ ঘোড়ার ক্ষুরাঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরণ করা। **فَالْمُغِيرَاتُ صُبْحًا** ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ ঘোড়ার আল্লাহর পথে অভিযান চালানো। কেহ বলেন, ইহার অর্থ প্রভাতে মুযদালিফা হইতে মিনায় গমন করা। **فَأَثَرُنَّ بِهِ نَقْعًا** ইহার অর্থ যুদ্ধ বা হজ্জের ক্ষেত্রে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করা।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) আতা, ইকরিমা (র), কাতাদা (র) ও যাহুহাক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতের অর্থ মুজাহিদদের শত্রু বাহিনীর অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়া।

আবু বকর বাযযার (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) একদা একটি অশ্বারোহী বাহিনীকে একটি অভিযানে প্রেরণ করেন। কিন্তু দীর্ঘ মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও তাঁহাদের কোন

সংবাদ পান নাই। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য সূরাটি নাযিল করিয়া উহাদের সংবাদ জানাইয়া দেন। **انَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ** অর্থাৎ উপরের কয়েকটি বিষয়ের শপথ করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন : তিনি মানুষকে অপরিমেয় সুখ-সামগ্রী নিয়ামত দান করিয়াছেন কিন্তু মানুষ সেসব নিয়ামতের অবমূল্যায়ন করে ও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, ইবরাহীম নাখয়ী, আবুল জাওয়া, আবুল আলিয়া, আবু যোহা, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মুহাম্মদ ইব্ন কায়স, যাহ্বাক, হাসান, কাতাদা, রবী ইব্ন আনাস ও ইব্ন য়ায়েদ (র) বলেন **لَكَنُودٌ** অর্থ **لِكْفُورٍ** অর্থাৎ অকৃতজ্ঞ। হাসান (র) বলেন **الكنود** সে ব্যক্তি যে দুঃখের কথা স্মরণ রাখে আর আল্লাহর দেওয়া সুখের কথা ভুলিয়া যায়। ইব্ন আবু হাতিম (র) আবু উসামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু উসামা (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : **الكنود** সে ব্যক্তিকে বলা হয় যে একা একা আহার করে, দাস-দাসী কে প্রহার করে এবং অধীনস্তদের সহিত দুর্ব্যবহার করে। এই হাদীসের সনদ দুর্বল। ইব্ন জারীর (র).....আবু উমামা (রা) হইতে মওকুফ পদ্ধতিতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

وَائِهٖ عَلَىٰ ذٰلِكَ لَشٰهِيْدٌ কাতাদা ও সুফিয়ান ছাওয়ী (র) বলেন : এই আয়াতের অর্থ আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই সে বিষয়ে অবহিত। ইহা হইতে পারে যে, মানুষ নিজেই নিজের কর্মকাণ্ডের সাক্ষী। অর্থাৎ মানুষের নিজের কথা এবং কাজেই তাহাদের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ

অর্থাৎ মুশরিকদের দ্বারা আল্লাহর ঘর আবাদ হইতে পারে না। ইহারা নিজেরাই নিজেদের কুফরের সাক্ষী। **وَائِهٖ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ** অর্থাৎ ধন-সম্পদে মানুষ প্রবল আসক্ত। এইখানে **الْخَيْرِ** দ্বারা উদ্দেশ্য ধন-সম্পদ। আয়াতের দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথমত, মানুষ ধন-সম্পদে প্রবল আসক্ত। দ্বিতীয়ত, সম্পদের মোহে পড়িয়া মানুষ আমাকে ভুলিয়া যায় এবং কৃপণতাবশত আমার পথে ব্যয় করে না। উভয় অর্থই সঠিক। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اَفَلَا يٰعَلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ - وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ - اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ -

অর্থাৎ মানুষ কি জানে না যে, যেদিন কবর হইতে সকল মূর্দাকে বাহির করা হইবে এবং অন্তরে লুকাইত সব গোপন কথা প্রকাশ হইবে, সেইদিন আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত থাকিবেন এবং সকলকে পুরাপুরি প্রতিদান দিবেন। কাহারো প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করিবেন না।

وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ -এর ব্যাখ্যা ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন, মানুষ মনে মনে যাহা গোপন করিয়া রাখিত উহা প্রকাশ করা হইবে।

सूरा कारि 'आ

११ आयात, १ रूकू, मक्की

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

दयामय, परम दयालु आल्लाह्र नामे

(१) الْقَارِعَةُ ۝

(२) مَا الْقَارِعَةُ ۝

(३) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝

(४) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۝

(५) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۝

(६) فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۝

(७) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝

(८) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝

(९) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝

(१०) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ۝

(११) نَارٌ حَامِيَةٌ ۝

१. महाप्रलय,

२. महाप्रलय की?

৩. মহাপ্রলয় সম্বন্ধে তুমি কী জান?
৪. সেইদিন মানুষ হইবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত।
৫. এবং পর্বতসমূহ হইবে ধুনিত রংগিন পশমের মত।
৬. তখন যাহার পাল্লা ভারী হইবে,
৭. সে তো লাভ করিবে সন্তোষজনক জীবন,
৮. কিন্তু যাহার পাল্লা হালকা হইবে,
৯. তাহার স্থান হইবে 'হাবিয়া'।
১০. উহা কী, তাহা কি তুমি জান?
১১. উহা অতি উত্তপ্ত অগ্নি।

তাকসীর : القارعة - الإطامه - الحاقه : কিয়ামতের একটি নাম। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসের গুরুত্ব ও ভয়াবহতা বুঝাইবার জন্য বলেন :

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ অর্থাৎ “তুমি কি জান যে, ‘কারিয়া’ বা মহাপ্রলয় কি জিনিস?” অতঃপর ইহার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই বলেন :

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ অর্থাৎ সেইদিন মানুষ পতঙ্গের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

كَانَهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন অবস্থা এমন হইবে যে মানুষ বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় এদিক-ওদিক ছড়াইয়া- ছিটাইয়া পড়িবে।

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ অর্থাৎ পর্বতসমূহ ভাঙ্গিয়া ধুনিত রংগিন পশমের ন্যায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

মুজাহিদ, ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, হাসান, কাতাদা, আতা খুরাসানী, যাহ্বাক ও সুদ্দী (র) বলেন, الْعِهْنُ অর্থ الصوف তথা পশম। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের ভালো-মন্দ আর্মলের অনিবার্য পরিণাম সম্পর্কে বলেন :

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ অর্থাৎ যাহার পাল্লা ভারী হইবে তথা নেক কাজ মন্দ কাজের অপেক্ষা বেশী হইবে, সে জান্নাতে সন্তোষজনক জীবন লাভ করিবে।

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّهُ هَاوِيَةٌ অর্থাৎ যাহার পাল্লা হালকা হইবে তথা যাহার মন্দ কাজ নেক কাজের অপেক্ষা বেশী হইবে তাহার স্থান হইবে 'হাবিয়া'। এর ব্যাখ্যায় কেহ বলেন, এমন ব্যক্তিকে উপুড় করিয়া জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হইবে। আয়াতে أُمُّ বলিয়া মস্তিষ্ককে বুঝানো হইয়াছে। ইব্ন

আব্বাস (রা) ইকরিমা, আবু সালিহ এবং কাতাদা (র) হইতে এইরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। কেহ বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, এমন ব্যক্তির পরিণাম হইল 'হাবিয়া'। হাবিয়া জাহান্নামের একটি নাম। ইবন জারীর (র) বলেন, হাবিয়া জাহান্নামকে ম। তথা মা এইজন্য বলা হইয়াছে যে, মায়ের পরে যেমন মানুষের কোন আশ্রয় থাকে না, তেমনি ইহাদের হাবিয়া ছাড়া কোন উপায় থাকিবে না।

ইবন জারীর (র)..... আশ'আছ ইবন আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আশআছ (র) বলেন, কোন ঈমানদার লোক মারা গেলে তাহার রুহকে পূর্বে মৃত ঈমানদারদের রুহের কাছে লইয়া যাওয়া হয়। অতঃপর ফেরেশতারা বলে তোমাদের ভাইকে তোমরা প্রবোধ ও সান্ত্বনা প্রদান কর। কারণ সে এতদিন যাবত দুনিয়ার চিন্তা-পেরেশানীতে লিপ্ত ছিল। অতঃপর ঈমানদারদের রুহগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে যে, অমুক ব্যক্তির খবর কি? উত্তরে সে বলে, কেন সে তো মরিয়া গিয়াছে। সে কি তোমাদের কাছে আসে নাই? উত্তরে তাহারা বলিবে, সে আমাদের কাছে আসে নাই। তাহাকে তাহার মা হাবিয়া জাহান্নামে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

نَارُ حَامِيَةٍ অর্থাৎ হাবিয়া হইল, প্রচণ্ড উত্তপ্ত জাহান্নাম যাহাতে রহিয়াছে তীব্র লেলিহান শিখা ও প্রজ্জ্বলনকারী অগ্নি।

আবু মুসআব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “মানুষ যে আগুন ব্যবহার করে তাহা জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই কথা শুনিয়া সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! শাস্তির জন্য তো এই আগুনই যথেষ্ট ছিল। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : তবুও জাহান্নামের আগুন এই আগুনের চেয়ে ঊনসত্তর গুণ তেজ হইবে।” ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, “মানুষ' যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করে উহা জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। শুনিয়া এক ব্যক্তি বলিল, হুয়ূর! শাস্তির জন্য কি এই আগুনই যথেষ্ট ছিল না? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : তবুও জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুন অপেক্ষা ঊনসত্তর গুণ তেজ হইবে।

ইমাম আহমদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : 'তোমাদের এই আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ মাত্র। দুইবার সমুদ্রে ডুবাইয়া তাহা দুনিয়াতে পাঠানো হইয়াছে। অন্যথায় কেহ ইহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারিত না।'

ইমাম আহমদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “এই আগুন জাহান্নামের আগুনের শতভাগের এক ভাগ।”

ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—৭৩

আবুল কাসিম তাবারানী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “তোমরা কি জান যে, জাহান্নামের আগুনের তুলনায় তোমাদের এই আগুন কিরূপ? শোন, জাহান্নামের আগুন তোমাদের এই আগুনের ধূঁয়ার চেয়েও সত্তরগুণ বেশী কালো।” আবু মুসআব (র) মালিক (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

তিরমিযী ও ইবন মাজাহ্ (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : জাহান্নামের আগুনকে এক হাজার বছর যাবত প্রজ্জ্বলিত করার পর উহা লাল বর্ণ ধারণ করে। অতঃপর আরো এক হাজার বছর প্রজ্জ্বলিত করার পরে সাদা হইয়া যায়। সবশেষে আরো এক হাজার বছর জ্বালানো হলে উহা কালো হইয়া যায়। ফলে এখন উহা ঘোর অন্ধকার তুল্য কালো।”

ইমাম আহমদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “জাহান্নামীদের মধ্যে যাহাকে সর্বাপেক্ষা কম শাস্তি দেয়া হইবে, তাহাকে এক জোড়া আগুনের জুতা পরানো হইবে, যাহার তাপে তাহার মস্তক উত্তপ্ত হইয়া ফুটিতে থাকিবে।”

বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : জাহান্নাম তাহার প্রভুর নিকট অভিযোগ করিয়া বলিল যে, হে আমার প্রতিপালক! আমার এক অংশ আরেক অংশকে খাইয়া ফেলিল, ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে দুইটি শ্বাস ফেলিবার অনুমতি প্রদান করেন। এক শ্বাস শীতকালে ও এক শ্বাস গ্রীষ্মকালে। ফলে আমরা শীতকালে ঠাণ্ডা আর গ্রীষ্মকালে গরম পাইয়া থাকি। বুখারী ও মুসলিমে আরো আছে যে, তীব্র গরমের দিনে জোহরের নামায তোমরা একটু ঠাণ্ডা হইলে পড়িও। কারণ গরমের তীব্রতা জাহান্নামের তাপ হইতে আগত।

সূরা তাকাছুর

৮ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) أَهْلَكُمُ التَّكَاثُرُ ۝

(২) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝

(৩) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝

(৪) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝

(৫) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۝

(৬) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۝

(৭) ثُمَّ لَتَرَوْهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝

(৮) ثُمَّ لَتَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝

১. প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন রাখে।
২. যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও।
৩. ইহা সঙ্গত নহে, তোমরা শীঘ্রই ইহা জানিতে পারিবে।
৪. আবার বলি, ইহা সঙ্গত নহে, তোমরা শীঘ্রই ইহা জানিতে পারিবে।
৫. সাবধান! তোমাদিগের নিশ্চিত জ্ঞান থাকিলে অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হইতে না।
৬. তোমরা তো জাহান্নাম দেখিবেই,
৭. আবার বলি, তোমরা তো উহা দেখিবেই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে।

৮. ইহার পর অবশ্যই সেইদিন তোমাদিগকে নিয়ামত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইবে।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, দুনিয়ার মোহ ও উহার সুখ-সম্পদ ও প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে আখিরাতে হইতে বিমুখ করিয়া রাখিয়াছে। এমনকি তোমরা মৃত্যুর দুয়ারে উপনীত হইয়া কবরবাসী হইয়া গিয়াছ।

ইবন আবু হাতিম (র)..... আসলাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আসলাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে আল্লাহ্র আনুগত্য হইতে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এমনকি তোমরা কবরে উপনীত হইয়াছ অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যু আসিয়া গিয়াছে।”

হাসান বসরী (র) বলেন : ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)..... আব্দুল্লাহ ইব্ন শিখির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে গমন করি। তখন তিনি **الْهُكْمُ الْبَكَاةُ** এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন : “আদম সন্তান শুধু বলে, আমার সম্পদ, আমার সম্পদ। আসলে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাহা তুমি খাইয়া শেষ করিয়াছ, পরিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছ কিংবা সৎপথে দান করিয়া অক্ষয় রাখিয়াছ উহা ব্যতীত তোমার কোন সম্পদ আছে?” ইমাম মুসলিম, তিরমিযী এবং নাসায়ী ও'বা (র)-এর সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “মানুষ কেবল বলে, আমার সম্পদ, আমার সম্পদ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মানুষ কেবল তিন শ্রেণীর সম্পদের অধিকারী। যাহা খাইয়া শেষ করিয়া ফেলে, যাহা পরিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে এবং যাহা দান করিয়া অক্ষয় রাখে। ইহা ছাড়া যাহা আছে সবই একদিন মানুষের জন্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে।”

ইমাম বুখারী (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “মৃত ব্যক্তির সংগে কবর পর্যন্ত তিনটি বস্তু গমন করে। অবশেষে দুইটি ফিরিয়া আসে এবং একটি সংগে থাকিয়া যায়। গমন করে পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ ও আমল। অবশেষে পরিবার-পরিজন আর ধন-সম্পদ ফিরিয়া আসে; আমল সংগে থাকিয়া যায়।” ইমাম মুসলিম, তিরমিযী এবং নাসায়ী (র) সুফিয়ান ইব্ন উবাই (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : মানুষ বৃদ্ধ হইয়া গেলেও তাহার দুইটি স্বভাব

রহিয়া যায়। লিল্লা ও আসক্তি। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) সহীহ্‌দ্বয়ে এই হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত যাহ্‌হাক (র) এক ব্যক্তির হাতে একটি দিরহাম দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই টাকা কাহার? উত্তরে লোকটি বলিল, আমার। যাহ্‌হাক (র) বলিলেন, তোমার তো তখন হইবে যখন তুমি উহা কোন কাজে ব্যয় করিবে কিংবা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ দান করিয়া দিবে। এই বলিয়া যাহ্‌হাক (র) নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করেন :

أَنْتَ لِلْمَالِ إِذَا أَمْسَكَتَهُ - فَإِذَا أَنْفَقْتَهُ فَالْمَالُ لَكَ

অর্থাৎ সম্পদ আটক করিয়া বসিয়া থাকা পর্যন্ত সম্পদ তোমার মালিক আর যখন উহা খরচ করিয়া ফেলিবে তখন তুমি সম্পদের মালিক হইয়া যাইবে।

ইবন আবু হাতিম (র)..... ইব্ন বুরায়দা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন বুরায়দা (রা) বলেন, বনু হারিছা ও বনু হারিছ নামক দুই আনসারীর দুইটি গোত্র পরস্পর গৌরব ও প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা করিত। একদল বলিত, দেখ, আমাদের গোত্রের অমুক ব্যক্তি এত বড় বীর, অমুক এত বড় শক্তিশালী কিংবা অমুক এত বড় সম্পদশালী ইত্যাদি। অপর গোত্রও ইহার জবাবে অনুরূপ কথা বলিত। এমনকি এইভাবে জীবিতদের লইয়া বড়াই করা শেষ হইলে কবরে যাইয়াও মৃতদের লইয়া উভয় গোত্র একইভাবে বড়াই করিয়া বেড়াইত। ইহাদের ব্যাপারে আলোচ্য আয়াতগুলি নাখিল হয়।

কাতাদা (র) বলেন : মানুষ নিজেদের ধনবল ও জনবল লইয়া একে অপরের উপর বড়াই দেখাইত। এইভাবে একে একে তাহারা সকলেই কবরে চলিয়া যায়।

حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ - এর সঠিক অর্থ হইল অবশেষে তোমরা কবরের বাসিন্দা হইয়া গিয়াছ। যেমন সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন জনৈক অসুস্থ বেদুঈনকে দেখিতে যাইয়া বলিলেন :

لَابَأْسَ طَهْرٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

অর্থাৎ “ভয়ের কিছু নাই। ইনশাআল্লাহ গুনাহ হইতে পবিত্র হইয়া যাইবে।” গুনিয়া লোকটি বলিল,

قَلْتُ طَهْرٍ بَلْ هِيَ حَمِي تَفْوَعِي عَلَى شَيْخِ كَبِيرٍ تَزِيرُهُ الْقُبُورُ

অর্থাৎ আপনি গুনাহ হইতে পবিত্র হওয়ার কথা বলিতেছেন! ইহা বরং এমন প্রচণ্ড জ্বর যাহা প্রবীণ বৃদ্ধের গায়ে টগবগ করিতেছে, যাহা তাহাকে কবরে উপনীত করিবে।

শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “তবে তাহাই।” এইখানে تَزِير শব্দটি উপনীত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইবন আবু হাতিম (র)..... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন, এককালে আমরা কবর আযাব সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলাম। অতঃপর আলোচ্য সূরাটি নাযিল হইয়া আমাদের সন্দেহ দূর করিয়া দেয়।

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ “ইহা সঙ্গত নহে, তোমরা শীঘ্রই ইহা জানিতে পারিবে। আবার বলি, তোমরা শীঘ্রই ইহা জানিতে পারিবে।” হাসান বসরী (র) বলেন, একবার ভীতি প্রদর্শনের পরে এইখানে আবারো ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে।

যাহ্‌হাক (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতে প্রথমাংশে কাফিরদেরকে সম্বোধন করা হইয়াছে আর দ্বিতীয়াংশে সম্বোধন করা হইয়াছে ঈমানদারদেরকে।

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ অর্থাৎ তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকিলে এইভাবে তোমরা সম্পদ লইয়া প্রতিযোগিতায় মতিয়া আখিরাতকে ভুলিয়া যাইতে না।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ অর্থাৎ জাহান্নামকে তোমরা চাক্ষুষ দেখিতে পাইবে।

ثُمَّ لَتَسْتَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ অর্থাৎ অতঃপর দুনিয়াতে আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে যেসব নিয়ামত দান করিয়াছেন, যেমন শরীর-স্বাস্থ্য, জীবিকা ও শান্তি-নিরাপত্তা ইত্যাদির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছ কিনা এবং এইসব ভোগ করিয়া আল্লাহর ইবাদত করিয়াছ কিনা সে সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।

ইবন আবু হাতিম (র)..... ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন, তিনি হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন দুপুর বেলা ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, আবু বকর (রা) মসজিদে বসিয়া আছেন। দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আবু বকর! এই সময় কিসে তোমাকে এইখানে বাহির করিয়া আনিয়াছে? আবু বকর (রা) বলিলেন, আপনাকে যে জিনিস বাহির করিয়া আনিয়াছে আমাকে সে জিনিসই আনিয়াছে হে আল্লাহর রাসূল! কিছুক্ষণ পর হযরত উমর (রা) আগমন করিলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে একই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে উমর (রা) বলিলেন, আপনাদের দু’জনকে যে জিনিস আনিয়াছে আমাকেও সেই জিনিসই আনিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ

(সা) বসিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, চল, আমরা বাগানে গিয়া বসি, সেখানে খাওয়ার কিছু পাওয়া যাইতে পারে। অতঃপর তাঁহারা আবুল হায়ছামের বাড়িতে গিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) সালাম করিলেন এবং একে একে তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কোন সাড়া শব্দ না পাইয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই আবুল হায়ছামের স্ত্রী আড়াল হইতে বাহির হইয়া পিছনে পিছনে দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা প্রতিটি সালামের আওয়াজ শুনিতে পাইয়াও আমি এই আশায় উত্তর দান হইতে বিরত থাকি, যাহাতে আপনি আমার জন্য বেশী করিয়া শান্তি ও নিরাপত্তার দু'আ করেন। শুনিয়া রাসূল (সা) বলিলেন, “আচ্ছা ভালো।” অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আবুল হায়ছাম কোথায়? বলিল নিকটেই একস্থান হইতে পানি আনিতে গিয়াছেন। আপনারা ঘরে আসিয়া বসুন, উনি এক্ষুণি আসিয়া পড়িবেন। কিছুক্ষণ পর আবুল হায়ছাম ঘরে আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখিতে পাইয়া খুশীতে টগবগ হইয়া যায় এবং সংগে সংগে বাগানে গিয়া গাছে উঠিয়া হরেক রকম কতগুলি খেজুর পাড়িয়া আনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে হাজির করে। সংগীদের লইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) তৃপ্তি সহকারে উহা আহার করিলেন এবং পানি পান করিয়া বলিলেন : “কিয়ামতের দিন এই নিয়ামত সম্পর্কেই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।”

ইবন জারীর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আবু বকর ও উমর (রা) একদিন একস্থানে বসিয়াছিলেন। ইত্যবসরে নবী করীম (সা) তথায় আসিয়া বলিলেন : “তোমরা এইখানে বসিয়াছ কেন?” উত্তরে তাঁহারা বলিলেন, আপনাকে যিনি সত্য নবী বানাইয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, ক্ষুধার তাড়নায় আমরা ঘর ছাড়িয়া এইখানে বসিয়া রহিয়াছি। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, যিনি আমাকে সত্য নবী বানাইয়া পাঠাইয়াছেন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমিও অন্য কোন কারণে বাহির হই নাই।’ অতঃপর তাঁহারা তিনজন সেখান হইতে উঠিয়া এক আনসারীর বাড়িতে গমন করেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখিয়া আনসারীর স্ত্রী আগাইয়া আসিলে রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার স্বামী কোথায়? সে বলিল, আমাদের জন্য পানি আনিতে গিয়াছেন। কিছুক্ষণ পর লোকটি পানি লইয়া ফিরিয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখিতে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠিল, ‘আজ আমার মত ভাগ্যবান বুঝি আর কেহ নাই? আল্লাহর রাসূল আমার ঘরে উপস্থিত।’ অতঃপর তিনি বাগানে যাইয়া গাছে উঠিয়া বেশ কিছু পাকা খেজুর পাড়িয়া আনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে পেশ করেন। অতঃপর তাঁহাকে ছুরি হাতে নিতে দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, দেখ দুধের বকরী যবেহ

করিও না।” লোকটি পছন্দ মত একটি বকরী যবেহ্ করিয়া খানার আয়োজন করে। আহার শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সংগীদ্বয়কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন : কিয়ামতের দিন এই নিয়ামত সম্পর্কেই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। দেখ, তোমরা ক্ষুধা লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়াছিলে আর এই সব কিছু ভোগ করিয়া এখন ফিরিতেছ। ইহাই তো আল্লাহর নিয়ামত। ইমাম মুসলিম ইয়াযীদ ইব্ন কাইসান-এর হাদীস হইতে এবং আবু ইয়ালা ও ইব্ন মাজাহ্ আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে আবু বকর সিদ্দীক (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। চার সুনান সংকলকগণও আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) রাসূল (সা)-এর আযাদকৃত দাস আবু আসীব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু আসীব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আমাকে সঙ্গে লইয়া প্রথমে হযরত আবু বকর (রপা)-এর নিকট গমন করেন। অতঃপর তাহাকে সঙ্গে লইয়া হযরত উমর (রা)-এর কাছে গিয়া তাহাকেও সঙ্গে লইয়া জনৈক আনসারী সাহাবীর বাগানে তশরীফ আনেন এবং বাগানের মালিককে বলিলেন, আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা কর। সঙ্গে সঙ্গে সে কয়েকটি আপুরের ছড়া লইয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে রাখিয়া দেন। সাথীদের লইয়া তিনি উহা আহার করিয়া পানি আনাইয়া তৃপ্তি সহকারে পান করেন। অবশেষে তিনি বলিলেন, কিয়ামতের দিন এইসব সম্পর্কেই তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে। শুনিয়া হযরত উমর (রা) একটি ছড়া হাতে লইয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, হুয়ূর ! এইসব সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসিত হইব ? রাসূল (সা) বলিলেন : হ্যাঁ তিনটি জিনিস ছাড়া বাকী সব কিছু সম্পর্কেই তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে। (১) শরীর ঢাকিয়া রাখার পোশাক (২) ক্ষুধা নিবারণ পরিমাণ খাদ্য। এবং (৩) রোদ-বৃষ্টি হইতে মাথা গৌজার বাসস্থান।”

ইমাম আহমদ (র)..... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবু বকর ও উমর (রা) একত্রে বসিয়া কিছু খেজুর আহার করেন এবং ঠাণ্ডা পানি পান করেন। শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, ইহাই সেই নিয়ামত যাহা সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। ইমাম আহমদ (র).....মাহমুদ ইব্ন রবী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মাহমুদ ইব্ন রবী (র) বলেন, সূরা তাকাছুর নাযিল হইবার পর সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে কোন্ নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে? আমরা খাই তো শুধু খেজুর আর পানি আর ঘাড়ে ঝুলন্ত তরবারী দ্বারা শত্রুর মোকাবিলা করি। জিজ্ঞাসিত হইব কোন্ নিয়ামত সম্পর্কে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : “অদূর ভবিষ্যতেই তোমরা প্রাচুর্যের অধিকারী হইবে।”

ইমাম আহমদ (র)..... আব্দুল্লাহ ইব্ন হাবীব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন হাবীব (রা) বলেন, তাঁহার ভাই বলেছেন, আমরা একদিন কোন এক মজলিসে বসিয়াছিলাম। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমন ঘটে। তাঁহার মাথায় পানির চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। আমরা বলিলাম, হুযূর! আপনাকে হাসি-খুশী মনে হইতেছে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন “হ্যাঁ”। অতঃপর লোকেরা ধনাঢ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করিতে লাগিল। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : দেখ খোদাভীরুদের জন্য ধন-সম্পদ দোষনীয় নহে। মুত্তাকীদের জন্য সুস্থতা ধনাঢ্যতা হইতে শ্রেষ্ঠ আর মনের আনন্দও আল্লাহর নিয়ামতের অন্তর্ভুক্ত।”

ইমাম তিরমিযী (র)..... যাহ্‌হাক ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন আয়মা (র) বর্ণনা করেন যে, যাহ্‌হাক ইব্ন আব্দুর রহমান (র) বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, কিয়ামতের দিন মানুষকে সর্বপ্রথম স্বাস্থ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। আল্লাহ বলিবেন, আমি কি তোমাকে সুস্থতা দান করিয়াছিলাম না ও শীতল পানি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়াছিলাম না?

ইব্ন আবু হাতিম (র) যুবাযর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, যুবাযর (রা) বলেন, *ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ* এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর সাহাবাগণ বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ নিয়ামত সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসিত হইব? আমরা খাই শুধু খেজুর আর পানি। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : এই তো অদূর ভবিষ্যতেই তোমরা প্রচুর নিয়ামতের অধিকারী হইবে। ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ্ (র) সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না (র)-এর হাদীস হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবু হাতিম (র)..... ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইকরিমা (র) বলেন, *ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ* এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর সাহাবাগণ বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আবার কোন্ নিয়ামত ভোগ করিলাম? আমরা তো খাই শুধু যবের রুটি। তাহাও আবার পেট ভরিয়া খাইতে পাই না। তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে ওহী আসে যে, “আপনি ওদেরকে জিজ্ঞাসা করুন যে, তোমরা কি জুতা পায়ে দাও না এবং শীতল পানি পান করা না? ইহাও তো নিয়ামত।

ইব্ন আবু হাতিম (র)..... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, “এইখানে নিয়ামত দ্বারা উদ্দেশ্য হইল নিরাপত্তা ও সুস্থতা।”

যায়েদ ইব্ন আসলাম (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, জিজ্ঞাসা করা হইবে খাদ্য, পানীয়, আরামদায়ক ছায়া, সুঠাম দেহ ও মজার নিদ্রা

সম্পর্কে সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) বলেন, এমনকি মধুর শরবত সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। মুজাহিদ (র) বলেন, দুনিয়ার যে কোন সুখ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। হাসান বসরী (র) বলেন, সকাল-সন্ধ্যার খাদ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে। আবু কিলাবা (র) বলেন, ঘি ও মধু দ্বারা খাওয়া রুটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। তবে এই সব মতের মধ্যে মুজাহিদের মতটি ব্যাপক অর্থবোধক ও পূর্ণাঙ্গ। এই সবকয়টি মতই উহার অন্তর্ভুক্ত।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, নিয়ামত হইল, দেহ, কর্ণ ও চক্ষুর সুস্থতা। মানুষ এইসব কোন্ কাজে ব্যয় করে তা জিজ্ঞাসা করিবেন। এক আয়াতে আছে :

اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُوْلًا
কান, চোখ ও হৃদয় এই সব কিছু সম্পর্কেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।

বুখারী, তিরমিযী নাসায়ী ও ইবন মাজাহ্ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : দুইটি নিয়ামত এমন আছে যাহা বহুসংখ্যক লোকই সে উদাসীনতার শিকার। সুস্থতা ও অবসর। অর্থাৎ এই দুইটি নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার ব্যাপারে মানুষ বড়ই উদাসীন। ইহার হক ও দায়িত্ব মানুষ আদায় করে না।

আবু বকর বায্‌যার (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : ‘পরনের পোশাক, বসবাসের ঘর, আহারের রুটি ব্যতীত সব কিছুই কিয়ামতের দিন হিসাব নেওয়া হইবে।’

ইমাম আহমদ (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, হে আদম সন্তান! আমি তোমাকে ঘোড়া ও উটের পিঠে আরোহণ করাইয়াছিলাম, স্ত্রী দান করিয়াছিলাম এবং সুখ-শান্তি ও আনন্দ-ফূর্তিতে জীবন কাটাইবার সুযোগ দিয়াছিলাম। এখন বল, উহার শুকরিয়া কোথায়?

সূরা আসর

৩ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

আমর ইবনুল আস (রা) মুসলমান হওয়ার পূর্বে এবং নবী করীম (সা)-এর নবুওতের পরে একদিন মুসায়লামা কায্যাবের নিকট গমন করে। দেখিয়া মুসায়লামা আমর ইবন আস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, ইদানীং তোমাদের সংগীর উপর কি নাযিল হইয়াছে? উত্তরে তিনি বলিলেন, সম্প্রতি তাঁহার উপর একটি সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক সূরা নাযিল হইয়াছে। মুসায়লামা বলিল, উহা কি বল? আমর ইবনুল আস (রা) সূরা আসর শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করিয়া শুনান। শুনিয়া মুসায়লামা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, হ্যাঁ আমার উপরও এই ধরনের একটি সূরা অবতীর্ণ হইয়াছে। আমর (রা) বলিলেন, উহা কি বল। মুসায়লামা বলিল :

يا وبرايا وبرا واما انت اذنان وصدروساترك حفر نقر

অতঃপর বলিল, আমর! এই ব্যাপারে তোমার ধারণা কি? আমর ইবন আস (রা) বলিলেন, তুমি তো জানোই যে, আমার মতে তুমি একজন মিথ্যাবাদী।

বিড়ালের ন্যায় একটি প্রাণী যাহার দুই কান ও বুক অপেক্ষাকৃত বড় হইয়া থাকে। মুসায়লামা এহেন প্রলাপ দ্বারা কুরআনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু সেই সময়ের একজন মূর্তিপূজক-এর নিকট তা মিথ্যা এবং বানোয়াট বলিয়া আখ্যায়িত হয়।

তাবারানী (র)..... উবায়দুল্লাহ ইবন হিসন (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীদের নিয়ম ছিল যে, তাঁহাদের মধ্যে দুই ব্যক্তি কখনো একত্রিত হইলে একে অপরকে সূরা আসর শুনাইয়া সালাম করিয়া তবেই বিছিন্ন হইতেন। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, চিন্তা গবেষণা করিয়া এই সূরাটি অনুধাবন করিলে মানুষের আর কোন কিছু প্রয়োজন হয় না।

(১) وَالْعَصْرِ ۞

(২) إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ۞

(৩) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ لَا تَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ۞

১. মহাকালের শপথ,
২. মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।
৩. কিন্তু উহারা নহে, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্য্যের উপদেশ দেয়।

তাফসীর : الْعَصْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল কাল বা সময় যাহাতে মানুষ ন্যায়-অন্যায় কাজ করিয়া থাকে। মালিক (র) য়ায়েদ ইব্ন আসলাম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, য়ায়েদ (র) বলেন, ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য আসরের নামায। তবে প্রথমটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এইখানে আল্লাহ তা'আলা এই আসর এর শপথ করিয়া বলেন যে, মানুষ মাত্রই ক্ষতিগ্রস্ত। শুধু তাহারা ব্যতীত যাহারা অন্তরে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং বাহ্যিক অংগ-প্রত্যংগ দ্বারা সৎকর্ম করে। অন্যকে সত্যের তথা সৎকর্ম করার এবং অন্যায়কে বর্জন করার উপদেশ দেয় এবং বিপদে বা অন্যের অত্যাচারে নিজেও ধৈর্য্যধারণ করে আর অন্যকেও ধৈর্য্যধারণের উপদেশ দেয়।

সূরা হুমাযা

৯ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

- (১) وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝
- (২) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝
- (৩) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝
- (৪) كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝
- (৫) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝
- (৬) نَارُ اللَّهِ الْمَوْجِدَةُ ۝
- (৭) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْإِفْكِدَةِ ۝
- (৮) إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۝
- (৯) فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ۝

১. দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে,
২. যে অর্থ জমায় ও বারবার উহা গণনা করে।
৩. সে ধারণা করে যে, তাহার অর্থ তাহাকে অমর করিয়া রাখিবে।
৪. কখনও না, সে অবশ্যই নিষ্কিণ হইবে হুতামায়।
৫. হুতামা কী তাহা তুমি কি জান?

৬. ইহা আল্লাহর শ্রদ্ধালিত হতাশন।
৭. যাহা হৃদয়কে গ্রাস করিবে।
৮. নিশ্চয় ইহা উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিবে—
৯. দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।

তাফসীর : هُمَزُ অর্থ যে কথা দ্বারা মানুষকে অপমান ও তুচ্ছ করে আর هُمَزُ অর্থ, যে কাজের দ্বারা মানুষকে অপমান করে। هُمَا زِمْتَاءٌ بِنَمِيمٍ -এর ব্যাখ্যা এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল অপবাদ দানকারী ও গীবত তথা পশ্চাতে পরনিন্দাকারী। রবী ইব্ন আনাস (র) বলেন, সামনা-সামনি নিন্দা করাকে هُمَزَةٌ এবং আড়ালে নিন্দা করাকে لُمَزَةٌ বলা হয়। কাতাদা (র) বলেন هُمَزَةٌ هُمَزَةٌ অর্থ মুখের কথায় এবং চোখের ইশারায় মানুষের মনে কষ্ট দেয়া। কখনো গীবত করিয়া, কখনো বা অপবাদ দিয়া। মুজাহিদ (র) বলেন هُمَزَةٌ -এর সম্পর্ক হাত ও চোখের সংগে আর لُمَزَةٌ -এর সম্পর্ক জিহ্বার সংগে। ইব্ন য়ায়েদ (র)-ও ইহাই বলিয়াছেন। কেহ বলেন, আখনাস ইব্ন গুরায়ককে লক্ষ্য করিয়া এই কথাগুলি বলা হইয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন, বিশেষ কোন ব্যক্তি নয়-বরং ব্যাপকভাবে এই চরিত্রের সকলকেই বুঝানো হইয়াছে।

وَجَمَعَ فَأَوْعَى অর্থ যে সম্পদের উপর সম্পদ সঞ্চয় করে এবং বারবার গণনা করিতে থাকে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন : وَجَمَعَ فَأَوْعَى সুদী ও ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) বলেন, দিনের বেলা তো সম্পদ উপার্জনের জন্য হা-হতাশ করিতে থাকে আর রাত্রিকালে পঁচাগলা মড়ার ন্যায় নিজীব পড়িয়া থাকে।

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ অর্থ তাহার ধারণা হইল যে, তাহার এই সঞ্চিত সম্পদ তাহাকে এই পার্থিব জগতে অমর করিয়া রাখিবে। কিন্তু—

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ তাহার এই ধারণা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহার এই আশায় গুঁড়োবালি। ব্যাপারটি মোটেই এমন নহে। বরং বিপুল সম্পদ সঞ্চয়কারী এই লোকটিকে হতামায় নিক্ষেপ করা হইবে। হতামা জাহান্নামের একটি স্তরের নাম। ইহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ - نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ - الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ
إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ -

অর্থাৎ হুতামা কী তাহা তুমি কি জান? উহা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত হুতামন যাহা হৃদয়কে গ্রাস করিবে। নিশ্চয় ইহা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিবে দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।

ছাবিত বুনানী (র) বলেন, অগ্নি তাহাদিগের হৃদয় পর্যন্ত পোড়াইয়া ফেলিবে কিন্তু তবুও তাহাদের মৃত্যু হইবে না, তাহাদের কণ্ঠের সীমা থাকিবে না। এই বলিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) বলেন : আশুন তাহাদিগকে পোড়াইতে পোড়াইতে কণ্ঠনালী পর্যন্ত আসিয়া যায়, আবার ফিরিয়া গিয়া পোড়াইতে পোড়াইতে কণ্ঠনালী পর্যন্ত আসে। এইভাবেই অবিরাম চলিতে থাকে। **مَطْبِقَةٌ** অর্থ **مُؤَصَّدَةٌ** অর্থাৎ পরিবেষ্টিত। সূরা বালাদে ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে : **فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ** অর্থাৎ দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে তাহারা পরিবেষ্টিত থাকিবে। আতিয়্যা আওফী (র) বলেন, স্তম্ভ হইবে লোহার। সুদী (র) বলেন, আশুনের।

শাবীব ইব্ন বিশর (র) ইকরিমা (র)-এর সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন **عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ** অর্থ দীর্ঘায়িত দরজা। কাতাদা (র) বলেন : আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) এই আয়াতটিই **بِعَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ** পাঠ করিতেন।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাহান্নামীদের শৃংখল লাগাইয়া লম্বা-লম্বা স্তম্ভের সংগে বাঁধিয়া রাখিয়া অবশেষে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। কাতাদা (র) বলেন, আমরা বলাবলি করিতাম যে, আশুনের খুঁটিতে বাঁধিয়া রাখিয়া জাহান্নামীদেরকে শাস্তি দেওয়া হইবে। ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটিই পছন্দ করিয়াছেন। আবু সালিহ (র) বলেন, **فِي الْقُبُورِ الثَّقَالِ** অর্থ **عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ** অর্থাৎ জাহান্নামীদের ভারী ভারী শৃংখলে বাঁধিয়া শাস্তি দেওয়া হইবে।

সূরা ফীল

৫ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝

(২) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضَلُّلٍ ۝

(৩) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝

(৪) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۝

(৫) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۝

১. তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রতিপালক হস্তী অধিপতিদের প্রতি কী করিয়াছিলেন?
২. তিনি কি উহাদিগের কৌশল ব্যর্থ করিয়া দেন নাই?
৩. উহাদিগের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষী প্রেরণ করেন,
৪. যাহারা উহাদিগের উপর প্রস্তর-কংকর নিক্ষেপ করে।
৫. অতঃপর তিনি উহাদিগকে ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করেন।

তাফসীর : এইখানে আল্লাহ তা'আলা কুরাইশদের প্রতি প্রদত্ত তাঁহার বিশেষ নিয়ামতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যে, যেই সৈন্যবাহিনী হাতী লইয়া বায়তুল্লাহকে ধ্বংস করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল, আল্লাহ তা'আলা বায়তুল্লাহ ধ্বংস করিবার পূর্বে তাহাদেরকেই নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাদের সকল শক্তি খর্ব করিয়া তাহাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন। উহারা ছিল নাসারা। কিন্তু নিজেদের ধর্মীয় অনুশাসন জলাঞ্জলি দিয়া তাহারা প্রায় মূর্তিপূজক কুরাইশদের ন্যায় হইয়া

গিয়াছিল। আল্লাহ তা'আলা কুরাইশদের স্বার্থে নয়-বরং নবী করীম (সা) আগমনের পূর্বাভাস ও ভূমিকা স্বরূপ এহেন অলৌকিকভাবে বায়তুল্লাহকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন এবং হামলাকারীদেরকে অস্তিত্বের পাতা হইতে মুছিয়া দিয়াছেন। প্রসিদ্ধ মতে, রাসূলুল্লাহ (সা) সেই বছরই এই ধরাধামে আগমন করেন। অবস্থাদৃষ্টে বুঝা যায়, যেন আল্লাহ তা'আলা বলিতেছিলেন, ওহে কুরাইশ সম্প্রদায়। তোমাদের স্বার্থে আর তোমাদের কল্যাণের জন্য নয়-বরং আমার ঘরের হেফাজতের জন্যই আমি হস্তী বাহিনীকে ধ্বংস করিয়াছি। কেননা এইখানে মুহাম্মদ (সা)-কে নবী বানাইয়া পাঠাইয়া আমি তাঁহাকে সম্মানিত করিব। এই হইল হস্তী বাহিনীর সংক্ষিপ্ত কাহিনী। নিম্নে বিস্তারিতভাবে কাহিনীটি উল্লেখ করা হইল।

হিময়ার গোত্রের সর্বশেষ বাদশাহ যূনাওয়াস যে ছিল মুশরিক এবং যে নিজের যুগের মুসলমানদেরকে কুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিয়াছিল, যাহারা ছিল ঙ্গসা (আ)-এর খাঁটি অনুসারী। সংখ্যায় ছিল তাহারা প্রায় বিশ হাজার। ইহাদের প্রত্যেককেই সে নির্মমভাবে শহীদ করিয়াছিল। কেবল দাউস যূলাবান নামক এক ব্যক্তি প্রাণে রক্ষা পাইয়া রোমের বাদশাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। রোমের বাদশাহ ছিল নাসারা ধর্মের অনুসারী। তিনি হাবশার বাদশা নাজ্জাশীর নিকট পত্র লিখিয়া ইয়ামানের উপর আক্রমণ করিয়া স্বধর্মের লোকদের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার নির্দেশ দেন। কারণ ইয়ামান ছিল হাবশা হইতে অতি নিকটে। পত্র পাইয়া নাজ্জাশী দাউসের সংগে আজ্জাত ও অব্রাহ ইব্ন সাবাহর নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক সৈন্য ইয়ামান অভিমুখে পাঠাইয়া দেন। ইয়ামানে পৌঁছিয়া তাহারা তথাকার অধিবাসীদেরকে নির্বিচারে হত্যা করিয়া সব তছনছ করিয়া ফেলে। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া যূনাওয়াস পালাইয়া গিয়া নদীতে ডুবিয়া মরিয়া যায়। আর এইভাবে তাহাদের রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং গোটা ইয়ামান হাবশার দখলে চলিয়া আসে এবং এই দুই সেনাপতি সেখানেই বসবাস করিতে শুরু করে।

কিন্তু কিছুদিন যাইবার পর দুই সেনাপতির মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এক পর্যায়ে তাহারা পরস্পর লড়াই করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যায়। শুরু হয় তুমুল লড়াই। অবশেষে তাহারা দুইজনই বলিল, এইভাবে লড়াই করিয়া সাধারণ নিরীহ মানুষগুলি মারিয়া লাভ কি? আইস তুমি আমি ময়দানে নামিয়া পরস্পর লড়াই করিয়া একটি মীমাংসা করিয়া ফেলি। এইভাবে একজনকে হত্যা করিয়া অপর যে বাঁচিয়া থাকিবে সেই এই দেশের রাজত্ব লাভ করিবে। এই প্রস্তাবে উভয়ে এক মত হইয়া ময়দানে নামিয়া আসে এবং পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। শুরু হয় দুইজনে তুমুল যুদ্ধ। এক পর্যায়ে আরয়াত আবরাহার উপর অতর্কিত এক আক্রমণ চালাইয়া তরবারীর এক আঘাতে হানে। ইহাতে তাহার মুখমণ্ডল রক্তে রঞ্জিত হইয়া যায় এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটিয়া রক্তে ভাসিয়া যায়। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া আবরাহার গোলাম আতুদা অতর্কিত এক আঘাত হানিয়া আরয়াতকে হত্যা করিয়া ফেলে এবং আবরাহা আহত অবস্থায় রণাঙ্গন ত্যাগ করে।

ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—৭৭

কিছুদিন পর পূর্ণ সুস্থ হইয়া আবরাহা ইয়ামানের একক বাদশাহ হইয়া যায়। হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া রাগে ফাটিয়া পড়েন এবং পত্র মারফত আবরাহাকে কঠোর ভাষায় নিন্দা ও তিরস্কার করিয়া বলিলেন, খোদার শপথ! আমি তোমার শহরগুলিকে তছনছ করিয়া ফেলিব এবং মস্তক উড়াইয়া দিব। আবরাহা অত্যন্ত নম্রতার সহিত চিঠির উত্তর প্রদান করে দূতকে বিপুল পরিমাণ হাদিয়া দান করে এবং একটি পাত্রে ইয়ামানের কিছু মাটি ভরিয়া নিজের কপালের চুল কাটিয়া উহার মধ্যে রাখিয়া দূতের কাছে দিয়া দেয় এবং পত্রে নিজের ক্রটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লিখিয়া দেয় যে, ইয়ামানের মাটি আর কপালের চুল আপনার সম্মুখে উপস্থিত। আপনি আপনার শপথ পূরণ করুন এবং আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন। ইহাতে নাজ্জাশী সন্তুষ্ট হইয়া যায় এবং ইয়ামানের রাজত্ব তাহার হাতেই বহাল রাখে।

কিছুদিন পর আবরাহা নাজ্জাশীর কাছে এই মর্মে পত্র লিখে যে, আমার এখানে আপনার জন্য এমন একটি গির্জা নির্মাণ করিতেছি, যেমনটি দুনিয়াতে এ যাবত কেহ দেখে নাই। কিছুদিনের মধ্যে একটি সুবৃহৎ অত্যন্ত মযবুত ও অপূর্ব সুন্দর এক গির্জা নির্মাণ হইয়া যায়। উহা এতই উঁচু ছিল যে, উহার চূড়ার দিকে কেহ তাকাইলে তাহার মাথার টুপি খসিয়া পড়িত। আর এই কারণেই উহাকে القليس তথা টুপি নিষ্কপকারী বলা হইত। অতঃপর আবরাহা সারাদেশে ঘোষণা করিয়া দেয় যে, সকল মানুষ যেন আজ হইতে কা'বার পরিবর্তে এই গির্জায়ই হজ্জ করতে আসে। কিন্তু তাহার ঘোষণা অনেকেরই কাছে আপত্তিকর ঠেকে। বিশেষত কুরাইশরা তো উহা কিছুতেই মানিয়া নিতে পারিতেছিল না। ফলে তাহারা বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে ও উত্তেজিত হইয়া যায়। এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর জনৈক ব্যক্তি রাত্রিকালে গোপনে উহাতে প্রবেশ করিয়া দিব্য পায়খানা করিয়া চলিয়া যায়। পাহারাদার এই কাণ্ড দেখিতে পাইয়া সংগে সংগে এই সংবাদ আবারাহার কাছে পৌঁছিয়ে দেয় এবং বলে যে, এই কাণ্ড কুরাইশদের ব্যতীত অন্য কেহ করে নাই। তাহাদের কা'বার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে দেখিয়াই তাহার এই কাণ্ড ঘটাইয়া থাকিবে। আবরাহা শুনিতে পাইয়া তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠে এবং বায়তুল্লাহর ধ্বংস সাধন করিয়া ইহার প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে।

মুকাতিল ইব্ন সুলায়মান (র) বলেন, এক কুরাইশ যুবক উহাতে প্রবেশ করিয়া আঙুন ধরাইয়া দিয়াছিল। ঘটনাক্রমে সেইদিন বাতাস খুব বেশী থাকায় অল্প সময়ে আবরাহার সাধের গির্জাটি জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া মুখ খুবড়িয়া পড়িয়া যায়। ইহাতে আবরাহা দারুণ ক্ষিপ্ত হইয়া বিপুল সৈন্য-সামন্ত এবং মাহমূদ নামক বৃহৎকায় একটি হাতী সংগে লইয়া অপ্রতিরোধ্য গতিতে বায়তুল্লাহ্ অভিমুখে রওয়ানা হয়। সংগে আরো আটটি বা বারোটি হাতী ছিল। এই হাতীর সাহায্যেই বায়তুল্লাহ্ ধ্বংস সাধন করা ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য।

এদিকে আরবরা এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া দারুণভাবে মর্মান্বিত ও ক্ষিপ্ত হইয়া যায় এবং যে কোন মূল্যের বিনিময়ে আবরাহর মোকাবিলা করিবার এবং তাহাদের এহেন অশুভ পরিকল্পনা নস্যাৎ করিয়া ইহার সমুচিত জবাব দেওয়ার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করে ; অবশেষে মক্কার বেশ কিছু অদূরে থাকিতেই আরবরা তাহাদের গতিরোধ করে । ফলে সংঘর্ষ বাঁধিয়া যায় । কিন্তু আল্লাহর কী মহিমা! এই লড়াইয়ে আরবরা শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে । আবরাহা সদৃশ সৈন্য সামন্ত লইয়া বায়তুল্লাহর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং রাস্তা হইতে মক্কাবাসীদের উট বকরী ইত্যাদি পশুপাল লইতে থাকে । আবদুল মুত্তালিবের দুইশত উটও তাহারা ছিনাইয়া নেয় ।

অতঃপর আবরাহা এক স্থানে অবস্থান করিয়া তাহার দূত হানাতা হিময়ারীকে মক্কায় প্রেরণ করে এবং বলিয়া দেয় যে, মক্কায় যাইয়া তুমি তথাকার শীর্ষস্থানীয় নেতাদের আমার কাছে ডাকিয়া আন আর ঘোষণা করিয়া দাও যে, আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে আসি নাই, বায়তুল্লাহর ধ্বংসই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য । দূত আসিয়া মক্কাবাসীদেরকে আবরাহার উদ্দেশ্যের কথা জানাইয়া দেয় এবং খোঁজ লইয়া কুরাইশ নেতা আব্দুল মুত্তালিবের সহিত দেখা করিয়া আবরাহার পয়গাম পৌছাইয়া দেয় । আব্দুল মুত্তালিব বলিলেন, আসলে আমরাও তো তাহার সহিত লড়াই করিতে চাই না আর আমাদের সেই শক্তিও নেই । দূত বলিল, আচ্ছা আপনি আমার সংগে আমাদের বাদশাহর কাছে চলুন এবং তাঁহার সংগে কথা বলুন । আব্দুল মুত্তালিব ইহাতে সঙ্কত হন । আবরাহা বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী প্রিয় দর্শন আব্দুল মুত্তালিবকে দেখিয়া আসন হইতে নামিয়া আব্দুল মুত্তালিবের সংগে নীচে চাটাইয়ের উপর বসিয়া পড়ে এবং দোভাষীর মাধ্যমে তাঁহার বক্তব্য শুনিতে চায় । আব্দুল মুত্তালিব বলিলেন, আমার বলিবার তো তেমন কিছু নাই আমি শুধু আমার দুইশত উট ফেরত পাইতে চাই । আবরাহা শুনিয়া হতভম্ব হইয়া বলিল, আশ্চর্যের কথা, তুমি নিজের দুইশত উটকে ফেরত পাওয়ার জন্য আসিয়াছ অথচ তোমার বাপ-দাদার ধর্মীয় ঘর সম্পর্কে কিছুই বলিলে না । ইহাতো বড় আশ্চর্যের কথা । অথচ আমি আসিয়াছি উহা ধ্বংস করিবার জন্য । কি আশ্চর্য! শুনিয়া আব্দুল মুত্তালিব অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বলিলেন, দেখুন, আমি উটের মালিক তাই উহা রক্ষা করিতে আসিয়াছি । আর আপনারা যেই ঘর ধ্বংস করিতে আসিয়াছেন, উহারও একজন মালিক আছেন । তিনিই উহা রক্ষা করিবেন । আবরাহা দর্প দেখাইয়া বলিল, না, আমার হাত হইতে এই ঘর রক্ষা করিবার শক্তি আর কাহারো নাই । আব্দুল মুত্তালিব বলিলেন, ঠিক আছে দেখা যাক কি হয় । অগত্যা আবরাহা আব্দুল মুত্তালিবের উটগুলি ফেরত দিয়া দেয় ।

আব্দুল মুত্তালিব উট লইয়া মক্কায় ফিরিয়া আসিয়া সকলকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা শহর ত্যাগ করিয়া অতিসত্ত্বর পাহাড়ে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ কর । অতঃপর তিনি কুরাইশদের শীর্ষ ব্যক্তিদের সংগে লইয়া বায়তুল্লাহয় আসিয়া বায়তুল্লাহর দরজার কড়া

ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া দু'আ করিতে শুরু করেন যে, হে আল্লাহ্! আবরাহা এবং তাঁহার দুর্ধর্ষ বাহিনীর হাত হইতে তোমার এই পবিত্র ও সম্মানিত ঘরকে রক্ষা কর। তাঁহার সংগীরাও আবরাহাহার ধ্বংস কামনা করিয়া বায়তুল্লাহর হেফাজতের জন্য দু'আ করেন। আব্দুল মুত্তালিব তখন অশ্রু বিগলিত কণ্ঠে নিম্নের কবিতাগুলি আবৃত্তি করে।

لاهم ان المرءيم * نع حله فامنع رحالك
لايغلبن صليبيهم * ومحالهم ابدامحالك

অর্থাৎ আমাদের কোন চিন্তা নাই। কারণ ঘরের মালিক নিজেই নিজের ঘর রক্ষা করিয়া থাকে। খোদা! তুমিও তোমার ঘরকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা কর। তাহাদের বালতি তোমার বালতির উপর বিজয় লাভ করিতে পারে না কখনো।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : অতঃপর আব্দুল মুত্তালিব বায়তুল্লাহর দরজার কড়া ছাড়িয়া দিয়া সংগীদের লইয়া পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ইব্ন সুলায়মান (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, আব্দুল মুত্তালিব যাওয়ার সময় কালাদা পরাইয়া একশতটি কুরবানীর উট বায়তুল্লাহর আশে-পাশে রাখিয়া যান। উদ্দেশ্য এই যে, আবরাহা আসিয়া যদি কুরবানীর এই উটগুলির উপর কোন প্রকার অবৈধ হস্তক্ষেপ করে, তাহা হইলে ইহার কারণে তাহারা আল্লাহর আযাবে নিপতিত হইবে।

ঐদিকে আবরাহা ও তাহার সৈন্যবাহিনী মক্কায় প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে লাগিল এবং মাহমূদ নামক আবরাহাহার হাতীকে প্রস্তুত করা হইল।

এইবার তাহারা হস্তীসহ বায়তুল্লাহ্ অভিমুখে রওয়ানা হয়। রওয়ানা হইতে কুরাইশ যুবক নুফায়ল ইব্ন হাবীব যাহাকে আবরাহা বাহিনী ইতিপূর্বেকার রণাঙ্গন হইতে বন্দী করিয়া আনিয়াছিল, সে সম্মুখে অগ্রসর হইবার আবরাহাহার হাতীর কানে ধরিয়া বলিল, 'মাহমূদ বসিয়া যাও এবং যেখান হইতে আসিয়াছ ভালো আছে তো সেখানেই ফিরিয়া যাও। আর একটি কদমও সম্মুখে অগ্রসর হইয়া চেষ্টা করিও না।' বলা মাত্র হাতীটি ধপাস করিয়া বসিয়া পড়ে এবং নুফায়লা তাহার কান ছাড়িয়া দিয়া দ্রুত পার্শ্ববর্তী এক পাহাড়ের উপর উঠিয়া যায়। আবরাহাহার সৈন্য শত চেষ্টা করিয়া এবং মারপিট করিয়া কোন প্রকারেই আর হাতীটিকে উঠাইতে পারিল না। অবশেষে ব্যর্থ হইয়া পরীক্ষা করিবার জন্য ইয়ামানের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাড়া করিতেই হাতীটি উঠিয়া দ্রুত ছুটিতে আরম্ভ করিল। তারপর শামের দিকে মুখ ফিরাইলে হাতী ছুটিতে আরম্ভ করে এবং পূর্বদিকে তাড়া করিলেও সেদিকে যাইতে কোন আপত্তি করিল না। কিন্তু পুনরায় কা'বার দিকে মুখ ফিরাইয়া তাড়া করা মাত্র এই হাতী আবার বসিয়া পড়ে। ইতিমধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা সমুদ্র হইতে মেঘের ন্যায় আকাশ কালো করা কয়েক ঝাঁক ক্ষুদ্র পাখী তাহাদের দিকে প্রেরণ করে। উহাদের প্রতিটি পাখীই মসুরের ন্যায় তিনটি করিয়া পাথর

খণ্ড বহন করিয়া আনে। একটি ঠোঁটে করিয়া আর দুইটি দুই পায়ে করিয়া। অতঃপর প্রত্যেক সৈন্যের উপর একটি করিয়া ফুৎকার নিষ্ক্ষেপ করে আর সংগে সংগে সে মরিয়া যায়। দেখিয়া উহাদের মধ্যে মাতম শুরু হইয়া যায় এবং নুফায়ল! নুফায়ল! বলিয়া চিৎকার করিতে আরম্ভ করে। এইভাবে তাহারা সকলেই অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে ধ্বংস হইয়া যায়।

ওয়াকিদী (র) বলেন, এই পাখীগুলি ছিল হলুদ রং এবং কবুতর অপেক্ষা কিছু ছোট এবং পাগুলি ছিল লাল। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, মাহমূদ হাতী বসিয়া পড়ার পর সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া যখন তাহাকে উঠানো গেল না তখন আরেকটি হাতীকে আগে পা বাড়াইয়া দিতেই তাদের মাথার উপর কংকর নিষ্ক্ষিপ্ত হয় আর হাতী পিছন দিকে ফিরিয়া আসে। সংগে সংগে চতুর্দিকে আরো কংকর নিষ্ক্ষিপ্ত হইতে শুরু করে। ইহাতে অধিকাংশ সৈন্য সেখানেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে আর বাকীরা এদিক-ওদিক পলায়ন করিতে যাইয়া পথে ঘাটে পড়িয়া মরে। মৃত্যুর হাত হইতে কেহই রক্ষা পায় নাই। অবশেষে আবরারাহরও একই দশা ঘটে। মুকাতিল ইব্ন সুলায়মান (র) বলেন : সেই দিন আবরারাহর ফেলিয়া যাওয়া বিপুল সম্পদ কুরাইশদের হাতে আসে। এমনকি আব্দুল মুত্তালিব তো সোনা দ্বারা একটি কূপই ভর্তি করিয়া ফেলেন।

ইব্ন হিশাম (র) বলেন أَبَابِيلُ শব্দটি বহুবচন ইহার একবচন কোন শব্দ নাই। আর سَجِيلٌ অর্থ অত্যধিক কঠিন ও শক্ত। কোন কোন মুফাসসিনের অভিমত হইল سَجِيلٌ দুইটি ফার্সী শব্দের তথা كَلٌّ ও سَنَكٌ-এর সমষ্টি। আরবেরা এই দুইটি শব্দকে একত্রিত করিয়া سَجِيلٌ তৈরী করিয়াছে। سَنَكٌ অর্থ পাথর আর كَلٌّ অর্থ মাটি। অর্থাৎ মাটি মিশ্রিত পাথর। عَصْفٌ-عَصْفٌ এর বহুবচন যাহার শস্য বৃক্ষের সেই পাতা যাহা এখনো পাকিয়া শুকাইয়া যায় নাই।

হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) ও আবু সালামা ইব্ন আব্দুর রহমান (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, أَبَابِيلٌ অর্থ ঝাঁকে ঝাঁকে। ইব্ন আব্বাস (র) যাহূহাক ও ইব্ন যায়দ (র) বলেন, একের পর এক। হাসান বসরী ও কাতাদা (র) বলেন الْأَبَابِيلُ অর্থ الكثيره অর্থাৎ বিপুল।

আবু কুরাইব (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : পাখীগুলির ঠোঁট পাখীরই ঠোঁটের ন্যায় কিন্তু কুকুরের পাঞ্জার ন্যায় পাঞ্জা ছিল।

ইবন জারীর (র) ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইকরিমা (র) طَيْرًا أَبَابِيلٌ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, পাখীগুলি ছিল সবুজ; সমুদ্র হইতে উঠিয়া আসিয়াছিল আর সেইগুলির মাথা ছিল হিংস্র জন্তুর মাথার ন্যায়।

ইব্ন জারীর (র)..... উবায়দ ইব্ন উমায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবায়দ ইব্ন উমায়র (র) বলেন, পাখীগুলি ছিল সামুদ্রিক এবং রং ছিল কালো। প্রতিটির ঠোঁটে ও নখে একটি করিয়া কংকর ছিল।

ইব্ন আবু হাতিম (র)..... উবায়দ ইব্ন উমায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবায়দ ইব্ন উমায়র (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন হস্তীবাহিনীকে ধ্বংস করিতে চাইলেন তখন তাহাদের মাথার উপর সমুদ্র হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী পাঠাইয়া দিলেন। প্রতিটি পাখির সংগে ছিল তিনটি করিয়া কংকর; দুইটি ছিল দুই পায়ে ও একটি ঠোঁটে। পাখীগুলি তাহাদের মাথার উপর আসিয়া সারিবদ্ধভাবে স্থির হইয়া উচ্চস্বরে আওয়াজ তুলিয়া ঠোঁটে রাখা কংকরগুলি নিক্ষেপ করে। সেই পাথর যাহার মাথায় পড়িয়াছে ভিতরে ঢুকিয়া তাহা গুহুদ্বার দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। আর যাহার শরীরের অন্য স্থানে পড়িয়াছে তাহা একদিক হইতে ঢুকিয়া অন্যদিক দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইতিমধ্যে প্রবলবেগে বাতাস বইতে শুরু করিলে আশে-পাশের কংকরাদিও আসিয়া অলৌকিকভাবে তাহাদের গায়ে নিক্ষিপ্ত হয়। এইভাবে তাহারা সকলেই ধ্বংস হইয়া যায়।

عَصْفٌ অর্থ সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন : عَصْفٌ অর্থ ঘাস বা তৃণ। অন্য এক বর্ণনা মতে সাঈদ (র) বলেন, عَصْفٌ অর্থ গমের পাতা। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ধান, গম ইত্যাদি শস্যের উপরের খোসাকে عَصْفٌ বলা হয়। ইব্ন য়ায়েদ (র) বলেন الْعَصْفُ অর্থ শস্য ও তরিতরকারীর পাতা। আয়াতের অর্থ হইল, আল্লাহ তা'আলা উহাদিগকে তছনছ করিয়া দিয়াছেন। সাধারণ বিশিষ্ট সকলকে নির্বিচারে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। ধ্বংসের হাত হইতে তাহারা কেহই রেহাই পায় নাই, এমনকি দেশে ফিরিয়া যাইয়া উহাদের ধ্বংসের সংবাদ দেওয়ার মত পর্যন্ত কেউ নিরাপদে বাঁচিয়া ছিল না। এমনকি তাহাদের আবরাহাও আহত অবস্থায় কোন প্রকারে সানআ পর্যন্ত ফিরিয়া যায়। কিন্তু সেখানে যাওয়া মাত্রই তাহার কলিজা ফাটিয়া যায়। এবং ধ্বংসের কাহিনী বর্ণনা করিয়া সংগে সংগে মরিয়া যায়।

অতঃপর প্রথমে আবরাহাহার ছেলে ইয়াক সুমে ইয়ামানের রাজত্ব গ্রহণ করে, তারপর তাহার ভাই মাসরুক ইব্ন আবরাহা রাজত্ব লাভ করে! এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর আবরাহা বংশের হাত হইতে রাজত্ব চলিয়া যায় এবং হিমায়র গোত্র পুনরায় রাজত্ব লাভ করে। এই সংবাদে আরবের এক প্রতিনিধি দল আসিয়া তাহাদের অভিনন্দন জানায়।

ইব্ন ইসহাক (র) আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, আমি হস্তীচালকদের অন্ধ ও পঙ্গু অবস্থায় মক্কার অলিগলিতে ভিক্ষা করিয়া

বেড়াইতে দেখিয়াছি। ওয়াকিদীও আয়িশা (রা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আর আসমা বিনতে আবু বকর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, লোকটি আসাফ ও নায়েলা নামক মূর্তির কাছে বসিয়া থাকিত এবং ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। হস্তী পরিচালকের নাম ছিল আনীসা।

হাফিজ আবু নুয়ায়ম (র) দালায়িলুন নুবুওয়াতে উছমান ইব্ন মুগীরা সূত্রে হস্তী অধিপতিদের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইয়ামান হইতে আবরাহা হা মস ইব্ন মাকসূদ এর নেতৃত্বে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিল। সৈন্য সংখ্যা ছিল বিশ হাজার। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, পাখীরা রাত্রিকালে তাহাদের উপর চড়াও হয়। ফলে তাহারা সকলেই ধরাশায়ী হইয়া যায়। তবে বিশুদ্ধ মতে, আবরাহা নিজেই সৈন্য সহ মক্কায় আগমন করিয়াছিল। হস্তী অধিপতির এই ঘটনাটি বিভিন্ন কবি কাব্যকারে অত্যন্ত চমৎকারভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

সূরা ফাতহ এ আমরা উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হৃদয়বিয়ার দিন এক ঘাঁটিতে পৌছার পর তাহার উষ্ট্রী বসিয়া পড়ে এবং শত চেষ্টা করিয়া সাহাবীগণ তাহাকে বসা হইতে উঠাইতে না পারিয়া বলিল, কাসওয়া ক্লাস্ত হইয়া পড়িয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “না ক্লাস্ত হয়ও নাই এবং ইহা তাহার চরিত্রও নহে। তবে হস্তীর গতিরোধকারী আল্লাহই ইহাকে থামাইয়া দিয়াছেন।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : যাহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, কুরাইশরা আজ যে শর্তই আরোপ করুক আল্লাহর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিলে আমি তাহাই মানিয়া লইব।” অতঃপর তাড়া খাইয়া উষ্ট্রী উঠিয়া দাঁড়ায়। সহীহদ্বয়ে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা বিজয়ের দিন বলিয়াছিলেন : আল্লাহ তাআলা আবরাহা হাতীকে মক্কা হইতে গতিরোধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রাসূলও ঈমানদারদের হাতে মক্কার কর্তৃত্ব অর্পণ করিয়াছেন। সেই মক্কা আজ তেমনই সম্মানিত যেমনটি ইতিপূর্বে ছিল। লক্ষ্য করিয়া দেখ, তোমরা যাহারা উপস্থিত আছ অনুপস্থিতদের কাছে আমার এই বাণী পৌছাইয়া দেওয়া তাহাদের দায়িত্ব।

সূরা কুরায়শ

৪ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

বায়হাকী (র) কিতাবুল খিলাফিয়াতে উম্মে হানী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উম্মে হানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “সাতটি বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলা কুরায়শদেরকে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন। (১) আমি কুরায়শী (২) নবুওতও কুরায়শদের মধ্যে (৩-৪) কাবার রক্ষণাবেক্ষণ ও যমযমের পানি পান করানোর দায়িত্ব কুরায়শদের হাতে (৫) আল্লাহ তা‘আলা কুরায়শদেরকে হাতীর উপর বিজয় দান করিয়াছেন (৬) দশ বছর যাবত তাঁহারা আল্লাহর ইবাদত করিয়াছে, যখন আল্লাহর ইবাদত করিবার মত অন্য কেহ ছিল না এবং (৭) আল্লাহ তা‘আলা তাঁহাদের কাছে একটি সূরা নাযিল করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলিয়া একটি সূরা নাযিল করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলিয়া

একটি সূরা নাযিল করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলিয়া

(১) لَا يَلْفِ قُرَيْشٌ ۝

(২) اَلْفِيْهِمْ رِحْلَةٌ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝

(৩) فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝

(৪) الَّذِيْ اَطَعْتَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝

১. যেহেতু কুরায়শদের আসক্তি আছে,
২. আসক্তি আছে তাঁহাদের শীত ও গ্রীষ্মে সফরের।
৩. উহারা ইবাদাত করুক এই গৃহের রক্ষকের।
৪. যিনি উহাদিগকে ক্ষুধায় আহার দিয়াছেন এবং ভীতি হইতে উহাদিগকে নিরাপদ করিয়াছেন।

যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার এই আদেশ পালন করে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে ইহকাল পরকাল উভয় জগতে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করেন আর যে ইহা অমান্য করে উভয় জগত হইতেই তাহার শান্তি ও নিরাপত্তা ছিনাইয়া নেওয়া হয়। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَضْرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَّرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা একটি গ্রামেরও উপমা পেশ করিয়াছেন, যাহা শান্তিময় ও নিরাপদ ছিল। উহাতে সর্বত্র হইতে স্বচ্ছন্দে জীবিকা আসিত। কিন্তু উহার অধিবাসীদের আল্লাহ্‌র নিয়ামতের সহিত অকৃতজ্ঞতা করিবার ফলে আল্লাহ্ উহাদেরকে উহাদের কৃত কর্মের পরিণামে ক্ষুধা ও ভয়-ভীতির স্বাদ গ্রহণ করাইয়াছেন।

ইব্ন আবু হাতিম (র) আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : ওহে কুরায়শ সম্প্রদায়! তোমাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা নিরাপত্তা ও শান্তি দান করিয়াছেন। অন্য হাদীসে আছে, তোমাদিগকে তিনি নিরাপত্তা দিয়াছেন এবং ক্ষুধার সময় খাইতে দিয়াছেন। অতএব তোমরা তাঁহার একত্ব স্বীকার করিয়া লও এবং তাঁহার ইবাদত কর।

সূরা মাউন

৭ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) اَرۡءَیْتَ الَّذِیۡ یُكۡذِبُ بِالۡدِیۡنِ ۙ

(২) فَذٰلِكَ الَّذِیۡ یَدۡعُ الْیَتِیْمَ ۙ

(৩) وَلَا یَحۡضُ عَلٰی طَعَامِ الْمِسۡكِیۡنِ ۙ

(৪) فَوَیۡلٌ لِّلۡمُصَلِّیۡنَ ۙ

(৫) الَّذِیۡنَ هُمۡ عَنۡ صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ ۙ

(৬) الَّذِیۡنَ هُمۡ یُرَآءُونَ ۙ

(৭) وَیَمۡنَعُونَ الْمَاعُونَ ۙ

১. তুমি কি দেখিয়াছ তাহাকে, যে দীনকে প্রত্যাখ্যান করে?
২. সে তো সে-ই যে ইয়াতীমকে রুঢ়ভাবে তাড়াইয়া দেয়।
৩. এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহ দেয় না।
৪. সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায় কারীদিগের,
৫. যাহারা তাহাদিগের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন।
৬. যাহারা লোক দেখানোর জন্য উহা করে,
৭. এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাট সাহায্য দানে বিরত থাকে।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :

اَرۡءَیْتَ الَّذِیۡ یُكۡذِبُ بِالۡدِیۡنِ فَذٰلِكَ الَّذِیۡ یَدۡعُ الْیَتِیْمَ - وَلَا یَحۡضُ عَلٰی طَعَامِ الْمِسۡكِیۡنِ -

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আপনি কি সেই ব্যক্তিকে দেখিয়াছেন, যে দীন তথা পুনরুত্থান প্রতিদান- প্রতিফল ও হিসাব-নিকাশকে অস্বীকার করে, ইয়াতীমদের উপর জুলুম করে তাহাদের হক নষ্ট করে ও তাদের সহিত সদ্যবহার করে না এবং দীন-দুঃখীকে নিজে আহার দান করাতো দূরের কথা এবং অন্যকেও এই কাজে উদ্বুদ্ধ করে না। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

অর্থাৎ كَلَّا بَلْ لَأُتَكْرِمُونَ النِّيْتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ 'কখনই নহে বরং তোমরা ইয়াতীমদের সম্মান করো না এবং গরীব-মিসকীনদের আহার দানে একে অপরকে উৎসাহিত করো না।' মিসকীন সেই ব্যক্তিকে বলা হয় যাহার আবশ্যিক পরিমাণ সম্পদ নাই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ইবন আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল দুর্ভোগ সেই মুনাফিকদের, যাহারা লোক সমাজে আসিয়া নামায পড়ে কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে গেলে আর নামাযের খবর থাকে না। মাসরুক ও আবু যোহা (র) বলেন, নামাযে অবহেলা করার অর্থ সময়মত নামায না পড়া। আতা ইবন দীনার (র) বলেন : শোকর সেই আল্লাহর, যিনি عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ বলিয়াছেন; فِي صَلَاتِهِمْ বলেন নাই। অর্থাৎ নামায সম্পর্কে অবহেলা করে বলিয়াছেন নামাযের মধ্যে অবহেলা করে বলেন নাই। ইহাতে যাহারা নামায শেষ সময়ে আদায় করে কিংবা রোকন ও শর্তসমূহ ঠিকমত আদায় করে না অথবা খুশু-খুযূর সহিত ভাবিয়া-চিন্তিয়া নামায আদায় করে না, তাহারা সকলেই এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই সবকটি ক্রটি যাহার মধ্যে পাওয়া যাইবে, সেই পূর্ণ মুনাফিক বলিয়া বিবেচিত হইবে। অন্যথায় যাহার মধ্যে যতটুকু পাওয়া যাইবে সে সেই পরিমাণ মুনাফিক বলিয়া চিহ্নিত হইবে। যেমন বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : 'ইহা মুনাফিকের নামায, ইহা মুনাফিকের নামায, ইহা মুনাফিকের নামায— যে বসিয়া বসিয়া সূর্য অস্ত যাওয়ার অপেক্ষা করিতে থাকিবে আর সূর্যাস্ত যাইবার সময় ঘনাইয়া আসিলে ও শয়তান উহার সহিত নিজের শিং মিলাইয়া দাঁড়াইয়া গেলে উঠিয়া মোরগের ঠোকরের ন্যায় চারটি ঠোকর মারিয়া চলিয়া আসিবে, যাহাতে আল্লাহর যিকর খুব কমই থাকে।' এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ-وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا-

অর্থাৎ মুনাফিকরা আল্লাহর সহিত প্রতারণা করে এবং তিনিও ইহার জবাব দেন। ইহারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন অলসতার সহিত দাঁড়ায়। ইহারা মানুষকে দেখাইবার জন্য নামাযে দাঁড়ায় এবং অল্পই আল্লাহকে স্মরণ করে।

তাবারানী (র) হাসান ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : জাহান্নামের একটি গর্ত এমন আছে যাহা প্রত্যহ চারশতবার আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহ তা'আলা

ইহাকে রিয়াকার আলিম, রিয়াকার দানশীল, রিয়াকার হাজী ও রিয়াকার মুজাহিদদের জন্য সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। মুসনাদে আহমদে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : কেহ অন্যকে শুনাইবার জন্য যদি কোন ইবাদত করে, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলাও লোকদের শুনাইয়া তাহাকে শাস্তি দিবেন এবং তাহাকে অপমান ও লাঞ্ছিত করিবেন। এইখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কেহ যদি নেক-নিয়তে কোন ভালো কাজ করে আর মানুষ তাহা বলিয়া ফেলে, তাহা হইলে উহা রিয়া বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

আবু ইয়লা মুসেলী (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন আমি একাকী নামায পড়িতেছিলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে নামাযরত অবস্থায় দেখিয়া ফেলে। ইহাতে আমার মনে আনন্দ আসে। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমি এই ঘটনাটি শুনাইলে তিনি বলিলেন, ইহাতে তুমি দ্বিগুণ সওয়াব পাইবে। গোপনীয়তা রক্ষার জন্য এক সওয়াব আবার প্রকাশ হইয়া যাওয়ায় এক সওয়াব। আবু ইয়লা (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, হে আল্লাহর রাসূল! যদি এমন হয় যে কেহ গোপনীয়তা রক্ষা করিয়াই আমল করে কিন্তু কেহ জানিতে পারিলে তাহার কাছে ভালো লাগে ইহা কেমন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “এমন ব্যক্তি দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করিবে। গোপনীয়তার জন্য এক সওয়াব আর প্রকাশের জন্য এক সওয়াব।”

ইবন জারীর (র) আবু বারযা আসলামী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু বারযা (রা) বলেন الخ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ الخ এই আয়াতটি নাযিল হইবার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : আল্লাহ আকবর এই আয়াতটি তোমাদিগের জন্য তোমাদের প্রত্যেককে দুনিয়া পরিমাণ সম্পদ দান করা অপেক্ষা উত্তম। এই আয়াতে সেই ব্যক্তির কথা বলা হইয়াছে, যে নামায পড়িলেও মনে কোন কল্যাণের আশা জাগে না আর না পড়িলেও মনে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হয় না।”

ইবন জারীর (র) সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে الخ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তাহারা উহারা যাহারা নামাযকে তাহার সময় হইতে বিলম্ব করিয়া আদায় করে।” ইহার অর্থ হয়ত নামায আদৌ পড়েই না কিংবা সময় শেষ হইয়া গেলে পরে আদায় করে অথবা প্রথম সময় হইতে বিলম্ব করিয়া আদায় করে।

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ অর্থাৎ ইহারা একদিকে যেমন আল্লাহর হুক আদায় করে না তেমনি সৃষ্টির হুকও আদায় করে না। এমনকি গৃহস্থালীর ছোট-খাট জিনিস ধার দিয়াও মানুষের উপকার করে না। অথচ এইগুলির আসল জিনিস পূর্ববৎ অক্ষুণ্ণই থাকে এবং কাজ শেষে যেমনটি তেমনই ফেরত পাওয়া যায়।

ইবন আবু নাজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) বলেন مَاعُونَ অর্থ যাকাত। সুদী (র) আবু সালিহ (র)-এর মাধ্যমে আলী (রা)

হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন উমর (রা) হইতেও বিভিন্ন সূত্রে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। মুহাম্মদ ইবন হামাদিয়া, সাঈদ ইবন জুবায়র, ইকরিমা, মুজাহিদ, আতা, আতিয়া, আওফী, যুহরী, হাসান, কাতাদা, যাহ্‌হাক এবং ইবন যায়দ (র)-এর মতও ইহাই। হাসান বসরী (র) বলেন, ইহারা নামায পড়িলে রিয়া করে, না পড়িলে দুঃখ হয় না এবং সম্পদের যাকাত দিতে বিরত থাকে। যায়দ ইবন আসলাম (র) বলেন, ইহারা হইল মুনাফিক। নামায প্রকাশ্য কাজ হওয়ার কারণে আদায় করে আর যাকাত গোপনীয় কাজ হওয়ার কারণে প্রদান করে না।

ইবন মাসউদ (রা) বলে, مَاعُونٌ বলা হয়— সেই সব বস্তুকে যাহা মানুষ একে অপরের নিকট হইতে ধার নিয়া থাকে। যেমন, কোদাল, কুঠার, পাতিল, বালতি ইত্যাদি। ইবন জারীর (র) আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, আমরা সাহাবা কিরাম مَاعُونٌ বলিতে এই গৃহস্থলীর ছোট-খাট জিনিস, যেমন বালতি, কুঠার, পাতিল ইত্যাদি বুঝিতাম, যাহা সকলেরই প্রয়োজন পড়ে।

ইবন জারীর (র) আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে থাকিয়াই আমরা مَاعُونٌ অর্থ বালতি ইত্যাদি বুঝিতাম। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, যে কোন ভালো কাজই সাদকার শামিল আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমলেই আমরা مَاعُونٌ বলিতে বালতি ও পাতিল ইত্যাদি ধার দেওয়াকে বুঝিতাম। ইবন আবু নাজীহ্ (র) মুজাহিদ (র) সূত্রে ও ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন مَاعُونٌ ঘরের আসবাবপত্র। মুজাহিদ, ইবরাহীম নাখয়ী, সাঈদ ইবন জুবায়র ও আবু মালিক (র) প্রমুখও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। আলী (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ অর্থ অন্যকে নিজের কুঠার, বালতি, পাতিল ইত্যাদি ধার না দেয়া। ইকরিমা (র) বলেন, مَاعُونٌ -এর সর্বোচ্চ স্তর হইল যাকাত আর সর্বনিম্ন স্তর হইল চালনী, বালতি ও সুঁই। ইবন আবু হাতিম (র) এই ব্যাখ্যাটি বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুত এই ব্যাখ্যাটিই সবচেয়ে ভালো। কারণ উপরোক্ত সব কয়টি ব্যাখ্যাই ইহাতে শামিল রহিয়াছে এবং সব কথার সারকথা হইল, সম্পদ দান করিয়া বা উপকৃত হওয়ার সুযোগ দিয়া অন্যের সহযোগিতা না করা— এই আয়াতের অর্থ। এই কারণেই মুহাম্মদ ইবন কা'ব (র) বলেন, الْمَعْرُوفُ الْمَاعُونُ অর্থ المعروف তথা ভালো কাজ। হাদীসেও বলা হইয়াছে যে, প্রতিটি ভালো কাজই সাদকার শামিল।

ইবন আবু হাতিম (র) যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, যুহরী (র) বলেন, কুরাইশদের ভাষায় مَاعُونٌ অর্থ সম্পদ। আলী ইবন নামিরী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, 'মুসলমান মুসলমানের ভাই! তাহাদের কর্তব্য পরস্পর দেখা হইলে সালাম বিনিময় করা, সালামের জবাব দেওয়া ও মাউন দানে বিরত না থাকা। শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হুযূর। মাউন কি? উত্তরে তিনি বলেন, "এই তো পাথর, লোহা ইত্যাদি।"

সূরা কাওসার

৩ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ ۝

(২) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاَنْحَرْ ۝

(৩) اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝

১. আমি অবশ্যই তোমাকে কাওছার দান করিয়াছি।
২. সুতরাং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর।
৩. নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই নির্বংশ।

তাফসীর : ইমাম আহমদ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া বসিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পর কথা তুলিয়া তিনি একটু মুচকি হাসিলেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন : “এইমাত্র আমার উপর একটি সূরা অবতীর্ণ হইয়াছে — “এই বলিয়া তিনি বিসমিল্লাহ পড়িয়া اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ الخ পাঠ করেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি জান কাওছার কি জিনিস? সাহাবাগণ বলিলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : ইহা এমন একটি নহর যাহা আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে জান্নাতে দান করিয়াছেন, যাহাতে বিপুল কল্যাণ নিহিত। কিয়ামতের দিন আমার উম্মতগণ তথায় উপনীত হইবে। ইহার পেয়লা আকাশের তারকার ন্যায় অগণিত। কতিপয় লোককে তথায় আগমন হইতে বাধা দেওয়া হইবে। তখন আমি বলিব, ‘হে আল্লাহ্! ইহারা আমারই উম্মত। উত্তরে বলা হইবে,

তুমি জান না, তোমার পর ইহারা কত বিদ'আত আবিষ্কার করিয়াছিল। মুসলিম শরীফেও এই মর্মে বর্ণনা রহিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন এই সূরাটি পাঠ করিয়া বলিলেন, আমাকে কাওছার দান করা হইয়াছে। উহা জান্নাতের প্রবাহমান একটি নহর যাহার দুই কিনারায় মুক্তার তৈরি বহু তাঁবু রহিয়াছে। উহার মাটি খাঁটি মিশক ও কংকর মুক্তার তৈরি।'

ইমাম আহমদ (র)..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, মি'রাজ রজনীতে আমি জান্নাতে একটি নহর দেখিতে পাইলাম, যাহার দুইকূলে মুক্তার বহু তাঁবু নির্মিত রহিয়াছে। উহার মাটি মিশকের ন্যায় সুগন্ধিযুক্ত। দেখিয়া আমি জিবরীল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি? উহা উত্তরে তিনি বলিলেন, ইহাই সেই কাওছার যাহা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দান করিয়াছেন।

ইবন জারীর (র) শরীক ইবন আবু নুমায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, শরীক (র) বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, মি'রাজ রজনীতে হযরত জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে লইয়া প্রথম আকাশে পৌছানোর পর রাসূলুল্লাহ (সা) একটি নহর দেখিতে পান যাহার উপর মুক্তা ও হীরার একটি প্রাসাদ অবস্থিত। তিনি উহার কিছু মাটি লইয়া নাকের কাছে ধরিয়া দেখিতে পাইলেন যে, উহা মিশকের ন্যায় সুগন্ধিযুক্ত। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই জিবরীল। ইহা কি? জিবরীল (আ) বলিলেন, ইহাই সেই কাওছার যাহা আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

কাতাদা (র) সূত্রে আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, (মি'রাজ রজনীতে) আমি জান্নাতে ভ্রমণ করিতেছিলাম। ইত্যবসরে আমার সম্মুখে একটি নহর পেশ করা হয় যাহার দুই কিনারায় মুক্তার তৈরি গুণ্য গর্ত বহু তাঁবু অবস্থিত। আমি আমার সংগী ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি? উত্তরে সে বলিল, ইহা সেই কাওছার যাহা আল্লাহ আপনাকে দান করিয়াছেন। অতঃপর আমি মাটিতে হাত মারিয়া উহা হইতে মিশক তুলিয়া লইলাম।

ইবন জারীর (র) আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একদা কাওছার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন : উহা জান্নাতের একটি নহর, যাহা আল্লাহ আমাকে দান করিয়াছেন। উহার মাটি হইল মিশকের, দুধের অপেক্ষা সাদা ও মধু অপেক্ষা মিষ্টি। উহার কিনারায় দীর্ঘ ঘাড় বিশিষ্ট এক প্রকার পাখী বসিয়া থাকিবে।" শুনিয়া হযরত আবু বকর (রা) সেই পাখীগুলি তো দেখিতে মনে হয় খুব সুন্দর হইবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, খাইতে আরো মজা হইবে।

ইমাম আহমদ (র) আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূল! কাওছার কি জিনিস? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : উহা জান্নাতের একটি নহরের নাম যাহা আল্লাহ আমাকে দান করিয়াছেন। উহা দুধ অপেক্ষা সাদা ও মধু অপেক্ষা মিষ্টি। দুই পার্শ্বে বসিয়া থাকিবে দীর্ঘ ঘাড় বিশিষ্ট বহু পাখী। শুনিয়া উমর (রা) বলিলেন, ছয়ূর! পাখীগুলি তো দেখিতে মনে হয় খুব সুন্দর লাগিবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : খাইতে আরো মজা হইবে হে উমর।

ইমাম বুখারী (র)..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ -এর অর্থ জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, ইহা একটি নহর। যাহা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবী (সা)-কে দান করিয়াছেন। উহার দুইকূলে শূন্য গর্ত মুক্তার তাঁবু রহিয়াছে। আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় অগণিত উহার পেয়ালা।

ইবন জারীর (র)..... শাকীক কিৎবা মাসরুফ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে শাকীক অথবা মাসরুফ (র) বলেন, আমি হযরত আয়িশা (রা)-কে বলিলাম, হে উম্মুল মুমিনীন! আমাকে বলুন, কাওছার কি জিনিস? উত্তরে তিনি বলিলেন, ইহা জান্নাতের ঠিক মধ্যভাগে অবস্থিত একটি নহর, যাহার দুই কূলে মুক্তা ও হীরার প্রাসাদ নির্মিত রহিয়াছে। উহার মাটি হইল মিশক আর কংকর হইল মুক্তা ও হীরা।

ইবন জারীর (র) আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, কেহ কাওছারের আওয়াজ শুনিতে চাহিলে যেন সে দুই কানে আঙ্গুল রাখে। অর্থাৎ কানে আঙ্গুল রাখিলে যেমন আওয়াজ শুনা যায় কাওছারের আওয়াজ ঠিক অনুরূপ।

ইমাম বুখারী (র)..... ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন, কাওছার হইল কল্যাণ যাহা আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দান করিয়াছেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন, কাওছার হইল বিপুল কল্যাণ। উল্লেখ্য যে, এই ব্যাখ্যায় হাওযে কাওছার ইত্যাদি সবই শামিল। কারণ বিপুল কল্যাণ হওয়ার কারণেই উহাকে কাওছার বলা হয়। ইবন আব্বাস (রা), ইকরিমা, সাঈদ ইবন জুবায়র, মুজাহিদ, মুহারিব ইবন দিছার এবং হাসান ইবন আবুল হাসান বসরী (র)-ও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এমনকি মুজাহিদ (র) তো এমনও বলিয়াছেন যে, কাওছার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের বিপুল কল্যাণ।

ইকরিমা (র) বলেন, কাওছার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল নবুওত, কুরআন ও আখিরাতের প্রতিদান। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হইতে কাওছার অর্থ নহরে কাওছারও বর্ণিত আছে। যেমন ইবন জারীর (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন, কাওছার জান্নাতের একটি নহরের নাম। যাহার দুই কুল সোনা ও রূপার তৈরি হীরা ও মুক্তার উপর উহার প্রবাহ। বরফ অপেক্ষা ঠাণ্ডা ও মধু অপেক্ষা মিষ্ট।'

ফেলিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তুমি উহার গোশতই খাইতে পারিবে (কুরবানী আদায় হইবে না)। আবু বুরদা (রা) বলিলেন, হুযূর! এখন আমার কাছে বকরীর এমন একটি বাচ্চা আছে যাহা দুইটির সমান। উহা দ্বারা কুরবানী করিতে পারি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, যাও, তোমাকেই অনুমতি দেওয়া হইল। তোমার পর আর কেহ এমন বাচ্চা দ্বারা কুরবানী করিলে হইবে না।”

‘اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ’ অর্থাৎ যাহারা তোমার সহিত শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তোমার আনীত ওহীর বিরুদ্ধাচরণ করে ভবিষ্যতে তাহারাই অপমানিত, লাঞ্ছিত, অপদস্ত ও নির্বংশ হইয়া যাইবে। উহাদের নাম লইবারও কেহ থাকিবে না।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও কাতাদা (র) বলেন, এই আয়াতটি আস ইব্ন ওয়ায়েল সম্পর্কে নাথিল হইয়াছে। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র), ইয়াযীদ ইব্ন রুমান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আস ইব্ন ওয়ায়েল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আলোচনা শুনিতে বলিত, ‘রাখ ওর কথা, ওতো নির্বংশ, মরার পর ওর নাম নেওয়ারও কেহ থাকিবে না।’ তখন আল্লাহ্ তা‘আলা এই আয়াতটি নাথিল করেন।

শামর ইব্ন আতিয়া (র) বলেন, আয়াতটি উকবা ইব্ন আবু মুআইত সম্পর্কে নাথিল হয়। ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইকরিমা (র) বলেন, আয়াতটি নাথিল হয় কা‘ব ইব্ন আশরাফ সহ একদল কুরায়শ সম্পর্কে।

বায়যার (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, কা‘ব ইব্ন আশরাফ মক্কায় আগমন করিলে কুরায়শরা তাহাকে বলিল, আপনি তো দেশবাসীর নেতা। আপনি এই ছেলোটিকে দেখেন না যে, সে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সবাইকে উপেক্ষা করিয়া চলে এবং দাবী করে যে, সেই আমাদের চেয়ে উত্তম। অথচ আমরা হাজীদেবর সেবা করি, বায়তুল্লাহর চাবিরক্ষক আমরা এবং আমরা যমযমের পানির স্বত্বাধিকারী। আপনি ইহার একটা বিহিত করুন। শুনিয়া কা‘ব ইব্ন আশরাফ বলিল, আরে না, তোমারই তাহার চেয়ে উত্তম। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা আলোচ্য আয়াতটি নাথিল করেন। এই হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ।

আতা (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতটি আবু লাহাব সম্পর্কে নাথিল হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ছেলের ইনতিকালের পর নরাদম আবু লাহাব কুরায়শদের কাছে গিয়া বলিতে লাগিল, ‘মুহাম্মদ তো এই রাতে নির্বংশ হইয়া গিয়াছে।’ তখন এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা এই আয়াতটি নাথিল করেন।

মোটকথা ‘আবতার’ সেই ব্যক্তিকে বলা হয় মৃত্যুর পর যাহার নাম নেওয়ার এবং যাহাকে স্মরণ করার কেউ থাকে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ছেলের ইনতিকালের পর কাফিররা মনে করিয়াছিল যে, এই বুঝি মুহাম্মদ অবতার হইয়া গেল এবং মুহাম্মদের নাম স্মৃতির পাতা হইতে মুছিয়া গেল। কিন্তু না, আল্লাহর অভিপ্রায় ছিল ভিন্ন। মুহাম্মদ (সা)-এর নাম স্মরণ করার মত কোটি কোটি মানুষ অতীতেও ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। আজীবন স্মৃতির পাতা হইতে তাহার নাম মুছিয়া ফেলিবার ক্ষমতা দুনিয়ার কোন শক্তির নাই।

সূরা কাফিরুন

৬ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

সহীহ মুসলিমে জাবির (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাওয়াফের পরের দুই রাকাত নামাযে সূরা কাফিরুন ও সূরা ইখলাস পাঠ করিয়াছেন। মুসলিম শরীফের অন্য হাদীসে আছে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের সূনাত দুই রাকাতে এই দুইটি সূরা পাঠ করিতেন।

ইমাম আহমদ (র) ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) ফজর ও মাগরিবের দুই রাকাত সূনতে বিশেষ অধিক কিংবা দশের অধিক সূরা কাফিরুন ও সূরা ইখলাস পাঠ করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমি দীর্ঘ এক মাস যাবত রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ফজরের দুই রাকাত সূনতে সূরা কাফিরুন ও সূরা ইখলাস পাঠ করিতে দেখিয়াছি। উপরের এক হাদীসে বলা হইয়াছে যে, সূরা কাফিরুন কুরআনের এক চতুর্থাংশ এবং সূরা যিলযাল এক চতুর্থাংশের সমান।

ইমাম তাবারানী (র) জাবালা ইব্ন হারিছা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জাবীলা ইব্ন হারিছা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, বিছানায় শুইতে যাইয়া তুমি সূরা কাফিরুন পড়িয়া শুইবে। কারণ ইহাতে শিরক হইতে পবিত্রতা লাভ করা যায়। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূল (সা) শয়নের পূর্বে সূরা কাফিরুন পাঠ করিতেন।

ইমাম আহমদ (র) হারিছ ইব্ন জাবালা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হারিছ (রা) বলেন, আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি অযীফা শিখাইয়া দিন, যাহা আমি শয়নের পূর্বে পাঠ করিতে পারি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : আচ্ছা রাত্রে বিছানায় যাইয়া তুমি সূরা কাফিরুন পাঠ করিও। কারণ এই সূরায় শিরক হইতে পবিত্রতা অর্জনের উপায় রহিয়াছে।

- (১) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝
 (২) لَّا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝
 (৩) وَلَا أَنْتُمْ عِبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝
 (৪) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۝
 (৫) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝
 (৬) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝

১. বল, 'হে কাফিরগণ!

২. 'আমি তাহার ইবাদত করি না যাহার ইবাদত তোমরা কর।

৩. এবং তোমরা তাঁহার ইবাদতকারী নহ, যাঁহার ইবাদত আমি করি।

৪. এবং আমি ইবাদতকারী নহি তাহার যাহার ইবাদত তোমরা করিয়া আসিতেছ।

৫. এবং তোমরাও তাঁহার ইবাদতকারী নহ যাঁহার ইবাদত আমি করি।

৬. তোমাদিগের দীন তোমাদিগের আর আমার দীন আমার।

তাফসীর : এই সূরায় মুশরিকদের আমল ও কর্মকাণ্ড হইতে ঈমানদারদের সম্পর্কহীনতারও ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এইখানে হে কাফিরগণ! বলিয়া কুরায়শ কাফিরদের লক্ষ্য করিয়া বলা হইলেও ভূ-পৃষ্ঠের প্রত্যেক কাফিরই এই সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত।

কেহ কেহ বলেন, অজ্ঞতার কারণে মক্কার মুশরিকরা ভাগাভাগি করিয়া ইবাদত করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট প্রস্তাব করিয়াছিল। অর্থাৎ তাহারা এই প্রস্তাব করিয়াছিল যে, আসুন সব বিভেদ ভুলিয়া গিয়া এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের উপাসনা করুন আর এক বছর আমরা আপনার উপাস্যের উপাসনা করিব। ইহার জবাবে এই সূরাটি অবতীর্ণ করিয়া আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কাফিরদের মতবাদ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া শুধুমাত্র একনিষ্ঠভাবে তাঁহারই ইবাদত-আনুগত্য করিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَّا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ অর্থাৎ তোমরা যেই প্রতিমার পূজা কর আমি উহার পূজা করি না। আর আমি যেই আল্লাহর ইবাদত করি তোমরা তাঁহার ইবাদত কর না।

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ অর্থাৎ তোমরা যেমন ইবাদত কর, আমি তেমন ইবাদত করি না আর তোমরা যেই পথে চল, আমি সেই

পথে চলি না। তোমাদের অনুসরণ করা আমার কাজ নয়। আমার কাজ তো একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করা এবং এমন কাজ করা যাহাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। আর আমার ন্যায় তোমরা আল্লাহর বিধান মানিয়া চল না বরং নিজেদের মনগড়া দেব-দেবীদের উপাসনা কর। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন :

أَنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ

অর্থাৎ তাহারা কেবল ধারণা আর মনের চাহিদার অনুসরণ করে। অথচ তাহাদের প্রতিপালকের নিকট পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট হিদায়াত আসিয়া গিয়াছে। সুতরাং হে মুহাম্মদ! তুমি প্রতিটি কাজেই তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চল। বলাবাহুল্য যে, প্রত্যেক ইবাদতকারীর মাবুদ এবং মত ও পথ ভিন্ন হইয়া থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁহার অনুসারীগণ আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী তাঁহার ইবাদত করে। আর এই কারণেই ইসলামের কলেমা হইল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তরীকা ব্যতীত তাঁহাকে পাওয়ার অন্য কোন পথ নাই। পক্ষান্তরে মুশরিকরা আল্লাহকে বাদ দিয়া এমন কিছুর ইবাদত করে যাহার অনুমতি আল্লাহ দেন নাই। আর এই কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন তোমরা তোমাদের মতানুযায়ী চল আর আমি আমার দীন অনুযায়ী চলি। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন :

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ -

অর্থাৎ তাহারা যদি আপনাকে অস্বীকার করে তো তুমি বলিয়া দাও, আমার আমল আমার কাছে আর তোমাদের আমল তোমাদের কাছে। আমি যাহা করি তোমরা তাহা হইতে বিরত আর তোমরা যাহা কর আমি উহা হইতে পবিত্র। অন্য আয়াতে আছে :

لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ অর্থাৎ আমাদের আমল আমাদের কাছে আর তোমাদের আমল তোমাদের কাছে।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, لَكُمْ دِينُكُمْ এর دِين অর্থ কুফর আর لِيْ دِينِ এর دِين অর্থ ইসলাম। অনেকে বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, তোমরা যাহার ইবাদত কর আমি এখনও উহার ইবাদত করি না এবং ভবিষ্যতের জন্যও তোমাদেরকে নিরাশ করিতেছি। আর আমি যাহার ইবাদত করি তোমরা এখনও উহার ইবাদত কর না এবং ভবিষ্যতেও করিবে না। এই সেইসব কাফিরদের কথা বলা হইয়াছে, যাহারা ঈমান আনিবে না বলিয়া আল্লাহর জানা ছিল। ইব্ন জারীর (র) বলেন, কোন কোন আরব

পণ্ডিতের মতে এই সূরায় তাকীদ বুঝাইবার জন্য একই কথাকে দুইবার উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন :

এক আয়াতে বলা হইয়াছে **فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا** আরেক আয়াতে বলা হইয়াছে **لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ** মোটকথা এই সূরায় একই কথা দুইবার উল্লেখ করার ব্যাপারে তিনটি মত পাওয়া যায়।

(১) আমরা প্রথমে যাহা উল্লেখ করিয়াছি।

(২) ইমাম বুখারী (র) প্রমুখের মত অর্থাৎ প্রথম আয়াতে বলা হইয়াছে, অতীতে আমিও তোমাদের মাবুদের ইবাদত করি নাই এবং তোমরাও আমার মাবুদের ইবাদত কর নাই। আর দ্বিতীয় আয়াতের অর্থ হইল ভবিষ্যতে আমিও তোমাদের মাবুদের ইবাদত করিব না আর তোমরাও আমার মাবুদের ইবাদত করিবে না। (৩) তাকীদের জন্যই এমন করা হইয়াছে।

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ শাফেয়ী (র) প্রমুখ **لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ** এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, কাফির সবই এক জাত বিধায় ইয়াহুদীরা নাসারাদের মীরাছের অংশীদার হইবে এবং নাসারাও ইয়াহুদীদের মীরাছের অংশীদার হইবে, যদি তাহাদের মধ্যে নসবের সম্পর্ক থাকে। কারণ ইসলাম ছাড়া সব ধর্মই এক ও অভিন্ন। বাতিল ও মিথ্যা হওয়ার ক্ষেত্রে সব একই জাত। পক্ষান্তরে ইমাম আহমদ (র) সহ অনেকের মতে ইয়াহুদী-নাসারারা পরস্পর মীরাছের অংশীদার হইবে না। কেননা এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : **ভিন্ন দুই ধর্মের লোক পরস্পর মীরাছের অংশীদার হয় না।**”

সূরা নাসর

৩ আয়াত, ১ রুকু, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

এক হাদীসে বলা হইয়াছে যে, সূরা নাসর কুরআনের এক-চতুর্থাংশ এবং সূরা যিলযাল এক-চতুর্থাংশের সমান।

ইমাম নাসায়ী (র)..... উবায়দুল্লাহ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন উতবা (র) বর্ণনা করেন যে, উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) একদিন আমাকে বলিলেন, হে ইব্ন উতবা! তুমি কি জান, কুরআনের কোন্ সূরাটি সর্বশেষে নাযিল হইয়াছে? আমি বলিলাম, জানি, সূরা নাসর সর্বশেষে নাযিল হইয়াছে। শুনিয়া ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, তুমি ঠিকই বলিয়াছ।

হাফিজ আবু বকর বাযযার ও হাফিজ বাযহাকী (র)..... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর এই সূরাটি তাশরীকের মধ্য ভাগে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে তিনি বুঝিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, ইহাই তাঁহার বিদায়ী সূরা। অতঃপর তিনি তাঁহার উষ্ট্রী কাস'ওয়য় আরোহণ করিয়া মুসলিম জনতার উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন।

বায়হাকী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, সূরা নাসর অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) ফাতিমা (রা)-কে ডাকিয়া বলিলেন “আমার তো মৃত্যুর সংবাদ আসিয়া পড়িয়াছে।” শুনিয়া ফাতিমা (রা) প্রথমে কাঁদিয়া ফেলিলেন অতঃপর হাসিলেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মৃত্যু ঘনাইয়া আসিয়াছে শুনিয়া প্রথমে কাঁদিয়াছি। অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি ধৈর্যধারণ কর, আমার পরিবারের তুমিই সর্বপ্রথম আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। ইহা শুনিয়া আমি হাসিয়াছি।

(১) إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝

(২) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝

(৩) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝

১. যখন আসিবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়,
২. এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করিতে দেখিবে।
৩. তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিও এবং তাঁহার ক্ষমা প্রার্থনা করিও, তিনি তো তওবা কবুলকারী।

তাফসীর : ইমাম বুখারী (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন : হযরত উমর (রা) সর্বদা আমাকে বড় বড় বদরী সাহাবীদের মজলিসে शामिल করিয়া লইতেন। ইহাতে কেহ কেহ আপত্তি তুলিয়া বলিলেন, ও তো আমাদের ছেলের বয়সের মানুষ। কাজেই ও আমাদের মজলিসে না আসিলেই ভালো হয়। উমর (রা) বলিলেন তোমরা আসলে তাহাকে চিন না। অতঃপর তিনি সকলকে একত্রিত করিলেন এবং আমাকে আহ্বান করিলেন। সকলে সমবেত হইলে হযরত উমর (রা) বলিলেন, আচ্ছা, সূরা নাসর সম্পর্কে আপনাদের কাহার কি মত ব্যক্ত করুন। উত্তরে কেহ বলিলেন, এই সূরায় আমাদেরকে আল্লাহ পাকের হামদ-ছানা করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অনেকে আবার কিছুই না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, তুমিও কি ইহাতে একমত আছ? আমি বলিলাম, না, এই সূরায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইনতিকালের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। বিজয় এবং সাহায্য থামিয়া পড়াই উহার লক্ষণ। শুনিয়া হযরত উমর (রা) বলিলেন, আমিও তোমার সহিত একমত।

ইমাম আহমদ (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন, সূরা নাসর নাখিল হইবার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “আমার কাছে আমার মৃত্যুর পরোয়ানা আসিয়া গিয়াছে। সেই বৎসরই তাঁহার ইনতিকাল হইবার ছিল। আওফী (র)..... ইবন আব্বাস (রা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ, আবুল আলিয়া এবং যাহুহাক (র) প্রমুখও এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, এই সূরায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইনতিকালের সংবাদ আগাম দেওয়া হইয়াছে।

ইবন জারীর (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন মদীনায় অবস্থান করিতেছিলেন। হঠাৎ করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার! আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসিয়া গিয়াছে। ইয়ামানবাসীরা আসিয়া পড়িয়াছে। শুনিয়া জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড--৭৮

রাসূল! ইয়ামানবাসীরা কেমন? রাসূল (সা) বলিলেন, “উহাদের হৃদয় নরম ও স্বভাব কোমল। ঈমান তো ইয়ামানীদেরই এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ইয়ামানীরা তো অগ্রগামী।

তাবারানী (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন, সূরা নাসর অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া আখিরাতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

ইমাম আহমদ (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সূরা নাসর অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বুঝিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যু ঘনাইয়া আসিয়াছে। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন, সূরা নাসর মানেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মৃত্যুর পরোয়ানা।

তাবারানী (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন, কুরআনের যে পূর্ণ সূরাটি সর্বশেষ নাযিল হয়, তাহা হইল সূরা নাসর।

ইমাম আহমদ (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আলোচ্য সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করিয়া বলিলেন, সকল মানুষ ভালো এবং আমি আর আমার সাহাবাও ভালো। (তবে সকল মানুষ একদিকে, আমি আর আমার সাহাবা একদিকে) মনে রাখিও মক্কা বিজয়ের পর আর কোন হিজরত নাই তবে আছে শুধু জিহাদ আর নিয়ত।

ইমাম বুখারী (র) আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) রুকু ও সিজদায় অধিক পরিমাণে **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ** পাঠ করিতেন।

ইমাম আহমদ (র) আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) শেষ জীবনে অধিক পরিমাণ **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ** পাঠ করিতেন এবং বলিতেন, আমার প্রতিপালক আমাকে এই নির্দেশ দিয়া রাখিয়াছেন যে, যখন মক্কা বিজয় হইয়া যাইবে এবং দলে দলে মানুষ দীনে ইসলামে প্রবেশ করিতে দেখিবে তখন ইহা পাঠ করিও। আর আমি উহা দেখিয়া ফেলিয়াছি।

ইবন জারীর (র) উম্মে সালামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) শেষ জীবনে উঠা-বসা, হাঁটা-চলা ইত্যাদি সর্বাবস্থায় **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ** পাঠ করিতেন। দেখিয়া আমি ইহার কারণ জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, ইহা করিতে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর তিনি সূরা নাসর আদ্যোপান্ত পাঠ করেন।

ইমাম আহমদ (র) আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে আবু উবায়দা (রা) বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর সূরা নাসর অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি উহা পাঠ করিয়া এবং রুকুতে অধিক পরিমাণ **سُبْحَانَكَ اللَّهُرَّبَّنَا** পাঠ করিতেন। **وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ الثَّوَابُ الرَّحِيمُ** পাঠ করিতেন।

আলোচ্য আয়াতের **الْفَتْحُ** দ্বারা উদ্দেশ্য হইল মক্কা বিজয়। ইহাতে কাহারো কোন দ্বিমত নাই। কারণ আরববাসীরা মনে করিত যে, মুহাম্মদ যদি মক্কা বিজয় করিয়া উহাতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারে তো সে সত্য নবী বলিয়া প্রমাণিত হইবে। ফলে মক্কা বিজয় হওয়ার পর মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। মাত্র দুই বৎসরে আরবের সর্বত্র ইসলামের বিজয় পতাকা উড়িতে শুরু করে। সর্বত্রই মুসলমানদের কর্তৃত্ব বা হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইমাম আহমদ (র) আবু আশ্মার (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু আশ্মার (র) বলেন, জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা)-এর জনৈক প্রতিবেশী বলিয়াছিল যে, আমি একদিন সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করার পর জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) আসিয়া আমাকে সালাম করিয়া মুসলমানদের মন-মানসিকতার পরিবর্তন ও নানা বিদআত সৃষ্টির কথা আলোচনা করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন : আমি রাসূল (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, “মানুষ এক সময় দলে দলে আল্লাহ্‌র দীনে প্রবেশ করিয়াছে আবার একদিন দলে দলেই দীন হইতে বাহির হইয়া যাইবে।”

সূরা লাহাব

৫ আয়াত, ১ রুকু, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝

(২) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝

(৩) سَيَصْلَىٰ نَارًا إِذْ أَتَا لَهَبًا ۝

(৪) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝

(৫) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝

১. ধ্বংস হউক আবু লাহাবের দুই হস্ত এবং ধ্বংস হউক সে নিজেও।
২. উহার ধন-সম্পদ ও উহার উপার্জন তাহার কোন কাজে আসে নাই।
৩. অচিরে সে দগ্ধ হইবে লেলিহান অগ্নিতে।
৪. এবং তাহার স্ত্রীও যে ইক্ষন বহন করে।
৫. তাহার গলদেশে পাকান রজ্জু।

তাফসীর : ইমাম বুখারী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাতহায় যাইয়া একটি পাহাড়ে আরোহণ করিয়া উচ্চ স্বরে **يا صباحاه** বলিয়া ডাক দিলে কুরায়শের লোকজন তাঁহার কাছে সমবেত হয়। উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আচ্ছা, আমি যদি বলি এই সকালে বা বিকালে দুর্ধর্ষ শত্রু বাহিনী তোমাদের উপর আক্রমণ করিবে তো তোমরা কি উহা বিশ্বাস করিবে? সকলে বলিল, হ্যাঁ, আমরা আপনার কথা বিশ্বাস করিব। এইবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : শুন, আমি তোমাদিগকে আল্লাহর কঠোর আযাব সম্পর্কে সতর্ক করিতেছি। এই কথা শুনিয়া আবু লাহাব বলিল, তুমি কি আমাদেরকে শুধু এই জন্যই ডাকিয়াছ? তুমি ধ্বংস হও। তখন আল্লাহ তা'আলা **تَبَّتْ**

سُورَاتِ النَّازِعَاتِ سূরাটি নাযিল করেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ঘোষণা শুনিয়া আবু লাহাব হাত নাড়াইয়া বলিল, ধ্বংস হও তুমি, শুধু এই জন্যই আমাদিগকে একত্রিত করিয়াছ না। তখন আল্লাহ তা'আলা সূরা লাহাব অবতীর্ণ করেন।

এই আবু লাহাব ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এক চাচা। তাহার নাম ছিল আব্দুল উয্বা ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব। কুনিয়ত আবু উতবা। তাহার চেহারা সুন্দর ও উজ্জ্বল ছিল বিধায় তাহাকে আবু লাহাব বলিয়া ডাকা হইত। সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত বিদ্বেষ পোষণ করিত এবং তাঁহাকে যথেষ্ট জ্বালাতন করিত। রবীয়া ইব্ন আব্বাস দায়লী মুসলমান হওয়ার পর বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একদিন যুলমাজায় বাজারে দেখিতে পাইলাম যে, তিনি বলিতেছেন : হে লোক সকল! তোমরা বল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ—তবে তোমরা সফলতা লাভ করিতে পারিবে। আর বহু লোক তাঁহার চতুর্পার্শ্বে সমবেত দেখিতে পাইলাম। উজ্জ্বল চেহারার এক ব্যক্তি তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, এই লোকটি ধর্মত্যাগী ও মিথ্যুক। জিজ্ঞাসা করিয়া আমি জানিতে পারিলাম যে, লোকটি ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচা আবু লাহাব।

سُورَاتِ النَّازِعَاتِ سূরাটি নাযিল করেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ঘোষণা শুনিয়া আবু লাহাব হাত নাড়াইয়া বলিল, ধ্বংস হও তুমি, শুধু এই জন্যই আমাদিগকে একত্রিত করিয়াছ না। তখন আল্লাহ তা'আলা সূরা লাহাব অবতীর্ণ করেন।

এই আবু লাহাব ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এক চাচা। তাহার নাম ছিল আব্দুল উয্বা ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব। কুনিয়ত আবু উতবা। তাহার চেহারা সুন্দর ও উজ্জ্বল ছিল বিধায় তাহাকে আবু লাহাব বলিয়া ডাকা হইত। সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত বিদ্বেষ পোষণ করিত এবং তাঁহাকে যথেষ্ট জ্বালাতন করিত। রবীয়া ইব্ন আব্বাস দায়লী মুসলমান হওয়ার পর বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একদিন যুলমাজায় বাজারে দেখিতে পাইলাম যে, তিনি বলিতেছেন : হে লোক সকল! তোমরা বল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ—তবে তোমরা সফলতা লাভ করিতে পারিবে। আর বহু লোক তাঁহার চতুর্পার্শ্বে সমবেত দেখিতে পাইলাম। উজ্জ্বল চেহারার এক ব্যক্তি তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, এই লোকটি ধর্মত্যাগী ও মিথ্যুক। জিজ্ঞাসা করিয়া আমি জানিতে পারিলাম যে, লোকটি ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচা আবু লাহাব।

ইব্ন মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার সম্প্রদায়কে ঈমানের দিকে আহ্বান করিলে আবু লাহাব বলিল, মুহাম্মদ যাহা বলে যদি তাহা সত্যই হইয়া পড়ে তাহা হইলে কিয়ামতের দিন আমি আমার সম্পদ ও সন্তানদের দিয়া নিজকে শাস্তি হইতে বাঁচাইয়া লইব। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন।

এই আবু লাহাব ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এক চাচা। তাহার নাম ছিল আব্দুল উয্বা ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব। কুনিয়ত আবু উতবা। তাহার চেহারা সুন্দর ও উজ্জ্বল ছিল বিধায় তাহাকে আবু লাহাব বলিয়া ডাকা হইত। সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত বিদ্বেষ পোষণ করিত এবং তাঁহাকে যথেষ্ট জ্বালাতন করিত। রবীয়া ইব্ন আব্বাস দায়লী মুসলমান হওয়ার পর বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একদিন যুলমাজায় বাজারে দেখিতে পাইলাম যে, তিনি বলিতেছেন : হে লোক সকল! তোমরা বল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ—তবে তোমরা সফলতা লাভ করিতে পারিবে। আর বহু লোক তাঁহার চতুর্পার্শ্বে সমবেত দেখিতে পাইলাম। উজ্জ্বল চেহারার এক ব্যক্তি তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, এই লোকটি ধর্মত্যাগী ও মিথ্যুক। জিজ্ঞাসা করিয়া আমি জানিতে পারিলাম যে, লোকটি ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচা আবু লাহাব।

ইব্ন মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার সম্প্রদায়কে ঈমানের দিকে আহ্বান করিলে আবু লাহাব বলিল, মুহাম্মদ যাহা বলে যদি তাহা সত্যই হইয়া পড়ে তাহা হইলে কিয়ামতের দিন আমি আমার সম্পদ ও সন্তানদের দিয়া নিজকে শাস্তি হইতে বাঁচাইয়া লইব। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন।

ইবন আব্বাস (রা), আওফী (র), আতিয়া, জাদালী, যাহ্বাক ও ইবন যায়দ (র) বর্ণনা করেন, আবু লাহাবের স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যাতায়াত পথে কাঁটা ফেলিয়া রাখিত। ইবন জারীর (র) শা'বী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, শা'বী (র) প্রমুখ বলেন, مَسَدٌ অর্থ খেজুরের রশি, উরওয়া ইবন যুবায়র (র) বলেন, مَسَدٌ সত্তর হাত লম্বা শৃংখল। মুজাহিদ (র) বলেন, مَسَدٌ অর্থ লোহার শৃংখল।

ইবন আবু হাতিম (র) আসমা বিনতে আবু বকর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আসমা বিনতে আবু বকর (রা) বলেন, সূরা লাহাব অবতীর্ণ হওয়ার পর উম্মে জামীল একটি ধারালো পাথর হাতে লইয়া নিম্নের চরণটি আওড়াইতে আওড়াইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আগমন করে।

مَزْمَا ابِينَا وَدِينُهُ قَلِينَا وَامْرَهُ عَصِينَا অর্থাৎ আমরা ধিকৃত লোকটিকে অস্বীকার করি, তাহার দীনের সহিত শত্রুতা পোষণ করি এবং তাহার সব কথা প্রত্যাখ্যান করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা)-ও তাঁহার সংগে বসা ছিলেন। উম্মে জামীলকে আসিতে দেখিয়া আবু বকর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহর রসূল! ওই হতভাগিনী তো আসিয়া পড়িয়াছে। আমার আশংকা হয় সে আপনাকে দেখিয়া ফেলে কিনা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : না, সে আমাকে কিছুতেই দেখিতে পাইবে না। অল্পক্ষণের মধ্যে মহিলাটি আসিয়া আবু বকর (রা)-এর সম্মুখে উপস্থিত হয়। কিন্তু রাসূল (সা)-কে দেখিতে পাইল না। বলিল, আবু বকর! শুনিতে পাইলাম তোমার সংগী নাকি আমাকে গালি দিয়াছে! আবু বকর (রা) বলিলেন, কই না তো তিনি আপনাকে গালি দেন নাই। অতঃপর এই বলিয়া সে ফিরিয়া যায়, কুরায়শরা জানে যে, আমি তাঁহাদের নেতার কন্যা।

আবু বকর বায্বার (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে করেন যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন, সূরা লাহাব অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবু বকর (রা)-কে সংগে লইয়া মসজিদে বসিয়া রহিয়াছেন। ইত্যবসরে আবু লাহাবের স্ত্রী তথায় আগমন করে। দেখিয়া হযরত আবু বকর (রা) বলিলেন, হযর! আপনি একদিকে একটু সরিয়া বসিলে সে আপনার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, প্রয়োজন নাই। সে আমাকে দেখিতে পাইবে না। অবশেষে মহিলাটি আসিয়া আবু বকর (রা)-এর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, হে আবু বকর! তোমার সংগী নাকি আমাদের গালমন্দ করিয়াছে? আবু বকর (রা) বলিলেন, এই ঘরের প্রভুর শপথ। তিনি তো কবিতা জানেনও না এবং তাঁহার মুখ হইতে কখনো কবিতা বাহিরও হয় নাই। মহিলা বলিল, তুমি সত্যই বলিয়াছ। অবশেষে সে চলিয়া গেলে আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হযর! ও কি আপনাকে দেখিতে পায় নাই? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, না। ফেরেশতাগণ তাহার ও আমার মাঝে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল।” উল্লেখ্য যে, এই সূরাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে। কারণ এই সূরায় আবু লাহাব ও তাহার স্ত্রীর অশুভ পরিণামের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। আর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ইহাদের কপালে ঈমান জোটে নাই। গোপনে প্রকাশ্যে কোন প্রকারেই ঈমান আনার তাওফীক ইহাদের হয় নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগাম সংবাদ অবশেষে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হইয়াছে।

সূরা ইখলাস

৪ আয়াত, ১ রুকু, মাদানী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

শানে নুযূল ও ফযীলত

ইমাম আহমদ (র) উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলেন, মুশরিকগণ একদা বলিল, মুহাম্মদ! আমাদেরকে তোমার প্রতিপালকের বংশনামাটি একটু শুনাও দেখি। ইহার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা সূরা ইখলাস নাযিল করেন। صمد অর্থ যে কারো সন্তান নহে এবং যাহার কোন সন্তান নাই। কারণ যে জন্মগ্রহণ করে তাহার একদিন মৃত্যু হইবেই আর যে মৃত্যুবরণ করে অন্যরা তাহার উত্তরাধিকার হয়। অথচ আল্লাহর মৃত্যুও নাই এবং তাঁহার কোন উত্তরসূরীও নাই। তাঁহার সমকক্ষ বলিতে কেহ নাই।

আবু ইয়াল্লা মুসিলী (র) জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন যে, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, মুহাম্মদ! তোমার প্রতিপালকের নসবনামাটা একটু বল দেখি। তখন আল্লাহ তা'আলা সূরা ইখলাস অবতীর্ণ করেন।

তাবারানী (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : প্রতিটি বস্তুর একটি নিসবাত থাকে আর আল্লাহর নিসবাত হইল قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

ইমাম বুখারী (র) আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ক্ষুদ্র একটি সৈন্যদলকে কোথাও এক অভিযানে প্রেরণ করেন। ফিরিয়া আসার পর তাঁহারা সেনাপতির বিরুদ্ধে এই নালিশ দায়ের করিল যে, সে প্রতি নামাযের কিরাআতের শেষে সূরা ইখলাস পাঠ করিত। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তাহাকে জিজ্ঞাসা কর সে এমন কেন করিত। জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, কারণ এই সূরায়

আল্লাহর গুণ ও পরিচয় বর্ণনা করা হইয়াছে বিধায় ইহা পড়িতে আমার কাছে খুব ভালো লাগে। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : “তাহাকে বল যে, আল্লাহ তা’আলাও তাহাকে ভালোবাসেন।”

ইমাম বুখারী (র) সালাত অধ্যায়ে হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এক আনসারী সাহাবী কুবা মসজিদের ইমামতি করিতেন। তাঁহার নিয়ম ছিল, সূরা ফাতিহার পর প্রথমে সূরা ইখলাস পাঠ করিয়া পরে অন্য সূরা মিলাইতেন। প্রত্যেক রাকআতেই তিনি এই নিয়মে পাঠ করিতেন। এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর মুসল্লীরা অভিযোগ করিলে তিনি সাফ বলিয়া দিলেন যে, আমি এইভাবেই পড়িতে থাকিব। তোমাদের ইচ্ছা হয় আমার পিছনে নামায পড়, না হয় আমি ইমামতি ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছি। অগত্যা মুসল্লীগণ আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এই ঘটনা শুনাইলে তিনি তাহাকে ডাকিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, হুযূর! আমি এই সূরাটিকে খুবই ভালোবাসি। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “এই সূরার ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে।”

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হুযূর! আমি সূরা **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** -কে খুব ভালোবাসি। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : ইহার ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে।

ইমাম বুখারী (র) আবু সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু সাঈদ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বারবার সূরা ইখলাস পাঠ করিতে শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উহা বিবৃত করে। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, যাহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি : “ইহা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।”

ইমাম বুখারী (র) আবু সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন সাহাবাগণকে বলিলেন, ‘তোমাদের কেহ কি এক রাতে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করিতে পারে না? তাহারা বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! ইহা কি কাহারো পক্ষে সম্ভব? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “শোন, সূরা ইখলাস কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।”

ইমাম আহমদ (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, কাতাদা ইব্বন নু’মান (রা) একবার গোটা রাত সূরা ইখলাস পড়িয়া কাটাইয়া দেন। এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, যাহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, এই সূরাটি কুরআনের অর্ধেক কিংবা (বলিয়াছেন) এক-তৃতীয়াংশের সমান।”

ইমাম আহমদ (র) আব্দুল্লাহ ইব্বন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্বন আমর (রা) বলেন, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) এক মজলিসে

বলিতেছিলেন, তোমাদের কেহ কি সারারাত জাগিয়া কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করিতে পারিবে? উত্তরে জনতা বলিল, ইহা কি কাহারো পক্ষে সম্ভব? অতঃপর তিনি বলেন, হ্যাঁ, সম্ভব। সূরা ইখলাসই গোটা কুরআনের তিন ভাগের এক ভাগ। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আসিয়া কথাটি শুনিতো পাইয়া বলিলেন, “আবু আইয়ুব ঠিকই বলিয়াছে।”

ইমাম তিরমিযী (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন বলিলেন : তোমরা একত্রিত হইয়া বস, আমি আজ তোমাদিগকে এক-তৃতীয়াংশ কুরআন তিলাওয়াত করিয়া শুনাইব। এই ঘোষণা শুনিয়া আমরা অনেকেই একত্রিত হইয়া বসিয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া সূরা ইখলাস পাঠ করিয়া চলিয়া গেলেন। এইবার আমরা কানাঘুসা করিতে লাগিলাম যে, রাসূল (সা) তো আমাদের কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ শুনাইবার ওয়াদা করিয়াছিলেন। কিন্তু এইভাবে চলিয়া গেলেন কেন? হয়তো আসমান হইতে কোন ওহী আসিয়া থাকিবে। অতঃপর তিনি পুনরায় ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন : আমি ওয়াদা করিয়াছিলাম তোমাদিগকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পড়িয়া শুনাইব। শুন, এই সূরা ইখলাসই কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

ইমাম আহমদ (র) আবু আইয়ুব আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু আইয়ুব আনসারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : তোমরা কেহ কি এক রাত্রে কুরআনে তিনভাগের এক ভাগ পাঠ করিতে পার? শোন, কেহ কোন রাতে সূরা ইখলাস পাঠ করিলেই বলা যাইবে যে, সেই রাত্রে সে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করিয়া ফেলিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) উবাই ইব্ন কা'ব (রা) কিংবা জনৈক আনসারী হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বা আনসারী ব্যক্তি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “যে ব্যক্তি সূরা ইখলাস পড়িল, সে যেন কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ করিয়া ফেলিল।”

ইমাম আহমদ (র) আবু মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “সূরা ইখলাস কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ।”

ইমাম আহমদ (র) আবুদ্দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবুদ্দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “আচ্ছা, তোমরা কি প্রতিদিন কুরআনের তিনভাগের একভাগ পাঠ করিতে অক্ষম?” উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন, হ্যাঁ হুয়ূর! আমাদের ক্ষমতা ইহার চেয়ে অনেক কম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : “শুন আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সূরা ইখলাস হইল কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ।

ইমাম আহমদ (র)..... উম্মে কুলছুম বিনতে উকবা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উম্মে কুলছুম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “সূরা ইখলাস কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।”

ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড—৭৯

ইমাম মালিক (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন এক ব্যক্তিকে সূরা ইখলাস পাঠ করিতে শুনিয়া বলিলেন : “ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কী ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে? তিনি বলিলেন, “জান্নাত।”

আবু ইয়াল্লা মুসিলী (র) আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তোমাদের কেহ কি প্রতি রাতে তিনবার সূরা ফাতিহা পড়িতে পারে না? এই সূরাটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।”

আব্দুল্লাহ ইব্ন ইমাম আহমদ (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন হাবীব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন হাবীব (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসূল (সা)-এর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম যে, তিনি আসিয়া নামায পড়াইবেন। কিছুক্ষণ পর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তিনি আমার হাত ধরিয়া বলিলেন : পড়, আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তিনি আবারো বলিলেন, পড়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি পড়িব? তিনি বলিলেন : প্রতিদিন সকাল-বিকাল দুইবার সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়। ইহা তোমার জন্য যথেষ্ট হইয়া যাইবে।

ইমাম আহমদ (র) তামীম দারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তামীম দারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : কেহ $لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَحَدًا وَ أَحَدًا صَمَدًا$ এই দু'আটি দশবার পড়িলে আল্লাহ তা'আলা তাহার নামে চার কোটি দশ লক্ষ সওয়াব লিপিবদ্ধ করিয়া দিবেন।

ইমাম আহমদ (র) মুআয ইব্ন আনাস জুহানী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুআয ইব্ন আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “যে ব্যক্তি সূরা ইখলাস দশবার পাঠ করিবে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাহার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিবেন।” শুনিয়া হযরত উমর (রা) বলিলেন : তাহা হইলে তো আমরা অধিক পরিমাণে ইহা পাঠ করিয়া অনেক প্রাসাদের মালিক হইয়া যাইব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : “আল্লাহ আরো বেশী ও ভালো দানকারী।”

দারিমী (র) সাঈদ ইব্ন মুসায়যাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন মুসায়যাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “কেহ সূরা ইখলাস দশবার পাঠ করিলে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাহার জন্য একটি প্রাসাদ আর বিশবার পড়িলে দুইটি এবং ত্রিশবার পড়িলে তিনটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া দিবেন।” শুনিয়া হযরত উমর (রা) বলিলেন, হুযূর! তাহা হইলে তো আমরা প্রাসাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া লইব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : “আল্লাহ তা'আলা আরো প্রাচুর্যময়।”

আবু ইয়াল্লা মুসিলী (র) আনাস ইবন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, কেহ পঞ্চাশবার সূরা ইখলাস পাঠ করিলে আল্লাহ তা'আলা তাহার পঞ্চাশ বছরের গুনাহ মাফ করিয়া দেন।

আবু ইয়াল্লা (র) আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : কেহ একদিনে দুইশতবার সূরা ইখলাস পাঠ করিলে আল্লাহ তা'আলা তাহার নামে এক হাজার পাঁচশত সওয়াব লিখিয়া দিবেন, যদি তাহার কোন ঋণ না থাকে।

অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, “যে ব্যক্তি রাত্রে বিছানায় ডান কাতে শুইয়া একশতবার সূরা ইখলাস পাঠ করিবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাহাকে বলিবেন, হে আমার বান্দা! তুমি তোমার ডান দিক দিয়া জান্নাতে ঢুকিয়া পড়।”

আবু বকর বায্যার (র) আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “যে ব্যক্তি দুইশত বার সূরা ইখলাস পাঠ করিবে আল্লাহ তা'আলা তাহার দুইশত বছরের গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন।”

ইমাম নাসায়ী (র) বুয়ায়দা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বুয়ায়দা (রা) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে মসজিদে প্রবেশ করি। দেখিলাম যে, এক ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় এই দু'আটি পাঠ করিতেছে :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ .

শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : যাঁহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, লোকটি আল্লাহর এমন একটি মহান নামে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিল যাহার দোহাই দিয়া প্রার্থনা করিলে তিনি দান করেন এবং যেই নামে ডাকিলে তিনি সাড়া দেন।

আবু ইয়াল্লা মুসিলী (র) জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, “তিনটি কাজ এমন আছে যাহা কেহ ঈমানের সহিত করিলে সে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়া প্রবেশ করিতে পারিবে এবং তাহার সহিত ডাগর চোখা সুনয়না অপরূপ সুন্দরী হুরদের বিবাহ করাইয়া দেওয়া হবে। (১) হত্যাকারীকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া। (২) গোপনে ঋণ আদায় করা ও (৩) প্রত্যেক ফরয নামাযের পর দশবার সূরা ইখলাস পাঠ করা।” শুনিয়া আবু বকর (রা) বলিলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! কেহ ইহার একটি করিলে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, “ইয়া, একটি করিলেও সে এই ফযীলত লাভ করিবে।”

আবুল কাসিম তাবারানী (র) জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “কেহ ঘরে প্রবেশ করিবার সময় সূরা ইখলাস পাঠ করিলে আল্লাহ তা’আলা তাহার ঘর এবং গোটা প্রতিবেশী হইতে দারিদ্র্য দূর করিয়া দিবেন।

আবু ইয়াল্লা মুসিলী (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে তাবুকে অবস্থান করিতেছিলাম। সেইদিন ভোরবেলা সূর্য এত উজ্জ্বল ও কিরণময় হইয়া উদ্ভিত হয় যেমনটি ইতিপূর্বে আমরা কখনো দেখি নাই। কিছুক্ষণ পর হযরত জিবরীল (আ) তথায় আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই জিবরীল! ব্যাপার কি? আজকের সকালের সূর্য এত কিরণময় ও উজ্জ্বল হওয়ার কারণ কি? এমনটি তো ইতিপূর্বে কখনো দেখি নাই। জিবরীল (আ) বলিলেন : আজ মদীনায় মুআবিয়া ইব্ন মুআবিয়া লায়ছীর ইনতিকাল হয়। তাঁহার জানাযার জন্য আল্লাহ তা’আলা সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রেরণ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন : কোন্ আমলের বদৌলতে সে এত ফযীলত লাভ করিল? জিবরীল (আ) বলিলেন : সে দিন-রাত হাঁটা-চলা উঠা-বসা ইত্যাদি সর্বাবস্থায় সূরা ইখলাস পাঠ করিত। আপনি তাঁহার জানাযায় শরীক হইবার ইচ্ছা করিলে যমীনের দূরত্ব সংকোচন করিয়া আমি আপনাকে সেখানে নিয়া যাইতে পারি। ইহাতে সম্মত হইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার জানাযায় শরীক হন।

ইমাম আহমদ (র) উকবা ইব্ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্ন আমির (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে আমার সাক্ষাৎ হইলে আমি দ্রুত তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিলাম, হুযূর! ঈমানদার কি করিলে মুক্তি লাভ করিতে পারে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তুমি তোমার মুখ সংযত কর, নিজের ঘরে বসিয়া থাক এবং পাপের ক্ষমার জন্য কান্নাকাটি করিতে থাক।” কিছুদিন পর আবার দেখা হইলে এইবারও আমি তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিলাম। তিনি বলিলেন, উকবা! আমি কি তোমাকে সর্বোত্তম এমন তিনটি সূরা শিখাইয়া দিব যাহা তাওরাত, ইঞ্জীল, যবূর ও কুরআন সব কয়টি আসমানী কিতাবেই অবতীর্ণ হইয়াছে। আমি বলিলাম, হ্যাঁ বলুন। তখন তিনি আমাকে সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ করিয়া শুনান। অতঃপর বলিলেন, উকবা! এই সূরা তিনটি তুমি ভুলিয়া যাইও না এবং এইগুলি না পড়িয়া ঘুমাইও না। উকবা (রা) বলেন, ইহার পর আমি এই সূরাগুলি ভুলিয়াও যাই নাই এবং কোন রাতে পড়িতেও ভুলি নাই। ইহার কিছুদিন পর পুনরায় আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত সাক্ষাত করিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আপনি কয়েকটি ফযীলতপূর্ণ আমল শিখাইয়া দিন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, উকবা! যে তোমার সহিত আত্মীয়তা ছিন্ন করে, তুমি তাহার সহিত আত্মীয়তা রক্ষা করিয়া চল, যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাহাকে দান কর এবং যে তোমার উপর জুলুম করে তুমি তাহাকে ক্ষমা কর।”

ইমাম বুখারী (র) আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) প্রতিরাতে শুইতে যাইয়া দুই হাতের তালু একত্রিত করিয়া সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করিয়া উহাতে ফুঁক দিয়া সম্ভব পরিমাণ তিনবার নিজের মাথায়, মুখমণ্ডলে ও শরীরের অন্যান্য স্থানে মুছিয়া লইতেন।

(১) قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝

(২) اللَّهُ الصَّمَدُ ۝

(৩) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝

(৪) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

১. বল, তিনিই আল্লাহ, একক ও অদ্বিতীয়।
২. আল্লাহ্ কাহারো মুখাপেক্ষী নহেন, সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী।
৩. তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাঁহাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই।
৪. এবং তাঁহার সমতুল্য কেহই নাই।

তাফসীর : এই সূরার শানে নুযূল ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইকরিমা (রা) বলেন, ইয়াহুদীরা বলিত, আমরা আল্লাহ্র পুত্র উযায়রকে উপাসনা করি, নাসারাগণ বলিত, আমরা আল্লাহ্র বেটা ঈসার উপাসনা করি, মাজুসীরা বলিত, আমরা সূর্য ও চন্দ্রের উপাসনা করি, মুশরিকরা বলিত আমরা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করিয়া থাকি। তো এই সূরাটি অবতীর্ণ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন যে, হে মুহাম্মদ! আপনি বলিয়া দিন, আমাদের মা'বুদ হইলেন, মহান আল্লাহ্। তিনি এক, তাঁহার কোন শরীক নাই, তাঁহার সমকক্ষ বলিতে কেহ নাই, তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাঁহাকেও কেহ জন্ম দেয় নাই। তিনি বে-নজীর, অতুলনীয় ও মুখাপেক্ষীহীন। তিনি ব্যতীত কেহই উপাস্য হওয়ার উপযুক্ত নহে।

الصَّمَدُ — ইকরিমা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে

সেই সত্তাকে বলা হয় বিপদাপদ ও যাবতীয় সমস্যায় গোটা সৃষ্টিজগত যাহার শরণাপন্ন হইয়া থাকে। আলী ইব্ন আবু তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, الصَّمَدُ সেই সত্তাকে বলা হয় যিনি একাধারে সরদার, ভদ্র, মহান, সহনশীল, জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময় এবং এই সব কয়টি গুণে যিনি পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গভাবে গুণান্বিত। তিনি হইলেন, একমাত্র আল্লাহ্।

মালিক (র) য়াদ ইব্ন আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, الصَّمَدُ অর্থ السَّيِّدُ তথা নেতা। হাসান ও কাতাদা (র) বলেন, যিনি সৃষ্টি হওয়ার পরও অক্ষয়

থাকিবেন। হাসান (র) আরো বলেন, যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী ও অক্ষয়। ইকরিমা (র) বলেন, যিনি পানাহার করেন না এবং যাহার অভ্যন্তর হইতে কোন কিছু বাহির হয় না। রবী ইব্ন আনাস (র) বলেন, যিনি কাহাকেও জন্ম দেন না এবং যাঁহাকে জন্ম দেওয়া হয় নাই এবং পরবর্তী আয়াত **لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ** এই **الصَّمَدُ** এরই ব্যাখ্যা। বস্তুত এই ব্যাখ্যাটিই সবচেয়ে ভালো।

ইব্ন মাসউদ, ইব্ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্ন মুসায়যাব (রা), মুজাহিদ, আব্দুল্লাহ ইব্ন বুরায়দা, ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা), আতা ইব্ন আবু রাবাহ, আতিয়া, আওফী, যাহ্‌হাক ও সুদী (র) বলেন, **الصَّمَدُ** তাঁহাকে বলা হয়, যাঁহার পেট নাই। শা'বী (র) বলেন, যিনি পানাহার করেন না। হাকিম আবুল কাসিম তাবারানী কিতাবুস সুন্নাহুয় **الصَّمَدُ** -এর ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া উক্ত সবক'টি কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা এই সবগুলি গুণেই গুণাম্বিত।

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ অর্থাৎ তাহার কোন সন্তান নাই, জন্মদাতা পিতা নাই ও স্ত্রী নাই। **لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ** -এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহর কোন সংগিনী নাই। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন :

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔

অর্থাৎ তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তাঁহার সন্তান হইবে কি করিয়া? অথচ তাঁহার স্ত্রী নাই। বস্তুত তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা।

বুখারী শরীফে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, “কষ্টদায়ক কথায় ধৈর্যধারণকারী আল্লাহ অপেক্ষা আর কেহ নাই। মানুষ তাহার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে কিন্তু ইহার পরও তিনি তাহাদিগকে জীবিকা দান করেন ও শান্তি দান করেন।”

ইমাম বুখারী (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন : আদমের সন্তানরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অথচ তাহাদের পক্ষে ইহা উচিত ছিল না। তাহারা আমাকে গালি দেয় ইহা তাহাদের পক্ষে উচিত ছিল না। আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন এইভাবে করে যে, তাহারা বলে, আল্লাহ প্রথমবারের ন্যায় দ্বিতীয়বার আমাদেরকে কিছুতেই সৃষ্টি করিতে পারিবে না। অথচ প্রথমবারের সৃষ্টি দ্বিতীয়বারের তুলনায় মোটেই সহজ ছিল না। আর আমাকে গালি দেয়ার অর্থ হইল— তাহারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ আমি এক ও অমুখাপেক্ষী, কাহাকেও জন্ম দেই নাই এবং আমাকে জন্ম দেওয়া হয় নাই, আর আমার সমকক্ষ কেহ নাই।

সূরা ফালাক ও নাস

ইমাম আহমদ (র) যির ইব্ন হুবাযশ (র) বর্ণনা করেন যে, যির ইব্ন হুবাযশ (র) বলেন, আমি উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-কে বলিলাম, ইব্ন মাসউদ (রা) তাঁহার মসহাফে সূরা ফালাক ও নাস লিখেন না। উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলিলেন : আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলিয়াছেন, জিবরীল (আ) তাঁহাকে বলিয়াছেন **قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ** এবং **الْفَلَقِ** পাঠ করুন, আমি তাহা পাঠ করিলাম। সুতরাং আমরাও তাহাই বলিব, যাহা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন।

ইমাম আহমদ (র) যির (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, যির (র) বলেন, আমি ইব্ন মাসউদ (রা)-কে সূরা নাস ও ফালাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই সূরা দুইটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি বলিলেন : 'আমাকে বলা হইয়াছে। ফলে আমি তোমাদেরকে বলিয়াছি, অতএব তোমরাও বল।' উবাই (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে বলিয়াছেন তাই আমরাও বলি। মুসনাদে আবু ইয়লা ইত্যাদিতে আছে যে, হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) এই সূরা দুইটিকে কুরআনের অংশ মনে করিতেন না। কারী ও ফকীহদের মধ্যে ইহাই প্রসিদ্ধ যে, ইব্ন মাসউদ (রা) এই সূরা দুইটিকে কুরআন শরীফে লিখিতেন না। কারণ সম্ভবত তিনি ইহা নবী করীম (সা)-এর কাছ হইতে শুনে নাই এবং নির্ভরযোগ্য সূত্রে তাঁহার কানে এই সংবাদ পৌছেও নাই যে, এই সূরা দুইটি পবিত্র কুরআনের অংশ। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি এইমত প্রত্যাহার করেন।

ইমাম মুসলিম (র) উকবা ইব্ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্ন আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "তোমরা কি জান যে, এই রাত্রে আমার উপর এমন কয়টি আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে যাহার সমতুল্য আয়াত আর দেখা যায় না।" অতঃপর তিনি সূরা নাস ও ফালাক তিলাওয়াত করেন।

ইমাম আহমদ (র) উকবা ইব্ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্ন আমির (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া মদীনার গলি দিয়া হাঁটিতেছিলাম। কিছুক্ষণ চলার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : উকবা এইবার তুমি আসিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বস। আমি পাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নাফরমানী হইয়া যায় এই ভয়ে চড়িয়া বসিলাম আর তিনি নামিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনিও ঘোড়ায় আরোহণ করিলেন। অতঃপর বলিলেন, উকবা! তোমাকে আমি দুইটি উত্তম

সূরা শিখাইয়া দিব কি? আমি বলিলাম দিন, হে আল্লাহর রাসূল! অতঃপর তিনি আমাকে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়িয়া শুনাইলেন। অতঃপর নামাযের জামাআত দাঁড়াইয়া গেলে রাসূলুল্লাহ (সা) ইমামত করিলেন এবং নামাযের মধ্যে এই সূরা দুইটি পাঠ করিলেন। নামায শেষে তিনি পুনরায় আমাকে লইয়া চলিতে শুরু করেন। পথিমধ্যে তিনি আমাকে বলিলেন, উকবা! প্রতিদিন ঘুমাইবার পূর্বে ও ঘুম হইতে উঠিয়া এই সূরা দুইটি পাঠ করিবে।

ইমাম আহমদ (র)উকবা ইব্ন 'আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্ন 'আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে প্রত্যেক নামাযের পর সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করার নির্দেশ দিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র)..উকবা ইব্ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্ন আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “তুমি সূরা নাস ও ফালাক পাঠ কর। কারণ এমন সূরা তুমি দ্বিতীয়টি আর পড় নাই।”

ইমাম আহমদ (র)উকবা ইব্ন 'আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্ন 'আমির (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একটি খচ্চর হাদিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি উহাতে আরোহণ করেন আর আমি উহার রশি ধরিয়া টানিতে থাকি। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলিলেন, তুমি সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করিবে। কিন্তু শুনিয়া আমি বেশী খুশী হই নাই মনে করিয়া তিনি বলিলেন, বোধ হয় তুমি ইহাকে ছোট মনে করিয়াছ? না, তুমি নামাযে পড়ার মত এমন সূরা দ্বিতীয়টি তুমি আর পড় নাই। ইমাম নাসায়ী (র)উকবা ইব্ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : আশ্রয় প্রার্থনা করার জন্য সূরা নাস ও ফালাকের মত অন্য কোন সূরা নাই।”

ইমাম নাসায়ী (র) উকবা ইব্ন 'আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্ন 'আমির (রা) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে হাঁটিতেছিলাম। পথিমধ্যে তিনি আমাকে বলিলেন : “উকবা! পড়।” আমি বলিলাম, কি পড়িব? কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া তিনি আবারো বলিলেন, “পড়।” আমি বলিলাম, কি পড়িব হে আল্লাহর রাসূল! এই তিনি বলিলেন : **قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ** আমি সূরাটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : “প্রার্থনা করার এবং আশ্রয় চাওয়ার জন্য এই সূরার ন্যায় সূরা দ্বিতীয়টি আর নাই।”

ইমাম নাসায়ী (র) উকবা ইব্ন 'আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্ন 'আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এই দুইটি সূরা ফজর নামাযে পাঠ করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী (র) উকবা ইব্ন 'আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্ন 'আমির (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আরোহী অবস্থায় ছিলেন আর আমি তাঁহার অনুসরণ করিতেছিলাম। এক সময় তাঁহার দুই পায়ে হাত রাখিয়া আমি বলিলাম, হুযূর! আমাকে সূরা হুদ অথবা সূরা ইউসুফ পড়িয়া শুনান। তিনি বলিলেন : “সূরা ফালাক অপেক্ষা উপকারী সূরা আর নাই।”

ইমাম নাসায়ী (র) ইব্ন আবিস আল-জুহানী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আবিস আল-জুহানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আমাকে বলিলেন : হে ইব্ন আবিস! আমি তোমাকে আশ্রয় প্রার্থনাকারীদের সর্বোত্তম উপকরণ শিখাইয়া দিব কি? আমি বলিলাম, বলুন হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বলিলেন, ফালাক ও নাস এই দুইটি সূরা। উপরে এক হাদীসে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “আমি কি তোমাকে এমন তিনটি সূরা শিক্ষা দিব কি, যাহার ন্যায় অন্য কোন সূরা তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবুর ও কুরআন কোন কিতাবেই নাযিল হয় নাই। তাহা হইল সূরা ইখলাস ফালাক ও নাস। ইমাম আহমদ (র).... আবুল আ'লা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবুল আ'লা (র) বলেন, জনৈক ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে ছিলাম। বাহন কম থাকার দরুন আমরা পালাক্রমে আরোহণ করিতেছিলাম। এক সময় আমার কাঁধে হাত রাখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে সূরা ফালাক ও নাস পড়িয়া শুনাইয়া বলিলেন : “নামাযে তুমি এই দুইটি সূরা পাঠ করিও।”

ইমাম নাসায়ী (র)আব্দুল্লাহ ইব্ন আসলামী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন আসলামী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আমার বুকে হাত রাখিয়া বলিলেন : পড়। কিন্তু আমি কি পড়িব খুঁজিয়া পাইলাম না। তিনি আবাবারো বলিলেন, পড়। এইবার আমি সূরা ইখলাস পাঠ করিলাম। তিনি পুনরায় বলিলেন, “পড়।” এইবার আমি সূরা ফালাক পাঠ করিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় “পড়” বলিলেন। আমি এইবার সূরা নাস পাঠ করিলাম। এইবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : “ঠিক এইভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। এই আশ্রয় প্রার্থনা করিবার জন্য এই সূরাগুলির ন্যায় দ্বিতীয় আর কোন সূরা নেই।”

ইমাম নাসায়ী (র)জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ হইতে (রা) বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আমাকে বলিলেন, “জাবির! পড়।” আমি বলিলাম, আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক? কি পড়িব হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : পড় **قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ** الخ আমি এই সূরা দুইটি পাঠ করিলাম। অবশেষে তিনি বলিলেন : “এই সূরা দুইটি পাঠ করিও, এমন সূরা আর নাই।”

ইমাম মালিক (র) আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অসুস্থ হইলে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করিয়া দম করিতেন। কিন্তু রোগ বাড়িয়া গেলে আমি নিজে সূরা দুইটি পাঠ করিয়া তাঁহার হাত দ্বারাই তাঁহার গা মুছিয়া দিতাম। সূরা নূর-এর তাফসীরে হযরত আবু সাঈদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিন ও মানুষের চোখ হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু এই সূরা ফালাক ও নাস অবতীর্ণ হওয়ার পর সব ছাড়িয়া এই দুইটি সূরাই পাঠ করিতেন।

সূরা ফালাক

৫ আয়াত, ১ রুকু, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝

(২) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝

(৩) وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝

(৪) وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝

(৫) وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝

১. বল, 'আমি শরণ লইতেছি উষার স্রষ্টার,
২. 'তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার অনিষ্ট হইতে,
৩. 'অনিষ্ট হইতে রাত্রির যখন উহা গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়,
৪. এবং সেই সমস্ত নারীদিগের অনিষ্ট হইতে, যাহারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়।
৫. 'এবং অনিষ্ট হইতে হিংসুকের যখন সে হিংসা করে।'

তাফসীর : ইব্ন আবু হাতিম (র) জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, اَلْفَلَقُ অর্থ উষা। আওফী (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, اَلْفَلَقُ অর্থ উষা। মুজাহিদ, সাঈদ, ইব্ন জুবায়র, আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ, ইব্ন আকীল, হাসান, কাতাদা, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাযী, ইব্ন যায়দ এবং মালিক (র) হইতেও এইরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ বলেন, فَالِقَ الْاَصْبَاحِ অর্থাৎ উষার উন্মেষকারী।

আলী ইব্ন আবু তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে الْفُلُقْ অর্থ সৃষ্টি। অনুরূপভাবে যাহ্‌হাক (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তা'হা'র নবী (সা)-কে সমস্ত অনিষ্ট হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়াছেন। কা'ব আহবার (র) বলেন, الْفُلُقْ জাহান্নামের একটি গুহ যাহা উন্মুক্ত করা হইলে তীব্র গরমের চোটে জাহান্নামীরা চিৎকার করিয়া উঠে।

ইব্ন আবু হাতিম (র)যায়দ ইব্ন আলী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্ন আলী (র) বলেন, আমি আমার পূর্বপুরুষদের নিকট শুনিয়াছি الْفُلُقْ জাহান্নামের একটি গভীর গর্তের নাম, যাহা ঢাকনা দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। উহা খুলিয়া দেওয়া হইলে অসহনীয় প্রচণ্ড গরমের চোটে জাহান্নামীরা চিৎকার করিতে শুরু করে। আমার ইব্ন আব্বাস, ইব্ন আব্বাস (রা) ও সুদ্দী (র) প্রমুখ হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে একটি মারফু হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু উহার সনদ গ্রহণযোগ্য নহে। আবু আব্দুর রহমান জাবালী (র) বলেন, الْفُلُقْ আকাশের একটি নাম। ইব্ন জারীর (র) বলেন, এই সব কয়টি ব্যাখ্যার মধ্যে প্রথম ব্যাখ্যাটিই সঠিক। অর্থাৎ الْفُلُقْ অর্থ উষা। ইমাম বুখারী (র)-ও এই ব্যাখ্যাটিই গ্রহণ করিয়াছেন।

اِذَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ অর্থাৎ আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি সমগ্র সৃষ্টির অনিষ্ট হইতে। ছাবিত বুনানী ও হাসান বসরী (র) বলেন, জাহান্নাম, ইবলীস এবং তাহার বংশধর ও مَا خَلَقَ তথা সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত।

اِذَا غَاسِقٍ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ মুজাহিদ (র) বলেন : اِذَا غَاسِقٍ অর্থ রাত আর وَقَبَ অর্থ সূর্য অস্ত যাওয়া। অর্থাৎ সূর্য অস্ত যাইয়া যখন অন্ধকার রাত আসিয়া পড়ে। ইমাম বুখারী (র) মুজাহিদ (র) হইতে এই ব্যাখ্যাটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাযী, যাহ্‌হাক, খুসাইফ, হাসান এবং কাতাদা (র)-ও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, এই আয়াতের অর্থ রাতের অনিষ্ট হইতে যখন উহা অন্ধকার হইয়া যায়।

যুহরী (র) বলেন, আয়াতের অর্থ সূর্যের অনিষ্ট হইতে যখন উহা অস্ত যায়। আতিয়া ও কাতাদা (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, আয়াতের অর্থ হইল রাতের অনিষ্ট হইতে যখন উহা বিলুপ্ত হয়। আবুল মাহযাম (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, اِذَا غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ অর্থ নক্ষত্র। ইব্ন যায়দ (র) বলেন, আরবরা সুরাইয়া নক্ষত্রের পতনকে اِذَا غَاسِقٍ বলিত।

ইব্ন জারীর (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, اِذَا غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ অর্থ النجم الغاسق অর্থ গাসিক দ্বারা উদ্দেশ্য কিন্তু ইহা মূলত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা নয়। অনেকের মতে اِذَا غَاسِقٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল চন্দ্র।

ইমাম আহমদ (র) হারিছ ইবন আবু সালামা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হারিছ ইবন আবু সালামা (র) বলেন, আয়িশা (রা) বলিয়াছেন : রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন আমার হাত ধরিয়া উদিত চন্দ্রকে দেখাইয়া বলিলেন : تَعُوذِي بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الْغَاسِقِ إِذَا وَقَبَ ইমাম তিরমিযী এবং নাসায়ী ও কিতাবুত তাকফীরে এই হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি হাসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। وَمِنْ شَرِّ النَّفْثَاتِ فِي الْعُقَدِ মুজাহিদ, ইকরিমা, হাসান, কাতাদা ও যাহূহাক (র) বলেন النَّفْثَاتِ الْأَرْوَاحُ الْأَشْرَارُ অর্থাৎ যাদুকর। মুজাহিদ (র) বলেন, যাদুকররা যখন মন্ত্র পড়িয়া গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়।

ইবন জারীর (র) তাউস (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাউস (র) বলেন, সাপ এবং জিন-ভূতের মন্ত্রের চেয়ে শিরকের নিকটতম আর কিছু নাই। অন্য এক হাদীসে আছে যে, হযরত জিবরীল (আ) একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন : মুহাম্মদ! আপনি কি অসুস্থ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ, তখন জিবরীল (আ) বলিলেন :

بِسْمِ اللَّهِ أُرْقِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِدٍ وَعَيْنٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ

আর সম্ভবত ইহা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যাদুগ্রন্থ হওয়ার পরের ঘটনা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) সুস্থ হইয়া যান।

ইমাম আহমদ (র)যায়দ ইবন আরকাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইবন আরকাম (রা) বলেন, জনৈক ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ (সা) উপর যাদু করে। ইহাতে তিনি কয়েকদিন যাবত অসুস্থ হইয়া পড়েন। অতঃপর জিবরীল (আ) আসিয়া বলিলেন : এক ইয়াহুদী আপনাকে যাদু করিয়াছে এবং গ্রন্থি বাঁধিয়া অমুক অমুক কূপে রাখিয়া দিয়াছে। আপনি সেইগুলি উঠাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) লোক পাঠাইয়া সেইগুলি উঠাইয়া আনিলেন এবং গ্রন্থিগুলি খুলিয়া ফেলার সংগে সংগে তিনি সুস্থ হইয়া যান। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) এই কথা কোন দিন সেই ইয়াহুদীকে বলেনও নাই এবং ইনতিকাল পূর্ব পর্যন্ত তাহার সম্মুখে কখনো মুখ ভার করেন নাই।

ইমাম বুখারী (র)আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যাদু করা হয়। ফলে স্ত্রীদের কাছে না আসিয়াও তাঁহার মনে হইত তিনি স্ত্রীদের কাছে আসিয়াছেন। একদিন তিনি বলিলেন, আয়িশা! আল্লাহ তা'আলা আমাকে ইহার চিকিৎসা বাতাইয়া দিয়াছেন। দুই ব্যক্তি আসিয়া একজন আমার শিয়রের কাছে আর অপরজন আমার পায়ে কাছে বসে। অতঃপর মাথার কাছে বসা ব্যক্তি অপরজনকে জিজ্ঞাসা করে, এই লোকটির কি হইয়াছে? উত্তরে সে বলিল, ইহাকে যাদু করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, কে যাদু করিল? উত্তরে সে বলিল, লবীদ ইবন হাসান নামক এক মুনাফিক ইয়াহুদী। জিজ্ঞাসা করিল, এই যাদু কিসে করিল? উত্তরে সে বলিল, মাথার চুল ও চিরুনীতে। জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় করিল? সে বলিল, তাজা খেজুর বৃক্ষের ছালে পাথরের নীচে দরদান কূপে। আয়িশা (রা) বলেনঃ

ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেই কূপের নিকট আসিয়া কূপের ভিতর হইতে উহা উত্তোলন করান। অতঃপর বলেন, এই কূপটিকেই আমাকে স্বপ্নে দেখানো হইয়াছিল। উহার পানিগুলি যেন মেহেদী মাখানো আর উহার চতুষ্পার্শ্বের খেজুর বৃক্ষগুলি যেন শয়তানের মাথা। আয়িশা (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইহার তো প্রতিশোধ নেয়া দরকার। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : ‘আল্লাহ্ আমাকে সুস্থতা দান করিয়াছেন। আমি চাই না যে, সমাজে একটা বিশৃংখলা সৃষ্টি হউক।’ ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)-ও এই মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

মুফাস্সির ছালাবী (র) স্বীয় তাফসীরে লিখিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস ও আয়িশা (রা) বলিয়াছেন : এক ইয়াহুদী বালক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমত করিত। এই সুযোগে ইয়াহুদীরা তাহাকে বাধ্য করিয়া তাহার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাথার কিছু চুল ও তাঁহার চিরুনীর কয়েকটি কাঁটা সংগ্রহ করিয়া লইয়া উহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর তাহারা যাদু করে। আর এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ইব্ন আ'সাম নামক এক ব্যক্তি। অতঃপর তাহারা সেই চুল ও চিরুনীর কাঁটাগুলি যারওয়ান নামক একটি কূপে পুঁতিয়া রাখে। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং তাঁহার মাথার চুল পড়িয়া যাইতে শুরু করে। এইভাবে ছয় মাস কাটিয়া যায়। এই সময়ে তিনি স্ত্রীদের কাছে না আসিয়াও মনে করিতেন আসিয়াছেন। ইতিমধ্যে একদিন ঘুমন্ত অবস্থায় দুই ফেরেশতা আসিয়া একজন তাঁহার শিয়রের কাছে এবং অপরজন পায়ের কাছে উপবেশন করে। অতঃপর পায়ের কাছে বসা ফেরেশতা মাথার কাছে বসা ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করে, লোকটির কি হইয়াছে? বলিল, যাদু করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, যাদু কে করিল? বলিল, লবীদ ইব্ন আ'সাম ইয়াহুদী। জিজ্ঞাসা করিল, যাদু কি দ্বারা করিল? বলিল, চুল ও চিরুনী দ্বারা। জিজ্ঞাসা করিল, উহা কোথায় আছে? বলিল, খেজুর বৃক্ষের ছাল ও পাথরে করিয়া কূপের তলে পুঁতিয়া রাখা হইয়াছে। এই স্বপ্ন দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া জাগিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন : আয়িশা! জান, আল্লাহ্ আমাকে আমার রোগ সম্পর্কে অবহিত করিয়া দিয়াছেন? অতঃপর তিনি আলী, আম্মার ইব্ন ইয়াসির ও যুবায়র (রা)-কে প্রেরণ করেন। তাঁহারা কূপের তলা হইতে পাথরখণ্ড ও খেজুরের ছাল উঠাইয়া আনেন এবং উহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাথার চুল ও চিরুনীর কাঁটা পাওয়া যায় এবং উহাতে বারটি গ্রন্থি বিশিষ্ট একটি সূতাও পাওয়া যায়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সূরা ফালাক ও সূরা নাস নাযিল করেন। এই সূরা দুইটির একটি আয়াত পড়ার সংগে সংগে সূতার একটি করিয়া গ্রন্থি আপনা আপনি খুলিয়া যায় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ধীরে ধীরে সুস্থতা ও শান্তি অনুভব করিতে থাকেন। এইভাবে সর্বশেষে গ্রন্থিটি খুলিয়া যাওয়ার সংগে সংগে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া যান। তখন জিবরীল (আ)-ও এই দু'আটি পাঠ করিতেছিলেন :

بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ حَاسِدٍ وَعَيْنِ اللّٰهِ يَشْفِيْكَ .

অতঃপর তিনি বলিলেন : “হে আল্লাহর রাসূল! এই নরাধমকে ধরিয়া দেন মারিয়া ফেলি। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : আমাকে তো আল্লাহ্ তা'আলা সুস্থ করিয়া দিয়াছেন। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া সমাজে একটা অনিষ্ট সৃষ্টি করা আমি অপছন্দ করি।”

সূরা নাস

৬ আয়াত, ১ রুকু, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝

(২) مَلِكِ النَّاسِ ۝

(৩) اِلٰهِ النَّاسِ ۝

(৪) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝

(৫) الَّذِيْ يُّوسَسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝

(৬) مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

১. বল, 'আমি শরণ লইতেছি মানুষের প্রতিপালকের,
২. 'মানুষের অধিপতির,
৩. 'মানুষের ইলাহের নিকট,
৪. 'আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণা দাতার অনিষ্ট হইতে,
৫. 'যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে,
৬. 'জিনের মধ্য হইতে অথবা মানুষের মধ্য হইতে।'

তাফসীর : এই সূরায় আল্লাহ তা'আলার তিনটি গুণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। রব, মালিক ও ইলাহ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টিকুলের রব, সকলের মালিক ও মাবুদ। বস্তুমাত্রই তাঁহার সৃষ্টি, তাঁহার মালিকানাধীন সম্পদ ও তাঁহার দাস। এই জন আল্লাহ তা'আলা আশ্রয় প্রার্থনাকারীদেরকে এই তিনগুণে গুণাঙ্কিত সন্ত্বার নামে আত্মগোপনকারী কু-মন্ত্রণা দাতা শয়তানের অনিষ্ট হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়াছেন। বলাবাহুল্য যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের উপরই শয়তানকে লেলাইয়া দিয়াছেন। এই শয়তানের অনিষ্ট হইতে সেই রক্ষা পায়, আল্লাহ্ যাহাকে রক্ষা করেন। সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা). বলিয়াছেন : “তোমাদের প্রত্যেকের সহিতই শয়তান নিযুক্ত রহিয়াছে।” শুনিয়া সাহাবা কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হুযূর! আপনার সহিতও আছে কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : হ্যাঁ, আছে বৈকি। তবে

আমারটা আল্লাহর সাহায্যে আমার অনুগত হইয়া গিয়াছে। ফলে সে আমাকে ভালো পরামর্শই দিয়া থাকে।' সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একদা ইতিকাফ করিতেছিলেন, রাত্রিকালে হযরত সফিয়্যা (রা) তাঁহার সাথে দেখা করিতে আসেন। চলিয়া যাওয়ার সময় তাঁহাকে পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) সাথে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে দুই আনসারী সাহাবীর সহিত তাঁহার সাক্ষাত হয়। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখিয়া দ্রুত কাটিয়া পড়েন। সংগে সংগে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন : এই মহিলাটি আমার স্ত্রী সফিয়্যা বিনতে হুয়াই।" তাঁহারা বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! হে আল্লাহর রসূল! (ইহা বলিবার কি প্রয়োজন ছিল?) রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, "শোন শয়তান রক্ত চলাচলের ন্যায় মানুষের শিরায় শিরায় চলাচল করিয়া থাকে। আমার আশংকা হইয়াছিল তোমাদের মনে কোন সংশয় বা কু-ধারণা সৃষ্টি হয় কিনা।"

আবু ইয়ালা মুসিলী (র)আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : "শয়তান হৃদয়ের উপর হাত রাখিয়া বসিয়া আছে। মানুষ আল্লাহর যিকরে লিগু হইলে তাহার হাত সরিয়া যায় আর আল্লাহর কথা ভুলিয়া গেলে হৃদয়ের উপর পুরাপরি ক্ষমতা বিস্তার করিয়া ফেলে। কুরআনে ইহাকে ওয়াসওয়াসু খান্নাস তথা আত্মগোপনকারী কু-মন্ত্রণাদাতা বলা হইয়াছে।"

এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন গাধার পীঠে চড়িয়া কোথাও যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে হেঁচট খাইয়া পড়িলে তাঁহার সংগী বলিয়া উঠিল, শয়তান বরবাদ হউক। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : "এই কথা বলিও না। কারণ ইহাতে শয়তান গর্বিত হইয়া বলে আমি আমার শক্তি বলে তাহাকে পরাভূত করিয়া দিয়াছি। আর যদি তুমি বিসমিল্লাহ বল, তো শয়তান নত হইয়া যায় এবং নিজের পরাজয় স্বীকার করিয়া নেয়। এমনকি নিজেকে মাছির ন্যায় ছোট মনে করে।" ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, অন্তরে আল্লাহর যিকর থাকিলে শয়তান নত ও পরাজিত হয় আর অন্তরে আল্লাহর যিকর না থাকিলে শয়তান মাথাচাড়া দিয়া উঠে ও নিজেকে বড় মনে করিতে শুরু করে।

ইমাম আহমদ (র)আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : কেহ মসজিদে গিয়া বসিলে জীব-জানোয়ার ফুসলানোর ন্যায় শয়তান তাহাকে ফুসলাইতে শুরু করে। যদি সে চুপ করিয়া থাকে তো এই সুযোগে শয়তান তাহাকে নাকে রশি কিংবা মুখে লাগাম লাগাইয়া ফেলে।"

الْوَسْوَسُ الْخَنَّاسُ -এর ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, শয়তান মানুষের হৃদয়ের প্রতি ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। মানুষ আল্লাহর যিকর হইতে উদাসীন হইবা মাত্র শয়তান কু-মন্ত্রণা দিতে শুরু করে আর যিকরে লিগু হইয়া পড়িলে কাটিয়া পড়ে। মুজাহিদ এবং কাতাদা (র)-ও এইরূপ মত পেশ করিয়াছেন। মু'তামির ইব্ন সুলায়মান (র) বলেন, আমি আমার আব্বার মুখে শুনিয়াছি যে, সুখ ও দুঃখের সময় শয়তান মানুষের অন্তরে ফুক দিয়া কু-মন্ত্রণা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু মানুষ আল্লাহর কথা স্মরণ করিলে সে কাটিয়া পড়ে। আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : শয়তান মানুষকে অপকর্মের নির্দেশ দেওয়ার পর মানুষ উহা মানিয়া লইলে সে সরিয়া যায়।

“الَّذِي يُوسُّوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ” যে মানুষের অন্তরে কু-মন্ত্রণা দেয়।”
بِالنَّاسِ বলিতে কি শুধু মানব জাতিকেই বুঝানো হয়, নাকি মানব ও জিন উভয়

জাতিকে বুঝানো হয়, ইহাতে দু'ধরনের মত রহিয়াছে। النَّاسُ বলিয়া মানুষের সহিত জিনদেরও বুঝানো হইয়া থাকে। যেমন কুরআনের একস্থানে بَرَجَالَ مِّنَ الْجِنِّ বলা হইয়াছে। সুতরাং জিনদের ক্ষেত্রেও النَّاسُ ব্যবহার করা তো কোন দোষ নাই। মোটকথা শয়তান মানুষ ও জিনের অন্তরে কু-মন্ত্রণা দিতে থাকে। পরবর্তী আয়াত مِّنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ-এর দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথমত, শয়তান যাদের অন্তরে কু-মন্ত্রণা দেয় তাহারা মানুষ ও জিন উভয়ই হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, কুমন্ত্রণা দানকারী মানুষও হইতে পারে আবার জিনও হইতে পারে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ আমি প্রত্যেক নবীর জন্য জিন ও মানুষ শয়তানদেরকে শত্রু বানাইয়াছি।

ইমাম আহমদ (র) আবু যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু যর (রা) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া দেখি, তিনি মসজিদে বসিয়া আছেন। ফলে আমিও বসিয়া পড়িলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, আবু যর! নামায পড়িয়াছ? আমি বলিলাম, জি না। তিনি বলিলেন : যাও, উঠিয়া নামায পড়িয়া আস। আমি উঠিয়া নামায পড়িয়া আবার আসিয়া বসিলে তিনি বলিলেন : আবু যর! জিন ও মানুষ শয়তানের অনিষ্ট হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর।" আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের মধ্যেও শয়তান আছে কি? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হুযূর! নামায কেমন জিনিস? তিনি বলিলেন : ভালো জিনিস। যাহার ইচ্ছা নামায বেশী পড়ুক আর যাহার ইচ্ছা কম পড়ুক। আমি বলিলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! রোযা কেমন? তিনি বলিলেন : যথেষ্ট হওয়ার মত ফরয এবং আল্লাহর নিকট উহার মূল্য অনেক। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সাদকা কেমন? তিনি বলিলেন : কয়েকগুণ বৃদ্ধি করিয়া ইহার সওয়াব দেওয়া হয়। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন সাদকা সর্বাপেক্ষা উত্তম? তিনি বলিলেন : যে সাদকা অভাব থাকা সত্ত্বেও দেওয়া হয় আর যাহা গোপনে কোন দরিদ্রকে দেয়া হয়। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সর্বপ্রথম নবী কে? তিনি বলেন : আদম (আ)। আমি বলিলাম, আদম (আ) কি নবী ছিলেন? তিনি বলিলেন : হ্যাঁ। এবং তাহার সহিত আল্লাহ কথাও বলিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলদের সংখ্যা কত? তিনি বলিলেন : তিনশত তের জন। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপরে নায়িলকৃত সর্বাপেক্ষা সম্মানিত আয়াত কোন্টি? তিনি বলিলেন : আয়াতুল কুরসী।

ইমাম আহমদ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মনে অনেক সময় এমন কু-ধারণা সৃষ্টি হয় যাহা প্রকাশ করা অপেক্ষা আসমান হইতে পড়িয়া মরাই আমার নিকট বেশী সহজ ও প্রিয় মনে হয়। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : আল্লাহ আকবর, আল্লাহ আকবর, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি শয়তানের ষড়যন্ত্রকে কু-মন্ত্রণায় পরিণত করিয়া দিয়াছেন।" ইমাম আবু দাউদ ও নাসায়ী (র) মনসূরের হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

১২ খণ্ডে সমাপ্ত



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ